১৯৯৮ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী পর্তুগীজ লেখক

হো সে সা রা মা গো

বালতাসার অ্যান্ড ব্লিমুন্দা

অ নু বা দ : শ ও ক ত হো সে ন

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের অসাধারণ সাহিত্যকর্ম–এক ঐন্দ্রজালিক সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত প্রেম ও ধর্মের অনন্য কাহিনী।

পর্তুগাল ১৭১১: লিসবনের পাথরছাওয়া রাজপথে ধাওয়া খাচ্ছে প্রণয়-পাগল এক নগ্ন ফ্রায়ার, অনুতাপকারীদের মিছিল ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে গগনবিদারী স্লোগান তুলেছে; এক রয়্যাল প্রিন্স টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যে ব্যবহার করছে অসহায় নাবিকদের আর বর্ণালী পোশাকপরা মহিলারা উপভোগ করছে ধর্মত্যাগী ও জাদুকরদের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ। ইনকুইজিশন এবং প্লেগের ভয়াবহতার মাঝে চমৎকার বিবরণ আর যাদুময় এক কাহিনী, মানুষের বিপদ আর ইচ্ছাশক্তির নকশীকাঁথা।

হোসে সারামাগোর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের অন্যতম, এ উপন্যাস লেখকের সাফল্যের অনুরণন।

‘চমকপ্রদ এবং গতিশীল কাহিনী। এক অপ্রত্যাশিত রত্ন।’

–ইউএসএ টুডে

‘বাঁশির সুর যেমন চড়া অর্কেস্ট্রার বাদনকে ছাপিয়ে ওঠে তেমনি আর সব প্রসঙ্গকে ছাপিয়ে যাওয়া প্রেমকাহিনীসমৃদ্ধ এক মনোমুগ্ধকর উপন্যাস।’

–দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্ বুক রিভিউ
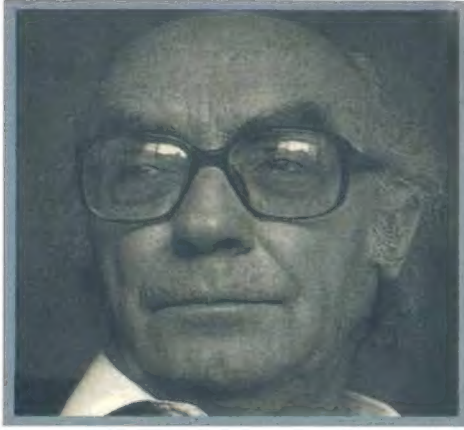
হোসে সারামাগোর জন্ম ১৯২২ সালের ১৬ নভেম্বর পর্তুগালের আজিনহাগা গ্রামের এক কৃষক পরিবারে। তাঁর লেখক জীবন শুরু ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত *Terra do Pecado* উপন্যাস দিয়ে। এরপর দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর আর সাহিত্যচর্চা করেন নি তিনি। ১৯৭৬ সালে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *Manual of Painting and Calligraphy* প্রকাশিত হয়। স্বয়ং সারামাগো ও সমালোচকবৃন্দ প্রথমদিকের রচনার গঠনমূলক দিক ও স্বতন্ত্র মানের উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করলেও তাঁর অধিকাংশ পাঠক ১৯৮২ সালে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস *Baltasar and Blimunda*-কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই উপন্যাসটিই তাঁর পাঠকপ্রিয়তা বাড়িয়ে দেয়। ১৯৯১ সালে তাঁর *The Gospel According to Jesus Christ* প্রকাশিত হলে দারুণ হৈ-চৈ পড়ে যায়। বইটি ক্যাথলিকদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে, এই অজুহাতে পর্তুগীজ সরকার ইউরোপীয় সাহিত্য পুরস্কারের জন্যে বইটি বিবেচনার বিরোধিতা করে। তখন সারামাগো ও তাঁর স্ত্রী স্পেনের ল্যানজারোতে দ্বীপপুঞ্জে পাড়ি জমান এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৯৫ সালে তাঁর *Blindness*, ১৯৯৭ সালে *All the Names* ও ২০০০ সালে *The Cave* প্রকাশিত হয়। এইসব রচনা দার্শনিক নীতিগর্ভ রূপককাহিনীসমৃদ্ধ যা তাঁর পূর্বেকার রচনার সাথে যথেষ্ট পার্থক্য বহন করে।

অনুবাদক : **শওকত হোসেন**-এর জন্ম চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরে। বাবার চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জেলায় কেটেছে বাল্য ও কৈশোর। বই পড়ার নেশা পেয়েছেন বইপ্রেমী মায়ের কল্যাণে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টারস করেছেন তিনি। রানওয়ে জিরো এইট-এর মাধ্যমে আকস্মিকভাবেই লেখালেখি শুরু।

প্রচ্ছদ • ধ্রুব এষ

বালতাসার অ্যান্ড ব্লিমুন্দা

Memorial do Convento

Baltasar and Blimunda

JOSÉ SARAMAGO

Bengali Translation : Saokot Hossain

Funded by the Portuguese Institute for Books and Libraries

১৯৯৮ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী

হোসে সারামাগো

বালতাসার অ্যান্ড ব্লিমুন্দা

অনুবাদ : শওকত হোসেন

ISBN 10: 984-8088-96-2
ISBN 13: 984-70209-0063-4

বালতাসার অ্যান্ড ব্লিমুন্দা

হোসে সারামাগো

অনুবাদ : শওকত হোসেন

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৩৬০.০০ টাকা

উৎসর্গ

আব্বা ও আম্মা

রাজকীয় তালিকায় পঞ্চম সম্রাট নামে আখ্যা পাওয়া ডোম হোয়াও আজ রাতে রানী ডোনা মারিয়া আনা জোসেফার বেডচেম্বারে আগমন করতে যাচ্ছেন। পর্তুগীজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে দু বছরেরও বেশী সময় আগে অস্ট্রিয়া থেকে এলেও এখন পর্যন্ত প্রেগন্যান্ট হবার কোনও লক্ষণ দেখা যায় নি রানীর মাঝে। এরই মধ্যে রাজ দরবারের প্রাসাদের ভেতর-বাইরে দুজায়গায়ই গুজব রটে গেছে যে রানী বন্ধ্যা। এই অপবাদ বৈরী কান আর জিভ থেকে সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে, কেবল অন্তরঙ্গদের মাঝেই চালাচালি হয়েছে। রাজাকে দোষারোপ করার কথা চিন্তাই করা যায় না, প্রথম কারণ সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা এমন এক অভিশাপ যা পুরুষ নয়, মেয়েদের ওপরেই বর্তায় এবং স্রেফ এই কারণেই প্রায়ই যাদের পরিত্যাগ করা হয়, দ্বিতীয়ত, কারণ সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, এমন কোনও কিছুর যদি আদৌ প্রয়োজন হয়, রাজকীয় বীর্জে জন্ম নেয়া জারজদের দলে, যারা রাজ্যের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে এবং এমনকি এই মুহূর্তে একটা মিছিল করছে স্কয়্যারে। তাছাড়া, রাজা নন, রানীই স্বর্গ থেকে সন্তানের আশীর্বাদ কামনায়, সারাটা সময় প্রার্থনায় ব্যয় করেন, দুটো চমৎকার কারণে। প্রথম কারণ, কোনও রাজা, বিশেষ করে পর্তুগালের রাজা, এমন কিছুর জন্যে প্রার্থনা করেন না যা তিনি নিজেই যোগান দিতে পারেন; আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে, নারীরা আবশ্যিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে পরিপূর্ণ হবার জন্যে, একটা স্বাভাবিক প্রার্থী, তা সে নোভেনাতে আবেদন জানাক বা মাঝেমাঝে প্রার্থনায় কামনা করুক। কিন্তু রাজার অধ্যাবসায়, যিনি কোনও অনুশাসনিক বা শারীরিক অসুবিধা না থাকলে সপ্তাহে দুবার তাঁর রাজকীয় কর্তব্য পালন করে থাকেন, বা রানীর ধৈর্য অথবা নম্রতা, প্রার্থনার পাশাপাশি যিনি তাঁর স্বামীর প্রত্যাহারের পর নিজেকে পুরোপুরি নিঃসাড় করে রাখেন, যাতে করে তাঁদের প্রজনন নিঃসরণ কোনওরকম সমস্যা ছাড়াই উর্বরতা পেতে পারে, রানীর প্রেরণা আর সময়ের অভাবের কারণে অপর্যাপ্ত এবং তাঁর গভীর নৈতিক দ্বিধার দরুণ, রাজার উত্তরাধিকারী, যেমনটা বাইশ বছরের কম বয়সী কোনও পুরুষের কাছ থেকে আশা করে কেউ, কোনও উপাদানই এ পর্যন্ত ডোনা মারিয়া আনার জরায়ুকে স্ফীত করতে সফল হয় নি। কিন্তু তারপরেও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

রাজা কর্তৃক নির্মাণাধীন ব্যাসিলিকা সেইন্ট পিটারের রেপ্লিকাটিও প্রায় ঈশ্বরের মতই সর্বশক্তিমান। বেস বা ফাউন্ডেশন বিহীন একটা নির্মাণ এটা, একটা টেবিলের ওপর রাখা, যেটির মূল ব্যাসিলিকার মিনিয়েচার মডেলের ওজন বইবার মত নিরেট

হবার প্রয়োজন নেই, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে টুকরোগুলো, প্রাচীন টাঙ অ্যান্ড-গ্রুভ পদ্ধতিতে জোড়া লাগানোর অপেক্ষা করছে এবং কর্তব্যরত চারজন ফুটম্যান দারুণ শ্রদ্ধার সঙ্গে নাড়াচাড়া করছে ওগুলো। ওগুলো রাখার চেস্ট থেকে ধূপের গন্ধ বেরিয়ে আসছে; আর যে মখমল কাপড়ে ওগুলো আলাদাভাবে মুড়ে রাখা হয়েছিল, যাতে স্ট্যাচুর চেহারাগুলো কলামগুলোর ক্যাপিটালের সঙ্গে ঘঁষা না খায়, বিশাল ক্যান্ডেলেব্রার আলো প্রতিফলিত করছে। দালান প্রায় তৈরি। সবগুলো দেয়াল জোড়া লাগানো হয়েছে; আর কলামগুলো ল্যাটিন ভাষায় পাওলো পঞ্চম বর্গিজ নাম আর উপাধি খোদাই করা কার্নিসের নিচে দৃঢ়ভাবে ঢোকানো হয়েছে; লেখাটা এখন আর রাজা পড়েন না; যদিও পোপের নামের পর অর্ডিনাল পঞ্চম নম্বারটি তাঁর নিজের নাম্বারের সঙ্গে মিলে যাওয়ার ব্যাপারটা তাঁকে সব সময় অসাধারণ আনন্দ দেয়। রাজার মাঝে নম্রতা দুর্বলতার লক্ষণ হবে। দেয়ালের ওপর দিকে উপযুক্ত তাকে পয়গম্বর আর সেইন্টদের এফিগিগুলো তুলে রাখতে শুরু করলেন তিনি, আর মূল্যবান মখমলের র‍্যাপিংস থেকে একে একে মূর্তিগুলো আলগা করার সময় ফুটম্যান মৃদু মাথা নোয়াচ্ছে। এক এক করে রাজার হাতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা কোনও পয়গম্বর বা উল্টাভাবে কাৎ হয়ে থাকা সেইন্টের মূর্তি রাজার হাতে তুলে দিচ্ছে, কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত অসম্মান দেখানোকে আমলে আনছে না কেউই, রাজা পবিত্র বস্তুর সঙ্গে মানানসই শৃঙ্খলা আর গাম্ভীর্য পুন:স্থাপনে অগ্রসর হচ্ছেন, সোজা করে দিচ্ছেন ওগুলোকে, প্রতিটি সজাগ মূর্তিকে যথার্থ স্থানে প্রবেশ করাচ্ছেন তিনি। স্ট্যাচুগুলো তাদের সুউচ্চ অবস্থান থেকে যা দেখছে সেটা সেইন্ট পিটার'স স্কয়্যার নয়, বরং পর্তুগালের রাজা এবং তাঁর ফুটম্যানের দল। ডায়াসের মেঝে আর রয়্যাল চ্যাপেলের দিকে টানানো পর্দা দেখতে পাচ্ছে ওরা। আগামীকাল প্রাত:কালীন প্রার্থনা সভায়, যদি তাদের আবার কাপড়ে মুড়ে ফের চেস্টে তুলে রাখা না হয়, স্ট্যাচুগুলো দেখতে পাবে ভক্তির সঙ্গে তার সভাসদদের নিয়ে প্রার্থনা সভার পবিত্র উৎসর্গ পর্বে অংশ গ্রহণ করছেন রাজা, এখন যারা তাঁর সঙ্গে আছে, তাদের চেয়ে ভিন্ন অভিজাতজন, কারণ সপ্তাহ্ শেষ হয়ে এসেছে এবং ওদের জায়গায় অন্যদের আগমন নির্ধারিত হয়ে আছে। আমরা যে ডায়াসে দাঁড়িয়ে আছি, সেটার নিচে, আরেকটা ডায়াস রয়েছে, এটাও পর্দা দিয়ে আড়াল করা, কিন্তু এখানে জোড়া লাগানোর জন্যে কোনও টুকরো পড়ে নেই। এটা একটা ওরেটরি বা চ্যাপেল, যেখানে রানী একান্তে প্রার্থনা সভায় যোগদান করেন, কিন্তু এই পবিত্র স্থানটিও সন্তান ধারনের উপযোগি নয়। এখন বাকি আছে কেবল মাইকেলেঞ্জেলোর ডোমটা যথাস্থানে বসানো যা ওই অনন্যসাধারণ সাফল্যের একটা অনুলিপি, সুবিশাল আকারের কারণে, একটা ভিন্ন চেস্টে রাখা হয়েছে; এবং চূড়ান্ত ও সমাপ্তির অংশ হিসাবে বিশেষ যত্নের সঙ্গে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে। রাজাকে সাহায্য করার জন্যে তাড়াহুড়ো করছে ফুটম্যানরা, জোরাল আওয়াজে টেনন আর মরটিস একসঙ্গে জুড়ে কাজটা শেষ করা হল। চ্যাপেলে ছড়িয়ে পড়া এই প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি, যদি দীর্ঘ করিডর

আর প্রসাদের প্রশস্ত অ্যাপার্টম্যান্টগুলো ভেদ করে অপেক্ষমান রানীর চেম্বার পর্যন্ত পৌঁছায়, তিনি জানতে পারবেন যে তাঁর স্বামী রওনা হয়েছেন।

অপেক্ষা করুন তিনি। রাতের মত অবসর নেয়ার আগে এখনও নিজেকে প্রস্তুত করছেন রাজা। তাঁর ফুটম্যানরা পোশাক খুলতে সাহায্য করেছে তাঁকে এবং উপযুক্ত আনুষ্ঠানিক রোব চাপিয়ে দিয়েছে তাঁর গায়ে। প্রত্যেকটা কাপড় এমন শ্রদ্ধার সঙ্গে একহাত থেকে অন্যহাতে যাচ্ছে যেন ওগুলো হোলি ভার্জিনের রেলিক্স। এই পর্বটুক অন্যান্য ভৃত্য আর কিশোর পরিচারকদের উপস্থিতিতে সারা হচ্ছে। একটা বিশাল চেস্টের মুখ খুলে ধরছে একজন; অন্যজন পর্দা টেনে সরাচ্ছে, মোমবাতি উঁচু করে ধরছে একজন, আর আরেকজন সলতে ঠিক করছে; সোজা হয়ে দাঁড়াল দুজন ফুটম্যান, আরও দুজন হাত মেলাল; ওদিকে নির্দিষ্ট কোনও দায়িত্ব ছাড়াই পটভূমিতে জটলা পাকিয়ে আছে আরও বেশ কয়েকজন। দীর্ঘ সময় শেষে, ওদের সম্মিলিত প্রয়াসের কল্যাণে প্রস্তুত হলেন রাজা। উপস্থিত অভিজাতজনদের একজন শেষবারের মত একটা ভাঁজ সোজা করে দিল, অন্য একজন ঠিক করে দিল এমব্রয়ডারী করা নাইট শার্ট। এখন থেকে যেকোনও মুহূর্ত ডোম হোয়াও পঞ্চম রানীর বেডচেম্বারের উদ্দেশে পা বাড়াবেন। পরিপূর্ণ হওয়ার প্রতীক্ষা করছে পাত্র।

এবার জনৈক প্রবীণ ফ্র্যান্সিস্ক্যান ফ্রায়ারের সঙ্গে ইনকুইজিশনের নেতা বিশপ ডোম নুনো ডা কানহা প্রবেশ করলেন। রাজাকে সংবাদ জানানোর আগে শ্রদ্ধা প্রদর্শন আর অভিবাদন জানানোর একটা ব্যাপক আচার পালন করতে হবে, কিছু বিরতি আর পশ্চাদপসরণ; রাজপুরুষের সামনে উপস্থিত হবার প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতা। বিশপের আগমনের জরুরিত্ব আর প্রবীণ ফ্রায়ারের শঙ্কিত কাঁপুনি বিবেচনায় এসব আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়ে গেছে বলে ধরে নেব আমরা। ডোম হোয়াও পঞ্চম আর ইনকুইজিটর একপাশে সরে এলেন। আর শেষ জন ব্যাখ্যা করলেন, আপনার সামনে দাঁড়ানো ফ্রায়ারটি হচ্ছেন ফ্রায়ার অ্যান্টনি অভ সেইন্ট জোসেফ। ওঁর কাছে আমি আপনাকে সন্তান দানে রানীর অক্ষমতার কারণে ইউর ম্যাজেস্টির হতাশার কথা জানিয়েছি। আমি তাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছি যেন তিনি ইউর ম্যাজেস্টির পক্ষে মধ্যস্ততা করেন, ঈশ্বর যাতে আপনাকে উত্তরাধিকারী দান করেন। তিনি জবাব দিয়েছেন যে, তিনি চাইলে ইউর ম্যাজেস্টি সন্তান লাভ করবেন। তখন তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এরকম অস্পষ্ট কথা দিয়ে কী বুঝিয়েছেন তিনি, ইউর ম্যাজেস্টি যদি মাফরা শহরে একটা কনভেন্ট নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন, ঈশ্বর তাহলে আপনাকে সন্তান প্রদান করবেন। এই বাণী দেয়ার পর ডোম নুনো চুপ করলেন, ইশারায় আগে বাড়তে বললেন ফ্রায়ারকে।

রাজা প্রশ্ন করলেন, মহামান্য বিশপ এইমাত্র যা বললেন তা কি সত্যি, আমি মাফরায় একটি কনভেন্ট নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলে আমার উত্তরাধিকারী হিসাবে বংশধর পাব; ফ্রায়ার জবাব দিলেন, কথাটা সত্যি, ইউর ম্যাজেস্টি, কিন্তু সেটা কেবল কনভেন্টটা যদি ফ্রান্সিস্ক্যান অর্ডারের প্রতি নিবেদন করা হয়। রাজা তাঁর

কাছে জানতে চাইলেন, আপনি কেমন করে এসব জানেন এবং জবাবে ফ্রায়ার বললেন, আমি জানি, যদিও কীভাবে জেনেছি ব্যাখ্যা করতে পারব না, কারণ আমি উসিলামাত্র যার মাধ্যমে সত্য উচ্চারিত হয়, ইউর ম্যাজেস্টিকে কেবল বিশ্বাস রেখে সাড়া দিতে হবে; কনভেন্ট নির্মাণ করুন এবং অচিরেই আপনি সন্তান লাভ করবেন। যদি প্রত্যাখ্যান করেন, ঈশ্বরই স্থির করবেন কী ঘটবে, ফ্রায়ারকে ইশারায় বাতিল করে দিলেন রাজা এবং তারপর ডোম নুনো ডা কানহাকে জিজ্ঞেস করলেন, ফ্রায়ার সৎ মানুষ কিনা, এর জবাবে বিশপ বললেন, ফ্রান্সিস্ক্যান অর্ডারে এরচেয়ে ভাল মানুষ আর একটিও নেই। তাঁর কাছে অনুরুদ্ধ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা যায় আশ্বস্ত হয়ে ডোম হোয়াও নামের পঞ্চম রাজা কণ্ঠস্বর চড়ালেন যাতে উপস্থিত সবাই তাঁর বক্তব্য শুনতে পায়, যাতে তিনি যা বলবেন তা পরবর্তী দিনে গোটা নগরীতে এবং আশপাশেও রাষ্ট্র হয়ে যায়। রাজকীয় ভাষায় আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আজ থেকে এক বছরের মধ্যে রানী যদি আমাকে একজন বংশধর উপহার দেন আমি তাহলে মাফরা শহরে একটি ফ্র্যান্সিস্ক্যান কনভেন্ট নির্মাণ করব এবং উপস্থিত সবাই কণ্ঠ মেলাল, ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা পূরণ করুন, যদিও কারওই জানা নেই কাকে বা কোন বিষয়টিকে পরীক্ষার মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, খোদ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ফ্রায়ার অ্যান্টনির চরিত্র, রাজার সামর্থ নাকি রানীর প্রশ্নবিদ্ধ উর্বরতা শক্তি।

ওদিকে ডোনা মারিয়া আনা তাঁর পর্তুগীজ চীফ লেডি-ইন-ওয়েটিং মারচিওনেস ডি উনহাওয়ের সঙ্গে আলাপ করছেন। এরই মধ্যে তাঁরা সেদিনের ধর্মীয় নিবেদন, কারডায়াসে ডিলক্যালসেড কারমেলাইট অভ দ্য ইম্যাকুলেট কনসেপশন-এর কনভেন্ট দর্শন আর সেইন্ট ফ্রান্সিস হ্যাভিয়ারের নোভেনা গমন, যেটা সেইন্ট রচের প্যারিশে আগামীকাল শুরু হবার কথা, এসব নিয়ে কথা সেরে ফেলেছেন। একজন রানী এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন মহিলার মাঝে যে ধরনের কথোপকথন কেউ আশা করতে পারে, বিস্ময় জাগানো এবং একই সঙ্গে ভীতিকর, তারা সেইন্ট আর শহীদদের নাম স্মরণ করার সময় যখনই তাঁদের কথোপকথনে পবিত্র নারী এবং পুরুষের দুঃখ-কষ্টের কথা আসছে, এমনকি উপবাস পালনের মাধ্যমে রিপু দমন কিংবা পশমের পোশাকের মত সামান্য বিষয় হলেও, আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছে তাঁদের কণ্ঠস্বর। যাহোক, রাজার অত্যাসন্ন আগমনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে; আসছেন তিনি জ্বলন্ত উদ্দীপনা নিয়ে জৈবিক কর্তব্য আর ফ্রায়ার অ্যান্টনি অভ সেইন্ট জোসেফের মধ্যস্থতায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরর কাছে এইমাত্র দেয়া অঙ্গীকারের অতীন্দ্রিয় সম্মিলনের ভাবনায় উদগ্রীব এবং উত্তেজিত। দুজন ফুটম্যানকে সঙ্গে নিয়ে রানীর বেডরুমে প্রবেশ করলেন রাজা, তাঁর বহির্পোশাক খুলতে শুরু করল ওরা। অস্ট্রিয়া হতে আগত রানীর সঙ্গে আসা সম পদমর্যাদার একজন লেডি-ইন-ওয়েটিংয়ের সহায়তায় মারচিওনেসও একই দায়িত্ব পালন করছে রানীর জন্যে, প্রত্যেকটা কাপড় আরেকজন অভিজাত রমণীর হাতে তুলে দিচ্ছে, আচারে অংশগ্রহণকারীরা মোটামুটি একটা সমাবেশ বানিয়ে ফেলেছে। তাদের

রয়্যাল হাইনেসরা প্রত্যেকের উদ্দেশে গম্ভীর চেহারায় বাউ করে চলেছেন, আনুষ্ঠানিকতার যেন শেষ নেই বলে মনে হল। শেষ পর্যন্ত এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ফুটম্যানরা আর লেডি-ইন-ওয়েটিংরা বেরিয়ে গেল অন্য দরজা দিয়ে। আলাদা আলাদা অ্যান্টিরুমে অপেক্ষা করবে ওরা যতক্ষণ না ব্যাপারটা শেষ হচ্ছে। তারপর রাজাকে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে এসকর্ট করে নিয়ে যাবার জন্যে তলব করা হবে ওদের। রাজার বাবা জীবিত থাকতে ডোয়াগার রানীর দখলে ছিল তা। আর লেডি-ইন-ওয়েটিংরা এল ডোনা মারিয়া আনাকে এইডারডাউনের নিচে শোয়ানোর জন্যে, এটাও অস্ট্রিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি; কারণ ওটা ছাড়া তিনি ঘুমোতে পারেন না, তা সে শীতকালই হোক বা গ্রীষ্ম। এইডারডাউনটা এমনই শ্বাসরোধকারী যে ফেব্রুয়ারি মাসের হাড় কাঁপানো শীতের রাতেও ডোম হোয়াও পঞ্চম রানীর সঙ্গে গোটা রাত কাটানো অসম্ভব বলে আবিষ্কার করেন, যদিও তাঁদের বিয়ের পর প্রথম মাসে অন্যরকম ছিল ব্যাপারটা, যখন বিশেষ অস্বস্তি আভিজাত্যকে ছাপিয়ে যেত আর রাজা জেগে উঠে আবিষ্কার করতেন ঘেমে নেয়ে গেছেন তিনি, তাঁর নিজের আর রানীরও ঘামে, মাথা ঢেকে ঘুমোতেন যিনি, তাঁর শরীর গন্ধ আর নিঃসরণ সংগ্রহ করত। উত্তরাঞ্চলীয় জলবায়ুতে অভ্যস্ত ডোনা মারিয়া আনা লিসবনের তপ্ত গ্রীষ্মকালীন গরম সহ্য করতে পারেন না। বিরাট অত্যন্ত পুরু এইডারডাউনে আপদমস্তক মুড়ে ফেললেন তিনি এবং ওভাবেই পড়ে রইলেন, পথের ওপর বোল্ডারের দেখা পাওয়া মোলের মত গুটিশুটি হয়ে, যেন স্থির করার চেষ্টা করছে কোনদিক গর্ত খোঁড়া চালু রাখবে।

লম্বা নাইটশার্ট পরেছেন রাজা এবং রানী, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ওগুলোর প্রান্ত; রাজার পোশাকে এমব্রয়ডারড্ হেম, অন্যদিকে রানীরটায় রয়েছে আরও বেশী ট্রিমিংস, যাতে এমনকি তাঁর পায়ের বিশাল আঙুলগুলোর ডগাও দেখা না যায়, কারণ পুরুষের জানা অভব্যতার ভেতর এটাই সম্ভবত সবচেয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ। ডোনা মারিয়া আনার হাত ধরে তাঁকে বিছানার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ডোম হোয়াও, যেন সঙ্গীনিকে ড্যান্স ফ্লোরে নিয়ে যাচ্ছেন কোনও ভদ্রলোক। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার আগে যৌন মিলনের সময় পাপ স্বীকার না করেই মারা যাবার আতঙ্ক থেকে প্রত্যেকে যার যার বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সুনির্দিষ্ট প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করলেন। ডোম হোয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এযাত্রা তাঁর প্রয়াস ফলপ্রসূ হবেই, ঈশ্বরের সহায্যে আর নিজের পৌরুষের ওপর আস্থা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে তাঁর। আপন বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে বংশধর ভিক্ষা করলেন তিনি। আর ডোনা মারিয়া আনার ক্ষেত্রে, যে কেউ অনুমান করে নিতে পারে, একই স্বর্গীয় আশীর্বাদ কামনা করছেন তিনি, যদি না কনফেশনালের আড়ালে তিনি বিশেষ অধিকার ভোগ করে থাকেন।

রাজা আর রানী এখন বিছানায় শায়িত হয়েছেন। রানী অস্ট্রিয়া থেকে আসার সময়ই হল্যান্ড থেকে পাঠানো হয়েছিল বিছানাটি। রাজা বিশেষভাবে ফরমাশ

দিয়েছিলেন, এটার পেছনে পঁচাত্তর হাজার ক্রুযাডো খরচ হয়েছে তাঁর, কারণ পর্তুগালে এমন নিপুণ কারিগরের দেখা মেলাই দুষ্কর, আর পাওয়া গেলেও তাদের আয় অবশ্যই অনেক কম হবে। যে কোনও অনভিজ্ঞ চোখ অসাধারণ এই আসবাবটি কাঠের বলে চট করে বুঝে উঠতে পারবে না, সোনালি সুতো আর রোসেটা দিয়ে নিপুণভাবে এমব্রয়ডারড্ পর্দার আড়ালে লুকানো, মাথার ওপরে ঝোলানো ক্যানোপিটার কথা না হয় নাই বলা হল, যার সঙ্গে প্যাপাল বল্ডাচিনের মিল আছে। খাটটা যখন নতুন অবস্থায় বসানো হয়, কোনও ছারপোকার অস্তিত্ব ছিল না, যদিও ব্যবহার শুরু করার পর মানুষের শরীরের উষ্ণতা উপদ্রব ডেকে এনেছে; কিন্তু এসব ছারপোকা প্রসাদের অ্যাপার্টমেন্টই ওৎ পেতে ছিল নাকি নগরী থেকে এসেছে, কেউ জানে না। রানীর বেডরুমের সুবিশাল পর্দা আর হ্যাঙগিঙগুলো ধোঁয়া দিয়ে ওগুলো তাড়ানোর পথ দুরূহ করে দিয়েছে, তো প্রতি বছর সেইন্ট অ্যালেক্সিসে পঞ্চাশ রেইস উৎসর্গ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, এই আশায় যে তিনি রানী এবং আমাদের সবাইকে এই প্লেগ আর অসহনীয় চুলকানির হাত থেকে রক্ষা করবেন। যেসব রাতে রাজা রানীর সাক্ষাতে আসেন, বেশ দেরি করে বেরিয়ে আসে ছারপোকাগুলো, ম্যাট্রেসের আন্দোলনের কারণে, কেননা শান্তিপ্রিয় পোকা তারা এবং শিকারকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেতে চায়। রাজার বিছানায়ও আরও অসংখ্য ছারপোকা তাদের রক্তের ভাগ পওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, কারণ হিজ ম্যাজেস্টির রক্ত নগরীর অন্যান্য অধিবাসীর রক্তের চেয়ে স্বাদে ভাল বা খারাপ নয়, তা সে নীল রক্ত হোক বা না হোক।

রাজার উদ্দেশে একটা ভেজা হাত বাড়িয়ে দিলেন ডোনা মারিয়া আনা; চাদরের নিচে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা সত্ত্বেও বেডচেম্বারের হিমশীতল পরিবেশে ঠাণ্ডা হয়ে এল সেটা। রাজা, ইতিমধ্যে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন যিনি এবং সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য আর দক্ষ কুশলতার পর বেশ আশাবাদী হয়ে উঠেছেন, ডোনা মারিয়া আনাকে রানী এবং তাঁর সন্তানের হবু মাতা হিসাবে একটি চুমু দিলেন, যদি ফ্রায়ার অ্যান্টনি অভ সেইন্ট জোসেফ প্রতিশ্রুতি পূরণে আনাড়ি না হন। বেল-পুল ধরে টান দিলেন ডোনা মারিয়া আনা, সঙ্গে সঙ্গে এক পাশ থেকে হাজির হল রাজার ফুটম্যানরা আর রানীর লেডি-ইন-ওয়েটিংরা এল অন্য পাশ থেকে। হাওয়ায় ভাসছে নানা রকম গন্ধ: একটা গন্ধ খুবই স্পষ্ট, কারণ তার অনুপস্থিতিতে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারবে না, তাছাড়া, বহু বর্ণিত ভার্জিন মেরির ইম্যাকুলেট কনসেপশন মাত্র একবারই ঘটেছে যাতে বিশ্ব জানতে পারে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তিনি যখন ইচ্ছা করেন, পুরুষের কোনও প্রয়োজন হয় না তাঁর, যদিও নারীদের বাদ দেয়ার উপায় নেই তাঁর।

কনফেসরের তরফ থেকে অবিরাম আশ্বাস সত্ত্বেও এসব ক্ষেত্রে ডোনা মারিয়া আনা এক ধরনের অপরাধবোধে দারুণভাবে তাড়িত হয়ে পড়েন। রাজা এবং তাঁর সঙ্গীরা বিদায় নেয়ার পর, এবং তিনি ঘুমের জন্যে তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায়

থাকা লেডি-ইন-ওয়েটিং-রা বিদায় নেয়ার পর রানী সব সময়ই হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা প্রার্থনার তাগিদ অনুভব করেন; কিন্তু ডাক্তারদের জোর পরামর্শ হচ্ছে বসা চলবে না তাঁর, তাতে ইনকিউবেশনে ব্যাঘাত ঘটবে, সেজন্যে বিছানায় শুয়েই বিড়বিড় করে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করতে লাগলেন, জপমালার দানাগুলো ধীরে ধীরে তাঁর আঙুলের ফাঁক গলে পিছলে পড়তে লাগল, যতক্ষণ না তিনি মেরির প্রশংসা বাণীর মাঝে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন, মেরির জন্যে কত সহজ না ছিল এটা, তাঁর জরায়ূর ফল জেসাসই প্রশংসা পাবার যোগ্য। অথচ নিজের যন্ত্রণা কাতর জরায়ূতে অন্তত একটি ছেলে আশা করছেন তিনি, হে প্রভু, অন্তত একটি ছেলে। তিনি কখনও এই অনিচ্ছাকৃত গর্বের কথা স্বীকার করেন নি কারণ দূরবর্তী আর অনিচ্ছাকৃত, এতটাই যে বিচারের জন্যে তলব করা হল তিনি সত্যিই শপথ করে বলতে পারবেন যে তিনি সবসময় ভার্জিন এবং তাঁর পবিত্র জরায়ূর উদ্দেশে প্রার্থনা করেছেন। এসবই তাঁর অবচেতন মনের ভাবনা আর সব স্বপ্নের মত যেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারে না কেউ, রাজা তাঁর বিছানায় এলে ডোনা মারিয়া আনা সবসময় যার অভিজ্ঞতা লাভ করেন; এসব স্বপ্নে তিনি দেখেন স্কার্ট উঁচু করে ধরে কসাই ঘরে পাশ দিয়ে প্রাসাদ স্কয়্যার অতিক্রম করছেন, পিচ্ছিল কাদার ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছেন, ওদিকে পুরুষদের নিজেকে বর্জ্য মুক্ত করার গন্ধ লাগছে নাকে, আর তাঁর দেবর ইনফ্যান্টে ডোম ফ্র্যান্সিস্কোর প্রেতাত্মা, যার সাবেক অ্যাপার্টমেন্টস্‌ই এখন অধিকার করে আছেন তিনি, আবির্ভূত হয়ে কালো স্টর্কের মত রণপার ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশে নেচে বেড়ায়। স্বপ্ন প্রসঙ্গে কনফেসরের সঙ্গেও আলোচনা করেন না তিনি, তাছাড়া, কী ব্যাখ্যাই বা দিতে পারবেন তিনি, যেহেতু ম্যানুয়েল ফর আ পারফেক্ট কনফেশনে এমন কোনও ঘটনার উল্লেখই নেই। ডোনা মারিয়া আনাকে পর্দার স্তূপ আর ছারপোকার দঙ্গলের আড়ালে শান্তিতে ঘুমোতে দেয়া যাক। প্রত্যেকটা ভাঁজ আর কুঁচকানো কোণ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ওগুলো, যাত্রা ত্বরান্বিত করার জন্যে ঝরে পড়ছে মাথার ওপরের ক্যানোপি থেকে।

ডোম হোয়াও পঞ্চমও আজ স্বপ্ন দেখবেন। তাঁর শিশ্ন থেকে বেরিয়ে আসা ট্রি অভ জেসি দেখবেন তিনি, পাতা আর ক্রাইস্টের পূর্বপুরুষদের দিয়ে ঢাকা, খোদ ক্রাইস্টও থাকবেন, যিনি সকল রাজ্যের উত্তরাধিকারী; তারপর অদৃশ্য হয়ে যাবে গাছটি, তার জায়গায় দেখা দেবে একটা দীর্ঘ কলাম, বেলটাওয়ার্স, ডোম আর ফ্রান্সিস্ক্যান কনভেন্টের ঘণ্টাঘর, ফ্রায়ার অ্যান্টনি অভ সেইন্ট জোসেফের জোব্বার কারণে যেটা চিনতে ভুল হবে না, কেননা তাঁকে চার্চের দরজা খুলতে দেখতে পাবেন রাজা। এ ধরনের স্বপ্ন রাজাদের বেলায় সচরাচর ঘটে না, কিন্তু কল্পনা প্রবণ রাজাদের হাতে শাসিত হয়ে আসছে পর্তুগাল।

আমাদের জনগণ অলৌকিক ঘটনাবলী দিয়েও সমানভাবে শাসিত হয়েছে। অবশ্য একথা বলার সময় এখনও হয় নি যে এখন যে অলৌকিক ঘটনাটি সৃষ্টি হচ্ছে, যেটা স্বর্গীয় আশীর্বাদ যতটা ততখানি অলৌকিক ঘটনা না হলেও, একটা বন্ধ্যা জরায়ূর প্রতি যুগপৎ সহানুভূতিশীল আর শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ, যা যথা সময়ে সন্তানের জন্ম দান করবে, কিন্তু এটা খাঁটি এবং প্রমাণিত অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়ে কথা বলার মুহূর্তে, যে কিনা এসেছে একই জ্বলন্ত ঝোপ থেকে, ধর্মোন্মত্ত ফ্র্যান্সিস্ক্যান অর্ডার, রাজার উচ্চারিত প্রতিজ্ঞার শুভাশুভ লক্ষণ ঘোষণা করবে।

থার্ড অর্ডার অভ সেইন্ট ফ্রান্সিস-এর প্রভিনশিয়াল-ইলেক্ট, ফ্রায়ার মাইকেল অভ দ্য অ্যানানসিয়েশনের মৃত্যুর জঘন্য পর্বটির কথা চিন্তা করুন। যাঁর নির্বাচন, সম্মানের সঙ্গে এটুকু বলে শেষ করা যাক, সেইন্ট মেরি ম্যাগড্যালেনের প্যারিশনারদের প্রচণ্ড বিরোধিতার মাঝে হয়েছিল, অস্পষ্ট কোনও অসন্তোষের কারণে বিরেধিতা এমন তীব্র ছিল যে মাইকেল ফ্রায়ার মারা যাবার পরেও মামলা অব্যাহত ছিল, কারওই জানা ছিল না কখন, আদৌ যদি হয়ও, সেগুলোর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটবে; সজ্জন ফ্রায়ারের মৃত্যুর পরেই বাকবিতণ্ডা আর আবেদন, বিচার আর আপীলের পর শেষ হয়েছিল লাগাতার দ্বন্দ্ব। একথা নিশ্চিত যে ফ্রায়ার মাইকেল মনে আঘাত পেয়ে মারা যান নি, মারা গেছেন প্রচণ্ড জ্বরের কারণে, যেটা টাইফাস বা টাইফয়েড বা অন্য কোনও নামহীন প্লেগ হয়ে থাকতে পারে। নগরীর অতি মামুলি মৃত্যু, যেখানে সুপেয় পানির ঝর্নার সংখ্যা অপ্রতুল আর লোকজন যেখানে ঘোড়ার জন্যে রাখা ওঅটর ট্রাফ থেকেই কোনও রকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই তাদের ব্যারেল ভর্তি করে। অবশ্য, ফ্রায়ার মাইকেল অভ অ্যানানসিয়েশন এমন ভাল মানুষ ছিলেন যে মৃত্যুর পরেও তিনি অপকারের বিনিময়ে উপকার দিয়ে প্রতিদান দিয়ে গেছেন। জীবিতকালে যদি দান-খয়রাত করে থাকেন, মৃত্যুর পর ঘটিয়েছেন অলৌকিক কাণ্ড। এসবের ভেতর প্রথমটি ছিল ডাক্তারদের কথা মিথ্যা প্রমাণ করা, ডাক্তাররা যেখানে মৃতদেহ পচে যাবার ভয়ে দ্রুত মাটি দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেখানে ফ্রায়ারের দেহাবশেষ কেবল পচতেই অস্বীকার যায় নি, বরং গোটা তিন দিন চার্চ অভ আওয়ার লেডি অভ জেসাস, যেখানে তাঁর মরদেহ উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল, পূর্ণ করে রেখেছে, সবচেয়ে মিষ্টি সুবাস ছড়াচ্ছিল এবং আড়ষ্ট না হয়ে লাশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীবিত সময়ের মতই সহজ স্বাভাবিক রয়ে গিয়েছিল।

এসব খুবই ছোট মাত্রার অলৌকেক ঘটনা, কিন্তু মর্যাদায় অনেক বেশী, তারপরও খোদ অলৌকিক ঘটনাগুলো এমন অসাধারণ ছিল যে নগরীর বিভিন্ন

জায়গা থেকে এই অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে তা থেকে উপকৃত হবার জন্যে ভীড় জমাল জনগণ; কারণ এটা সুবিদিত ছিল যে ঠিক এই চার্চেই অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল আর পঙ্গু ফিরে পেয়েছিল অঙ্গ। চার্চের সিঁড়িতে এত প্রচুর সংখ্যক লোক সমবেত হয়েছিল যে, প্রবেশাধিকার লাভের জন্যে ঘুসোঘুসি আর ছুরিকাঘাতের আদানপ্রদান ঘটল, কারও কারও জীবনহানির কারণ ঘটাল যা আর কখনওই ফিরে পাওয়া যাবে না, অলৌকিক ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক। তবে হয়ত ওই প্রাণগুলো আবার ফিরিয়ে আনা যেত, যদি না তিনদিন পরে ফ্রায়ারের মৃতদেহ দ্রুত সরিয়ে নিয়ে গোপনে কবরস্থ করা হত, সাধারণ গোলযোগের কারণেই এমনটি করা হয়েছে। নতুন একজন সেইন্টের আগমন না ঘটলে আর উপশমের আশা নেই বলে বোবা-কালা আর পঙ্গুরা, যদি শেষোক্তদের সচল হাত থেকে থাকে, হতাশা আর নৈরাশ্যে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল, মুখ খিস্তি করল চলল আর স্বর্গীয় সকল সেইন্টকে আহ্বান জানাল, যতক্ষণ না জনতাকে আশীর্বাদ করতে বেরিয়ে এলেন প্রিস্ট। এভাবে আশ্বাস পেয়ে এবং এর চেয়ে ভাল কিছু না থাকায় অবশেষে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

সত্যির খাতিরে বলতে হয় চোরের জাতি এটা, যা কিছু চোখে পড়ে সেটা কব্জা করে ফেলে, এবং পুরস্কারবিহীন রয়ে যাওয়া আস্থা খুব বেশি হওয়ায় বেপরোয়া এবং অশ্রদ্ধার সঙ্গে লুটপাট চলে চার্চে, যেমনটা গতবছর হয়েছিল গিমারেইসে, চার্চ অভ সেইন্ট ফ্রান্সিসেই, যিনি বেঁচে থাকতে সকল পার্থিব বস্তু বিসর্জন দিয়ে পরকালেরও সর্বস্ব ছিনতাই হতে দিয়েছেন, কিন্তু সেইন্ট অ্যান্টনির সতর্ক উপস্থিতির সমর্থনপুষ্ট অর্ডার এটা, কেউ তাঁর বেদী আর চ্যাপেলের অবমাননা করলে বরদাশত্ করেন না যিনি, গিমারেইসে এবং পরবর্তী সময়ে লিসবনে যেমনটি ঘটেছে।

ওই নগরীতে লুটপাটের মতলবে এক দল চোর জানালা বেয়ে উঠে দেখতে পায় যে তাদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছেন সেইন্ট। ওদের এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন তিনি যে মইয়ের সবচেয়ে ওপরে ধাপে দাঁড়ানো হতভাগাটি সটান মাটিতে আছড়ে পড়ে যায়, কোনও হাড়গোড় ভাঙে নি, সত্যি কথা, কিন্তু বিবশ হয়ে গেল সে, নড়াচড়া করতে পারল না। অপরাধ স্থল থেকে তাকে সরিয়ে নেয়ার ব্যাকূল প্রয়াস পেল তার সাহযোগিরা, কেননা চোরদের ভেতরও প্রায়ই দয়ালু উদার লোকের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও ফায়দা হল না। এমন ঘটনা নজীরবিহীন নয়, কেননা সেইন্ট ক্লেয়ারের সহোদরা অ্যাগনিসের বেলায়ও ঘটেছিল এমনটি। ঠিক পাঁচ শো বছর আগে, যখন সেইন্ট ফ্রান্সিস পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াতেন, বার শো এগার সালে, কিন্তু সেবার চুরির ঘটনা ছিল না সেটা, বা চুরি হয়েও থাকতে পারে, কারণ অ্যাগনিসকে অপহরণ করে তাঁকে আমাদের প্রভুর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল তারা। চোর একেবারে নিঃসাড় হয়ে ছিল যেন ঈশ্বরের চপেটাঘাত খেয়েছে কিংবা নরকের গভীর থেকে উঠে আসা শয়তানের থাপ্পর। পরদিন সকাল পর্যন্ত ওখানেই পড়েছিল সে, স্থানীয় অধিবাসীরা দেখতে পেয়ে চার্চের বেদীর কাছে

নিয়ে যায় তাকে, যাতে কোনও একক অলৌকিক উপায়ে সেরে ওঠে সে; এবং বর্ণনা করাটা অদ্ভুত যে, সেইন্ট অ্যান্টনির মূর্তিটাকে ঘামতে দেখা গেছে, এমন দীর্ঘ সময় ধরে যে, জাজ এবং নোটারিদের তলব করে আনা হয়েছিল অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হওয়ার জন্যে, সেইন্টের ঘামে ভেজা টাওয়েল দিয়ে মুখ মুছে দিতেই চোরের সেরে ওঠাটা আর কাঠের মূর্তির ঘামানো ছিল যার অংশ। কাজটা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়াল চোরটি, সুস্থ এবং অনুতপ্ত।

অবশ্য সকল অপরাধ এত সহজে সমাধা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ লিসবনে, আরেকটা অলৌকিক ঘটনা যেখানে সুবিদিত, চুরির জন্যে কে দায়ী সেটা এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারে নি কেউ, যদিও নির্দিষ্ট একজনের প্রতি সন্দেহ আরোপ করা যায়, যাকে অপরাধের অনুপ্রেরণাদানকারী সৎ উদ্দেশ্যের কারণে ক্ষমা করে দেয়া যেতে পারে। ব্যাপারটা এরকম ছিল যে, কোনও চোর বা চোরের দল সেইন্ট অ্যান্টনির চ্যাপেলের লাগোয়া একটা চ্যাপেলের স্কাইলাইট দিয়ে কনভেন্ট অভ সেইন্ট ফ্রান্সিস হ্যাব্রেগেসে ঢুকে পড়ে। সোজা উঁচু বেদীর দিকে এগিয়ে যায় সে বা তারা, তিনটা বেদী-প্রদীপ হাতিয়ে নাইসিন ক্রীড আওড়াতে যত সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে একই পথ দিয়ে সটকে পড়ে। প্রদীপগুলোকে কেউ ওগুলোর হুক থেকে খুলে আরও বেশী নিরাপত্তার জন্যে অন্ধকারে সরিয়ে নিতে পারে এবং তারপর হোঁচট খেয়ে প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করলেও ব্যাপার কি দেখার জন্যে কারও না আসার ব্যাপারটা যে কাউকে জটিলতার কথা সন্দেহ করতে উৎসাহী করে তুলতে পারে, যদি ব্যাপারটা এমন না হত যে ঠিক ওই মুহূর্তে ফ্রায়ারগণ তাদের প্রথাগত অনুশীলতে ব্যস্ত ছিলেন, ঘণ্টা বাজিয়ে চোরের পলায়ন সহজ করে দিয়ে সাধারণ মানুষকে মাঝরাতের প্রার্থনা সঙ্গীতে (Matius) যোগদানের জন্যে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, সে যদি আরও বেশী শব্দও করত, শুনতে পেতেন না ফ্রায়াররা যা থেকে কেউ ধরে নিতে পারে যে কনভেন্টের সময়সূচী সম্পর্কে ভালরকম ওয়াকিবহাল কালপ্রিটটি।

ফ্রায়ারগণ লাইন বেঁধে চার্চে ঢুকতে শুরু করার সময় আবিষ্কার করলেন যে অন্ধকারে ডুবে আছে ওটা। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রাদার ইন চার্জ ইতিমধ্যে অবাধারিত শাস্তির হাতে নিজেকে সোপর্দ করতে শুরু করে দিয়েছেন, এই ভুলের জন্যে শাস্তি তাকে পেতেই হবে, যার কোনও ব্যাখ্যা হয় না; কারণ ফ্রায়াররা লক্ষ্য করেছেন, স্পর্শ আর গন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন যে, তেল খোয়া যায় নি, সারা মেঝেয় ছড়িয়ে আছে যেহেতু, বরং উধাও হয়ে গেছে রূপার বেদী-প্রদীপ। অপবিত্রতার ঘটনাটি একেবারেই সাম্প্রতিক, কেননা হারানো প্রদীপগুলো যে চেইনে ঝোলানো ছিল এখনও মৃদু দুলছে সেটা, তামার ভাষায় ফিসফিস করছে। কোনওমতে বেঁচে গেছি আমরা। কোনওমতে বেঁচে গেছি।

ফ্রায়ারদের কয়েকজন ঝটপট কয়েকটা প্যাট্রলে ভাগ হয়ে নিকটবর্তী রাস্তাগুলোর দিকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। চোরকে ধরতে পারলে তাকে নিয়ে ওরা কী যে করতেন

অনুমান করা কঠিন, কিন্তু ওরা তার কিংবা তার স্যাঙ্গাৎদের, যদি কেউ থেকে থাকে, কোনও চিহ্নই পেলেন না, না পাওয়াটা বিস্ময়কর নয়, কারণ ইতিমধ্যে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে চাঁদ। হুঙ্কার ছেড়ে আর হাঁপিয়ে শ্লথ গতিতে মহল্লায় ঘুরে বেড়ালেন ফ্রায়াররা, অবশেষে শূন্য হাতে ফিরে এলেন কনভেন্টে। এদিকে, অন্য ফ্রায়ারগণ ধূর্ত কোনও কায়দায় চোর চার্চের কোথাও গাঢাকা দিয়েছে মনে করে পুরো জায়গাটা, কয়্যার থেকে কোনও শুরু করে স্যাকরিস্টি পর্যন্ত, তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালালেন; উদ্ভ্রান্তের মত তল্লাশি চালানোর সময় পায়ে স্যান্ডাল রইল তাঁদের, অভ্যাসবশত হেমে পা বেঁধে হোঁচট খেলেন; চেস্টগুলোর মুখ খুললেন ওরা, কাবার্ড সরিয়ে পোশাক ঝাড়লেন; সততা আর দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যে সুপরিচিত এক প্রবীণ ফ্রায়ার লক্ষ্য করলেন যে নিরেট রূপায় সজ্জিত থাকা সত্ত্বেও, যেগুলো দান আর কারিগরি নৈপুণ্যের কারণে সমাদৃত, সেইন্ট অ্যান্টনির বেদী চোরের হাতে অপবিত্র হয় নি। নিজেকে চিন্তিত অবস্থায় আবিষ্কার করলেন পবিত্র ফ্রায়ার, আমরা উপস্থিত থাকলে ঠিক যেমন চিন্তিত হতাম, কারণ এটা পরিষ্কার যে মাথার ওপরের স্কাইলাইট দিয়ে প্রবেশ করেছে চোর এবং উঁচু বেদী থেকে প্রদীপগুলো সরানোর জন্যে নির্ঘাৎ সেইন্ট অ্যান্টনির চ্যাপেলের ঠিক পাশ দিয়েই গেছে। পবিত্র ভক্তি আর অন্যায়ের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে সেইন্ট অ্যান্টনির দিকে ফিরলেন ফ্রায়ার এবং ভর্ৎসনা করলেন তাঁকে, যেন দায়িত্ব পালনে অবহেলার সময় ধরা পড়ে যাওয়া ভৃত্য তিনি, ভাল সেইন্ট আপনি, নিজের রূপোই রক্ষা করেছেন, আার বাকি সব চুরি হতে দিয়েছেন, বেশ, বিনিময়ে সব কিছু হতে বঞ্চিত করা হবে আপনাকে; এমনি কঠিন বক্তব্য দিয়ে চ্যাপেলে প্রবেশ করলেন ফ্রায়ার এবং সমস্ত কিছু সরিয়ে আনতে শুরু করলেন, কেবল রূপাই সরালেন না, বরং বেদীর কাপড় আর অন্যান্য ফার্নিশিংও; চ্যাপেল ফাঁকা হয়ে যাবার পর সেইন্ট অ্যান্টনির মূর্তিকে নগ্ন করতে শুরু করলেন তিনি, যিনি ক্রসের সঙ্গে তাঁর স্থানান্তরযোগ্য হ্যালোও অদৃশ্য হতে দেখলেন এবং যদি বেশ কয়েক জন ফ্রায়ার উদ্ধার করতে এগিয়ে না আসতেন, অচিরেই শিশু জেসাস কোলে নেই বলে আবিষ্কার করতেন তিনি; শাস্তিটা বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে মনে করে ক্রুদ্ধ প্রবীণকে ওরা অপদস্ত সেইন্টের সান্ত্বনার জন্যে অন্তত শিশু জেসাসকে ছেড়ে দিতে রাজি করালেন। জবাব দেয়ার আগে তাদের আবেদন মুহূর্তের জন্যে বিবেচনা করলেন প্রবীণ ফ্রায়ার, ঠিক আছে, তাহলে, প্রদীপগুলো ফেরত না আসা পর্যন্ত শিশু জেসাস তাঁর জামিনদার থাকুন। যেহেতু এখন রাত প্রায় দুটো আর তল্লাশি ও এইমাত্র বর্ণিত ঘটনাটার পেছনে বেশ কয়েকটা ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে, যাঁর যাঁর সেলে ফিরে গেলেন ফ্রায়ারগণ, কেউ কেউ প্রবলভাবে উদ্বিগ্ন যে সেইন্ট অ্যান্টনি অপমানের প্রতিশোধ নিতে হাজির হবেন।

পরদিন আনুমানিক সকাল এগারটা নাগাদ কনভেন্টের দরজায় আঘাত করল কেউ একজন। একজন ছাত্র, এটা এখনও স্পষ্ট করে রাখা উচিত, বেশ উল্লেখযোগ্য সময় ধরে অর্ডারে যোগ দিতে চাচ্ছে সে এবং সম্ভাব্য প্রত্যেকটা সুযোগেই সে

ফ্রায়ারদের সঙ্গে দেখা করতে আসে; প্রথমেই এ তথ্যটুকু দিয়ে রাখা হল, প্রথম কারণ কথাটা সত্যি এবং সত্য সবসময়ই মূল্যবান, এবং দ্বিতীয়ত, যারা কথা আর ঘটনার জটিল প্যাটার্ন উদ্ধার করতে পছন্দ করেন তাদের সহায়তা করার জন্যে, সংক্ষেপে, কনভেন্টের দরজায় আঘাত করে ছাত্রটি বলল কর্তাব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। অনুমতি দেয়া হল, তাঁর সামনে হাজির করা হল ছাত্রটিকে, প্রাইওরের রিঙ বা হ্যাবিট হতে ঝুলন্ত ফিতেয় চুমু খেল সে, কিংবা হেমও হয়ে থাকতে পারে সেটা, কারণ এর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেয়া হয় নি কখনও। পরম শ্রদ্ধেয়কে সে জানাল যে, নগরীতে তার কানে এসেছে যে প্রদীপগুলো মনেস্টারি অভ কটোভিয়ার পাওয়া যাবে, জেস্যুইটদের মন্দির ওটা এবং বেশ দূরে সেইন্ট রচের বায়রো অল্টোতে অবস্থিত। প্রথমে এই সংবাদ বিশ্বাস না করার কথা ভাবলেন প্রাইওর, পবিত্র অর্ডারে যোগদানে আকাঙ্ক্ষী না হলে যাকে স্কাউন্ড্রেল মনে করা যেত সেই জানাচ্ছে বলে, যদিও প্রায়ই দুটো ভূমিকা মিলে যেতে দেখা যায়, চোরের দল হ্যাব্রেগেস থেকে নেয়া জিনিস কটোভিয়ার হাতে তুলে দেবে বলে মনে হল না, জায়গা দুটো একটা অন্যটির চেয়ে এত দূর আর আলাদা, দুটো ধর্মীয় অর্ডারের মধ্যে মিল খুব সামান্যই এবং আকাশ পথে প্রায় একলীগ দূরে। অতএব প্রজ্ঞার তাগিদ ছিল ছাত্রের দেয়া তথ্য খতিয়ে দেখার এবং কমিউনিটির একজন যথার্থ সতর্ক সদস্যকে হ্যাব্রেগেস থেকে কটোভিয়ায় পাঠান হল, সঙ্গে উপরে উল্লেখিত ছাত্রটি। গেইট অভ দ্য হলি ক্রস দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন তাঁরা এবং পাঠক যেন সকল ঘটনা জানতে পারেন, সেজন্যে গন্তব্যে পৌঁছার আগে তাঁদের অনুসৃত পথের বিবরণ দেয়া যুক্তিযুক্ত। চার্চ অভ সেইন্ট স্টেফানির একেবারে পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চার্চ অভ সেইন্ট মাইকেল পাশ কাটালেন ওরা, পেরিয়ে গেলেন চার্চ অভ সেইন্ট পিটার এবং একই নামে পরিচিত গেইট অতিক্রম করলেন, এগিয়ে গেলেন আউটলুক অভ দ্য কন্ডে ডি লিনহেয়ার্স নদীর দিকে, তারপর ডান দিকে বাঁক নেয়ার আগে নাম আর ল্যান্ডমার্ক হারিয়ে যাওয়া সী-গেইট দিয়ে ওল্ড পিলারির দিকে যাবার সময় র‍্যুয়া নোভা ডোস মার্কাডেরোস এড়িয়ে গেলেন ওঁরা, রাস্তাটা এমনকি বর্তমান সময়েও অর্থ-লগ্নীকারীদের আস্তানা, রসিয়ো পাশ কাটানোর পরে আউট লুক অভ সেইন্ট রচে পৌঁছেন ওঁরা এবং অবশেষে মনেস্টারি অভ কটোভিয়ায়। এখানে করাঘাত করে ভেতরে ঢুকলেন ওঁরা; রেক্টরের সামনে পৌঁছে দেয়ার পর ফ্রায়ার ব্যাখ্যা করলেন, আমার সঙ্গী এই ছাত্রটি হ্যাব্রেগেসে সংবাদ নিয়ে গিয়েছে যে গত রাতে আমাদের চার্চ থেকে চুরি হয়ে যাওয়া বেদী-প্রদীপগুলো এখানে পাওয়া যাবে, তাই হবে, আমাকে যা জানানো হয়েছে, মনে হয়, আনুমানিক রাত দুটোর দিকে দরজায় প্রবল করাঘাত হয়; পোর্টার যখন দর্শনার্থীকে জিজ্ঞেস করল কী চায় সে, একটা কণ্ঠস্বর পিপহোল দিয়ে জবাব দেয় জলদি দরজাটা খোলা উচিত তার, কারণ কিছু জিনিস ফিরিয়ে দিতে উদগ্রীব দর্শনার্থী। পোর্টার যখন আমাকে এই অদ্ভুত খবরটা দিতে এল, দরজা খোলার নির্দেশ দিলাম আমি এবং বেদী-প্রদীপগুলো

দেখতে পেলাম আমরা, সামান্য ট্যাপ-খাওয়া, কিছু কিছু নকশা নষ্ট হয়ে গেছে, এখানেই আছে ওগুলো, যদি কিছু খোয়া গিয়ে থাকে, আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এভাবেই পেয়েছি ওগুলো, কেউ কি দর্শনার্থীর চেহারা দেখেছে, না আমরা কাউকে দেখি নি, ফাদারদের কয়েকজন রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাউকে দেখেন নি তাঁরা।

বেদী-প্রদীপগুলো যথারীতি হ্যাব্রেগেসের হাতে ফিরিতে দেয়া হল, পাঠক যা ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারেন। এমন হতে পারে যে আসল কালপ্রিট ছাত্রটিই কনভেন্টে প্রবেশাধিকার পাওয়া আর সেইন্ট ফ্রান্সিসের জোব্বা পরার জন্যে এই সুচতুর কৌশল আবিষ্কার করেছিল, শেষ পর্যন্ত যেটা পেরেছিল সে, নিজেই চুরি করে প্রদীপগুলো আবার এই আশায় ফিরিয়ে দিয়েছিল যে তার সদিচ্ছার কারণে শেষ বিচারের দিনে এই জঘন্য পাপ থেকে নিস্কৃতি পাবে, কিংবা অতীতের বহু অলৌকিক ঘটনার নায়ক, সেইন্ট অ্যান্টনিও হতে পারেন, কী করছেন পুরোপুরি জানা আছে এমন একজন ফ্রায়ারের পবিত্র ক্ষোভের দরুণ সহসা নিজের সমস্ত রূপো থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে এই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটিয়েছেন, ঠিক ট্যাগোসের মাঝি আর নাবিকরা যেমন তাদের ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হলে সেইন্টকে শাস্তি দিয়ে থাকে, যখন তিনি তাদের ইচ্ছা বা প্রতিশ্রুত প্রার্থনা পূরণ করতে পারেন না, নদীর পানিতে ওরা তাঁর মাথা ডুবিয়ে দেয়, কষ্টটা খুব বেশী নয়, কারণ সেইন্ট নামের অধিকারী হওয়ার যোগ্য যে কেউ আমাদের সবার মত বাতাসে যেমন তেমনি মাছেদের আকাশ পানিতে শ্বাস নেয়ার উপযোগি কনকোর মতই ফুসফুসের মালিক হন; কিন্তু তাঁর তুচ্ছ পা-জোড়ার তালু উন্মুক্ত হয়ে পড়ার গ্লানি আর রূপো এবং শিশু জেসাস হতে প্রায় বঞ্চিত অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করার দুঃখ সেইন্ট অ্যান্টনিকে সবচেয়ে অলৌকিক সেইন্টে পরিণত করে, বিশেষত হারানো জিনিস খোঁজার বেলায়। শেষ পর্যন্ত, ছাত্রটিকে সম্পূর্ণই ক্ষমা করে দেয়া হত, যদি না সে আরও একটা সন্দেহজনক ঘটনায় জড়িত হত।

একই ধরনের নজীর অনুযায়ী, কারণ ফ্র্যান্সিস্ক্যানরা স্বাভাবিক ঘটনাবলীকে পরিবর্তন, রদবদল আর ত্বরন্বিত করার এমনসব উপায়ের অধিকারী, এমনকি রানীর অবাধ্য জরায়ুকেও অলৌকিক ঘটনার গুরুত্বগম্ভীর আদেশ পালন করতে হবে। তার চেয়ে বড় কথা, যেহেতু ফ্রান্সিস্ক্যান অর্ডার ষোল শো চব্বিশ সাল থেকেই মাফরায় একটা কনভেন্ট নির্মাণের আবেদন জানিয়ে আসছে, যখন স্পেন থেকে আমদানি করা জনৈক ফেলিপে পর্তুগালের রাজা ছিলেন, পর্তুগালের ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে খুব সামান্যই মাথা ব্যথা ছিল তাঁর; নিজের রাজত্বের ষোল বছর সময়ে অনুমতি দানের ব্যাপারটি স্থগিত রাখার ওপর জোর দিয়ে গেছেন তিনি। তাতে ফ্রায়ারদের তরফ থেকে প্রয়াসের বত্যয় ঘটে নি, শহরের অভিজাত পৃষ্ঠপোষকদের মর্যাদার দোহাই দেয়া হয়েছে, কিন্তু অ্যারাবিডা প্রভিন্সের প্রভাবে কনভেন্টের জন্যে আবেদন যেন কমে এল আর ইচ্ছাও মিইয়ে গেল, কেননা অতি সাম্প্রতিক কালেই, বলা

যেতে পারে, ছয় বছর আগে সতের শো পাঁচ সালে সংঘটিত একটা ব্যাপার, একই ঘটনা ঘটল, দ্য রয়্যাল কোর্ট অভ অ্যাপীল আবেদন নাকচ করে দিলেন, চার্চের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক স্বার্থ সম্পর্কে জোরালভাবে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন, যদি পুরোপুরি অশ্রদ্ধার সঙ্গে নাও হয়, এবং আবেদনটিকে অসময়োচিত বলে ঘোষণা দেয়ার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন, গোটা রাজ্য ইতিমধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায় এবং মানবীয় প্রজ্ঞায় সৃষ্ট অন্যান্য সমস্যায় পীড়িত হয়ে পড়েছে। মানবীয় প্রজ্ঞায় সৃষ্ট অসুবিধা সমূহ কী হতে পারে সেটা নির্ধারণ করার অধিকার কোর্ট অভ অ্যাপীলের বিচারকদের, কিন্তু বর্তমানে তাঁরা মুখ বন্ধ রাখবেন এবং অশুভ ভাবনা গোপন করবেন, কারণ ফ্রায়ার অ্যান্টনি অভ সেইন্ট যোসেফ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ফ্রায়ারগণ তাঁদের কনভেন্ট পাবার পর সিংহাসনের একজন উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব ঘটবে। প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, রানী সন্তান জন্ম দেবেন আর ফ্র্যানসিস্ক্যান অর্ডার বিজয় করায়ত্ত করবে, ঠিক যেমন ওটা শহাদতের বহু হাত জড়ো করেছে। যারা অনন্ত জীবন যাপনের চিন্তায় বেঁচে থাকে তাদের কাছে একশো বছরের অপেক্ষা তেমন বিরাট উৎসর্গ নয়।

চুরি যাওয়া প্রদীপের ঘটনায় ছাত্রটি কেমন করে অভিযোগ থেকে নিস্কৃতি পেয়েছিল দেখেছি আমরা। কিন্তু এমন ধারণা দেয়া বিপজ্জনক হবে যে কনফেশনালে গোপন বিষয়াবলী জ্ঞাত করানোর কারণে ফ্রায়ারগণ রানীর প্রেগন্যান্সির কথা রানীর আগেই জানতে পেরেছিলেন এবং রাজাকে জানাতে পেরেছিলেন। যেমন এটা ধারণা করাও ভুল হবে যে অত্যন্ত ধার্মিক মহিলা বলে ডোনা মারিয়া আনা ঈশ্বরের মনোনীত বার্তাবাহক সজ্জন ফ্রায়ার অ্যান্টনির আগমন না ঘটা পর্যন্ত নীরবতা বজায় রাখতে রাজি হয়েছিলেন। এটাও কেউ বলতে পারবে না যে প্রতিশ্রুতি দেয়ার দিন থেকে সন্তান জন্ম নেয়া পর্যন্ত মাস গুনতে থাকবেন রাজা এবং চক্র পূর্ণ হয়েছে বলে আবিষ্কার করবেন। ইতিমধ্যে যা বলা হয়েছে তার বেশী যোগ করার আর কিছু নেই।

সুতরাং ফ্রান্সিস্ক্যানরা যেন সংশয়ে না ভোগেন, যদি না তাঁরা একইরকম অন্যান্য সন্দেহজনক ষড়যন্ত্রে জড়িত হচ্ছেন।

অতিরিক্ত কামনা মেটাতে গিয়ে বছর জুড়ে মারা যায় কেউ কেউ, এ থেকে বোঝা যায় একের পর এক সন্ন্যাস রোগ দেখা দেয়ার কারণ, কেন কখনও কখনও শিকারকে কবরে পাঠানোর জন্যে মাত্র একটি আক্রমণের প্রয়োজন হয়, এবং কেন মৃত্যু থেকে বেঁচে গেলেও শরীরের একপাশে পক্ষাঘাত আর বাঁকানো মুখ নিয়ে পড়ে থাকে ওরা, কখনও কখনও কথা বলতে পারে না, লাগাতার শিঙা দিয়ে রক্তক্ষরণ করানো ছাড়া কার্যকর আরোগ্যলাভের আশা থাকে না। কিন্তু আরও বহু মানুষ মারা যায় পুষ্টিহীনতায়, সামান্য লেটুস দিয়ে সারডিন মাছ আর ভাতের নামমাত্র খাবার, এবং রাজার জন্মদিন পালনের উৎসবে পাওয়া সামান্য পরিমাণ মাংস খেয়ে বাঁচতে পারে না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের নদীতে মাছের সমারোহ হোক, এই ইচ্ছা নিয়ে পবিত্র ট্রিনিটির উদ্দেশে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করা যাক। আশপাশের এলাকা হতে লেটুস আর অন্যান্য সব্জি কানায় কানায় ভর্তি বাস্কেটে করে গ্রামের যুবক আর মেয়েরা নিয়ে আসুক যারা এই রকম পরিশ্রমে খুব বেশী পটু নয়। আর যেন চালের অসহনীয় ঘাটতি দেখা না দেয়। এই নগরী অন্য যেকোনও শহরের চেয়ে বেশী হারে, এমন একটা মুখ যেটা একপাশে ঠেসে খায় অন্য পাশ অভুক্ত রাখে এবং রক্তিম ও ফ্যাকাসে চেহারার মাঝে, পুরু ও হাড় জিরজিরে নিতম্বের মাঝে, সুবিশাল ভূঁড়ি আর চুপসানো পেটের মাঝে কোনও সুখী মধ্যম নেই। কিন্তু উদিত সূর্যের মত সবার জন্যেই রয়েছে লেন্ট (Lent)।

নগরী জুড়ে মাত্রাতিরিক্ত শ্রোভেটাইড চোখে পড়বে, যাদের ক্ষমতা আছে তারা খাসি আর মুরগীর মাংস ডোনাট আর ফ্রিটারস্ ঠেসে খায়, রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে স্বাধীনতা চাওয়ার সুযোগ যারা হাতছাড়া করে না তাদের দ্বারা বাড়াবাড়ির ঘটনা ঘটে, পলাতকদের পিঠে উপহাসমুলক লেজ আটকে দেয়া হয়, অন্য উদ্দেশ্যের সিরিঞ্জ থেকে পানি ছিটানো হয় লোকের মুখে, অসতর্কদের গায়ে পেঁয়াজের দড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়; মদ্যপান চলে, তার সঙ্গে অনিবার্য হেঁচকি আর বমি, পট আর প্যানের ঠোকাঠুকির শব্দ হচ্ছে, সাইড স্ট্রিট, স্কয়্যার আর গলিপথে আরও বহু লোককে গড়াগড়ি খেতে দেখা যায় না, তার কারণ নগরী দারুণ নোংরা, এর রাস্তাঘাট বর্জ্য আর আবর্জনায় ভরা, নেড়ি কুকুর আর মালিকহীন বেড়ালে গিজগিজ করছে আর বৃষ্টি বাদল ছাড়াই সর্বত্র প্যাঁচপেঁচে কাদা। এখন সময় এসেছে এইসব বাড়াবাড়ির প্রায়শ্চিত্ত করার, এসেছে আত্মাকে অবনমিত করার সময়, যেন দেহ অনুশোচনার উপায় পায়, লিসবন নামে পরিচিত এই করুণ আর অশ্লীল শুয়োরের খোঁয়াড়ের বিকৃত, বিদ্রোহী দেহ।

লেন্টেন মিছিল শুরু হতে যাচ্ছে। আসুন আমরা উপবাস আর সংযত থাকার মাধ্যমে দেহকে দমন করি, আঘাত করে শাস্তি দিই দেহকে। পরিমিত পরিমাণ

খেয়ে আমরা আমাদের চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করতে পারি, কষ্টভোগের ভেতর দিয়ে আমাদের আত্মাকে শোধরাতে পারি আমরা। পেনিটেন্টরা, সবাই পুরুষ, রয়েছে সবার সামনে, তাদের অনুসরণ করছেন ফ্রায়ারগণ, ভার্জিন এবং ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্টের ছবিঅলা ব্যানার বহন করছেন ওঁরা। তাদের পেছনে আসছেন একটা অলঙ্কৃত ক্যানোপির ছাঁয়ায়, বিশপ, এরপর লিটারে বহন করা হচ্ছে সেইন্টদের এফিগি, পেছনে প্রিস্ট, কনফ্র্যাটারনিটিস আর গিল্ডের এক অন্তহীন মিছিল, যাদের সবাই নিষ্কৃতি লাভের জন্যে উদগ্রীব, কেউ কেউ ধরে নিয়েছেন যে ইতিমধ্যেই অভিশপ্ত হয়ে গেছেন তারা, বাকিরা বিচারের জন্যে তলব না আসা পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকবেন, আবার এমনও কেউ কেউ থাকতে পারে যাঁরা ভাবছেন আদিকাল থেকেই জগৎ উন্মাদ হয়ে আছে। রাস্তার পাশে ভিড় করে দাঁড়ানো জনতার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে মিছিলটা এবং ওটা যাবার সময় নারী আর পুরুষরা লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে, খাঁমচি মারছে মুখে, টেনে ছিঁড়ছে মাথার চুল, নিজের গায়ে নিজে আঘাত হানছে; ওদিকে ডান-বামে ক্রসের অস্পষ্ট চিহ্ন এঁকে চলছেন বিশপ, আর অ্যাকোলাইট তাঁর ধুনুচি দোলাচ্ছে। লিসবন পুঁতি গন্ধময়, কিন্তু সুগন্ধি পচাগন্ধে পচনের অর্থ দান করছে, দেহের ভ্রান্তি থেকে আসছে এই গন্ধ, কারণ আত্মা সুবাসিত।

রীতিমাফিক মহিলাদের জানালা দিয়ে মিছিল প্রত্যক্ষ করতে দেখা যায়। গোড়ালিতে বাঁধা গোলক আর চেইন নিয়ে, কিংবা কাঁধের ওপর বহন করা বিশাল লোহার দণ্ড নিয়ে ধীর পদক্ষেপে হাঁটছে পেনিটেন্টরা, যেন ক্রুশে ঝোলানো হয়েছে তাদের, কিংবা চামড়ার মাথায় কাঁচ বসানো মোমের নিরেট গোলক আটকানো রশি দিয়ে আঘাত করছে নিজেদের; এই অত্যাচারগুলো প্রদর্শনীর আকর্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে, খাঁটি রক্ত তাদের পিঠ বেয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় আর্তস্বরে চিৎকার করে তারা, যেমন আনন্দে তেমনি যন্ত্রণায়, আমাদের কাছে যা কিছুটা অদ্ভুত ঠেকবে যদি জানা না থাকে যে পেনিটেন্টদের কেউ কেউ জানালায় তাদের মিস্ট্রেসদের দেখা পেয়েছে, ওরা মিছিলে যোগ দিয়েছে সেটা আত্মার মুক্তির জন্যে ততটা নয় যতটা জৈবিক আনন্দ, যেগুলো এরই মধ্যে উপভোগ করা গেছে আর যেগুলো উপভোগ করা এখনও বাকি আছে।

ছোট ছোট লাল রিবন পরেছে পেনিটেন্টরা, ওদের হুড কিংবা থংয়ে সাঁটানো, প্রত্যেকের যার যার নিজস্ব রঙ রয়েছে, সুতরাং তার আকাঙ্ক্ষার মিস্ট্রেস যদি আয়েশি ভঙ্গিতে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় তার দুর্ভোগ পোষানো যুবককে দেখে করুণাসিক্ত হয়ে ওঠে, এমনকি সেই আনন্দ পায় যা পরবর্তীকালে ধর্ষকাম হিসাবে পরিচিত হবে, যদি তার চেহারা চিনতে না পারে কিংবা পেনিটেন্ট, ব্যানার আর আতঙ্ক আর আবেদনে চিৎকাররত দর্শকদের হট্টগোল, আর ভীতিজনকভাবে সামনে বাড়ার সময়, লিটানিদের চিৎকার আর এফিগিগুলোর টক্করের কারণে চলার ভঙ্গি ধরতে ব্যর্থ হয়, অন্তত গোলাপি, সবুজ, হলুদ আর লাইল্যাক, এবং এমনকি

লাল ও আকাশি নীল রঙের রিবন দেখে শনাক্ত করতে পারবে তাকে, কে তার দাস এবং ভক্ত, কে নিজের কষ্ট তাকে নিবেদন করছে; এবং কে কথা বলতে না পেরে কামোন্মত্ত ষাঁড়ের মত গর্জন করছে; আর যখন রাস্তার অন্যান্য মহিলা আর খোদ মিস্ট্রেস বুঝতে পারছে যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে সবার চোখে পড়ার মত রক্ত বেরুনোর মত আঘাত করছে না সে, মহিলারা তখন ভয়ানক স্বরে চিৎকার করে উঠছে, যেন আসর হয়েছে, পুরুষদের আরও সহিংস হতে উস্কানি দিচ্ছে, চাবুকের সপাং সপাং শব্দ শুনতে চায় ওরা আর স্বর্গীয় ত্রাণকর্তার দেহ থেকে রক্ত ক্ষরণ দেখতে চায়, কেবল তখনই পেটিকোটের নিচে ওদের দেহ কাঁপতে থাকে, আর ওদের ঊরু অনুতাপকারীদের মিছিলের ছন্দ আর উত্তেজনার তাতে ফাঁক আর বন্ধ হতে থাকে। পেনিটেন্ট তার প্রিয়ার জানালার নিচে হাজির হলে তার দিকে গর্বিত দৃষ্টিতে তাকাল সে, হয়ত মা, কাজিন বা গভরনেস কিংবা কোনও অত্যুৎসাহী দাদী বা রগচটা খালা পরিচালনা করছে তাকে, কিন্তু কী ঘটছে সবারই জানা আছে সেটা, সেজন্যে ওদের স্মৃতির, নিকট বা দূরবর্তী, ধন্যবাদ পাওয়ার দাবীদার, এই লাম্পট্য, নিচের রাস্তার পরমান্দের প্রতিফলন জানালার পরমানন্দে, হাঁটু গেড়ে বসা আজ্ঞাকারী, নিজেকে প্রবল আঘাত হেনে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে আর মেয়েরা পরাস্ত পুরুষের দিকে তাকিয়ে আছে, তার রক্ত আর সমস্ত কিছু পান করার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করছে, এর সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই। মিছিলটা থেমেছে, অনুষ্ঠানটাকে শেষ হওয়ার সুযোগ দিল, বিশপ তাঁর আশীর্বাদ এবং পবিত্রকরণ সম্পাদন করেছেন, অলস শিহরণ অনুভব করল মহিলা, আর এগিয়ে গেল লোকটা, এখন আর প্রবলভাবে নিজেকে আঘাত করতে হবে না বুঝতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে, কারণ মিস্ট্রেসদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার দায়িত্ব এখন অন্যদের।

উপবাস পালনের নিয়মের মাধ্যমে দেহকে দমন করা শুরু করার পর মনে হয়েছে ঈস্টার পর্যন্ত এই খাদ্যাভাব সহ্য করে যেতে হবে তাদের এবং অবশ্যই হলি মাদার চার্চের উপর থেকে ছায়া কেটে না যাওয়া পর্যন্ত জৈবিক প্রবৃত্তি দমন করতে হবে, যেহেতু এখন ক্রাইস্টের প্যাশন আর মৃত্যু সমাগত। মাছের প্রচুর ফসফরাস কিংবা লেন্টের সময় মেয়েদের সঙ্গীবিহীন চার্চে যাবার দুর্ভাগ্যজনক রীতি দৈহিক বাসনা জাগিয়ে তুলতে পারে, বছরের বাকি সময় যেখানে তাদের নিরাপদে বাড়ির ভেতর রাখা হয়, যদি তারা বেশ্যা বা নিচু শ্রেণীর মেয়ে না হয়ে থাকে, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা কেবল চার্চে যাবার জন্যেই বাড়ির বাইরে আসে এবং সেটা তাদের গোটা জীবনে অন্য তিনটি উপলক্ষ্যে, ব্যাপটিজম, বিয়ে আর কবরের জন্যে, বাকি সময় তারা তাদের বাড়ির স্যাঙ্কচুয়ারিতে বন্দী থাকে, এবং উপরোল্লিখিত রীতিটি হয়ত দেখিয়ে দেয় লেন্ট কতটা অসহনীয় হতে পারে, কারণ লেন্টের সময়টা হচ্ছে প্রত্যাশিত মৃত্যুর কাল এবং সকলের শোনার জন্যে সতর্কবাণী, তো স্বামীরা যখন সতর্কতা অবলম্বন করে বা সতর্কতা অবলম্বনের ভান করে, যাতে তাদের স্ত্রীরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন ছাড়া অন্য কিছু করতে না পারে, মেয়েরা সেখানে কিছু পরিমাণ

স্বাধীনতা ভোগ করার জন্যে লেন্টের অপেক্ষায় থাকে, যদিও স্ক্যান্ডালের ঝুঁকি ছাড়া একাকী অগ্রসর হতে পারে না, কিন্তু তাদের অভিভাবকদের একই রকম ইচ্ছা আর সেটা পূরণ করার একই রকম চাহিদা থাকায়, মহিলারা এক চার্চ থেকে আরেকটা চার্চের মাঝামাঝি জায়গায় গোপন অভিসারের আয়োজন করতে পারে, অভিভাবকরা তখন জট পাকিয়ে শলা করে, মেয়েরা আর তাদের অভিভাবকরা যখন আবার কোনও বেদীর সামনে মিলিত হয়, উভয় পক্ষেরই জানা থাকে লেন্টের কোনও অস্তিত্ব নেই এবং সেই শুরু থেকেই জগৎ আনন্দময় উন্মাদ হয়ে আছে। লিসবনের রাস্তাগুলো ভরে আছে মেয়েতে, একইরকম পোশাক সবার পরনে, তাদের মাথা ম্যান্টিলা আর শালে ঢাকা, সামান্য একচিলতে ফাঁক রয়েছে সেখানে যাতে চোখ বা ঠোঁটের ইশারায় সঙ্কেত দিতে পারে তারা, এই নগরীর সমস্ত রাস্তায় গোপনে নিষিদ্ধ আবেগ আর অসঙ্গত ইচ্ছা চালাচালি করার সাধারণ কায়দা, যেখানে মোড়ে মোড়ে রয়েছে চার্চ আর প্রত্যেক কোয়ার্টারে একটা করে কনভেন্ট; বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া, সবার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে, যখন কোনও বাতাস থাকে না, তখন সব সময় কনফেশনালে আত্মার ভার লাঘবকারীদের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়, কিংবা কোনও নির্জন জায়গায়, অন্যরকম স্বীকারোক্তির উপযোগি, ব্যভিচারি দেহ আনন্দ আর অভিশাপের মাঝে দোল খেয়ে চলে, কেননা সংযম পালন কালে, নগ্নবেদী, গম্ভীর শোক আর সর্বব্যাপী পাপ একটি অপরটির মতই আকর্ষণীয়।

দিনের বেলায় তাদের সরল স্বামীরা সিয়েস্টা উপভোগ করবে বা উপভোগ করার ভান অন্তত করে, রাতে যখন পথঘাট আর স্কয়্যারগুলো পেঁয়াজ আর লেভেন্ডারের গন্ধঅলা লোকে রহস্যজনকভাবে গিজগিজ করতে থাকে, চার্চের খোলা দরজা দিয়ে প্রার্থনার বিড়বিড় আওয়াজ শোনা যায়, তখন আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না বলে বেশ স্বস্তি বোধ করে তারা; ইতিমধ্যে দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছে কেউ, সিঁড়ির ধাপে শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ, অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে বলতে মিস্ট্রেস আর মেইড এসেছে, কৃষ্ণাঙ্গ দাসও, যদি সঙ্গে করে এনে থাকে সে, ফোকর দিয়ে মোমবাতি বা অয়েল ল্যাম্পের আলোর রেখাও দেখা যেতে পারে, জেগে ওঠার ভান করল স্বামীটি, স্ত্রী ভান করল যেন সে-ই ডেকে তুলেছে তাকে, সে কোনও প্রশ্ন করলে আমরা জানি স্ত্রীর জবাব কী হবে, ক্লান্ত দেহে ফিরে এসেছে সে, পায়ে খিল ধরে গেছে, আড়ষ্ট হয়ে গেছে হাড়ের জোড়া, কিন্তু আত্মিক দিক দিয়ে সান্ত্বনা বোধ করছে, জাদু-সংখ্যাটা উচ্চারণ করল সে, *সাতটা* চার্চে গিয়েছি আমি, বলল সে, এমন প্রবলভাবে যেন বাড়াবাড়ি রকম ধার্মিকতা কিংবা মারাত্মক কোনও পাপের বোঝা বহনের অপরাধী ছিল সে।

রানীদের আত্মার ভার লাঘবের এসব সুযোগ দেয়া হয় না, বিশেষ করে যদি তাদের অন্তসত্ত্বায় পরিণত করা হয় এবং সেটা বৈধ স্বামী দ্বারা, যিনি নয় মাস আর তাঁদের কাছে আসবেন না, ব্যাপকভাবে গৃহীত একটা আইন, তবে মাঝে মাঝে ভঙ্গ করা হয়। বিশেষ করে অস্ট্রিয়ায় যেমন কড়া ধার্মিকতার মাঝে বেড়ে উঠেছেন তিনি

আর ফ্রায়ারের কৌশলের সঙ্গে তার পরিপূর্ণ অনুসরণের ব্যাপারটি মনে রাখলে ডোনা মারিয়া আনার গোপনীয়তা রক্ষা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, এভাবে দেখায় কিংবা অন্তত আভাস দেয় যে, তাঁর জরায়ূতে বেড়ে ওঠা সন্তানটি একটা কনভেন্টের বিনিময়ে পর্তুগালের রাজার জন্যে যেমন তেমনি খোদ ঈশ্বরের জন্যেও একটা মেয়ের মত।

রাত গভীর হওয়ার আগেই বেডচেম্বারে চলে এলেন ডোনা মারিয়া আনা, বিছানায় যাবার আগে লেডি-ইন-ওয়েটিংদের সঙ্গে সুরে সুরে প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করলেন; তারপর এইডারডাউনের নিচে থিতু হয়ে আবার প্রার্থনা শুরু করলেন তিনি, প্রার্থনা করতেই লাগলেন, ওদিকে লেডি-ইন-ওয়েটিংরা মাথা নোয়াতে শুরু করল, কিন্তু বোদ্ধা নারীর মতই, বোদ্ধা কুমারী না হলেও, ঘুম তাড়াল চোখ থেকে, এবং তারপর বিদায় নিল; নজর রাখার জন্যে বাকি রইল কেবল ল্যাম্পের আলোটুকু আর দায়িত্বে থাকা লেডি-ইন-ওয়েটিং, যে রানীর বিছানার পাশে একটা নিচু কাউচে রাত কাটায়, শিগগিরই ঘুমিয়ে পড়বে সে, চাইলে স্বপ্ন দেখার জন্যে স্বাধীন, কিন্তু ওই চোখের পাতাগুলোর আড়ালে কী স্বপ্ন দেখা হবে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের যেটা কৌতূহলী করে সেটা হল ঘুমিয়ে পড়ার আগে আগে ডোনা মারিয়া আনাকে জ্বালাতনকারী ভীতিকর ভাবনাটা, মানডি থার্সডে-তে তাঁকে চার্চ অভ দ্য মাদার অভ গড-এ যেতে হবে, যেখানে তাঁর উপস্থিতিতে নানরা বিশ্বাসীদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়ার আগে হলি শ্রাউডের পর্দা উন্মোচন করবে, শ্রাউডটা ক্রাইস্টের দেহের সুস্পষ্ট ছাপ বহন করছে; ক্রিশ্চান জগতে অস্তিত্বমান সত্যিকারের হলি শ্রাউড। লেডিজ-অ্যান্ড-জেন্টলমেন, ঠিক অন্য সবগুলো যেমন একমাত্র আসল হলি শ্রাউড, তা নাহলে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অসংখ্য চার্চে একই সময়ে দেখানোর অনুমতি পেত না; কিন্তু এটা পর্তুগালে বলে সবচেয়ে আসল হলি শ্রাউড এবং একেবারেই অনন্য। সজাগ থাকা অবস্থায়ই, ডোনা মারিয়া আনা পবিত্র কাপড়ের ওপর ঝুঁকে আছেন বলে কল্পনা করলেন, কিন্তু তিনি ওটাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে চুম্বন করতে যাচ্ছেন কিনা সেকথা বলা কঠিন, কারণ সহসা ঘুমে ঢলে পড়লেন তিনি এবং একটা ক্যারিজে আবিষ্কার করলেন নিজেকে, রাতের অন্ধকারে পশধারী সৈনিকদের সঙ্গে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁকে, ওই সময় আচমকা ঘোড়ার পিঠে হাজির হল এক লোক, শিকার শেষে ফিরে এসেছে, খচ্চরের পিঠে আসীন চারজন সঙ্গী রয়েছে তার, তাদের পমেল থেকে খাঁচার ভেতর দুলছে পালকঅলা ও রোমশ প্রাণী, রহস্যময় অশ্বারোহী দ্রুত ক্যারিজের দিকে এগিয়ে এল, তার শটগান প্রস্তুত, ঘোড়ার খুরের ঘায়ে নুড়ি পাথরে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ উঠছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওটার নাক দিয়ে। সে যখন বিদ্যুতের মত রানীর প্রহরীদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এসে ক্যারিজের ধাপের কাছে পৌঁছুল, ঘোড়াকে অনেক কষ্টে থামাল সে, মশালের আলো আলোকিত করে তুলল তার চেহারা। এ তো ইনফ্যান্টে ডোম ফ্রান্সিস্কো, কোন স্বপ্নের দেশ থেকে আসতে পারে সে, কেন বারবার হাজির হচ্ছে সে। ঘোড়াটা হতচকিত হয়ে গেছে,

সন্দেহ নেই নুড়ি পাথরের ওপর ক্যারিজের শব্দের কারণে, কিন্তু রানী যখন এই স্বপ্নগুলো তুলনা করেন, তিনি লক্ষ্য করেন প্রতিবারই আরও খানিকটা কাছে আসছে ইনফ্যান্টে, কী চাইতে পারে সে, আর নিজে কী চান তিনি।

কারও জন্যে লেন্ট হচ্ছে স্বপ্ন, অন্যদের জন্যে রাত্রি জাগরণ। ঈস্টারের উৎসব শেষ হল, যার যার অ্যাপার্টমেন্টের অন্ধকারে ফিরে এসেছে স্ত্রীরা, এবং তাদের অদ্ভুত দর্শন পেটিকোটে; বাড়িতে আরও কিছু কোকিল রয়েছে যেগুলো অকালে শয়তানি ঘটানো হলে বেশ সহিংস হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু আমরা এখন পাখীদের প্রসঙ্গে এসে পড়েছি, চার্চে রিবন আর ফুলে সাজানো খাঁচায় পরমানন্দে গান গেয়ে চলা ক্যানারিদের গান শোনার সময় এটা, ওদিকে পালপিট থেকে বক্তব্য রাখছেন ফ্রায়াররা, পবিত্রতর কথাবার্তা বলার ইচ্ছা। এটা অ্যাসেনশন থার্স-ডে, আমাদের প্রার্থনা পৌঁছুক বা না পৌঁছাক, পাখীদের গান স্বর্গের খাঁচায় পৌঁছে যায়, তাদের সহযোগিতা ছাড়া, আমাদের প্রার্থনার ঈশ্বরের কাছে পৌঁছার সামান্যই আশা আছে, সুতরাং আমরা সবাই নীরব থাকব।

ঝনঝন শব্দ তোলা তরবারিঅলা, বেমানান পোশাক পরা নোংরা চেহারা নগ্ন পা এই লোকটির হাবভাব সৈনিকের মত এবং তার নাম বালতাসার ম্যাটেআস, সেটে-সয়েস বা সপ্ত-সূর্য নামেও পরিচিত। জেরেয ডি লস ক্যাবেলোরোসে গত অক্টোবর মাসে এগার হাজার লোককে নিয়ে যে উচ্চাভিলাষী যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম আমরা, যেখানে আমাদের দুশো সৈন্য হারাতে হয়েছে, আর প্রাণে বেঁচে যাওয়ারা পালিয়েছিল, সেই যুদ্ধে গুলির আঘাতে হাত গুঁড়িয়ে যাওয়ার পর কব্জি থেকে কেটে বাদ দেয়ায় সেনাবাহিনীতে থাকার যোগ্যতা খোয়ানোয় বরখাস্ত করা হয়েছে ওকে। যারা পশ্চাদপসারণ করেছিল বাডাজোয থেকে পাঠানো স্প্যানিশ ক্যাভালরি ধাওয়া করেছিল তাদের। বারক্যারোটায় আমাদের লুণ্ঠিত মাল-সামান নিয়ে আলভেনসায় পালিয়ে গিয়েছিলাম আমরা, ওগুলো ভোগ করার মত মানসিক অবস্থা ছিল না, দশ লীগ দূরত্ব কুচকাওয়াজ করে সেখানে গিয়ে খুব একটা উপকার হয় নি, তারপরই আবার একই দূরত্ব পেরিয়ে দ্রুত পিছু-হটা, কেবল রণক্ষেত্রে ফেলে এসেছি অসংখ্য হতাহত আর বালতাসার সেটে-সয়েসের ছিন্নভিন্ন হাতটা। সৌভাগ্যক্রমে, কিংবা স্ক্যাপুলারের বিশেষ কৃপায়, যেটা ওর গলায় জড়ানো ছিল, ক্ষতটা গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয় নি, বা রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্যে ব্যবহৃত টার্নিকোটের জোরে ওর শিরাও কেটে দেয় নি ওরা, সার্জেনের দক্ষতাকেও ধন্যবাদ, হ্যান্ড-স দিয়ে হাড় না কেটে ব্যাপারটা ছিল স্রেফ লোকটার টেন্ডনগুলো বিবশ করে দেয়া। ভেষজ গুল্ম দিয়ে স্টাম্পের শুশ্রূষা করা হয়েছে, সেটে-সয়েসের শরীর এমনই স্বাস্থ্যবান যে দুমাস পরেই পুরোপুরি সেরে গেছে ক্ষতটা।

সৈনিকের বেতনের সামান্য বা কোনও অংশই না জমানোয় সেটে-সয়েস ব্ল্যাকস্মিথের দেনা শোধ করার মত টাকা আর স্যাডলারকে দিয়ে হাতের জায়গায় একটা লোহার হুক লাগানোর টাকা হাতে না আসা অবধি এভোরায় ভিক্ষাবৃত্তি করল। এভাবেই শীতকাল পার করল ও, যোগাড় করা টাকার অর্ধেকটা আলাদা করে রাখল, বাকিটার অর্ধেক জমাল সামনে পড়ে থাকা যাত্রার খরচ মেটানোর জন্যে, আর বাকিটুকু খাবার আর মদের পেছনে শেষ করল। স্যাডলারকে শেষ কিস্তির টাকা মিটিয়ে দিয়ে লোহার হুকটা আর আগেই ফরমাশ দিয়ে রাখা একটা স্পাইক যখন নিল ও, ততদিনে বসন্তসকাল এসে গেছে, কারণ বালতাসার সেটে-সয়েস একটা বিকল্প বামহাত রাখার বুদ্ধিটাকে বেশ কদর করেছিল। নকশা করা চামড়ার ফিটিংস নৈপুণ্যের সঙ্গে টেম্পার করা আয়রনের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে; এছাড়া, দুরকম দৈর্ঘ্যের দুটো স্ট্র্যাপ রয়েছে ইম্প্লিমেন্টটা কনুই আর কাঁধের আটকানোর

বাড়তি সাপোর্টের জন্যে। সেটে-সয়েস যখন শুনতে পেল যে বেইরার গ্যারিসনটা অ্যালেনটেজোর ট্রুপকে সাহায্য করতে আসার বদলে ওখানেই রয়ে যাবে, যেখানে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে খাদ্যাভাব অনেক বেশী, তখনই যাত্রা শুরু করে সে। বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল সেনাবাহিনী, নগ্ন-পা, শতচ্ছিন্ন পোশাক। কৃষকদের জিনিস চুরি করছিল সৈনিকরা, অস্বীকৃতি জানিয়েছে যুদ্ধ করতে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যোগ দিল শত্রুপক্ষের সঙ্গে, অন্যরা দলত্যাগ করল, পরাজয় বরণের এলাকাগুলো এড়িয়ে পথ চলল ওরা, লুটপাট চালাল খাবারের জন্যে, চলার পথে সামনে পাওয়া মেয়েদের ধর্ষণ করল, সংক্ষেপে, নিরপরাধ লোকজনের ওপর বদলা নিতে লাগল, ওদের কাছে যাদের কোন দায় ছিল না, ওদের হাতাশার অংশীদার ছিল বরং। পঙ্গু, বৃষ্টি কাদায় ভিজে বেহাল সেটে-সয়েস প্রধান হাইওয়ে ধরে লিসবনে হাজির হল, বাম হাত হতে বঞ্চিত, যেটার অংশ রয়ে গেছে স্পেনে বাকি অংশ পর্তুগালে, কারণ কে স্প্যানিশ সিংহাসন দখল করবেন স্থির করার জন্যে, একটা কৌশলগত যুদ্ধ, একজন অস্ট্রিয়ায় চার্লস নাকি একজন ফ্রেঞ্চ ফিলিপ, কিন্তু কোনও পর্তুগিজ নয়, সুস্থ সবলই হোক বা একহাতঅলা, অখণ্ড কিংবা বিকৃত, যদি না কাটা অঙ্গ বা নিহতদের রণক্ষেত্রে ফেলে আসাটা সৈনিকদের নিয়তি না হয়ে থাকে, যাদের বসার জন্যে জমিন ছাড়া আর কিছুই নেই। সেটে-সয়েস ইভোরা ছেড়ে এসে ফ্রায়ার বা বদমায়েশের সঙ্গ ছাড়াই মন্টেমর পেরিয়ে আসে, কারণ ব্যাপারটা যখন ভিক্ষার হাত বাড়ানোর হয়, যেটা আছে সেটাই যথেষ্ট।

অবসর সময়ে পথ চলেছে সেটে-সয়েস। লিসবন এবং মাফরায় ওকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করে নেই কেউ; বহু বছর আগে হিজ ম্যাজেস্টিস ইনফ্যান্ট্রিতে যোগ দেয়ার জন্যে যখন বিদায় নিয়েছিল ও, ওর বাবা এবং মা, যদি ওর কথা তাদের মনে থাকে, ভাববে বেঁচে আছে ও, যেহেতু কেউ ওর মৃত্যুর সংবাদ দেয় নি কিংবা মারা গেছে বলে ধরে নিয়েছে, কারণ ওর এখনও বেঁচে থাকার পক্ষে কারও কাছে কোনও প্রমাণ নেই। যথাসময়ে সবকিছু প্রকাশ পাবে। ঝলমল করছে সূর্য, বৃষ্টি নেই, গোটা এলাকাটা ফুলে ছেয়ে আছে, পাখিরা গান গাইছে। ন্যাপস্যাকে ওর হুকটা বহন করছে সেটে-সয়েস, কারণ কোনও কোনও সময়, মাঝে মাঝে এমনকি পুরো কয়েক ঘণ্টা, যখন ওর মনে হয় হাতের অস্তিত্ব অনুভব করত পারছে, যেন এখনও বাহুর সঙ্গে লাগানো আছে ওটা, নিজেকে পূর্ণাঙ্গ কল্পনা করতে দারুণ আনন্দ পায় ও, ঠিক যেমন চার্লস আর ফিলিপ পূর্ণাঙ্গ রূপে সিংহাসনে আরোহণ করবেন, কারণ যুদ্ধ শেষ হবার পর তাঁরা অবশ্যই সিংহাসনের অধিকার পাবেন। সেটে-সয়েস তৃপ্ত, যতক্ষণ না চোখ ফিরিয়ে দেখতে হচ্ছে যে ওর হাতটা খোয়া গেছে, তর্জনীতে চুলকাচ্ছে অনুভব করে জায়গাটা বুড়ো আঙুলে চুলকাচ্ছে কল্পনা করার সময়। আজ রাতে যখন স্বপ্ন দেখা শুরু করবে ও, যদি ঘুমের মধ্যে পলকের জন্যে নিজেকে দেখতে পায়, দেখবে ওর কোনও অঙ্গহানি ঘটে নি, এবং দুহাতের তালুর ওপর ক্লান্ত মাথা রাখতে পারবে ও।

আরেকটা চমৎকার কারণে লোহার হুকটা ন্যাপস্যাকে রাখে বালতাসার। বেশ ঝটপট ও বুঝে গেছে যে, যখনই ওটা পরে ও, বিশেষ করে স্পাইকটা, লোকে ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করে কিংবা খুব সামান্য পরিমাণ ভিক্ষা দেয়, যদিও কোমরে ঝোলানো তরবারিটার কারণে সব সময় কয়েকটা কয়েন বেশী দান করে বাধিত হয় ওরা, অথচ প্রায় সবাই তরবারি বহন করে, এমনকি কৃষ্ণাঙ্গ-দাসরাও, তবে পেশাদার সৈনিকের সাহসিকতার সঙ্গে নয়, উস্কানি দিলে ঠিক এই মুহূর্তে যেটা দেখাতে পারবে ও। আর যদি এই ছিনতাইকারীর উপস্থিতির কারণে সৃষ্ট আতঙ্ক, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে, পর্যটকের সংখ্যাধিক্যের কারণে দূর না হয়, একজন দরিদ্র সৈনিকের জন্যে ভিক্ষা চাইছে, যে কিনা তার হাত খুইয়েছে, কিন্তু অলৌকিকভাবে প্রাণটা খোয়ায় নি, যেহেতু এই আবেদন আগ্রাসনে পরিণত হোক চায় না নিঃসঙ্গ পর্যটক, বাড়িয়ে ধরা হাতে অচিরেই কয়েন পড়ে; আর ডান হাতটা রক্ষা পেয়েছে বলে কৃতজ্ঞ বালতাসার।

বিশাল পাইন বনের কিনারায় পেগোস হয়ে বেরিয়ে আসার পর, মাটি যেখানে ঊষর, দাঁতের সাহায্যে স্পাইকটা স্টাম্পের প্রান্তে জোড়া লাগাল বালতাসার, প্রয়োজনের সময় ড্যাগার হিসাবেও কাজে লাগে ওটা, কারণ বর্তমান সময়ে ড্যাগারের মত মারাত্মক অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ, কিন্তু সেটে-সয়েস, যাকে বলে ইম্যুইনিটি উপভোগ করে, তো, স্পাইক আর তরবারিতে দ্বিগুণ সশস্ত্র অবস্থায় গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় আগে বাড়ল ও, আরও খানিকটা সামনে যাবার পর ওর কাছে টাকা পয়সা নেই বলা সত্ত্বেও, ওর ওপর ডাকাতির প্রয়াস চালানো দুজন লোকের একজনকে হত্যা করবে ও, কিন্তু যেখানে যুদ্ধে অনেকেই তাদের প্রাণ হারিয়েছে, সেখানে এই সংঘাত নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ নেই আমাদের, শুধু বলে রাখা যায় যে, সেটে-সয়েস এরপর স্পাইকের জায়গায় হুকটা বসাল যাতে লাশটাকে পথের ওপর থেকে টেনে সরিয়ে নেয়া যায়, দুটো যন্ত্রাংশেরই সদ্ব্যবহার করা হল। পালিয়ে যাওয়া ডাকাতটি পাইন গ্রুভের ভেতরে ভেতরে আরও আধ-লীগটাক অনুসরণ করল ওকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধাওয়া বাদ দিয়ে খানিকটা দূরে থেকে গালি আর অপমান করে চলল ওকে, কিন্তু ওগুলোর তেমন একটা প্রভাব পড়ার ব্যাপারে আস্থা রাখতে পারল না।

সেটে-সয়েস যখন আলডেগালেগায় পৌঁছুল, তখন অন্ধকার নিবিড় হয়ে এসেছে। কিছু সার্ডিন ভাজি আর এক গামলা ওয়াইন খেল ও, তারপর যাত্রার পরবর্তী পর্যায়ের জন্যে স্রেফ প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা নিয়ে একটা কর্নে কয়েকটা ঠেলাগাড়ির নিচে আশ্রয় গ্রহণ করল; গায়ে ক্লোক চাপিয়ে ঘুমাল ওখানে, কিন্তু বাম হাত আর স্পাইকটা রইল উন্মুক্ত। শান্তিতেই রাতটা পার করল ও। জেরেয ডি লস ক্যাবেলেরোসের যুদ্ধের স্বপ্ন দেখল এবং বুঝতে পারল এযাত্রা বালতাসার সেটে-সয়েসের নেতৃত্বে পর্তুগীজরা জয় লাভ করবে, যে তার বিচ্ছিন্ন বাম হাত ডান হাতে বহন করে, একটা দানবাকার তালিসমান যেটার বিরুদ্ধে স্প্যানিয়ার্ডরা নিজেদের

বাঁচতে পারবে না, বর্ম বা এক্সরসিজমের কোনওটা দিয়েই। যখন চোখ খুলল ও, তখনও পুব দিগন্তে ভোরের প্রথম আলোর রেখা দেখা দেয় নি, বামহাতে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল, ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয়, স্পাইকটা যেহেতু স্টাম্পে চাপ দিচ্ছে। স্ট্র্যাপ আলগা করল ও, তারপর কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়ে, রাতের বেলায় যা অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশেষ করে, ঠেলাগাড়ির নিচে নিকষ কালো অন্ধকারে, বালতাসার নিজেকে বোঝাল, দেখতে না পেলেও এখনও দুটো হাতই আছে ওর। দুটোই। ন্যাপস্যাকটা বামহাতের নিচে ঠাসল ও, ক্লোকের ভেতর কুঁকড়ে গেল, আবার ঘুমিয়ে পড়ল তারপর। যুদ্ধে অন্তত প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে ও। একটা অঙ্গ হয়ত খুইয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এখনও বেঁচে আছে।

সকাল হতেই উঠে দাঁড়াল ও। আকাশ পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ, এমনকি বহু দূরের ক্ষীণতম তারাগুলোও দেখা যাচ্ছে। লিসবনে পা রাখার জন্যে দিনটা চমৎকার, যাত্রা অব্যাহত রাখার আগে হাতে সময় থাকায় যে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত রইল ও। ন্যাপস্যাকে হাত গলিয়ে রদ্দিমার্কা বুটজোড়া বের করে আনল, অ্যালেনটেজো থেকে এপর্যন্ত আসার পথে একবারও ওগুলো পায়ে দেয় নি, এত লম্বা পথ পেরুনোর পর ওগুলো ফেলে দিতে পারলেই খুশি হত ও; ডান হাতের নতুন দক্ষতা দাবী করে আর স্টাম্প ব্যবহার করে, এখনও অনভ্যস্ত, কোনওমতে পায়ে গলাল ওগুলো, তা নাহলে ফোস্কা আর কড়ায় ঢেকে যাবে পাজোড়া, যেহেতু কৃষক থাকার সময়, তারপর সৈনিক হিসাবে যখন খাবার কেনার মত যথেষ্ট টাকা-পয়সা ছিল না, বুট মেরামত করার কথা তো ওঠেই না, নগ্ন পায়ে হাঁটতে অভ্যস্থ ছিল। কারণ সৈনিকের চেয়ে হতভাগ্য জীবনের আর অস্তিত্ব নেই।

যখন ডকে পৌঁছুল ও, ততক্ষণে মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্য। জোয়ার শুরু হয়ে গেছে, ফেরিম্যান লিসবনগামী কোনও যাত্রী বাকি থাকলে তাদের সতর্ক করল, এখুনি রওনা দিচ্ছে সে। গ্যাঙওয়ে বরাবর দৌড়ে গেল সেটে-সয়েস, ন্যাপসেকের ভেতর ঝনঝন করছে ওর আয়রনস্, এবং একজন রসিক লোক যখন টিপ্পনি কাটল যে একহাতঅলা লোকটা নিশ্চয়ই হেফাযত করার জন্যে স্যাকে ঘোড়ার পাল বহন করছে, বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাল সেটে-সয়েস, এবং ন্যাপস্যাকে ডানহাত ঢুকিয়ে স্পাইকটা বের করে আনল। লোহার গায়ে শুকনো জমাট রক্ত না থাকলেও, ওটাকে আশ্চর্যরকমভাবে আসল জিনিসের মত দেখাল। চোখ সরিয়ে নিল রসিক লোকটা, সেইন্ট ক্রিস্টোফারের হাতে নিজের আত্মা সোপর্দ করল, অশুভ সাক্ষাৎ আর অন্যান্য দুর্ভোগ থেকে পর্যটকদের রক্ষা করার সুখ্যাতি রয়েছে যাঁর, এবং ওই মুহূর্ত থেকে ওরা লিবসন পৌঁছা পর্যন্ত আর একটা শব্দও উচ্চারণ করল না সে। সেটে-সয়েসের পাশে বসল একটা মেয়ে, খাবার বের করল, আশপাশে যারা ছিল তাদের আমন্ত্রণ জানাল সে, সৌজন্যবশতই, খাবার ভাগাভাগি করার ইচ্ছা থেকে নয়, কিন্তু সৈনিকের বেলায় ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম, এত করে অনুরোধ করল মেয়েটা যে শেষ পর্যন্ত আমন্ত্রণ গ্রহণ করল বালতাসার। লোকজনের সামনে একটা

মাত্র হাত দিয়ে খাওয়া পছন্দ হল না বালতাসারের, যেটা সমস্যার জন্যে তৈরী, রুটি পিছলে যায় আঙুলের ফাঁক গলে, মেঝেয় পড়ে যায় মাংস, কিন্তু মেয়েটা একটা বড় সড় রুটির ওপর ওর খাবার মাখিয়ে দিল, তারপর আঙুল আর পকেট থেকে বের করা পেননাইফের ডগা দিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছন্দে আর বেশ কায়দা করে খেতে পারল ও। মেয়েটা আর তার স্বামীটি ওর বাবা-মার বয়সী হবে, ট্যাগাস নদীর জলের ওপর এটা কোনও তোয়ান না, বরং জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা একজন মানুষের প্রতি বন্ধুত্ব আর সহানুভূতির প্রকাশ।

একটা ছোট ত্রিকোণাকৃতি পাল তুলল ফেরিম্যান, স্রোতকে সাহায্য যোগাল বাতাস এবং বাতাস ও স্রোত দুটোই সাহায্য করল নৌকাটাকে। বৈঠাঅলা, অ্যালকোহল আর রাতে ভাল ঘুমে তরতাজা হয়ে সহজ ভঙ্গিতে নৌকা বেয়ে চলল। ওরা উপকূল বরাবর চক্কর দেয়ার পর জোরাল স্রোতের মুখে পড়ল জাহাজটা; এ যেন স্বর্গের দিকে যাত্রার মত, পানির গায়ে ঝিলিক মারছে সূর্যের আলো, আর দুটো ছোট তিমি, প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা, জাহাজের আগে আগে ছুটছে, গাঢ়, চকচকে গায়ের চামড়া ওদের, এঁকেবেঁকে চলছে ওরা যেন আকাশে উড়াল দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। অন্য পারে, বেশ দূরে নগর-প্রাচীরের ওপাশে চোখে পড়ে পানির ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে লিসবন। আশপাশের দৃশ্যকে ছাপিয়ে গেছে দুর্গটা, আর নিচের বাড়িঘরের ছাদের মাথা ছাড়িয়ে গেছে চার্চের টাওয়ার আর মিনারগুলো, গ্যাবল-এর অস্পষ্ট জটলা। একটা গল্প বলতে শুরু করল ফেরিম্যান, কেউ যদি শুনতে চায়, গতকাল মজার একটা ব্যাপার হয়েছে, এবং সবাই শুনতে আগ্রহী, কেননা গল্প বলাটা সময় কাটানোর একটা আনন্দময় উপায়, এবং এযাত্রাটা দীর্ঘ। ইংলিশ ফ্লীট, স্যান্টোসের উপকূলের সামনে দেখা যাচ্ছে, ওগুলো গতকাল নোঙর ফেলেছে, ক্যাটালোনিয়ায় যাবার পথে ট্রুপস বহন করছে, ওদের অপেক্ষায় থাকা সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে যাচ্ছে, আর ফ্লীটের সঙ্গে বারবাডোস দ্বীপে নির্বাসনগামী একদল অপরাধী ভর্তি একটা জাহাজও এসেছে। পঞ্চাশ জনের মত পতিতাও রয়েছে, একটা নতুন উপনিবেশ গড়ার জন্যে, ওরাও যাচ্ছে ওখানে, কারণ অমন জায়গায় সৎ আর অসৎ মোটামুটি একই গুরুত্ব বহন করে, কিন্তু জাহাজের ক্যাপ্টেন, পুরনো পাপী সে, ভাবল লিসবনেই আরও ভাল কলোনি বানাতে পারবে ওরা, তো কারগো কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে, মেয়েদের তীরে নামিয়ে দেয়ার হুকুম দিয়েছে। নিজের চোখে ছিপছিপে ইংরেজ মেয়েগুলোর কয়েকজন দেখেছি আমি । ওদের কেউ কেউ খুবই আকর্ষণীয়া। চিন্তা করে শব্দ করে হাসল ফেরিম্যান, যেন জৈবিক পথ নির্দেশনার জন্যে নিজস্ব পরিকল্পনা খাড়া করছে সে আর যারা তার জাহাজে উঠবে তাদের কাছ থেকে কত মুনাফা আসবে সেই হিসাব কষছে, ওদিকে আলগার্ভের মাঝিরা প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙে পড়েছে, সূর্যের তাপে আরাম করা বেড়ালের মত আড়মোড়া ভাঙল সেটে-সয়েস, খাবারঅলা মহিলা না শোনার ভান করছে, উসখুস করছে তার স্বামী, বুঝতে পারছে না মজা পাচ্ছে দেখাবে নাকি গম্ভীর

থাকবে, কারণ এ ধরনের গল্প সিরিয়াসভাবে নিতে পারে না সে, সুদূরের প্যানকাস এলাকা থেকে এসেছে সে, এমন একজনের কাছে তা আশাও করা যায় না, যেখানে জন্ম নেয়ার পর থেকে মৃত্যুর পর্যন্ত একজন পুরুষ নৈমিত্তিক জীবনে, বাস্তব বা কাল্পনিক, একই রকম কাহিল অবস্থায় থাকে। একবার একটা কথা ভাবল সে, তারপর আরেকটা, এবং রহস্যময় কোনও কারণে দুটোকে মিলিয়ে সৈনিককে সে জিজ্ঞেস করল, তোমার বয়স কত, স্যার, এর জবাবে বালতাসার বলল, আমার বয়স ছাব্বিশ বছর।

ওই দাঁড়িয়ে আছে লিসবন, পৃথিবীর তালুতে ধরা, উঁচু দেয়াল আর লম্বা লম্বা বাড়ির একটা ফ্যাসাডে। রিবেইরায় জাহাজ ঠেকল, বোটসোয়াইন কসরত করে কুয়েইর পাশে নিয়ে এল বাহনটাকে, আগেই পাল গুটিয়ে ফেলা হয়েছে, মাঝিরা তাদের বৈঠা দিয়ে মুরিং সাইডে একটা সম্মিলিত চেষ্টা চালাল, ওদিকে জাহাজের অন্যপাশে যারা ছিল, বাহনটাকে স্থির রাখার জোর প্রয়াস পেল তারা, শেষবারের মত রাডার নাড়ান হল, এবং ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুড়ে দেয়া হল একটা রশি, এবং নদীর দুপার অকস্মাৎ একসঙ্গে জুড়ে দেয়া হল যেন। ভাটার কারণে কুয়েইটা বেশ উঁচু, মহিলা আর তার স্বামীকে সাহায্য করল বালতাসার, আর চৌকষ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রসিক লোকটা এবং কোনওরকম কথাবার্তা ছাড়াই এক লাফে নিরাপদে তীরে নামল।

কার্গো নামানোর কাজে রত ফিশিং বোট আর ক্যারাভেলগুলোয় হট্টগোল চলছে। অপমানসূচক মন্তব্য ছুড়ছে ফোরম্যানরা আর জোড়ায় জোড়ায় কর্মরত কৃষ্ণ স্টিভেডরদের ওপর জোর দেখাচ্ছে। বাস্কেট থেকে ঝরা পানিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে ওরা, মুখ আর হাতে মাছের আঁশ ল্যাপ্টানো। মনে হচ্ছে যেন লিসবনের সবাই জড়ো হয়েছে বাজারে। সেটে-সয়েস টের পেল ওর মুখে জল এসে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন চার বছরের যুদ্ধের সময় জমা হওয়া সমস্ত ক্ষুধা, অস্বীকৃতি আর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সমস্ত বাধ ভেঙে দিচ্ছে। পেট গিট পাকিয়ে যাচ্ছে, টের পেল ও, যে মহিলা ওকে খাবার সেধেছিল চট করে তার খোঁজ করল, নিশ্চুপ স্বামীর সঙ্গে কোথায় যেতে পারে সে, হয়ত ভিড়ের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছে আর ইংরেজ পতিতদের এক নজর দেখার চেষ্টা করছে, কারণ প্রত্যেক পুরুষেরই স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে।

ন্যাপস্যাকের আয়রন হুকটার চেয়েও কম ঝনঝন করতে থাকা অল্প কয়েকটা কপার কয়েন ছাড়া আর কোনও টাকা-পয়সা বিহীন বালতাসারকে স্থির করতে হল এরপর কোথায় যাবে, মাফরায়, যেখানে মাত্র একটা হাত নিয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না, নাকি রাজপ্রসাদে, যেখানে পঙ্গু হওয়ার কারণে হয়ত বা ভিক্ষা মিলতে পারে। ইভোরায় কেউ একজন এই পরামর্শ দিয়েছিল, একইসময় সতর্কও করেছে, নাছোড়বান্দার মত দীর্ঘসময় ধরে ভিক্ষা মাগতে হবে, দাতাকে খুশি করার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিয়ো, কারণ এমনকি এসব কায়দা অবলম্বন করার পরেও

হয়ত তোমাকে পয়সার চেহারা দেখা ছাড়াই কাহিল বা ব্যর্থ হবে। যখন এসবই ব্যর্থ হয়ে যাবে, গিল্ডগুলোর শরণাপন্ন হতে পার তুমি, যারা দান-খয়রাত করে, কিংবা কনভেন্টগুলোয় যেতে পার, যেখানে সব সময়ই এক গামলা স্যুপ আর এক টুকরো রুটি মেলার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যায়। তাছাড়া, বাম হাত খুইয়েছে যে লোক, তার খুব একটা আপত্তি করার কিছু নেই, যদি পথিকদের দিকে বাড়িয়ে দেয়ার মত একটা ডান হাত বা তা তাদের আতঙ্কিত করে তোলার জন্যে একটা তীক্ষ্ণ স্পাইক থাকে তার।

মাছ-বাজারে ঘুরে বেড়াতে লাগল সেটে-সয়েস। সম্ভাব্য ক্রেতাদের উদ্দেশে চিৎকার করছে জেলেনিরা, তাদের নজর ফেরানোর জন্যে হাত নাড়ছে, সোনার ব্রেসলেট ঝনঝন করছে, বুকের ওপর হাত রেখে খিস্তি করছে, নেকলেস, ক্রস, চার্ম আর চেইনে উঁচু হয়ে আছে বুক, সবই ব্রাযিলীয় সোনায় বানানো, কল্পনাযোগ্য সব রকম আকারের বড় বড় কানের দুলগুলোও তাই, মূল্যবান অলঙ্কার যা নারীদের সৌন্দর্য বাড়ায়। জঘন্য নোংরা এই পরিবেশে লক্ষ্যণীয়ভাবে পরিষ্কার আর পরিপাটি মনে হচ্ছে জেলেনিদের। যেন যেসব মাছ নাড়াচাড়া করছে ওরা সেগুলোর গন্ধ তাদের স্পর্শও করতে পারে নি। একটা জুয়েলার্সের দোকানের পাশে দাঁড়ানো একটা ট্যাভার্নের দরজায় অপরিহার্য এক টুকরো রুটির ওপর তিনটা গ্রিল্ড সারডিন কিনল বালতাসার, ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করার ফাঁকে খেতে খেতে আগে বাড়ল ও, প্রাসাদের দিকে এগোল। স্কয়্যারের প্রান্তে দাঁড়ানো কসাইখানায় ঢুকল ও, শুয়োর আর ষাঁড়ের ফাঁক হয়ে থাকা মৃতদেহ আর হুকে ঝোলানো গরু আর শুয়োরের বিরাট টুকরোর ওপর নজর আটকে গেল ওর। সাধ্য হওয়ামাত্র রোস্ট করা মাংসের একটা ভোজ করার প্রতিশ্রুতি দিল ও নিজেকে, মনে এ ধারণাও এল না যে একদিন এখানে কাজ করতে আসবে ও, সে কৃতিত্বটুকু গডফাদারের ক্ষমতার প্রাপ্য, তবে ন্যাপস্যাকের হুকটারও অবদান আছে। মরা প্রাণী টানাটানি, নাড়িভূঁড়ির আবর্জনা সরানো আর চর্বির স্তর কাটার বেলায় উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে ওটা। রক্তের কথা বাদ দিলে, দেয়ালে শাদা টাইলঅলা কসাইখানা পরিচ্ছন্ন একটা জায়গা; আর কসাই মাপে জালিয়াতি না করলে, ঠকবার আর কোনও আশঙ্কাও নেই, কারণ মান আর প্রোটিনের দিক দিয়ে মাংসের ধারে কাছে নেই কিছুই।

দূরে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দালানটাই রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটা আছে ওখানে, কিন্তু রাজা নেই, কারণ তিনি ইনফ্যান্টে ডোম ফ্রান্সিস্কো আর তাঁর অন্যান্য ভাইদের নিয়ে অ্যাযেটাওয়ে শিকারে গেছেন, সঙ্গে রয়েছেন রাজকীয় পরিবারের ফুটম্যানরা আরা দুজন জেস্যুট ফাদার, রেভারেন্ড হোয়াও সেকো এবং রেভারেন্ড লুইস গনযাগা, কেবল খাওয়া আর প্রার্থনার উদ্দেশ্যেই পার্টিতে যোগ দেন নি ওঁরা, রাজা সম্ভবত গণিত কিংবা ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় নিজের জ্ঞান ঝালাই করে নিতে চেয়েছেন, যুবরাজ থাকবে সম্মানিত ফাদাররা বিষয়গুলো শিখিয়েছিলেন। মহামান্য তাঁর জন্যে রাজকীয় অস্ত্রাগারের অস্ত্র-বিশারদ হোয়াও ডি লারার বানানো একটা

নতুন রাইফেলও বহন করছেন, সোনা আর রূপোর এক শিল্পকর্ম, পথে কোথাও যদি হারিয়েও যায়, অচিরেই বৈধ মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে, কারণ রাইফেলের ব্যারেল বরাবর, রোমের ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটারের পেডিমেন্টের মত ল্যাটিনে বড় বড় হরফে এই কথাগুলো খোদাই করা আছে, *আমি রাজার সম্পত্তি, ঈশ্বর ডোম হোয়াও পঞ্চমকে রক্ষা করুন,* তারপরেও লোকে জোর দিয়ে বলে যে কেবল ব্যারেলের মুখ দিয়ে এবং স্রেফ গানপাউডার আর সীসার ভাষায় কথা বলতে পারে রাইফেল। বালতাসার ম্যাটেয়াস ওরফে সেটে-সয়েসের ব্যবহার করা সাধারণ রাইফেলের বেলায় কথাটা অবশ্য মামুলি সত্যি, ঠিক এই মুহূর্তে যে প্রাসাদ চত্বরের মাঝখানে নিরস্ত্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে চারপাশের জগৎ দেখছে, লিটার আর ফ্রায়ার, রাফিয়ান আর বণিকের এক বিরামহীন মিছিল, বেল আর চেস্ট মাপা দেখছে, এসব দেখে হঠাৎ করে যুদ্ধের জন্যে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হল ও, যদি ও আর বাঞ্ছিত নয় জানা না থাকত, এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে অ্যালেন্টেযোতে ফিরে যেত, যদিও তার মানে হত নিশ্চিত মৃত্যু, তাও।

চার্চ অভ আওয়ার লেডি অভ আলভেইরায় হলি ম্যাসে যোগ দেয়ার পর রোসিও অভিমুখে চলে যাওয়া প্রশস্ত পথ ধরল বালতাসার, সেখানে সঙ্গীহীন একজন মহিলার সঙ্গে মৃদু রগড় করল ও, মেয়েটা স্পষ্টতই পছন্দ করল ওকে, অবসর কাটানোর খুব সাধারণ উপায়, কারণ মেয়েরা যেহেতু চার্চের এক পাশে রয়েছে আর পুরুষেরা অন্য পাশে, অচিরেই তারা প্রেম-পত্র চালাচালি শুরু করে দিল, হাত আর রুমালের সাহায্য সঙ্কেত দিল, ঠোঁট বাঁকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ টিপল; কিন্তু যখন দীর্ঘ যাত্রা শেষে বিধ্বস্ত বালতাসারের দিকে ভাল করে তাকাল মহিলা, খুচরো জিনিস আর মিল্ক-রিবন কেনার মত টাকা নেই, আর দুষ্টুমি করবে না বলে ঠিক করল, তারপর চার্চ থেকে বেরিয়ে রোসিওর উদ্দেশে প্রশস্ত রাস্তাটা ধরল সে। সংকীর্ণ সাইড স্ট্রিট থেকে জানাবার বা এরকম কয়েকজন বেরিয়ে আসায়, আজকের দিনটা যেন মেয়েদের, ভাবল ও, কৃষ্ণাঙ্গ পথ-শিশুরা ঘিরে রেখেছে ওদের, কাঠি দিয়ে মেয়েদের খোঁচা দিচ্ছে ওরা, ওদের প্রায় সবাই ফর্শা, চোখ ফ্যাকাশে নীল, সবুজ বা ধূসর, এই মেয়েরা কারা, জানতে চাইল সেটে-সয়েস, এবং এরই মধ্যে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা এক লোক ওকে জানানো ফাঁকেই, বালতাসার ধারণা করে নিল যে সম্ভবত ইংরেজ পতিতা এরা, জাহাজে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, চতুর ক্যাপ্টেন ওখান থেকে যাদের নামিয়ে দিয়েছিল, বিদেশী পতিতাদের দারুণ পছন্দ পর্তুগালের নিষ্পাপ জমিনে ঘুরে বেড়াতে দেয়ার চেয়ে ওদের বারবাডোসে দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই, কারণ এটা এমন এক পেশা যা ব্যাবেলের হট্টগোল ছাপিয়ে যায় আর বোবা-কালার মতই এসব কর্মশালায় প্রবেশ করতে পার তুমি, যতক্ষণ তোমার টাকা আগে কথা বলছে। কিন্তু ফেরিম্যান বলেছিল যে সব মিলিয়ে পতিতার সংখ্যা পঞ্চাশজন, কিন্তু এখানে বারজনের বেশী দেখা যাচ্ছে না; অন্যদের কী হল, তো লোকটা তখন ব্যাখ্যা করল, বেশীরভাগকেই আগেই ধরে ফেলা হয়েছে, কিন্তু

কেউ কেউ গাঢাকা দেয়ার কায়দা খুঁজে পেয়েছে এবং সন্দেহ নেই এরই মধ্যে বুঝে গেছে ইংরেজ আর পর্তুগীজ পুরুষদের পার্থক্য কী। এগিয়ে চলা অব্যাহত রাখল বালতাসার, সেইন্ট বেনেডিক্ট-এর নামে মোম দিয়ে বানানো একটা হৃদয় উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দিল তার আগে, ওকে যেন অবশ্যই লম্বা ছিপছিপে আর সবুজ চোখের এক ইংরেজ তরুণীকে জীবনে অন্তত একবারের জন্যে উপভোগ করার সুযোগ দেন, কেননা সেইন্ট বেনেডিক্টের উৎসবের সময় বিশ্বাসী যদি চার্চের দরজায় কড়া নেড়ে কোনওদিন খাদ্যাভাবে না পড়ার জন্যে প্রার্থনা করতে পারে আর ভাল স্বামী লাভে উদগ্রীব মেয়েরা হর শুক্রবারে সেইন্টের সম্মানে প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করে, তাহলে একজন সৈনিক কেন স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হবার আগে অজ্ঞ অবস্থায় মরার বদলে, একজন ইংরেজ পতিতার জন্যে সেইন্ট বেনেডিক্টের কাছে প্রার্থনা করতে পারবে না, মাত্র একবারের জন্যে।

সারা বিকেল নগরীর স্কয়্যারে-স্কয়ারে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াল বালতাসার সেটে-সয়েস। নগরীর কনভেন্ট অভ সেইন্ট ফ্রান্সিসের গেইটে এক বাটি স্যুপ খেল ও, জেনে নিল কোন কোন গিল্ড দান করার বেলায় বেশী উদার, এবং আরও খোঁজ দেয়ার জন্যে তিনটে গিল্ডের নাম গেঁথে নিল মনে, দ্য গিল্ড অভ আওয়ার লেডি অভ অলিভেইরা, প্যাস্ট্রি-কুকের পৃষ্ঠপোষক সেইন্ট– ইতিমধ্যে যেটা দেখা হয়ে গেছে ওর, দ্য গিল্ড অভ সেইন্ট ইলয়, সিলভারস্মিদদের পৃষ্ঠপোষক সেইন্ট এবং দ্য গিল্ড অভ দ্য লস্ট চাইল্ডে, নামেই আপন পরিচয়ে স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছে এটা, যদিও নিজে কখনও শিশু ছিল বলে মনেই করতে পারে না প্রায়, নিখোঁজ, হ্যাঁ, কোনওদিন কি ওকে খুঁজে পাবে ওরা।

সন্ধ্যা মেলাল, ঘুমোনোর একটা জায়গার খোঁজে নামল সেটে-সয়েস। এরই মধ্যে ওর চেয়ে বয়সে বড় আর অনেক বেশী অভিজ্ঞ, হোয়াও এলভাস নামে আরেকজন সাবেক সৈনিকের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়ে গেছে ওর, বর্তমানে মেয়ের দালালি করে জীবন চালায়, রাতের বেলায় কাজ করে সে, এখন আবহাওয়া উষ্ণতর বলে, জলপাই বনের কাছে কনভেন্ট অভ হোপের দেয়াল লাগোয়া কয়েকটা পরিত্যক্ত শেডের সদ্ব্যবহার করছে। মাঝে মাঝে হোয়াও এলভাসের সঙ্গে দেখা করে বালতাসার, যার সঙ্গে নতুন চেহারার বা কথা বলার মত কারও না কারও দেখা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পার তুমি, কিন্তু কোনওরকম ঝুঁকি না নেয়ার জন্যে সারাদিন ন্যাপস্যাক বয়ে ক্লান্ত ডান হাতটাকে বিশ্রাম দেয়ার ছুতোয় স্পাইকটা স্টাম্পের সঙ্গে লাগাল, হোয়াও এলভাস আর অন্যান্য বদমাশ যেন ভয় না পায় সেদিকে সতর্ক, কারণ অস্ত্রটা মারাত্মক জানি আমরা। মোট ছয়জন শেডের নিচে গুটিশুটি হয়ে আছে, কিন্তু কেউ ওর কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করল না, ওদের কোনও ক্ষতি করার উদ্দেশ্য ছিল না ওরও।

ঘুমোনোর আগের সময়টুকু পার করার জন্যে অপকর্মের স্মৃতি রোমন্থন করল ওরা। ওদের নিজস্বগুলো নয়, ওদের নেতাদের অপরাধ, যেগুলো প্রায় সবসময়

বিচারের আওতার বাইরে থেকে যায়, এমনকি যখন অপরাধী লোককে সহজে শনাক্ত করা যায়, যারা শক্তিশালী তাদের ধরা পড়ার এবং বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর কোনও ভয় নেই। কিন্তু সাধারণ চোর, গুণ্ডা বা খুচরো অপরাধীরা, যেহেতু দলপতিদের কেউ ধরিয়ে দেয়ার বিপদ থাকে না, অচিরেই নিজেদের লিমোয়েইরো কারাগারে আবিষ্কার করে, যেখানে এক বাটি স্যুপ পাবার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারে ওরা, সেলগুলোকে দুর্বিষহ করে তোলা মল-মূত্রের কথা না হয় বাদই থাকল। সম্প্রতি লিমোয়েইরো থেকে একশো পঞ্চাশজন খুচরো অপরাধীকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা, ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও পাঁচশো পুরুষ, ভারতের জন্যে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল যাদের, আবার বরখাস্ত করা হয়েছে, কারণ ওদের আর দরকার ছিল না, ওদের সংখ্যা এত বেশী, আর এত ক্ষুধা, একটা প্লেগ দেখা দিল, আমাদের সবাইকে নাশ করার হুমকি হয়ে উঠল ফলে নিয়োগপ্রাপ্তদের ছাড়িয়ে দেয়া হল, আমি ওদের একজন ছিলাম। আরেকজন বলল, এই দেশটা অপরাধের স্বর্গভূমি, যুদ্ধে যত মানুষ মারা গেছে তার চেয়ে বেশী লোক খুন হয় এ-শহরে। যুদ্ধ করেছে এমন যে কেউ এ-কথা বলবে তোমাকে। তুমি কী বল, সেটে-সয়েস, এর জবাবে বালতাসার বলল, যুদ্ধে মানুষ কীভাবে মারা যায়, এটা বলতে পারি আমি, কিন্তু লিসবনে মানুষ কীভাবে মরে জানা নেই আমার, তো তুলনা করতে পারব না আমি, হোয়াও এলভাসকে জিজ্ঞেস কর, কারণ মিলিটারি ঘাঁটি সম্পর্কে যেমন জানে ও, তেমনি শহরের বস্তির কথাও জানা আছে ওর, কিন্তু হোয়াও এলভাস কাঁধ ঝাঁকাল কেবল, বলল না কিছু।

আলোচনা আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল এবং ওরা সেই গিল্ডারের গল্প শুনল যে এক বিধবাকে ছুরিকাঘাত করেছিল, তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে, কিন্তু মহিলা তার ইচ্ছা পূরণে অস্বীকার করে; তাই তাকে খুন করে সে, তারপর কনভেন্ট অভ হলি ট্রিনিটির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, এবং তারপর এক হতভাগ্যা মহিলার কাহিনী, যে তার প্রেম-পাগল স্বামীকে গালমন্দ করায় লোকটা তার তরবারির এক কোপে আপাদমস্তক দু-ফাঁক করে দিয়েছিল তাকে; আর এক যাজকের কাহিনী, যে কোনওরকম প্রেমঘটিত কৌতূহলের কারণে তিনটা অসাধারণ ক্ষতচিহ্ন পুরস্কার পেয়েছিল, এসব অঘটনই ঘটেছে লেন্টের সময়, উত্তপ্ত রক্ত আর অশুভ কামনার এক মৌসুম। কিন্তু আগস্টও তেমন একটা সুবিধার নয়, গত বছর যেমন দেখেছি আমরা, চোদ্দ কি পনের টুকরো করা এক মহিলার বিচ্ছিন্ন দেহ পাওয়া গিয়েছিল তখন, আসল সংখ্যাটা কখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি, কিন্তু সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই যে শরীরের নাজুক অংশগুলোয়, যেমন নিতম্ব আর বক্ষে, প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে তাকে, হাড় থেকে মাংস আলাদা করে কটোভিয়ায় ফেলে দেয়া হয়েছিল, হাত-পায়ের অর্ধেকটা কন্ডে ডি টারোউকা দুর্গের কাছে ছড়িয়ে দেয়া হয়, আর বাকি অর্ধেক কারডাইসে, কিন্তু এমন প্রকাশ্যে ছড়ানো হয়েছিল যে অচিরেই উদ্ধার করা গেছে, দেহাবশেষ কবর দেয়ার বা সাগরে ফেলে দেয়ার কোনও চেষ্টা

নেয়া হয় নি, সুতরাং আমরা এটাই ধরে নিতে পারি যে জনতার ক্রোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই প্রকাশ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল ওগুলো।

হোয়াও এলভাস এবার গল্পের খেই ধরল, বলল, ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ছিল এটা, নিশ্চয়ই জীবিত অবস্থাতেই টুকরো টুকরো করা হয়েছিল বেচারিকে, কারণ লাশকে নিয়ে এমন করতে পারে না কেউ, উদ্ধার করা টুকরো তার শরীরের স্পর্শকাতর জায়গার এবং যার আত্মা হাজার গুণ অভিশপ্ত আর পতিত, কেবল তেমন পুরুষই এমন জঘন্য অপরাধ করতে পারে, যুদ্ধে কখনওই এমন ঘটতে দেখা যায় নি, সেটে-সয়েস, যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি কী দেখেছ সেটার পক্ষে সাক্ষী দিতে পারছি না আমি; এদিকে গল্পটার সূচনাকারী রাফিয়ান বিরতিটুকুর সুযোগ নিয়ে নিজের বর্ণনার সুতো ধরল, মহিলার নিখোঁজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় নি কিন্তু, আরে, এইতো সেদিনই তো তার মাথা আর একটা হাত পাওয়া গেছে জাঙ্কেইরায়, তারপর বোয়াভিস্টায় একটা পা; এবং তার হাত, পা আর মাথা দেখে বোঝা যায় আকর্ষণীয়া আর সম্ভ্রান্ত ঘরের ছিল মহিলা, বয়স আঠার-বিশের বেশী হবে না, তার মাথাটা যে বস্তায় পাওয়া গেছে তার নাড়িভুঁড়ি আর স্তনজোড়াও ছিল সেটায়, যেগুলোকে কমলার মত খোসা ছিলে ফেলা হয়েছে; আর তিন-চার মাস বয়সি একটা শিশুর লাশ, সিল্কের দড়ি দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে তাকে, এমনকি লিসবনের মত শহরেও, যেখানে ভুরি ভুরি অপরাধ সংঘটিত হয়, এমনটা আর কখনওই দেখা যায় নি।

ঘটনাটার চূড়ান্ত বিশদ কিছু বিষয় যোগ করল হোয়াও এলভাস, রাজা কড়া নির্দেশ দিয়েছেন অপরাধীকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারলে এক হাজার ক্রুযাডোস পুরস্কার দেয়ার ঘোষণার নোটিস সেঁটে দেয়ার জন্যে, কিন্তু প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেছে, হায়, তাকে পাওয়া যায় নি, লোকে অচিরেই বুঝে গেল যে অনুসন্ধান অর্থহীন ছিল, খুনী সাধারণ কোনও মুচি বা দর্জি নয়, কারণ ওরা কেবল তোমার পকেটে ফুটো সৃষ্টি করতে পারে, আর মহিলার দেহ খণ্ডবিখণ্ড করা হয়েছে বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান দিয়ে, পেশাদার নৈপূণ্যের সঙ্গে টুকরো করা হয়েছে; আলামত পরীক্ষা করার নির্দেশ প্রাপ্ত সার্জনও একমত হয়েছেন যে অ্যানাটমিতে পেশাদারী প্রশিক্ষণ পাওয়া কোনও লোকের কাজ এটা, কিন্তু এটা স্বীকার করার সাহস পেলেন না যে তারাও এত নিপূণভাবে কাজটা করতে পারতেন না। কনেভেন্ট দেয়ালের ওপাশ থেকে নানদের হাইম গাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিসের হাত থেকে বেঁচে গেছে তার কোনও ধারণাই নেই ওদের, পেটে বাচ্চা ধরা এমন একটা ব্যাপার যার জন্যে চড়া মূল্য দিতে হয়; এবার বালতাসার জানতে চাইল, নিহত মহিলার পরিচয় কি জানতে পেরেছে কেউ, না, ওই মহিলা বা তার ঘাতক কাউকেই না, কেউ চিনতে পারে কিনা দেখার জন্যে মহিলার কাটা-মুণ্ড আলম্ হাউসের দরজায় ঝুলিয়ে রেখেছিল ওরা, কিন্তু কোনও ফায়দা হয় নি; এবং ওখানে উপস্থিত রাফিয়ানদের একজন, যার শাদা দাড়ির পরিমাণ কালো দাড়ির চেয়ে বেশী এবং এপর্যন্ত কিছুই বলে নি, বাধা দিল,

নিশ্চয়ই আগন্তুক ছিল ওরা, কারণ এদিককার কেউ হলে, নিখোঁজ স্ত্রীর ব্যাপারটা অচিরেই মানুষের মাঝে গুজবের জন্ম দিত, কোনও রকম অসম্মানের কারণে কোনও বাবা তার মেয়েকে হত্যা করে থাকতে পারে; যে কিনা লাশটাকে টুকরো টুকরো করে মিউল প্যাক বা লিটারে লুকিয়ে তারপর সারা শহরে ছড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে, আর, সন্দেহ নেই, নিজের বাড়ির কাছেই সে একটা শুয়োরের লাশ পুঁতে রেখেছে যাতে ভান করতে পারে ওটাই খুন হওয়া মেয়ে; পড়শীদের জানিয়ে দিয়েছে গুটি বসন্ত কিংবা অন্য কোনও মারাত্মক রোগে মারা গেছে তার মেয়ে, যাতে কাফন খুলতে না হয়, কারণ কিছু মানুষ আছে যাদের দ্বারা সবকিছুই করা সম্ভব।

নীরব হয়ে গেল লোকগুলো, নিজেদের ঘৃণা মেশানো ক্রোধ গোপন করতে পারছে না, দেয়ালের ওপাশের নানদের তরফ থেকে এমনকি ক্ষীণ কোনও শব্দও শোনা যাচ্ছে না; এবং সেটে-সয়েস বলে উঠল, যুদ্ধে আরও বেশী উদারতা পাবে তুমি, যুদ্ধ এখনও শিশু, সন্দিহান সুরে বলল হোয়াও এলভাস। যেহেতু আর কিছু বলার নেই, ঘুমোনোর জন্যে স্থির হল সবাই।

আজ অনুষ্ঠেয় অটো-ডা-ফে'তে যোগ দিচ্ছেন না ডোনা মারিয়া আনা। তাঁর ভাই অস্ট্রিয়ার সম্রাট জোসেফের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোক পালন শুরু করেছেন তিনি; মারাত্মক গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে, খুবই কম, মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে, মারা গেছেন ভাইটি, কিন্তু ওটাই রানীর আপন অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থান করার একমাত্র কারণ নয়, কোনও রানী পারিবারিক বিচ্ছেদ রাজকীয় দায়িত্ব পালনের বাধা সৃষ্টি করতে দিলে জাতির জন্যে সেটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হবে, যেখানে আরও অনেক বিরাট দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হবার জন্যে বড় করা হয়েছে তাঁকে। যদিও এখন প্রেগন্যান্সির পঞ্চম মাস অতিবাহিত করছেন তিনি, এখনও সকালের অসুস্থতায় ভুগতে হচ্ছে তাঁকে, কিন্তু সেটাও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানমালায় দৃষ্টি, স্পর্শ আর ঘ্রাণেন্দ্রিয়সহ উপস্থিত না হতে পারার পর্যাপ্ত অজুহাত হতে পারে না, তাছাড়া, অটো-ডা-ফে আধ্যাত্মিকতা জোরদার করে আর জাঁকাল মিছিল, শাস্তির গুরুগম্ভীর দণ্ডাদেশ, শাস্তিপ্রাপ্তদের হালছাড়া ভাব, আকুতি ভরা কণ্ঠস্বর এবং অগ্নিশিখা গ্রাস করে নেয়ার সময় তাদের মাংসের পোড়া গন্ধ এবং বহুমাসের কারাবাসের পর জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর ঝরতে থাকা অবশিষ্ট চর্বির গন্ধসহ বিশ্বাসের একটা আচার। ডোনা মারিয়া আনা অটো ডা-ফে'য় যোগ দেবেন না, প্রেগন্যান্সি সত্ত্বেও চিকিৎসকগণ তিনবার তাঁর রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে চরম দুর্বল করে দিয়েছেন তাঁকে, মাসের পর মাস জ্বালিয়ে চলা প্রেগন্যান্সির আর সব অপমানকর লক্ষণের অতিরিক্ত এটা। চিকিৎসকগণ শিঙা-দিতে বিলম্ব করছেন, ঠিক যেমন বিলম্ব করেছিলেন তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ দেয়ার বেলায়, কারণ প্রেগন্যান্সির এই প্রাথমিক পর্যায়ে সবরকম সতর্কতা অবলম্বনে উপগ্রীব ছিলেন তাঁরা। খোলাখুলি বলা যায়, রাজপ্রসাদের পরিবেশ মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়, দুর্গন্ধময় বাতাস এইমাত্র রাজাকে সশব্দ হেঁচকি তুলতে বাধ্য করল, যার কারণে সবার কাছে তিনি ক্ষমা চাইলেন তিনি এবং তা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুরও হল, কেননা এতে আত্মার অনেক ফায়দা হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ভাবছিলেন তিনি, নিমেষে তারা তাঁকে মুক্তি দিল এবং বেশ ভাল বোধ করলেন তিনি; স্রেফ কোষ্ঠ-কাঠিন্যে কষ্ট পাচ্ছে মাত্র। যেহেতু রাজা রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালনের ঘোষণা দিয়েছেন আর রাজপ্রসাদকে এখন আরও করে বেশী বিষাদময় ঠেকছে যেন; তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রাসাদের গণ্যমান্য এবং কর্মকর্তাদের শোক পালন করতে হবে, আট দিনের কড়া বিচ্ছিন্নতার পর আরও ছয়মাস ব্যাপী আনুষ্ঠানিক শোক পালিত হবে, দীর্ঘ কালো ক্লোক পরতে হবে তিন মাস আর পরবর্তী তিনমাস পরতে হবে খাট কালো ক্লোক, রাজার ব্রাদার-ইন-ল, সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ায় তাঁর গভীর দুঃখ প্রকাশের প্রতীক হিসাবে।

আজ অবশ্য সাধারণ ফূর্তির একটা ভাব রয়েছে, যদিও বর্ণনাটা হয়ত যথাযথ নাও হতে পারে, কারণ সুখ আরও গভীর উৎস হতে, সম্ভবত আত্মা থেকে উৎসারিত হয়, লিসবনের বাসিন্দারা যার যার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে নগরীর সড়ক আর চত্বরগুলোয় ভিড় জমাতে শুরু করেছে, নগরীর উঁচু এলাকা হতে নেমে আসছে জনতার ঢল, জড়ো হচ্ছে রোসিওতে, ইহুদি, ধর্মান্তরিত ধর্মত্যাগী, ধর্মোদ্রোহী আর গণকদের অত্যাচারিত হওয়া দেখার জন্যে, অপেক্ষাকৃত সহজে শ্রেণীকৃত অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে, যেমন যাদের সডোমি, ব্লাসফেমি, ধর্ষণ আর পতিতাবৃত্তি এবং নির্বাসন বা শূলে চাপিয়ে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অন্যান্য অপকর্মের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। একশো চার জন নারী এবং পুরুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হবে, ওদের বেশীরভাগই ব্রাযিলের, হীরা আর অপকর্মের ছড়াছড়ির দেশ, সাকূল্যে একান্নজন পুরুষ আর তিপ্পান্নজন নারী। দুঃসাহসী ধর্মোদ্রোহ, আইন পালনে জোর অস্বীকৃতি আর সত্য বলে গ্রহণ করা ভুলকে বহাল করার অদম্য প্রয়াস চালানোর দায়ে ইনকুইজিশন কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর মেয়েদের দুজনকে নগ্ন অবস্থায় নাগরিক কর্তৃপক্ষের হাতে সোপর্দ করা হবে, যদিও এখন এবং এখানে অভিযুক্ত হয়েছে। এবং যেহেতু লিসবনে কাউকে শূলে চাপিয়ে পোড়ানোর পর দুবছর পেরিয়ে গেছে, তাই দর্শকে গিজগিজ করছে রোসিও, দ্বিগুণ উৎসব, কারণ আজ রোববার এবং অটো-ডা-ফে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবং আমরা কোনও দিনই জানতে পারব না লিসবনবাসীরা কোনটায় বেশী আনন্দ পেত অটো-ডা-ফেয় নাকি ষাঁড়ের লড়াই, যদিও কেবল ষাড়ের লড়াইই টিকে আছে। রোববারের সেরা পোশাক পরা মহিলারা জানালায় ভিড় জমিয়েছে, স্কয়্যারের দিকে তাকিয়ে আছে, রানীর প্রতি শুভেচ্ছা স্বরূপ জার্মান কেতায় চুল বিন্যস্ত করেছে, ওদের মুখ আর কাঁধে রুজ মাখানো, সুন্দর দেখানোর জন্যে ঠোঁট ওল্টাচ্ছে ওরা, অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন চেহারা আর অভিব্যক্তি, নিচের স্কয়্যারের দিকে চেয়ে আছে, প্রত্যেক মেয়েই ভাবছে তার মেকআপ ঠিক আছে কিনা, ঠোঁটের কোণে বিউটি-স্পট, ফুসকুরি ঢেকে দেয়া পাউডার, ইত্যাদি; ওদিকে নিচের মোহমুগ্ধ ভক্তের দিকে নিবদ্ধ তার চোখ, আর নির্দিষ্ট বা সম্ভাব্য পাণিপ্রার্থী রুমাল আঁকড়ে ধরে আর কেপ উড়িয়ে আগে পিছে পায়চারি করছে। গরম অসহনীয়, রেওয়াজ অনুযায়ী গ্লাস ভর্তি লেমোনেড, কাপভর্তি পানি বা এক টুকরো তরমুজ দিয়ে নিজেদের তরতাজা করে নিচ্ছে দর্শকরা, কারণ সাজাপ্রাপ্তরা মারা যাচ্ছে বলে তাদের ক্লান্তিতে কষ্ট পাওয়ার কোনও যুক্তি নেই। আর ওদের আরও কঠিন কিছুর যদি প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে রয়েছে বাদাম আর বীজ, পনির এবং খেজুরের বিরাট সমারোহ। রাজা তাঁর অবিচ্ছেদ্য ইনফ্যান্টে আর ইনফেন্টাদের নিয়ে অটো-ডা-ফে শেষ হবার পরপরই ইনকুইজিটরের প্রাসাদে ডিনার করবেন; এবং করুণ ব্যাপারটা থেকে রেহাই পেলেই গামলা ভর্তি চিকেন ব্রথ, পার্ট্রিজ, ভীলের বুকের মাংস, দারুচিনি আর চিনি সুবাসিত প্যাটে আর মাংসের স্যাভোরি, ক্যাস্টেলিয় কেতার স্টু, যাতে সব প্রয়োজনীয় উপাদান আর স্যাফরন

ভাত থাকবে, ব্ল্যাঙ্কম্যাঙ্গেস, প্যাস্ট্রি আর মৌসুমি ফলফলারির এক বিশাল ভোজে চিফ-ইনকুইজিটরের সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি। কিন্তু রাজা এমনই সংযমী যে মদ্য পান করতে অস্বীকৃতি জানান তিনি এবং যেহেতু আচারই সবচেয়ে চমৎকার শিক্ষা, সবাই তা গ্রহণ করে, মানে আচার, সংযম নয়।

আরও একটা উদাহরণ, যা নিঃসন্দেহে আত্মার পক্ষে আরও লাভজনক হবে, কারণ দেহ প্রবলভাবে অতিভোজন করেছে, আজ এখানে প্রদর্শিত হবে। মিছিল শুরু হয়েছে, পুরোভাগে সেইন্ট ডোমিনিকের ব্যানার বহন করছে ডোমিনিক্যানরা, শাস্তি প্রাপ্তদের দেখা না মেলা পর্যন্ত, দীর্ঘ সারিতে এগোনো ইনকুইজিটরগণ অনুসরণ করলেন, মোট একশো চারজন, আগেই যেমন উল্লেখ করেছি আমরা, সবাই মোমবাতি বহন করছে, অ্যাটেনডেন্টরা আছে দুপাশে, তাদের প্রার্থনা আর বিড়বিড়ানি বাতাস চিরে দিচ্ছে, আলাদা আলাদা হুড আর স্যানব্যানিটো দেখে বলতে পারবেন আপনি কে মারা যাবে আর কাকে নির্বাসনে পাঠানো হবে; যদিও আরও একটা চিহ্ন আছে, যেটা কখনও মিথ্যা বলে না; যেমন, যেসব মেয়েদের শূলে চড়িয়ে পোড়ানো হবে উঁচু করে ধরা ক্রুসিফিক্সের পেছন-দিকটা তাদের দিকে ফেরানো, যারা মুক্তি পাবে ক্রাইস্টের যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখ ফেরানো আছে তাদের দিকে; সাজাপ্রাপ্তদের জন্যে কী নিয়তি অপেক্ষা করে আছে প্রকাশ করার প্রতীকি উপায়। যদি তারা পরনের রোবগুলোর তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয়, তাদের জন্যেও সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে, সেইন্ট অ্যানড্রুর লাল ক্রসের সঙ্গে হলদে স্যানবেনিটো পরেছে তারা যাদের অপরাধ মৃত্যুদণ্ডের দাবী করে না; নিচের দিকে ওল্টানো শিখা নামে পরিচিত রোব পরেছে, তারা তাদের পাপ স্বীকার করে নিয়েছে এবং সেকারণে হয়ত নিস্তার দেয়া হবে, এবং শয়তান আর অগ্নিশিখায় ঘেরা পাপীর প্রতিকৃতিঅলা আতঙ্ক জাগানো ধূসর ক্যাসোক অভিশাপের সমার্থকে পরিণত হয়েছে, দুজন মহিলাকে পরানো, যাদের শুলে পুড়িয়ে মারা যাবে। ফ্রান্সিস্ক্যান প্রভিনশিয়াল, মারটায়ারসের ফ্রায়ার জন সারমন পাঠ করেছেন; আরেকজন ফ্রান্সিস্ক্যান ফ্রায়ারেরই পূণ্যের বিনিময়ে ঈশ্বর পুরস্কার স্বরূপ রানীকে সন্তানসম্ভবা করে তুলেছেন চিন্তা করলে নিঃসন্দেহে একাজের দাবীদার তাঁর চেয়ে বেশী হতে পারেন না কেউ।

তো আত্মার মুক্তির জন্যে এই সারমন থেকে ফায়দা ওঠাও, ঠিক পর্তুগীজ রাজবংশ আর ফ্র্যান্সিস্ক্যান অর্ডার প্রতিশ্রুত উত্তরাধিকার আর প্রতিশ্রুত কনভেন্ট হতে যেমন লাভবান হবে।

অপরাধীদের উদ্দেশে তীব্র অপমান ছুড়ে দিচ্ছে উচ্ছৃঙ্খল জনতা, জানালার চৌকাঠে ঝুঁকে পড়া মেয়েরা তারস্বরে খিস্তি করছে আর ফ্রায়ারগণ অনর্থক কথা বলে যাচ্ছেন নিজেদের মাঝে; মিছিলটা সুবিশাল এক সাপের মত, রোসিওতে এক লাইনে সংকুলান করা যাবে না, সেকারণে অসংখ্য পাক খেতে বাধ্য করা হয়েছে, যেন সর্বত্র পৌঁছাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং গোটা নগরীর জন্যে একটা আধ্যাত্মিক চিত্র তুলে ধরছে; ওখানে দাঁড়ানো লোকটার নাম সিমেআও ডি অভিভেইরা, কোনও

পেশা বা সম্পত্তিবিহীন একজন মানুষ, ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরে সেক্যুলার প্রিস্ট হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার দাবী করেছে সে, এবং সেকারণে ম্যাস উদযাপনের অধিকারী, স্বীকারোক্তি শোনা ও প্রিচ করার দাবীদার, আবার একই সময়ে নিজেকে ধর্মদ্রোহী আর ইহুদি বলে ঘোষণা করেছে সে, এমন জট লাগানো অবস্থা খুবই বিরল এবং অবস্থা আরও ঘোলাটে করার জন্যে মাঝে মাঝে নিজেকে সে পাদ্রে টিয়োডরো পেরেইরা ডি সৌসা বা ফ্রায়ার ম্যানুয়েল অভ দ্য হলি কনসেপশন বলে পরিচয় দেয়, অন্যান্য সময়ে বেলশিওর কারনেইরো বা ম্যানুয়েল লেনক্যাস্ট্রে, এবং কে জানে আর কী কী নাম ভাঁড়িয়ে থাকতে পারে সে, কারণ প্রত্যেকেরই নিজের নাম বেছে নেয়ার অধিকার রয়েছে এবং দিনে শতবার নাম বদলাতে পারে, কারণ নামে কিছু আসে যায় না, এবং ওখানে ওই লোকটা হল ডোমিঙ্গো আফোনসো লেগারেইরো, দেশী এবং পোরটেলের স্থানীয় বাসিন্দা, দিব্যদর্শনের দাবী তুলেছে সে, সেইন্ট হিসাবে শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্যে এবং দোয়া, আত্মাআহ্বান, ক্রুসের চিহ্ন এবং অন্যান্য কুসংস্কারের সাহায্যে অলৌকিক চিকিৎসার ব্যবসা করত। তার আগে আরও কত অসংখ্য জালিয়াত গেছে অনুমান করতে পারেন আপনি, এবং সেইন্ট জর্জ দ্বীপ থেকে আগত ও হচ্ছে পাদ্রে অ্যান্টোনিও টেক্সেইরা ডি সৌসা, মহিলাদের জ্বালাতন করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সে, একটা ধর্মীয় অনুশাসনগত শব্দ-বন্ধ, যার মানে মেয়েদের গায়ে হাত আর যৌন আক্রমণ চালিয়েছে সে, প্রায় নিঃসন্দেহে কনফেশনালে কথার মারপ্যাঁচে গেঁথেছিল তাদের, কিন্তু ধরা পড়ার আগে স্যাকরিস্টিতে গোপন সঙ্গম চালিয়ে গেছে, সারাজীবনের জন্যে অ্যাঙ্গোলায় নির্বাসনে পাঠানো হবে তাকে এবং আমি হলাম সেবাস্টিয়ানা মারিয়া ডি জেসাস, চার ভাগের একভাগ ধর্মান্তরিত ইহুদি নারী; এবং আমার দিব্য দর্শন ঘটেছে এবং প্রত্যাদেশ লাভ করেছি ট্রাইব্যুনাল যা জালিয়াতি বলে নাকচ করে দিয়েছে, স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর শুনতে পাই আমি, কিন্তু বিচারকরা জোর দিয়ে বলেছেন এসব শয়তানের কারসাজি, আমিও অন্যান্য সেইন্টের মত বা তাঁদের চেয়েও ভাল সেইন্ট হতে পারি বলে বিশ্বাস করি, কারণ, ওঁদের সঙ্গে আমার কোনও পার্থক্য দেখি না, কিন্তু জাজরা ভর্ৎসনা করেছেন আমাকে, অসহনীয় অন্যায় বিশ্বাস, দানবীয় অহঙ্কার আর ঈশ্বরের অবমাননার অভিযোগ তুলেছেন আমার বিরুদ্ধে, আমাকে ওঁরা বলেছেন ব্লাসফেমি, ধর্মোদ্রোহ আর অশুভ অহঙ্কারের দোষে অপরাধী আমি, আমার ঘোষণা, ধর্মদ্রোহীতা, অপবিত্রকরণ সম্পর্কে নীরব থাকতে বাধ্য করেছেন আমাকে, প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত আর অ্যাঙ্গোলায় আট বছরের নির্বাসনে পাঠিয়ে আমাকে শাস্তি দেবেন ওঁরা, আমার এবং মিছিলের অন্যদের বিরুদ্ধে তাঁদের ঘোষিত শাস্তির কথা শোনার পর আমি আর আমার মেয়ে ব্লিমুন্দা সম্পর্কে কোনও কথা শুনি নি, কোথায় থাকতে পারে ও, কোথায় তুমি, ব্লিমুন্দা, যদি আমার পর পর গ্রেপ্তার না হয়ে থাক, নিশ্চয়ই তোমার মাকে খুঁজতে এখানে এসেছ তুমি, জনতার মাঝে কোথাও যদি থেকে থাক, তোমাকে আমি দেখতে পাবই, কারণ শুধু তোমাকে দেখার জন্যেই এ চোখদুটো

াই আমার, আমার মুখ ঢেকে রেখেছে ওরা, কিন্তু আমার চোখ নয়, আহ্, মানিক আমার, আমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়, যদি তুমি থাক, ব্লিমুন্দা, জনতার মাঝে, যারা আমাকে থুতু ছিটাচ্ছে, তরমুজের ছাল আর আবর্জনা ছুড়ে মারছে, কীভাবে প্রতারিত হচ্ছে ওরা, শুধু আমিই জানি চাইলে সবাই সেইন্ট হতে পারে, কিন্তু চিৎকার করে তাদের সেকথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, অবশেষে অন্তর থেকে একটা লক্ষণ পেয়েছি আমি, গভীর শ্বাস ফেলেছে আমার মন, ব্লিমুন্দাকে দেখতে যাচ্ছি আমি, আমি ওকে দেখতে যাচ্ছি, আহ্, ওই তো সে, ব্লিমুন্দা, ব্লিমুন্দা, ব্লিমুন্দা, সোনা আমার, এবং আমাকে দেখতে পেয়েছে ও, কিন্তু কথা বলতে পারছে না, আমাকে না চেনার ভান করতেই হবে ওকে, কিংবা এমনকি আমাকে ঘৃণা করার ভান করতে পারে, মন্ত্রের মায়ায় ধর্ম হতে বিচ্যুত একজন মা, যদিও চারভাগের একভাগের বেশী ইহুদি এবং ধর্মান্তরিতের চেয়ে বেশী কিছু নয়, আমাকে দেখেছে ও; এবং ওর পাশে রয়েছে পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, কথা বলো না, ব্লিমুন্দা, শুধু তোমার ওই চোখজোড়া দিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাক, যার সবকিছু দেখার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু ওর পাশে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী আগন্তুকটির পরিচয় কে বলতে পারবে এবং ও জানে না, হায়, ও জানে না কে হতে পারে সে বা কোত্থেকে এসেছে, ওদের কী হবে, কেন আমার ক্ষমতা হারিয়ে গেল, লোকটার ছেঁড়াফাটা পোশাক, দুর্দশাগ্রস্ত অভিব্যক্তি, খোয়া যাওয়া হাত দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই সৈনিক হবে, বিদায়, ব্লিমুন্দা, কারণ তোমাকে আর দেখব না আমি, এবং প্রিস্টের উদ্দেশে ব্লিমুন্দা বলল, ওই যে আমার মা, তারপর, ওর পাশে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী লোকটার দিকে তাকাল, জানতে চাইল, তোমার নাম কী, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানাল লোকটা, এভাবে স্বীকার করে নিল যে এই মেয়েটির ওকে, বালতাসার ম্যাটেয়াস এমনিতে সেটে-সয়েস নামে পরিচিতকে প্রশ্ন করার অধিকার আছে।

সেবাস্টিয়ানা মারিয়া ডি জেসাস ইতিমধ্যে অন্য দণ্ডপ্রাপ্তদের সঙ্গে এগিয়ে গেছে এবং মিছিলটা পুরো একটা চক্কর শেষ করল, জনসমক্ষে যাদের কষাঘাত করার দণ্ড দেয়া হয়েছে তাদের চাবুক-পেটা করল ওরা, আর দুজন মহিলাকে আগুনে পোড়ালো, তাদের একজন খ্রিস্টীয় বিশ্বাস মতে মারা যেতে চায় বলে ঘোষণা দেয়ার পর আগে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হল, এবং অন্যদের এমনকি মৃত্যুর সময়েও অনুশোচনা না করায় জ্যান্ত পোড়ানো হল, বনফায়ারের সামনে নারী আর পুরুষের দল নাচতে শুরু করে দিল, বিদায় নিলেন রাজা, তিনি দেখেছেন, খেয়েছেন এবং ইনফ্যান্টেদের সঙ্গে সরে গেলেন, ছয় ঘোড়ায় টানা কোচে রয়্যাল গার্ডদের প্রহরায় রাজপ্রসাদে ফিরে গেলেন তিনি, দ্রুত ঘনিয়ে আসছে বিকেল, কিন্তু এখনও অসহনীয় হয়ে আছে উত্তাপ, সূর্যের তাপ প্রখর আর করমেলাইট কনভেন্টের বিশাল প্রাচীর রোসিওর ওপর ছায়া ফেলেছে, মহিলাদের লাশ জ্বলন্ত অঙ্গারের স্তূপে ঝরে পড়েছে, ওখানে তাদের দেহাবশেষ শেষপর্যন্ত মিলিয়ে যাবে এবং রাত নামার পর তাদের ছাই ছিটিয়ে দেয়া হবে, শেষ বিচারের দিনেও ওরা পুনরুত্থিত হবে না,

জনতা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করেছে, বিশ্বাস ঝালাই করার পর যার যার ঘরে ফি
গেল ওরা, ছাই আর পোড়া মাংসের খানিকটা ওদের জুতোর তলায় আটকে গেছে
হয়ত এমনকি জমাট বাঁধা রক্তও আছে, যদি না কয়লার আঁচে রক্ত উবে গি
থাকে। রোববার হচ্ছে প্রভুর দিন, একটা নীরস ও গতানুগতিক আচার, কেননা প্র
প্রতিটি দিনেরই মালিক, এবং আমাদের আত্মস্থ করে গড়িয়ে যায় দিন যদি না সে
একই প্রভুর নামে অগ্নিশিখা আমাদের আরও দ্রুত গ্রাস করে, দ্বিগুণ আক্রোশ, যখ
আমি আমার নিজ যুক্তি আর ইচ্ছায়, আমার হাড়-মাংস আর আমার আত্মা
ধারণকারী দেহ উল্লেখিত প্রভুকে দিতে অস্বীকার করেছি, আমার ছেলে এব
আমাকে, আমার নিজের সঙ্গে সরাসরি মিলন, আমার লুকানো মুখের ওপর নে
এসেছে গোটা জগৎ, আমার লুকানো চেহারা হতে ভিন্ন নয়, সুতরাং অচেনা। কি
তারপরেও আমাদের মরতেই হবে।

উপস্থিত যে কারও কানেই ব্লিমুন্দার উচ্চারিত কথাগুলো নিশ্চয়ই নির্ম
শুনিয়েছে, ওই যে আমার মা যাচ্ছে, বলতে গেলে কোনওরকম দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু ব
কোনওরকম করুণার চিহ্ন ছাড়াই, বলল ও, কেননা মানুষ এখনও, সকল ঘৃণা
বিদ্রূপ আর ব্যঙ্গ সত্ত্বেও, করুণা দেখানোর ক্ষমতা রাখে, অথচ এই মেয়েটির, যে
আবার মেয়ে এবং অনেক ভালোবাসার পাত্রী, ওর দিকে মায়ের তাকানোর ভঙ্গি
থেকেই বোঝা যায় সেটা, কেবল আগে কোনওদিন দেখে নি এমন একটা লোকের
দিকে তাকানোর আগে, ওই যে ও, বলা ছাড়া আর কিছুই বলার ছিল না, তাকে
জিজ্ঞেস করল তোমার নাম কী, যেন নিপীড়ন আর বন্দীদশায় ওর মায়ের দেহে
মাসের পর মাস বেত্রাঘাতের চেয়ে এটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অ্যাঙ্গোলায়
নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হলে কোনও নামই সেবাস্টিনা মারিয়া ডি জেসাসকে বাঁচাতে
পারবে না, যেখানে বাকি জীবন কাটাতে হবে তাকে, সম্ভবত পাদ্রে অ্যান্টোনিও
টেইক্সেইরা ডি সৌসার মাধ্যমে আত্মা আর দেহের সান্ত্বনা লাভ করবে, পর্তুগালে
থাকা অবস্থায়ই এ ধরনের ব্যাপারে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে, এবং সেই
ভাল পৃথিবী যখন তেমন দুঃখময় জায়গা নয়, এমনকি কেউ অপরাধী সাব্যস্ত
হলেও। যাহোক, আপন ঘরে ফেরার পর ব্লিমুন্দার চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরতে
শুরু করল যেন দুটো নদী ওগুলো, আদৌ যদি আবার কোনওদিন মাকে দেখতে
পায় ও, সেটা হবে জাহাজে ওঠার জায়গায়, কিন্তু বেশ দূর থেকে, ইংরেজ
ক্যাপ্টেনের পক্ষে অপরাধী মাকে তার আপন মেয়েকে চুমু দেয়ার সুযোগ দেয়ার
চেয়ে, মা আর মেয়েকে গালে গাল মেলাতে দেয়ার চেয়ে, ব্লিমুন্দার মসৃণ ত্বকের
সঙ্গে ওর মায়ের ভাঁজ-পড়া চামড়ায় মেলাতে দেয়ার চেয়ে পতিতাদের ছেড়ে দেয়া
ঢের সহজ, এত কাছাকাছি কিন্তু তারপরেও কত দূরে, আমরা কোথায়, আমরা
কারা, এবং পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো জবাব দিলেন, প্রভুর পরিকল্পনার সঙ্গে
তুলনা করলে আমরা কিছুই নই, তিনি যদি জানেন আমরা কারা, তাহলে হাল ছেড়ে
দাও, ব্লিমুন্দা, এসো ঈশ্বরের সীমান্ত ঈশ্বরের হাতেই সঁপে দিই, তাঁর রাজ্যে

নুপ্রবেশ করার প্রয়োজন নেই আমাদের, এসো অনন্তকালের এ-প্রান্ত থেকে আমরা তাঁকে সম্মান জানাই, আমাদের নিজস্ব এলাকা নির্মাণ করি আমরা, মানুষের এলাকা, কারণ একবার তা নির্মিত হলে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইবেন, এবং তখনই কেবল জগৎ সৃষ্টি হবে। বালতাসার ম্যাটেয়াস ওরফে সেটে-সয়েস কথা বলার কোনও চেষ্টা করল না, বরং ব্লিমুন্দার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, যখনই ওর দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটা মনে হচ্ছে যেন পেটে একটা গিঁট লেগে যাচ্ছে, কারণ ওর চোখের মত চোখ আর কখনও চোখে পড়ে নি, ওগুলোর রঙ অনিশ্চিত, ধূসর, সবুজ অথবা নীল, বাইরের আলো আর মনের ভাবনা অনুযায়ী, মাঝেমাঝে ওগুলো এমনকি রাতের মত কালো বা অ্যানথ্রেসাইটের টুকরোর মত উজ্জ্বল শাদা হয়ে যাচ্ছে। কেউ ওকে আসতে বলেছে বলে এ বাড়িতে আসে নি বালতাসার, কিন্তু ব্লিমুন্দা ওর নাম জানতে চেয়েছে আর ও জবাব দিয়েছে, এরচেয়ে বড় যৌক্তিকতার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় নি। অটো-ডা-ফে শেষ হয়ে যাবার পর আবর্জনা সরানো হয়ে গেলে প্রিস্টের সঙ্গে প্রস্থান করে ব্লিমুন্দা এবং বাড়ি পৌঁছানোর পর দরজা খোলা রেখে দেয় ও যাতে বালতাসার ঢুকতে পারে। ওদের পেছন পেছনই এসেছে ও, বসেছে; প্রিস্ট দরজা আটকে দেয়ালের ফোঁকর গলে আসা শেষ আলোয় আলোয় প্রদীপ জ্বাললেন, এই উচ্চতায় পৌঁছানো সূর্যাস্তের লালচে আলো, যেখানে নগরীর নিচু এলাকাগুলো এরইমধ্যে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে, দুর্গের র‍্যামপার্টে সৈনিকদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে হয়ত যুদ্ধের স্মৃতি রোমন্থন করত সেটে-সয়েস, কিন্তু আপাতত ওর চোখজোড়া কেবল ব্লিমুন্দার জন্যে, কিংবা বরং বলা যায়, ওর দেহের জন্যে, লম্বা ছিপছিপে শরীর, লিসবনে পা রাখার দিন যেমন ইংরেজ তরুণীর কথা কল্পনা করেছিল ও, ঠিক তেমনি।

নিজের স্টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ব্লিমুন্দা, হার্থে আগুন জ্বেলে ট্রাইভেটের ওপর একপট স্যুপ চাপাল, এবং ওটা উতরাতে শুরু করার পর বড় বড় দুটো বাউলের ল্যাডলে করে স্যুপ ঢালল ও, নীরবে দুজন পুরুষকে পরিবেশন করল ওগুলো, কারণ বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে বালতাসারকে তোমার নাম কী জিজ্ঞেস করার পর আর কোনও কথা বলে নি ও, এবং যদিও প্রিস্টের খাওয়াই আগে শেষ হল, বালতাসার শেষ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, যাতে ওর চামচটা ব্যবহার করতে পারে, যেন নীরবতা দিয়েই অন্য এক প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে ও, এই লোকের ঠোঁট স্পর্শ করা চামচ কি তোমার ঠোঁট গ্রহণ করবে, এভাবে তোমার জিনিস ওকে দেয়া, এবার ওর জিনিস নিজের করে নিচ্ছ, যতক্ষণ না তোমার আর আমার কথাগুলোর অর্থ হারিয়ে যাচ্ছে, এবং ব্লিমুন্দা যেহেতু জিজ্ঞেস করার আগেই জবাব দিয়ে ফেলেছে, সুতরাং আমি তোমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে ঘোষণা দিচ্ছি। ব্লিমুন্দা পটের বাকি স্যুপটুকু শেষ করা অবধি অপেক্ষা করলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো তারপর ওর মাথার ওপর, খাবার আর চামচ, স্টুল আর হার্থে জ্বলন্ত আগুন, অয়েল ল্যাম্প আর মেঝেয় বিছানো ম্যাট এবং বালতাসারের কাটা হাতের ওপর হাত মেলে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বিদায় নিলেন।

পুরো একটি ঘণ্টা চুপচাপ বসে রইল বালতাসার ও ব্লিমুন্দা। মিইয়ে আস
আগুনে কয়েক টুকরো লাকড়ি ঠাসার জন্যে একবার মাত্র উঠল বালতাসার, আ
অয়েল ল্যাম্পের সলতে ঠিক করার জন্যে একবার নড়েচড়ে বসল ব্লিমুন্দ
অগ্নিশিখাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল ওটা; এবার আলোকিত হয়ে উঠল রুমট
বালাটাসার যেন জিজ্ঞেস করতে পারল, আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলে কেন
জবাবে ব্লিমুন্দা বলল, কারণ আমার মা জানতে চেয়েছিল এবং যেন আমিও জানি
সেজন্যে উদগ্রীব ছিল ও, কীভাবে জানলে তুমি যেখানে ওর সঙ্গে কথা বলতে
পারছিলে না; আমি জানি, যদিও কীভাবে সেটা বুঝিয়ে বলতে পারব না, আমি
জবাব দিতে পারব না এমন প্রশ্ন করো না, আগের মতই থাক, কোনওরকম প্রশ্ন না
করেই যেমন আমার পেছন পেছন বাড়ি পর্যন্ত এসেছ, আর তোমার যদি যাবার মত
কোনও জায়গা না থাকে, এখানেই থেকে যাও না কেন, আমাকে মাফরায় যেতেই
হবে, ওখানে আমার পরিবার আছে, আমার বাবা-মা, একটা বোন, যাবার আগ
পর্যন্ত এখানেই থাক, মাফরায় ফেরার যথেষ্ট সময় পাবে, আমাকে এখানে থাকতে
বলছ কেন, কারণ তার দরকার আছে, সন্তুষ্ট হতে পারলাম না আমি, থাকতে না
চাইলে চলে যাও, জোর করে তোমাকে এখানে আটকে রাখতে পারব না আমি,
এখান থেকে চলে যাবার শক্তি পাচ্ছি না আমি, আমাকে জাদু করেছ তুমি, আমি
কাউকে জাদু করি নি, কোনও শব্দ উচ্চারণ করি নি আমি, তোমাকে স্পর্শ করি নি,
আমার মনের ভেতর দেখেছ তুমি, শপথ করে বলছি, আমি কখনওই তোমার মনের
খবর নিতে যাব না, বলছ কখনও নেবে না, কিন্তু এরই মধ্যে তা করে বসে আছ,
তুমি জান না কী বলছ তুমি, আমি কখনওই তোমার মনে চোখ দিই নি, এখানে যদি
থাকি, ঘুমোব কোথায় আমি, আমার সঙ্গে ঘুমোবে তুমি।

একসঙ্গে শুয়ে পড়ল ওরা। ব্লিমুন্দা কুমারী। তোমার বয়স কত, জিজ্ঞেস করল বালতাসার এবং ব্লিমুন্দা জবাব দিল, উনিশ, কিন্তু কথা বলতে বলতেই আরও বেড়ে উঠল ও। কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল ম্যাটের ওপর। মধ্যমা আর তর্জনীর ডগা রক্তে ডুবিয়ে বালতাসারের বুকে হৃৎপিণ্ডের কাছে ক্রস চিহ্ন আঁকল ব্লিমুন্দা, ক্রস বসাল। ওরা দুজনই নগ্ন। কাছের কোনও রাস্তা থেকে ঝগড়ার ক্রুদ্ধ চিৎকার, তরবারির ঝনঝনানি আর ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল ওরা। তারপর নীরবতা। রক্তপাত থেমে গেছে।

পরদিন সকালে বালতাসার যখন জেগে উঠল, দেখল ওর পাশে শুয়ে আছে ব্লিমুন্দা, রুটি খাচ্ছে, কিন্তু ওর চোখজোড়া দৃঢ়ভাবে বন্ধ। খাবার শেষ করে তবে চোখ মেলল ও, ওই মুহূর্তে ধূসর দেখাল ওগুলো, এবং মেয়েটা ওকে বলল, আমি কখনও তোমার অন্তরে চোখ ফেরাব না।

কারও মুখে এই রুটি তুলতে সামান্য প্রয়াসেরই প্রয়োজন হয়, যখন ক্ষুধা পায় তখনকার জন্যে এক অসাধারণ কাজ, রুটি খেলে শরীর পুষ্ট হয় আর লাভবান হয় কৃষক, কোনও কোনও কৃষক অন্যদের চেয়ে বেশী, যারা গম কাটা থেকে শুরু করে রুটি খাওয়া পর্যন্ত জানে কেমন করে তাদের পরিশ্রমকে মুনাফায় পরিণত করতে হয়; এবং এটাই নিয়ম। পর্তুগালে রুটির জন্যে পর্তুগীজদের চিরন্তন ক্ষুধা নিবারণের মত পর্যাপ্ত গম কখনও উৎপন্ন হয় না, এবং হাবভাবে মনে হয় যেন অন্য কিছু খাওয়ার ক্ষমতাই নেই ওদের, এবং এতেই বোঝা যায় এখানে বসবাসকারী বিদেশীরা কেন তাদের চাহিদা মেটানোর উৎকণ্ঠা থেকে, যা কিনা কুমড়োর বীজের চেয়ে বেশী হারে ডগা ছড়ায়, নিজ নিজ দেশ এবং অন্যান্য দেশ থেকে শস্য দানা বোঝাই শত শত জাহাজের বহর পাঠায়, যেগুলো ট্যাগাস বেয়ে মাত্র পৌঁছানো বহরগুলোর মত, টোরে ডি বেলেমের প্রতি অভিবাদন জানিয়ে আর গভর্নরের কাছে রেওয়াজ মাফিক দলিলপত্র হস্তান্তর করে; এবং এই দফায় আয়ারল্যান্ড থেকে তিরিশ হাজারেরও বেশী বস্তা শস্য আমদানী করা হয়েছে, এমন প্রচুর সরবরাহ ঘাটতি অবস্থাকে সাময়িক উদ্বৃত্তে পরিণত করেছে, ফলে গ্র্যানারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন স্টোরহাউসগুলো এমন কানায় কানায় ভরে উঠেছে যে ডিলাররা যেকোনও মূল্যে গুদাম ভাড়া করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, কারও ভাড়া দেয়ার মত জায়গা থাকলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সারা নগর জুরে দরজায় দরজায় নোটিস সেঁটে দিয়েছে; আমদানীকারীরা মারাত্মক বিপদে আবিষ্কার করেছে নিজেদের এবং আকস্মিক বাড়তি যোগানের দরুণ দাম কমাতে বাধ্য হয়েছে; আর অবস্থা আরও খারাপ করার জন্যে একই রকম পণ্য নিয়ে আরেকটা ডাচ বহর অচিরেই এসে পৌঁছানোর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু এর পরপরই খবর এল যে প্রণালীর প্রায় মুখের কাছে একটা ফ্রেঞ্চ স্কোয়াড্রনের হামলায় পড়েছে ডাচ-বহরটা, ফলে দাম কমার কথা থাকলেও যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল; আর যখনই প্রয়োজন দেখা দিল, বেশ কয়েকটা গ্র্যানারি পুড়িয়ে ভূমিস্মাৎ করে দেয়া হল এবং অবিলম্বে অগ্নিকাণ্ডে শস্য নাশ ঘটায় ঘাটতির কথা ঘোষণা করা হল, যদিও একথা সর্বজনবিদিত যে সবার জন্যে পর্যাপ্ত খাদ্য রয়েছে। এসব হচ্ছে ব্যবসার কৌশল, বিদেশী বণিকরা যেমন শিখিয়েছে আর এখানে যারা বাস করে তারা শিখেছে, যদিও আমাদের নিজস্ব ব্যবসায়ীরা মোটের ওপর হাবাগোবা শ্রেণীর, অন্যান্য দেশ থেকে রসদ আনার দায়িত্বটুকু বিদেশীদের হাতেই তুলে দিয়েছে; এবং আমাদের মেধার সুযোগ গ্রহণকারী বিদেশীদের কাছ থেকেই সন্তুষ্ট চিত্তে শস্য

কেনে, আমাদের স্বার্থের বিনিময়ে ধনী হয়ে ওঠে তারা, আমাদের অজানা দামে কেনে আর এমন দামে বেচে যেটা আমরা জানি যে অতিরিক্ত, এবং বৈরী জিভ আর শেষ পর্যন্ত জীবন দিয়ে ওদের প্রাপ্য মেটাই আমরা।

যাহোক, হাসি যেহেতু কান্নার খুবই নিকটবর্তী, আশ্বাস নিকটবর্তী উৎকণ্ঠার, স্বস্তি বড়ই নিকটবর্তী আতঙ্কের, এবং ব্যক্তি ও জাতির জীবন এইসব চরম অবস্থার মাঝে দোলে, হোয়াও এলভাস বালতাসার সেটে-সয়েসের জন্যে লিসবনের নেতি দুদিন আর দুরাত ব্যাপী বেলেম থেকে হ্যাব্রেগাস পর্যন্ত যে চমৎকার সামরিক মহড়া দিয়েছে তার বর্ণনা দিল, ওই সময় ইনফ্যান্ট্রি আর ক্যাভালরি জমিনে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিল, কারণ গুজব রটে ছিল যে একটা ফ্রেঞ্চ নৌবহর আগ্রাসন চালাতে যাচ্ছে, একটা ধারণা যা যেকোনও অভিজাত বা সাধারণকে আরেকজন দুয়ার্তে প্যাশিয়ে পেরেইরায় রূপান্তরিত করবে আর লিসবনকে বানাবে ডিউ'র আরেকটা দুর্গে, কিন্তু হামলাকারী আর্মাডা শেষে কডের চালানবাহী একটা জেলে নৌকার বহরে রূপান্তরিত হয়, স্পষ্টতই যোগানে ঘাটতি ছিল, ওটা সাবাড় করার হাভাতে হাবভাবেই বোঝা যায়, ক্ষীণ হাসি দিয়ে সংবাদটা গ্রহণ করেন মন্ত্রীগণ, সৈন্য, অস্ত্র আর ঘোড়া পাণ্ডুর হাসির সঙ্গে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হল, নিজেদের অসংখ্য যন্ত্রণার প্রতিশোধ মিলেছে আবিষ্কার করে অট্টহাসি চড়া আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জনগণের। সংক্ষেপে, কডের চালানের অপেক্ষায় থেকে ফ্রেঞ্চ আগ্রাসনের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে ফ্রেঞ্চ আগ্রাসনের প্রত্যাশা করে স্রেফ কডের ক্রেটের মুখোমুখি হওয়াটা অনেক বেশী লজ্জার বিষয় হত।

সায় দিল সেটে-সয়েস, কিন্তু নিজেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া কোনও সৈন্যের জায়গায় কল্পনা করো, ওইরকম মুহূর্তে যখন সে নিজের কথা ভাবে তখন কত প্রবল হয়ে ওঠে তার হৃদস্পন্দন জানা আছে তোমার, আমার কী অবস্থা হবে, আমি কি জীবিত ফিরে আসতে পারব, সম্ভাব্য মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে একজন সৈনিক, এবং তার হতাশার ব্যাপারটি চিন্তা করো, যখন তাকে বলা হল যে ওরা স্রেফ রিবেইরা নোভায় কডের চালান নামাচ্ছে, ফ্রেঞ্চরা আমাদের ভুলের কথা জানতে পারলে, আমাদের নির্বুদ্ধিতায় আরও বেশী আমোদ পেত। যুদ্ধের জন্যে আবারও নস্টালজিক হয়ে পড়তে যাচ্ছিল বালতাসার, এমন সময় সহসা ওর ব্লিমুন্দার কথা মনে পড়ে গেল এবং ওর চোখজোড়ার রঙ নিয়ে ভাববার আকাঙ্ক্ষা জাগল মনে, নিজের স্মৃতির সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল ও, একটা রঙকে মোটামুটি আরেকটা রঙের মত মনে হতে লাগল, নিজের চোখেই সরাসরি তাকানোর সময়ও মেয়েটার চোখের রঙ আলাদা করতে পারে না ও এইসব চিন্তা অচিরেই ওর যে কোনওরকম নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হওয়া ভুলিয়ে দিল, হোয়াও এলভাসের উদ্দেশে ও মন্তব্য করল, কারা আসছে আর কেন তারা আসছে সেটা জানার একটা উপায় থাকা দরকার, জাহাজের মাস্তুলে জেঁকে বসার সময় গাঙচিলেরা এসব জানে, আর আমরা, যাদের জন্যে ব্যাপারটা ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কিছুই জানি না, এবার প্রবীণ সৈনিক যোগ করল, গাঙচিলের পাখা আছে, আছে দেবদূতদেরও, কিন্তু গাঙচিলেরা কথা বলে না আর আমি কখনও দেবদূত দেখি নি।

পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো প্রাসাদ স্কয়্যার পেরুচ্ছিলেন, আসছেন রাজপ্রসাদ থেকে, সেটে-সয়েসের চাপাচাপিতে ওখানে গিয়েছিলেন তিনি, যুদ্ধ-পেনশন পাবার উপযুক্ত কিনা জানতে উদগ্রীব ও, যদি বাম হাত খোয়া যাবার সামান্য ব্যাপারটা তেমন দাবী রাখে এবং হোয়াও এলভাস, যে বালতাসারের জীবনের সমস্ত ঘটনা জানে না, প্রিস্টকে এগিয়ে আসতে দেখল, কথা চালিয়ে গেল সে এবং বালতাসারকে জানাল, ওই যে এগিয়ে আসছেন প্রিস্ট, তাঁর নাম পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, লোকে ওঁকে ফ্লাইং ম্যান ডাকে, কিন্তু ওর ডানাজোড়া ঠিক মত গজায় নি, তো আমরা বন্দরে ঢোকার আশায় বসে থাকা জাহাজে গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে বা তারা কি পণ্য নিয়ে এসেছে জানতে বা কেন ওরা এসেছে জানার জন্যে যেতে পারব না। সেটে-সয়েস কোনও মন্তব্য করতে পারল না, কারণ প্রিস্ট খানিকটা দূরে থেমে ইশারায় ওঁকে ডাকলেন আগে বাড়ার জন্যে, ওদিকে হোয়াও এলভাস তার বন্ধুকে চার্চ আর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পেতে দেখে আমোদ বোধ করল এবং আপনমনে জানতে চাইল যে তার মত ভবঘুরে একজন সৈনিকের জন্যে কোনও সুবিধা মিলবে কিনা। কিন্তু, এরই মধ্যে ব্যস্ত হয়ে ভিক্ষার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল সে, প্রথমে এক চমৎকার ভদ্রলোকের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল সে, তারপর অন্যমনস্কভাবে ভিক্ষারত এক ফ্রায়ারের দিকে, বিশ্বাসীদের দিকে বাড়িয়ে ধরা একটা পবিত্র রেলিক বহন করে এগিয়ে গেলেন তিনি, যাতে শ্রদ্ধাভরে ওটা চুম্বন করতে পারে সবাই, ফলাফল দাঁড়াল যোগাড় করা সাহায্য নিয়েই বিদায় নিল হোয়াও এলভাস, যাহ্ কী বোকা আমি, পাপ হতে পারে এটা, কিন্তু অনুভূতি প্রকাশ করার বেলায় দারুণ একটা গালির মত আর কিছু নেই।

সেটে-সয়েসকে আশ্বস্ত করলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, জাজদের সঙ্গে এসব ব্যাপার নিয়ে আলাপ করেছি আমি, ওঁরা তোমার আবেদন বিবেচনা করা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওঁরা সিদ্ধান্ত নিলেই আমাকে জানাবেন, কখন জানতে পারবেন আপনি, ফাদার, মাত্র দরবারে আগত, এখনও এখানকার রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে নি এমন কারও মতই নিষ্পাপ কৌতূহলে জানতে চাইল বালতাসার, বলতে পারছি না আমি, তবে যদি দেরি হয়, হয়ত হিজ ম্যাজেস্টির সঙ্গে কথা বলব আমি, যিনি আমাকে মর্যাদা আর প্রতিরক্ষা দিয়ে সম্মান দেখিয়েছেন, আপনি রাজার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল বালতাসার, আপনমনে ভাবল ও, রাজার সঙ্গে কথা বলতে পারে, আবার তারপরেও ব্লিমুন্দার মাকে চিনতেন, ইনকুইজিশন যাকে সাজা দিয়েছে, কেমন ধরনের প্রিস্ট ইনি এবং ওর শেষ প্রশ্নটা, যেটা উচ্চারণ করা থেকে সযত্নে বিরত রইল ও, বিভ্রান্তিতে ফেলে দিল ওকে। পাদ্রে বার্টোলোমিউ জবাব দেয়ার কোনও চেষ্টা করলেন না বরং সরাসরি তাকিয়ে রইলেন ওর চোখের দিকে, এবং এভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ওঁরা, প্রিস্ট খানিকটা খাট আর দেখতে ওকে অল্পবয়সী, যদিও দুজনই সমবয়সী ওরা, ছাব্বিশ বছর, বালতাসারের জন্যে যেবয়সটা আগেই স্থির করেছি

আমরা, কিন্তু ওদের জীবনে পার্থক্য এর চেয়ে আর বেশী হতে পারে না, সেটে-সয়েসের নিয়তি হচ্ছে গতরখাটা এবং যদিও যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সূচনা ঘটতে যাচ্ছে পরিশ্রমের, অন্যদিকে, বার্টোলোমিউ লরেনসো জন্ম নিয়েছেন ব্রাযিলে এবং জীবনে প্রথমবারের মত পর্তুগালে এসেছিলেন চমৎকার মন আর অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী হয়ে, যার ফলে তাঁর বয়স যখন পনের তখনই তাঁর ব্যাপক সম্ভাবনা পূরণ হয়ে গেছে, তিনি ভার্জিল, হোরেস, ওভিড, কিনটাস কারটিয়াস, সুয়েটোনিয়াস, মেসেনাস আর সেনেকার অদ্যোপান্ত আবৃত্তি করতে পারেন, কিংবা আপনার পছন্দসই যেকোনও অনুচ্ছেদ এবং তিনি এযাবৎ লিখিত সমস্ত ফেবলও ব্যাখ্যা করতে পারেন আর গ্রিক আর রোমানদের হাতে ওগুলো সৃষ্টি হয়েছিল কেন তার কারণও বলতে পারেন, প্রাচীন ও আধুনিক দুযুগেরই, বই আর পঙক্তিগুলোর রচয়িতাদের চিনতে পারেন, একেবারে বারশো সাল পর্যন্ত, এবং কেউ কোনও কবিতার বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইলে তিনি মুহূর্তে অন্তত দশটি পঙক্তি রচনা করে ফেলতে পারেন কোনওরকম দ্বিধা ছাড়াই, সমস্ত দার্শনিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা আর তার সপক্ষে যুক্তিও খাঁড়া করতে পারেন তিনি, সবচেয়ে জটিল বিষয়গুলোও আলোচনা করতে পারেন, অ্যারিস্টটলের সমস্ত ডিসকোর্সের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে, সেগুলোর জটিলতা, পরিভাষা, মধ্যযুক্তি উন্মোচন করতে পারেন আর পবিত্র ঐশীগ্রন্থের নতুন বা পুরাতন নিয়মের সমস্ত বিতর্কিত বিষয় খোলাসা করতে পারেন, স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ আবৃত্তি করতে পারেন তিনি চারটে ইভানজেলিস্টের সমস্ত গসপেল, সেইন্ট পল আর সেইন্ট জেরোমের এপিসলের মত, অন্তরের অন্তস্তলে তিনি জানেন সমস্ত পয়গম্বর আর পবিত্র রাজাগণের পর্যায়ক্রম আর কাল, জানেন বুক অভ স্যালমস্, সঙস অভ সঙস্, বুক অভ এক্সোডাস আর সবগুলো বুক্স অভ কিংস থেকে যেকোনও অনুচ্ছেদ যেকোনও পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি করতে পারেন, কিছুটা কম আনুশাসনিক বুকস্ অভ এসদ্রাস থেকেও, যেটা গোপনে বলে রাখা দরকার মোটেই অর্থোডক্স বলে মনে হয় না, এই দারুণ মেধা, এই বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তা আর স্মরণশক্তি এমন এক দেশের সম্পদ যেখান থেকে পর্তুগীজরা কেবল সোনা আর হীরা, তামাক আর চিনি, বনসম্পদ, এবং এখনও ওখানে আবিষ্কারের জন্যে পড়ে থাকা অন্যান্য জিনিসই তুলে এনেছে, ভিন্ন জগতের দেশ, ভবিষ্যতের দেশ, আগামী বহু শতাব্দীর দেশ, টাপুইয়ান ইন্ডিয়ানদের ইভানজেলাইজেশনের কথা বাদই থাকল, খোদ যেটা আমাদের অনন্তের দেখা মিলিয়ে দেবে।

আমার বন্ধু হোয়াও এলভাস এইমাত্র বলল যে আপনি ফ্লাইং-ম্যান নামে পরিচিত, ফাদার, আমাকে বলুন, আপনাকে এমন একটা খেতাব কেন দিয়েছে লোকে, তাঁকে জিজ্ঞেস করল বালতাসার। বার্টোলোমিউ লরেনসো চলে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করল সৈনিক, এবং দু কদম তফাতে থেকে হাঁটতে হাঁটতে আর্সেনাস ডি রিবেইরা ডাস নাউসের পাশ ঘেঁষে এগোলেন ওঁরা, রাজপ্রসাদ অতিক্রম করলেন, এবং আরও সামনে যাবার পর, যখন ওরা

রেমোলারেসে পৌঁছলেন, যেখানে নদীর দিকে খুলেছে স্কয়্যার, একটা বোল্ডারের ওপর বসলেন প্রিস্ট এবং বালতাসারকে আমন্ত্রণ জানালেন ওঁর সঙ্গে যোগ দিতে এবং অবশেষে ওর প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করলেন যেন এইমাত্র কথাটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওঁকে, আমাকে ওরা ফ্লাইং ম্যান বলে, কারণ আমি উড়েছিলাম, বিভ্রান্ত হয়ে গেল বালতাসার এবং নিজের বেপরোয়াভাবের জন্যে ক্ষমা চেয়ে যুক্তি তুলে ধরল যে কেবল পাখী আর দেবদূতেরাই উড়তে পারে, এবং স্বপ্নে মানুষ, যদিও স্বপ্নের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, খুব বেশীদিন হয় লিসবনে থাকছ না তুমি, অন্তত এর আগে কখনও তোমাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, না, গত চার বছর যুদ্ধে ছিলাম আমি এবং আমার বাড়ি মাফরায়, বেশ, দুবছর আগে উড়েছিলাম আমি, প্রথমবার একটা বেলুন বানানোর পর আগুন ধরে যায় ওটায়, তারপর আরেকটা বেলুন বানাই আমি, যেটা রাজপ্রাসাদের ছাদে নেমে আসে, এবং সবশেষে তৃতীয় একটা বেলুন বানিয়েছিলাম, যেটা ক্যাসা ডা ইন্ডিয়ার একটা জানালা গলে বেরিয়ে গিয়েছে, আর কখনও দেখা যায় নি, কিন্তু আপনি কি সশরীরেই উড়েছেন নাকি কেবল বেলুনগুলো উড়েছিল, খালি বেলুনগুলোই, কিন্তু সেটা যেন খোদ আমিই উড়েছিলাম, নিশ্চয়ই বেলুন ওড়া আর মানুষের ওড়া অবশেষে এক কথা নয়, মানুষ প্রথমে হোঁচট খায়, তারপর হাঁটে, তারপর দৌড়ায় এবং অবশেষে ওড়ে, জবাব দিলেন বার্টোলোমিউ লরেনসো, কিন্তু আচমকা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তিনি, কারণ গণ্যমান্য কারও কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ব্লেসড্ স্যাক্রামেন্ট, ছয়জন অ্যাকোলাইটের বহন করা একটা ক্যানোপির নিচে হোস্টবাহী পাইক্সটা বহন করছেন প্রিস্ট, সামনে রয়েছে ট্রাম্পেটস্ আর কনফ্র্যাটারনিটির সদস্যরা রয়েছে পেছনে, পরনে লাল ক্লোক, একহাতে মোমবাতি এবং হলি স্যাক্রামেন্ট পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় উপাদান, কোনও কোনও আত্মা উড়াল দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে থাকে, বাঁধন থেকে মুক্তির অপেক্ষায় থেকে কেবল, মহাসাগর থেকে, মহাবিশ্বের গভীর থেকে কিংবা দিগন্তের চরম সীমানা থেকে ধেয়ে আসা হাওয়ায় ভর করতে চায়। সেটে-সয়েসও হাঁটু গেড়ে বসল, ডানহাতে ক্রস চিহ্ন আঁকার সময় আয়রন হুকটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন নদীর কিনারার দিকে, ঠিক পেছনেই রয়েছে বালতাসার, এবং ওদিকে এক পারে খড়ের বিরাট বিরাট বেল খালাস করছে একটা বার্জ, যুবকেরা ওগুলো কাঁধে ফেলে টাল সামলে গ্যাঙওয়ে বরাবর ছুটে যাচ্ছে, অন্যপাশে, দুজন কৃষ্ণাঙ্গীনি দাসী তাদের মনিবের চেস্টার পটগুলো পরিষ্কার করতে আসছে, একদিন বা এক সপ্তাহের মূত্র আর মল, খড় আর বর্জ্যের স্বাভাবিক গন্ধের মাঝে প্রিস্ট স্বীকার গেলেন, রাজদরবার আর ওখানকার কবিদের হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছিলাম আমি, ওদের একজন, টমাস পিন্টো ব্র্যান্ডাও আমার আবিষ্কারকে একটা হাওয়াই কল আখ্যায়িত করে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে অচিরেই ওটা ধ্বংস হয়ে যাবে, রাজার

সমর্থন যদি না মিলত, জানি না কী অবস্থা দাঁড়াত আমার, কিন্তু রাজা, আমার উদ্ভাবনে আস্থা ছিল তাঁর এবং সাও স্যাবাস্টিয়াও ডা পেদ্রেইরার ডিউক অভ অ্যাভেইরার এস্টেটে আমি আমার গবেষণা চালিয়ে যেতে পারি বলে সম্মতি দিয়েছিলেন, যা শেষমেষ গুজবের মুখ বন্ধ করেছিল আর যেসব ছিদ্রান্বেষীরা দুর্গের র‍্যাম্পার্ট থেকে টেক-অফ করতে গিয়ে আমি পা ভাঙব আশা করেছিল তাদের মুখও, যদিও তেমন কোনও আভাস কখনওই দিই নি আমি, এবং আমার শিল্পকর্মের সঙ্গে জ্যামিতির নিয়ম কানুনের চেয়ে বরং ইনকুইজিশনের পবিত্র কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ছিল বেশী, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, সাধারণ একজন কৃষক হিসাবে জীবন শুরু করেছি আমি, আর আমার সৈনিক জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, ডানা গজানো ছাড়া কেউ উড়তে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না, আর যারা ভিন্ন রকম দাবী করে ওড়ার ব্যাপারে তারা অলিভ্ প্রেসের সমান জ্ঞানই রাখে, সে যাহোক, তোমার হাতের ওই হুকটা তুমি আবিষ্কার কর নি, কাউকে না কাউকে এমন একটা যন্ত্রের উদ্ভাবনের কথা আবিষ্কার করতে হয়েছে এবং সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে লোহা আর চামড়া জোড়া দেয়ার বুদ্ধি করতে হয়েছে, নদীর বুকের ওই জাহাজগুলোর বেলায়ও একই কথা খাটে, হুট করে পাল আবিষ্কার হয় নি, এবং তারও আগে কোনও বৈঠাও ছিল না, এবং তার আগে ছিল না হাল, কিন্তু একজন মানুষ যে পৃথিবীতে বাস করে, নাবিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিল, সুতরাং সে ওড়ার প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে পারবে, কেউ নৌকায় পাল তোলার সময় পানিতে থাকে নৌকাটা, এবং পানিতেই থাকে সে, উড়তে হলে পৃথিবী ছেড়ে আকাশের দিকে যেতে হবে, যেখানে আমাদের পায়ের অবলম্বনের জন্যে কোনও মাটি নেই, অবশ্যই পাখীর অনুকরণ করতে হবে আমাদের, জমিনে অবস্থান করার সমান সময়ই আকাশে কাটায় ওরা, তাহলে উড়তে চেয়েছিলেন বলেই ব্লিমুন্দার মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আপনার, গোপন ক্ষমতার অধিকারী ছিল সে, আমি রটনা শুনেছি যে কাপড়ের পাখায় চেপে মানুষের ওড়ার দৃশ্য দেখেছে মহিলা, এবং দিব্যদর্শনের দাবী তোলার বহু লোক আছে, কিন্তু আমি ওর সম্পর্কে যা জেনেছিলাম এত বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল যে একদিন গোপনে তার সঙ্গে দেখা করতে যাই এবং ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে যাই আমরা, যা চেয়েছিলেন সেটা কি পেয়েছিলেন আপনি, না, পাই নি, অচিরেই আমি জানতে পারি যে ওর ক্ষমতা যদি সত্যি হয়েও থাকে, অন্য ধরনের এবং কোনও সাহায্য ছাড়াই আমাকে আমার অজ্ঞতা জয় করার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, এবং আশা করি নিজেকে প্রতারিত করছি না আমি, আমার মনে হয়েছে ওড়ার ব্যাপারটা জ্যামিতির নিয়মকানুনের চেয়ে ইনকুইজিশনের পবিত্র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেশী সম্পর্কিত বলে যারা দাবী করে তারাই ঠিক এবং আপনার জায়গায় আমি হলে, দ্বিগুণ সতর্ক থাকতাম, ভুলে যাবেন না কারাবাস, নির্বাসন আর শূলে চড়ার বিনিময়ে এধরনের বাড়াবাড়ির মূল্য দিতে হয়, কিন্তু একজন সাধারণ সৈনিকের চেয়ে একজন প্রিস্টের এসব ব্যাপার আরও ভাল জানার

কথা, আমি সাবধান, এবং আমাকে রক্ষা করার মত বন্ধুহীন নই আমি, দিন একদিন আসবে।

ফিরতি পথ ধরলেন ওঁরা, এবং আরও একবার রেমোলেরেস হয়ে এগোলেন। কথা শুরু করতে চাইল যেন সেটে-সয়েস, পরক্ষণে বিরত রাখল নিজেকে, এবং প্রিস্ট ওর দ্বিধা টের পেয়ে জানতে চাইলেন, কোনও কিছু উদ্বিগ্ন করে তুলছে নাকি তোমাকে, আমি জানতে ব্যাকুল, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, ব্লিমুন্দা কেন রোজ সকালে চোখ খোলার আগে রুটি খায়, তাহলে ওর সঙ্গে ঘুমাচ্ছ তুমি, আমরা একই ছাদের নিচে থাকি, শুনে রাখ, ব্যভিচার করছ তোমরা, ওকে বরং বিয়ে কর তুমি, ও আমাকে বিয়ে করতে চায় না, আমিও ওকে বিয়ে করতে চাই কিনা নিশ্চিত নই, আর যদি আমি কোনওদিন নিজ দেশ মাফরায় ফিরে যাই আর ও লিসবনে থেকে যেতে চায়, আমাদের বিয়ে করার পেছনে কোনও যুক্তি থাকবে না, কিন্তু আমার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক, কেন সকালে চোখ খোলার আগে রুটি খায় ব্লিমুন্দা, হ্যাঁ, যদি কোনওদিন জানতে পার, সেটা ওর কাছ থেকেই জানবে, আমার কাছ থেকে নয়, তাহলে জাবাবটা জানেন আপনি, ঠিক, কিন্তু আমাকে বলবেন না, আমি শুধু বলব যে এটা অনেকটা রহস্য, ব্লিমুন্দার সঙ্গে তুলনা করতে গেলে ওড়াটা মামুলি ব্যাপার।

একসঙ্গে আলাপ আর হাঁটতে হাঁটতে গেইট অভ কর্টো স্যান্টো-র এক ঘোড়া-ব্যবসায়ীর আস্তাবলে হাজির হলেন ওঁরা। একটা খচ্চর ভাড়া নিলেন প্রিস্ট, এবং স্যাডলে উঠে বসলেন, আমি সাও স্যাবাস্টিয়াও পেদ্রেইরায় যাচ্ছি আমার মেশিনটা পরীক্ষা করার জন্যে, তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাইলে, আমার খচ্চরটা দুজনকেই বইতে পারবে, হ্যাঁ, আমি যাব, কিন্তু পায়ে হেঁটে, কারণ ওটাই পদাতিক বাহিনী যাবার পথ, তুমি তো সাধারণ একজন মানুষ, খচ্চরের খুর বা প্যাসারোলার পাখা, কোনওটাই নেই তোমার, আপনার ফ্লাইং-মেশিনটাকে কি এ নামেই ডাকেন আপনি, জিজ্ঞেস করল বালতাসার এবং প্রিস্ট জবাব দিলেন, অবজ্ঞা দেখানোর জন্যে অন্যরা এ নামেই ডাকে ওটাকে।

ঢাল বেয়ে চার্চ অভ সেইন্ট রচ পর্যন্ত উঠে এলেন ওরা, টাইপাসে ঘিরে রাখা পাহাড়গুলো পাশ কাটালেন তারপর, প্রাসা ডা আলেগ্রিয়া হয়ে নেমে এলেন একেবারে ভালভার্দে অবধি। কোনওরকম অসুবিধা ছাড়াই খচ্চরটার সঙ্গে লেগে রইল সেটে-সয়েস এবং কেবল আবার সমতল জমিনে পৌঁছালে খানিকটা পিছিয়ে পড়ছে ও, অবশ্য পরবর্তী ঢালেই ফের নাগাল পেয়ে যাচ্ছে, সে ওপরেই ওঠা হোক বা নিচে নামা। যদিও এপ্রিল মাসের পর এ পর্যন্ত একফোঁটা বৃষ্টিও হয় নি, সেটাও চার মাস আগের কথা, ভালভার্দের ওপরের সমস্ত মাঠ সবুজ আর রসাল হয়ে আছে, কারণ অসংখ্য মৌসুমী ঝর্না, যেগুলোর পানি নগরীর উপকণ্ঠে প্রচুর জন্মানো সব্জি উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়েছে। কনভেন্ট অভ সেইন্ট মার্থা পাশ কাটিয়ে আরও সামনে বেড়ে প্রিন্সেস জোয়ান দ্য সেইন্ট পেরিয়ে জলপাই গাছের একটা বিরাট

বাগানে হাজির হলেন ওঁরা, এখানেও সজির চাষ করা হয়েছে, কিন্তু সেঁচের জন্যে কোনও প্রাকৃতিক ঝর্না না থাকায় সমস্যা মেটানো হয়েছে ওয়েল-সুইপস দিয়ে, একটা লম্বা দণ্ডের দুমাথায় বাকেট ভর্তি পানি ঝুলিয়ে আর চোখে ঠুলি পরানো গাধার সাহায্যে ওঅটার-হুইল ঘুরিয়ে, যাতে মনে করে সোজা রাস্তায় যাচ্ছে, তাদের মনিবের মতই এ ব্যাপারটা উপেক্ষা করে যে, যদি সত্যিই সোজা পথে যেত ওগুলো শেষ পর্যন্ত একই জায়গায় এসেই থামতে হত ওদের। কারণ পৃথিবীটাই একটা ওঅটর হুইলের মত আর মানুষই এটাকে মাড়িয়ে টানে আর সচল রাখে আর স্যাবাস্টিয়ানা মারিয়া ডি জেসাস যদিও তার প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করতে উপস্থিত নেই আর, এটা বোঝা সহজ যে পুরুষ মানুষ যদি না থাকে, থমকে দাঁড়ায় পৃথিবী।

যখন এস্টেটের গেইটে পৌঁছালেন ওঁরা, ডিউক অভ অ্যাভেইরো বা তাঁর ফুটম্যানদের কাউকে দেখা গেল না, কারণ রাজা কর্তৃক তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, হাউস অভ অ্যাভেইরোর হাতে এস্টেট বর্তানোর আইনী প্রক্রিয়া চলছে, এধরনের মামলা কষ্টকর রকম শ্লথ হয়ে থাকে এবং বিরোধ নিস্পত্তি ঘটলেই কেবল স্পেন থেকে ফিরে আসবেন ডিউক, এখন যেখানে তিনি অবস্থান করছেন এবং যেখানে ডিউক অভ বানোস নামে পরিচিত, ওঁরা যখন পৌঁছলেন, যেমন বলছিলাম আমরা, খচ্চরের পিঠ থেকে নামলেন প্রিস্ট, পকেট থেকে একটা চাবি বের করে গেইট খুললেন যেন নিজের সম্পত্তিতে প্রবেশ করছেন তিনি। খচ্চরটাকে একটা শেডে নিয়ে বাঁধলেন, তারপর ওটার নাকের সামনে এক বাস্কেট খড় আর ব্রডবীন এগিয়ে দিলেন, এবং ওখানেই রেখে এলেন ওটাকে, ভারমুক্ত হয়ে লোমশ লেজ নাচিয়ে চারপাশে ভনভন করতে থাকা ন্যাটস আর ঘোড়া-মাছি তাড়াতে লাগল ওটা, নগরী থেকে সবে পৌঁছানো খাবারের ওপর ঘুরছে ওগুলো।

ভিলার সমস্ত দরজা আর জানালা বন্ধ, এস্টেট পরিত্যক্ত আর পতিত পড়ে আছে। প্রশস্ত স্কয়্যারের একপাশে একটা গ্র্যানারি, আস্তাবল বা ওয়াইন-সেলার ছিল, কিন্তু এখন যেহেতু খালি ওটা, কোন কাজে লাগত বলা কঠিন, কারণ স্টোরেজ-বীনের কোনও চিহ্নও নেই, কোনও ধাতব রিংও নেই দেয়ালে, ত্রীসীমানায় একটা ব্যারেলও চোখে পড়ে না। প্যাডলক লাগানো একটা দরজা আছে, ওটা আরবী হরফের মত দেখতে একটা চাবি দিয়ে খোলা যায়। ক্রসবার আলগা করে ঠেলে কবাট খুললেন প্রিস্ট, মেইন বিল্ডিংটা অবশ্য খালি নয়, ভেতরে আছে ক্যানভাস ক্রোদস, জয়েস্ট, তামার তারের কুণ্ডলী, আয়রন প্লেট, উইলোর বান্ডিল, জিনিসের ধরন অনুযায়ী সবই পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো, এবং মাঝখানের পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দানবাকৃতি ঝিনুকের মত একটা কিছু, সারা শরীর থেকে তার বেরিয়ে আছে ওটার, গঠন-কাঠামো বেরিয়ে থাকা অনেকটা শেষ না হওয়া বাস্কেটের মত।

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে প্রিস্টকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকল বালতাসার, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না ও, হয়ত একটা বেলুন, বিরাট চড়ুই পাখির ডানা

বা পালকের একটা স্যাক দেখবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু এমন অদ্ভুত কিছুর কথা কল্পনাও করে নি, তাহলে, এটাই আপনার আবিষ্কার, এবং পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো জবাব দিলেন, হ্যাঁ, এটাই, তারপর একটা চেস্ট খুলে একটা পার্চমেন্ট বের করে মেলে ধরলেন, দেখা গেল একটা বিরাট পাখির ছবি আঁকা ওটায়, প্যাসারোলা না হয়ে যায় না, এটুকুই আন্দাজ করতে পারল বালতাসার, এবং যেহেতু ড্রইংটা স্পষ্টতই একটা পাখির, ও এটা বিশ্বাস করতে তৈরি হয়ে গেল যে ওইসব জিনিস জুড়ে দেয়ার পর মেশিনটা উড়তে সক্ষম হয়ে উঠবে। সেটে-সয়েসের চেয়ে বরং নিজেকে আশ্বস্ত করতেই যেন, ডিজাইনে পাখি ছাড়া আর কিছুই দেখি নি সেটে-সয়েস, এবং ওর জন্যে সেটাই যথেষ্ট, বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুরু করলেন প্রিস্ট, গোড়াতে শান্তভাবে, এবং তারপর প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে, এই যে এখানে দেখছ এগুলো হচ্ছে পাল, বাতাস কাটে আর প্রয়োজন মাফিক নড়ে, এটা হচ্ছে রাডার, মেশিনটাকে এদিক-ওদিক ঘোরায়, খেয়াল-খুশিমত না, বরং পাইলটের দক্ষ নিয়ন্ত্রণে, এটা মেশিনের মূল অংশ, প্রাউ থেকে স্টার্ন পর্যন্ত সামুদ্রিক ঝিনুকের খোলসের আকার নিয়েছে এটা, যদি বাতাস হঠাৎ পড়ে যায়, সেজন্যে বিলোউজ লাগানো আছে, সাগরে প্রায়ই ঘটে এমন, আর এগুলো হচ্ছে ডানা, উড়ন্ত অবস্থায় মেশিনটার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে এগুলো খুবই জরুরি, এই গ্লোবগুলোর ব্যাপারে কিছুই বলব না আমি, কেননা ওগুলো আমার গোপন বিষয়, শুধু তোমাকে এটুকু বলা প্রয়োজন যে ওগুলোর ভেতরের জিনিস ছাড়া মেশিনটা উড়তেই পারবে না, কিন্তু এই একটা ব্যাপার এখনও অনিশ্চিত অবস্থায় রেখেছে আমাকে, আর ছাদ গঠনকারী তারগুলো থেকে অ্যাম্বার বল ঝুলিয়ে দেব আমরা, কারণ সূর্য-রশ্মির তাপে অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখায় অ্যাম্বার, এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া উচিত এটার; আর এই যে দেখ কম্পাস, যা ছাড়া কোথাও যেতে পারবে না তুমি, আর এখানে রয়েছে পুলি, পাল ওঠা-নামার কাজে লাগানো হয়, ঠিক সাগরের বুকে জাহাজের মত। কয়েক মিনিটের জন্যে নীরব রইলেন তিনি, তারপর আবার খেই ধরলেন, সবকিছু জোড়া লাগানোর পর ঠিকমত যখন কাজ করবে, ওড়ার জন্যে তৈরি হয়ে যাব আমি। বালতাসারের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ঠেকল নকশাটা, আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই বলে মনে হল ওর, কারণ যেহেতু পাখির ভেতর কী আছে যেমন দেখে না কেউ, তেমনি কেউই আসলে জানে না কী কারণে সেটা উড়তে পারে, কিন্তু তারপরে তা ওড়ে, পাখির আকৃতি পাখির মত, এর চেয়ে সহজ কথা আর হতে পারে না, কবে উড়বেন আপনি, জানতে চাইল বালতাসার, এখনও জানি না, জবাব দিলেন প্রিস্ট, সাহায্য করার মত কাউকে লাগবে আমার, একাকী সবকিছু করতে পারব না, তাছাড়া এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো করার মত শক্তিও আমার নেই। আরও একবার নীরব হয়ে গেলেন তিনি, তারপর জানতে চাইলেন, তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। পিছিয়ে গেল বালতাসার, খানিকটা বিস্মিত বোধ করছে, ওড়ার বিষয়ে কিছুই জানি না আমি, একজন সাধারণ কৃষক আমি আর দেখতেই

পাচ্ছেন, মাত্র একটা হাত আমার, ওই হাত আর হুক দিয়ে যেকোনও কাজ সামাল দিতে পারবে তুমি, আর কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো মানুষের হাতের চেয়ে হুক দিয়েই ভাল মত করা যায়, কোনও তার বা ধাতুর টুকরো ধরার সময় কোনও ব্যথা পায় না হুক, ওটা কাটে না বা পুড়ে যায় না, আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি যে স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এক-হাতঅলা, কিন্তু তারপরেও তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

ভয়ে কুঁকড়ে গেল বালতাসার, ঝটপট ক্রস চিহ্ন আঁকল ও, যাতে শয়তান কোনও রকম অঘটন ঘটানোর অবকাশ না পায়, কী বলছেন আপনি, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, ঈশ্বর এক-হাতঅলা, কোথায় লেখা আছে একথা, এমন কথা কেউ কখনও বলে নি, কোথাও লেখাও হয় নি, শুধু আমিই বলি যে ঈশ্বরের বাম হাত খোয়া গেছে, কারণ তাঁর ডান পাশে, ডান হাতের পাশেই মনোনীত আসন, তুমি ঈশ্বরের বাম হাতের কোনও উল্লেখ পবিত্র কিতাব কিংবা চার্চের হলি ডক্টরদের রচনায় পাবে না, ঈশ্বরের বাম পাশে কেউ বসেন না, কারণ সেটা এক শূন্যতা, অস্তিত্বহীনতা, অনুপস্থিতি, সুতরাং ঈশ্বর এক-হাতঅলা। দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন প্রিস্ট এবং উপসংহার টানলেন, তাঁর বাম হাত নেই।

মনেযোগ দিয়ে শুনছিল সেটে-সয়েস। নকশার দিকে তাকাল ও, দেখল মেঝেয় ছড়ানো জিনিসপত্র, এখনও আকার পাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ঝিনুক, হাসল, তারপর হাত সামান্য উঁচু করে বলল, যদি ঈশ্বরের মাত্র একটা হাত থেকে থাকে এবং তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে এক-হাত-অলা এই মানুষও মেশিনটাকে ওড়ানোর জন্যে পাল খাটানো আর তার টাইট করার ক্ষমতা রাখে।

সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো দেখলেন যে মেশিনটাকে ওড়ানোর জন্যে ওঁর ধারণা অনুযায়ী খুবই দরকারী চুম্বক কেনার মত যথেষ্ট টাকা-পয়সা সঙ্গে নেই, এবং তাছাড়া চুম্বক আনতে হবে বিদেশ থেকে, তো সেজন্যে, এখনকার মত, সেটে-সয়েসকে প্রিস্টের ক্ষমতাবলে রাজপ্রাসাদ স্কয়্যারের কসাইখানায় চাকরি দেয়া হয়েছে, ওখানে সবরকম পশুর বিরাট বিরাট মৃতদেহ, গরুর রান, ডযেন ডযেন বাচ্চা শূকর, জোড়ায় জোড়ায় ভেড়া সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে, এক হুক থেকে আরেক হুকে চালান হওয়ার কারণে ওগুলোকে বহন করা বস্তাগুলো থেকে রক্ত চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে। নোংরা কাজ, যদিও প্রায়শই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায় পরে বাড়তি অংশটুকু পাওয়ায়, শূয়োরের পা কিংবা ট্রাইপের কোনও টুকরো আর, ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় এবং কসাই যদি ভাল মেজাজে থাকে, এমনকি খাসির বেঁচে যাওয়া সিনা কিংবা রানের টুকরোও মিলে যায়, টাটকা বাঁধাকপির পাতায় মোড়ানো, ফলে বালতাসার আর ব্লিমুন্দা সচরাচরের তুলনায় মোটামুটি বেশীই খেতে পারছে, ভাগাভাগি আর অংশদারীর মাধ্যমে, এবং যদিও ভাগবাটোয়ারার ব্যাপারে বালতাসারের কিছু বলার নেই, লেনদেনে কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায়।

ডোনা মারিয়া আনার প্রেগন্যান্সিকাল শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। চামড়া যতই প্রসারিত হোক না কেন, তাঁর পেটটা মোটকথা আরও বেড়ে উঠতে পারছে না, বিশাল হয়ে গেছে তাঁর পেট, যেন ভারত থেকে আসা রসদ-বোঝাই কোনও জাহাজ বা ব্রাযিল থেকে আগত নৌবহর, মাঝে মাঝে রাজা খোঁজখবর নিচ্ছেন ইনফ্যান্টের নেভিগেশনের অগ্রগতি কেমন, দূর হতে দেখা যাচ্ছে কিনা, অনুকূল হাওয়া পেয়েছে কিনা, নাকি হামলায় পড়েছে, দ্বীপের অদূরে আমাদের স্কয়্যাড্রনের ওপর সম্প্রতি যেমন হামলা হয়েছিল, যখন ফ্রেঞ্চরা আমাদের ছয়টি কারগো-শিপ আর একজন ম্যান-অভ-ওঅরকে আটক করে, কারণ এসবই এবং আরও খারাপ আমাদের নেতাদের কাছে যেটা আশা করা যেতে পারে এবং আমাদের যোগান দেয়া অপ্রতুল কনভয়ের কারণে, এবং এখন মনে হচ্ছে ওই ফ্রেঞ্চরাই পারনামবুকো আর বাহিয়ার প্রবেশ পথে আমাদের অবশিষ্ট বহরের ওপর হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, ইতিমধ্যে আমাদের জাহাজের জন্যে যদি ওৎ পেতে না থেকে থাকে, যেগুলো নির্ঘাৎ এরই মধ্যে রিও ডি জেনেইরো থেকে রওনা দিয়েছে। আমরা পর্তুগীজরা বহু আবিষ্কার করেছি যখন আবিষ্কার করার মত বহুকিছু বাকি ছিল আর এখন অন্যান্য দেশ আমাদেরকে বশমানা ষাঁড়ের মত মনে করে যারা ছুটতে পারে না, যদি না দুর্ঘটনাক্রমে বাধ্য হয়। ডোনা মারিয়া আনাকেও কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া

উদ্বেগজনক ঘটনাবলী জানানো হয়েছে যখন তাঁর জরায়ূর শিশুটি তুচ্ছ জেলি, ক্ষুদে একটা ট্যাডপোল, বড়সড় মাথাঅলা একটা থিংগুম্যাজিগের মত ছিল, একজন পুরুষ বা নারীর গড়ে ওঠাটা বড়ই অদ্ভুত, জরায়ূর ভেতর যেমন করেই হোক না কেন, বাইরের জগৎ থেকে সুরক্ষিত, যদিও ঠিক এই জগৎকেই মোকাবিলা করতে হবে তাদের, রাজা বা সৈনিক, ফ্রায়ার বা আততায়ী, বারবাডোসের ইংরেজ বেশ্যা বা রোসিওর সাজা পাওয়া মহিলা হিসাবে, সবসময় কোনও একটা রূপে, কখনওই সবরূপে নয় এবং কখনও কোনও কিছু হিসাবে নয়। কারণ, শতহোক, সবকিছু থেকে পালাতে পারি আমরা, কিন্তু নিজেদের কাছ থেকে পারি না।

পর্তুগীজ নেভিগেশন অবশ্য সবসময় এমন বেহাল দশায় ছিল না। কয়েকদিন আগে ম্যাকাও থেকে দীর্ঘ-প্রতিক্ষিত একটা জাহাজ এসে পৌঁছেছে, রওনা দিয়েছিল প্রায় বিশ মাস আগে, ঠিক যখন সেটে-সয়েস যুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বিদায় ʻ , সময় নেয়া সত্ত্বেও নিরাপদ যাত্রা শেষ করেছে জাহাজটা, কারণ ম্যাকাও-এ... ।বস্থান চীনের গোয়া থেকেও বেশ দূরে, খুবই পছন্দের সেই দেশ, ধন-সম্পদে যেটা অন্যান্য দেশকে ছাড়িয়ে গেছে, রসদপত্র যেখানে যেমনটি কেউ আশা করে তেমনি সস্তা, তাছাড়া সবচেয়ে জুৎসই আর স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর পাশাপাশি বৈকল্য আর রোগবালাই মোটামুটি অজানা, যা ডাক্তার বা সার্জনের প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে, চীনারা কেবল পরিণত হয়ে বা প্রকৃতি যখন তাদের বাড়তি মনে করে তখনই মারা যায়, যা চিরদিন আমাদের রক্ষা করবে এমনটি আশা করা যায় না। চীনে মূল্যবান রসদ বোঝাই করে জাহাজটা, তারপর কিছু বাণিজ্য এবং চিনি আর তামাক আর প্রচুর পরিমাণ সোনা দিয়ে হোল্ড ভরাট করার উদ্দেশ্যে ব্রাযিলে গিয়েছিল, এসব কাজ ওটাকে রিয়ো আর বাহিয়ায় আড়াই মাস আটকে রেখেছিল আর ব্রাযিল থেকে পর্তুগালে ফিরতি যাত্রায় লেগেছে আরও ছাপ্পান্ন দিন, এবং এটা অলৌকিক কাণ্ড ছাড়া কিছুই নয় যে এই দীর্ঘ এবং বিপদসঙ্কুল যাত্রায় একজনও অসুস্থ হয় নি বা মারা যায় নি, এখানে প্রতিদিন আওয়ার লেডি অভ কমপ্যাশন ফর দ্য উন্ডেড-এর সম্মানে অয়োজিত ম্যাস স্পষ্টতই জাহাজের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করেছে আর নির্দিষ্ট পথে থাকতে সাহায্য করেছে, পাইলট রুট চিনত না, এই অভিযোগ সত্ত্বেও, যদি তেমন কিছু আদৌ সম্ভব হয়, এই জন্যে জনপ্রিয় বুলি রয়েছে যে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের মত লাভজনক আর কিছু নেই। যাহোক, অবস্থা যেহেতু কখনও সম্পূর্ণ নিখুঁত হয় না, অচিরেই খবর পাওয়া গেল যে পার্নামবুকো আর রেকাইফে বসবাসকারীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে, এই অঞ্চলে হররোজ সংঘাত বাধে, কোনও কোনওটা চরম সহিংস, এমন সংবাদও পাওয়া গেল যে, নির্দিষ্ট কিছু উপদল প্ল্যান্টেশনে আগুন দিয়ে চিনি আর তামাকের ফসল ধ্বংস করার হুমকি দিচ্ছে, যার মানে পর্তুগীজ রাজার বিপুল ক্ষতি।

যখনই সুবিধাজনক মনে হচ্ছে, এসব এবং অন্যান্য সংবাদ ডোনা মারিয়া আনাকে জানানো হচ্ছে, কিন্তু ইতিমধ্যে ভাসতে শুরু করেছেন তিনি, প্রেগন্যান্সির

তায় চারপাশের সমস্ত কিছুর ব্যাপারে উদাসীন, তো ওসব খবর ওঁকে জানানোর .চপে যাবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিনা ওরা তাতে কিছুই আসে যায় না, এমনকি প্রথম ান্যান্ট হবার ব্যাপারটা আবিষ্কারের সেই প্রাথমিক মু ূর্তের ঔজ্জ্বল্যও এখন াছা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে, প্রেগন্যান্সির প্রথম সপ্তাহগুলোয় ও আলিঙ্গন করা ংকারের টর্নেডো পরবর্তী মৃদু হাওয়া, নিজেকে যখন জাহাজের ৎ তে বসানো সব ফিগারহেডের মত মনে হত, যদিও দূরবর্তী দিগন্তে তাকাতে অক্ষম, সুতরাং টা টেলিস্কোপ আর ল্যুকআউটের প্রয়োজন যাতে ওরা আরও দূরে দেখতে পায়। সত্ত্বা একজন নারী, রানীই হোন বা সাধারণ কেউ, জীবনে এমন একটা মুহূর্ত াভোগ করে যখন নিজেকে সকল প্রজ্ঞার আধার বলে মনে হয় তার, যদিও তা ষায় প্রকাশ করা যাবে না, তারপর, যখন দেখে যে পেটটা চারদিক দিয়ে ফুলে পে উঠছে আর প্রেগন্যান্সির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য যন্ত্রণাগুলো অনুভব করতে শুরু র, তার চিন্তাভাবনা, সমস্তই আনন্দের নয়, প্রসব-দিনের দিকে ঘুরে যায়, এবং নীর মন অবিরাম অস্বস্তিকর অশুভ চিন্তায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু এখানেই ন্সিস্ক্যান অর্ডার তাঁকে উদ্ধার করতে আসবে, প্রতিশ্রুত কনভেন্ট না হারানোর র্থে। প্রদেশের সমস্ত ফ্রান্সিস্ক্যান কমিউনিটি ম্যাস উদযাপন, নোভেনা দান এবং াপৎ সাধারণ এবং বিশেষ, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য দুরকম উদ্দেশ্যেই প্রার্থনায় ৎসাহ যোগানোর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে, যাতে শিশুটি নিরাপদে এবং ভক্ষণে, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য কোনও রকম খুঁত ছাড়াই জন্ম নিতে পারে, এবং াশুটি যেন ছেলে হয়, যা ছোটখাট ক্রটির ক্ষতিপূরণ যোগাবে, যদি না স্বর্গীয় মতায় প্রদত্ত কোনও মহান চিহ্ন হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, একটি পুরুষ ত্তরাধিকারী রাজাকে দারুণ সন্তুষ্টি দেবে।

হায়, ডোম হোয়াও পঞ্চমকে একটি ছোট্ট মেয়ে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বাই সব কিছু পেতে পারে না, এবং প্রায়ই যখন কোনও একটা জিনিস পেতে চান াপনি, পান অন্যটা, এটাই প্রার্থনার রহস্যময় দিক, আমরা নিজস্ব কিছু াকাঙ্ক্ষাসহ স্বর্গের উদ্দেশে পাঠাই সেগুলো, কিন্তু পছন্দসই পথ বেছে নেয় ওগুলো, কখনও কখনও দেরি করে, অন্য প্রার্থনাকে পেরিয়ে যেতে দেয়, প্রায়শই একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে যায়, সন্দেহজনক উৎসের হাইব্রীড প্রার্থনায় পরিণত য়, নিজেদের মধ্যে যেগুলো ঝগড়া আর তর্কে লিপ্ত হয়। এ থেকেই বোঝা যায় সবাই যেখানে ছেলে-শিশুর জন্যে প্রার্থনা করেছে সেখানে ছোট্ট একটা মেয়ে কেন হল, কিন্তু তার চিৎকার করে কান্না থেকে বোঝা যায়, মেয়েটা চমৎকার একজোড়া ফুসফুস নিয়ে জন্মানো স্বাস্থ্যবান শিশু। পুরো রাজ্য পরম আনন্দে মেতে উঠল, সেটা কেবল সিংহাসনের একজন উত্তরাধিকারী পাওয়া গেছে বা তিনদিনব্যাপী আলোক মুখর উৎসব ঘোষণা করা হয়েছে বলে নয়, বরং প্রাকৃতিক শক্তির ব্যাপারে প্রার্থনার গৌণ ফল পাওয়া গেছে বলেও, কারণ প্রার্থনা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আট মাস দীর্ঘ খরার অবসান ঘটেছে এবং অবশেষে নেমেছে বৃষ্টি, কেবল প্রার্থনাই

এরকম পরিবর্তন আনতে পারে, ইনফ্যান্টার জন্ম জাতির জন্যে অনুকূল শুভ লক্ষ
সমৃদ্ধির সম্ভাবনা দ্বারা চিহ্নিত, এবং এখন এত বৃষ্টি হচ্ছে যা কেবল ঈশ্বরের ত
হতেই আসা সম্ভব, যিনি আমাদের সৃষ্ট জ্বালাতন থেকে নিজেকে উদ্ধার করছে
জমিনে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কৃষকরা, এমনকি বৃষ্টির মধ্যেও ক্ষেতে লা
দিচ্ছে, আর্দ্র মাটি ফুঁড়ে বীজ বেরিয়ে আসছে, ঠিক যেমন বাচ্চারা তাদের উৎস হ
বেরিয়ে আসে, শিশুর মত চিৎকারে অক্ষম, আয়রন হুকের আঁচড়ে বিড়বিড় ক
বীজগুলো, কাৎ হয়ে চকচকে শরীর মেলে দিচ্ছে বৃষ্টির কাছে, খুব ধীরে ঝরছে
প্রায় অদৃশ্য গুঁড়োর মত, মাটির খাঁজ অক্ষত রয়ে যাচ্ছে, মাটি উল্টে বীজকে আ
দিচ্ছে। জন্মলাভের ঘটনা খুবই সাধারণ, কিন্তু যেকোনও রকম জন্মগ্রহণের জরু
উপাদানগুলো বাদে ব্যাপারটা ঘটতে পারে না, যেমন, শক্তি বা বীজ। সব পুরু
রাজা এবং সব নারীই রানী আর শ্রমিকরা সবাই রাজকুমার।

আমাদের অবশ্য বিরাজিত অসংখ্য পার্থক্য উপেক্ষা করা ঠিক হবে ন
রাজকুমারীকে আওয়ার লেডি অভ ও'র উৎসবে ব্যাপ্টাইজ করার জন্যে নিয়ে যাও
হয়, যেদিনটা বৈপরীত্যে অনন্য, কারণ রানী ইতিমধ্যেই তাঁর স্ফীতি খুইয়েছেন অ
এটা বোঝা সহজ যে আসলে সব রাজকুমার সমান নয়, পার্থক্যগুলো জাঁকজম
আর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়, যার মাধ্যমে নাম এ
স্যাক্রামেন্ট ছেলেশিশু বা মেয়েশিশুর ওপর অর্পণ করা হয়ে থাকে, গোটা প্রাসা
আর রয়্যাল চ্যাপেল পর্দা আর সোনায় মোড়ানো হয়, আমাত্যরা এমন জাঁকা
পোশাক পরে যে অসংখ্য কুঁচি আর ঘাগড়ার কারণে চেহারা আর কাঠামো আলা
করে চেনাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। রানীর বাড়ির সদস্যরা চ্যাপেল ছেড়ে বেরি
এসেছেন, হল অভ দ্য টেডেশচি পেরুচ্ছেন এবং পেছনে আসছেন ডিউক অ
ক্যাডাভেল, পেছনে তাঁর পোশাকের লেজ গড়াচ্ছে। একটা বল্ডাচিনের নিচে হাঁটছে
তিনি, বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত অভিজাতজনরা, এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ পরামর্শকর
শ্যাফটটা ধরে রেখেছেন, কোলে বহন করছেন আর কেউ নয়, নবজা
ইনফ্যান্টাকে, সূক্ষ্ম লিনেনের রোবে জড়ানো, বাউ আর রিবন দিয়ে আটকে রাখ
ওটা, এবং বল্ডাচিনের পেছন পেছন আসছে নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নেস, ডোয়াগার কন্ডেস
ডি স্যান্টা ক্রুয্ আর রানীর সব লেডি-ইন-ওয়েটিং, কেউ কেউ সুন্দরী আবার কে
তেমন সুন্দরী নয়, এবং সবশেষে আধ-ডযেন মারকিজ ও ডিউকের ছেলে, যিনি
প্রতীকী টাওয়েল, সল্ট-সেলার, পবিত্র তেল আর ব্যাপ্টিজিমের স্যাক্রামেন্টের সঙ্গে
সম্পর্কিত অন্য সমস্ত খুচরা জিনিস বহন করছেন, তো সবাইই কিছু না কিছু বইছে।

সাতজন বিশপ, সোনা-রূপায় মোড়ানো উঁচু বেদীর ওপর অবস্থান গ্রহণ করায়
সাতটি গ্রহের মত লাগছে তাঁদের, ইনফ্যান্টাকে মারিয়া হ্যাভিয়ার ফ্রান্সিস্কো
লিয়োনর বারবারা নামে ব্যাপ্টাইজ করলেন, ইতিমধ্যে তোমো নামে আখ্যায়িত করা
হয়েছে তাকে, যদিও এখনও কোলের ছোট্ট শিশু সে আর লালা ফেলছে আর কে
বলতে পারে বড় হয়ে সে কী করবে। পাঁচ হাজার ক্রুযাডোস দামের মূল্যবান রত্ন

ত একটা ক্রস পরে আছে ইনফ্যান্টা, গড ফাদার এবং আঙ্কল ইনফ্যান্টে ডোম ন্সিস্কোর তরফ থেকে উপহার এবং একই ডোম ফ্রান্সিস্কো তার মা রানীকে হার দিয়েছে একটা নকশাদার বকপাখি, সন্দেহ নেই গ্যালান্ট্রি থেকে নেয়া, এবং জোড়া দারুণ সুন্দর হীরের দুল, দাম পঁচিশ হাজার ক্রুযাডোস, আসলেই াধারণ, তবে ফ্রান্সে তৈরি।

বিশেষ এই উপলক্ষ্যে রাজা আপাতত তাঁর বিশেষ অধিকার সরিয়ে রেখেছেন ং পর্দার অন্তরালে থাকার বদলে জনসাধারণের সামনে প্রকশ্যে অনুষ্ঠানে যোগ য়েছেন এবং আপন সন্তানের মায়ের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে, রানীর সঙ্গে য়াসে মিলিত হয়েছেন, তো সুখী মা বসেছেন সুখী বাবার পাশে, যদিও একটা নিচু য়ারে, এবং সন্ধ্যায় আতশবাজির খেলা হল। আলো আর সাজসজ্জা দেখার জন্যে রীর উপরের দুর্গ থেকে ব্লিমুন্দাকে নিয়ে নেমে এসেছে সেটে-সয়েস, ব্যানারে জানো হয়েছে রাজপ্রাসাদ, উৎসবের তোরণ বানিয়েছে বিভিন্ন গিল্ড। স্বাভাবিকের লনায় অনেক বেশী ক্লান্ত বোধ করছে সেটে-সয়েস, সম্ভবত বাচ্চার জন্ম আর প্টিজম উপলক্ষ্যে আয়োজিত ব্যাঙ্কোয়েটের জন্যে প্রচুর মাংস বহন করার রণেই হবে। প্রচুর টানাহ্যাঁচড়ার ফলে বামহাত টনটন করছে ওর। কাঁধের ওপর হন করা ন্যাপস্যাকে রয়েছে ওর হুকটা। ওর ডান হাত ধরে আছে ব্লিমুন্দা।

কয়েক মাস আগে পবিত্র মৃত্যু বরণ করেছেন ফ্রায়ার অ্যান্টনি অভ সেইন্ট জোসেফ। যদি স্বপ্নে রাজাকে দেখা না দেন, রাজাকে আর তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা নে করিয়ে দিতে পারবেন না তিনি, কিন্তু ভয়ের কোনও কারণ নেই, দরিদ্রকে র্জও দিয়ো না, ধনীর কাছ থেকে ধার নিয়ো না, এবং ফ্রায়ারের কাছে কোনও তিজ্ঞা করো না, কিন্তু ডোম হোয়াও পঞ্চম এমন একজন রাজা যিনি তাঁর কথা াখেন। আমরা আমাদের কনভেন্ট পাব।

একসঙ্গে প্রথম রাত কাটানোর পর থেকেই প্যালেটের ডান পাশে শু
বালতাসার, কারণ ওর ডান বাহু আর হাত অক্ষত এবং যখন ব্লিমুন্দ
দিকে পাশ ফেরে, ওকে বুকে ধরতে পারে ও, ঘাড়ের পেছন থেকে শু
করে কোমর পর্যন্ত, আবার এমনকি আরও নিচে হাত বোলাতে পারে, যদি ঘু
উত্তাপে কোনও স্বপ্নের ফ্যান্টাসিতে, কিংবা বিছানায় যাবার সময়ই যদি যৌনত
আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে বা যৌন-ক্ষুধা বেড়ে ওঠে। ওদের সহবাস ইচ্ছাকৃত অসঙ্গ
সম্পর্ক, ওদের বিয়ে হলি মাদার চার্চ কর্তৃক পবিত্রায়িত হয় নি, কারণ ও
সামাজিক রেওয়াজ আর রীতিনীতির তোয়াক্কা করে না, এবং যদি ওর যৌন মিলনে
ইচ্ছা জাগে, সে সাড়া দেয়, আর সে যদি চায়, তাকে সন্তুষ্ট করে ও। সম্ভব
কোনও গভীর এবং আরও রহস্যজনক স্যাক্রামেন্ট এই সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছে
প্রদীপের আলোয় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবার সময় কৌমার্যহানির রক্তে ক্রস-চিহ্ন আঁ
হয়েছিল, এবং জন্মদিনের মত ওদের নগ্ন হয়ে শুয়ে থাকাটাই ছিল প্রথম প্রথা ভ
ব্লিমুন্দা ওর দুই উরুর মাঝখান থেকে ক্ষরিত গাঢ় কাল রক্ত মুছেছে এবং এটাই ছি
ওদের কমিউনিয়ন, যদি সেটা বলা ধর্মদ্রোহ না হয় এবং এমনকি কাজটা করাই ে
বড় ধর্মদ্রোহ না হয়ে থাকে। একসঙ্গে কাটানোর সেই প্রথম রাতের পর অনেক মা
কেটে গেছে, এবং ইতিমধ্যে একটা নতুন বছরে প্রবেশ করেছি আমরা, ছাদের ওপ
বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ শোনা যায়, নদী আর প্রণালীর ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জোরা
হাওয়া, এবং যদিও ভোর হয়ে আসছে, আকাশ এখনও ঢেকে আছে অন্ধকারে
অন্য যেকেউ বিভ্রান্ত হতে পারত, কিন্তু বালতাসার নয়, সব সময় এমন সময়
জেগে ওঠে ও, সূর্য ওঠার বেশ আগে, সৈনিক থাকার অস্থির দিন-রাতগুলোয় পাওয়
একটা স্বভাব এটা, সজাগ হয়ে শুয়ে রইল ও, দেখতে লাগল ছায়ারা পিছিয়ে গি
নানান জিনিস আর মানুষ স্পষ্ট করে তুলছে, দিনের আলোয় ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে
দারুণ স্বস্তিতে বুক ফুলে উঠছে, ধূসর আলোর প্রথম আবছা রশ্মি দেয়ালের ফোক
গলে চুঁইয়ে ঢুকছে, যতক্ষণ না ক্ষীণ শব্দে ব্লিমুন্দা জেগে উঠল, আর এর ফলে
আরেকটা শব্দ উঠল, আরও জোরাল শব্দ, যেটা না শোনার জো নেই, ব্লিমুন্দার রুটি
খাওয়ার শব্দ, এবং খাওয়া শেষ হলে চোখ খুলল ও, ফিরল বালতাসারের দিকে
তারপর ওর কাঁধে মাথা রাখল, বাম হাতটা রাখল যেখানে বালতাসারের হাতট
খোয়া গেছে, বাহুর সঙ্গে বাহুর ছোঁয়া লাগল, কব্জির সঙ্গে কব্জি, জীবন যথাসাধ
মৃত্যুকে সংশোধন করছে। কিন্তু আজকের ব্যাপারস্যাপার হবে অন্যরকম। বেশ
কয়েকবারই ব্লিমুন্দাকে বালতাসার জিজ্ঞেস করেছে কেন সে রোজ সকালে চোখ

খালার আগে রুটি খায় এবং পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোকেও অনুরোধ করেছে তাকে গোপন কথাটা ব্যাখ্যা করার জন্যে যখন ও একবার ওকে বলেছিল, ছোট বেলাতেই অভ্যাসটা হয়েছিল ওর, প্রিস্ট অবশ্য বলেছিল একটা বিরাট রহস্য এটা, এত গভীর রহস্য যে সে তুলনায় ওড়াটা তুচ্ছ। আজ জানতে পারব আমরা।

ব্লিমুন্দা যখন জেগে উঠল, যে স্যাকটাতে রুটি রাখে ও সেটা নেবে বলে হাত বাড়াল কিন্তু দেখল বালিশের নিচে যথাস্থানে নেই ওটা। মেঝে আর প্যালেটের ওপর হাত চালাল ও, বালিশের নিচে হাতড়াল এবং তারপর বালতাসারকে বলতে শুনল, খামোকা খুঁজো না, কারণ ওটা পাবে না তুমি, এবং ব্লিমুন্দা মুঠি পাকানো হাতে চোখ ঢেকে ওকে অনুরোধ করল, আমাকে আমার রুটি দাও, বালতাসার, দোহাই লাগে, আমার রুটি ফিরিয়ে দাও, আগে তোমাকে বলতে হবে এর মানে কি, পারব না আমি, চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, সহসা উঠে পড়ার প্রয়াস পেল ও, কিন্তু ডান হাত দিয়ে ওকে বিরত রাখল সেটে-সয়েস, শক্ত করে কোমর জড়িয়ে ধরল ওর, সর্বশক্তিতে ধস্তাধস্তি জুড়ে দিল ব্লিমুন্দা, কিন্তু ডান পা দিয়ে ওকে চেপে ধরে রাখল ও, এবং মুক্ত হাত দিয়ে ওর চোখের উপর থেকে মুঠি পাকানো হাত সরানোর প্রয়াস পেল, আতঙ্কিত হয়ে আরও একবার চিৎকার করে উঠতে চাইল মেয়েটা, ছেড়ে দাও আমাকে, চেঁচিয়ে উঠল ও, এমন একটা প্রভাব সৃষ্টি হল যার ফলে ওকে ছেড়ে দিল বালতাসার, ওর প্রচণ্ডতায় হতচকিত বালতাসার এমন রূঢ় আচরণ করেছে বলে লজ্জাই বোধ করল প্রায়, তোমাকে ব্যথা দিতে চাই নি আমি, স্রেফ এই রহস্যটা খোলাসা করতে চেয়েছি, আমাকে রুটি ফিরিয়ে দাও, তোমাকে সব বলব আমি, তোমাকে শপথ করতে হবে, যদি সামান্য হ্যাঁ বা না-এ কাজ না হয়, শপথ করে কী হবে, এই নাও তোমার রুটি, খাও, বলল বালতাসার, বালিশের মত করে ব্যবহার করা ন্যাপস্যাক থেকে ছোট একটা ব্যাগ বের করে দিল।

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অবশেষে রুটিটা খেল ব্লিমুন্দা। আস্তে আস্তে চিবুতে লাগল। শেষ করার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেলে তাকাল ও। রুমে ছড়িয়ে পড়া ধূসর আলোর দূরবর্তী কোণে নীল ছোঁয়া লেগেছে, যদি কবিতার মত করে ভাবতে শিখত, হয়ত চিন্তাটা জাগতে পারত বালতাসারের মনে, কিন্তু রাজদরবারের অ্যান্টি চেম্বার বা কনভেন্ট পার্লারের পক্ষে বেশী মানানসই সৌজন্য বোধে উৎসাহী হওয়ার বদলে ব্লিমুন্দা ওর মুখোমুখি হওয়ায় নিজের রক্তের উষ্ণতায় হারিয়ে গেল ও, সবুজ আলোর চকিত ঝলকে ওর চোখদুটো গাঢ় হয়ে উঠতে শুরু করেছে, এখন গোপন কথায় কী আসে যায়, বরং ইতিমধ্যে যা জানতে পেরেছে সেটাই ঝালিয়ে নেয়া ভাল, ব্লিমুন্দার শরীর, ওর গোপন কথা পরে কোনও একসময় জানা যাবে, কারণ মেয়েটা একবার যখন কথা দিয়েছে, ঠিকই তা রক্ষা করবে। আমাদের প্রথমবার একসঙ্গে ঘুমোনোর কথা তোমার মনে আছে, ওকে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, যখন তুমি বলেছিলে তোমার অন্তরে চোখ দিয়েছি আমি, আমার মনে আছে, কী বলছিলে জান না তুমি, কী শুনছিলে তাও জান না, যখন আমি বলছিলাম যে আমি কোনওদিন

তোমার অন্তর দেখতে যাব না। জবাব দেয়ার সময় ছিল না বালতাসারের, এবং এখনও ওই কথাগুলো মানে বোঝার প্রয়াস পাচ্ছে ও, অন্য অবিশ্বাস্য কথাগুলোরও, ওই রুমে ওকে যখন ও বলেছে, মানুষের ভেতর দেখতে পাই আমি।

সন্দেহ আর অস্বস্তি বোধ নিয়ে প্যালেটে উঠে বসল সেটে-সয়েস, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি, মানুষের অন্তর দেখতে পারে না কেউ, আমি পারি, তোমার কথা বিশ্বাস করি না আমি, প্রথমে জানার জন্যে জোর করেছ তুমি, না জানা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না বলেছ, এখন তুমি জান আর বলছ আমার কথা বিশ্বাস কর না, বেশ বিশ্বাস না হয় না করলে, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও আমার রুটি লুকাবে না, ঠিক এই মুহূর্তে আমি কী ভাবছি যদি বলতে পার তাহলেই কেবল বিশ্বাস করব আমি, উপোস না থাকলে কিছু দেখতে পাই না আমি, তাছাড়া, আমি কথা দিয়েছি, কখনও তোমার অন্তর দেখতে যাব না, আমি নিশ্চিত আমাকে নিয়ে তামাশা করছ তুমি, আর আমি বলছি কথাটা সত্যি, কেমন করে তোমাকে বিশ্বাস করি, আগামীকাল জেগে ওঠার পর কিছু খাব না আমি, একসঙ্গে বাইরে যাব আমরা, তখন তোমাকে বলব কী দেখছি, কিন্তু তোমার দিকে তাকাব না আমি, তুমিও আমার চোখ এড়িয়ে থাকবে, ঠিক আছে, আচ্ছা, জবাব দিল বালতাসার, কিন্তু রহস্যটা খুলে বল, কেমন করে এই ক্ষমতা পেলে তুমি, যদি আমাকে প্রতারিত না করে থাক, আগামীকালই বুঝতে পারবে তোমাকে সত্যি কথাই বলছি, কিন্তু তোমার কি ইনকুইজিশনের ভয় নেই, এর চেয়ে তুচ্ছ অপরাধেও অনেক মূল্য দিয়েছে অন্যরা, আমার ক্ষমতার সঙ্গে ধর্মদ্রোহ বা উইচ ক্র্যাফটের কোনও সম্পর্ক নেই, আমার চোখজোড়া একেবারেই স্বাভাবিক, কিন্তু দিব্যদৃষ্টি আর প্রত্যাদেশে পাওয়ার কথা বলার কারণে তোমার মাকে বেত্রাঘাত করে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে, এসব কি তার কাছে শিখেছ তুমি, দুটো এক নয়, কেবল এই জগতে যা আছে তাই দেখতে পাই আমি, এর বাইরে কী আছে দেখি না, স্বর্গ বা নরক যাই হোক না কেন, আমি এনচ্যান্টমেন্ট বা হিপনোসিস, কোনওটারই চর্চা করি না, স্রেফ জিনিস দেখতে পাই, তারপরেও নিজের হাতে নিজের রক্তে স্বাক্ষর দিয়েছ তুমি, তারপর আমার বুকে ক্রস-চিহ্ন এঁকেছ সেই একই রক্তে, এটা নির্ঘাৎ উইচক্র্যাফট্, কৌমার্যের রক্ত হচ্ছে ব্যাপ্টিজমের জল, তুমি যখন আমাকে ভর করেছ, এবং যখন আমার ভেতরে নির্গত করেছ এটুকু অন্তত জানতে পেরেছি আমি, টের পেয়েছি, তোমার ভাব ধরতে পেরেছি, তোমার এই ক্ষমতাগুলো কেমন, শরীরের ভেতরে কী আছে দেখতে পাই আমি আর অনেক সময় মাটির নিচে কী ঘাপটি মেরে আছে, চামড়ার নিচে কী আছে, দেখতে পাই এবং এমনকি মাঝেমাঝে মানুষের কাপড়ের নিচেও, কিন্তু কেবল যখন উপোস থাকি তখনই এসব দেখি, চাঁদের চারভাগের একভাগ বদলে গেলে এই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি, কিন্তু অচিরেই ফিরে আসে আবার, আমি শুধু ভাবি ক্ষমতাটা যদি না থাকত, কেন, কারণ চামড়া যা ঢেকে রেখেছে সেটা কখনও দেখা উচিত নয়, তেমনি আত্মাও, কারও আত্মার ভেতর নজর চালিয়েছ তুমি, না, কখনও না,

আত্মা হয়ত আদৌ দেহের ভেতরে বাস করে না, আমি তা বলতে পারব না, কারণ আমি কখনও আত্মা দেখি নি, হয়ত আত্মা দেখা যায় না বলে, হতে পারে, কিন্তু এবার আমাকে যেতে দাও, তোমার পা সরাও, আমি উঠতে চাই।

বাকি সারাদিন আসলেই ওসব কথাবার্তা হয়েছে কিনা ভেবে কাটাল বালতাসার, নাকি স্বপ্ন দেখেছে অথবা স্রেফ ব্লিমুন্দার স্বপ্নে ছিল ও। টুকরো করার অপেক্ষায় লোহার হুকে ঝোলানো পশুর বিরাট মৃতদেহটার দিকে তাকাল ও, তীক্ষ্ণ করল দৃষ্টি, কিন্তু পশুর মাংসই কেবল দেখতে পেল ও, অস্বচ্ছ, ছাল-ছাড়ানো এবং বিবর্ণ, এবং কাঠের বেঞ্চে রাখা এবং পাল্লায় ছুড়ে দেয়া কাঁচা মাংসের টুকরোগুলোর দিকে তাকানোর সময়, উপলব্ধি করতে পারল যে ব্লিমুন্দার ক্ষমতাটা আশীর্বাদ নয়, বরং একটা অভিশাপ, এই জানোয়ারগুলোর নাড়িভূঁড়ি মোটেই সুখকর দৃশ্য নয়, সন্দেহ নেই মানুষের নাড়িভূঁড়ির বেলায়ও কথাটা সত্যি, যারা রক্ত-মাংসেরই তৈরি। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে শিখেছিল, এখন নিশ্চিত করছে তা, যেমন মানুষের শরীরের ভেতর কী আছে জানতে হলে সব সময়ই তোমাকে ক্লীভার, কামানের গোলা, ক্র্যাচেট, তরবারীর ধার, ছুরি কিংবা বুলেট ব্যবহার করতে হবে, কেবল এভাবেই নাজুক মাংসের কৌমার্য ছেদ করতে পারেন আপনি, তখন হাড় আর নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে পড়ে, তখন ওই রক্ত দিয়ে নিজেকে আশীর্বাদ করা মূল্যহীন, কারণ এ রক্ত আর জীবনের রক্ত নয়, বরং মৃত্যুর। যদিও বালতাসারের মন বিভ্রান্ত, চিন্তাকে গুছিয়ে নিতে পারলে এসব কথাই বলত ও, ওগুলো থেকে সমস্ত অতিরঞ্জন ছেঁটে ফেলত, ওকে এ প্রশ্নটা করাও অর্থহীন যে, কী ভাবছ তুমি, সেটে-সয়েস, কারণ ও স্রেফ জবাব দেবে, সত্যি কথাই বলছে ভেবে, কিছুই চিন্তা করছি না আমি, অথচ এসবই চিন্তা করেছিল ও এবং ছিন্নভিন্ন মাংসের মাঝে ভয়ঙ্কর শাদা নিজের হাড় দেখার কথা মনে করে আরও অনেক কিছুই ভাবছিল, ওরা যখন ওকে যুদ্ধ রেখা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আর বিচ্ছিন্ন হাতটা, সার্জনের পায়ের লাথিতে যেটাকে এক পাশে সরে যেতে দেখেছে ও, এর পরের আহতকে নিয়ে এস, এবং পরবর্তী জনকে নিয়ে আসা হয়েছিল, বিধ্বস্ত একজন লোক, প্রাণ নিয়ে পালাতে হলে, দুটো পা ছাড়াই যেতে হত ওকে। কেউ হয়ত এইসব রহস্য নিয়ে তদন্ত করতে চাইতে পারে, কিন্তু কী উদ্দেশ্যে, যেখানে যেকোনও পুরুষের জন্যে এটাই যথেষ্ট হওয়া উচিত যে সকালে ঘুম থেকে উঠে অনুভব করবে পাশে শুয়ে আছে, ঘুমন্ত বা জাগা, সময়ের সঙ্গে আসা মেয়েটি, ঠিক যে সময় আগামীকালে নিয়ে যাবে ওকে, হয়ত অন্য কারও বিছানায়, এখানে এই মেঝের ওপর রাখা তুচ্ছ প্যালেটটার মত কিছু, কিংবা মার্কেট্রি আর গিল্ড করা ফেস্টুনঅলা কোনও বিলাসী ফোর-পোস্টার, কারণ ভাগ্য বদলায় এবং ওকে একথা জিজ্ঞেস করাটা শয়তান-প্রেরিত প্রলোভন বা পাগলামি, চোখ বন্ধ করে কেন রুটি খাচ্ছ তুমি, যখন খাও না তখন যদি অন্ধ হয়ে থাক, তাহলে খেয়ো না ওটা, ব্লিমুন্দা, এবং খুব বেশী কিছু দেখবে না তুমি, কারণ তুমি এত বেশী দেখতে পাও, যা সবচেয়ে বেশী দুঃখের, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারটাকে আমরা মানুষেরা

এখনও মেনে নিতে পারি নি, আর তুমি, বালতাসার, কী ভাবছ তুমি, কিছু ন কোনও কিছু ভাবছি না আমি, আদৌ কখনও কিছু ভেবেছি কিনা তাও বলতে পার না, অ্যাই, সেটে-সয়েস, সল্ট-পর্কের ওই টুকরোটা নিয়ে এস এখানে।

ঘুমায় নি বালতাসার এবং ঘুমায় নি ব্লিমুন্দাও। ভোর হয়ে গেছে, বিছানায়ই শুয়ে আছে ওরা, স্রেফ ঠাণ্ডা কয়েকটা ক্র্যাকলিং আর এক মাগ ওয়াইন খাবার জন্যে উঠেছিল বালতাসার, তারপর আবার শুয়ে পড়েছে, স্থির পড়ে আছে ব্লিমুন্দা, ওর চোখজোড়া সটান বন্ধ, উপোস থাকার মেয়াদ বাড়াচ্ছে যাতে দর্শনের শক্তি আরও জোরাল হয়, অবশেষে যখন দিনের আলোর মুখোমুখি হবে তখন ওর চোখজোড়া হবে তীক্ষ্ণ আর অন্তরভেদী, কারণ আজকের দিনটা দেখবার জন্যে, স্রেফ তাকানোর জন্যে নয়, যেটা যাদের চোখ থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন ধরনের অন্ধত্বে ভোগে তাদের জন্যে হয়ত ঠিক হতে পারে । সকাল পেরিয়ে গেল, এখন ডিনারের সময়, দুপুরের খাবারের জন্যে দেয়া নাম, যেন ভুলে না যাই আমরা। অবশেষে উঠল ব্লিমুন্দা, চোখের পাতা কিঞ্চিৎ খোলা, এবং দ্বিতীয় দফা খাবার খেল বালতাসার, দেখবার জন্যে কিছুই খাচ্ছে না ব্লিমুন্দা, উপোস থাকলেও কিছুই দেখবে না বালতাসার, তারপর একসঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। দিনটা এত প্রশান্ত যে এসব ঘটনার সঙ্গে বেখাপ্পা ঠেকল, সামনে সামনে হাঁটছে ব্লিমুন্দা, ঠিক পেছনেই বালতাসার, যাতে করে যদিও ওকে সে দেখছে না, সে কী দেখছে যখন বলবে তখন শুনতে পাবে ও।

এবং ওকে বলল সে, দোরগোড়ায় বসে থাকা ওই মেয়েলোকটি পেটে ছেলে-শিশু বইছে, কিন্তু বাচ্চাটার গলায় দু-পাল্লা নাড়ি পেঁচিয়ে আছে, তো ওটা মরতেও পারে আবার বেঁচেও যেতে পারে, কী ঘটবে নিশ্চিত করে বলতে পারব না আমি আর আমরা যে মাটির ওপর দিয়ে এগোচ্ছি এটার ওপরের স্তরে রয়েছে লাল-কাদা আর তার নিচে শাদা বালির একটা স্তর, বালির নিচে নুড়ি-পাথর এবং আরও নিচে গ্রানিট, এবং একেবারে নিচে আমার চেয়ে আকারে বড় মাছের কঙ্কালসহ পানিভর্তি একটা গহ্বর, পাশ কাটিয়ে যাওয়া ওই বয়স্ক লোকটার পেটও খালি আর চোখ নষ্ট হতে চলেছে তার, আর আমার দিকে তাকিয়ে থাকা ওই যুবকটির লিঙ্গ যৌনরোগে নষ্ট হয়ে গেছে আর ট্যাপ থেকে ফোঁটা-ফোঁটায় পানি পড়ার মত পুঁজ ঝরছে ওটা থেকে, কিন্তু অক্ষমতা সত্ত্বেও সারাক্ষণ হাসছে সে, তার পুরুষ অহঙ্কার রাস্তায় মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসতে বাধ্য করছে তাকে, আশা করি তোমার তেমন কোনও অহঙ্কার নেই, বালতাসার, এবং তুমি কোন রোগ বাধিয়ে বসবে না, আর ওই যে যাচ্ছেন একজন ফ্রায়ার, তাঁর বাউয়েলসে একটা কৃমি আছে, দুজনের সমান খাবার খেয়ে ওটাকে পুষতে হচ্ছে তাঁর, কিন্তু অমন কৃমি না থাকলেও গ্রোগ্রাসে খেয়ে চলতেন তিনি, এবার সেইন্ট ক্রিসপিনের মন্দিরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা নারী-পুরুষদের দেখ, ক্রসের চিহ্ন আঁকতে দেখছ ওদের; আর অনুশোচনার ভঙ্গিতে পরস্পরকে বুকে চাপড় মারছে, কিন্তু আমি দেখছি মল-মূত্র, কৃমি আর টিউমারের

একটা বস্তা, টিউমারটা লোকটাকে শেষ করে দেবে, এখনও সেটা জানে না সে, কিন্তু আগামীকাল জানতে পারবে, এবং তখন এখনকার মতই, অনেক দেরি হয়ে যাবে, কারণ টিউমারের চিকিৎসা নেই, কিন্তু এসব কথা যে সত্যি কেমন করে সেটা বিশ্বাস করব আমি, যেখানে নিজের চোখে ওসব দেখছি না, ওকে জিজ্ঞেস করল বালতাসার, জবাবে ব্লিমুন্দা ওকে জানাল, তোমার স্পাইক দিয়ে ওখানে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ো, একটা রূপোর কয়েন পাবে তুমি, তাই করল বালতাসার, মাটিতে একটা গর্ত করল ও, একটা কয়েন বের করে আনল, ভুল হয়েছে তোমার, ব্লিমুন্দা, কয়েনটা সোনার, তোমার জন্যে ভালই হল, আমার কোনওরকম ধারণা দেয়া উচিত হয় নি, কারণ বরাবরই সোনা আর রূপো গুলিয়ে ফেলি আমি, তাসত্ত্বেও তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম একটা কয়েন পাবে তুমি এবং সেটা মূল্যবান হবে, এর চেয়ে বেশী আর কী চাইতে পার তুমি, যেখানে তোমাকে সত্যি কথা জানানো হয়েছে এবং মূল্যবান একটা জিনিস পেয়েছ, এবং ঠিক এই মুহূর্তে যদি রানী এদিক দিয়ে হেঁটে যান, আমি তোমাকে বলে দিতে পারব আবার প্রেগন্যান্ট হয়েছেন তিনি, কিন্তু বাচ্চাটা ছেলে হবে না কি মেয়ে হবে সেটা এত তাড়াতাড়ি ঠিকমত বলা যাবে না, মা সব সময় আমাকে বলত মেয়েদের জরায়ূর সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে, একবার যখন ফেঁপে ওঠে, বারবার ফেঁপে ওঠার প্রবণতা দেখা যায় ওটার, তোমাকে আমি এও বলতে পারি যে চাঁদের সপ্তাহ্ বদলাতে শুরু করেছে, কারণ টের পাচ্ছি আমি, চোখজোড়া জ্বলছে আমার এবং ওগুলোর সামনে হলদে ছায়ারা হামাগুড়ি দেয়া পশুর মত নড়াচড়া করছে, থাবা বাড়াচ্ছে, খোঁচা মারছে আমার চোখে, ঈশ্বরের দোহাই, বালতাসার, তোমাকে মিনতি করছি, বাড়ি নিয়ে চলো আমায় আর কিছু খেতে দাও, তারপর শুয়ে থেকো আমার পাশে, তোমার সামনে হাঁটছি বলে তোমাকে দেখছি না আমি, আর তোমার ভেতর দেখার কোনও ইচ্ছা নেই আমার, আমি শুধু তোমার দিকে তাকাতে চাই, ওই শ্যামলা দাড়িভরা চেহারা, ক্লান্ত চোখজোড়া, আর আমার পাশে শুয়ে থাকা আবার আমাকে ভালোবাসাার সময়ও লেগে থাকা বিষণ্ন অভিব্যক্তির দিকে, বাড়ি নিয়ে চলো আমায়, চোখ নামিয়ে তোমার পেছন পেছন হাঁটব আমি, কারণ কখনও তোমার অন্তরে নজর না চালানোর শপথ নিয়েছি আমি, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব, কখনও তা ভঙ্গ করলে শাস্তির যোগ্য হব।

আসুন এবার আমরা আমাদের চোখ তুলি, কারণ এখন ইনফ্যান্টে ডোম ফ্রান্সিস্কোর নিশানা কতটা নিখুঁত প্রমাণ করার জন্যে ট্যাগাসের তীরে দাঁড়ানো প্রাসাদের জানালা থেকে জাহাজের ইয়ার্ডে জড়ো করা নাবিকদের উদ্দেশে গুলি বর্ষণ দেখার সময় হয়েছে, এবং তিনি যখন লক্ষ্য ভেদ করছেন, ডেকে লুটিয়ে পড়ছে ওরা, মারাত্মক রক্তক্ষরণ হচ্ছে সবার, ওদের বেশ কয়েকজন মারা পড়েছে এবং যখন গুলি ফস্কে যাচ্ছে, ভাঙা হাত-পা নিয়ে পড়ে থাকছে ওরা, অদম্য খুশিতে হাত তালি দিচ্ছেন ইনফ্যান্টে, তখন তার ফুটম্যানরা বন্দুকে গুলি ভরে দিচ্ছে, ফুটম্যানদের কেউ আহত সৈনিকটির ভাইও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই দূরত্বে,

এমনকি রক্ত আর আত্মীয়তার কণ্ঠস্বরও শোনা যাবে না, আবার গুলি হল একটা, আরেকটা চিৎকার, আরেকটা প্রাণহানি, হিজ রয়্যাল হাইনেসের কোপানলে পড়ার ভয়ে নাবিকদের শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিতে সাহস পাচ্ছে না কোয়ার্টার মাস্টার, তাছাড়া, যত প্রাণহানিই ঘটুক না কেন, মহড়া চালাতেই হবে, এবং কোয়ার্টার মাস্টার যে হিজ রয়্যাল হাইনেসকে বিরক্ত করতে চায় না সেটা দূর থেকে ঘটনাবলী প্রত্যক্ষকারী কারও বক্তব্য এবং এমন সম্ভবনাই বেশী যে এ জাতীয় মানবীয় বিবেচনা তার মাথায় কখনও আসে নি, ওই যে কুত্তার বাচ্চাটা আমার নাবিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে, ইন্ডিয়া আর ব্রাযিলে নতুন নতুন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা, অথচ ডেক মোছা ছাড়া অন্য কোনও কাজের কথা ওদের বলতে পারছে না সে, এবং ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিতে পাঠককে একঘেয়েমি বোধে আক্রান্ত না করে এখানেই ব্যাপারটা ছেড়ে যাব আমরা, শত হোক, প্রণালী পেরিয়ে কোনও ফরাসী জলদস্যুর গুলিতেই যদি নাবিকদের মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে থাকে, এখানে গুলি খাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়, কারণ, মৃত বা আহত, অন্তত নিজ দেশেই আছে ওরা, আর ফরাসি জলদস্যুদের কথা বলতে গিয়ে আমাদের দৃষ্টি সেই রিও ডি জেনেইরো পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, ওখানে একটা ফ্রেঞ্চ আর্মাডা কোনওরকম গুলি বর্ষণ ছাড়াই আগ্রাসন চালিয়েছে, কারণ পর্তুগীজ কর্মকর্তারা, জমিন বা সমুদ্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকুক না কেন, সিয়েস্তা উপভোগ করছিল তারা, আর ফ্রেঞ্চরা তাদের সুবিধামত স্বাধীনভাবে নোঙর ফেলেছে এবং কোনও রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না হয়েই নেমে এসেছে, এমন ভাব করেছে ওরা যেন নিজেদের এলাকাতেই আছে, এবং গভর্নর তাদের দাবী মেনে নিয়ে নির্দেশ জারি করেছেন যে কেউই তার সম্পদ সরানোর বা লুকোনোর চেষ্টা করতে পারবে না, নিশ্চয়ই নিজস্ব জোরাল কোনও যুক্তি আছে তাঁর, অন্তত আতঙ্ক থেকে সৃষ্টগুলো তো বটেই, এবং ফ্রেঞ্চরা হাতের কাছে যা পেয়েছে লুটপাট করে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে, যেসব জিনিস তারা নাড়াতে পারে নি এবং জাহাজে নিয়ে তুলতে পারে নি, পাবলিক স্কয়্যারে বিক্রি করে দিয়েছে এবং নিলামে তুলেছে এবং এক ঘণ্টা আগে ফ্রেঞ্চরা ওদের কাছ থেকে যা চুরি করেছে সেগুলো কেনার খদ্দেরের অভাব হয় নি, এবং ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে আগুন ধরিয়ে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ওরা, হানাদারদের কেউ কেউ ইহুদি সংবাদদাতাদের উস্কানিতে আশপাশের গ্রামাঞ্চলে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, বিশেষ কিছু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার কাছে লুকানো সোনার ভাণ্ডার থাকার খবর দিয়ে ওদের লেলিয়ে দিয়েছে ওরা, আমাদের দশহাজার সৈনিকের বিরুদ্ধে দুই কি তিনহাজার ফরাসির দৌরাত্ম্য, স্পষ্টতই শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন গভর্নর, তো এরচেয়ে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই, পর্তুগীজ বাহিনীতেও বহু বিশ্বাসঘাতক ছিল, যদিও চেহারা প্রতারিত করতে পারে, যেমন উদাহরণ স্বরূপ, বেইরার রেজিমেন্টগুলোর সৈনিকরা, যেমন উল্লেখ আমরা করেছি, যারা শত্রু পক্ষে যোগ দিয়েছে, পক্ষত্যাগী ছিল না, স্রেফ খাওয়ার মত একটা কিছু

পাওয়া যাবে বলে গিয়েছিল ওরা আর বাকিরা যার যার বাড়ি ফিরে গেছে, যেটা প্রত্যাশিতই ছিল এবং মোটেও অবিশ্বস্ততার আচরণ নয়, যে জাতি সেনাদল চায় যাতে নিজেদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে তাদের অন্তত জীবিত অবস্থায় খাবার আর কাপড়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা উচিত, এবং তাদের যেন নগ্নপায়ে ঘুরে বেড়াতে না দেয়া হয় এবং শৃঙ্খলবিহীন বা সামরিক মহড়া ছাড়া ছেঁড়া পোশাকে ছেড়ে দেয়া না হয়, কারণ এই লোকগুলোই প্রতিপক্ষের কোনও স্প্যানিয়ার্ডকে আহত করার চেয়ে নিজেদের ক্যাপ্টেনকে গুলির নিশানায় স্থাপন করে অনেক বেশী সন্তোষ খুঁজে পাবে, এবং আমাদের আগেই উল্লেখ করা ওই তিরিশটা ফরাসি জাহাজের চেয়ে আমোদকর দৃশ্য আর কী হতে পারে। কেউ কেউ ওদের পেনিশে থেকেই দেখেছে বলে দাবী করল, অন্যরা নিকটবর্তী আলগার্ভের কাছে, এবং সাবধানতা হিসাবে ট্যাগাসের তীরবর্তী ওঅচ-টাওয়ারগুলো ঘেরাও করা হল এবং স্যান্টা অনাপোলোনিয়া অবধি গোটা নৌবাহিনীকে সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে, তো জাহাজগুলোর স্যান্টারেম বা টানকোস থেকে ভাটির দিকে আসার সম্ভাবনা কম, কিন্তু ফ্রেঞ্চরা সবকিছুই করতে পারে, এবং যেহেতু পর্তুগীজদের হাতে অল্পসংখ্যক জাহাজ ছিল, হাতের কাছে পাওয়া ইংলিশ অর ডাচ কনভয়ের কাছে সাহায্য চাইল ওরা, সম্মিলিত বাহিনী তারপর শত্রুর মোকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান গ্রহণ করল, যারা ওই কাল্পনিক এলাকার দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে করা হল, এবং ঠিক কডের চালানবাহী নৌবহরকে হানাদার নৌবহর বলে ভুল করার সেই বিখ্যাত ঘটনার মত কথিত শত্রু এইবার পোর্টো থেকে আসা মদের চালানে রূপ নিল, ফরাসী যোদ্ধায় ভরা মনে করা হয়েছিল যে জাহাজগুলোকে দেখা গেল আসলে ওগুলো ইংলিশ বাণিজ্য জাহাজ, আমাদের ওপর দিয়ে খুব একচোট হেসে নিল ওগুলোর ক্রুরা, বিদেশীরা সহজেই আমাদের রসিকতার পাত্রে পরিণত করে, যদিও একথাই বলা উচিত যে আমরাও ওদের কাছে নিজেদের হাসির খোরাকে পরিণত করতে কম যাই না, আমাদের বরং খোলামেলা হওয়াই ভাল, ব্লিমুন্দার দিব্যদর্শনের ক্ষমতার আশ্রয় না নিয়েই আমাদের নির্বুদ্ধিতা সবার কাছে পরিষ্কার ধরা পড়ে, এবং খদ্দেরদের খুশি করার জন্যে সবকিছু করতে রাজি বেশ্যাদের কাছে ঘন ঘন যাতায়াতকারী যাজকের ঘটনাও রয়েছে, এবং তারচেয়ে বড় কথা, খদ্দেরকে তার পছন্দসই সবকিছু করতে দেয় ওরা, এইভাবে মাংসের ক্ষুধায় জুড়িয়ে পেটের ক্ষুধা মেটায় এবং এই যাজক তাঁর প্রার্থনাসভাগুলোয় শ্রদ্ধার সঙ্গে বয়ান দেন, কিন্তু যখনই সুযোগ পান, চোখের সামনে দামী কিছু পেলে চট করে গায়েব করে ফেলেন, কিন্তু এক পতিতা তাঁকে প্রকাশ্যে দোষারোপ করল একদিন, যার কাছ থেকে অনেক বেশী নিয়েছিলেন যা দিয়েছেন তার চেয়ে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ একটা বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এল বেইলিফরা, অন্য নিরীহ মহিলাদের নিয়ে ওখানে উঠেছিলেন তিনি, জোর করে ঢুকল ওরা, কিন্তু এমন এলোপাতাড়ি তল্লাশি চালাল যে তাঁকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হল, ওরা যখন এক বিছানায় খুঁজছে, যাজক

তখন অন্য বিছানায় গাঢাকা দিয়েছিলেন, এভাবে সটকে পড়ার প্রচুর সময় দিল ওরা তাঁকে, সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ন্যাংটো অবস্থায় দুপদাপ করে নেমে লাথি-ঘুসি মেরে রাস্তা বের করে নিলেন তিনি, বেইলিফের লোকেরা ভাল মারই খেল, আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে লম্পট যাজকের কিছু ধাওয়া করল ওরা, কীভাবে মুষ্টি ব্যবহার করতে হয় জানা ছিল তাঁর; সকাল আট-টায় তাঁকে রুয়া ডোম এসপিনগার্ডেইরস বরাবর ধাওয়া করে ওরা, ঠিক যখন বিছানা ছেড়ে উঠতে শুরু করেছে লোকজন, দিনের চমৎকার সূচনা, বেইলিফের লোকজনের প্রবল ধাওয়া খেয়ে ন্যাংটো যাজককে খরগোশের মত দৌড়ে যেতে দেখে, রাস্তার প্রত্যেকটা দরজা জানালা থেকে চিৎকার আর হাসির হল্লা ভেসে আসল, তাঁর বিরাট লিঙ্গ উত্থিত; আর ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন, কারণ এমন সম্পদের অধিকারী লোকের বেদী নয় বিছানায় নারীদেরই সেবা করা উচিত, মহিলা অধিবাসীদের জন্যে তাঁর লিঙ্গ দর্শন দারুণ একটা ধাক্কা ছিল, বেচারিরা একেবারে অসতর্ক অবস্থায় মুখোমুখি হল, ঠিক চার্চ অভ কনসেইসাও ভেলহার ভেতরে প্রার্থনারত মহিলাদের মতই, বাতাসের জন্যে হাঁপাতে হাঁপাতে আইল বরাবর ঝড়ের বেগে যাজককে ছুটে আসতে দেখল ওরা, অ্যাডামের মতই নগ্ন, কিন্তু পাপে আবৃত, বেল ক্ল্যাপার আর র‍্যাটলের শব্দ তুলে প্রথম ঘণ্টার আওয়াজে হাজির হলেন তিনি, দ্বিতীয় ঘণ্টায় লুকালেন এবং তৃতীয় ঘণ্টায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন চিরদিনের মত, যাজকদের স্বত:স্ফূর্ত হস্তক্ষেপ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা ভূমিকা পালন করেছিল এবং তাঁর নগ্নতা ঢাকার পর তাঁকে ওঁরা ছাদের ওপর দিয়ে পালাতে সাহায্য করেন, ঘটনাটা হ্যাব্রেগাসের ফ্রান্সিস্ক্যান ফ্রায়ারদের খুব বেশী বিস্মত করে নি, কারণ মহিলাদের নিজ নিজ সেলে নিয়ে তাদের সমাদর উপভোগের বেলায় বেশ কুখ্যাত এই যাজকটি অন্তত নিজের পায়ে ব্রথেলে গিয়ে উঠেছিলেন, যেখানে মেয়েরা যথারীতি স্যাক্রামেন্ট লাভের অপেক্ষায় থাকে, পাপ আর অনুতাপের মাঝখানে ঘূর্ণি খায় সব, কারণ কেবল পবিত্র সাপ্তাহিক মিছিলের সময়ই উত্তেজিত অনুতাপকারীরা রাস্তায় নেমে আসে না, লিসবনের প্রাণকেন্দ্রে বাসকারী মহিলা আর কনসেইসাও ভেলহার পবিত্রতার ভান করা বৃদ্ধা মেইডদের আছে যে কত অসংখ্য ভাবনার স্বীকারোক্তি দিতে হয়, পিছু ধাওয়ারত বেইলিফের লোকজনের সামনে নগ্ন যাজককে দেখার পর, ধর, ধর, বলে চেঁচাচ্ছিল ওরা, আরও একটা কারণের কথাও আমি বলতে পারি যেজন্যে প্রাণপণে ধরতে চাইছিল ওরা, দশ প্যাটারনস্টার, দশটি সালভ্ রেজিনা আর আমাদের প্যাট্রন সেইন্ট অ্যান্টনির নামে দশ রেইস নিবেদন এবং পেটের ওপর দুহাত আড়াআড়িভাবে রেখে, পুরো এক ঘন্টার জন্যে শুয়ে থাকার জন্যে, ভঙ্গি যেমনটি দাবী করে, কিংবা পিঠের ওপর, এই ভঙ্গিটি সবচেয়ে স্বকীয় আনন্দের, কিন্তু সবসময় কারও চিন্তা জাগানো, কারও স্কার্ট ওঠানো নয়, কারণ সেটা পরবর্তী পাপের জন্যে তুলে রাখা হয়েছে।

সবাই যা দেখা সম্ভব বা চোখ যেটা অনুমোদন করে সেটা কিংবা কোনও কিছুর ক্ষুদ্র যে অংশ সে দেখতে চায়, দেখার জন্যে চোখ ব্যবহার করে, যদি না তা

কাকতালীয় ব্যাপার হয়, বালতাসারের বেলায় যেমনটি হয়েছে, যেহেতু কসাইখানায় কাজ করে ও, কার্ডিনাল লুনা ডা কানহার আগমন দেখার জন্যে তরুণতম পোর্টার আর শিক্ষানবীশদের সঙ্গে স্কয়্যারে গিয়েছিল, রাজার হাত থেকে লাল-টুপি গ্রহণ করার কথা তাঁর, সেই সঙ্গে ক্রিমসন ভেলভেট আর সোনার বেনীতে নকশা করা লিটারে প্যাপাল লিগেইটও, এবং প্যানেলগুলোও দারুণ গিল্টে নকশা করা, দুপাশে কার্ডিনালের কোর্ট অভ আর্মস্। কার্ডিনালের মিছিলে একটা ক্যারিজ আছে যেটা ব্যক্তিগত মর্যাদার চিহ্ন হিসাবে খালি অবস্থায় এগোয়, এবং আরেকটা ক্যারিজ স্টুয়ার্ড আর প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্যে, এবং কার্ডিনালের পোশাকের শেষাংশ বহনকারী চ্যাপলেইন, যখন সেটা বহন করতে হয়, স্প্যানিশ উৎসের দুটো উন্মুক্ত ক্যারিজ চ্যাপলেইন আর পেইজদের বহন করে, এবং লিটারের সামনে রয়েছে বারজন ফুটম্যান, যারা সব কোচম্যান আর লিটার বহনকারীদের সঙ্গে মিলে দর্শনীয় এনটোরেজ গঠন করেছে, এবং বেতনখাটা ভৃত্যদের কথা ভুলে যাওয়া চলবে না আমাদের যারা মিছিলের সামনে লাঠি হাতে চলছে, আসলেই উৎফুল্ল লোকজনই এমন উৎসবে আনন্দে মেতে ওঠে এবং ক্যার্ডিনালকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে অভিজাতদের রাজপ্রসাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া দেখার জন্যে রাস্তায় ভিড় জমিয়েছে, যেখানে অনুষ্ঠান দেখার জন্যে ঢোকার অনুমতি পাবে না বালতাসার, কিন্তু ব্লিমুন্দার ক্ষমতার কথা জানা থাকায়, আসুন ধরে নিই এখানে আছে ও, গার্ড অভ অনারের মাঝখান দিয়ে কার্ডিনালকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখব আমরা, এবং তিনি শেষ দর্শকের চেম্বারে প্রবেশ করার সময় তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসলেন রাজা এবং পবিত্র জল দিলেন তাঁকে, এবং পাশের চেম্বারে একটা মখমলের কুশনে হাঁটু গেড়ে বসেছেন রাজা এবং অন্যটায় কার্ডিনাল এবং বেশ পেছনে, অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মানানসইভাবে সাজানো একটা বেদীর সামনে, রাজপ্রাসাদের একজন চ্যাপলেইন যথাযথ জাঁকজমক আর আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে হাই ম্যাস পালন করছেন, ম্যাস শেষ হওয়ার পর, প্যাপাল লিগেইট নোমিনেশনের প্যাপাল ব্রীফ নিয়ে রাজার হাতে তুলে দিলেন, ওটা আবার প্যাপালের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার আগে গ্রহণ করলেন রাজা, প্যাপালকে দিলেন যাতে উচ্চ কণ্ঠে পড়তে পারেন তিনি, প্রটোকল মানার জন্যে এটা বলা দরকার, রাজা ল্যাটিন পড়তে জানেন না বলে নয়, পড়ার কাজটা শেষ হবার পর প্যাপাল লিগেট থেকে কার্ডিনালের বিরেটা নিয়ে কার্ডিনালের মাথায় স্থাপন করলেন রাজা, যিনি স্বভাবতই ক্রিশ্চান বিনয়ে আপ্লুত হয়ে গেলেন, কারণ এসব সাধারণ মানুষের জন্যে গুরু দায়িত্ব, নিজেকে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হতে দেখছেন, কিন্তু সৌজন্য আর শ্রদ্ধার পর্ব এখনও শেষ হয় নি, প্রথমে কার্ডিনাল তাঁর পোশাক বদল করতে গেলেন, এবং আবার যখন ফিরে এলেন তিনি, তাঁর পরনে সম্পূর্ণ লাল পোশাক, তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে মানানসই, এবং আবারও রাজার সামনে আহ্বান করা হল তাঁকে, আনুষ্ঠানিক ক্যানোপির নিচে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, কারডিনাল পরপর দুবার তাঁর বিরেটা

লাগালেন এবং খুললেন, এবং রাজাও তাঁর টুপির সাহায্যে একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তারপর তৃতীয় বারের মত পুনরাবৃত্তি করে চার কদম সামনে এগিয়ে গেলেন কার্ডিনালকে আলিঙ্গন করার জন্যে, অবশেষে দুজনেই তাঁদের মাথা ঢাকলেন এবং বসলেন, একজন অপরজনের চেয়ে ওপরে, কিছু কথা বললেন ওঁরা, এবং ওঁদের বক্তব্য শেষ হবার পর প্রস্থানের সময় হল, টুপি উঠল আবার নামল, অবশ্য এখনও রানীকে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে শ্রদ্ধা দেখানো বাকি আছে কার্ডিনালের, সেখানে আরও একবার ক্রমান্বয়ে একই আনুষ্ঠানিকতার ভেতর দিয়ে গেলেন তিনি, যতক্ষণ না শেষে রয়্যাল চ্যাপেলে নেমে এলেন কার্ডিনাল, যেখানে টে ডিউম গানের প্রস্তুতি চলছে, সকল প্রশংসা ঈশ্বরের, এমন অনুষ্ঠান সহ্য করার ক্ষমতা যাঁর আছে।

বাড়ি ফিরে কী কী দেখেছে ব্লিমুন্দাকে বলল বালতাসার, এবং যেহেতু আতশবাজি খেলার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, সাপারের পর তাই রোসিওতে চলে এল ওরা, এই উপলক্ষ্যে হয় সামান্য কয়েকটা মশাল জ্বালানো হয়েছিল অথবা দমকা হাওয়ায় নিভিয়ে দিয়েছে ওগুলো, কিন্তু মোদ্দা কথা হল কার্ডিনাল তাঁর বিরেটা পেয়েছেন, ঘুমোনোর সময় ওটা তাঁর খাটের ওপর ঝোলানো থাকবে, যদি অলক্ষ্যে কদর করতে মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন, চার্চের এই রাজকুমারকে যেন আমরা নিন্দা না জানাই, কারণ আমরা সবাইই অহঙ্কারের দিকে চালিত হই, এবং রোম থেকে বিশেষভাবে কমিশন্ড করা ও পাঠানো কার্ডিনালের বিরেটা যদি ওই মহান পুরুষদের বিনয় পরখ করার কোনও ধরনের ক্ষতিকর ষড়যন্ত্র না হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের নম্রতা আমাদের আন্তরিক আস্থার দাবী রাখে, গরীব মানুষের পা ধুতে প্রস্তুত হয়ে থাকলে ওঁরা আসলেই বিনয়ী, এই কার্ডিনাল যেমন করেছেন এবং আবার করবেন, যেমন রাজা আর রানীও করেছেন এবং আবার করবেন, বালতাসারের জুতোর তলা এখন ক্ষয়ে গেছে এবং ওর পা দুটো নোংরা, এইভাবে প্রথম শর্ত পূরণ হয়েছে, যার ফলে কার্ডিনাল বা রাজা একদিন ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসবেন, সূক্ষ্ম লিনেন টাওয়েল, রূপার বেসিন আর গোলাপ-জল নিয়ে, দ্বিতীয় শর্তটা নিশ্চিতভাবে পূরণ করতে চায় বালতাসার, যেহেতু এখন সবচেয়ে হতদরিদ্র অবস্থায় আছে ও, এবং তৃতীয় শর্তটি হচ্ছে ওকে সৎ মানুষ হিসাবে মনোনীত হতে হবে যে সৎকাজের চর্চা করে। ওর আবেদন করা পেনশনের কোনও লক্ষণ দেখা যায় নি এখনও, এবং ওর পৃষ্ঠপোষক পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর অনুরোধ কোনও কাজে আসে নি, তুচ্ছ কোনও অজুহাতে অচিরেই কসাইখানার চাকরি হারাবে ও, তবে কনভেন্টের গেইটগুলোয় এখনও খাবার মত অসংখ্য স্যুপের বাউল রয়েছে, এবং কনফ্র্যাটানিটিগুলোর কাছ থেকে পাওয়া দান, লিসবনে উপোস করে মারা যাওয়া কঠিন, এবং পর্তুগীজরা কোনওমতে টিকে থাকার কায়দা শিখে নিয়েছে। এদিকে, ইনফ্যান্টে ডোম পেদ্রো জন্ম নিয়েছে, যদিও দ্বিতীয় সন্তান হিসাবে, সে তার ব্যাপ্টিজমে মাত্র চারজন বিশপ লাভের দাবী রাখে, অবশ্য

মনুষ্ঠানে কারডিনালকে পেয়ে যাওয়ায় কিছু সুবিধা পেল সে, ওর বোন ব্যাপটাইজ হওয়ার সময় তখনও নির্বাচিত হন নি তিনি, এবং এদিকে, সংবাদ এল যে ক্যাম্পো মইওরের অবরোধে প্রচুর শত্রু নিহত হয়েছে এবং আমাদের পক্ষে অল্প প্রাণহানি ঘটেছে, যদিও আগামীকাল নাগাদ ওরা হয়ত বলতে শুরু করবে আমাদের প্রচুর লোক মারা গেছে আর শত্রুপক্ষে মরেছে অল্প, কিংবা শঠে শঠ্যাং, পৃথিবী যখন ধ্বংস হয়ে যাবে আর সব পক্ষের মৃতের সংখ্যা গোণা হবে তখন এমনই কিছু দাঁড়াবে ব্যাপারটা। ব্লিমুন্দাকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা বলছে বালতাসার, ওর বাম বাহু হতে বেরিয়ে থাকা হুকটা মুঠি করে ধরে আছে ব্লিমুন্দা, যেন মানুষের হাতই ধরেছে ও, এবং ওটা ব্লিমুন্দার হাতের ছোঁয়া লাভের সময় নিজের চামড়ার অনুভূতির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বালতাসারের।

কনভেন্টটা কোথায় নির্মিত হবে তার জায়গা নির্বাচনের জন্যে মাফরায় গেছেন রাজা। অল্টো ডা ভেলা নামে পরিচিত পাহাড়ের ওপর হবে ওটা, ওখান থেকে সাগর দেখা যাবে, এবং যেখানে কনভেন্টের ভবিষ্যৎ অরচ্যাড আর কিচেন গার্ডেনে যাও, সেঁচের জন্যে টাটকা পানির অভাব নেই, ফ্রান্সিস্ক্যানদের জমির চাষের ব্যাপারে আলকাবাকার সিস্টারসিয়ান থেকে পিছিয়ে থাকার কোনও ইচ্ছে নেই, এবং যদিও অনাসিমির সেইন্ট ফ্রান্সিস নিরিবিলি পরিবেশেই সন্তুষ্ট ছিলেন, সেইন্ট ছিলেন তিনি এবং এখন মৃত। আসুন আমরা প্রার্থনা করি।

সেটে-সয়েসের ন্যাপস্যাকে এখন আরেকটা লোহার টুকরো রয়েছে, ডিউক অভ আভেইরোর এস্টেটের চাবি। আগে উল্লেখ করা চুম্বক সংগ্রহ করতে পেরে, তবে গোপন বস্তুটি পান নি, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো তাঁর ফ্লাইং মেশিন সংযোজন শুরু করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বালতাসারকে তাঁর ডান-হাত হিসাবে আখ্যায়িত করা চুক্তিটি বাস্তবায়িত করতে পারছেন, যেহেতু ওর বাম হাতটা অপ্রয়োজনীয়, ঠিক যেমন প্রিস্টের ভাষ্য অনুযায়ী, ঈশ্বরের কোনও বাম হাত নেই, এবং যেহেতু তিনি এসব দারুণ স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষণা করেছেন সুতরাং তাঁরই জানার কথা। এবং কোস্টা ডো ক্যাস্টেলো যেহেতু স্যাবাস্টিয়াও ডা প্যাদ্রেইরা থেকে বেশ দূরে, এবং রোজ যাওয়া আসার বেলায় যথেষ্ট দূর, ব্লিমুন্দা ওর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেটে-সয়েস যেখানে যাবে সেখানে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বড় কোনও ক্ষতি নয় এটা, বাড়ির ছাদ আর তিনটা দেয়াল আর নিরাপদ নেই, অন্যদিকে চতুর্থ দেয়ালটা, নিরাপদ না হবার জো নেই, কারণ দুর্গের একটা অংশ গঠন করেছে ওটা, যেটা বহু শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, এত দীর্ঘ সময় ধরে যে পাশ দিয়ে যাবার সময় কেউ ভাবে না পর্যন্ত, দেখ একটা খালি বাড়ি, আর কোনও কিছু যোগ না করেই ভেতরে পা রাখে, বাড়িটা আগামী বারমাসের মধ্যেই লুটিয়ে পড়বে, অল্প কয়েকটা ভাঙা ইঁট আর গুঁড়োগাঁড়া অবশিষ্ট থাকবে বাড়িটার, যেখানে স্যাবাস্টিয়ানা মারিয়া ডি জেসাস থাকত এবং প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছিল ব্লিমুন্দা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করার জন্যে, কারণ উপোস জন্ম নিয়েছিল ও।

ওদের সামান্য জিনিসপত্র স্থানান্তরের জন্যে একটা ট্রিপই যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হল, মাথায় একটা বান্ডিল বইল ব্লিমুন্দা, আর বালতাসারের পিঠে আরেকটা, ব্যস এইই সব। দীর্ঘ যাত্রায় নিয়মিত বিরতিতে বিশ্রাম নিল ওরা, নীরবে পথ চলতে লাগল, কারণ পরস্পরকে বলার মত কিছুই নেই ওদের, আমাদের জীবন যখন বদলাতে থাকে তখন মামুলি কোনও কথাও অতিরিক্ত হয়ে যায়, এবং যখন আমরাও বদলাই তখন তো আরও বেশী। মালপত্রের বেলায়, যখন কোনও পুরুষ আর নারী তাদের জিনিসপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যায় তখন সব সময়ই তা সামান্য হওয়া উচিত কিংবা যখন একজনের গুলো অন্যজনের কাছে নিয়ে যায়, যাতে আবার ফিরে আসতে না হয়, কারণ সেটা মূল্যবান সময়ের দারুণ অপচয়।

কোচ-হাউসের এক কোণে ওরা ওদের প্যালেট আর ম্যাট বিছাল, আর প্যালেটের পায়ের কাছে একটা চেস্টের সামনে বেঞ্চ পাতল, যেন নতুন এলাকার

ান্ত চিহ্নিত করতে একটা কাল্পনিক রেখা আঁকছে, এরপর সত্যিকারের বাড়ির ছাপ
ার জন্যে তারের ওপর কাপড় ঝুলিয়ে পার্টিশন বানাল, যেখানে ইচ্ছা করলে একা
। পারে যেন! উদাহরণ স্বরূপ, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো যখন আসেন, ব্লিমুন্দা,
ওঅশ-টাবে ব্যস্ত থাকার মত কাপড় ধোয়ার কাজ না থাকে ওর, কিংবা স্টোভের
ছ থাকার মত রান্না, অথবা হাতুড়ি আর পিনশার, তার এবং লাঠি এগিয়ে দিয়ে
তাসারের কাজে সহায্য না করে, ওর আপন ছোট্ট রাজত্বে চলে আসতে পারবে,
চেয়ে বেপরোয়া মহিলারাও কখনও কখনও যা কামনা করে, যদিও তা এখন
াশিত হতে যাওয়া অভিযানটির মত রোমাঞ্চকর নাও হতে পারে। টেনে দেয়া পর্দা
ফেশনাল হিসাবেও কাজ দেয়, ফাদার কনফেসর বাইরের দিকে বসেন,
তাপকারীরা, একের পর অন্যজন, অন্যপাশে হাঁটু গেড়ে বসে, ঠিক যেখানে ওরা
সঙ্গে বাস করার পাশাপাশি ক্রমাগত কামনার পাপ করে যাচ্ছে, যদি ওই শব্দটা
দ পাপের চেয়ে মারাত্মক না হয়, একটা পাপ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা পায়, পাদ্রে
র্টোলোমিউ লরেনসোর হাতে, যাঁর চোখের সামনে আরও বড় পাপ রয়েছে, যেমন
াকাঙ্ক্ষা আর অহঙ্কার, কারণ একদিন স্বর্গে আরোহনের পরিকল্পনা করছেন তিনি,
খানে এ পর্যন্ত কেবল ক্রাইস্ট এবং ভার্জিন গুটি কয়েক নির্বাচিত সেইন্টদের নিয়ে
য় গেছেন, চারপাশে ছড়িয়ে থাকা এইসব নানান অংশ অনেক কষ্টে জড়ো করছে
াতাসার এবং পার্টিশনের অন্যপাশ থেকে ব্লিমুন্দা, সেটে-সয়েসের শোনার মত যথেষ্ট
রাল স্বরে বলছে, স্বীকার করার মত কোনও পাপ করি নি আমি।

হলি ম্যাসে যোগদানের দায়িত্ব পালনের জন্যে আশপাশে চার্চের কোনও অভাব
ই, যেমন আছে ডিসক্যালসেড অগাস্টিনিয়ানস, যেটা সবচেয়ে কাছে, কিন্তু যদি,
মনটা প্রায়ই ঘটে, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো তাঁর প্রিস্ট সুলভ দায়িত্ব পালনে
স্ত থাকেন বা রাজদরবারে কোনও দায়িত্ব পালন করেন, যেজন্যে স্বাভাবিকের
য়ে বেশী সময় লেগে যায়, যদিও রোজ এখানে আসার দরকার হয় না তাঁর, যদি
ান পাদ্রে বালতাসার ও ব্লিমুন্দার সন্দেহাতীতভাবে ধারণ করা ক্রিশ্চান উদ্দীপনার
থা উজ্জীবিত করতে না আসেন, ও ওর আয়রন আর সে তার আগুন আর জল
য়ে, এবং যে আবেগ দুজনকেই মেঝের ওপর পাতা প্যালেটে ধাবিত করে, তখন
য়ই স্বর্গীয় উৎসর্গে যোগ দেয়ার দায়িত্বের কথা ভুলে যায় ওরা এবং স্বীকারোক্তি
তে ভুলে যায় যা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে, ওদের ধারণ করা আত্মারা আদৌ
শ্চান কিনা। কোচহাউসেই থাকুক ওরা বা সূর্যালোকে রোদ পোহাতে বাইরে যাক,
হাত অবহেলায় পড়ে থাকা বিশাল এলাকায় ঘেরাও হয়ে থাকে ওরা, ফল গাছগুলো
গুলোর স্বাভাবিক বুনো চেহারায় ফিরে যাচ্ছে, পথঘাট ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কাঁটাঝোপে,
ককালে যেখানে কিচেন-গার্ডেন ছিল, জংলা গাছ আর আইভি লতা দখল করে নিয়েছে
য়গাটা, কিন্তু বালতাসার ইতিমধ্যে জঘন্য ধরনের আগাছা গুলো একটা সাইদ দিয়ে
ফ করে ফেলেছে, এবং শেকড় কাটার জন্যে নিড়ানি ব্যবহার করেছে ব্লিমুন্দা,
কানোর জন্যে রোদে বিছিয়ে দিয়েছে ওগুলো, সময়ের পরিক্রমায় এই জমিন ওদের

পরিশ্রমের প্রতিদান হিসাবে কিছু একটা উৎপন্ন করবে। তবে অবসরের মুহূ
উপভোগ করে ওরা, এবং বালতাসারের যখন মনে হয় ওর মাথা চুলকাচ্ছে, ব্লিমু
কোলে মাথা রাখে ও, উকুন বাছে ব্লিমুন্দা, এই প্রেমিক-যুগল আর উড়োজাহা
উদ্ভাবকদের আচরণে খুব বেশী বিস্মিত হওয়া উচিত হবে না আমাদের, যদি
আমলে এই ধরনের পরিভাষার অস্তিত্ব থেকে থাকে, ঠিক আজকাল যেমন লোকে শা
বদলে যুদ্ধবিরতির কথা বলে। ব্লিমুন্দা, আহা, ওর মাথার উকুন বাছার কেউ নে
যথাসাধ্য চেষ্টা করে বালতাসার, কিন্তু যদিও উকুন ধরার মত যথেষ্ট হাত আর আ
ওর আছে, ব্লিমুন্দার গাঢ় মধু-রঙা চুল ধরার মত আঙুল বা হাত কোনওটাই ওর
কারণ চুলের গোছা ফাঁক করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার আগের জায়গায় ফিরে
তা, এইভাবে শিকার আড়াল করে ফেলে। জীবন সবার জন্যেই ব্যবস্থা করে।

অবস্থা সব সময় খুব সহজ থাকে না। এটা মনে করা ভুল হবে যে কেউই
বাম হাতের অভাব বোধ করে না। ঈশ্বর যদি ওটা বাদে কাজ চালাতে পারেন,
তিনি ঈশ্বর বলে, কিন্তু একজন মানুষের দুটো হাতই দরকার, এক হাত অন্য হ
ধোয়, এবং দুটো মিলে ধোয় মুখ, ব্লিমুন্দাকে কত অসংখ্যবার বালতাসারের হা
উল্টোপিঠের ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, কা
কোনওভাবেই পারে নি বালতাসার, যুদ্ধের দুর্গতি এমনই, আবার তাৎপর্যহীন
কারণ বহু সৈনিকই দুটো হাত বা দুটো পা-ই, কিংবা এমনকি গোপন অ
খুইয়েছে, সাহায্য করার জন্যে ব্লিমুন্দাও নেই ওদের, কিংবা হয়ত ক্ষতের কা
হারিয়েছে ওদের। ধাতুর কোনও পাত ধরা বা বেত বোনার বেলায় নিখুঁত হুক
ক্যানভাসে আইহোল বানানোর জন্যে আদর্শ স্পাইকটা, কিন্তু ধাতব জিনিস মানু
শরীরের স্পর্শ ছাড়া নির্দেশ মানতে অপছন্দ করে, মানুষকে ভয় পায় ওগু
যাদের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওগুলো, সেগুলো যদি অদৃশ্য হয়, দুনিয়া বিশৃঙ্খল
মাঝে হারিয়ে যাবে। সেজন্যেই সব সময় বালতাসারের সাহায্যে এগিয়ে আ
ব্লিমুন্দা, কারণ যখন ও আসে বিদ্রোহের অবসান ঘটে, ঠিক যেমন তুমি পৌঁছে
বালতাসার বলে ওকে, নাকি বস্তুই সাড়া দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে আগেভাগে জেগে ওঠে ব্লিমুন্দা, এবং রুটি খাওয়ার আগে দেয়
বরাবর নীরবে এগোয় ও, বালতাসারের দিকে না তাকানোর জন্যে প্রাণপণ চে
চালায়, পর্দা সরিয়ে ইতিমধ্যে শেষ হওয়া কাজ পরখ করে, বেতের কাজে কো
খুঁত রয়ে গেল কিনা দেখবার জন্যে, কিংবা ধাতুতে বাতাসের কোনও বুদ্বুদ আট
পড়েছে কিনা, তারপর, পরীক্ষা শেষ করে অবশেষে নিত্যদিনের রুটিন মোতাবে
রুটি চিবোনো শুরু করে আর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সেইসব মানুষের মতই
হয়ে যায় যারা চোখের সামনের জিনিস ছাড়া আর কিছুই দেখে না। প্রথম য
পরীক্ষা চালিয়েছিল ও, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর কাছে মন্তব্য করেছি
বালতাসার, এই ইস্পাত ভাল নয়, কারণ ভেতরে ভাঙা আছে, তুমি কেমন ক
জান, ব্লিমুন্দা দেখেছে ব্যাপারটা, একথার পর ব্লিমুন্দার দিকে ফিরলেন প্রি

নলেন, তারপর পালা করে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সেটে-য়স বা সপ্ত-সূর্য, কারণ দিনের আলোয় দেখতে পাও তুমি, আর তুমি সেটে-য়াস বা সপ্ত-চাঁদ, কারণ রাতের অন্ধকারে দেখতে পাও তুমি, তো ব্লিমুন্দা, তক্ষণ পর্যন্ত মায়ের নামানুসারে যাকে ব্লিমুন্দা ডি জেসাসই ডাকা হচ্ছিল শুধু, টে-ল্যুয়াস হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠল এবং ভাল মতই ব্যাপ্টাইজ হয়ে গেল, রণ নামটা দিয়েছেন একজন প্রিস্ট, এবং এটা পরিচিত কারও দেয়া খেতাব মাত্র । সেদিন রাতে সূর্য আর চাঁদ পরস্পরের আলিঙ্গনে ঘুমাল আর তারাগুলো পাক য়ে চলল স্বর্গে, চাঁদ, কোথায় তুমি, সূর্য কোথায় যাচ্ছ তুমি।

যখনই সম্ভব হয়, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো তাঁর লেখা সারমনের মহড়া তে এস্টেটে হাজির হন, এখানকার দেয়ালগুলো চমৎকার প্রতিধ্বনি তোলে, দগুলোকে গমগম করানোর জন্যে যথেষ্ট, তবে যা শব্দ বহন করে কিন্তু অর্থ ড়াল করে ফেলার মত চড়া কম্পন সৃষ্টি করে না। নিশ্চয়ই এভাবেই মরুপ্রান্তর ংবা প্রকাশ্য চত্বরে, দেয়ালবিহীন জায়গায় অথবা অন্তত কাছেপিঠে দেয়াল নেই মন জায়গায় পয়গম্বরদের বাণী শোনা গিয়েছিল এবং অ্যাকোস্টিকসের নিয়মে ভাবিত হয় নি, শব্দের অলঙ্কারিকতা নির্ভর করে যন্ত্রের ওপর, শ্রবণরত কান বা তিধ্বনি সৃষ্টিকারী দেয়ালের ওপর নয়। এইসব পবিত্র সারমনের জন্যে নাদুশনুদুশ বদূতের দরাজ বাকভঙ্গী আর পরমানন্দাবস্থার সেইন্টদের প্রয়োজন, জোব্বার ্র ঘুরপাক খাওয়াসহ, সুগঠিত হাত, বাঁকানো উরু, চমৎকার শরীর আর পাক ওয়া চোখ, যেটা প্রমাণ করে সব রাস্তা রোমের দিকে যায় নি, বরং গেছে শরীরের ষ্টির দিকে। শব্দ নির্বাচনে দারুণ কষ্ট স্বীকার করেছেন প্রিস্ট, কারণ বিশেষ করে ন এখানে শোনার মত মানুষ আছে, কিন্তু ফ্লাইং মেশিনের বিক্ষিপ্তকারী উপাস্থিতি ংবা তাঁর শ্রোতাদের নিস্পৃহতা, যেকোনও কারণেই হোক বাণী উত্থিত হতে বা গম ধ্বনি তুলতে পারল না অর প্রিস্টের কথাগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল, খন বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে দাঁড়াল যে, ইনি সেই পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো বগ্মী হিসাবে যাঁর খ্যাতি পাদ্রে অ্যান্টনিও ভিয়েইরার সঙ্গে তুলনার সম্ভাবনা সৃষ্টি রেছিল, যাঁকে ঈশ্বর হেফাযত করবেন যেমন তিনি ইনকুইজিশনের হেফাযতে লেন। পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো স্যালভাটেরা ডি স্যাগোসেতে যে সারমন তে হবে সেটার মহড়া দেয়ার জন্যেই এসেছেন এখানে, রাজা এবং তাঁর ভাসদরা অবস্থান করছেন ওখানে, নাপটিয়ালস অভ সেইন্ট জোসেফের ভোজের রমন, ডমিনিক্যান ফ্রায়াররা এই সারমন দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁকে, তরাং ফ্লাইং ম্যান হিসাবে পরিচিত হওয়া আর কিছুটা অদ্ভুতুড়ে হিসাবেও দেখার াপারটা স্পষ্টতই তেমন বিরাট অসুবিধা নয়; যদি এমনকি সেইন্ট ডোমিনিকের নুসারীরাও আপনার সেবা প্রার্থনা করে, খোদ রাজার কথা না হয় বাদ থাকল, যিনি খনও তরুণ এবং খেলনা নিয়ে সময় কাটাতে আনন্দ পান, এতে বোঝা যায় কেন দ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোকে রক্ষা করছেন রাজা এবং কেন কনভেন্টেগুলোর

নানদের সঙ্গে এমন উপভোগ্য সময় কাটান এবং একের পর একেকে প্রেগন্যান্ট চলছেন, কিংবা একেকবারে কয়েকজনকে, এবং রাজার গল্প যখন অব প্রকাশিত হবে, ঐতিহাসিকগণ এভাবে তাঁর অসংখ্য সন্তানের পিতা হবার তা তৈরি করতে সক্ষম হবেন, বেচারি রানীকে করুণা করুন, তাঁর ফাদার কনফে পাদ্রে অ্যান্টনিও স্টিয়েফ অভ দ্য সোসায়েটি অভ জেসাস যদি না থাকতেন কী তাঁর, যিনি হতাশায় পরামর্শ দেন আর ইনফ্যান্টে ডোম ফ্রান্সিস্কো যেসব খচ্চরের পমেলে নাবিকদের লাশ ঝুলিয়ে অবির্ভূত হয় সেগুলোর ব্যাখ্যা দেন, সারমনের দায়িত্ব দানকারী ডোমিকিক্যানরা যদি অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির হয়ে য় মেশিন, হাত কাটা বালতাসার, ক্লোয়ারভয়েন্ট ব্লিমুন্দা আর প্রিচারকে পুরোপুরি অবস্থায় চমৎকার বাগধারা শানিত এবং ব্লিমুন্দা এমনকি যদি সারা বছরও উ কাটালেও ধরতে পারবে না এমন চিন্তা গোপন করছেন আবিষ্কার করলে কী অ হত পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর।

সারমন শেষ করলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, কিন্তু শ্রোতাদের আ উন্নতি ঘটাতে পেরেছেন কিনা জানতে আগ্রহী হলেন না, এবং কিছুটা বিক্ষিপ্ত মনেই করেই সন্তুষ্ট থাকলেন, বেশ, তোমাদের কী ভাল লেগেছে, একথায় বাকিরা তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করল তাঁকে, নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে, অবশ্য বেশ জোরের সা জবাব দিল ওরা এবং ওদের হৃদয় ওরা যা শুনেছে তা বুঝতে পেরেছে এমন কে লক্ষণ প্রকাশ করল না, এবং ওদের হৃদয় যদি না বুঝে থাকে ওদের ঠোঁটে যে শব্দগুলো তাহলে চাতুরির চেয়ে বরং বিস্ময়েরই প্রকাশ। বালতাসার ওর ইস্প পেটানোর কাজে ফিরে গেল আর উঠানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ফেলে দেয়া বে টুকরো টাকরা ঝাড়ু দিল ব্লিমুন্দা, কাজে ওদের মনোযোগ দেখে মনে হল কাজটা জরু কিন্তু সহসা প্রিস্ট ঘোষণা দিলেন, উদ্বেগ গোপন করতে অপারগ কারও মত, এই হ চললে আমি কখনওই আমার মেশিন ওড়াতে পারব না, ক্লান্ত শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর, এমন গভীর হতাশা প্রকাশ করলেন তিনি যে বালতাসার হঠাৎ করে নিজের পরিশ্র অর্থহীনতা বুঝতে পেরে হাতুড়ি নামিয়ে রাখল, কিন্তু যাতে হাল ছেড়ে দিচ্ছে এমন না হয়, ও মন্তব্য করল, আমাদের এখানে একটা ফোর্জ বানাতে হবে এবং ইস্প টেম্পার করতে হবে, তা নাহলে এমনকি প্যাসারোলার ভারেই বেঁকে যাবে ওগুলো, প্রিস্ট জবাব দিলেন, বেঁকে গেলে পরোয়া করি না আমি, আসল কথা হচ্ছে আ মেশিনটাকে উড়তেই হবে, কিন্তু সোজা কথা ইথার যোগাড় না করা পর্যন্ত সেটা কর পারবে না আমরা, ইথার কী, জানতে চাইল ব্লিমুন্দা, তারাগুলোকে আকাশে ধরে রা এই জিনিসই, সেটা এখানে নামানো যাবে কেমন করে, জানতে চাইল বালতাস আলকেমি দিয়ে, যার কিছুই জানি না আমি, কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, এসব ব কাউকে বলতে যেয়ো না যেন, আমরা তাহলে কী করব, অল্প কিছুদিনের জন্যে হল্য যাচ্ছি আমি, শিক্ষিত মানুষের দেশ ওটা, ফিল্টার করে গ্লোবগুলোয় ঢোকানোর জ বায়ুমণ্ডল থেকে ইথার বের করার কায়দা শিখব ওখানে, কারণ ইথার ছাড়া মেশি

কানওদিনই উড়তে পারবে না, ইথারের বড় গুণটা কী, জানতে চাইল ব্লিমুন্দা, জাগতিক স্তর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মানুষ এবং এমনকি জড় পদার্থকেও সূর্যের দিকে টানার সাধারণ নীতিমালার অংশ এটা, সহজ কথায় বলুন, ফাদার, মেশিনটা হাওয়ায় ভাসানোর অনেক আগেই একেবারে চূড়ায় আটকানো অ্যাম্বারকে সূর্যের আকর্ষণ করাটা খুবই জরুরি, যেটা পরে গ্লোবে আমাদের ফিল্টার করে ঢোকানো ইথারকে টানবে, ইথার আকর্ষণ করবে নিচের চুম্বককে যেটা আবার জাহাজের শরীর নির্মাণকারী ধাতব পাতগুলোকে টানবে। কেবল তখনই বাতাসের সাহায্যে শূন্যে উঠতে পারব আমরা বা হাওয়া পড়ে গেলে বিলোউর তৈরি হাওয়ায়, কিন্তু আগেই যেকথা বললাম, ইথার বাদে অন্যান্য জিনিস কোনও কাজে আসবে না। ওঁকে বাধা দিল ব্লিমুন্দা, যদি সূর্য অ্যাম্বারকে আকর্ষণ করে, আর অ্যাম্বার টানে ইথারকে, ইথার চুম্বককে টানে, আর ধাতুকে টানে চুম্বকগুলো, মেশিনটা তো তাহলে না থেমেই সোজা সূর্যের দিকে ধেয়ে যাবে। একটু বিরতি দিল ও, স্বগতোক্তি করল, সূর্যের ভেতরটা না জানি কী দিয়ে বানানো। প্রিস্ট বুঝিয়ে দিলেন, সূর্যের কাছে যাবার প্রয়োজন হবে না আমাদের, এমন অঘটন এড়ানোর জন্যে একেবারে ওপরে পালগুলো থাকবে, প্রয়োজন মত তা তুলতে বা নামাতে পারব আমরা, যাতে আমাদের পছন্দমত উচ্চতায় থাকতে পারি। শেষ করার আগে থামলেন তিনিও, সূর্যের ভেতরটা কী দিয়ে বানানো প্রসঙ্গে, আগে মেশিনটাকে হাওয়ায় ওড়াতে দাও, বাকিটা এমনিই জানা যাবে, আমরা যতক্ষণ সফল হওয়ার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছি আর ঈশ্বর আমাদের প্রয়াসকে ব্যর্থ করে না দিচ্ছেন।

কিন্তু তারপরেও কঠিন সময় যাচ্ছে এখন। বাবা-মা, বাচ্চারা, ভাই, বোন আর দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মীয়দের সঙ্গেই কেবল সমবেত হওয়ার বিধিনিষেধ জারি করা রাজার ঘোষিত আইন প্রত্যাখ্যান করে সেইন্ট মনিকার নানরা বিদ্রোহ করতে যাচ্ছে, এই ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে রাজা অভিজাত এবং মোটামুটি অভিজাতজনের কারণে সৃষ্ট কেলেঙ্কারী বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, যাদের ক্রাইস্টের ব্রাইডদের প্রতি বিশেষ নজর রয়েছে এবং অ্যাভে মারিয়া আবৃত্তি করার চেয়েও কম সময়ে তাদের প্রেগন্যান্ট করে ফেলতে পারে, যদি ডোম হোয়াও পঞ্চম করেন এটা, সেটা তাঁর কৃতিত্ব, কিন্তু যেকোনও বুড়ো হোয়াও বা হোসে হলে নয়। নানদের শান্ত করার জন্যে গ্রাসার প্রভিনশিয়াল সুপিরিয়রকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানান হল, ওরা যেন ধর্ম হতে বহিষ্কারের হুমকির ভয়ে রাজার নির্দেশ মেনে নেয় তিনি যেন সে চেষ্টা চালান, কিন্তু কোনও লাভ হল না, সেক্যুলার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনায় ক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ হয়ে পবিত্র আক্রোশের কাছে পরাস্ত হল তিনশো নান এবং বারবার হুকুম অগ্রাহ্য করে চলল এবং কোমল নারীর হাত জোর করে দরজা খুলতে পারে প্রমাণ করার জন্যেই যেন রাস্তায় নেমে এল ওরা, প্রাইওরদের জোর করে সঙ্গে নিয়ে এল, গ্রাসা থেকে আগত ফ্রায়ারদের মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত, মাথার ওপর ক্রুসিফিক্স উঁচিয়ে মিছিল করে এগোল ওরা, যাঁরা ক্রাইস্টের পবিত্র পাঁচটি ক্ষতচিহ্নের দোহাই পেড়ে বিদ্রোহ শেষ করার জন্যে আবেদন জানালেন, পবিত্র

কোলোকুইয়াম দেখা দিল তখন, ফ্রায়ার আর নানদের মধ্যে, দুপক্ষই যার যার যুক্তি তুলে ধরছিল, ফল দাঁড়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাজার কাছে ছুটে গেলেন জানবার জন্যে যে তিনি নির্দেশ স্থগিত ঘোষণা করবেন কিনা, এবং আলোচনার জন্যে যাওয়া আসার ফাঁকে অচিরেই সকাল গড়িয়ে গেল, তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে উদগ্রীব বিদ্রোহী নানরা ভোরবেলা হতেই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল, ওরা ম্যাজিস্ট্রেটের ফিরে এসে রিপোর্ট করার অপেক্ষায় থাকার সময় বেশ আগুপিছু অবস্থা চলল এবং লাগাতার কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার পর বয়স্কা নানরা মাটিতে বসে পড়ল, এবং উত্তেজিত নবীশরা রইল সজাগ, গ্রীষ্ম দিনের উষ্ণতা উপভোগ করতে লাগল ওরা, যা সবসময়ই আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে খুবই উদ্দীপক, পাশ কাটিয়ে যারা যাচ্ছে বা দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছে, ওদের দেখে মজা পেল ওরা, কারণ এইসব আনন্দ হররোজ পায় না নানরা, যার সঙ্গে ইচ্ছা করছে গল্প করছে ওরা, নিষিদ্ধ অতিথিদের সঙ্গে সম্পর্ক ঝালিয়ে নেয়ার কাজে লাগাচ্ছে সুযোগটাকে, এখন অকুস্থলে ভিড় জমিয়েছে ওরা, এবং গোপন সমঝোতা, জানা অঙ্গভঙ্গি, নিরিবিলি মিলনস্থান আর হাত আর রুমালে সাঙ্কেতিক ইশারার মাঝে দুপুর পর্যন্ত দীর্ঘ সময়গুলো পার হয়ে গেল, নানরা যখন ক্ষুধার্ত হয়ে উঠল ন্যাপসাকে বয়ে আনা মিষ্টি খাওয়া শুরু করল ওরা, কারণ যুদ্ধ-যাত্রীদের অবশ্যই যার যার রসদ বহন করতে হয়, এবং রাজপ্রসাদ হতে জারি করা পাল্টা নির্দেশে বিক্ষোভের সমাপ্তি ঘটল, যার ফলে পরিস্থিতি আবার আগের মতই ঢিলে হয়ে গেল, সংবাদটা জানার পর খুশিতে ফেটে পড়ল সেইন্ট মনিকার নানরা, প্রশংসার হাইম গাইল ওরা, আরও একটা সান্ত্বনার ব্যাপার রয়েছে, প্রভিনশিয়াল নিজে না এসে বার্তাবাহকের মারফত আনুষ্ঠানিক ক্ষমা পাঠিয়েছেন ওদের কাছে, যেন এলোমেলো ছুটে যাওয়া কোনও গুলির শিকারে পরিণত না হতে হয় তাঁকে, কারণ নানদের বিদ্রোহ হচ্ছে বৈরিতার দিক থেকে সবচেয়ে মারাত্মক। এই মেয়েরা প্রায়ই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুরুষ উত্তরাধিকারীর পক্ষে পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে কোনও না কনভেন্টে চিরস্থায়ী বিচ্ছিন্নতার মাঝে শাস্তি ভোগ করে, ওখানে জীবনের জন্যে ফাঁদে আটকা পড়ে ওরা, ফলে গ্রিলের ফোঁকর দিয়ে হাত ধরার মামুলি আনন্দ, কিংবা কোনও অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ বা মিষ্টি আলিঙ্গন আশীর্বাদের মত হয়ে দাঁড়ায়, যদি তা এমনকি নরক আর পতনের দিকেও টেনে নিয়ে যায়। কারণ, হাজার হোক, যদি সূর্য অ্যাম্বারকে আকর্ষণ করে আর পৃথিবী আকর্ষণ করে দেহকে, কাউকে কিছু একটা পেতেই হবে, যদি সেটা সবকিছুর অধিকারী হওয়ার জন্যে জন্ম নেয়াদের ফেলে যাওয়া জিনিসের সুবিধা নেয়াও হয়।

আরেকটা ধারণাযোগ্য প্রকাশভঙ্গি হচ্ছে অটো-ডা-ফে, চার্চের জন্যে নয়, যা ব্যাপারটাকে বিশ্বাসকে এর অন্যান্য সুবিধাসহ জোরদার করার উপায় হিসাবে দেখে, এবং রাজার জন্যেও নয়, যিনি ইনকুইজিশনের সামনে কয়েকজন ব্রাযিলিয়ান প্ল্যান্টেশন মালিককে হাজির করে তাদের জমি দখল চ্যুত করতে সময় নষ্ট করেন নি, বরং যারা জনতার সামনে বেত্রাঘাত খায়, নির্বাসনে যায় বা শূলে চড়িয়ে

পোড়ানো হয়, তাদের জন্যে এবং এবার নৈতৈকতাহীনতার কারণে মাত্র একজন মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ায় ভালই হয়েছে, কারণ তার পোট্রেট এঁকে চার্চ অভ সেইন্ট ডামিনিকে টানাতে বেশী সময় লাগবে না, সেইসব মহিলার অন্য পোট্রেটগুলোর পাশাপাশি যাদের দেহ জীবন্ত পোড়ানো হয়েছিল এবং ছাইগুলো ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তারপরও, বিস্ময়করভাবে, এত অসংখ্যজনের ওপর অত্যাচার আর যন্ত্রণা অন্যদের নীরব রাখতে পারছে বলে মনে হয় না, সুতরাং যেকেউ এটা ধরে নিতে পারে যে মানুষ তার শরীর বাঁচানোর চেয়ে বরং কষ্ট পেতে বা তাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের জন্যে আরও বড় মর্যাদা পেতে পছন্দ করে, ঈশ্বর স্পষ্টতই অ্যাডাম আর ইভকে সৃষ্টি করার সময় তিনি কী করছেন বুঝতে পারেন নি। একজন ঘোষিত নানের ইহুদিতে পরিণত হওয়া এবং যাবজ্জীবন কারাবাস আর সলিটারি কনফাইমেন্টে দণ্ডিত হওয়া বা অ্যাঙ্গোলা থেকে আসা মহিলার সাম্প্রতিক ঘটনার কী ব্যাখ্যা করবে কেউ, রিও ডি জেনেইরো এখানে পৌছার পরই তার বিরুদ্ধে ইহুদি হওয়ার অভিযোগ তোলা হয় কিংবা আলগার্ভে থেকে আসা বণিক যে প্রত্যেকের তার নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী মুক্তি পায় ধারণা পোষণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত, কেননা সকল ধর্মই সমান আর ক্রাইস্ট মোহাম্মেদের মতই, গসপেল কাবালার মতই, তেতো মিষ্টির মত, পাপ পূণ্যের মত সমান মর্যাদার, কিংবা ক্যাপারিকা থেকে আসা সন্দেহজনক উৎসের স্ট্রাপিং মুল্যাটোর ব্যাপারটা, যার নাম ম্যানুয়েল ম্যাটেয়াস, সেটে-সয়েসের কোনও রকম আত্মীয় নয় সে, কিন্তু বন্ধুমহলে সারামাগো নামে পরিচিত এবং জাদুকর হিসাবে যার কুখ্যাতির কারণে একই রকম অপরাধে দোষী সাব্যস্ত তিন তরুণীর সঙ্গে নির্যাতন আর দণ্ডিত করা হয়েছে, এইসব ধর্মদ্রোহী এবং ইনকুইজিশনের সামনে হাজির করা আরও একশো তিরিশ জনের ব্যাপারগুলোর কী অর্থ খাড়া করা সম্ভব, যাদের অনেকেই ব্লিমুন্দার মা এখনও বেঁচে থাকলে তারই সঙ্গী হত।

সেটে-সয়েস আর সেটে-ল্যুয়াস, এমন চমৎকার দুটো নাম যে ওগুলো ব্যবহার না করাটা দুঃখজনকই ঠেকে, অটো ডা-ফে দেখার জন্যে সাও সেবাস্টিয়াও ডা পেদ্রেইরা থেকে রোসিওয় আসে নি, কিন্তু বাকি প্রায় সবাই দৃশ্যটা দেখতে ভিড় জমিয়েছে, এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আর অগুণতি ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ড সত্ত্বেও বরাবর টিকে যাওয়া দাপ্তরিক রেকর্ড থেকে আমরা জানি কাকে কেন নির্যাতন, শূল বা নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করছে ওরা, অ্যাঙ্গোলার কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা, ক্যাপারিকার মূল্যাটো, ইহুদি নান, প্রিস্ট হিসাবে ভান করা প্রতরকদল যারা যথার্থ ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও প্রার্থনা পাপ, স্বীকারোক্তি অনুষ্ঠান আর উপদেশ দিয়ে বেড়িয়েছে, অ্যারাইওলস থেকে আসা জাজ, যার বাবা আর মার উভয় দিক থেকেই ইহুদি রক্ত রয়েছে, সব মিলিয়ে মোটামুটি একশো সাঁইত্রিশজন দুষ্কৃতকারী, কেননা ইনকুইজিশনের পবিত্র কর্তৃপক্ষ যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করে জাল পাতার চেষ্টা করেন, যাতে পুরোপুরি ভরে ওঠে তা, এভাবে ক্রাইস্টের আদেশ পালন করেন যিনি সেইন্ট পিটারকে বলেছিলেন তাঁকে মানুষের জেলে হিসাবে পেতে চান তিনি।

বালতাসার ও ব্লিমুন্দার সবচেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে– বার্টোলোমিউ লরেনসোর মতে, মাঝ আকাশে ঝুলিয়ে রাখা ইথারসহ তারাগুলোকে টেনে নামিয়ে আনার মত কোনও জাল নেই ওদের, পাদ্রে শিগগিরই ওদের ছেড়ে যাচ্ছেন, কবে ফিরবেন বলতে পারছেন না। নির্মাণাধীন দুর্গের চেহারা পাওয়া প্যাসারোলাকে এখন ধসে পড়া টাওয়ারের মত দেখাচ্ছে, কোনওরকম সতর্ক-সঙ্কেত ছাড়াই বাধাগ্রস্ত হওয়া একটা ব্যাবেল, এবং ক্যানভাস, কর্ড আর ইস্পাত অগোছাল অবস্থায় পড়ে আছে, এবং এখন চেস্ট খুলে নকশাটা পরখ করার মত সান্ত্বনাটুকুও নেই ওদের, কারণ ওটা এখন লাগেজের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন প্রিস্ট, আগামীকাল বিদায় নিচ্ছেন তিনি, সাগর পথে যাবেন, এবং অবশেষে ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি ঘোষণা হওয়ার কারণে সমুদ্র যাত্রার মামুলি ঝামেলা ছাড়া অন্য কোনওরকম মারাত্মক ঝুঁকি নেই, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্যে জাজ, মেজিস্ট্রেট আর বেইলিফদের ঘোড়ার পিঠে চেপে মিছিল করে যেতে হয়েছে, পেছন পেছন গেছে ট্রাম্পেটার আর বিউগলাররা, তারপর প্রাসাদের ফুটম্যানরা তাদের কাঁধে করে রূপালি দণ্ড বহন করেছে আর ওদের পেছনে জাঁকাল রোব পরা সাতজন কিংস-অ্যাট-আর্মস, এবং ওদের শেষজনের এক হাতে ছিল আনুষ্ঠানিক শান্তি ঘোষণার পার্চমেন্ট, রাজার অ্যাপার্টমেন্টের নিচে প্রাসাদ স্কয়্যারে সবার আগে পাঠ করা হল চুক্তিটা, ওখান থেকে রাজ-পরিবার উঠান ভরে তোলা জনতাকে দেখতে পাচ্ছিলেন, প্রাসাদ-প্রহরীরা কেতামাফিক দাঁড়িয়েছিল, এবং রাজার উপস্থিতিতে চুক্তিপত্র পড়া শেষ হলে, আরও একবার প্রাসা ডি সে-তে পাঠ করা হল ওটা, এবং তৃতীয়বার পড়া হল রোসিও লাগোয়া হাসপাতাল মাঠে এবং এখন ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়ে যাওয়ায় অন্যান্য দেশের সঙ্গেও চুক্তি হবে, কিন্তু আমার হারানো হাতটা আমাকে কে ফিরিয়ে দেবে, বিষণ্ন মনে ভাবল বালতাসার, ভেব না, আমাদের দুজনের তিনটা হাত আছে, ওকে আশ্বস্ত করল ব্লিমুন্দা।

সৈনিক আর ক্লেয়ারভয়েন্টকে আশীর্বাদ করলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, তাঁর হাতে চুমু দিল ওরা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনজনই আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল, কারণ বন্ধুত্ব শ্রদ্ধার চেয়ে শক্তিশালী, এবং প্রিস্ট বললেন, বিদায়, ব্লিমুন্দা, বিদায় বালতাসার, তোমরা একে অন্যের যত্ন নিয়ো, প্যাসারোলাকেও দেখে রেখো, কারণ যে গোপন জিনিসটা চাইছি একদিন সেটা নিয়ে ফিরে আসব আমি, সেটা সোনা কিংবা হীরা হবে না, স্বয়ং ঈশ্বরের শ্বাস নেয়ার বাতাস, তোমাকে দেয়া চাবিটা হেফাযত করো, যখন মাফরার উদ্দেশে বেরুবে, সময়ে সময়ে এখানে একবার ঢুঁ মেরে যেয়ো, মনে করে আমার মেশিনটাকে দেখার জন্যে, বিনা অনুমতিতেই যাওয়া আসা করতে পারবে তুমি, কারণ আমাকে এস্টেটের দায়িত্ব দিয়েছেন রাজা আর এখানে কী আছে তিনি জানেন, এবং এ কথা বলার পর ওঁর খচ্চরের পিঠে চেপে বিদায় হয়ে গেলেন প্রিস্ট।

পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো এতক্ষণে নিশ্চয়ই খোলা সাগরে পৌঁছে গেছেন, তো এখন কেমন করে মজা করব আমরা, যতক্ষণ উড়তে না পারছি, চলো কোনও বুলফাইট দেখতে যাই, অনেক মজা হতে পারে, মাফরায় কোনও বুলফাইট হয় না, ব্যাখ্যা করল

বালতাসার, যেহেতু চারদিনের গোটা অনুষ্ঠান দেখার মত টাকা নেই আমাদের কাছে, কারণ রাজপ্রাসাদ এ বছর প্রাসাদ-স্কয়্যার ইজারার জন্যে মাত্রাতিরক্ত ফি আদায় করেছে, চমকদার ফাইনাল দেখার জন্যে শেষ দিনেই যাই চলো, স্কয়্যারের চারদিকে কয়েক স্ত রের স্ট্যান্ড নির্মাণ করা হয়েছে, এমনকি নদীর দিকেও, যার ফলে দূরে নোঙর ফেলা জাহাজগুলো ছাড়া অন্যকিছু দেখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটে-সয়েস আর ব্লিমুন্দা ভাল আসনই বেছে নিল, অন্যদের চেয়ে আগে হাজির হয়েছে বলে নয়, বরং স্রেফ হাতের ডগায় সাঁটা লোহার হুকটা ভারত থেকে আসা এবং এখন টাওয়ার অভ সেইন্ট জুলিয়ানে তুলে রাখা কামানটার মতই যেকারও পথ পরিষ্কার করে দেয় বলে, কাঁধের ওপর টোকা খেয়ে কেউ হয়ত ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে যেন কামানের মুখের দিকেই চেয়ে আছে বলে ভেবে বসতে পারে। ছোট-ছোট পতাকায় ঘেরাও হয়ে আছে স্কয়্যার, উঁচু মাস্তুলের মাথা থেকে একেবারে জমিন পর্যন্ত স্ট্রিমারে ঢাকা, পতপত করে উড়ছে হাওয়ায়, অ্যারিনার ঢোকার মুখে মার্বল রঙা একটা কাঠের পোর্টিকো, কলামগুলো এমনভাবে রঙ করা হয়েছে যেন অ্যাম্বারিডা থেকে আনা গিল্ডেড কার্নিস আর চূড়াঅলা পাথর বলে মনে হয়। মূল স্তম্ভটাকে ঠেকা দেয়া হয়েছে সোনালি পাতার দরাজ প্রদর্শনীসহ নানা রঙে রাঙানো চারটা বিরাটাকার ফিগার দিয়ে, টিনপ্লেট দিয়ে বানানো পতাকার দুপাশেই রয়েছে রূপার মাঠে মহান সেইন্ট অ্যান্টনির দাঁড়ানোর ভঙ্গির ছবি, এবং ফিটিংগুলোও গিল্ট করা, বহু রঙা বিরাট প্লুমগুলো এমন দক্ষতার সঙ্গে রঙ করা হয়েছে যে দেখে ওগুলোকে সত্যি বলেই মনে হচ্ছে, ফ্ল্যাগপোলে সুন্দর ফিনিশিং টাচ দিয়েছে ওগুলো। স্ট্যান্ড আর টেরেসগুলো গিজগিজ করছে লোকে, গণ্যমান্য দর্শকরা বসেছেন বিশেষভাবে রিজার্ভ করা সীটগুলোয় আর রাজকীয় পরিবার প্রাসাদ-জানালা থেকে দেখছেন, এখনও স্কয়্যারে পানি ছিটাচ্ছে স্টুয়ার্ডরা, প্রায় আশিজন লোক মুরিশ স্টাইলে পোশাক পরেছে, ওদের কেপে আর্মস অভ সিনেট অভ লিসবন এমব্রয়ডারি করা, ষাঁড়ের দেখা পাওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠছে জনতা, এবার প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেল, অ্যারিনা ছেড়ে বের হয়ে গেল স্টুয়ার্ডরা, পিনের মত ঝকঝক করছে স্কয়্যার, ভেজা মাটি থেকে ভেসে আসছে টাটকা একটা সুবাস, পৃথিবীটা যেন আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে, আক্রমণ দেখার অপেক্ষা করছে দর্শকরা, শিগগিরই একই জমিন ষাড়ের রক্ত, বর্জ আর মূত্রে ছেয়ে যাবে, কিংবা ঘোড়ার নাদিতে এবং কোনও দর্শক যদি উত্তেজনার চোটে কাপড় ভিজিয়ে ফেলে, আসুন আশা করা যাক তার ব্রীচেস তাকে লিসবনের সকল অধিবাসী আর মহামান্য ডোম হোয়াও পঞ্চমের উপস্থিতিতে নিজেকে বোকা বানানোর লজ্জা থেকে রক্ষা করে।

প্রথম ষাঁড়টা অ্যারিনায় ঢুকল, তারপর দ্বিতীয়টি, এবং তারপর তৃতীয়টি, এরপর ক্যাস্টেলায় বিপুল ব্যয়ে সিনেটের চুক্তি করা আঠারজন বুলফাইটার পায়ে হেঁটে প্রবেশ করল, এরপর অ্যারিনায় প্রবেশ করল পিকাডররা, এবং পাইক দিয়ে ঘাঁই মারল ওরা, আর দাঁড়ানো লোকগুলো রঙিন কাগজে মোড়ানো ডার্ট গাঁথল ষাঁড়গুলোর ঘাড়ে, পিকাডরদের একজন একটা ষাঁড় তার কেপ টেনে মাটিতে

ফেলায় ওটাকে ধাওয়া করে রাগ দেখাল, বর্শার ঘায়ে আহত করল ওটাকে, খোয়া যাওয়া সম্মান উদ্ধারের একটা উপায় এটা। চার নম্বর ষাঁড়টা সবেগে ভেতরে ঢুকল, তারপর পঞ্চম, এবং ষষ্ঠ, এবং একে একে দশ, বার, পনের, বিশটা ষাঁড়, যতক্ষণ না স্কয়্যারটা রক্তে ভিজে গেল, মহিলারা হাসছে, আনন্দে চেঁচাচ্ছে, হাত তালি দিচ্ছে, রাজপ্রসাদের জানালাগুলো যেন ফুলে ফলে শোভিত শাখার মত, ওদিকে নিচে একের পর একটা ষাঁড় মারা যাচ্ছে, ছয় ঘোড়ায় টানা নিচু ওয়্যাগনে চাপিয়ে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে ওগুলোর লাশ, রাজপরিবার আর খেতাবধারী অভিজাতদের পরিবারের সদস্যের বেলায়ও একই সংখ্যা ব্যবহার করা হয়, এবং ছয় ঘোড়া যদি ষাঁড়গুলোকে দেয়া সম্মান আর মর্যাদার চিহ্ন না হয়, ষাঁড়গুলোর ওজন কতখানি সেটা অন্তত দেখিয়ে দেয় ওরা, সাজানো-গোছানো চকচকে ঘোড়াগুলোকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন, ক্রিমসন মখমলে বানানো ওদের এমব্রয়ডারি করা ট্র্যাপিং, স্যাডল আর ক্যাপারিসনস সোনালি পাড়ে ট্রিম করা, অথচ বেচারা ষাঁড়গুলো ডার্ট আর বর্শার খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, মাটিতে গড়াচ্ছে ওগুলোর নাড়িভূঁড়ি, উত্তেজনার বশে পুরুষরা উত্তেজিত মহিলাদের জাপ্টে ধরছে, ওরা নিলাজের মত ঢলে পড়ছে ওদের ওপর, ব্লিমুন্দাসহ, বালতাসারের গায়ে ঝুলছে ও, কেন ঝুলবে না, বালতাসারের মনে হচ্ছে অ্যারিনায় ঝরে পড়া সমস্ত রক্ত স্রোতের মত ঢুকে পড়েছে ওর মাথায়, ষাঁড়গুলোর পাশে ওগুলোর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা জীবন্মৃতের রক্তের ধারা চক্কর খাওয়াল ওর মাথা, কিন্তু ওর মনের পর্দায় গেঁথে যাওয়া ইমেজটা আর ওর চোখের পানি টেনে আনা দৃশ্যটা হচ্ছে ষাঁড়ের হেলে পড়া মাথা, হাঁ হয়ে থাকা মুখ, বেরিয়ে পড়া বিরাট জিভ, যে জিভটা আর কখনও স্বাদ নিতে পারবে না, ষাঁড়দের জন্যে নির্ধারিত অন্য জগতের কিংবদন্তীর চারণভূমির স্বাদ ছাড়া, স্বর্গ কিংবা নরক যাই হোক।

বিচার বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে স্বর্গই হতে হবে, কারণ এরই মধ্যে ওরা যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছে তারচেয়ে বড় নরক আর থাকতে পারে না, যেমন আগুনের ম্যান্টেলগুলোর কথা ধরা যাক, ষাঁড়গুলোর গায়ে ঝোলানো নানারকম আতশবাজি দিয়ে বানানো ওগুলো, দুপাশ দিয়েই জ্বালানো, আগুনের ম্যান্টেল জ্বলতে শুরু করলেই বেশ দীর্ঘসময় ধরেই ফাটতে থাকে বাজিগুলো, গোটা অ্যারিনাটাকে আলোকিত করে তোলে, যেন জ্যান্তই রোস্ট করে ফেলা হচ্ছে ষাঁড়টাকে, খ্যাপাটে আর ক্রুদ্ধ, বিধ্বস্ত জানোয়ারটা অ্যারিনার এমাথা-ওমাথায় দৌড়াচ্ছে, পিছোচ্ছে, ডাক ছাড়ছে, আর ডোম হোয়াও পঞ্চম এবং তাঁর প্রজা সাধারণ ওটার করুণ মৃত্যু দেখে তারিফ করছেন, আর ষাঁড়টাকে আত্মরক্ষার বা হত হওয়ার সময় হত্যা করার কোনও সুযোগই দেয়া হচ্ছে না। পোড়া মাংসের গন্ধে ভরে গেছে জায়গাটা, কিন্তু অটো-ডা-ফের মহা বারবিকিউর গন্ধে অভ্যস্ত নাকে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করছে না এই দুর্গন্ধ, তাছাড়া, ষাঁড়টার শেষ স্থান হবে কারও খাবার প্লেট, শেষমেষ সদ্ব্যবহারই হবে, অন্যদিকে স্টেকে পোড়ানো ইহুদির যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

স্টুয়ার্ডরা এবার জাঁকাল রঙ করা টেরাকোটার কাঠামো বয়ে আনল, প্রমাণ সাইজের চেয়েও বড়, ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে ওগুলোর হাত, অ্যারিনার মাঝখানে রাখল ওরা ওগুলো, এটা আবার কেমন প্রদর্শনী, যারা আগে কখনও ব্যাপারটা দেখে নি তারা জানতে চাইল, দর্শকরা হয়ত অমন ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ দেখার পর চোখকে বিশ্রাম দিতে চাইছে, কারণ মূর্তিগুলো টেরাকোটায় বানানো হয়ে থাকলে, সবচেয়ে খারাপ যেটা কাউকে দেখতে হতে পারে তা হল বালির একটা স্তূপ যা অনায়াসেই ঝাড়ু দেয়া যাবে, উৎসবের বারটা বেজে গেছে, সংশয়বাদী আর সহিংসরা প্রতিবাদ করবে, আগুনের আরেকটা ম্যান্টেল নিয়ে এসো, যাতে আমরা রাজার সঙ্গে হাসতে পারি, একসঙ্গে হাসবার মত খুব বেশী উপলক্ষ্য পেয়ে হয়ে ওঠা হয় না আমাদের, এবং এবার দুটো ষাঁড় ওগুলোর খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল, এবং ঊর্ধ্বমুখী হাতঅলা, পাহীন টেরাকোটার মূর্তি ছাড়া অ্যারিনায় আর কাউকে না দেখে হতচকিত হয়ে গেল ওগুলো, মূর্তিগুলো পেট স্ফীত, বিশ্রী দাগে ভরা। সমস্ত অন্যায়ের বদলা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ষাঁড়গুলো, তেড়ে এল ওগুলো, চাপা বিস্ফোরণের শব্দে চুরমার করে ফেলল মূর্তিগুলো, যার ফলে ডযেনকে ডযেন খরগোশ উদ্ভ্রান্তের মত চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল, স্রেফ বুলফাইটার আর অ্যারিনার তেড়ে আসা দর্শকদের হাতে ধাওয়া খেয়ে লাঠির ঘায়ে মারা যাবার জন্যে, খরগোশের দিকে এক চোখ, অন্যচোখ সম্ভাব্য ধাওয়াকারী ষাঁড়ের ওপর, চিৎকার করে হাসছে জনতা, হিস্টোরিক্যাল মব আরকি ওরা, এবং আচমকা শোরগোল ভিন্ন মাত্রা নিল, চুরমার হওয়া দুটো টেরাকোটা মূর্তি থেকে কবুতরের ঝাঁক বেরিয়ে এসে ডানা ঝাপ্টাতে শুরু করেছে, হঠাৎ ধাক্কায় বেদিশা এবং কর্কশ আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে ওদের, কোনও কোনওটা সব রকম তাল হারিয়ে আকাশে উড়াল দিতেই পারল না, লুটিয়ে পড়ে গেল ওপরের স্ট্যান্ডের ওপর, ওখানে লোভী হাত বন্দী করল ওদের, স্টাফ করা কবুতরের মাংস দিয়ে স্বাদু খাবার খেতে তেমন একটা আগ্রহী নয়, পাখির গলায় বাঁধা কাগজের টুকরোয় লেখা চতুর্দশপদী কবিতার স্তবক পড়ে, বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে, কারও হাতে ধরা পড়াকে স্বাগত জানানো উচিত আমার, আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে, নিয়তির অপেক্ষা করছি আমি, কারণ যারা বেশী উপরে ওঠে তাদের পতন হয় সবচেয়ে মারাত্মক, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশান্ত, আমাকে ধরতে গিয়ে প্রাণ খোয়ানো আততায়ীকে দেখি, কারণ যখন ষাঁড় তাড়া করে কবুতরগুলোও পালানোর চেষ্টা করে, তবে সবগুলো নয়, কারণ কোনও কোনওটা আকাশের দিকে চক্কর মেরে উঠে যাচ্ছে, এভাবে হাত আর চিৎকারের ভোরটেক্স থেকে রেহাই পাচ্ছে, এবং আরও ওপরে উঠার পর সূর্যের আলোর নাগাল পাচ্ছে ওরা এবং সোনার পাখির মত ঝিলিক মেরে ছাদের ওপর দিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন ভোরে, সূর্যোদয়ের আগে, বালতাসার আর ব্লিমুন্দা প্যাকাস্যাকে কাপড় চোপড়ের বান্ডিল আর খাবারের মত সামান্য মাল নিয়ে লিসবন ছেড়ে মাফরার পথে বেরিয়ে পড়ল।

উড়নচণ্ডী ছেলেটা ফিরে এসেছে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, এবং ও খালিহাতে না এসে থাকলে তার কারণ হচ্ছে ওগুলোর একটা যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে এসেছে, এবং অন্যটি ব্লিমুন্দার হাতে আটকা পড়ে আছে, তাহলে ও ধনী নাকি দরিদ্রতর হয়ে এসেছে, সেই প্রশ্ন করছে না কেউ, কারণ প্রত্যেকটা মানুষই মূল্য না জেনেই তার কাছে কী আছে সেটা জানে। বালতাসার যখন ঠেলে দরজা খুলে ওর মা মারটা মারিয়ার সামনে হাজির হল, ওকে এমন জোরে আলিঙ্গন করল সে, প্রায় পুরুষালি মনে হল সেটাকে, এমনই জোরাল ছিল তার আবেগ। হুকটা পরে ছিল বালতাসার, বৃদ্ধা মহিলার কাঁধে মানুষের হাতের আঙুলের বদলে আলিঙ্গন করা মানুষটার গায়ে সাবধানে পরশ বোলানো বিশ্রী আয়রন হুকটাকে দেখা কষ্টকর এবং করুণ একটা দৃশ্য। ওর বাবা বাড়িতে নেই, কারণ মাঠের কাজে ব্যস্ত সে, এবং বালতাসারের একমাত্র বোনটির বিয়ে হয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে দুটো বাচ্চাও হয়েছে তার, তার স্বামীর নাম আলভারো পেদ্রেইরো, ব্রিকলেয়ার হিসাবে তার পেশার সঙ্গে খাপ খাওয়াত বেছে নেয়া নাম, সেই সব দিনে খুবই চালু একটা রেওয়াজ, এবং বিশেষ কাউকে সেটে-সয়েস নামে ডাকারও নিশ্চয়ই ভাল কারণ ছিল, যদি তা স্রেফ ডাকনামও হয়। নিজের পালা আসার অপেক্ষায় দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ব্লিমুন্দা, কিন্তু বৃদ্ধা ওকে দেখতে পাচ্ছে না, কারণ অপেক্ষাকৃত লম্বা বালতাসারের আড়ালে পড়ে গেছে ও, আর তাছাড়া, বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। ব্লিমুন্দাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে একপাশে সরে দাঁড়াল বালতাসার, অন্তত, এটাই ইচ্ছা ছিল ওর, কিন্তু প্রথমেই খেয়াল করে নি এমন কিছু মনোযোগ নষ্ট কেড়ে নিল মারটা মারিয়ার, সম্ভবত কাঁধের ওপর রাখা শীতল আর ফাঁপা কিছুর ছোঁয়ায় আগেই টের পেয়ে গিয়েছে, মানুষের হাতের বদলে একটা আয়রন হুক, তা সত্ত্বেও, এখন দোরগোড়ায় একটা চেহারার আভাস পেল সে, বেচারী, তার আবেগ ছেলের কাটা হাত দেখার দুঃখ আর অন্য একটা মেয়ের হঠাৎ উপস্থিতির কারণে অস্থিরতার মাঝে দোল খাচ্ছে, ওদিকে ব্লিমুন্দা এক পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনাকে আপন গতিতে এগোনোর সুযোগ দিল, দরজা থেকে বৃদ্ধার কান্নার শব্দ আর প্রশ্ন শুনতে পেল ও, প্রিয় ছেলে আমার, কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা, কে অমন করল তোমার, বালতাসার যখন শেষ পর্যন্ত দরজায় এসে ব্লিমুন্দাকে ডাকল তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, এসো, একটা অয়েল ল্যাম্প জ্বালানো হয়েছে, এখনও আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মারটা মারিয়া, মা, ও আমার স্ত্রী, ওর নাম ব্লিমুন্দা অভ জেসাস।

কাউকে কী নামে ডাকা হচ্ছে সেটা বলাই যথেষ্ট হওয়া উচিত এবং তারপর সারাজীবন অপেক্ষা করে যাওয়া সে আসলে কে জানার জন্যে, যদি আদৌ কখনও

জানতে পারেন, কিন্তু রেওয়াজটা ভিন্ন, তোমার বাবা-মা কে ছিল, কোথায় জন্ম তোমার, কী পেশা তোমার, এবং এসব কথা জানা হয়ে গেলে আপনি ভাবেন মানুষটা সম্পর্কে বুঝি সবকিছু জানা হয়ে গেছে আপনার। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল বালতাসারের বাবা, ওর নাম হোয়াও ফ্রান্সিস্কো, ম্যানুয়েল আর জসিন্টার ছেলে, এখানে মাফরাতেই জন্ম তার, ঠিক একই বাড়িতে আগাগোড়া বাস করছে সে, চার্চ অভ সেইন্ট অ্যান্ড্রু আর ভাইকাউন্টের প্রাসাদের ছায়ায়, এবং আরও কিছু তথ্য যোগানোর জন্যে, হোয়াও ফ্রান্সিস্কো তার ছেলের মতই দীর্ঘদেহী, যদিও বয়সের এবং বাড়ি বয়ে আনা লাকড়ির গাট্টির ভারে এখন খানিকটা নুয়ে পড়েছে। বোঝা নামাতে তাকে সাহায্য করল বালতাসার, বুড়ো ওর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওহ্, আমার ছেলে, চট করে বুঝে গেল বালটসারের বাম হাত নেই, কিন্তু শুধু বলল, আমাদের এখন বিশ্রাম নেয়া দরকার, শত হোক যুদ্ধে ছিলে তুমি, পরক্ষণে ব্লিমুন্দাকে দেখতে পেল সে, মেয়েটা তার ছেলে-বউ বুঝতে পেরে ওকে নিজের হাতে চুমু দেয়ার সুযোগ দিল, ছেলে-বউ আর শাশুড়ি অচিরেই সাপার তৈরির কাজে লেগে পড়ল, ওদিকে বালতাসার যুদ্ধের কথা বলল যেখানে একটা হাত খুইয়েছে ও, আর বাড়ি হতে দূরে কাটানো বছরগুলোর গল্প করল, কিন্তু ওদের কোনও খবর না দিয়ে লিসবনে কাটিয়ে দেয়া দুটি বছর সম্পর্কে কিছুই বলল না ও, ওর কাছ থেকে পাওয়া প্রথম এবং একমাত্র সংবাদটা ওরা পেয়েছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, সেটে-সয়েসের অনুরোধে পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর লেখা একটা চিঠি, বাবা-মাকে জানিয়েছে ও বেঁচে আছে এবং ভালই আছে, আর বাড়ি ফিরে আসছে, হায়, বেঁচে থাকতে ছেলে-মেয়েরা কত নিষ্ঠুর হতে পারে আর নীরবতাকে মৃত্যুতে পরিণত করে। এখনও বলে নি সেনাবাহিনীতে থাকতেই ব্লিমুন্দাকে বিয়ে করেছে– নাকি যুদ্ধ শেষ হবার পর, কিংবা কী ধরনের বিয়েতে আবদ্ধ হয়েছে ও কিংবা কোন পরিস্থিতিতে তাও বলে নি, কিন্তু হয় বুড়ো দম্পতি ওকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে কিংবা না জানাকেই বেছে নিয়েছে, কারণ মেয়েটার অদ্ভুত চেহারা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে ওরা, ওর বালি-রঙা চুল, এক ধরনের অসম্পূর্ণ বর্ণনা, কারণ ওগুলো মধুরঙা, এবং ম্লান চোখজোড়া, ওগুলো সবুজ, ধূসর বা নীল হতে পারে কেবল যখন আলোর দিকে তাকায় ও, স্রেফ হঠাৎ একেবারে গাঢ় হয়ে যাবার জন্যেই, মাটির রঙ, কাদাময় পানির রঙ, এমন কি কয়লার মত কালো, বড়জোর ছায়ার আভাঅলা, তো সবাই নীরবে বসে রইল ওরা, অথচ কথা বললেই যেখানে সুবিধা হত ওদের, বাবাকে কখনও দেখি নি আমি, মনে হয় আমার জন্মের আগেই মারা গেছে ও, আট বছরের জন্যে অ্যাঙ্গোলায় নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে আমার মাকে, মাত্র দুবছর কেটেছে তার, আমি জানি না এখনও ও বেঁচে আছে কিনা, কারণ কোনও খবর পাওয়া যায় নি। আমি আর ব্লিমুন্দা এখানে মাফরায় থাকার কথা ভাবছি, ঘোষণা দিল বালতাসার, একটা বাড়ি খুঁজে পাব আশা করছি, বাড়ি খোঁজার কোনও দরকার নেই, চারজনের জন্যে যথেষ্ট বড় এ বাড়িটা,

অতীতে অনেক বেশী মানুষের জায়গা হয়েছে, বলল ওর বাবা, তারপর জিজ্ঞেস করল, ব্লিমুন্দার মাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে কেন, কারণ, বাবা, ইনকুইজিশনের পবিত্র অফিসের কাছে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল লোকে। ব্লিমুন্দা ইহুদি বা ধর্মান্তরিত নয়, এবং ইনকুইজিশনের পবিত্র অফিসের সঙ্গে ঝামেলা আর কারাদণ্ড ও নির্বাসনের দণ্ডের কারণ নির্দিষ্ট কিছু দিব্যদর্শন আর প্রত্যাদেশ, যেগুলো দেখার আর পাওয়ার দাবী করেছে ব্লিমুন্দার মা, এবং তার শোনা কণ্ঠস্বর, দিব্যদর্শন আর প্রত্যাদেশের অভিজ্ঞতা হয় নি, বা কণ্ঠস্বর শোনে নি, এমন কোনও মেয়ে নেই, আমরা মেয়েরা সারাদিন রহস্যময় কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, এসব শোনার জন্যে কাউকে জাদুকর হতে হয় না, আমার মা আমার চেয়ে বড় কোনও জাদুকর ছিল না, তোমারও কি দিব্যদর্শন হয়েছে, সব মেয়েই যেগুলো দেখে শুধু সেগুলোই, মা, আমার কাছে তুমি মেয়ের মতই, হ্যাঁ, মা, তাহলে সত্যি করে বলো, তুমি ইহুদি বা ধর্মান্তরিত নও, বাধা দিল বালতাসারের বাবা, কসম কেটে বলছি আমি, বাবা, তাহলে সেটে-সয়েসের ঘরে স্বাগতম, ব্লিমুন্দা সেটে-ল্যুয়াস নামেও পরিচিত, এ নাম কে দিয়েছে তোমায়, আমাদের বিয়ে পড়িয়েছেন যে প্রিস্ট, এমন কল্পনাশক্তির অধিকারী প্রিস্টের তো স্যাক্রিস্টির ফল হওয়ার কথা নয় এবং এ কথায় আন্তরিকভাবে হেসে উঠল ওরা সবাই, কেউ বুঝে, অন্যরা তেমন একটা না বুঝেই। দৃষ্টি বিনিময় করল বালতাসার আর ব্লিমুন্দা এবং পরস্পরের চোখে একই ভাবনা দেখতে পেল, টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে প্যাসারোলা, হল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার জন্যে এস্টেটের গেইট দিয়ে খচ্চরের পিঠে চেপে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো। পরিবেশে বিরাজ করছে ব্লিমুন্দার দেহে ইহুদি রক্তের কোনও চিহ্ন না থাকার মিথ্যাচার, যদি একে মিথ্যাচার বলা যায়, কারণ আমরা জানি এই দম্পতি এসব ব্যাপার উপেক্ষা করতেই আগ্রহী, আরও বড় সত্য হেফাযত করার জন্যে লোকে প্রায়ই ছলনার আশ্রয় নেয়।

বালতাসারের বাবা ওকে জানাল, অলটো ডা ভেলায় আমাদের যে জায়গাটা ছিল সেটা বিক্রি করে দিয়েছি আমি, মোটামুটি ভাল দামেই বেচেছি ওটা, পঁয়ত্রিশ হাজার রেই, কিন্তু জমিটার কথা খুব মনে পড়বে আমাদের, তাহলে বেচতে গেলে কেন, কারণ রাজা চেয়েছিলেন ওটা, আমার জমির পাশাপাশি অন্য সবার জমি, কিন্তু রাজা কেন ওইসব জমি কিনতে যাবেন। ফ্রান্সিস্ক্যান ফ্রায়ারদের জন্যে একটা কনভেন্ট বানাতে যাচ্ছেন তিনি, লিসবনে এ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা শোন নি তুমি, না, বাবা, কিছুই শুনি নি আমি, স্থানীয় প্যারিশ প্রিস্ট ব্যাখ্যা করেছেন যে একজন উত্তরাধিকারী জন্ম নিলে ফ্রান্সিস্ক্যানদের কনভেন্টটা নির্মাণ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজা, এখন যে মোটা টাকা কামাতে যাচ্ছে সে হলো তোমার ভগ্নিপতি, স্টোন ম্যাসন এখন প্রচুর কাজ পাবে। ক্যাবেজ আর বীন দিয়ে সাপার করল ওরা, মেয়েরা হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছে, পথ থেকে সরে আছে ওরা, এবং হোয়াও ফ্রান্সিস্কো সেটে-সয়েস সল্টিং-বক্সের কাছে এসে এক টুকরো পর্ক তুলে নিল, ওটাকে চার

টুকরো করল ও, তারপর টুকরোগুলো রুটির টুকরোর ওপর বসাল এবং বাটোয়ারা করে দিল। ওর অংশটুকু নিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে খেতে শুরু করল ব্লিমুন্দা, মনোযোগ দিয়ে দেখল ও, তাহলে মেয়েটা ইহুদি নয়, আপনমনে ভাবল ওর শ্বশুর। মারটা মারিয়াও উদ্বিগ্ন চেহারায় মেয়েটাকে জরিপ করছিল, স্বামীর দিকে ভয়ঙ্কর চেহারায় তাকাল সে, যেন তার অবিশ্বাসের জন্যে ভর্ৎসনা করবে। খাওয়া শেষ করে হাসল ব্লিমুন্দা, এবং হোয়াও ফ্রান্সিস্কোর মাথায় একথা এল না যে, ব্লিমুন্দা ইহুদি হলেও সল্ট পর্ক খেত, কারণ অন্য সত্য গোপন করতে হবে ওকে।

বালতাসার বলল, আমাকে কাজ খুঁজতে হবে, আর ব্লিমুন্দাকেও চাকরির খোঁজ করতে হবে, কোনওভাবে জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের, ব্লিমুন্দার তাড়াহুড়োর কিছু নেই, আমি ওকে কিছুদিন আমার সঙ্গে বাড়িতেই রাখতে চাই, যাতে আমার নতুন মেয়েটির সঙ্গে ভালমত পরিচিত হয়ে উঠতে পারি, ঠিকাছে, মা, তাই হবে, কিন্তু জলদি করে কাজ খুঁজতে হবে আমাকে, একটা মাত্র হাত নিয়ে কী কাজ পাবে তুমি বলো তো, আমার হুকটা আছে, বাবা, অভ্যস্ত হয়ে উঠলে বেশ কাজে আসে ওটা, তাহলে তো ভালই, কিন্তু তুমি মাটি খুঁড়তে পারবে না, তুমি সাইদ চালাতে পারবে না, আবার লাকড়িও চিরতে পারবে না, আমি পশুর দেখাশোনা করতে পারি, হ্যাঁ, মনে হয় তা পারবে, গ্রোভারও হতে পারি আমি, দড়ি ধরে রাখার ব্যাপারে হুকটা যথেষ্ট উপযোগি, আর আমার ডানহাত বাকিটা সামাল দেবে, তুমি ফিরে আসায় আমি খুশি হয়েছি, বাবা আমার। আরও আগেই আমার ফেরা উচিত ছিল, বাবা।

সেরাতে বালতাসার স্বপ্ন দেখল, হালের বলদের পিঠে জোয়াল ফেলে গোটা অল্টো ডা ভেলায় হাল দিতে গেছে ও, পেছনে হাঁটছে ব্লিমুন্দা এবং পাখির পালক পুঁতছে মাটিতে এবং ওগুলো পতপত করতে শুরু করে দিল যেন এখুনি আকাশে উড়াল দেবে, এবং সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাবে মাটি, তারপর হাওয়া হতে আবির্ভুত হলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, সঙ্গে নকশাটা বহন করছেন, ওদের ভুলগুলো দেখাচ্ছেন, আমাদের ফের শুরু করতে হবে, বললেন তিনি, যখন হাল দেয়ার অপেক্ষায় থাকা জমিন আবার দেখা দিল, এবং ব্লিমুন্দা মাটিতে বসেছিল, ও ইশারায় বালতাসারকে ডাকল, আমার পাশে এসে শুয়ে পড়, কারণ আমার রুটি খাওয়া হয়ে গেছে। যখন জেগে উঠল ও তখনও গভীর রাত, ঘুমন্ত ব্লিমুন্দাকে কাছে টানল, ভেজা হেঁয়ালিমাখা উষ্ণতাসহ বিড়বিড় করে ওর নাম বলল মেয়েটা, ফিসফিস করে ওর নাম বলল বালতাসার, কোনওমতে কিচেনের মেঝেয় ব্ল্যাংকেট ভাঁজ করে বিছানো বিছানায় শুয়ে, কোনওরকম শব্দ যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখল ওরা, তাতে ওদের বাবা-মা উঠতে পারে, মিলিত হল দুজন।

পরদিন, বালতাসারের বোন আইনিস অ্যান্টোনিয়া আর তার স্বামী আলভারো দিয়োগো বালতাসারদের বাড়িতে এল আর নতুন ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে পরিচিত হল। দুজন বাচ্চাকেও সঙ্গে আনল ওরা, একজন চারবছর বয়সী, অন্যজন দুবছরের,

বড়জনই কেবল বেঁচে থাকবে, কারণ ছোট বাচ্চাটি আগামী তিনমাসের মধ্যেই গু
বসন্তে আক্রান্ত হবে। কিন্তু ঈশ্বর বা স্বর্গে যিনিই মানুষের আয়ু নির্ধারণ করে থাব
না কেন, ধনী আর দরিদ্রদের মাঝে প্রয়োজনের মুহূর্তে ভারসাম্য বজায় রাখ
বেলায় খুবই বিবেকবান, তিনি এমনকি পাল্লায় পাল্টা ওজন বসানোর জ
অভিজাত ঘরে সদ্যোজাতদের দিকেও নজর দেবেন, এবং আইনিস অ্যান্টোনি
এবং আলভারো দিয়োগোর ছোট বাচ্চাটার মৃত্যুকে ভারসাম্য দেয়ার জন্যে এক
বয়সে মারা যাবে ইনফ্যান্টে ডোম পেদ্রো, কারণ ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করেন, একেবা
অসম্ভব কারণেও মৃত্যু ঘটতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ, পর্তুগীজ সিংহাসনের উত্তরসূ
মাত্র একবার মায়ের দুধ না পেয়েই মারা যাবে, এবং রাজকীয় শিশুর মত একা
নাজুক শিশুই কেবল এমন পরিস্থিতিতে শেষ হয়ে যেতে পারে, কারণ আইনি
অ্যান্টোনিয়ার বাচ্চাটা এরই মধ্যে খেতে শুরু করেছে, অসুস্থ হয়ে মারা যাবা
সময়ও খাবে। দুপাশের হিসাব মেললানোর পর ঈশ্বর তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আগ্র
ন না, প্রায়ই যেমন হয়, তো ক্ষুদে পরীটাকে যখন মাফরায় কবর দেয়া হল
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম, যথাযোগ্য ভাবগম্ভীর্যের সঙ্গে শোক পালন করা হল
কিন্তু লিসবনে ইনফ্যান্টের কবর দেয়ার ঘটনাটা অলক্ষ্যে রয়ে গেল; একটা ছো
কাসকেটে করে তার লাশটা রয়্যাল অ্যাপার্টমেন্টস থেকে রাষ্ট্রীয় কাউন্সেলরা বহ
করে বের করে নিয়ে গেলেন, অভিজাতদের সবাই সঙ্গে রইলেন তাঁদের, স্বয়ং রাজ
তাঁর ভাইকে নিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এবং বাবা হিসাবে রাজা শোক করে থাকলে
তাঁর প্রথম ছেলে এবং সিংহাসনের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর মৃত্যুতেই বেশী শোকা
হয়ে পড়েছেন এবং রাজ-দরবারের প্রটোকল অনুযায়ী, ফিউনারেল কর্টেজ চ্যাপে
কোর্টইয়ার্ডে চলে গেল, সবাই মাথায় টুপি পরেছে, কিন্তু কফিনটা যখন বায়ারে
ওপর রাখা হল যেটায় করে মৃতদেহ চূড়ান্ত বিশ্রামের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে
রাজা এবং মৃত ইনফ্যান্টের বাবা প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের আগে, দুবার তাঁর টুপি খুলে
আবার বসালেন, রাষ্ট্রীয় প্রটোকলের অমানবিকতা এমনই। এক অসাধার
অ্যান্টোরেজ নিয়ে কিন্তু বাবা বা মা ছাড়া, সাও ভিসেন্টে ডি ফোরা'র উদ্দেশে নিঃসঙ্গ
যাত্রা শুরু করল ইনফ্যান্টে, মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন কার্ডিনাল, তাঁকে অনুসর
করল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার মেইসবিয়ারাররা, তারপর রাজগৃহের কর্মকর্তা আর
গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, ওঁদের পেছনে আছেন যাজকগণ আর রয়্যাল চ্যাপেলের সঙ্গে
জড়িত অল্টার বয়রা, সাও ভিসেন্টে-তে লাশের আগমনের অপেক্ষায় থাকার জন্যে
আগেই চলে যাওয়া কামানগুলোর ব্যতিক্রম নিয়ে শেষের এই কন্টিনজেন্টটি জ্বলন্ত
মশাল বহন করছে, এবং তাঁদের পেছনে লেফটেন্যান্টদের নেতৃত্বে আসছে রাজ
প্রাসাদের প্রহরীরা, এবং সবশেষে কফিন বহনকারী খোদ বাইয়ারটা, রয়্যাল
কোচকে ঢেকে রাখা অনন্যসাধারণ লাল পর্দার মত পর্দায় ঢাকা ওটা, এবং
বাইয়ারের পেছনে আসছেন রানীর অন্দর মহলের বর্ষীয়ান মেজর ডোমোর প্রবীণ
ডিউক অভ ক্যাডাভাল এবং রানী, যদি মায়ের মন থেকে থাকে তাঁর, অবশ্যই

অবশ্যই তাঁর সন্তানের মৃত্যুর জন্যে শোক করছেন, আরও উপস্থিত আছেন রানীর চিফ স্টুয়ার্ড মারকিস অভ মিনাস, পদবীর চেয়ে বরং তাঁর চোখের পানি দিয়েই তার শক্তির পরিমাণ আন্দাজ করা যায়, প্রাচীন রেওয়াজ অনুযায়ী, আগে উল্লেখ করা পর্দা, খচ্চরের হারনেস আর ট্র্যাপিংসহ, সাও ভিসেন্টের ফ্রায়ারদের দিয়ে দেয়া হবে, যার খচ্চরগুলোর অসল্যাররা, ওগুলোরও মালিক ফ্রায়াররা, বার [illegible]রেই পাবে, অন্যান্য ভাড়া করার মতই, আমাদের বিস্মিত হওয়া ঠিক হবে না, কারণ মানুষ আসলে খচ্চর নয়, কিন্তু তারপরও ঘনঘন ভাড়া করা হয় এবং এভাবে জড়ো হয়, এবং ওরা রাস্তা দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে যাওয়া মিছিল তৈরি করে, পেভমেন্টগুলোয় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মাঝে থাকেন সৈনিক আর ফ্রায়ারগণ, সব রকম ধর্ম সম্প্রদায়ের ফ্রায়ারই আছেন, আছেন মায়ের দুধ হতে বঞ্চিত হবার পর প্রাণ হারানো ইনফ্যান্টেকে যাঁরা গ্রহণ করবেন সেই স্যাঙ্কচুয়ারির ট্রাস্টি ভিক্ষু ফ্রায়াররাও, এ অধিকার পাবার জোর দাবী রাখেন ফ্রায়াররা, ঠিক মাফরা শহরে অচিরেই নির্মিতব্য কনভেন্টের মত, যেখানে গত বছরেই একটা ছোট ছেলেকে কবর দেয়া হয়েছে যার পরিচয় কোনওদিনই প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু সেও ফিউনারেল করটেজ পেয়েছিল, যেখানে ছিল তার বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, আঙ্কল আর আন্ট, এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, এবং ইনফ্যান্টে ডোম পেদ্রো যখন স্বর্গে আরোহন করে এই বৈষম্যের কথা জানতে পারবে, দারুণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে সে।

ঘটনাক্রমে, রানী যেহেতু মাতৃত্বের দিকে ভালভাবেই ঝুঁকে গেছেন, রাজা তাকে আরেকটি সন্তান উপহার দিলেন নিশ্চিতভাবেই যে রাজা হবে এবং আরও অসংখ্য উৎসব আর উত্থানের চল করবে, এবং কেউ যদি এটা জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে যে ঈশ্বর কেমন করে এই রাজকীয় জন্মের সঙ্গে একজন সাধারণের জন্মের ভারসাম্য ঘটাবেন, তিনি ঠিকই ভারসাম্য আনবেন, তবে নামহীন পুরুষ আর নারীর মাধ্যমে নয়, আইনিস অ্যান্টোনিয়া আর কোনও সন্তানের মৃত্যু দেখতে চাইবে না, এবং ব্লিমুন্দার বেলায়, ওর ধারণা বাচ্চার জন্মদান এড়ানোর রহস্যময় ক্ষমতা আছে ওর। আসুন, আমরা তাহলে বয়স্কদের দিকে মনোনিবেশ করি, অসংখ্য গল্পের ভেতর দিয়ে সেটে-সয়েস ওর সামরিক অভিযান, জাতির ইতিহাসে ওর সামান্য অবদান, কেমন করে ও আহত হয়েছে আর কীভাবে ওরা ওর হাতটা কেটে নিয়েছে সেসব বলবে, ওরা আরও একবার সেই পুরনো বিলাপ শোনার সময় ওদের ইস্পাতের ইমপ্লিমেন্টটা দেখাবে, গরীবদের ওপর এমন দুর্ভাগ্যই নেমে আসে, ওদেরকে বলল ও, ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়, কারণ জেনারেল আর ক্যাপ্টেনরাও যুদ্ধে প্রাণ হারান বা সারা জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যান, এবং ঈশ্বর যেমন করে কেড়ে নেন আবার সেভাবেই ফিরিয়ে দেন, কিন্তু একঘণ্টা পর বাচ্চারা ছাড়া সবাই এই বিনয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেল, হতবিহ্বল চেহারায় চোখ বড় করে তাকিয়ে বসে রইল বাচ্চারা, মামা যখন ওদের হুক দিয়ে মেঝে থেকে টেনে তুলে ফেলল, ব্যথা পেল ওরা, আতঙ্কে কাঁপতে লাগল, ওদের আনন্দ দেয়ার জন্যে যা সম্ভব ওর পক্ষে সেটাই করছে ও,

ছোট বাচ্চাটি এক তরফা খেলায় দারুণ উৎসাহ দেখাচ্ছে, বেচারাকে উপভো করতে দিন, সময় থাকতে থাকতে উপভোগ করতে দিন ওকে, কারণ খেলার জন্যে তিনমাস সময় আছে ওর হাতে।

মাফরায় প্রত্যাবর্তনের প্রথমদিকের দিনগুলোয় এক পড়শীর কাছ থেকে ব নেয়া জমিতে বাবাকে কাজে সাহায্য করল বালতাসার, নতুন করে আবার সবকি শিখতে হচ্ছে ওকে, চাষাবাদের দক্ষতা ভুলে যায় নি ও, কিন্তু সেগুলো কাজে লাগানো কষ্টকর হয়ে পড়েছে এখন। প্রমাণ হিসাবে স্বপ্নের কোনও সারবস্তু নেই এখন উপলব্ধি করছে ও, যদিও স্বপ্নে অল্টো ডা ভেলায় লাঙ্গল চালাতে পেরেছে ও বাম হাত ছাড়া দিনের আলোয় লাঙ্গল হাতে প্রায় কিছুই করতে পারে না। ড্রোভারের চেয়ে আরামপ্রদ কোনও আর পেশা হয় না, কিন্তু যেহেতু ঠেলাগাড়ি আর হালের বলদ ছাড়া কেউ ড্রোভার হতে পারে না, বালতাসারকে আপাতত ওর বাবারগুলো ধার করতে হবে, এখন আমার পালা, এখন তোমার পালা, একদিন তোমার নিজেরই হবে, এবং আমি যদি শিগগিরই মারা যাই, তুমি হয়ত ঠেলাগাড়ি আর বলদ কেনার জন্যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া টাকা থেকে খানিকটা বাঁচাতে পারবে, বাবা এমন কথা মুখেও এনো না। ওর ভগ্নিপতি যেখানে কাজ পেয়েছে সেখানেও কিছু কাজ পেল বালতাসার, ভিলা নোভা ডা কারভেইরার ভাইকাউন্টের এস্টেটের চারপাশে একটা দেয়াল তোলা হচ্ছে। দেয়ালের ওপর একটা ইঁট বসানোও বালতাসারের কাছে কষ্টকর ঠেকবে, একটা পা খোয়া গেলেই ভাল ছিল বলে মনে হতে চাইবে ওর, হাজার হোক, গাছের মত একই রকম দৃঢ়ভাবে রণ-পার ওপরেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মানুষ, এবারই প্রথম এব্যাপারটা ভাবল বালতাসার,পরক্ষণেই ওর মনে হল, ব্লিমুন্দার পাশে বা ওপরে শোয়াটা কেমন বিশ্রী হত তাহলে, তারপর স্থির করল, না, ধন্যবাদ, হাত খোয়া যাওয়াটাই ঢের ভাল, আর কী সৌভাগ্য যে ওর বাম হাতটাই খোয়া গেছে। মাঁচা থেকে নেমে এল আলভারো দিয়োগো, একটা ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আইনিস অ্যান্টোনিয়ার নিয়ে আসা দুপুরের খাবার খেল, তাকে সে আশ্বস্ত করল যে কনভেন্ট নির্মাণ কাজ শুরু হলে আর স্টোন-ম্যাসনদের কাজের অভাব হবে না, এবং কাজের খোঁজে আপন শহর ছেড়ে আশপাশের এলাকায় যাওয়ার আর প্রয়োজন হবে না কারও, যার মানে সপ্তাহ্ পর সপ্তাহ্ বাড়ি থেকে দূরে থাকা, যত অস্থিরই হোক না কেউ কিছু আসে যায় না, যদি নিজের বাড়ি, যদি শ্রদ্ধা করার মত তার একজন স্ত্রী আর আদরের ছেলে মেয়ে থাকে, রুটির মতই তৃপ্তিকর স্বাদ থাকে তার, পুরুষ মানুষের ঘর সর্বক্ষণের জন্যে নয়, কিন্তু প্রতিদিন বাড়ি ফিরতে না পারলে অচিরেই বাড়ির জন্যে তার মন কাঁদতে শুরু করে।

পায়ে হেঁটে আলটো ডা ভেলার মাথায় উঠে এল বালতাসার, এখান থেকে উপত্যকার গহ্বরে বাসা বাঁধা গোটা মাফরা শহর দেখা যায়। বড় ভাগ্নের সমান বয়সে এখানেই রোজ খেলত ও, ক্ষেতে-খামারে গতর খাটুনি দেয়া শুরু করার বেশ

য়েক বছর আগের কথা সেটা। বেশ দূরে বিছিয়ে আছে সাগরটা, কিন্তু মনে হচ্ছে কেবারে কাছে, সূর্যের আলোয় চিকচিকে তরবারির ফলার মত ঝিলিক মারছে টা, অস্তাচলে যেতে শুরু করলে দিগন্তের ওপাশে হারিয়ে যাবার পর ওটাকে খাপে রে নেবে সূর্যটা। এসব উপমা এমন একজন আবিষ্কার করেছে যে যুদ্ধে অংশ নেয়া কজন সৈনিকের হয়ে লিখছে, বালতাসার এগুলো বানায় নি, কিন্তু, ওই জানে ারণটা কী, সহসা বাবা-মার বাড়িতে নিরাপদে লুকিয়ে রাখা ওর তরবারিটার কথা র মনে পড়ে গেল, যেটা আর কখনও খাপমুক্ত করে নি ও, হয়ত এতদিনে মর্চে রে গেছে, কিন্তু শিগগিরই একদিন ওটায় তেল মাখাবে ও, কারণ কখন যে দরকার দখা দিতে পারে কেউ বলতে পারে না।

আগে আবাদি জমি ছিল এগুলো, কিন্তু এখন পতিত হয়ে গেছে। যদিও সীমান্ত রেখা কোনওমতে চোখে পড়ে, আগাছা, নালা-নর্দমা, এবং বেড়া এখন আর জমি বিচ্ছিন্ন করে রাখছে না। এই সমস্ত জমিই এখন একজনের মালিকানাধীন, মহামান্য রাজা, যিনি এখনও এগুলোর দাম মেটান নি, তবে মেটাবেন যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ, তাঁর প্রতি সুবিচার করতে বলা উচিত, তিনি পাওনা মেটানোর বেলায় ভাল। হোয়াও ফ্রান্সিস্কো সেটে-সয়েস তার অংশের জমির ক্ষতিপূরণের জন্যে অপেক্ষা করছে, কী দুঃখজনক যে পুরো টাকাটা একসঙ্গে আসছে না তার হাতে, তাহলে আসলেই বেশ ধনী হয়ে যেত সে, চুক্তি অনুযায়ী বিক্রির অঙ্ক তিনশো পঞ্চাশ হাজার, পাঁচশো রেই-এর সমান, এবং সময় পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে বাড়তে পনের মিলিয়ন পার হয়ে যাবে টাকাটা, দুর্বল মরণশীলদের পক্ষে ধারণাতীত অঙ্কের টাকা, তো ব্যাপারটাকে সহজতর করার জন্যে আমরা একে পনের কনটো এবং প্রায় এক লক্ষ রেইতে পাল্টে নেব, ছোট অঙ্ক। লেনদেনটা ভাল নাকি খারাপ সেটা নির্ভর করে, কারণ টাকা সবসময় নিজের মূল্য ধরে রাখে না, মানুষের বিপরীতে, যার দাম সবসময়ই এক, সমস্ত কিছু এবং কিছুই না। আর কনভেন্টটা কি বিরাট একটা জিনিস হবে, ভগ্নিপতির কাছে জানতে চাইল বালতাসার, জবাবে সে বলল, শুরুতে তেরজন ফ্রায়ারের একটা দলের কথা বলা হয়েছিল, তারপর সংখ্যাটা বেড়ে চল্লিশে দাঁড়ায়, এখন ধর্মশালা আর চ্যাপেল অভ দ্য ব্লেসড্ স্যাক্রামেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফ্রান্সিস্ক্যানরা বলছেন সংখ্যাটা নাকি আশিতে গিয়ে ঠেকবে, পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী জায়গা হবে ওটা, বলল বালতাসার। এটা ওদের আলোচনার বিষয় ছিল আইনিস অ্যান্টোনিয়ো যখন বিদায় নিল, বালতাসারের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলার জন্যে রেখে গেল আলভারো দিয়োগোকে। মেয়েদের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্যে ফ্রায়াররা এখানে আসেন এবং ফ্রান্সিস্ক্যানরা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ, ওদের কাউকে যদি আমার বউয়ের কাছে সুযোগ নেয়ার সময় ধরতে পারি, এমন প্যাঁদানি দেব শরীরের সবকটা হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, আর কথা বলতে বলতেই, আইনিস অ্যান্টোনিয়ো যেখানে বসেছিল সেই পাথরটার ওপর হাতুড়ি দিয়ে একটা বাড়ি মারল স্টোন-ম্যাসন, ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল ওটা।

সূর্য ডুবে গেছে এবং নিচের উপত্যকায় মাফরা কোনও কুয়োর অভ্যন্তরের মত
অন্ধকার। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল বালতাসার, পাথর দিয়ে চিহ্নিত সীমারেখ
দিকে তাকাচ্ছে, যেটা দূরবর্তী প্রান্তে জমিকে ভাগ করেছে, এখনও প্রথম শিশিরে
ছোঁয়া না পাওয়া একেবারে শাদা পাথর, পাথর অতিরিক্ত উত্তাপ বোঝে না, ত
পাথর দিনের আলোয় হতবাক হয়ে যায়। এই পাথরগুলো কনভেন্টের প্রাথমি
ভিত্তি, রাজা নির্দেশ দিয়েছেন পর্তুগীজদের হাতেই কাটা পর্তুগীজ পাথর হতে হ
ওগুলোকে, কারণ নির্মাণ কাজের চূড়ান্ত পর্যায়ের তদারকি করার জন্যে চুক্তিব
গ্রাভো পরিবার এখনও মিলান থেকে ব্রিকলেয়ার আর স্টোনম্যাসনদের দায়িত্ব নি
এসে পৌঁছায় নি। বাড়ি ঢুকতেই কিচেন থেকে ভেসে আসা ফিসফিস আ
বিড়বিড়ানি শুনতে পেল বালতাসার, ওর মায়ের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল ও, তারপ
ব্লিমুন্দার গলা, পালা করে কথা বলছে যখন ওরা, পরস্পরকে ওরা পুরোপুরি চি
ওঠে নি ঠিকমত, কিন্তু অনেক কথা বলার রয়েছে ওদের, মেয়েদের প্রলম্বিত আ
অন্তহীন কথোপকথন এটা, পুরুষরা এধরনের কথোপকথনকে মূর্খতাপূর্ণ মনে করে
এটা বুঝতে পারে না যে এ কারণেই দুনিয়াটা কক্ষপথে রয়েছে, মেয়েরা যা
পরস্পরের সঙ্গে আলাপে মশগুল না হত, পুরুষরা বহু আগেই বাড়ি আর শেষ অবি
পৃথিবীর সমস্ত অনুভূতিই হারিয়ে ফেলত, আমাকে আশীর্বাদ করো, প্রিয় মা, ঈশ্ব
তোমার মঙ্গল করুন, খোকা আমার, নীরব রইল ব্লিমুন্দা, আর ওকে শুভেচ্ছা জানা
না বালতাসার, কেবল পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, একে অন্যের চোখে আশ্র
খুঁজল।

একজন পুরুষ আর একজন নারীকে একজোট করার নানান উপায় আছে, কিন্ত
যেহেতু ঘটকদের জন্যে কোনও গাইড বা হ্যান্ডবুকের কোনওটাই নয় এটা, মাত্র দুটি
উপায়ের কথা উল্লেখ করা হবে এখানে, যার প্রথমটা হচ্ছে, যখন ছেলে আর মেয়েটি
খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকে, পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অবশ্যই,
সাইডলাইনে থেকে একটা অটো-ডা-ফে দেখছে, অনুতাপকারীরা পাশ কাটিয়ে চলে
যাচ্ছে, এবং মেয়েটা হঠাৎ ছেলেটার দিকে ফিরে জানতে চায়, কী নাম তোমার,
স্বর্গীয় প্রেরণা বা নিজের স্বাধীন ইচ্ছা, কোনওটারই প্ররোচনায় নয়, ওর আপন মা-ই
নির্দেশটা স্থাপন করেছিল, মিছিলে হাঁটতে থাকা সেই মা, এবং দিব্যদর্শন আর
প্রত্যাদেশের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল যে, এবং যদি, হলি অফিস অভ দ্য
ইনকুইজিশন যেমন জোর দিয়ে বলছে, প্রতারণা করেও থাকে সে, তখন প্রতারণা
করছিল না সে, মোটেই না, কারণ পঙ্গু সৈনিকটিকে সত্যিই দেখেছে সে, তার
মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে যে ছেলেটি, এবং এসব কৌশলেই ওদের কাছাকাছি
এনেছে সে। আরেকটা উপায় হচ্ছে ছেলে আর মেয়েটি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে
থাকবে, একে অন্যের অস্তিত্বের কথা জানবেই না, দুজনেই যার যার দরবারে আসীন
থাকবে, ছেলেটি লিসবনে আর মেয়েটি ভিয়েনায়, ছেলেটির বয়স উনিশ, মেয়েটি
পঁচিশ বছর বয়স্কা, যার যার রাষ্ট্রদূতদের প্রতিনিধিত্বের মারফত আলোচনা ক্রমে

ক্তির মাধ্যমে বিবাহিত, বাগদত্ত-বাগদত্তারা সুবিধাজনকভাবে উন্নত করা পোর্ট্রেট থকে প্রথমবারের মত দেখেছে পরস্পরকে, গাঢ় সুন্দর চেহারাঅলা নিজের চমৎকার কখানা ছবি খাড়া করেছে পাত্র, আর পাত্রী স্বাস্থ্যবতী এবং ফর্শা, অস্ট্রিয়ান াজকুমারীরা যেমন হয়, এবং তাঁদের নিজস্ব মতামত যাই হোক না কেন, ওদের বাঝানো হয়েছে যে ওরা নিখুঁত জুড়ি এবং স্বর্গেই তাদের বিয়ে স্থির হয়ে আছে, ছলেটি তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে, বেচারি, মেয়েটি সৎ নারী বলে এবং অন্য কানও পুরুষের দিকে এমনকি চোখ তুলেও তাকানোর ক্ষমতা না থাকায় নিজেকে নয়তির হাতে সঁপে দেবে সে, তার স্বপ্নে যাই ঘটুক সেটা ধর্তব্য নয়।

ডোম হোয়াওর যুদ্ধে হাত খুইয়েছে বালতাসার, পবিত্র ইনকুইজিশনের যুদ্ধে মাকে হারিয়েছে ব্লিমুন্দা, কিছুই পান নি হোয়াও, কারণ শান্তি ঘোষিত হওয়ার পর সবকিছু আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেছে, ইনকুইজিশনেরও কোন লাভ হয় নি, কারণ স্টেকে একজন ডাকিনীকে পুড়িয়ে মারার বিনিময়ে আরও দশজন আবির্ভূত হয়েছে, আরও অসংখ্য ডাইনীর কথা না হয় বাদই থাকল। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব হিসাব-পদ্ধতি আছে, নিজস্ব লেজার আর ডে-বুক, মৃতদের নাম পাতার এক পাশে লেখা হয় অন্য পাশে জীবিতদের নাম, কর দেয়া আর আরোপেরও নানান উপায়ও রয়েছে, রক্তের টাকায় এবং টাকার রক্তে, কিন্তু কেউ কেউ আছে যারা প্রার্থনা পছন্দ করে, যেমন আছেন রানী, একজন স্বাভাবিক এবং নিবেদিত মা কেবল সন্তান ধারণ করার জন্যেই পৃথিবীতে এসেছেন যিনি, সব মিলিয়ে ছটি বাচ্চার জন্ম দেবেন তিনি, কিন্তু মিলিয়নে হিসাব করতে হবে তাঁর প্রার্থনাকে, তিনি অবিরাম জ্যেসুইট নোভিশিয়েট বা প্যারিশ চার্চ অভ সেইন্ট পল-এ তীর্থ ভ্রমণ করছেন কিংবা শ্রাইন অভ সেইন্ট ফ্রান্সিস হ্যাভিয়ারে নোভেনা দিচ্ছেন, তারপর যাচ্ছেন শ্রাইন অভ আওয়ার লেডি, কনসোলার অভ দ্য অ্যাফ্লিকেটেড-এ, তারপর যাচ্ছেন সেইন্ট জন দ্য ইভানজেলিস্টের ফ্রায়ারদের হাতে পরিচালিত মনেস্টারি অভ সেইন্ট বেনেডিক্টে এরপর দর্শন করছেন প্যারিশ চার্চ অভ ইনকারনেশন, তারপর মারভিলার কনভেন্ট অভ দ্য হলি কনসেপশন, তারপর দ্য অনভেন্ট অভ দ্য সেইন্ট বেনেডিক্ট দ্য হীলার-এ, তারপর দ্য শ্রাইন অভ আওয়ার লেডি অভ লাইট, তারপর চার্চ অভ দ্য কর্পাস ক্রিস্টি, তারপর দ্য চার্চ অভ আওয়ার লেডি অভ অল গ্রেসেস, এবং তারপর তিনি যান চার্চ অভ সেইন্ট রক-এ, তারপর স্যাঙ্কচুয়ারি অভ দ্য হলি ট্রিনিটি, তারপর দ্য রয়্যাল কনভেন্ট অভ দ্য মাদার অভ গড-এ, তারপর তিনি পা রাখছেন দ্য শ্রাইন অভ চার্চেস অভ সেইন্ট পিটার অভ আলকান্টারা ও আওয়ার লেডি অভ লরেটো, আওয়ার লেডি অভ রিমেমব্র্যান্স-এ, তারপর দ্য কনভেন্ট অভ গুড কাউন্সেল-এ যান তিনি, এবং যে মুহূর্তে তিনি তাঁর ধর্মীয় ভক্তি পালনের উদ্দেশ্যে রাজপ্রসাদ ছেড়ে বেরুতে যাচ্ছেন, ড্রামের শব্দ আর ফ্লুটের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, তার দেহ হতে বেরুচ্ছে না, হা ঈশ্বর, যেন রানী ড্রাম বা বাঁশি বাজাবেন, এবং পশুধারী সৈনিকরা (হালবার্ডিআরস্) সার বেঁধে দাঁড়াল, অসংখ্য সতর্কবাণী এবং পরিচ্ছন্নতার

জন্যে আদেশ সত্ত্বেও পথঘাট চিরস্থায়ীভাবে নোংরা বলে কাঠের প্ল্যাংক নিয়ে রানীর আগে আগে ছুটছে পোর্টাররা, তিনি যখন ক্যারিজ থেকে নামছেন, মাটিতে পেতে দেয়া হচ্ছে প্ল্যাঙ্কগুলো, বেশ একটা আলোড়ন হচ্ছে, রানী প্ল্যাঙ্কগুলো পার হয়ে যাওয়ামাত্র ওগুলো সামনে নিয়ে যাচ্ছে পোর্টাররা, ফলে আমাদের মালকিন, রানী যেখানে পরিষ্কার রয়ে যাচ্ছেন, ওরা চিরকালই পাঁকে হাঁটছে, রানী আমাদের প্রভু জেসাস ক্রাইস্টের মত, যখন তিনি জলের ওপর দিয়ে হেঁটেছিলেন, এবং এইরকম অলৌকিক কেতায় এগিয়ে চললেন রানী কনভেন্টস অভ দ্য ট্রিনিটারিয়ানস্, অভ দ্য সিস্টারিয়ান নানস্, ক্রিশ্চান অভ দ্য স্যাক্রেড হার্ট ও অভ সেইন্ট অ্যালবার্ট, চার্চ অভ আওয়ার লেডি অভ মারসি, যার করুণা আমরা মাগি, চার্চ অভ সেইন্ট ক্যাথেরিন, কনভেন্ট অভ দ্য সিস্টারস অভ সেইন্ট পল, এবং হলি আওয়ারের দিকে, ডিসক্যাল্ভেড অগাস্টিনিয়ানরা যার দেখা শোনা করেন, এবং আওয়ার লেডি অভ মাউন্ট কারমেল, চার্চ অভ আওয়ার লেডি অভ মারটায়ারস্-এর উদ্দেশে, কারণ আমরা সবাই আমাদের নিজস্ব ধাঁচের শহীদ, কনভেন্ট অভ প্রিন্সেস জোয়ান দ্য সেইন্ট, কনভেন্ট অভ ক্রাইস্ট দ্য সেভিয়ার, কনভেন্ট অভ দ্য সিস্টারস্ অভ সেইন্ট মনিকা'র পথে এবং বেনিফিসিয়ারিজের দিকে, কিন্তু আমরা জানি কোথায় যাবার সাহস হবে না তাঁর, দ্য কনভেন্ট অভ অডিভেলাসে, এবং কারণটাও আঁচ করতে পারি আমরা, একজন দুঃখী আর প্রতারিত রানী, যিনি শুধু দিনের প্রতিটি ক্ষণে প্রার্থনা করে ছলনামুক্ত হচ্ছেন, কখনও কখনও যৌক্তিক কারণে, অন্য সময়ে কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়া, কখনও তাঁর বেপথু স্বামীর জন্যে, দূর-দেশে বাসরত তাঁর পরিবারের জন্যে, এই দেশের জন্যে যেটি তাঁর নয়, এবং বাচ্চাদের জন্যে যারা আংশিকভাবে তাঁর, এবং সম্ভবত তাও হয়ত না, ইনফ্যান্টে ডোম পেদ্রো যেমন মুখ খিস্তি করছে স্বর্গে, পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের জন্যে, আসন্ন প্লেগের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্যে, সবে সমাপ্ত হওয়া যুদ্ধের জন্যে এবং আবার যেটি বাধতে যাচ্ছে সেটার জন্যে, ইনফ্যান্টা আর ইনফেন্টেদের জন্যে, তাঁর রাজকীয় শশুর পক্ষের লোকজনের জন্যে, এবং ডোম ফ্রান্সিস্কোর জন্যেও, এবং দেহের বিচারের জন্যে জেসাস, মেরি আর জোসেফের কাছে, পুরুষের দুপায়ের ফাঁকে ক্ষণিকের জন্যে দেখা বা কল্পিত আনন্দের জন্যে, সুকঠিন মুক্তির জন্যে, তাঁর আত্মার জন্যে, অপেক্ষায় থাকা নরকের জন্যে, রানী হবার কষ্টভোগের জন্যে, নারী হবার বেদনার জন্যে, এবং সেই অবিচ্ছেদ্য দুটো দুর্ভাগ্যের জন্যে, ক্ষণস্থায়ী জীবন আর আসন্ন মৃত্যু।

ডোনা মারিয়া আনা এখন প্রার্থনা করার অন্য আরও জোরাল কারণ পাবেন। আজকাল সুস্থতা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছেন রাজা, হঠাৎ হঠাৎ বাতকর্মের ফেরে পড়ছেন, অনেকদিন থেকেই এই সমস্যায় ভুগছেন তিনি, কিন্তু দ্রুত অবনতি ঘটছে, বেহুঁশ হয়ে যাবার পর্যায়গুলো স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ প্রলম্বিত হচ্ছে এখন, পরাক্রমশালী একজন রাজাকে অচেতনতার পর্যায়ে পর্যবসিত হতে দেখে

বিনয়ী হবার শিক্ষা পাচ্ছে লোকে, ভারত, আফ্রিকা আর ব্রাযিলের প্রভু হয়ে কী লাভ হয়েছে তাঁর যেখানে এই পৃথিবীতে আমরা কিছুই না এবং সবকিছু ফেলে যেতে হবে আমাদের। রীতিনীতি আর সতর্কতা বলে যে শেষকৃত্যানুষ্ঠানে দেরি করা উচিত নয়, মহামান্য যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ কোনও সৈনিকের মত স্বীকারোক্তি না করেই প্রাণ ত্যাগ না করতে পারেন, যেখানে চ্যাপলেইন চোখে পড়ার নয় আর দেখার কোনও ইচ্ছাও থাকে না, তারপরেও সময়ে সময়ে বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়, যেমন রাজা যখন সেটুবালে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের জানালায় বসে একটা বুলফাইট দেখছিলেন, আচমকা, কোনওরকম আভাস ছাড়াই পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি, জলদি করে একজন ডাক্তার তলব করা হল, রাজার নাড়ী দেখল সে আর ব্লাড-লেটার আনার হুকুম দিল, পবিত্র তেল নিয়ে হাজির হলেন ফাদার কনফেসর, কিন্তু ডোম হোয়াও পঞ্চম শেষবার স্বীকারোক্তি দেয়ার পর, এবং সেটা মাত্র গতকালের ঘটনা, কী পাপ করে থাকতে পারেন বলতে পারল না কেউ, কতগুলো অশুভ চিন্তা ভেবে থাকতে পারেন তিনি, গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কয়টা পাপকর্ম করে থাকতে পারেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই বিব্রতকর অবস্থায়, যেখানে অ্যারিনায় মারা পড়ছে ষাঁড়গুলো, এবং রাজা, তাঁর চোখদুটো ওপর দিকে তাকিয়ে আছে, মৃত্যুর কাছাকাছি যেতেও পারেন বা নাও পারেন, আর যদি মারা যান সেটা কোন ক্ষতের কারণে হবে না, নিচের জানোয়ারগুলোর গায়ে যেমন সৃষ্টি করা হচ্ছে, যারা যাহোক, এখন সফল হয়েছে, এবং সবার ওপর বদলা নিচ্ছে, মাত্র একমুহূর্ত আগে ডোম হেনরিক ডি আল মেইদার বেলায় ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছে, নিজের ঘোড়া হাওয়ায় ছুড়ে দিয়েছিল তাকে, এবং এখন তাকে পাঁজরের দুটো ভাঙা হাড়সহ স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অবশেষে চোখ মেলে তাকিয়েছেন রাজা, শেষমেষ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর পাজোড়া এখনও অসাড় হয়ে আছে, হাত দুটো কাঁপছে, চেহারাটা মড়ার মত ফ্যাকাশে, তাঁর সঙ্গে এক নজরেই নানদের জয় করে নেয়া সাহসী পুরুষটির কোনও মিলই নেই এবং নানরা যেহেতু আরেক শব্দের প্রতিশব্দ, সম্প্রতি মানে গত বছর এক ফরাসি মেয়ের জন্ম দেয়া বাচ্চার বাবা তিনি, এবং তাঁর নারীরা যদি, বন্দী অবস্থায়ই থাকুক বা মুক্ত, তাঁকে দেখতে চায় তাহলে এখনই দেখা উচিত, তারা এই দোমড়ানো, করুণ ক্ষুদে মানুষটাকে তাদের এককালের চেনা রাজকীয় এবং অপ্রতিরোধ্য বলাৎকারকারী হিসাবে চিনতেই পারবে না। ডোম হোয়াও পঞ্চম চিকিৎসা আর গ্রামাঞ্চলের চমৎকার হাওয়া তাঁকে সুস্থ করে তোলে কিনা দেখবার জন্যে আযেইটাওয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, ডাক্তাররা অসুস্থতাকে বিষণ্ণতা বলে শনাক্ত করেছেন, খুব সম্ভবত, মহামান্য রাজা রসবোধের কোনও রকম সমস্যায় ভুগছেন যা অচৈতন্য আর খিটখিটে মেজাজে পর্যবসিত হচ্ছে, কঠিন বিষণ্ণতা থেকে উদ্ভুত অক্ষমতা, কারণ ওটাই রাজার আসল সমস্যা, আসুন আশা করা যাক তিনি তাঁর গোপন কোনও অঙ্গের রোগে ভুগছেন না, বাড়াবাড়িরকম প্রণয়লীলা আর খানিক অ্যাসিডের আলামত সত্ত্বেও, কমফ্রের নির্যাসে যার চিকিৎসা

করা হচ্ছে, মুখের আলসার আর টেস্টিক্‌লও আপার অ্যাপেন্ডেজের সংক্রমণেরও অসাধারণ প্রতিষেধক।

প্রার্থনা করার জন্যে লিসবনে রয়ে গিয়েছিলেন ডোনা মারিয়া আনা, এবং তারপর প্রার্থনা অব্যাহত রাখতে বেলেমে চলে গেছেন। গুঞ্জন শোনা গেল যে রাজা রাজত্ব দেখার দায়িত্ব তাঁকে দিতে অস্বীকার করার কারণেই বিব্রত বোধ করছেন তিনি, এবং স্ত্রীর শাসন করার ক্ষমতায় আস্থা না থাকাটা ভাল নয়, শিগগিরই রাজা নরম হবেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজা আয়েইটাওয়ের গ্রামীণ আনন্দের মাঝে সুস্থতা সন্ধান করার সময় রিজেন্ট নিয়োজিত হবেন রানী, সেখানে অ্যারাবিডার ফ্রান্সিস্ক্যান ফ্রায়ারদের পরিচর্যা আর ঢেউয়ের কোলে চিকিৎসা পাচ্ছেন রাজা, সাগরের রঙ, হাওয়ার স্বাদ অপরিবর্তিত রয়ে গেল, জাদুকরি প্রভাবটাও এক, এবং ষড়যন্ত্র গভীর হতে শুরু করল, ঘটতে লাগল ঘটনা, ভাইয়ের মৃত্যু আর নিজের জীবন হিসাব করে, যদি রাজাকে নিষ্ঠুরভাবে জ্বালাতনকারী বিষণ্ণতার কোনও রকম প্রতিষেধক না মেলে মহামান্য আর ঈশ্বর যদি অসময়েই তাঁর মর্ত্য জীবনের সমাপ্তি টানার সিদ্ধান্ত নেন যাতে আগেভাগেই তিনি অনন্তজীবনে প্রবেশ করতে সক্ষম হন, তাহলে রাজ পরিবারের নিকটতম সদস্য হিসাবে পরবর্তী জন হওয়ায়, ইয়োর ম্যাজেস্টির দেবর হিসাবে আর তোমার রূপ আর গুণের একজন দারুণ নিবেদিত গুণমুগ্ধ হওয়ার সুবাদে, আমিই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারি বলা যায় আর পবিত্র বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তোমার শয্যাসঙ্গীও, পৌরুষের কথা এলে আমি তোমাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে আমি আমার ভাইয়ের চেয়ে খারাপ নই, হায় ঈশ্বর, দেবর-ভাবীর মধ্যে এমন অশোভন কথাবার্তা, রাজা এখনও বেঁচে আছেন, আর ঈশ্বর যদি আমার প্রার্থনা শোনেন, রাজ্যের বৃহত্তর গৌরবের স্বার্থেই মহামান্য রাজার জীবন রক্ষা পাবে আর সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর ছয়টি সন্তান ধারণ করার কথা আমার, তাদের স্বার্থে, কারণ এখন তিনটা বাচ্চা হওয়া বাকি আছে, তারপরেও আমি জানি মহামান্য রোজ রাতে আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন, অমন স্বপ্ন দেখার কথা অস্বীকার করতে পারব না আমি, ওসব মেয়েলী দুর্বলতা যা আমি আমার হৃদয়ে গোপন করে রাখি, এমনকি আমার ফাদার কনফেসরের সঙ্গেও আলোচনা করি না, যদিও অন্যরা আমাদের চোখের দিকে তাকিয়েই হয়ত আমাদের স্বপ্নের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারবে, ঠিক আছে, তাহলে, আমার ভাই মারা গেলে আমরা বিয়ে করব, যদি তেমন সম্পর্ক রাজ্যে সমৃদ্ধি আনার জন্যে হয়, ঈশ্বরকে ছোট করছি না, আর আমার মর্যাদা রক্ষা করে, তাহলে আমার সম্মতি দেয়া উচিত, আমি যে কেমন করে আমার ভাইয়ের মৃত্যু কামনা করছি, কারণ আমি রাজা হতে চাই আর ইয়োর ম্যাজেস্টির সঙ্গে ঘুমোতে চাই, আমি স্রেফ ইনফ্যান্টে থাকতে থাকতে ক্লান্ত, এবং আমি রানী থাকতে গিয়ে ক্লান্ত, কিন্তু আমি আর অন্য কিছুর আশা করতে পারি না, তো আমি হাল ছেড়ে দিয়ে প্রার্থনা করি আমার স্বামী যেন বেঁচে থাকে, যেন আরও করুণ অবস্থায় পড়তে না হয় আমাকে, ইয়োর ম্যাজেস্টি কি তবে এই কথাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আমি

আমার ভাইয়ের চেয়েও খারাপ হব, প্রত্যেক পুরুষই যার যার মত খারাপ, এবং এই কৌশলী আর নিন্দার সুরেই রাজপ্রাসাদে তাঁদের কথোপকথন শেষ হল, ডোম ফ্রান্সিস্কোর সঙ্গে এমন বহু কথোপকথনের প্রথমটি, যে বেলেমে সম্ভাব্য প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রানীর কাছে কাকুতি মিনতি করবেন, যেখানে তিনি এখন বাস করছেন, ব্যালাসে, যেখানে অবকাশ যাপন করতে যাবেন, এবং লিসবনে যখন তিনি শেষ পর্যন্ত রিজেন্ট হবেন, দরবার এবং দেশের, যতক্ষণ না ডোনা মারিয়া আনার স্বপ্নগুলো আর আগের মত উপভোগ্য থাকবে না, শরীরের জন্যে মারাত্মক হয়েও, আত্মার জন্যে দারুণ উদ্দীপক, কারণ স্বপ্নে এখন ইনফ্যান্টে হাজির হচ্ছেন কেবল রানীকে একথা বলতে যে সে রাজা হতে চায় আর তাতে তার কী উপকার হবে, তাঁর সময় নষ্ট করছেন তিনি, বল আমিই সে যে কিনা রানী। রাজা এমন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে ডোনা মারিয়া আনার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করবেন, কিন্তু রানীর স্বপ্ন আর কখনওই ফিরে আসবে না।

মেয়েদের কথোপকথনের পাশাপাশি স্বপ্নও পৃথিবীকে কক্ষপথে আটকে রাখে। কিন্তু স্বপ্ন আবার চাঁদের মুকুটও গঠন করে, সুতরাং আকাশটা হচ্ছে পুরুষ মানুষের মাথার ভেতরকার দীপ্তি, যদি আসলে তার নিজস্ব অনন্য আকাশ না হয়। হল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, তিনি ইথারের রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন কি পারেন নি সেটা পরে জানতে পারব আমরা, এমনও হতে পারে যে প্রাচীনকালের আলকেমির সাহায্যে গোপন রহস্যটা জানা সম্ভবপর নয়, হয়ত কেবল সামান্য একটা কথাই ফ্লাইং মেশিনটার গ্লোবগুলোকে ভরিয়ে তোলার জন্যে যথেষ্ট হবে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, হাজার হোক, কথা বলা ছাড়া তেমন বেশী কিছুই করেন নি অথচ তারপরেও এমন সামান্য আয়াসে সবকিছু সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন তিনি, বাহিয়ায় সেমিনারি অভ বেলেমে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে প্রিস্টকে, এবং তাঁর প্রথম বেলুনটা হাওয়ায় ওড়ানোর বহু আগেই কয়মব্রায় ফ্যাকাল্টি অভ থিয়োলজির অ্যাডভান্স গবেষণা এবং বিজ্ঞ বিতর্কে আরও জোরদার হয়েছে সেটা, এবং এখন যখন নেদারল্যান্ডস থেকে ফিরে এসেছেন, কয়মব্রায় প্রত্যাবর্তন করতে চাচ্ছেন তিনি, একজন মানুষ মহান ফ্লাইয়ার হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে মাস্টার ডিগ্রি আর ডক্টরেট লাভের জন্যে পড়াশোনা করার পরামর্শ দেয়াই ভাল, এবং তারপর, যদি কখনও নাও ওড়েন, তাঁকে শ্রদ্ধা দেখানোর যোগ্য বলেই মনে করা হবে।

সাও সেবাস্টিয়াও ডা প্রেদ্রেইরার এস্টেটে গেলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, শেষবার এখানে আসার পর পাকা তিনটি বছর পেরিয়ে গেছে, কোচ হাউসটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পেলেন তিনি, মেঝের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে জিনিসপত্র, গুছিয়ে রাখার উপযুক্ত মনে করে নি কেউ, যেহেতু এখানে কী ঘটছে জানা ছিল না কারও। বিরাট দালানের ভেতরে চড়ুই পাখির দল ছাদের দুটো টাইল ভেঙে পড়ে একটা ফোকর সৃষ্টি হওয়ায় বারবার আসা-যাওয়া করছে, চড়ুই পাখি তুচ্ছ প্রাণী, এস্টেটের সবচেয়ে লম্বা গাছগুলোর চেয়ে বেশী উঁচুতে কখনও উড়ে যেতে পারবে ওরা এমন সম্ভাবনা নেই, চড়ুইপাখি কাদা-মাটি, গোবরের স্তূপ আর ভূট্টা ক্ষেতের সম্পত্তি, একটা মৃত চড়ুই পাখি দেখা মানে একথা উপলব্ধি করা যে ওটা কখনও অনেক উঁচুতে উঠতে চায় নি, ওর ডানাগুলো এত নাজুক, হাড়গুলো এমন ছোট, সে তুলনায়, আমার প্যাসারোলা যতদূর চোখ যায় তত উঁচুতে উড়তে পারবে, স্রেফ এই শেলটার মজবুত কাঠামোটা একবার দেখ, ওটা আমাকে হাওয়ার ভেতর নিয়ে বয়ে নিয়ে যাবে, সময় পেরিয়ে যাওয়ায় মর্চে পড়েছে লোহায়, খারাপ

লক্ষণ, তার মানে আমার কথামত জিনিসপত্রের দেখাশোনা করে নি বালতাসার, কিন্তু খালিপায়ের এই চিহ্নগুলো নিশ্চয়ই ওর, কিন্তু সঙ্গে করে ও ব্লিমুন্দাকে এনেছিল বলে মনে হচ্ছে না, হয়ত কিছু হয়েছে মেয়েটার, নিশ্চয়ই প্যালেটের ওপর ঘুমিয়েছে বালতাসার, কারণ ব্ল্যাঙ্কেটটা এমনভাবে সরানো যেন মাত্র বিছানা ছেড়েছে ও, ওই একই প্যালেটে শুয়ে ওই ব্ল্যাঙ্কেটটাই গায়ে দেব আমি, আমি, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, হল্যান্ড থেকে মাত্র ফিরে এসেছি, ওখানে গিয়েছিলাম ইউরোপের অন্যান্য জায়গার লোকেরা ডানার সাহায্যে উড়তে জানে কিনা এবং ওড়ার বিদ্যায় আমার চেয়ে এগিয়ে আছে কিনা জানতে, আমি যেমন এসেছি মেরিনারদের দেশ থেকে এবং যোওলে, এডি আর নাইকার্কে আমি খুবই সম্মানিত আলকেমিস্ট আর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গবেষণা করেছি, রিটর্টে যারা সূর্য বানানোর ক্ষমতা রাখে, কিন্তু তারপরও রহস্যময় রোগে মারা যায় ওরা, শুকোতে শুকোতে একেবারে ভাঙা খড়ের মত ফাঁপা হয়ে যায় আর ঝোপের মতই অনায়েসে পুড়ে যায়, কারণ মৃত্যু-ক্ষণে ওই অনুরোধই করে যায় ওরা, নিজেদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়ার সময় কিছুই রেখে যাচ্ছে না ওরা আর এখানে আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছে ফ্লাইং মেশিনটা, যেটা এখনও উড়তে পারে না, এবং এই গ্লোবগুলো আমাকে স্বর্গীয় ইথার দিয়ে ভরতেই হবে, কারণ লোকে যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে, স্বর্গীয় ইথার, তখন তারা কী বলছে নিশ্চয়ই সেটা তাদের জানা, অবশ্যই এটা কী জানি আমি, এটা ঈশ্বরের লেট দেয়ার বী লাইট বলার মতই সোজাসাপ্টা, কথা বলার এটা একটা ভঙ্গি, এদিকে রাত নেমে এসেছে, ব্লিমুন্দার ফেলে যাওয়া অয়েল ল্যাম্পটা জ্বালাচ্ছি আমি, ক্ষুদে সূর্যটা নিভিয়ে দিলাম আমি, জ্বালানো হবে নাকি নেভানো হবে সেটা আমার ওপর নির্ভর করছে, অয়েল ল্যাম্পের কথা বোঝাচ্ছি আমি, ব্লিমুন্দার কথা নয়, স্বপ্নে ছাড়া কোনও মানুষই তার জীবনের সব ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না, তো, সবাইকে শুভরাত্রি।

কয়েক সপ্তাহ্ পর, প্রয়োজনীয় সব রকম চুক্তিপত্র, লাইসেন্স, আর অন্যান্য আইনী দলিলপত্রে সজ্জিত হয়ে কয়মব্রার উদ্দেশে রওনা হলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, জ্ঞানার্জনের জন্যে এমন সুবিখ্যাত নগরী ওটা, ওখানে যদি কোনও আলকেমিস্ট থাকতেন, যোওলের উদ্দেশে যাত্রাটা একেবারেই বেশী হয়ে যেত, ফ্লাইং ম্যান তাঁর যাত্রার এই পর্যায়ে ভাড়া করা শান্তশিষ্ট একটা খচ্চরের পিঠে চড়ে রওনা হলেন, নম্র স্বভাবের প্রিস্টের জন্যে জুৎসই বাহন, যাঁর জানোয়ারের পিঠে চরার অভিজ্ঞতা খুবই সামান্য, গন্তব্যে পৌঁছানোর পর আরেক ভদ্রলোকের সাথে একটা ঘোড়া ভাগাভাগি করবেন তিনি, যিনি সম্ভবত ইতিমধ্যে তাঁর ডক্টোরেট শেষ করেছেন, যদিও ডক্টর পদমর্যাদার যেকারও জন্যে লম্বা দূরত্বের ক্ষেত্রে একটা সেডান চেয়ারই অনেক বেশী মানানসই হত, এ যেন সাগরের ঢেউয়ে ঝাঁকানি খাওয়া, শুধু যদি সামনে বসা মানুষটা বায়ু ত্যাগের বেলায় এমন অসংযমি না হতো। মাফরা পর্যন্ত দূরত্ব নির্বিঘ্নেই কেটে গেল, যাত্রা সম্পর্কে জানানোর কিছু নেই, কিন্তু

এইসব এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন সম্পর্কে বলা যেতে পারে, আমরা স্পষ্টই চলার পথে থেমে জিজ্ঞেস করতে পারি না, কে তুমি, তুমি কী করছ, কোথায় ব্যথা করছে, এবং পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো কয়েকবার যাত্রাবিরতি করলেও সেগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত এবং আশীর্বাদপ্রার্থীদের আশীর্বাদ করার প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে দীর্ঘ ছিল না তা, যদিও তাদের অনেকেই আমাদের গল্পে জায়গা করে নিতে যারপরনাই বিধ্বস্ত হতে তৈরি ছিল, প্রিস্টের সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাকে একটা নিদর্শন হিসাবে দেখেছে ওরা, কারণ কয়মব্রার উদ্দেশে যাত্রার জন্যে এদিক দিয়ে যাবার কথা ছিল না তাঁর, যদি বালতাসার সেটে-সয়েস আর ব্লিমুন্দা সেটে-ল্যুয়াসকে খুঁজে বের করতে মাফরায় না থামতেন তিনি। একথা সত্যি নয় যে আগামীকাল কেবল ঈশ্বরেরই দখলে, প্রতিটি নতুন দিন কী বয়ে আনে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে মানুষকে, কেবল মৃত্যুই অবধারিত, কিন্তু কখন তার হামলা হবে সেটা নয়, যারা ভবিষ্যতের লক্ষণ চিনতে অক্ষম তাদের জন্যেই এসব প্রবাদ, লিসবন থেকে আসা পথে প্রিস্টের আবির্ভাব তেমনি একটা চিহ্ন, যিনি অনুরুদ্ধ হয়ে আশীর্বাদ করেছেন, এবং মাফরার উদ্দেশে এগিয়ে যাচ্ছেন, এবং এর মানে যাকে আশীর্বাদ করা হয়েছে তাদের রাজকীয় কনভেন্ট নির্মাণ কাজে সাহায্য করার জন্যে অবশ্যই মাফরায় যেতে হবে এবং সেখানে মাঁচা থেকে পড়ে গিয়ে সে মারা যাবে কিংবা প্লেগে আক্রান্ত হবে বা স্ট্যাব ক্ষত পাবে নয়ত সেইন্ট ব্রুনোর মূর্তির নিচে পড়ে থেঁতলে যাবে।

অমন অঘটনের সময় এখনও আসে নি। পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো যখন রাস্তার শেষ বাঁকটা ঘুরে উপত্যকায় নামতে শুরু করলেন, অগুণতি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল তাঁর, অগুণতি কথাটা হয়ত খানিকটা অতিরঞ্জিত, কারণ কয়েকশোর বেশী নয় লোকের সংখ্যা, এবং প্রথমে কী ঘটছে বুঝতেই পারলেন না তিনি, কারণ একপাশে দৌড়ে যাচ্ছিল জনতা, একটা ট্রাম্পেট বেজে উঠল, হয়ত কোনও উৎসব, বা এমনকি যুদ্ধও হয়ত, তারপর আচমকা বন্দুকের প্রচণ্ড গর্জন শোনা গেল, তারপর পাথর আর মাটির টুকরো-টাকরা ধেয়ে গেল আকাশের দিকে, আরও একবার ট্রাম্পেট বাজার আগে বিশ বার গুলির আওয়াজ হল, কিন্তু এবার ভিন্ন সুরে, হ্যান্ড-কার্ট আর কোদাল হাতে বিস্ফোরণগুলোর দিকে এগিয়ে গেল শ্রমিকরা, এখানে পাহাড়ের কাছে ভর্তি করে মাফরামুখী ঢালে নিয়ে খালি করছে, অন্যরা কাঁধের ওপর নিড়ানি নিয়ে খনন এলাকায় অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং অন্যরা বাস্কেট নামিয়ে মাটি ভর্তি অবস্থায় টেনে তুলল তারপর কিছু দূরে নিয়ে খালি করল, ওখানে আরেক দল শ্রমিক ঠেলায় মাটি তুলেছে, একশোজন পুরুষ কিংবা একশোটা পিঁপড়ের মাঝে কোনও পার্থক্য নেই, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নেয়া হচ্ছে মাটি কারণ একজন মানুষের এর চেয়ে বেশী কিছু করার সাধ্য নেই, তারপর আরেকজন বোঝা নিয়ে যাচ্ছে পরবর্তী পিঁপড়ের কাছে, যতক্ষণ না, যথারীতি, সবকিছু গর্তে গিয়ে পড়ছে, পিঁপড়ের জন্যে জীবনের একটা আশ্রয়, মানুষের জন্যে মৃত্যুর জায়গা, তো, যেমন দেখতে পাচ্ছেন, কোনও রকম পার্থক্যই নেই আসলে।

জুতোর গোড়ালির খোঁচা মেরে খচ্চরটাকে সামনে ছোটালেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, পোড়খাওয়া জানোয়ার ওটা, গুলির শব্দে অভ্যস্ত, খাঁটি না হওয়ার এটাই সুবিধা, সঙ্কর প্রাণীগুলো এত বেশী অভ্যস্ত, এবং ক্রস ব্রিডিংয়ের সুবাদে সহজে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে না ওরা, পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ আর জানোয়ারের জন্যে যা শ্রেষ্ঠ উপায়। রাস্তা বরাবর কাদায় ডুবে আছে ওই গোলমালে মাটির নিচের ঝর্না হারিয়ে যাবার চিহ্ন, ফেঁপে উঠছে কোনও সুবিধা ছাড়াই, কিংবা অসংখ্য ছোট ছোট উপশাখায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে, যতক্ষণ না পানির অণুগুলো পুরোপুরি আলাদা হয়ে পাহাড় শুষ্কই রয়ে যাচ্ছে, এই রাস্তা ধরে খচ্চরের পেটে আস্তে আস্তে স্পার দাবিয়ে পদ্রে বার্টোলোমিউ শহরে নেমে এলেন, এখানে সেটে-সয়েস পরিবারের খবর নেয়ার জন্যে প্যারিশ প্রিস্টের সঙ্গে দেখা করলেন। এই বিশেষ প্রিস্ট অলটো ডা ভেলার জমি বিক্রি করে ভাল অঙ্কের মুনাফা করেছেন, হয়ত জমিটাকে দামী বলে মনে করা হয়েছে কিংবা খোদ মালিককে, জমির দাম ধরা হয়েছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার রেই, হোয়াও ফ্রান্সিস্কোকে দেয়া তের হাজার পাঁচশো রইয়ের চেয়ে ঢের বেশী। প্যারিশ প্রিস্ট একথা ভেবে দারুণ খুশি যে দৃষ্টিনন্দন কনভেন্টটা আশিজন ফ্রায়ারের কমিউনিটি নিয়ে তাঁর প্যারিশের মর্যাদা বাড়াবে, তাঁর ঠিক দোরগোড়ায় এমন একটা কনভেন্ট নিঃসন্দেহে শহরে ব্যাপ্টিজম্, বিয়ে আর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াবে, প্রতিটি স্যাক্রামেন্ট চার্চের কফার সমৃদ্ধ করে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক সুবিধা এনে দেবে এবং নানান কর্মকাণ্ড আর স্টাইপেন্ডের পরিমাণ অনুপাতে মুক্তির আশা সৃষ্টি করবে, সত্যি, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, আপনাকে এখানে আমার ঘরে স্বাগত জানাতে পারাটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার, সেটে-সয়েসরা কাছেই থাকে, আলটো ডা ভেলায় আমার জমির লাগোয়া এক টুকরো জমি ছিল ওদের, বলা বাহুল্য আমারটার চেয়ে ছোট হোল্ডিং, বুড়ো আর তার পরিবার এখন অন্যের জমিতে বর্গা চাষ করে জীবন যাপন করছে, ওদের ছেলে, বালতাসার চার বছর আগে বাড়ি ফিরে এসেছে, যুদ্ধ থেকে সারাজীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে এসেছে ও, এখানে স্ত্রী নিয়ে হাজির হয়েছে, হলি মাদার চার্চের দৃষ্টিতে ওরা বিবাহিত বলে বিশ্বাস হয় না আমার, এবং মেয়েটার নাম তো অবশ্যই ক্রিশ্চান নয়, ওর নাম কি ব্লিমুন্দা, বাধা দিলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, তাহলে ওকে আপনি চেনেন, আমিই ওদের বিয়ে দিয়েছি, আচ্ছা, ওরা তাহলে বিবাহিত, আমি নিজে লিসবনে ওদের বিয়ে দিয়েছি, এরপর ফ্লাইং ম্যান, যদিও এই এলাকায় এনামে পরিচিত নন তিনি, প্যারিশ প্রিস্টের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, যাঁর মাত্রারিক্ত আপ্যায়ন রাজপ্রসাদের সবিশেষ সুপারিশের কারণে হতে পারে, তারপর সেটে-সয়েসদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন তিনি, মনে মনে ঈশ্বরের সামনে মিথ্যে বলতে পেরে খুশি, এটা ভাল করেই জানেন বলে যে ঈশ্বর এমন না চেয়ে পারতেন না, কারণ মানুষকে মিথ্যা বলার সময়ই অবশ্যই জানতে হবে কোন মিথ্যাগুলো ক্ষমা পাবে।

ব্লিমুন্দাই দরজা খুলে দিল। ইতিমধ্যে গোধূলি ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে, কিন্তু প্রিস্ট স্যাডল থেকে নামামাত্রই তাঁকে চিনতে পেরেছে ও, হাজার হোক, চার বছর

খুব দীর্ঘ সময় নয়, তাঁর হাতে চুমু খেল ও, এবং কৌতূহলী কিছু পড়শী উপস্থিত না থাকলে, ওদের সম্ভাষণ হয়ত সম্পূর্ণ অন্যরকম হত, কারণ ওরা দুজন, বা বালতাসার হাজির থাকলে তিনজন, নিজস্ব আবেগে পরিচালিত হয়, তিনজনই একই স্বপ্ন দেখে, সবাই ফ্লাইং মেশিনটাকে ডানা ঝাপ্টাতে দেখবে, সূর্যটা আরও জাঁকজমকের সঙ্গে বিস্ফোরিত হচ্ছে, ইথার চুম্বককে আকর্ষণ করছে, চুম্বক টানে লোহাকে, প্রত্যেক জিনিস পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ওগুলোকে ঠিক মত সাজাতে জানাটা হল আসল সমস্যা, পাদ্রে বার্টোলোমিউ, এ আমার শাশুড়ি, মারটা মারিয়া এগিয়ে এসেছিল, কাউকে কথা বলতে না শুনে বিভ্রান্ত সে, কিন্তু তারপরেও জানে, যদিও কেউ কড়া নাড়ে নি তবু ব্লিমুন্দা কবাট মেলে ধরেছে, এবং এখন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন অপরিচিত প্রিস্ট, বালতাসারের খোঁজ নিচ্ছেন, সেইকালে এভাবে বেড়ানো হত না, কিন্তু ব্যতিক্রমও ছিল, ঠিক যেমন সকল যুগেই ব্যতিক্রম থাকে, তো লিসবন থেকে মাফরায় এসে হাজির হয়েছেন একজন প্রিস্ট একজন পঙ্গু সৈনিক আর সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের ক্লেয়ারভয়েন্টের সঙ্গে কথা বলার জন্যে, কারণ যার অস্তিত্ব আছে তাই দেখতে পায় ও, মারটা মারিয়া নিজেই জানতে পেরেছে সেটা, কারণ যখন সে পেটে টিউমার থাকতে পারে বলে নিজের আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল, ধারণাটা নাকচ করে দিয়েছে ব্লিমুন্দা, কিন্তু কথাটা সত্যি এবং ওরা দুজনই জানে সেটা, তোমার রুটি খাও, ব্লিমুন্দা, রুটি খাও।

আগুনের পাশে বসে আছেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, যখন শেষমেষ বালতাসার আর ওর বাবা বাড়ি এসে পৌঁছল তখন ইতিমধ্যে হিম হয়ে আসতে শুরু করেছে রাত। বাড়ির সামনে জলপাই গাছের নিচে খচ্চরটা বাঁধা রয়েছে খেয়াল করল ওরা, লক্ষ্য করল এখনও হারনেস পরানো রয়েছে ওটার, কার হতে পারে ওটা, জানতে চাইল হোয়াও ফ্রান্সিস্কো, কিন্তু কোনও জবাব দল না বালতাসার তবে ধারণা করল কোনও প্রিস্ট হতে পারে, যাজকদের ব্যবহার করা মিউলগুলো এক ধরনের ইভানজেলিক্যাল বশ্যতার কথা প্রকাশ করে, যা সাধারণ মানুষের হাঁকানো ঘোড়াগুলোর মাঝে দেখা প্রবল বিদ্রোহ-প্রবণতার সম্পূর্ণ উল্টো, যদি, যেমনটা বালতাসার কল্পনা করছে, খচ্চরটা কোনও প্রিস্টের হয়, আর মোটামুটি লম্বা দূরত্ব পেরিয়ে এসে থাকে ওটা, আর কেউই যেখানে কোনও প্যাপাল লিগেট কিংবা নানসিও আশা করছে না, তাহলে নিশ্চয়ই পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোই হবেন, ঠিক যেমনটা প্রমাণিত হতে দেখা গেল। কেউ যদি গোধূলি ঘনিয়ে আসার সময় বালতাসার এসব বিস্তারিত বিষয় লক্ষ্য করেছে দেখে বিস্ময়ে প্রকাশ করে তার জানা থাকা দরকার যে সেইন্টদের দীপ্তি অতীন্দ্রিয়বাদীদের যন্ত্রণাকাতর আত্মা বা এফিগির মাধ্যমে প্রচারিত ধর্মীয় হোকাস-পোকাস এবং তেলচিত্রে প্রতিফলিত কোনও ব্যর্থ মায়া-বিভ্রম নয়, কেননা দীর্ঘদিন ব্লিমুন্দার বিছানায় শুয়ে আর রাতের পর রাত যৌন মিলনের ফলে বালতাসারও আধ্যাত্মিক আলো দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করতে শুরু করেছে যা দ্বৈত-দৃশ্য দেখায়, এবং যদিও এটা কোনও গভীর

[সিদ্ধানের সুযোগ যোগায় নি, কিন্তু ওকে এধরনের পর্যবেক্ষণে সক্ষম করে
লছে। হোয়াও ফ্রান্সিস্কো মিউলের হারনেস খুলল এবং তারপর ঘরে ফিরে এল,
ওই সময় প্রিস্ট বালতাসার আর ব্লিমুন্দাকে বলছিলেন যে প্যারিশ প্রিস্টের কাছ
কে সপারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তিনি, এবং রাতের থাকার প্রস্তাবও, প্রথম
রণ, সেটে-সয়েসদের বাড়িতে যথেষ্ট জায়গা নেই, এবং দ্বিতীয়ত, অনেক দীর্ঘ
পেরিয়ে আসা একজন প্রিস্ট যদি যাজকের বাড়ি বা ভাইকাউন্টের প্রাসাদে না
কে বেথ্লহেমের আস্তাবলের চেয়ে সামান্য উন্নত একটা বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত
তাহলে মাফরার লোকজনের মাঝে গুঞ্জন সৃষ্টি হবে, ওখানে একজন ভবিষ্যৎ
র অভ ক্যানন-ল আতিথেয়তা থেকে বঞ্চিত হবেন না, মারটা মারিয়া তাঁকে
ল, ইয়োর রেভারেন্সের আসার কথা যদি আমরা জানতাম, অন্তত একটা ককরেল
তাম, কারণ একজন গণ্যমান্য অতিথিকে দেয়ার মত কিছুই আমাদের লারডারে,
মাদের যা আছে সেটাই গ্রহণ করে খুশি হওয়া উচিত আমার, কিন্তু আমি যদি
পারের জন্যে এখানে না থাকি তাহলে সবার জন্যেই ঝামেলা কমবে, আর
করেলের ব্যাপারে, সেনহোরা মারটা মারিয়া, হাড়ি থেকে যখন বেঁচে গেছে,
াকে যত খুশি চেঁচাতে দাও, ওটার চেঁচামেচি শোনাটা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী
নন্দ দিচ্ছে তাছাড়া, কাজটা মুরগীগুলোর জন্যে ন্যায়সঙ্গত হত না। ছোট
াকতাপূর্ণ বক্তব্যটা শুনে আন্তরিক স্বরে হেসে উঠল হোয়াও ফ্রান্সিস্কো, কিন্তু পেটে
রণ ব্যথার খোঁচা চাপতে গিয়ে মুচকি হাসিও ফুটিয়ে তুলতে পারল না মারটা
রিয়া, সৌজন্যের সঙ্গে মৃদু হাসল বালতাসার আর ব্লিমুন্দা ভাবল, ওদের কাছ
কে আর বেশী কিছু আশা করা হচ্ছে না, কারণ ওরা ভাল করেই জানে যে
স্টের কথাবার্তা সব সময় কারও প্রত্যাশার চেয়ে দূরে সরে যায়, এবং এটা স্রেফ
র আরেকটা প্রমাণ, আগামীকাল, সূর্য ওঠার একঘণ্টা আগে, হারনেস চাপানো
উলটাকে প্রেসবিটারিতে নিয়ে এসো, তোমরা দুজনই এসো, কারণ আমি কয়মব্রার
ধরার আগে আমাদের কথা বলতে হবে, তবে এখন, সেনহোর হোয়াও
ন্সিস্কোকে আর সেনহোরা মারটা মারিয়া, আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর, যদি তা
রের চোখে কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করে, কারণ সবার জোরাল ধারণা যে আমরা
ন্টরা আমাদের নিজস্ব আশীর্বাদের পরিণাম বিচার করতে পারি, ভুলে যেয়ো না,
র্যোদয়ের ঠিক এক ঘণ্টা আগে, এবং এই কথা বলে বিদায় নিলেন তিনি, তাঁকে
গিয়ে দিল বালতাসার, হাতে একটা অয়েল ল্যাম্প, খুব সামান্যই আলো বিলোচ্ছে
া, রাতের অন্ধকারের উদ্দেশে যেন ল্যাম্পটা বলছে, আমি একটা আলো, সংক্ষিপ্ত
ার সময়ে কোনও বাক্য বিনিময় করলেন না ওঁরা, নিকষ অন্ধকারে ফিরতি পথ
ল বালতাসার, জানে ওর পাজোড়া কোথায় হাঁটছে, এবং ও কিচেনে ঢোকার পর
ুন্দা জিজ্ঞেস করল, পাদ্রে বার্টোলোমিউ কি যা বলতে চেয়েছিলেন তেমন কিছু
লছেন, কিছুই বলেন নি তিনি, আগামীকাল জানতে পারব আমরা, এবং হোয়াও
ন্সিস্কো প্রিস্টের কথাগুলো মনে করে হাসিতে ফেটে পড়ল। মোরগ নিয়ে চমৎকার

এক গল্প হয়েছে। আর মারটা মারিয়া, কিছু একটা হেঁয়ালি নিয়ে ভাবছে সে, এ
এসো সাপার সেরে নেয়া যাক, পুরুষ দুজন টেবিলে বসল আর আলাদা ে
মেয়েরা, যেমন রীতি।

যতটা সম্ভব ভাল করে ঘুমাল ওরা, যে যার গোপন স্বপ্ন নিয়ে, কারণ স্ব
মানুষের মতই, একটার সঙ্গে আরেকটার কিছু মিল থাকে, কিন্তু কখনওই হু
একরকম নয়, আজ আমি এক লোককে দেখেছি বলার মত, আজ আমি প্রবহ
পানি স্বপ্ন দেখেছি বলাটা সমান ভ্রান্তি হবে, কারণ এটা আমাদের কোন মানুষ
কোন পানি বইছে বলার জন্যে যথেষ্ট নয়, স্বপ্নে বহমান পানির মালিকানা কে
স্বপ্নদ্রষ্টার, স্বপ্নদ্রষ্টা সম্পর্কে না জানলে কোনওদিনই আমরা প্রবহমান পানির তাৎ
বুঝতে পারব না, এবং তাই আমরা এদিক ওদিক দুলি, স্বপ্ন থেকে স্বাপ্নিকে এ
স্বাপ্নিক থেকে স্বপ্নে, একটা জবাবের খোঁজে, আগামী প্রজন্ম আমাদের কর
করবে, পাদ্রে ফ্রান্সিস্কো গনসালভেস, কারণ আমাদের সামান্যই জানবে ওরা এ
খুবই বিশ্রীভাবে, নিজের রুমে যাবার আগে এটাই ছিল পাদ্রে বার্টোলোমিউর ে
কথা, আর পাদ্রে ফ্রান্সিস্কো গনসালভেস বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, সব জ্ঞা
অবস্থান ঈশ্বরের মাঝে, সেটা সত্যি, জবাব দিলেন ফ্লাইং ম্যান, কিন্তু ঈশ্বরের জ
হচ্ছে সাগরের দিকে বয়ে যাওয়া কোনও নদীর মত। ঈশ্বর হচ্ছেন উৎস আর মা
হল সাগর, অবস্থা যদি ভিন্ন রকম দাঁড়াত তাহলে এমন বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি ব
অপ্রয়োজনীয়ই হয়ে পড়ত তাঁর পক্ষে, এবং এধরনের কথাবার্তা বলা বা শোনার
কেউ ঘুমাতে পারবে, আমাদের কাছে তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

ভোরবেলায় হাজির হল বালতাসার আর ব্লিমুন্দা, হল্টার ধরে নিয়ে এসে
খচ্চরটাকে, কিন্তু পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোকে ডাক দেয়ার প্রয়োজন হল
নুড়ি পাথরের ওপর খচ্চরের খুরের আওয়াজ শোনামাত্র দরজা খুললেন তি
এগিয়ে এলেন চট করে, মাফরার প্যারিশ প্রিস্টের কাছ থেকে ইতিমধ্যে বিদায় নি
নিয়েছেন তিনি, চিন্তার একটা বিষয় দিয়ে এসেছেন তাঁকে, যদি ঈশ্বর উৎস হন ত
মানুষ হয়ে থাকে সাগর, তাহলে এখনও কী জানতে বাকি আছে তাঁর, কা
মাফরার প্যারিশ প্রিস্ট যা কিছু শিখেছিলেন তার সবই প্রায় ভুলে বসে আছেন,
নিয়মিত চর্চার সুবাদে, প্রার্থনা সভার ল্যাটিন আর স্যাক্রামেন্টস ভোলেন নি, এ
তাঁর হাউসকীপারের দুপায়ের ফাঁকের দিকে এগিয়ে যাওয়া পথটা, গতরাতে সিঁ
নিচে একটা কাবার্ডে ঘুমিয়েছে সে, কারণ বাড়িতে অতিথি ছিল। মিউলের লাগ
ধরে রেখেছে বালতাসার, আর কয়েক কদম পেছনে রয়েছে ব্লিমুন্দা, চোখজো
নামানো ওর, আর হুড সামনে টানা, শুভ সকাল, ওঁকে স্বাগত জানাল ওরা, জব
দিলেন প্রিস্ট, তারপর ব্লিমুন্দাকে জিজ্ঞেস করলেন উপবাস ভঙ্গ করেছে কিনা
হুডের ছায়া থেকে ব্লিমুন্দা জাবাব দিল, আমি এখনও খাই নি, ব্লিমুন্দাকে খে
নিষেধ করো, বালতাসারকে বলেছিলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ, এবং কথাটা ব্লিমুন্দা
জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, ও আর বালতাসার একসঙ্গে শুয়ে থাকার সময় কানে কা

ফিসফিস করে, যাতে প্রবীণ দম্পতি না শোনে, এবং ওদের গোপনীয়তা নিরাপদ থাকে।

অন্ধকার রাস্তা বরাবর ঢাল বেয়ে আলটো ডা ভেলার উদ্দেশে এগোলেন ওঁরা, পায় গ্রামের দিকে যাওয়া রাস্তায় নয়, উত্তরে গেলে যে রাস্তাটি বেছে নেয়া উচিত ছিল প্রিস্টের, যা হোক, ওঁরা যেন জনবসতিঅলা এলাকা এড়িয়ে চলতেই সুবিধা বোধ করছেন, যদিও ওঁরা পাশ কাটিয়ে যাওয়া কুঁড়েগুলোয় ঘুমন্ত কিংবা জেগে ওঠা মানুষজন থাকতে পারে, জরা-জীর্ণ দালান যেখানে রাস্তার শ্রমিক ছাড়া আর কারও দেখা পাবেন না আপনি, অমানুষিক শক্তি আর সামান্য ভব্যতার মানুষ, এবং আমরা যদি কয়েক মাসের মধ্যে বা আরও ভাল আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এইসব রাস্তা পেরুনোর সুযোগ পাই, কাঠ দিয়ে বানান এক বিরাট নগরী দেখতে পাব আমরা, মাফরার চেয়েও বড়, যারা বেঁচে থাকবে তারা সেটা এবং আরও বেশী কিছু দেখবে, আপাতত, এইসব আদিম আবাস ঘণ্টার পর ঘণ্টা যারা মাটি কাটে আর মাটিতে শোভেল চালিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তাদের জন্যে ক্লান্ত হাড়গোড়কে বিশ্রাম দেয়ার আশ্রয় যোগায়, শিগগিরই এমনকি একটা সামরিক উৎসবও হবে, কারণ রেজিমেন্টও এসে গেছে, কিন্তু এবার যুদ্ধে প্রাণ খোয়ানোর জন্যে নয়, এখন তাদের একমাত্র কাজ শ্রমিকদলের ওপর নজর রাখা আর ইউনিফর্মের অসম্মান না করেই মাঝে মাঝে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া, এবং খোলাখুলি বলতে গেলে, যাদের ওরা পাহারা দিচ্ছে তাদের থেকে পাহারাদারদের আলাদা করা দুরূহই বটে, কারণ শেষের দলটার পরনে যদি ন্যাকড়া থাকে তাহলে প্রথম দলের পরনে আছে ছেঁড়া কাপড়। সাগরের দিকে মুক্তোর মত ধূসর হয়ে এসেছে আকাশ, ওদিকে পাহাড়ের ওপর পাতলা রক্তের মত একটা আস্তরণ ক্রমশ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, অচিরেই সকাল হয়ে যাবে, নীল আর সোনালি রঙের খেলা চলছে, কারণ বছরের এই সময়ে আবহাওয়া পুরোপুরি নিখুঁত। ব্লিমুন্দা, অবশ্য কিছুই দেখছে না, চোখ নামিয়ে রেখেছে ও, ওর পকেটে রয়েছে এক টুকরো রুটি, এখনই যেটা খাওয়া চলবে না, আমাকে কী জিজ্ঞেস করবে ওরা।

বালতাসার নয়, কিছু একটা চাইছেন প্রিস্ট, ব্লিমুন্দার মতই একই রকম অন্ধকারে আছে ও। নিচে খনন স্থানের আউটলাইন কোনও রকমে চোখে পড়ে, ছায়ার পটভূমিতে কালো অবয়ব, নিচে ওটা নিশ্চয়ই ব্যাসিলিকা। নির্মাণ স্থলে ভীড় জমাতে শুরু করেছে শ্রমিকরা, বনফায়ার জ্বালিয়ে কিছু খাবার গরম করে নিল ওরা, গতকালের বাসি খাবার, দিনের কাজ শুরু হওয়ার আগে, অচিরেই ওদের পোরিঙ্গার থেকে ব্রথ খেতে শুরু করবে ওরা, ওতে কর্কশ-দানার রুটির টুকরো ভিজিয়ে নিয়েছে। ব্লিমুন্দাকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো বললেন, এই জগতে তুমি আছ আমার, ব্লিমুন্দা, আর তুমি, বালতাসার, আমার বাবা-মা আছেন ব্রাযিলে, আমার ভাইয়েরা পর্তুগালে, তো আমার বাবা-মা আর ভাই সবই আছে, কিন্তু এই উদ্যোগটার জন্যে আমার বাবা-মা বা ভাইদের

কারও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন বন্ধুদের, তো মনোযোগ দিয়ে শোন, হল্যান্ডে ইথার সম্পর্কে যা কিছু জানার সবই জেনেছি আমি, বেশীর ভাগ মানুষ যেমন বিশ্বাস করে আর শেখায় জিনিসটা আসলে তা নয়, আর আলকেমির মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে না তা, আকাশে উঠে ওটা সংগ্রহ করার জন্যে আমাদের উড়তে সক্ষম হতে হবে, কিন্তু কাজটা করার সামর্থ্য এখনও হয়ে ওঠে নি আমদের, কিন্তু, আমার কথাগুলো খেয়াল করো, তারাগুলোকে আকাশে ধরে রাখার জন্যে এবং ঈশ্বরের শ্বাসপ্রশ্বাসের হাওয়ায় পরিণত হতে বায়ুমণ্ডলে উঠে যাবার আগে নারী আর পুরুষের মাঝেই ইথার পাওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয়ই আত্মাই হবে, উপসংহার টানল বালতাসার, না, আত্মা না, প্রথমে আমিও মনে করেছিলাম আত্মাই হবে, আমিও এও ভেবেছি যে মৃত্যু যখন শরীর থেকে আত্মাকে মুক্তি দেয় তখন তাদের চূড়ান্ত বিচারের আগে আত্মারাই ইথার গঠন করে, কিন্তু মৃতের আত্মা দিয়ে ইথার গঠিত হয় না, মন দিয়ে শোন, জীবিত আত্মার ইচ্ছা থেকে সৃষ্টি হয় তা।

নিচে খনন স্থলে নামতে শুরু করেছে লোকজন, এখনও অন্ধকারে ঢেকে আছে জায়গাটা। প্রিস্ট বললেন, আমাদের ভেতরে একটা ইচ্ছা আর একটা আত্মা আছে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয় এবং চলে যায় আত্মারা যেখানে বিচারের অপেক্ষায় থাকে সেখানে, নিশ্চিত করে জানে না কেউ, তবে ইচ্ছা নিজেকে হয় মানুষ থেকে সে জীবিত থাকতেই আলাদা করে নেয় কিংবা মৃত্যুর সময় আত্মা হতে আলাদা হয়, আর সেই ইচ্ছাটাই হচ্ছে ইথার, অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছাই তারাগুলো ধরে রাখে, মানুষের ইচ্ছাতেই শ্বাস নেন ঈশ্বর, তা আমাকে কী করতে হবে, জানতে চাইল ব্লিমুন্দা, কিন্তু জবাবটা আঁচ করতে পারছে ও, মানুষের ভেতর ইচ্ছাটাকে দেখতে পাবে তুমি, আমি কখনও ওদের ইচ্ছা দেখি নি, যেমন দেখি নি ওদের আত্মা, তুমি ওদের আত্মা দেখ নি কারণ আত্মা দেখা যায় না, তুমি ইচ্ছা দেখতে পাও নি কারণ তার খোঁজে কর নি তুমি, ইচ্ছা দেখতে কেমন, ঘন মেঘের মত, ঘন মেঘ দেখতে কেমন, দেখলেই চিনতে পারবে, বালতাসারকে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, কারণ সেজন্যেই এখানে এসেছি আমরা, আমি পারব না, কারণ আমি শপথ করেছি যে কখনও ওর অন্তরে তাকাব না আমি, তাহলে আমাকে দিয়ে চেষ্টা কর।

মাথা ওঠাল ব্লিমুন্দা, তাকাল প্রিস্টের দিকে, এবং সব সময় যা দেখে তাই দেখল ও, মানুষ বাইরের চেয়ে ভেতরেই বেশী একরকম, কেবল যখন অসুস্থ থাকে তখনই পার্থক্য দেখা দেয়, আরও একবার তাকাল ও, এবং জোর গলায় বলল, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি। মৃদু হাসলেন প্রিস্ট, হয়ত আমার আর এখন কোনও ইচ্ছা নেই, কিন্তু আরও ভাল করে দেখ, হ্যাঁ, এবার দেখতে পাচ্ছি, তোমার পাকস্থলীর ওপরের গহ্বরে একটা গাঢ় মেঘ দেখতে পাচ্ছি। ক্রসচিহ্ন আঁকলেন প্রিস্ট, ঈশ্বরই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য, এবার আমি উড়ব, ন্যাপস্যাক থেকে একটা কাঁচের শিশি বের করলেন তিনি, ওটার ভেতরে, তলায় এক টুকরো হলদে চ্যাপ্টা টুকরো অ্যাম্বার আটকানো, এই অ্যাম্বার, ইলেকট্রন নামেও যেটা পরিচিত, ইথারকে

মাকর্ষণ করে, যেখানে যেখানে লোকজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা
নঙ্গে নিয়ে যাবে সেখানে, যেমন উদাহরণ হিসাবে, মিছিলে, অটো-ডা-ফেগুলোয়,
কিংবা এখানে, সাইটে যেখানে কনভেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে, এবং যখনই টের পাবে
্য কারও শরীর থেকে একটা মেঘ বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে, যেটা অবশ্যই ঘটে,
:খালা শিশিটা সামনে বাড়িয়ে ধরে ভেতরে ঢুকতে দেবে ইচ্ছাটাকে, আর শিশিটা
যখন ভরে যাবে, শিশিটাকে ভরার জন্যে একটা ইচ্ছাই যথেষ্ট, কিন্তু এটাই
ইচ্ছাগুলোর দুর্ভেদ্য রহস্য, যেখানে একটা রাখা যায়, সেখানে লক্ষ লক্ষও রাখা
যাবে, এক অসীম সংখ্যার সমান, এবং মাঝখানের সময়ে আমরা কী করব,
কয়মব্রায় চলে যাচ্ছি আমি, ওখান থেকে যথাসময়ে একটা বার্তা পাঠাব, তখন
লসবনে যাবে তোমরা দুজনই, তুমি মেশিনটা তৈরি করবে, আর, ব্লিমুন্দা, তুমি
ইচ্ছা সংগ্রহ করবে, শেষে যেদিন আমাদের ওড়ার সময় হবে আমরা তিনজন মিলিত
হব, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করছি, ব্লিমুন্দা, আর মিনতি করছি কাছ থেকে
আমাকে দেখো না, তোমাকে আলিঙ্গন করছি, বালতাসার, আবার দেখা না হওয়া
পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি। খচ্চরের পিঠে চেপে বসলেন তিনি, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু
করলেন। পাহাড়ের চূড়ার ওপর সূর্য দেখা দিয়েছে। রুটি খেয়ে নাও, বলল
বালতাসার, এবং ব্লিমুন্দা জবাব দিল, এখনই নয়, আগে আমাকে ওই লোকগুলোর
ইচ্ছা দেখতে হবে।

হলি ম্যাস থেকে ফিরে এসেছে ওরা, আভেনের ছাদের নিচে বসে আছে রোদের মাঝেই হালকা বৃষ্টি ঝরছে কোমলভাবে, এবছরও আগেভাগেই এসে পড়েছে শরৎ, তো আইনিস অ্যান্টোনিয়া ওর ছোট ছেলেটাকে বকুনি দিল চলে এসো ওখান থেকে, নইলে ভিজে যাবে, কিন্তু না শোনার ভান করল বাচ্চাটা এমনকি তখনকার দিনেও বাচ্চাদের কাছ থেকে এমন কিছুই আশা করা হত, যদিও ওদের অবাধ্যতার ধরণ আজকালকার দিনের চেয়ে অনেক কম মারাত্মক ছিল, এবং ওকে একবার সতর্ক করে দেয়ার পর আর জোরাজুরি করল না আইনিস অ্যান্টোনিয়া, ওর ছোট ভাইটিকে কবর দেয়ার পর বড়জোর তিন মাস পেরিয়েছে তো এই ছেলেটাকে খামোকা জ্বালাতন করা কেন, ও যদি খুশি হয়, উঠানের ছোট ছোট জলাধার খালি পায়ে পানি ছিটিয়ে বৃষ্টিতে খেলতে দাও ওকে, ভার্জিন মাদার যেন ওকে ওর ভাইকে কেড়ে নেয়া গুটি বসন্ত থেকে রক্ষা করেন। আলভারো দিয়োগো ওকে বলল, রয়্যাল কনভেন্টের সাইটে কাজ পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি আমি, ওরা এ বিষয়েই কথা বলছে বলে মনে হল, কিন্তু মা কবর দেয়া বাচ্চাটির কথা ভাবছে, ওদের ভাবনা বিভাজিত, এবং সেটাই ভাল, কেননা নির্দিষ্ট কিছু বিকার অসহনীয় হতে পারে, যেমন মারটা মারিয়াকে ভোগানো এই ব্যথাটার মত, ক্রমাগত একটা ঘাই তার পেটকে ছিন্ন করছে ঠিক যেমন করে মাদার অভ গডের হৃৎপিণ্ডকে ছেদ করছে ড্যাগারগুলো, হৃৎপিণ্ড কেন, যেখানে বাচ্চাদের জন্ম হয় পেটে, পেটেই জীবনের উনুন পাওয়া যাওয়ার কথা, এবং বিনা পরিশ্রমে কেমন করে জীবনকে পুষ্ট করে তুলতে পারবে কেউ, সেজন্যেই আলভারো দিয়োগোর খুশি বোধ করার কারণ বোঝা যায়, অমন একটা কনভেন্ট নির্মিত হতে অনেক অনেক বছর লাগবে, কাজ জানে এমন যেকোনও স্টোনম্যাসন ভাল আয় রোজগার করতে পারবে, একদিনের কাজের বিনিময়ে তিনশো রেই, আরও বেশী সময় কাজ করতে পারলে পাঁচশো রেই, আর তোমার কী অবস্থা, বালতাসার, তুমি কি লিসবনে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, বিরাট ভুল করছ, কারণ এখানে প্রচুর কাজ পাওয়া যাবে, চারপাশে এত শ্রমিক থাকায় পঙ্গু লোককে নিতে চাইবে না ওরা, তোমার ওই হুক দিয়ে যেকোনও সুস্থ-সবল লোকের সমান কাজ করতে পারবে তুমি, সেটা ঠিক, যদি না স্রেফ সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে থাক আমাকে, কিন্তু আমাদের লিসবনে ফিরে যেতেই হবে, তাই না, ব্লিমুন্দা, এবং এতক্ষণ নীরব থাকা ব্লিমুন্দা মাথা দুলিয়ে সায় দিল। ভাবনায় নিমগ্ন প্রবীণ হোয়াও ফ্রান্সিস্কো একটা চামড়ার থলে বুনছিল, ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে সে, কিন্তু কী কথা হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শুনছে না, জানে আগামী কয়েক

াহ্র মধ্যে তার ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু ওর ওপর সে অসন্তুষ্ট, যুদ্ধের াণে এতগুলো বছরের বাধ্যতামূলক বিচ্ছেদের পর আরও একবার বাড়ি ছাড়া, ার বার যদি ডানহাত ছাড়া ফিরে আসতে হয় সেজন্যেই তুমি নিজেই দায়ী বে, ভালোবাসা এমনই, মানুষ এইসব ভাবনা বয়ে চলে। উঠে দাঁড়াল ব্লিমুন্দা, ন পেরুল, এগিয়ে গেল গ্রামের দিকে, রাস্তা এড়িয়ে জলপাই গাছের নিচ দিয়ে ায়ে একেবারে বিল্ডিং সাইটের সীমানা পর্যন্ত উঠে এল ও, ওর ভারি কাঠের গা বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়ে যাওয়া মাটিতে দেবে যাচ্ছে, কিন্তু যদি খালি পায়েও ত ও আর কর্কশ পাথরে পা ফেলত, কিছুই টের পেত না, কেমন করে এত কম অনুভব করে ও, যেখানে ঠিক আজ সকালের নিজের অসঙ্গত আচরণের কারণে টা সত্তা আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয়ে আছে ওর, যখন উপোস অবস্থাতেই কমিউনিয়নে ণ নিয়েছে ও, বিছানায় শুয়ে রুটি খাবার ভান করেছে ও, অভ্যাসের কারণে এবং াত্ব থেকে, কিন্তু রুটি খায় নি ও, নমিত চোখ আর অনুতপ্ত ও বাধ্যগতের মত করে চার্চে গেছে, অংশ নিয়েছে হলি ম্যাসে যেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের স্থিতিতে রয়েছে, এবং মাথা না তুলেই সারমন শুনেছে, পালপিট থেকে কঠিন ক আর শাস্তির সমস্ত হুমকি শুনে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে কিংবা সেরকমই মনে ছে, তারপর স্যাকরেড হোস্ট গ্রহণ করার জন্যে বেদীতে উঠেছে ও অবশেষে, ং দেখেছে। আপন ক্ষমতা সম্পর্কে প্রথম সজাগ হয়ে ওঠার পর এতগুলো বছর সময় পাপী দশায় কমিউনিয়নে যোগ দিয়ে এসেছে ও, পেটে খাবারসহ, কিন্তু া, বালতাসারকে কিছু না জানিয়েই, উপোস অবস্থায় কমিউনিয়নে যাবার সিদ্ধান্ত য়েছিল ও, ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে নয়, বরং তাঁকে দেখতে, যদি সত্যিই তিনি ক থাকেন।

জলপাই গাছের বেরিয়ে থাকা একটা শেকড়ের ওপর বসল ও, ওখান থেকে ন্তে মিশে যাওয়া সাগর দেখতে পাচ্ছে, নির্ঘাৎ প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে সাগরে, ব্লিমুন্দার খজোড়া অশ্রুতে ভরে উঠল, ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল ও, কাঁধজোড়া কেঁপে াপে উঠতে লাগল ওর, এবং বালতাসার হাত বুলিয়ে দিল ওর চুলে, ওর আগমন পায় নি ও, স্যাকরেড হোস্টে কী দেখেছ তুমি, তাহলে শেষ পর্যন্ত ওকে ধোঁকা ত পারে নি ও, কেমন করে ওকে ধোঁকা দেবে ও, যেখানে রাতের পর একে ্যর আলিঙ্গনে কাটায় ওরা, বেশ, হয়ত রোজ রাতে নয়, কিন্তু নিশ্চয়ই গত ছয় া ধরে ওরা স্বামী-স্ত্রীর মত একসঙ্গে বসবাস করে আসছে, ঘন একটা মেঘ খছি আমি, জবাব দিল ও। মাটিতে বসে পড়ল বালতাসার, জমির এই অংশে লের ফলা পৌঁছে নি, আগাছা জন্মেছে, শুকিয়ে গেছে, যদিও সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে জ আছে, গ্রামের লোকজন এগুলোকে বাড়িটারি মেরে বসা বা শোয়ার ব্যবস্থা া থাকে, যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তবে কোনও নারীর কোলে মাথা তে পারাটাই পুরুষের জন্যে বেশী আরামপ্রদ, আমি বাজি ধরে বলতে পারি প্লাবন পৃথিবী ভাসিয়ে নেয়ার আগে এটাই ছিল পুরুষের শেষ অভিব্যক্তি।

ব্লিমুন্দা ওকে বলল, আশা করেছিলাম ক্রুসবিদ্ধ বা পুনরুত্থিত জেসাসকে দীগি
অবস্থায় দেখব আমি, কিন্তু দেখলাম শুধু এটা ঘন-মেঘ, কী দেখেছ ভুলে যাও,
যাব, কেমন করে ভুলব আমি, যদি স্যাক্রেড হোস্টের শরীরের ভেতর আর
মানুষের ভেতর একই জিনিস থাকে, যেটা হাজার হোক, ধর্ম, আমাদের এখন
মানুষটিকে দরকার তিনি হচ্ছেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, হয়ত র
খোলাসা করতে সক্ষম হবেন তিনি, হয়ত, হয়ত না, বিশেষ কোনও জিনিস ব্য
করা হয়ত সম্ভব নয়, কে জানে, কথাগুলো শেষ হতে না হতেই প্রবলবেগে বৃষ্টি
হয়ে গেল, হয়ত নিশ্চিত করার কিংবা নাকচ করার লক্ষণ, এখন অন্ধকার হয়ে গে
আকাশ, এবং একটা গাছের নিচে বসে আছে একজন নারী আর একজন পুরুষ,
ানবিহীন, হাজার হোক, পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই,
বদলে যায়, আর সময়ও, এমনকি খোদ গাছটাও ভিন্ন, কিন্তু বৃষ্টির কথা বলা
কারও গায়ে বা মাটিতে এর স্পর্শ একই রকম কোমল, এত প্রাচুর্যভরা জীবন যে
প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু এটা এমন কিছু যার সঙ্গে সৃষ্টির একেবারে গোড়া থে
অভ্যস্ত হয়ে গেছে মানুষ, বাতাস যখন হালকাভাবে বয়, তখন তা শস্য-মাড়াই ক
যখন জোরাল হয় তখন উইন্ডমিলের পাল ছিন্নভিন্ন করে দেয়, জীবন আর মৃত্
মাঝখানে, বলল ব্লিমুন্দা, ভেসে বেড়ায় ঘন মেঘ।

কয়মব্রায় থিতু হবার পরপরই চিঠি লিখেছিলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেন
স্রেফ উল্লেখ করেছেন যে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছেছেন তিনি, কিন্তু এবার দ্বি
একটা চিঠি এসেছে, দেরি না করে লিসবনের উদ্দেশে রওনা হওয়ার তাগি
দিয়েছেন তিনি ওদের, পড়াশোনায় খানিকটা অবসর পেলেই ওদের সঙ্গে যে
দেবেন তিনি, তাছাড়া, রাজদরবারে বিশেষ কিছু পৌরহিত্যের কর্তব্য রয়েছে তাঁ
এবং এতে করে ওদের যৌথ উদ্যোগের পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে পরিকল্পনা কর
একটা সুযোগ পাওয়া যাবে, এবার আমাকে বলো, তোমার ইচ্ছাগুলো কে
এগোচ্ছে, আপাত নিষ্পাপ একটা প্রশ্ন, কথাটা বোঝাচ্ছে যেন তিনি ওদের ইচ্ছ
কথা জানতে চাচ্ছেন, অন্যদের ইচ্ছা নয় বা যারা তাদের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে
তাদের, তবে জবাব আশা না করেই প্রশ্নটা তুলেছেন তিনি, ঠিক যুদ্ধের ম
ক্যাপ্টেন যখন নির্দেশ দেন তাঁর পক্ষে নির্দেশ ঘোষণার অনুমতি দেন বিউগলকে
ফরওয়ার্ড মার্চ, তখন ক্যাপ্টেন ওখানে দাঁড়িয়ে সৈনিকদের পরস্পরের স
আলোচনা করে জবাব দেয়ার অপেক্ষা করেন না, আমরা যাব, আমরা যাব ন
আমরা যাচ্ছি না, হয় সঙ্গে সঙ্গে কুচকাওয়াজ শুরু করতে হয় ওদের নয়ত, কো
মার্শালের সামনে হাজির দেখতে পায় নিজেদের। আগামী সপ্তাহয় যাব আমর
সিদ্ধান্ত নিল বালতাসার, কিন্তু আরও দুটি মাস পেরিয়ে যাবে, কারণ ইতিমধ্যে
মাফরায় গুজব রটে গেল যে, সারমনে প্যারিশ প্রিস্ট নিশ্চিতও করলেন সেটা, স্বয়
রাজা নিজের হাতে ভবিষ্যৎ কনভেন্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্যে আসছেন। প্রথ
ঘোষণা করা হয়েছিল যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা হবে অক্টোবরের কোনও এক তারিখে

কিন্তু তাতে করে সঠিক গভীরতায় ফাউন্ডেশন খনন করার মত যথেষ্ট সময় মিলত না, সাইটে ছয়শো শ্রমিক এবং সকাল, দুপুর এবং রাতে পরিবেশ ছিন্নভিন্ন করে চলা বিস্ফোরণ সত্ত্বেও, তারপর ঠিক হল নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, কিন্তু আবারও স্থগিত ঘোষিত হল, কারণ শীত এসে গেছে এবং রাজা গার্টার পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি হয়ে যাবেন। হিজ ম্যাজেস্টি যেন জলদি করে আসেন যাতে মাফরার মহিমাময় যুগের শুরু হতে পারে, শহরের অধিবাসীরা যাতে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে মরশীল চোখ দিয়ে মহাপরাক্রমশালী রাজার সাফল্য প্রত্যক্ষ করতে পারে, যার কারণে স্বর্গীয় তোরণ দিয়ে ঢোকার আগেই স্বর্গের আগাম স্বাদ নিতে পারছি আমরা তাঁকে ধন্যবাদ, এবং মৃত্যুর পর নয়, বরং জীবিত থাকতে থাকতেই এই ধরনের আনন্দ উপভোগ করাই শ্রেয়, আমরা উৎসব দেখে তারপর লিসবনের পথে রওনা দেব, স্থির করল বালতাসার।

ইতিমধ্যে একজন স্টোনম্যাসন হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আলভারো দিয়োগো এবং আপাতত পেদ্রো পিনহেইরো থেকে আনা পাথর কাটছে সে, দশ বা বিশটা ষাঁড়ে টানা ওয়্যাগনে বয়ে আনা বিরাট আকারের ব্লক, ওদিকে অন্য শ্রমিকেরা ফাউন্ডেশনের জন্যে ছোট খাট পাথর ভাঙার কাজে নিয়োজিত যেটা প্রায় ছয় মিটার গভীর হওয়ার কথা, মিটার হল আধুনিক পরিভাষা, যদিও সেইসব দিনে সবকিছু মাপা হত স্প্যান হিসাবে, এখনও যারা মহান আর তুচ্ছ মানুষকে মাপে তাদের কাছে আদর্শ মাপ রয়ে গেছে যা, যেমন বালতাসার সেটে-সয়েস, যে কখনও রাজা ছিল না, ডোম হোয়াও পঞ্চম থেকে দীর্ঘ, এবং আলভারো দিয়োগো, মোটেই দুর্বল নয় যে, বড়-মাপের নির্মাণ কাজ সামলাতে অভ্যস্ত, এই যে পাথরে বাড়ি মেরে যাচ্ছে সে, পল্লা উড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু অন্য কাজে হাত লাগাবে সে। একটা ব্লককে আরেকটা ব্লকের ওপর বসাতে সাহায্য করার পর পরবর্তীতে স্টোন-কাটার এবং কারভার হয়ে যাবে সে, কারণ প্লাম্ব লাইনের সাহায্যে একটা সোজা দেয়াল খাড়া করা সত্যিই রাজকীয় কাজ, এবং কাজটা কাঠমিস্ত্রীদের ব্যস্ত করে রাখা ব্যাটেন আর পেরেকের ওইসব কাজের একেবারেই বিপরীত, একটা কাঠের চার্চ বানাচ্ছে ওরা যেখানে শেষতক রাজা এসে পৌঁছুলে বেনেডিকশন আর উদ্বোধনের গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানটা হবে। শেষ পর্যন্ত খোদ ব্যাসিলিকাটি যেখানে অস্থায়ীভাবে বানানো চার্চের স্থান দখল করবে সে জায়গাটার সীমা নির্দেশ করার জন্যে শক্ত খুঁটি পোঁতা হয়েছে, তবে এই মুহূর্তে ছাদটা বানানো হয়েছে টেকসই তুলা ঠাসা পালের কাপড় দিয়ে আর কাঠের এই সাময়িক নির্মাণকাজে একটা মর্যাদার ছাপ দেয়ার জন্যে একটা ক্রসের আকৃতিও রাখা হয়েছে, যা একদিন পাথরে পুনর্নির্মিত হবে, এবং এইসব যোগারযন্ত্র দেখার জন্যে মাফরাবাসীরা কর্মস্থান আর ক্ষেতের কাজে অবহেলা করতে শুরু করল, আলটো ডা ভেলায় এই বিশাল প্রকল্পটি গড়ে উঠতে দেখে অলস হয়ে পড়েছে ওরা, যদিও এখনও প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে ওটা। কাউকে কাউকে বাদ রাখা যেতে পারে, যেমন বালতাসার আর ব্লিমুন্দা, ওদের ভাগ্নেকে নিয়ে এসেছে

ওরা ওর বাবাকে দেখানোর জন্যে, এবং এখন যেহেতু দুপুর, আইনিস অ্যান্টোনিয়োও রান্নাকরা বাঁধাকপির একটা পট আর এক টুকরো কিউরড পর্ক নিয়ে এসেছে, দাদা-দাদী বাদে গোটা পরিবারটাই হাজির, এবং আমরা যদি না জানতাম যে এই নির্মাণকাজ এক পবিত্র প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন, কারণ একজন উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়েছে, জনতাকে কোনও গণ-তীর্থযাত্রী বলে ভুল করে বসতে পারতাম আমরা, সবাই সর্ব শক্তিমানের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখছে, কিন্তু আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেবে না কেউ, আপনমনে ভাবল আইনিস অ্যান্টোনিয়া, পাথরসারির মাঝে খেলতে ছুটে যাওয়া অন্য ছেলেটার প্রতি প্রায় ঘৃণা বোধ করল ও।

কয়েকদিন আগে মাফরায় একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে, সাগর থেকে যখন প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে এসে কাঠের চার্চটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল, খুঁটি, প্ল্যাঙ্ক, বীম আর জয়েস্ট, পাল আর ক্যানভাসের সঙ্গে জট পাকিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছে, ঠিক কিংবদন্তীর দানব অ্যাডাম্যাস্টরের অস্বাভাবিক ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ার মত, যখন নিজের কেপ আর আমাদের শ্রমের চারপাশে ঘিরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধেয়ে যায়, এবং কেউ যেন বিধ্বংসী একটা কাজকে অলৌকিক ব্যাপার হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে বলে শোরগোল না তোলেন, আর কী শব্দই বা ব্যবহার করা যেত, যেখানে রাজা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হবার পর, দেরি না করে মাফরায় হাজির হয়েছেন, এবং মাফরায় আসতে না আসতেই তারপর আমরা যেমন করে এই কাহিনী বলছি ঠিক তেমনি অনায়াসে সোনার মুদ্রা বিতরণ শুরু করেছেন, কেননা ওভারসিয়াররা মাত্র দুদিনেই চার্চটা আবার বানিয়ে ফেলেছে এবং ওদের আন্তরিকতাকে পুরস্কৃত করার জন্যে মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে গেছে বহুগুণ, স্রেফ রুটির পরিমাণ বাড়ার চেয়ে ঢের ভাল। রাজা একজন প্রাজ্ঞ শাসক, দেখানেই যান সোনার কফার নিয়ে যান তিনি, এইসব এবং অন্য যেকোনও ঘটনার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে।

অবশেষে উদ্বোধনী দিন এল, রাতে ভাইকাউন্টের প্রসাদে ঘুমিয়েছিলেন ডোম হোয়াও পঞ্চম, গেইটগুলো পাহারা দিয়েছে মাফরার সার্জেন্ট-ইন-কমান্ড এক কনটিনজেন্ট সহকারী সৈনিকসহ, সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগটা হাতছাড়া না করতে উদগ্রীব ছিল বালতাসার, কিন্তু ফায়দা হল না কোনও, কারণ ওকে চেনে না কেউ বা কী চায় ও জানে না, শান্তির সময় কেউ যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করতে চাইতে পারে দেখে বিভ্রান্ত তারা; দেখো, ওল্ড ফেলো, এই গেইটগুলোকে অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে হবে, কারণ রাজা অল্পক্ষণের মধ্যেই বেরুবেন বলে আশা করা হচ্ছে, তো ভগ্নহৃদয় বালতাসার, ব্লিমুন্দার সঙ্গে আলটো ডা ভেলায় উঠে এল, সৌভাগ্যক্রমে অস্থায়ী চার্চের ভেতর একটা জায়গা পেয়ে গেল ওরা, যদিও অনেককেই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, আর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এক অসাধারণ দৃশ্য তুলে ধরেছে, কারণ চার্চের সিলিং বিপরীত লাল আর হলুদের আবছা বৈচিত্র্যের টাফেটা দিয়ে বানানো, এবং চার্চের দেয়ালগুলো বর্ণাঢ্য সাটিন হ্যাংগিংয়ে ঢাকা যা

দরজা আর জানালার বিকল্পের কাজ করছে, সবকিছু নিখুঁতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং লাল ডামাস্ক পর্দাগুলোয় সোনালি বিনুনি আর ঝালরের নকশা করা। যখন রাজা পৌঁছবেন, এবং প্রথম মুখোমুখি হবেন তিনি সেটা হল মাথার ওপর সেইন্ট পিটার আর সেইন্ট জনের জেরুজালেমের টেম্পলের দরজায় ভিখেরিকে সুস্থ করে তোলার ছবিঅলা ফ্যাসাডের তিনটা বিরাট নকল দরজা, এখানে প্রত্যক্ষ হতে যাওয়া অন্য সব অলৌকিক ঘটনার উৎসাহব্যাঞ্জক ভূমিকা, যদিও সেগুলোর কোনওটাই ইতিমধ্যে বলা সোনার মুদ্রার ঘটনাটির মত আলোড়ন সৃষ্টিকারী হবে না, এবং একটু আগে বলা পেইন্টিং দুটোর ওপর রয়েছে আরেকটা, সেইন্ট অ্যান্টনির ছবি, যার নামে ব্যাসিলিকা উৎসর্গীকৃত হওয়ার কথা, কারণ রাজা একটা বিশেষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি কথাটা ইতিমধ্যে বলা না হয়ে থাকে, কারণ গত ছয় মাসে অসংখ্য ঘটনা ঘটে গেছে যে কোনওকিছু ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক। চার্চের অভ্যন্তরে, যেমন বলতে শুরু করেছিলাম আমরা, সবচেয়ে জাঁকাল দৃশ্য, এবং এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে একটা কাঠের নির্মাণ ওটা, ধ্বংস করে ফেলা হবে। গসপেলের দিকে, মানে বেদীর দিকে মুখ করে থাকা কারও বামপাশে, যেটা আসল বেদী নয়, কারণ ওটা একটাই, এবং এইসব মন্তব্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে না, আমাদের কী মনে করেছে সে, একদল নির্বোধ, এইসব বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে কারণ বিশ্বাস আর জ্ঞানের পর অবিশ্বাস আর জ্ঞানের ভিন্ন ধরনের একটা যুগ আসে, এবং তখন কে আমাদের পড়ে শোনাবে, গসপেল পাশে, ছয় ধাপ অলা একটা ডায়াসের ওপর একটা স্টুল বসানো হয়েছে, দামি শাদা লিনেনে সাজানো হয়েছে ওটা, ওপরে আর সামনে হ্যাংগিং রয়েছে, এপিস্‌ল পাশে, মাত্র তিনধাপঅলা, অন্যটিতে ওঠার ছয় ধাপের বদলে, একটা ডায়াসের সঙ্গে আরেকটা স্টুলের পার্থক্যের ওপর জোর দেয়ার জন্যে মন্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করা দরকার, এবং এখানে মাথার ওপর কোনও ক্যানোপি নেই, কারণ স্পষ্টতই কম পদ মর্যাদার কেউ ব্যবহার করবেন ওটা। প্যাট্রিয়ার্ক ডোম টমাস ডি আলমিডিয়ার পরিধেয় ভেস্টমেন্টস্ বিছিয়ে রাখা হয়েছে এখানে আর স্বর্গীয় আচারের জন্য রয়েছে রূপালি আর্টিফ্যাক্টস, অচিরেই প্রবেশ করছেন যে সম্রাট তাঁর পক্ষে মানানসই প্রদর্শনী। কোনও কিছুই বাদ দেয়া হয় নি, ক্রুসিফিক্সের বামপাশে বাদকদের জন্যে ক্রিমসন ডামাস্ক পর্দা ঢাকা একটা এনক্লোজার বানানো হয়েছে, একটা অর্গানের সাহায্য পূর্ণাঙ্গতা দেয়া হয়েছে, যথার্থ সময়ে যেটি বাজানো হবে, এবং বিশেষভাবে সংরক্ষিত আসনে বসবেন ডাইওসিসের ক্যাননস্, এবং ডোম হোয়াও পঞ্চম পৌছানোর পর এগিয়ে যাবেন ডানপাশের ডায়াসের দিকে, যেখান থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন তিনি, নিচের আসন সারিতে বসবেন অভিজাতগোষ্ঠী আর অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। চার্চের মেঝে নলখাগড়া আর আগাছা দিয়ে ঢাকা, সবুজ কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়েছে ওগুলোর ওপর, সবুজ আর লালের প্রতি পর্তুগীজদের এই দুর্বলতা বহু শতাব্দী পুরোনো, পরবর্তীকালে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় রঙে পরিণত হয়েছে এগুলো।

প্রথম দিন ক্রস আশীর্বাদপ্রাপ্ত হল, প্রায় পাঁচ মিটার উঁচু এক সুবিশাল কাঠের টুকরো, আকারের দিক থেকে অ্যাডামাস্টর বা একই রকম দানো, স্বাভাবিক মাত্রার স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনাযোগ্য, গোটা জমায়েত ক্রসের সামনে প্রণত হয়েছে, বিশেষ করে রাজা, প্রচুর ভক্তির অশ্রু বিসর্জন করলেন তিনি, এবং ক্রসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শেষ হওয়ার পর চারজন প্রিস্ট ক্রসটা ওঠালেন, চারজন চার কিনারে, তারপর এই উপলক্ষ্যে একটা বোল্ডারের গায়ে বানানো গর্তে, যদিও আলভারো দিয়োগোর বানানো নয় গর্তটা, গোড়া ঢুকিয়ে খাড়া করলেন ওটাকে, কেননা কোনও প্রতীক যত স্বর্গীয়ই হোক না কেন, ঠেস না থাকলে ক্রস খাড়া হয়ে থাকতে পারে না, মানুষের উল্টো, যারা এমনকি পা ছাড়াও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, ব্যাপারটা পুরোপুরি ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে। চমৎকার সুরে বাজছে অর্গানটা, যার যার বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে মিউজিশিয়ানরা, কয়্যারের কণ্ঠস্বর সুর করে প্রশংসার হাইম গাইছে, আর ওদিকে, শহর আর আশপাশের এলাকা থেকে ভিড় জমাতে আসা লোকজন চার্চের ভেতর জায়গা নেই দেখে শ্লোক আর হাইমের প্রতিধ্বনি শুনেই সান্ত্বনা দিচ্ছে নিজেদের, এবং এভাবেই শেষ হল সরকারী অনুষ্ঠানমালার প্রথম দিনটি।

পরদিন, সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসা দ্বিতীয় দফা দমকা হাওয়া আরও একবার গোটা কাঠামোটাকে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি বয়ে আনল, কিন্তু কোনও রকম অঘটন ছাড়াই স্তিমিত হয়ে এল তা, অনুষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত হল আর শহর স্কয়্যারে আরও জাঁকজমকের সঙ্গে চলতে লাগল এবছরের সতেরই নভেম্বর মহান একহাজার সাতশো সতের সাল তারিখটিকে স্মরণীয় করে রাখার আনুষ্ঠানিকতা, এবং সকাল সাতটা নাগাদ, কামড় ধরানো ঠাণ্ডায় সহকারী চ্যাপলেইন আর প্যারিশনারদের নিয়ে আশপাশের সমস্ত অঞ্চলের প্যারিশ প্রিস্টরা সমবেত হলেন, একারণেই মনে করা হয় যে কামড় ধরানো ঠাণ্ডা কথাটা এই ঐতিহাসিক ঘটনার দিন থেকেই চালু হয়েছে, পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হবার জন্যে। সকালের এক কাপ চকোলেট পান করে সকাল সাড়ে আটটায় হাজির হলেন রাজা, স্বয়ং ভাইকাউন্টই পরিবেশন করেছেন তা, তারপর সূচিত হল রাজকীয় মিছিল, সবার সামনে চৌষট্টিজন ফ্রান্সিস্ক্যান ফ্রায়ার, তাঁদের অনুসরণ করছেন এলাকার যাজকগণ, তারপর এল প্যাট্রিয়ার্ক্যাল ক্রস, লাল কেপপরা ছয়জন অ্যাটেনডেন্ট, বাদকদল, জোব্বা পরা চ্যাপলেইনরা, আর যতরকম অর্ডারের কথা চিন্তা করা যায় তাদের প্রত্যেকের প্রতিনিধি, তারপর পরবর্তী বিষয়ের জন্যে জনতাকে প্রস্তুত হবার সুযোগ দিতে একটা বিরতি, ক্লোক পরা চ্যাপ্টারের ক্যাননগণ, কারও পরনে শাদা লিনেন, অন্যদেরগুলো এমব্রয়ডারী করা, এবং প্রত্যেক ক্যাননের সঙ্গে আছে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী, তাঁর সামনে হাঁটতে থাকা অভিজাতদের মধ্যে থেকে বাছাই করা এবং তাঁর পেছনে ট্রেইন-বাহকরা, তারপর এলেন জাঁকাল পোশাক এবং ব্রাযিল থেকে আনা মূল্যবান পাথর বসানো একটা অমূল্য টুপি পরা প্যাট্রিয়ার্ক, তারপর সভাসদ নিয়ে রাজা, পরামর্শকদের নিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল এবং তিনহাজারেরও বেশী মানুষের

এক বিশাল অনুগামী, যদি গুণতে ভুল না হয়ে থাকে, এবং অসাধারণ এই সমাবেশ সৃষ্টি হয়েছে স্রেফ একটা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্যে, দেশের সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এখানে, বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলছে বিউগল আর ড্রামের শব্দ, আকাশ আর পাতালে, ক্যাভালরি আর ইনফ্যান্ট্রি ট্রুপসের পাশাপাশি জার্মান গার্ডদের একটা কন্টিনজেন্ট রয়েছে, এবং দর্শকদের জটলার পর জটলা, যেমনটি মাফরা কখনও প্রত্যক্ষ করে নি, কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত লোকের চার্চে স্থান পাওয়া অসম্ভব, কেবল প্রাপ্তবয়স্ক আর চালান হয়ে যাওয়া কিংবা প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়া নগণ্য কয়েকজন বাচ্চার মাঝে প্রবেশাধিকার সীমিত হয়ে পড়ল, আগেই সামরিক অভিবাদন দিয়েছে সৈনিকরা এবং অস্ত্র প্রদর্শন করেছে, এখনও সকাল, এবং অবশেষে পড়ে গেছে জোরাল হাওয়ার বেগ, কেবল সাগর থেকে ভেসে আসা মৃদু হাওয়া বইছে, পতপত করে নড়ছে পতাকাগুলো, ফলে মেয়েদের স্কার্ট উড়ছে, মৌসুমের সঙ্গে মানানসই টাটকা মৃদু হাওয়া, কিন্তু প্রবল বিশ্বাসে জ্বলন্ত হৃদয়, বিশ্বাসীদের আত্মা প্রসারিত হয়ে উঠল, এবং যদি কোনও কোনও ইচ্ছা নিস্তেজ হয়ে ওদের দেহ ছেড়ে বিদায় নিতে উদগ্রীব হয়ে থাকে, দৃশ্যপটে হাজির হল ব্লিমুন্দা, হারিয়ে যেতে বা তারার পানে উর্ধ্বারোহণের সুযোগ দেয়া হল না ওদের।

ভিত্তিপ্রস্তরকে আশীর্বাদ করা হল, এবং তারপর আরেকটা পাথর আর একটা জেসপার আর্নকে, কারণ তিনটাকেই ফাউন্ডেশনে চাপা দেওয়া হবে, তারপর ভাবগম্ভীর মিছিলসহ একটা লিটারে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল ওগুলোকে, এবং আর্নের ভেতরে সোনা, রূপা আর কপারে মিন্ট করা প্রচলিত কয়েন, সোনা, রূপা আর কপারে বানানো কিছু মেডাল, এবং পবিত্র প্রতিজ্ঞা উৎকীর্ণ পার্চমেন্টটা রাখা হল, জনতাকে ভাল করে দেখার সুযোগ দেয়ার জন্যে গোটা স্কয়্যার চক্কর দিল মিছিলটা, আর মিছিলটা পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল লোকে, এবং দেখা গেল কোনও না কোনও কারণে তাদের কেবল মাথা নুইয়েই যেতে হচ্ছে, প্রথমে ক্রস, তারপর প্যাট্রিয়ার্ক, তারপর রাজা এবং সবশেষে ফ্রায়ার আর ক্যাননগণ, শেষে তাদের অনেকেই উঠে দাঁড়ানোর ঝামেলায় আর না গিয়ে হাঁটু গেড়েই বসে রইল। অবশেষে রাজা এবং প্যাট্রিয়ার্ক, এবং কয়েকজন অ্যাকোলাইট নির্ধারিত স্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন, যেখানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে, দুই মিটার চওড়া আর তিরিশ ধাপঅলা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে খনন স্থানে নামলেন তাঁরা, সম্ভবত জুডাসকে দেয়া তিরিশটি রূপার মুদ্রার স্মরণে। ক্যাননদের সহায়তায় মূল পাথরটা বহন করছেন প্যাট্রিয়ার্ক, এবং অন্য ক্যাননরা দ্বিতীয় পাথর আর জেস্পার আর্ন বহন করছে, পেছনে আসছেন রাজা এবং ফাদার জেনারেল অভ দ্য স্যাক্রেড অর্ডার অভ সেইন্ট বার্নার্ড, যিনি আলমোনার-ইন-চিফ এবং এই পদমর্যাদায় টাকা বণ্টন করছেন তিনি।

তো তিরিশ ধাপ নিচে পৃথিবীর পেটে প্রবেশ করলেন রাজা, মনে হল যেন ওই জগৎ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তিনি, এবং এর মানে হবে নরকে অবতরণ যদি না আশীর্বাদ, অংশফলক আর নভেনা দিয়ে ভালরকম সুরক্ষিত না থাকতেন, এবং

খননস্থানের ভেতরের উঁচু দেয়ালগুলো যদি ধসে পড়ে, মহামান্য রাজা মহাশয়ের আতঙ্কিত হবার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ মজবুত করার জন্যে আমরা ব্রাযিল থেকে আনা ভারি কাঠের ঠেস দিয়ে রেখেছি, গহ্বরের ঠিক মাঝখানে ক্রিমসন ভেলভেটে ঢাকা একটা বেঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে, রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক উৎসবে বরাবর ব্যবহার করা রঙ, এবং সময় আসবে যখন আমরা দেখব একই রঙ থিয়েটারের অভ্যন্তরীণ সাজ সজ্জার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, বেঞ্চের ওপর পবিত্র পানি ভর্তি একটা রূপার বাকেট আর সবুজ গুল্ম দিয়ে বানানো দুটো ছোট ছোট ব্রাশ রাখা, সিল্ক আর রূপার ফিতে দিয়ে সাজানো ওগুলোর হাতল এবং আমি মাস্টার অভ ওঅর্কস হিসাবে লাইম ঢালছি, ইয়োর ম্যাজেস্টি রূপার টাওয়েল চুনাপাথর ছড়িয়ে দেবেন, ইতিমধ্যে ক্ষুদে ব্রাশে ছিটানো পবিত্র পানিতে ভিজে গেছে ওটা, এবার সাহায্য করুন আমাকে, আমরা পাথরখানা জায়গামত বসিয়ে দিতে পারি, ঠিক যতক্ষণ ইয়োর ম্যাজেস্টি ওটা স্পর্শকারী শেষ ব্যক্তি হচ্ছেন, এবার তৈরি, সবাই যাতে শুনতে পায় সেজন্যে আরও একবার শব্দ, ইয়োর ম্যাজেস্টি, আপনি এবার উঠে যেতে পারেন, দেখবেন যেন পিছলে না পড়েন, বাকিটা আমরা দেখছি, এবং অন্য পাথরগুলো যথাস্থানে স্থাপন করব, প্রত্যেকটা পাথর সযত্নে সেগুলোর নির্দিষ্ট স্থানে বসানো হল, এবং অভিজাতজনদের আরও বারখানা পাথর আনতে দেয়া হোক, সেই অ্যাপস্‌লদের আমল থেকেই সৌভাগ্যের সংখ্যা, আর রূপার বাস্কেটের ভেতর লাইম ভিত্তিপ্রস্তরের বৃহত্তর নিরাপত্তার জন্যে, স্থানীয় ভাইকাউন্ট মাথায় লাইম বহন করে ম্যাসনের নবীশদের অনুকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, গভীর ভক্তি দেখালেন এভাবে, যেহেতু যথাসময়ে তিনি ক্রাইস্টকে তাঁর ক্রস বহনে সাহায্য করতে পারেন নি, লাইম ঢাললেন তিনি যা একদিন তাকে রক্ষা করবে, এবং এটা চমৎকার একটা চিন্তাও তৈরি করবে, প্রিয় মহোদয়, সেটা বাদে এই লাইম জোরাল নয়, বরং শিথিল, ঠিক মানুষের ইচ্ছার মত, ব্লিমুন্দা যেমনটা প্রত্যক্ষ করবে।

পরদিন, রাজা লিসবনে ফিরে যাবার পর বাতাসের সাহায্য ছাড়াই ভেঙে ফেলা হল চার্চটা, কারণ ঈশ্বর প্রেরিত বৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় প্রয়োজনের স্বার্থে যেমন, মাঁচা বানানো, বাঙ্ক, বার্থ টেবিল, বা ক্লগ, প্ল্যাঙ্ক আর খুঁটিগুলো একপাশে সরিয়ে রাখা হল, টাফেটা আর ডামাস্ক সিল্ক, পালের কাপড় আর ক্যানভাস ভাঁজ করে তুলে রাখা হল, রূপার বাসন-কোসন চলে গেল খাজাঞ্চিখানায়, অভিজাত আর গণ্যমান্যজন ফিরে গেলেন তাদের ম্যানশনে, ভিন্ন সুর তোলার জন্যে রইল অরগান, অন্য গান গাইবার জন্যে কয়্যার, এবং অন্য কোথাও কুচকাওয়াজ করার জন্যে সৈনিকরা, রয়ে গেলেন কেবল ফ্রায়াররা, সতর্ক নজর রাখবার জন্যে, আর ওই পাঁচ মিটার খননস্থানের ওপর স্থাপন করা ক্রুসিফাইড কাঠ, ক্রস। পানি জমে থাকা গহ্বরে ফিরে যেতে শুরু করল লোকজন, কারণ সব জায়গায় প্রয়োজনীয় গভীরতায় পৌছানো যায় নি, হিজ ম্যাজেস্টি সবকিছু দেখেন নি এবং তাঁকে দরবারে ফিরিয়ে নেবে যে ক্যারিজটা সেটায় ওঠার সময় শুধু বলেছেন, ওদের কাজ

চালিয়ে যেতে দাও, আমি প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর ছয় বছরেরও বেশী সময় পেরিয়ে গেছে, এবং এই ফ্রান্সিস্ক্যানরা বেশীদিন আমার পেছনে সেঁটে থাকুক চাই না আমি, কোনও খরচেই যেন কার্পণ্য না হয়, যদি কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়। লিসবনে ফেরার পর, প্রিভি পার্সের রক্ষক রাজাকে জানাল যে, ইয়োর রয়্যাল হাইনেসকে আগেই জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে মাফরায় কনভেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেশ মোটা অঙ্কের দুশো হাজার ক্রুযাডো খরচ হয়েছে, এবং রাজা জবাব দিলেন, হিসাবে তুলে রাখ, কারণ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে কাজটা, একদিন মোট খরচ হিসাব করার প্রয়োজন হবে আমাদের, এবং ইনভয়েস, স্টেটমেন্ট, রিসিট যদি তুলে না রাখি তাহলে প্রকল্পে কত খরচ করেছি কোনওদিনই জানতে পারব না আমরা, এবং আমদানি রেজিস্টার করা বুলেটিন, কোনও মৃত্যু বা দুর্ঘটনার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই আমাদের, কারণ সস্তায় মেলে ওসব।

সপ্তাহ্খানেক পর, আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে এলে লিসবনের পথ ধরল বালতাসার সেটে-সয়েস আর ব্লিমুন্দা, এই জীবনে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু গড়তে হয়, শ্রমিকরা এখানে দেয়াল গাঁথার জন্যে রয়ে গেল যাতে করে সবকিছু জোড়া লাগানো এবং তৈরি হয়ে গেলে উড়াল দিতে পারি আমরা, কারণ মানুষ হল ডানাহীন দেবদূত, ডানা ছাড়া জন্ম নেয়া, এবং পরে তা গজানোর সুযোগ দেয়ার চেয়ে চমৎকার কিছু আর হতে পারে না, আমরা আমাদের মন দিয়ে এটুকু অর্জন করেছি, আমরাও ডানা গজাব, তো বিদায়, প্রিয় বাবা, বিদায়, প্রিয় মা। কেবল বিদায় জানাল ওরা, আর কিছু নয়, কেননা কেমন করে সুন্দর ভাষণ দিতে হয় জানে না বালতাসার আর ব্লিমুন্দা, বুড়ো দম্পতিও আবার সেসব বোঝার ক্ষমতা রাখে না, কিন্তু সময় পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কেবলই মনে হতে থাকবে হয়ত এটা-সেটা বলে থাকতে পারে ওরা, এমনকি সেসব বলেছে বলেও বিশ্বাস জাগতে পারে, তো কেউ যখন কোনও কিছুর বর্ণনা দেয় তখন তা আসল বর্ণিত ঘটনার চেয়েও বাস্তব হয়ে ওঠে, আসল ঘটনাগুলোকে ভাষায় প্রকাশ করা যত কঠিনই হোক না কেন, যেমন মারটা মারিয়া যখন বলল, বিদায়, তোমার সঙ্গে আর কখনও আমার দেখা হবে না, এবং তখনকার মত সত্যি কথা আর কখনও বলে নি সে, কারণ ব্যাসিলিকার দেয়াল মাটি ছেড়ে এক মিটার ওপরে উঠে আসার আগেই কবরে শোয়ান হল মারটা মারিয়াকে। সে মারা যাওয়ায় হোয়াও ফ্রান্সিস্কো সহসা দ্বিগুণ বুড়িয়ে গেল, আভেনের ছাদের নিচে বসে থাকতে শুরু করল সে, চোখজোড়া অভিব্যক্তিহীন, ঠিক এই মুহূর্তে যেমন, যখন তার ছেলে বালতাসার আর মেয়ে ব্লিমুন্দা, কেননা ছেলে-বউ একটা প্রাণহীন শব্দ, বিদায় নিচ্ছে, অবশ্য, এখনও তার পাশে মারটা মারিয়া আছে, এমনকি যদিও জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে সে, এবং ইতিমধ্যে কবরের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে, দুহাত পেটের ওপর চেপে ধরে রেখেছে, যেটা জীবন ধারণ করেছে এবং মৃত্যু ধারণ করছে। তার দেহেরই খনি থেকে বেরিয়ে এসেছে তার সন্তানরা, কেউ ধ্বংস হয়ে যাবার জন্যে, যদিও

দুজন বেঁচে গেছে, এটা জন্ম নেবে না, কারণ এটা খোদ তার মরণ, ওদের আর দেখতে পাচ্ছি না আমরা, চলো ভেতরে যাই, বলল হোয়াও ফ্রান্সিস্কো।

ডিসেম্বর মাস চলছে, দিনগুলো স্বল্পায়ু, ভারি মেঘের দল জাঁকিয়ে বসা অন্ধকারকে ত্বরান্বিত করছে, তো বালতাসার আর ব্লিমুন্দা রাতের মত মরেলেনার একটা খড়ের গাদায় আশ্রয় নেবে বলে স্থির করল, মাফরা থেকে লিসবনে যাবার কথা বলল ওরা, কৃষক বুঝতে পারল ভদ্রলোক ওরা, গায়ে দেয়ার জন্যে একটা ব্ল্যাঙ্কেট ধার দিল সে ওদের, এতটাই তার আস্থা। ওরা দুজন শরীর আর আত্মা দিয়ে পরস্পরকে কতটা ভালোবাসে ইতিমধ্যে আমাদের জানা হয়ে গেছে তা, আর ওদের ইচ্ছা, যখন একে অন্যের বাহুতে শোয় ওরা, ওদের আত্মা আর ইচ্ছা পরমানন্দিত দেহজোড়া প্রত্যক্ষ করে, এবং সম্ভবত আরও নিবিড়ভাবে জুড়ে দেয় ওদের, ওদের আনন্দের ভাগ নেয়ার জন্যে, কোন অংশের অবস্থান কোথায় বোঝা মুশকিল, ব্লিমুন্দা যখন ওর স্কার্ট ওঠায় আর বালতাসার ওর ব্রিচেস খোলে তখন আত্মা ক্ষতিগ্রস্ত নাকি লাভবান হয়, ওরা যখন শুয়ে লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলে আর গোঙায় তখন আত্মা লাভবান হয় নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিংবা বালতাসার যখন ব্লিমুন্দার শরীরের ভেতর স্থির হয় আর ওকে সে শান্তি দেয় তখন দেহ বিজয়ী হয় নাকি পরাস্ত হয়, ওদের শরীর স্থির হয়ে থাকে। আলোড়িত খড়ের গন্ধ, ব্ল্যাঙ্কেটের তলায় শরীর আর ট্রাফে খাবার খেতে থাকা ষাঁড়ের চেয়ে তৃপ্তিকর আর কোনও গন্ধ নেই, খড়ের গাদার ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে আসা শীতল বাতাসের গন্ধ, আর সম্ভবত চাঁদের গন্ধ, কেননা সবাই জানে চাঁদের আলোয় রাত ভিন্ন গন্ধ ধারণ করে, এবং এমনকি অন্ধ লোকও, যে কিনা দিন আর রাতের পার্থক্য করতে অক্ষম, বলবে, চাঁদ ঝলমল করছে, মনে করা হয় সেইন্ট লুসিই ঘটান এই অলৌকিক ঘটনা, তো এটা আসলে স্রেফ শ্বাস নেয়ার একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, বন্ধুগণ, আজকের সন্ধ্যার চাঁদটা কত চমৎকার।

সকালে, সূর্যোদয়ের আগে, উঠে পড়ল ওরা, ইতিমধ্যে রুটি খেয়ে নিয়েছে ব্লিমুন্দা। ব্ল্যাঙ্কেট ভাঁজ করল ও, প্রাচীন এক রেওয়াজকে মানা একজন সাধারণ নারী, চিবুকের নিচে ভাঁজ করা ব্ল্যাঙ্কেট চেপে ধরে দুহাত মেলছে আর বন্ধ করছে, তারপর শরীরের মাঝামাঝি নামিয়ে আনল হাতজোড়া, এখানে শেষবারের মত একটা ভাঁজ করল ও, ওর দিকে তাকিয়ে থাকা কেউ বিশ্বাসই করবে না যে ব্লিমুন্দার অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তি রয়েছে, আজ রাতে যদিও নিজের শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে পারত, নিজেকে বালতাসারের নিচে শোয়া অবস্থায় দেখতে পেত আর ব্লিমুন্দার বেলায় একথা সত্যিই বলা যেত যে নিজের চোখের দেখাটা দেখতে পায় ও। কৃষক যখন খড়ের গাদায় আসবে তখন সে দেখবে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে ব্ল্যাঙ্কেটটা ভাঁজ করা হয়ে গেছে, আর ঝামেলাপ্রবণ লোক বলে ষাঁড়গুলোকে জেরা করবে সে, বলো দেখি গতরাতে কি এখানে ম্যাস উদযাপন করা হয়েছে, নীরব নিরাসক্ততার সঙ্গে মাথা নাড়বে ওরা, কারণ ওই প্রেমিক-প্রেমিকাদের আচরণের সঙ্গে হলি-ম্যাসের উৎসর্গের কোনওই পার্থক্য নেই, আর যদি থাকেও, ম্যাস নির্ঘাৎ পরাজিত হবে।

ইতিমধ্যে লিসবনের পথ ধরেছে ব্লিমুন্দা আর বালতাসার, পাহাড়সারি পাশ কাটিয়ে গোচ্ছে, যেন শূন্য থেকেই আচমকা উইন্ডমিলগুলো মাথা জাগিয়ে উঠেছে এখানে, াকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্পক্ষণের জন্যে সূর্য দেখা দিচ্ছে, কেবল ফের চোখের আড়ালে াবার জন্যেই, দখিনা বাতাস তুমুল বৃষ্টির হুমকি বয়ে আনছে, বালতাসার ভাবছে, বৃষ্টি রু হয়ে গেলে আশ্রয় নেয়ার জায়গা পাব না আমরা, তারপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের িকে তাকাল ও, এক বিরাট গম্ভীর ফলক, স্লেট-রঙ, ব্লিমুন্দাকে ও বলল, ইচ্ছা যদি গাঢ় মঘ হয়ে থাকে, সম্ভবত ওগুলো সূর্যকে আড়াল করে রাখা পুরু কালো মেঘে আটকা ড়ে আছে, আর ব্লিমুন্দা জবাব দিল, শুধু যদি তোমার ভেতরের কালো মেঘ দেখতে পতে তুমি, বা তোমার ভেতরের, কিংবা তোমার ভেতরের, শুধু যদি দেখতে, বুঝতে াকাশের কোনও মেঘই মানুষের ভেতরের মেঘের তুলনায় কিছু না, কিন্তু কখনও ামার বা তোমার নিজের মেঘ দেখ নি তুমি, নিজের ইচ্ছা দেখতে পায় না কেউ, এবং ামি কখনও তোমার ভেতরে না তাকানোর শপথ নিয়েছি, আমার মা ভুল করে নি, ালতাসার, কারণ তুমি যখন আমাকে তোমার হাত ধরতে দাও, যখন আলিঙ্গন কর ামাকে, তোমার অন্তর দেখার প্রয়োজন হয় না আমার, যদি তোমার আগে আমি মারা াই, আমার ভেতরে তাকানোর অনুরোধ করছি তোমাকে, তুমি মারা গেলে তোমার ইচ্ছা তোমার শরীর ছেড়ে চলে যাবে, কে জানে।

যাত্রার গোটা সময়টুকুতে কোনও বৃষ্টি হল না, স্রেফ দক্ষিণে বিছানো আর লিসবনের ওপর ঝুলন্ত ধূসর, দিগন্তে পাহাড়সারির সমান উচ্চতায়, গাঢ় ছাদ, আর এতে করে মনে হল একটা হাত বাড়ালেই মেঘের গা ছোঁয়া যাবে, সময়ে সময়ে প্রকৃতি হচ্ছে নিখুঁত সঙ্গী, একজন পুরুষ পথ চলছে, একজন নারী পথ চলছে, আর মেঘের দল নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, ওরা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছান অবদি অপেক্ষা কর, তারপর বৃষ্টিতে পরিণত হতে পারব আমরা। এস্টেটে পৌঁছুল বালতাসার আর ব্লিমুন্দা, কোচহাউসে ঢুকল ওরা, এবং অবশেষে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, এবং টাইলগুলো ফাটা থাকায় মৃদু ফিসফিস শব্দ তুলে পানি চুঁইয়ে পড়তে লাগল গোপনে, তোমরা নিরপদে পৌঁছেছ বলে আমি এখানে। এবং বালতাসার যখন ফ্লাইং মেশিনের খোল বেয়ে উঠে ওটা স্পর্শ করল, ধাতব কাঠামো আর তারগুলো ককিয়ে উঠল, কিন্তু ওরা কী বলতে চাইছে বোঝাটা ঢের কঠিন।

মরচে ধরতে শুরু করেছে তার আর লোহায়, কাপড় ছেয়ে গেছে ছত্রাকে, আ শুকিয়ে যাওয়া পাক খুলে যেতে শুরু করেছে বেতগুলোর, অর্ধ-সমা কোনও জিনিস টুকরো-টুকরো হওয়ার জন্যে পুরোনো হওয়ার প্রয়োজন হ না। ফ্লাইং মেশিনটাকে ঘিরে দুবার চক্কর দিল বালতাসার এবং যা দেখল তা করে বেশ দমে গেল, বাম হাতের হুক দিয়ে ধাতব-কঙ্কালটাকে জোরে ঝাঁকুনি দি ও, ওটার প্রতিরোধ ক্ষমতা পরখ করার জন্যে লোহার সঙ্গে লোহার ঘঁষা দিল, বে দুর্বল বলেই আবিষ্কার করল সেটা, মনে হচ্ছে গোটা মেশিনটা সম্পূর্ণ ভেঙে আবা শুরু করাটাই সবচেয়ে ভাল হবে, ঠিক আছে, ভেঙে ফেল, কিন্তু যেকোনও উপা পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো হাজির হবার আগেই আবার বানানো শুরু করতে পারলেই ভাল, আরও কয়েকদিন মাফরায় থাকতে পারতাম আমরা, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো যদি আমাদের তাড়াতাড়ি আসার কথা বলে থাকেন, তাহলে মনে হয় শিগগিরই এসে যাবেন তিনি, কে জানে, হয়ত আমরা যখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় ছিলাম তখনই হয়ত এসে পড়েছেন তিনি, তিনি এখানে ছিলেন এম কোনও লক্ষণ নেই, আশা করি তোমার কথাই ঠিক, আমিও তাই আশা করি।

সপ্তাহ্খানেকের মধ্যেই মেশিনটা আর মেশিন রইল না এবং আগের চেহারার সঙ্গে কোনও মিলই থাকল না, অবশিষ্ট যা থাকল সেটাকে হাজারো জিনিস বলে ভুল বোঝা হতে পারে, মানুষ এত অসংখ্য জিনিস কাজে লাগায় না, এবং বেশীর ভাগই ওসব যেভাবে বানানো হয়, বা সাজানো আর বিন্যস্ত হয় তার ওপরই নির্ভর করে, কেবল নিড়ানি প্লেনের কথা চিন্তা করুন, সামান্য ধাতু আর তুচ্ছ কাঠ, এবং একট যন্ত্র যা করে অন্যটি তা করে না। ব্লিমুন্দা পরামর্শ দিল, আমরা পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর অপেক্ষা করতে করতে, এসো ফোর্জটা বানিয়ে ফেলি, কিন্তু আমরা কেমন করে বিলোউজ বানাবো, কামারের কাছে গিয়ে কীভাবে কাজটা করা হয় দেখে আসতে হবে তোমাকে, যদি ওটা প্রথমবার কাজ না করে, আবার চেষ্টা করো, আর যদি তাতেও কাজ না হয়, তৃতীয়বার চেষ্টা করো, আমাদের কাছ থেকে অন্তত এটুকুই আশা করবে কেউ, অত ঝামেলা করার কোনও দরকার নেই, কেননা পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো বিলোউজ কেনার জন্যে প্রচুর টাকা দিয়ে গেছেন আমাদের, কিন্তু কেউ না কেউ জানতে চাইবেই কেন বালতাসার সেটে-সয়েস বিলোউজ কিনতে চাইছে যেখানে কামার বা আয়রনস্মিথ কোনওটাই নয় ও, বরং নিজের হাতেই বানাও ওটা, সেজন্যে যদি একশো বারও চেষ্টা করতে হয়।

একা গেল না বালতাসার। যদিও এই অভিযানে দ্বৈত দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন ছিল া, পর্যবেক্ষণের বিরাট ক্ষমতা রয়েছে ব্লিমুন্দার, রৈখিক ডিটেইলের অনেক স্পষ্ট জর, কোনও জিনিস খতিয়ে দেখার ঢের বেশী তীক্ষ্ণ অনুভূতি। ল্যাম্পের গাঢ় গলচে তেলে আঙুল ডুবিয়ে দেয়ালের বিভিন্ন অংশ, প্রয়োজনীয় চামড়ার দৈর্ঘ, যে চাঙটার ভেতর দিয়ে হাওয়া বের হবে সেটা আঁকল ও, স্থির বেস, যেটি কাঠ দিয়ে ানানো হবে, এবং অন্যান্য অংশ, যেগুলো জোড়া লাগানো হবে, তো এখন যা বাকি সটা হল বিলোউজের জন্যে একটা ট্রিডল্। দূরবর্তী কোণে কোমর সমান উঁচু ামান-আকৃতির পাথর দিয়ে চারটে দেয়াল বানাল ওরা, ভেতর আর বাইরের দিকে ম্পূর্ণ তার দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল, তারপর মাটি আর টুকরো-টাকরা দিয়ে চরাট করল ওটা। কাজটা ডিউক অভ অ্যাভেইরোর এস্টেটের দেয়ালের কিছু অংশ ছনিয়ে নিল, কিন্তু যদিও মাফরার কনভেন্টের মত এস্টেটটা সম্পূর্ণ রাজার মালিকানাধীন নয়, একটা রাজকীয় লাইসেন্স রয়েছে ওটার, যেটা সম্ভবত বহুদিন মাগেই অগ্রাহ্য বা বিস্মৃত হয়ে গেছে, তা নাহলে ডোম হোয়াও পঞ্চম কাউকে খবর নতে পাঠাতেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো এখনও উড়বার আশা করছেন নাকি এটা কেবল তিনজন মানুষকে স্বপ্ন দেখে যাবার সুযোগ দেয়ার একটা অজুহাত মাত্র যেখানে ওদের আরও ভালভাবে কাজে লাগানো যেত, প্রিস্ট ঈশ্বরের বাণী প্রচার করছেন, ব্লিমুন্দা পানির উৎস আবিষ্কার করছে, আর ভিক্ষা মাগছে বালতাসার যাতে ওকে সাহায্যকারীদের জন্যে স্বর্গের দ্বার খুলে যায়, কারণ যখন ওড়ার প্রশ্ন আসে, এটা পরিষ্কারভাবেই দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে কেবল দেবদূত বা শয়তানই উড়তে পারে, সবাই জানে দেবদূতরা ওড়ে, এবং কেউ কেউ এমনকি এই ঘটনার পক্ষে সাক্ষীও দিয়েছে, আর শয়তানের প্রসঙ্গে, পবিত্র ঐশীগ্রন্থ এটা নিশ্চিত করেছে যে সে উড়তে পারে, কেননা ওতে লেখা আছে যে শয়তান জেসাসকে টেম্পলের চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিল, এবং নিশ্চয়ই হাওয়ার ভেতর দিয়েই নিয়ে গেছে তাঁকে, কারণ মই বেয়ে ওঠেন নি তাঁরা, এবং জেসাসকে পরিহাস করে সে বলেছে, নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ো, এবং জেসাস অস্বীকার করেছেন, কারণ প্রথম উড়ন্ত মানুষ হবার কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না তাঁর। একদিন মনুষ্য সন্তান আকাশে উড়বে, ফিরে আসার পর ফোর্জ তৈরি অবস্থায় দেখে বললেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, এবং ধাতু টেম্পারিংয়ের ট্রাফটাও প্রস্তুত অবস্থায় পেলেন, এখন ওদের কেবল দরকার বিলোউজ, ঠিক সময়েই বাতাস উঠবে, ঠিক যেন রহস্যময় কোনও আত্মা এই জায়গাটার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে।

আজ কতগুলো ইচ্ছা যোগাড় করেছ তুমি, ব্লিমুন্দা, একই দিন সন্ধ্যায় সাপারের সময় জানতে চাইলেন প্রিস্ট, তিরিশটার কম হবে না, জবাব দিল ও, বেশ কম, পুরুষদের কাছ থেকে বেশী যোগাড় করেছ নাকি মেয়েদের, আবার জানতে চাইলেন তিনি, বেশীর ভাগই পুরুষের, অদ্ভুত কোনও কারণে মেয়েদের ইচ্ছা তাদের শরীর ছেড়ে আসার ব্যাপারে কম উৎসাহী মনে হয়। প্রতিক্রিয়া দেখালেন না প্রিস্ট, কিন্তু

বালতাসার বলল, যেন আমার গাঢ় মেঘ তোমার গাঢ় মেঘকে ঢেকে ফেলে এব প্রায় মিলে যায় ওগুলো, তখন আমার চেয়ে তোমার ইচ্ছাশক্তি নিশ্চয় কম থাকে জবাব দিল ব্লিমুন্দা, এই খোলামেলা বাক্য বিনিময় পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসে যেন আক্রান্ত না হন, সম্ভবত তিনিও হল্যান্ডে সফরকালে বা এমনকি পর্তুগালে একই রকম দুর্বল ইচ্ছাশক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, কিংবা সম্ভবত ইনকুইজিশন ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেহেতু এই দুর্বলতাটুকু আরও বড় মারাত্মক পাপের সঙ্গে জড়িত।

এসো, এবার আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেয়া যাক, বললেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, আমি যত ঘন-ঘন সম্ভব আসব এখানে, কিন্তু তোমর দুজনই হাত লাগালেই কেবল কাজটা এগোতে পারে, ফোর্জটা বানিয়ে চমৎকার কাজ করেছ তোমরা, আর আমি বিলোউজ যোগাড় করার একটা উপায় খুঁজে বের করব, এই কাজ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়া চলবে না তোমাদের, কিন্তু মেশিনের জন্যে বিলোউজ যাতে যথেষ্ট বড় হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের, তোমাদের একটা ড্রয়িং দিয়ে যাব আমি, যাতে হাওয়া না থাকলেও বিলোউজ কাজ করবে, এবং আমরা উড়ব, আর তুমি, ব্লিমুন্দা, কিছুতেই ভুলে যেয়ো না যে তুচ্ছ শরীর বা আত্মা ছেড়ে যেতে আগ্রহী এমন অন্তত দুহাজার ইচ্ছার প্রয়োজন হবে আমাদের, তোমার সংগ্রহ করা তিরিশটা ইচ্ছা পেগাসাসকে মাটি থেকে ওঠাতে পারবে না, যদিও ডানাঅলা ঘোড়া ওটা, ভেবে দেখো যে পৃথিবীতে আমরা চলাফেরা করি সেটা কত বিরাট, জিনিসকে নিজের দিকে টানে এটা, এবং সূর্যটা যদিও আরও বড়, পৃথিবীকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারে না ওটা, এখন, যদি মেশিনটাকে ওড়াতে সফল হতে চাই আমরা সূর্য, অ্যাম্বার, চুম্বক আর ইচ্ছার মিলিত শক্তির প্রয়োজন হবে আমাদের, কিন্তু ইচ্ছা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ওগুলো ছাড়া আমাদের ওপরে ওঠার অনুমতি দেবে না পৃথিবী, আর তুমি যদি ইচ্ছা যোগাড় করতে চাও, ব্লিমুন্দা, করপাস ক্রিস্টির মিছিলে জনতার সঙ্গে মিশে যাও, মানুষের অমন বিশাল জমায়েতে যোগাড় করার মত প্রচুর ইচ্ছা থাকতে বাধ্য, কারণ তোমার জানা উচিত ওই মিছিলগুলো দেহ আর আত্মাকে এমন মাত্রায় দুর্বল করতে উৎসাহিত করে যে সেগুলো আর নিজের ইচ্ছাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না, বুলফাইট কিংবা অটো-ডা-ফে-গুলোয় এমনটা ঘটে না, ওখানে এত বেশী উত্তেজনা থাকে যে সবচেয়ে গাঢ় মেঘটাও এমনকি আত্মার চেয়েও গাঢ় হয়ে যায়, এটা যুদ্ধে অংশ নেয়ার মত, সর্বজনীন অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রেখেছে মানুষের হৃদয়।

বালতাসার জানতে চাইল, কেমন করে ফ্লাইং মেশিনটা আবার বানানোর কাজ শুরু করব আমি। ঠিক আগের মতই, আমার স্কেচে সেই একই বিরাট পাখি, আর এগুলো হচ্ছে নির্মাণের বিভিন্ন অংশ, তোমাদের অন্য এই ড্রয়িংও দিয়ে যাচ্ছি আমি, বিভিন্ন অংশের মাপসহ, নিচ থেকে ওপর দিকে মেশিনটা বানাতে হবে তোমাকে, ঠিক যেন কোনও জাহাজ বানাচ্ছ, বেত আর তার এমনভাবে প্যাঁচাবে যেন হাড়ে পালক বসাচ্ছ,

যমনটা বলেছি আগে, যখনই সম্ভব হবে আমি আসব, লোহা কেনার জন্যেই এই াায়গায় যেতে হবে তোমাকে, ওই এলাকায় জন্মানো উইলো তোমার প্রয়োজনীয় সমস্ত বতের যোগান দেবে তোমাদের, আর বিলোউজের চামড়া কসাইখানা থেকে যোগাড় ন্নরতে পারবে তুমি, এবং কেমন করে ওগুলোকে কিউর আর কাটতে হয় তোমাকে ৗখিয়ে দেব আমি, ব্লিমুন্দার স্কেচগুলো ফোর্জে ব্যবহার করার বিলোউজের জন্যে ঠিক মাছে, কিন্তু কোনও মেশিনকে ওড়ানোর কাজে সাহায্য করার মত বিলোউজের জন্যে য়, আর এই নাও, একটা গাধা কেনার মত টাকা, তা নাহলে প্রয়োজনীয় সমস্ত সেদপত্র বয়ে আনা তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে, বড় বড় কিছু বাস্কেটও কিনতে ্বে তোমাকে, আর ঘাস ও খড় জমাবে যাতে ওগুলোতে কী বহন করছ তা লুকাতে াার, ভুলে যেয়ো না গোটা অপারেশনটা চরম গোপনীয়তার মধ্যে চালিয়ে যেতে হবে, ন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে কিছু বলতে যেয়ো না, আমরা তিনজন ছাড়া আর কানও বন্ধু থাকতে পারবে না, কেউ যদি ছোঁকছোঁক করতে আসে, বলবে রাজার হুকুমে এস্টেটের দেখভাল করছ তোমরা, যাঁর কাছে আমি পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো উ গাসমাও দায়ী। ডি কী, সমস্বরে জানতে চাইল বালতাসার আর ব্লিমুন্দা, ডি গাসমাও, ্রাযিলে আমাকে যিনি শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষকের প্রতি আমার ঋণ প্রকাশ করার জন্যে গ্রহণ করা সারনেম, বার্টোলোমিউ লরেনসোই তো নাম হিসাবে যথেষ্ট, বলে উঠল ব্লিমুন্দা, কারণ কোনওদিনই আমি ডি গাসমাও যোগ করতে অভ্যস্থ হয়ে উঠতে পারব না, তার দরকার হবে না, কারণ তোমার আর বালতাসারের কাছে আমি সব সময় একই বার্টোলোমিউ লরেনসোই থাকব, কিন্তু রাজদরবার আর অ্যাকাডেমিগুলো আমাকে বার্টোলোমিউ লরেনসো ডি গাসমাও ডাকবে বলেই আশা করা হবে, কারণ আমার মত কেউ যার ক্যানন-ল'র ডক্টোরেট আছে তার মর্যাদার সঙ্গে মানানসই একটা নাম থাকতেই হবে, অ্যাডামের আর কোনও নাম ছিল না, মন্তব্য করল বালতাসার, এবং ঈশ্বরের তো কোনও নামই নেই, যোগ করলেন প্রিস্ট, কারণ ঈশ্বরকে নাম দেয়া যায় না, এবং স্বর্গে অ্যাডামকে আলাদা করার জন্যে অন্য কোনও পুরুষ ছিল না, আর ইভ কেবল ইভ হিসাবেই পরিচিত ছিল, বাধা দিয়ে বলল ব্লিমুন্দা, এবং ইভ ছাড়া আর কোনও নামেই পরিচিত হয়নি ইভ, কারণ আমি দৃঢ় মত পোষণ করি এই পৃথিবীতে নারী কেবল একজনই এবং কেবল চেহারাতেই বৃদ্ধি পায়, যেন অন্য যে কোনও নামে চলতে পারে সে, আর তুমি ব্লিমুন্দা, আমাকে বলো, তোমার কি জেসাসকে প্রয়োজন, আমি একজন খ্রিশ্চান, কে অস্বীকার করছে, খেই ধরার আগে ওকে আবার আশ্বস্ত করলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ, আমার কথার মানে ধরতে পেরেছ তুমি, কিন্তু বিশ্বাস বা নামে নিজেকে যে জেসাসের বলে দাবী করে সে কপটাচারী ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং নিজের মত থাক, ব্লিমুন্দা, এবং কেউ যখন তোমার নাম জানতে চাইবে তখন অন্য কোনও জবাব দিয়ো না।

কয়মব্রায় নিজের গবেষণায় ফিরে গেছেন প্রিস্ট, ইতিমধ্যেই ব্যাচেলর আর মাস্টার ডিক্রির অধিকারী তিনি এবং অচিরেই ডক্টোরেটেরও অধিকারী হয়ে যাবেন, এদিকে, বালতাসার ফোর্জে লোহা নিয়ে চৌবাচ্চায় টেম্পার করছে ওটাকে আর

ব্লিমুন্দা কসাইখানা থেকে কিনে আনা চামড়া চেঁছে পরিষ্কার করল, ওরা দুজন মি
উইলো বেত কাটল আর অ্যানভিলে কাজ করল, পিনশার দিয়ে ধাতব পাত ধ
রাখল ব্লিমুন্দা আর হাতুড়ি চালাল বালতাসার, টানা গতি ধরে রাখার জন্যে এব
ছন্দে কাজ করছে ওরা, ব্লিমুন্দা গলানো লোহাকে বাড়িয়ে ধরছে আর সতর্ক আঘা
হানছে বালতাসার, কোনওরকম কথাবার্তার প্রয়োজন ছাড়াই নিখুঁত ছন্দে কাজ ক
যাচ্ছে ওরা। এবং এমনি করে শীতকাল পেরিয়ে গেল, এবং বসন্তও, মাঝেমা
লিসবনে আসেন প্রিস্ট, এবং পৌঁছানোমাত্র তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসা হল
আম্বারের গোলকগুলো একটা চেস্টে তুলে রাখেন, কেমন করে ওগুলো যোগা
করেছেন সে-সম্পর্কে কিছু বলেন না, ইচ্ছার কথা জিজ্ঞেস করেন তিনি আর দ্রু
আকার পেতে থাকা মেশিনটা নানা কোণ থেকে পরখ করেন, বালতাসার ভে
ফেলার সময় যতটা ছিল ইতিমধ্যে তার চেয়েও বড় হয়ে গেছে, তারপর কীভা
এগোতে হবে তার পরামর্শ দেন ওদের এবং কয়মব্রায় নিজের ডিগ্রি এবং যাঁ
ওগুলো জারি করেন তাদের কাছে ফিরে যান, পাদ্রে বার্টোলোমিউ এখন আর ছা
নন, ইতিমধ্যে লেকচার দেয়া শুরু করেছেন, *লুরিস একলেসিয়াসটিসি ইউনিভার*
লিব্রি ট্রে, কালেকটেনিয়া ডক্টোরাম ট্যাম ভেটেরাম কুয়াম রেসেনটিয়োরাম ইন ইউ
পন্টিফিকাম ইউনিভারসাম, রিপোটোরিয়াম ইউরিস সিভিলিস এট ক্যানোনিসি, এ
সিয়োটরা, তুমি উড়বে, লেখা আছে এমন কোনও প্যাসেজের সন্ধান না পেয়েই।

জুন মাস এল। লিসবন জুড়ে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে এবছর করপাস ক্রিস্টি
মিছিল দানব বা ফিসফিসকরা সাপের, কিংবা অগ্নি-ড্রাগনের এফিগি বহন করবে ন
এবং কোনও ছদ্ম-বুলফাইটও হবে না, লিসবনের চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী নাচও নয়
কোনও ম্যারিম্যাস বা ব্যাগপাইপও নয়, ক্যানোপির সামনে নৃত্যরত রাজা ডেভিডও
হাজির হবেন না। লোকজন আপনমনে প্রশ্ন করল কেমন তর মিছিল হবে এটা যদি
ট্যাম্বুরিনের শব্দে রাস্তাঘাটে তালা লাগিয়ে দেয়ার জন্যে অ্যারুগ থেকে আগত কোনও
ভাঁড় না থাকে, আর ফ্রিয়েনাসের মেয়েদের যদি তাদের মত করে চ্যাকোনে নাচ নাচার
ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, এবং যদি সোওর্ড-ড্যান্স অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া না
হয়, আর কোনও ফ্লোট ব্যাপগপাইপ ড্রামও না থাকে, না থাকে প্রহসনের মজা, আর
ভিন্ন ধরনের আমোদ আড়াল করার জন্যে নিস্ফ, তাহলে সেটা কেমন ধরনের মিছিল
হবে, বিশপের ক্রুযিয়েরের নাচ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে, এবং পুরুষের বলিষ্ঠ কাঁধে
চেপে ভাসবে না সেইন্ট পিটারের জাহাজ, এটা তাহলে আবার কী রকম মিছিল হতে
পারে, মানুষকে কেমন আনন্দ দেবে তা, কেননা ওরা যদি এমনকি কিচেন গার্ডেনারদের
দিয়ে ফ্লোট অনুষ্ঠান অনমুতি দেয়ও, আমরা সাপের হিসহিসানি শুনতে পাব না, ডিয়ার
কাজিন, আমাকে শিউরে তুলত সেটা যখন স্যাঁৎ করে পাশ কাটিয়ে যেত ওটা, তোমাকে
বোঝাতে পারব না আমাকে কতখানি ভয় পাইয়ে দিত ওটা।

উৎসবের আয়োজন দেখার উদ্দেশ্যে প্যালেস স্কয়ারে জমায়েত হয়েছে জনগণ,
এবং সমস্ত কিছু বেশ সম্ভাবনাময় বলেই মনে হচ্ছে, ইয়েস, স্যার, একষট্টিটা কলাম

ার অন্তত আট মিটার উঁচু চোদ্দটা পিলারঅলা কলোনেডসহ, এবং গোটা আয়োজনের দৈর্ঘ ছয়শো মিটারেরও বেশী, অসংখ্য মূর্তি, মেডালিয়ান, পিরামিড আর অন্যান্য অলঙ্করণঅলা চারখানা ফ্যাসাডের চেয়ে কম হবে না। এই নবীনতম মঞ্চের তারিফ করতে শুরু করে দিয়েছে জনতা, এবং আপনি যদি বানটিংয়ে ঢাকা রাস্তার সামনের দিকে নজর চালান, আরও অনেক কিছু দেখার আছে, যেখানে মারকিগুলোকে ঠেস দিয়ে রাখা মাস্তুলগুলো সোনা-রূপায় মোড়ানো এবং প্রতিটি মারকি থেকে ঝুলন্ত মেডালিয়ানগুলোয় সোনার প্রলেপ দেয়া, ওগুলোর একপাশ আলোক রশ্মিতে ঘেরা, ব্লসড্ স্যাক্রামেন্ট তুলে ধরেছে, আর অন্য পাশে প্যাট্রিয়ার্কের কোট অভ আর্মস, এবং দুপাশেই রয়েছে সিনেট চেম্বারের কোট অভ আর্মস, আর জানালাগুলোর কী অবস্থা, ওই জানালাগুলোর দিকে তাকাও শুধু, যেমনটা যথার্থই চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন, কারণ সোনায় মোড়ানো কিনারা আর ঝালর দেয়া পর্দা আর টকটকে লাল ডামাস্কে বানানো ঝালর বোনা মোহিত করে দিয়েছে, এমন কিছু কোনওদিন দেখি নি আমরা, এরইমধ্যে সায় জানাতে তৈরি হয়ে আছে সমাবেশ, আরেকটা উৎসব পাবার জন্যেই একটা উৎসব ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল ওদের কাছ থেকে, দুটোর মধ্যে কোনটা ভাল স্থির করা কঠিন, হয়ত একটা অন্যটির মতই ভাল, কী কারণে যেন, গোল্ডস্মিথরা ঘোষণা দিয়েছে যে রাস্তাঘাটের আলোক সজ্জার খরচ যোগাতে চায় তারা, এবং সম্ভবত একই কারণে রুয়া নোভার আর্চওয়ের একশো ঊনপঞ্চাশটি কলামকে সিল্ক আর ডামাস্ক দিয়ে সাজানো হয়েছে, সন্দেহ নেই, দোকানিরা চুটিয়ে ব্যবসা করার এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে ব্যাকূল হয়ে আছে। আগে বাড়ল জনতা, রাস্তার শেষ কিনারায় পৌঁছুল, এবং উল্টোদিকে ঘুরল, এমনকি হাত বাড়িয়ে অনন্যসাধারণ পর্দাগুলো স্পর্শও করতে গেল না, ওরা কেবল ওগুলো আর আর্চওয়ের নিচে সাজিয়ে রাখা পণ্যের পসরার সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তোলা অন্যান্য সিল্ক আর সাটিন দেখেই সন্তুষ্ট, আমরা যেন বিশ্বাসের রাজত্বে বসবাস করছি, অবশ্য, প্রত্যেকটা দোকানের সামনে নিজস্ব কৃষ্ণাঙ্গ দাস দাঁড় করানো রয়েছে, ওদের এক হাতে একটা লাঠি আর অন্য হাতে র‍্যাপিয়ার, সম্ভাব্য যেকোনও চোর নির্ঘাৎ পিঠের ওপর বাড়ি খাবে, এবং আরও মারাত্মক অপরাধের সুরাহা করার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে বেইলিফরা, হেলমেট বা শিল্ড কোনওটাই বহন করছে না ওরা, কিন্তু যদি ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দেন, তাঁর সঙ্গে লিমোয়েরোয় যেতে হবে, হুকুম তামিল করা এবং মিছিল মিস করা ছাড়া আর কী করা যাবে, এবং এ থেকেই হয়ত বোঝা যেতে পারে বডি অভ ক্রাইস্ট থেকে চুরির পরিমাণ এত কম কেন।

ইচ্ছার কোনও রকম ছিনতাইও ঘটবে না। এখন নতুন চাঁদের সময়, আপাতত, ব্লিমুন্দার চোখজোড়া অন্য সব মানুষের চোখের চেয়ে ভিন্ন নয়, ও খাক বা উপোস যেটাই করুক না কেন, এবং ব্যাপারটা শান্ত করে ওকে, ইচ্ছাগুলোকে তাদের খেয়াল খুশিমত চলতে দিয়ে সন্তুষ্ট, শরীরের ভেতরে থাকতে কিংবা বিদায় নিতে, কিন্তু সহসা একটা চকিত ভাবনা অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে, বডি অভ ক্রাইস্টে,

তাঁর রক্ত-মাংসের দেহে অন্য আর কোনও গাঢ় মেঘ দেখব আমি, ফিসফিস ক
বালতাসারকে বলল ও, সেও একই রকম চাপা স্বরে জবাব দিল, নিশ্চয়ই একমা
ওটাই প্যাসারোলাকে মাটি থেকে আকাশে তুলে নিয়ে যেতে পারবে, এবং ব্লিমুন
যোগ করল, কে জানে, হয়ত আমরা আসলে যা দেখি সেটা ঈশ্বরের গাঢ় মেঘ ছাড়
অন্য কিছুই না।

একজন পঙ্গু পুরুষ আর একজন ক্লেয়ারভয়েন্টের ভেতর এসব বাক্যই বিনিম
হল, দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে ওদের এই কথোপকথন আর ওদের অদ্ভুত আচরণ ক্ষ
করতেই হয়, ওরা রোসিয়ো আর প্যালেস স্কয়্যারের মাঝখানের জনতার ভিড়ে
মাঝে, রাস্তায় হাঁটার সময় ইতিমধ্যে রাত ঘনিয়ে এসেছে, আজ রাতে ঘুমোবে ন
ওরা এবং যারা ওদের মত রক্ত-লাল বালি আর পেভমেন্ট ঢাকার জন্যে কৃষকদে
আনা ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটবে, নগরকে আর কখনও এত পরিষ্কার মনে হয় নি
বেশীর ভাগ সময়েই যে নগরীর নোংরা জঘন্য অবস্থার কোনও জুড়ি থাকে না
জানালার ওপাশে মেয়েরা ওদের জাঁক আর চাতুরির বিস্তৃত আনুষ্ঠানিকতায় যার যার
কয়ফরে শেষ ছোঁয়া দিচ্ছে, অচিরেই জানালাগুলো নিজেদের তুলে ধরবে ওরা
মেয়েদের কেউই প্রথমে হাজির হতে চায় না, কেননা পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ
করলেও ব্যাপারটা সে উপভোগ করতে শুরু করতে না করতেই এই সাফল্য নষ্ট
হয়ে গেল, রাস্তার উল্টো জানালায় আরেকজন মেয়ে, তার প্রতিবেশী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী,
মুগ্ধ দর্শকদের দৃষ্টি সরিয়ে দেয়ার জন্যে হাজির হল, ঈর্ষা জ্বালাচ্ছে আমাকে, বিশেষ
করে অন্য মেয়েটা যেখানে মারাত্মক রকম কুৎসিত আর আমি স্বর্গীয় সুন্দরী, তার
মুখটা বিরাট, আমারটা গোলাপ-কুঁড়ি ছাড়া আর কিছু নয়, আর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী
কথা বলার আগেই চেঁচিয়ে উঠি আমি দূর হয়ে যাও ফাজিল। মেয়েদের এইসব
প্রতিযোগিতায় যারা নিচের তলাগুলোয় থাকে নির্দিষ্ট সুবিধা পায় তারা, বাড়তি হৈচৈ
ছাড়াই বীরের দল ওদের ফাঁকা মাথায় কিছু ভাবনার ছন্দ পাঠিয়ে দিচ্ছে, আর
দালানের ওপর তলাগুলো থেকে নেমে আসে আরেকটা ভাবনা, সবার শোনার জন্যে
অবারিত, প্রথম কবি তাঁর পঙক্তি আবৃত্তি করে সাড়া দিল এবং তার দিকে শীতল
চোখে চেয়ে রইল বাকিরা, সেই মেয়েটির করুণা পাবে বলে ওদের ক্রোধ আর
অসন্তোষ উড়িয়ে দিচ্ছে, এইভাবে ওদের সন্দেহটাকেই জোরাল করছে যে ওই
এপিগ্রাফের মিল আর চকচকে ইঙ্গিত অন্য মাত্রার মিলের। এইসব সন্দেহ অনুক্ত
রয়ে গেল, কারণ ওরা সবাই সমান অপরাধী।

উষ্ণ রাত। এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে লোকজন, খেলছে আর গান গাইছে,
পরস্পরকে ধাওয়া করছে রাস্তার শিশুরা, নিরাময়ের অযোগ্য একটা প্লেগ এটা যা
পৃথিবীর সূচনা থেকেই রয়েছে আমাদের সঙ্গে, ক্ষুদে রুগ্ন শিশুরা মেয়েদের স্কার্টের
নিচে গাঢাকা দিচ্ছে এবং মেয়েটির সঙ্গী পুরুষের কাছ থেকে পাছায় লাথি খাচ্ছে বা
কান মলা খাচ্ছে, যার ফলে প্রায় দৌড়ে অন্য কোথাও দুষ্টামি করতে ছুটে যেতে
বাধ্য হচ্ছে ওরা। র‍্যামের দুটো শিঙ দিয়ে বানানো মামুলি ছোট একটা ষাঁড় দিয়ে
মেকি বুলফাইট করছে ওরা, হয়ত বেমানান, সামনের দিকে হাতল অলা একটা

কাঠের বোর্ডের গায়ে লাগানো অ্যালো গাছের একটা শাখা বর্মের মত সামনে ধরে আছে, ষাঁড়ের ভূমিকায় অভিনয়কারী কিশোর সগর্বে আক্রমণ হানছে, এবং মেকি যন্ত্রণার চিৎকার দিয়ে তার গায়ে বসিয়ে দেয়া কাঠের ব্যান্ডেলিরা গ্রহণ করছে, কিন্তু ব্যান্ডারিলেরো যদি নিশানা-চ্যুত হয় আর ষাঁড়ের গুঁতো খায়, আভিজাত্যের সমস্ত আভিজাত্য খোয়া যায়, এবং আরেকটা ধাওয়া শুরু হয়ে যায়, যেটা অচিরেই আবার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, শোরগোল কবিকে বিপর্যস্ত করে দিল, ভাবনাটির পুনরাবৃত্তি শুনতে চাইল সে, চেঁচিয়ে বলল, কী বললে তুমি, এবং মহিলা হেসে জবাব দিল, হাজার পাখি নিয়ে এল ভালোবাসার চিহ্ন, এবং এই কৌতূহল, আমোদ আর ছুটোছুটির ভেতর দিয়ে জনতা রাস্তার ওপরই রাত কাটিয়ে দিতে লাগল, এবং বাড়ির ভেতরে মদ্যপান আর কাপের পর কাপ চকোলেট খাওয়া চলছে, ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আরও একবার আনুষ্ঠানিক পোশাকে সমবেত হতে শুরু করল সেনাবাহিনী, ব্লেসড্ স্যাক্রামেন্টের সম্মানে মিছিলের পাশে থাকবে যারা।

লিসবনে কেউ ঘুমায় নি। আমোদফূর্তি শেষ হয়ে গেছে, থেবড়ে যাওয়া বা ফ্যাকাশে হয়ে আসা কসমেটিকস মেরামত করার জন্যে জানালা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে মেয়েরা, অচিরেই আবার যার যার জানালায় ফিরে যাবে ওরা, রুজ আর পাউডারে আরও একবার ঝলমলে হয়ে। শাদা, কালো আর সকল বর্ণের মিউলেটোদের ভিড়, ওরা, আর বাকি সবাই সকালের আবছা আলোয় সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে রাস্তায়, কেবল নদী আর আকাশের দিকে উন্মুক্ত প্রাসাদ স্কয়্যারে ছায়ার ভেতর একটা নীল ছোপ দেখা যাচ্ছে, অপ্রত্যাশিতভাবে যেটা প্রসাদ প্যাট্রিয়ার্ক্যাল চার্চের লাল বর্ণ ধারণ করল এবং, ওপাশের এলাকায় সূর্য মাথা জাগিয়েছে এবং আলোর ঝালর দিয়ে কুয়াশা তাড়িয়ে দিচ্ছে। মিছিল শুরু হল বলে। মাস্টার অভ দ্য হাউস অভ দ্য টুয়েন্টি ফোর গিল্ডস্ রয়েছেন ওটার নেতৃত্বে, প্রথমে এল কার্পেন্টাররা, ওদের প্যাট্রন সেইন্ট জোসেফের ব্যানার নিয়ে, তারপর এল অন্যান্য ইনসিগনিয়া, প্রত্যেকটা গিল্ডের প্যাট্রনের ছবিঅলা বিশাল আকারের সব ব্যানার, ডামাস্ক ব্রকেড দিয়ে বানানো আর সোনায় ট্রিম করা, এতই বড় যে ধরে রাখার জন্যে চারজন লোক লাগছে, অন্য চারজনের সঙ্গে পালা করে ধরছে, যাতে ওরা বিশ্রাম নিতে পারে, সৌভাগ্যক্রমে, কোনও হাওয়া বইছে না, এবং ওরা আগে বাড়ার সময় খুঁটির আগায় ঝোলানো সিল্ক কর্ড আর গিল্ড ট্যাসেল পায়ের দোলার সাথে সাথে দুলছে। এরপর যথাযথ ভাব গাম্ভীর্যের সঙ্গে এল সেইন্ট জর্জের মূর্তি, ড্রামাররা পায়ে হাঁটছে, ঘোড়ার পিঠে বিউগলাররা, আগের দল ড্রাম বাজাচ্ছে, শেষের দল বাজাচ্ছে বিউগল, ব্যাটাপ্ল্যান, তারারা তা তারা, প্যালেস স্কয়্যারের দর্শকদের মাঝে নেই বালতাসার, তবে দূরাগত বিউগলের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে ও, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে, মুখে হাসির ভাঁজ পড়ল ওর, আমাদের সেনাবাহিনী বদলা নেয়ার আগেই আক্রমণ হানার জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকা শত্রুপক্ষ দেখছে, এবং আচমকা ওর স্টাম্পে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল ও, দীর্ঘদিন এরকম ব্যথা বোধ করে নি, সম্ভবত ওর হুক বা স্পাইক আঁটেনি বলেই এমন হচ্ছে, কারণ দেহ এসব ব্যাপার এবং

অন্যান্য স্মৃতি আর বিভ্রম, খেয়াল করে, ব্লিমুন্দা, যদি তুমি না থাকতে, ডান-পাশে কাকে আমার এই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতাম, আমার ভাল হাত দিয়ে তোমারই কাঁধ বা কোমর জড়িয়ে ধরি আমি, লোকের চোখে যা অদ্ভুত ঠেকে, লোকজনের সামনে নারী-পুরুষকে এমন খোলামেলা দেখে ওরা অভ্যস্ত নয়। পতাকাগুলো উধাও হয়ে গেছে, দূরে মিলিয়ে গেছে ড্রাম আর বিউগ্‌লের শব্দ, এবং এবার আসছে সেইন্ট জর্জের স্ট্যান্ডার্ড বিয়ারার, কিং অ্যাট আর্মস্‌, আর্মার্ড নাইট, আপাদমস্তক বর্মে ঢাকা, প্লুম্‌ড্‌ হেলমেট আর নামানো ভাইজরঅলা, যুদ্ধে সেইন্টের অ্যাডজুট্যান্ট, যে তাঁর পাতাকা আর বর্শা বহন করছে, আগে আগে হাঁটছে, কারণ ড্রাগনের হাজির হবার বা ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই, যেখানে সেটাকে, হায়, করপাস ক্রিস্টি মিছিল হতেই সরিয়ে দেয়া হয়েছে, ড্রাগন, সাপ আর দানবদের সঙ্গে আচরণের কোনও কায়দা নয় এটা, এবং যে পৃথিবী নিজেকে এইসব আকর্ষণ হতে বঞ্চিত করে সেটা বড্ড দুঃখময়, শেষ পর্যন্ত, কিছু কিছু জিনিস টিকে যাবে বা এমন আকর্ষণীয় বলে প্রমাণিত হবে যে যারা মিছিল পরিবর্তনের জন্যে দায়ী তারা সেগুলোকে রেখে দিতে অনীহ হয়ে উঠবে, লোকে যদি আর কিছু নিয়ে কথা নাও বলে, কারণ ঘোড়াকে হয় ওদের আস্তাবলে রাখতে হয় আর নয়তো দুর্গত কুষ্ঠ রোগীর মত সবচেয়ে ভাল অবস্থায় খোলা মাঠে চরতে ছেড়ে দেয়া যায়, এবং এবার আসছে চটকদার স্যাডল ক্লথঅলা ছেচল্লিশটা কালো আর ধূসর ঘোড়া, ঈশ্বর সহায় হোন, জানোয়ারগুলো যদি ওদের পার হয়ে যেতে দেখা দর্শকদের চেয়ে ভাল পোশাক না পরে থাকে, এটা করপাস ক্রিস্টি উৎসব বলে সবাই তার রোববারের সেরা পোশাকটি গায়ে চাপিয়েছে, প্রভুর সাক্ষাতের উপযোগি কাপড়-চোপড়, যিনি আমাদের নগ্ন অবস্থায় সৃষ্টি করে কেবল পোশাক পরা অবস্থায়ই আমাদের তাঁর সামনে উপস্থিত হবার অনুমতি দেন, এমন একজন ঈশ্বর সম্পর্কে বা তাঁকে প্রতিনিধিত্বকারী ধর্ম সম্পর্কে কী ভাববে কেউ, একথা সত্য যে আমাদের বেশীরভাগই নগ্ন অবস্থায় দেখতে সুদর্শন নই, প্রসাধনবিহীন নির্দিষ্ট কিছু চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারবেন আপনি, আসুন সেইন্ট জর্জের কথা ভাবা যাক, এখন দৃশ্যপটে হাজির হচ্ছেন যিনি, তাঁর রূপালি আর্মার আর প্লুম্‌ড্‌ হেলমেট খুলে ফেললে কেমন দেখাবে, সুতোয় ঝোলানো একটা পুতুল, পুরুষদের যেখানে রোমশ হবার কথা, সেখানে চুলের নাম নিশানাও নেই, একজন পুরুষের সাধু-সন্ত হয়েও অন্য পুরুষদের যা আছে সেসব থাকতে পারে, এবং কোনও পুরুষের শক্তি যার সেই শক্তির সঙ্গে প্রায়শ সহজাত দুর্বলতায় প্রত্যক্ষ করা যায় নি এমন পবিত্রতা থাকা উচিত নয়, এসব কথা সেইন্ট জর্জের কাছে কেমন করে ব্যাখ্যা করবে কেউ, শাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে আসছেন যিনি, যদি অমন একটা পশুকে ঘোড়া বলা যায়, কারণ রাজকীয় আস্তাবলে ব্রাশ করার নিজস্ব ঝাড়ু নিয়ে থাকে ওটা এবং ওটা ব্যবহার করে, কেবল সেইন্টের জন্যেই রাখা একটা ঘোড়া, মানুষ বা শয়তান কখনও চাপে নি ওটার পিঠে, জীবন উপভোগ না করেই মারা যাবে এমন এক দুর্ভাগা জানোয়ার, ঈশ্বর যেন ওটা মারা যাবার পর যখন কাটাকুটি করা হবে, তখন ওটার চামড়া দিয়ে

একটা ড্রাম বানানোর সুযোগ দেন আর ওই ড্রামটা যেই বাজাক না কেন ওটার হিংস্র হৃৎপিণ্ডটাকে জাগিয়ে তুলবে, এখন বয়স্ক আর কাহিল, অবশ্য এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই শেষ বিচারে ভারসাম্য আর ক্ষতিপূরণ লাভ করে, যেমন মাফরার এক শিশু আর ইনফ্যান্টে ডোম পেড্রোর মৃত্যুর বেলায় দেখেছি আমরা, এবং আজ সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল, সেইন্ট জর্জের পেইজ একজন তরুণ স্কয়্যার উচাঁনো বর্শা আর প্লুম্‌ড্ হেলমেট নিয়ে একটা কালো স্টীড হাঁকাচ্ছে, এবং ওইসব রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকদের কাঁধের ওপর দিয়ে মিছিল দেখা কত অসংখ্য মা আজ রাতে স্বপ্ন দেখবে যে তাদের ছেলেই ওই ঘোড়াটা হাঁকাচ্ছে, মর্ত্যে, এমনকি হয়ত স্বর্গেও সেইন্ট জর্জের পেইজ, কেননা অমন মর্যাদার জন্যে সন্তান পেটে ধরা মানায়, এবং আরও একবার এগিয়ে আসছেন সেইন্ট জর্জ, এইবার রয়্যাল হসপিটালের কনফ্র্যাটারনিটি অভ দ্য রয়্যাল চার্চের বহন করা বিশাল ব্যানারে আঁকা রূপে, এবং এই উদ্বোধনী হাইলাইটস শেষ করার জন্যে এল টিসপ্যানিস্ট আর ট্রাম্পেটার্স, মখমল পোশাক পরা, মাথার টুপিতে শাদা প্লুম, এবং এবার কনফ্র্যাটারনিটিরা রয়্যাল চ্যাপেল ত্যাগ করার সময় ক্ষণিকের বিরতি পড়ল, মর্যাদা আর লিঙ্গ অনুযায়ী হাজার হাজার নারী-পুরুষ, এখানে অ্যাডামরা ইভদের সঙ্গে মিশে যায় নি, দেখ, ওই যে যাচ্ছে অ্যান্টোনিয়ো মারিয়া আর সিমাও নানস, আর স্যামুয়েল সিটানো, আর হোসে বার্নার্ডো, আর অ্যানা ডা কনসেইসাও, আর অ্যান্টোনিও ডি বেজা আর খানিকটা কম গুরুত্বের হোসে ডোস স্যান্টোস, আর ব্রাস ফ্রান্সিস্কো, আর কালো রঙের ক্লোকের মতই নানান ধরনের নাম, ঠিক যেমন কিছু চলমান ভাইদের গায়ের রঙ কালো, কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এই কনফ্র্যাটারনিটির, এমনকি মিছিলে অংশ নেয়ার সময়ও, আওয়ার লর্ড জেসাস ক্রাইস্টের বেদীতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ, যদি না কোনওদিন ঈশ্বর কালো মানুষের বেশ ধারণ করেন এবং দেশের সমস্ত চার্চে ঘোষণা দেন যে একজন শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের অর্ধেক মূল্য ধরে, তো আপনি যদি স্বর্গের দ্বার পেরুতে চান সেটা আপনার ওপর নির্ভর করছে, এ থেকেই বোঝা যায় এই বাগানের সৈকতগুলো, যেমন হয়েছে, সাগরতীরে রোপিত, চামড়া গাঢ় করতে আগ্রহীদের ভিড়ে গিজগিজ করতে শুরু করবে কেন, এমন একটা ধারণা যা আমোদ সৃষ্টি করবে, কেউ কেউ এমনকি ঘনঘন সৈকতে যাবে না, বরং বাড়িতেই থাকবে এবং ত্বকের রঙ গাঢ় করার করার জন্যে তেল ব্যবহার করবে, ফলে ওরা যখন বাইরে যাবে এমনকি পড়শীরাও আর চিনে উঠতে পারবে না, ওরা মন্তব্য করবে, লোকটা এখানে কী করছে এবং কালারড্ কনফ্র্যাটারনিটিদের এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা, ইতিমধ্যে নিচের এরা হাজির হয়েছে, মোটামুটি এই পর্যায়ক্রমেই, দ্য কনফ্র্যাটারনিটি অভ আওয়ার লেডি অভ হলি ডকট্রিন, অভ জেসাস অ্যান্ড মেরি, অভ দ্য হলি রোসারি, অভ সেইন্ট বেনেডিক্ট যথেষ্ট কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও বেশ জাঁকাল কাঠামো, অভ আওয়ার লেডি অভ অল গ্রেসেস, অভ সেইন্ট ক্রিসপিন, পেদ্রেইরার সাও সেবাস্টিয়াও থেকে, অভ দ্য মাদার অভ গড, যেখানে বালতাসার আর ব্লিমুন্দারা থাকে, অভ দ্য ভায়া স্যাক্রা অভ সেইন্ট

পিটার ও সেইন্ট পল, ভায়া স্যাক্রার আরেকটা কনফ্র্যাটারনিটি, তবে এটা অ্যালক্রিম থেকে, অভ আওয়ার লেডি অভ সাক্যুর, অভ জেসাস, অভ আওয়ার লেডি অভ রিমেমব্র্যান্স, এবং আওয়ার লেডি অভ গুড হেলথ্, কেননা তাঁকে বাদ দিয়ে রোসা মারিয়া কেমন করে তাঁর কৌমার্য রক্ষা করবেন, আর সেভেরা কোন সদগুণটা বাঁচানোর আশা করতে পারেন, তারপর এল কনফ্র্যাটারনিটি অভ আওয়ার লেডি ডা অলিভেইরা, যাঁর ছায়ায় একদিন বালতাসার খাওয়া সেরেছিল, দ্য ফ্র্যান্সিস্ক্যান নানস্ অভ আওয়ার লেডি অভ সেইন্ট মারথা, সেইন্ট অ্যান্টনি, আলকানটারা থেকে আওয়ার লেডি অভ দ্য ফ্লেমিশ নানস্, অভ দ্য হলি রোসারি, অভ হলি ক্রাইস্ট, অভ সেইন্ট অ্যান্টনি, অভ আওয়ার লেডি পেনিটেনশিয়ারি, এবং অভ সেইন্ট মেরি দ্য ঈজিপশিয়ান, এবং বালতাসার যদি রয়্যাল গার্ডের একজন সৈনিক হত, এই বিশেষ কনফ্র্যাটারটির সদস্য হওয়ার অধিকার লাভ করত ও, প্রতিবন্ধীদের জন্যে কোনও কনফ্র্যাটারনিটি না থাকাটা বড্ড দুঃখজনক, এরপর এল দ্য ব্রাদারহুড অভ চ্যারিটি যেটা হয়ত বালতাসারের জন্যে মানানসই কনফ্র্যাটারনিটি হতে পারত, এবং আরও একটা কনফ্র্যাটারনিটি অভ আওয়ার লেডি অভ দ্য পেনিটেনশিয়ারি, তবে এবারকারটা কারমেলাইট কনভেন্টের, কারণ আগেরটা ছিল টারশিয়ারিজ অভ সেইন্ট ফ্র্যান্সিস-এর, মিছিলটার যেন শ্লোগান শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, তো অংশ গ্রহণকারীরা সেগুলো পুনরাবৃত্তি শুরু করল, দ্য কনফ্র্যাটারনিটি অভ হলি ক্রাইস্ট হাজির হল আবার, এটা হলি ট্রিনিটি থেকে, যেখানে আগেরটা এসেছিল কনভেন্ট অভ সেইন্ট পল থেকে, তারপর ব্রাদারহুড অভ ইটারনাল রেস্ট, তারপর অভ সেইন্ট লুসি, অভ আওয়ার লেডি অভ আ গুড ডেথ, যদি শুভ মৃত্যু বলে আদৌ কোনও কিছু থাকে, এবং অভ জেসাস অভ দ্য ফরগটেন, এবং তারপর কনফ্র্যাটারনিটি অভ দ্য সৌলস্, চার্চ অভ দ্য ইম্যাকুলেট কনসেপশন, ঝড়-বাদল যাই হোক, আউয়ার লেডি অভ দ্য সিটি, অভ দ্য সৌলস্ অভ আওয়ার লেডি অভ পরপেচুয়াল সাক্যুর, অভ আওয়ার লেডি অভ মারসি, অভ সেইন্ট জোসেফ, প্যাট্রন সেইন্ট অভ কারপেন্টারস, অভ হলি সাক্যুর, অভ কমপ্যাশন, অভ সেইন্ট ক্যাথেরিন, অভ দ্য লস্ট চাইল্ড, কেউ নিখোঁজ, অন্যরা বিস্মৃত, পাওয়াও যায় নি, মনেও রাখা হয় নি, কেননা এমনকি স্মরণেও তাদের কোনও উপকার হয় না, আওয়ার লেডি অভ দ্য পিউরিফিকেশন, আরেকটা ক্যাথেরিন কনফ্র্যাটারনিটি অভ সেইন্ট, আগেরটা ছিল বই বিক্রেতাদের জন্যে, এইটা রাস্তা নির্মাণকারীদের, দ্য কনফ্র্যাটারনিটি অভ সেইন্ট অ্যান, সেইন্ট ইলোই, স্বর্ণকারদের ক্ষুদে ধনী প্যাট্রন, সেইন্ট মাইকেল এবং হলি সৌলস্ অভ সেইন্ট মার্শাল, অভ আওয়ার লেডি অভ দ্য হলি রোসারি, অভ সেইন্ট জাস্টা, অভ সেইন্ট রুফিনা, অভ দ্য সৌলস্ অভ দ্য মারটিয়ার্স, অভ উন্ডস্, অভ দ্য মাদার অভ গড এবং সেইন্ট ফ্রান্সিস অভ দ্য সিটি, অভ আওয়ার লেডি অভ সরোওজ, যেন ইতিমধ্যে যথেষ্ট দুঃখ ভোগ হয় নি আমাদের, এবং সবশেষে অভ দ্য হলি রিমেডিস, কেননা উপশম সব সময়ই পরে আসে এবং প্রায়ই যখন অনেক দেরি হয়ে যায়, তো শেষ কোনও আশা স্থাপন করা

হয়েছে ব্লেসড্ স্যাক্রামেন্টের ওপর, এখন আসছে যেটা, একটা ব্যানারের ওপর আঁকা হয়েছে ইমেজটা, সামনে রয়েছেন প্রিকারসর সেইন্ট জন, দ্য ব্যাপ্টিস্ট, একজন শিশুর বেশে হাজির হয়েছেন তিনি, পরনে চামড়ার পোশাক, চারজন দেবদূত সঙ্গী তাঁর, সামনে এগোনোর সময় ফুল ছিটাচ্ছে ওরা, এবং একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, রাস্তায় এর চেয়ে বেশী দেবদূত ঘুরে বেড়াবে এমন আর কোনও দেশ থাকতে পারে, ওরা আসল বোঝার জন্যে আপনাকে কেবল একটা আঙুল বাড়ালেই চলবে, সত্যি কথা ওরা উড়তে পারে না, কিন্তু তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে দেবদূতীয় অবস্থার জন্যে ওড়ার সামর্থই যথেষ্ট প্রমাণ নয়, যদি পাদ্রে বার্টোটোলোমিউ ডি গাসমাও কিংবা স্রেফ লরেনসো, কোনওদিন উড়তে শুরু করেন, হঠাৎ নিজেকে দেবদূত বলে আবিষ্কার করবেন না তিনি, অন্যান্য গুণাবলী জরুরি, কিন্তু সেসবের খোঁজ শুরু করাটা এখন বেশী তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, কেননা এখনও আরও বহু ইচ্ছা সংগ্রহ করা বাকি আছে আমাদের এবং আমরা কেবল মিছিলের অর্ধেকটা এগিয়েছি, চলতি সতের শো উনিশ সালের আটই জুনের সকাল গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রবল হয়ে উঠছে তাপ, এরপর কী আসছে, ধর্মীয় সংগঠনগুলো, কিন্তু জনতা খুব একটা নজর দিচ্ছে না, ফ্রায়াররা এগিয়ে গেলেন এবং উপেক্ষিত হলেন, এবং বিভিন্ন অর্ডারকে আলাদা করতে যেন উৎসাহী হল না কেউই, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে ব্লিমুন্দা আর ব্লিমুন্দার দিকে চেয়ে আছে বালতাসার, ব্লিমুন্দার মনে সন্দেহ কারমেলাইট কনভেন্টের ওপর ও কোনও লক্ষণ দেখার আগে নতুন চাঁদ উঠবে কিনা, প্রথম এক ফালি সরু চাঁদ, বাঁকানো ফলার মত, ওর চোখের সামনের সমস্ত দেহ খুঁচিয়ে উন্মুক্ত করার ক্ষমতাঅলা চোখা শিমিটার, ঠিক ওই মুহূর্তে প্রথম ধর্মীয় অর্ডার পেরিয়ে গেল, কোনটা, খেয়াল করি নি আমি, ফ্রায়ার ওঁরা, সেইন্ট ফ্রান্সিস জেসাসের টারশিয়ারিজ, কাপুচিনস্, কনভেন্ট অভ সেইন্ট জন অভ গডের মঙ্করা ফ্রান্সিস্ক্যান, কারমেলাইট, ডোমিনিকানস্, সিস্টেরিয়ানস্, সেইন্ট রক আর সেইন্ট অ্যান্টনির জেস্যুইটরা, এত বেশী রঙ আর নাম যে মাথা ঘুরতে শুরু করে দিল, দিশা হারাতে শুরু করল স্মৃতি, এবং এখন মুফতে পাওয়া বা সঙ্গে করে আনা খাবার খাওয়ার সময় হয়েছে, আমাদের খাওয়ার সময় সবে অতিক্রম করে যাওয়া ধর্মীয় অর্ডারগুলো জোব্বা সম্পর্কে মন্তব্য করছি, সোনার ক্রস, মাটন স্লীভস্, শাদা রুমাল, লম্বা ক্লোক, হাই স্টকিংস্, বাকলড্ জুতো পাফ আর গ্যাদারিংস্, ফুল স্কার্ট, বর্ণিল ম্যান্টল, লেইস কলার আর লম্বা জ্যাকেট, কেবল মাঠের লিলিরাই জানে না কেমন করে সুতো কাটতে বা বুনতে হয় এবং সেজন্যেই ওরা নগ্ন, এবং ঈশ্বর যদি চাইতেন আমরা নগ্ন চলাফেরা করি, তিনি মানুষকে লিলির মত করেই সৃষ্টি করতেন, সৌভাগ্যক্রমে, মহিলারা লিলি ফুলের মত, কিন্তু পোশাক পরা অবস্থায়, ব্লিমুন্দাকে সেরকমই লাগে, কাপড়সহ, কিংবা ছাড়া, এগুলো কেমন ধরনের চিন্তা, বালতাসার, প্যাট্রিয়ার্ক্যাল ব্যাসিলিকা থেকে ক্রস আসার সময় কেমন ধরনের পাপ চিন্তা, কংগ্রেগেশন অভ মিশনস্ অ্যান্ড অরেটারির ঠিক পেছন পেছন আসছে ওটা, এবং প্যারিশগুলোর অগুণতি যাজক, হে,

প্রিয় বন্ধুগণ, আমাদের আত্মাকে বাঁচানোর জন্যে কত অসংখ্য মানুষ উদ্বিগ্ন, এখনও যার দেখা মেলে নি, কল্পনা করো না, বালতাসার, কারণ তুমি একজন সৈনিক, যদিও পঙ্গু, তুমি এখন এগিয়ে যাওয়া কনফ্র্যাটারনিটির সদস্য, মিলিটারি অর্ডার অভ সেইন্ট জেমস্ অভ দ্য সোর্ড-এর একশো চুরাশিজন, অর্ডার অভ আভিযের একশো পঞ্চাশজন এবং অর্ডার অভ দ্য ক্রাইস্টের মোটামুটি সমান সংখ্যক, এগুলোর শেষটি গঠিত হয়েছে মঙ্কদের হাতে যারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয় যে কারা ওদের কনফ্র্যাটারনিটিতে যোগ দিতে পারবে, যদিও বেদীতে খুঁতঅলা প্রাণী দেখার কোনও ইচ্ছা নেই ঈশ্বরের, বিশেষ করে যদি সেগুলো ইতর শ্রেণীর হয়, সুতরাং বালতাসার যেখানে আছে সেখানেই থাকতে দিন ওকে, মিছিলটাকে পার হয়ে যেতে দেখুক, পেইজ, কয়ারিসটার, চেব্বারলেইন, রয়্যাল গার্ডের দুজন লেফটেন্যান্ট, এক, দুই, পূর্ণ পোশাকে, আজকাল যাকে আমরা আনুষ্ঠানিক পোশাক বলে উল্লেখ করব, তারপর প্যাট্রিয়ার্ক্যাল ক্রস, একপাশে রক্তলাল হুইপ ঝুলছে, চ্যাপলেইনরা কারনেশনের পোন্সিজ চূড়ায় আঁটা স্টাফ বহন করছে, আহা, ফুলগুলোর দুঃখময় গন্তব্য, কারণ একদিন রাইফেলের ব্যারেলের সঙ্গে লাগানো হবে ওগুলো, তারপর ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট মেরি মেজরের কয়্যারবয়রা, যেটা যুগপৎ ছাতি এবং ব্যাসিলিকা, লাল আর শাদার ডোরাকাটা এবং দুশো বা তিনশো বছরের মধ্যে মানুষ ছাতিকে ব্যাসিলিকা বলতে শুরু করবে এবং আপনি তাদের বলতে শুনবেন, আমার ব্যাসিলিকার একটা রিব ভেঙে গেছে, আমার ব্যাসিলিকাটা বাসে ফেলে এসেছি, আমার ব্যাসিলিকায় একটা নতুন হ্যান্ডল লাগিয়েছি, মাফরায় আমার ব্যাসিলিকা কখন শেষ হবে, পেছন পেছন হাঁটার সময় ভাবলেন রাজা, ক্যানোপিকে ধরে রাখা একটা খুঁটি আলগাচ্ছেন তিনি, কিন্তু সবার আগে এল ক্যাথেড্রাল চ্যাপ্টার, শাদা ডালম্যাটিক্স পরা ডিকনরা, এরপর একই রঙের চ্যাজুবল্স্ পরা প্রিস্টরা, এবং সবশেষে অ্যামিস, কোপ এবং সিলভার প্লাকসহ চার্চের গণ্যমান্য লোকজন, এসব নাম সম্পর্কে সাধারণের কী জানা থাকতে পারে, যখন পাগড়ির কথা আসে নাম আর আকৃতি উভয়ের সঙ্গেই পরিচিত ওরা, কেননা পাগড়ি হচ্ছে মুরগির পাছার আপনার দেখা পোপের নাক আর ক্যাননের মাথায় লাগানো হ্যাট, মিছিলের প্রত্যেক ক্যাননকে সহযোগিতা করছে তাঁর বাড়ির তিনজন সদস্য, একজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল, অন্যজন বহন করছে ক্যানন'স হ্যাট, এরা দুজনই দরবারী পোশাকে, আর তার ট্রেইন-বিয়ারার পরেছে কোট অভ মেইল, এরপর হাজির হল প্যাট্রিয়ার্কের এনটোরেজ, প্রথম এলেন জ্বলন্ত মশাল হাতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছয়জন আত্মীয়, তারপর তার ক্রেযিয়ার নিয়ে বেনিফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ধূপদানি হাতে আরেকজন চ্যাপলেইন সাহায্য করছেন তাঁকে, রট সিলভারের ধুনুচি দোলাতে দোলাতে অ্যাকোলাইটরা অনুসরণ করছে, অনুষ্ঠানের দুজন পুরোহিত, আর মশাল বহনকারী বারজন পেইজ, আহ্, পাপীবৃন্দ, নারী আর পুরুষ, তোমরা যারা ব্যাভিচার আর অতিরিক্ত খেয়ে এবং পান করে সর্বনাশের সঙ্গে বসি করে ক্ষণায়ু জীবন ব্যয় করেছ, স্যাক্রামেন্ট অগ্রাহ্য করেছ, টিথে দান করতে ভুলে গেছ, এবং অসন্তোষ ও

বেপরোয়াভাবে নরকের কথা বলেছ, তোমরা যেসব পুরুষ সুযোগ পাওয়ামাত্র চার্চের ভেতর মেয়েদের নিতম্বে চাপ দাও, তোমরা নির্লজ্জ মহিলারা, যারা পুরুষের গোপন অঙ্গে চাপ দেয়া ছাড়া চার্চে আর সব কিছুই কর, দেখ কী পেরিয়ে যাচ্ছে, আটখানা খুঁটিতে ধরা ক্যানোপি এবং ওটার নিচে আমি, প্যাট্রিয়ার্ক, পবিত্র মনস্ট্রান্স উঁচু করে রেখেছি, হাঁটু গেড়ে বসো, পাপীর দল, এখুনি তোমাদের খোঁজা হয়ে যাওয়া উচিত আর কখনও ব্যাভিচার করো না, এখুনি তোমাদের মুখ বন্ধ করা উচিত, অতিরিক্ত খাদ্য আর পানীয় দিয়ে আত্মাকে দূষিত না করে, এখুনি তোমাদের পকেট খালি করা উচিত, কারণ স্বর্গ বা নরকে এসব তো তোমাদের কোনও কাজে আসবে না, এবং পরকালে প্রার্থনার বিনিময়েই দেনা পরিশোধ করা হয়, আরেকটা মনস্ট্র্যান্সের জন্যে সোনা কেনার জন্যে এই পৃথিবীতেই তোমাদের এস্কুডো প্রয়োজন, চার্চের সমস্ত গণ্যমান্যদের রূপায় মুড়িয়ে রাখার জন্যে, যারা আমার কেপের কোণা তুলে ধরবে আর পাগড়ি বইবে সেই দুজন ক্যানন, দুজন সাবডীকন সামনের দিকে আমার ভেসমেন্টের হেম উঁচু করে রাখবে যারা, পেছনের ট্রেইন-বিয়ারার, যা থেকে বোঝা যায় কেন লুটিয়ে পড়ে ওরা, ঘনিষ্ঠ এই বন্ধুটি যার কাউন্টের সমান মর্যাদা এবং আমার কেপের ট্রেইন বহন করে ফ্ল্যাবেলাঅলা দুজন স্কয়্যার আর রূপার স্টাফঅলা মেস-বিয়ারার, প্রথম সাবডীকন সোনালি পাগড়ির ভেইল বহন করছে, কারণ ওটা কিছুতেই হাত দিয়ে ছোঁয়া চলবে না। ক্রাইস্ট কখনও মাথায় পাগড়ি না পরে বোকামি করেছেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু কিছুটা অসামাজিক, কারণ এটা সবাই জানে যে পাগড়ি বা টিয়ারা কিংবা বাউলার হ্যাট না পরে কোনও ধর্মই সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না, ক্রাইস্ট যদি এই তিনটার যেকোনও একটা পরতেন, হাই প্রিস্ট বানানো হত তাঁকে এবং পন্টিয়াস পিল্যাটের বদলে তিনিই হতেন গভর্নর, কোন জিনিসটা বাদ দেয়া উচিত ছিল আমার চিন্তা করুন, এবং এই পৃথিবী কত চমৎকার জায়গা হতে পারত, যদি অন্যরকম দাঁড়াত ব্যাপারটা এবং আমাকে ওরা প্যাট্রিয়ার্ক না বানাত, ঈশ্বরের পাওনা সিজারকে আর সিজারের পাওনা ঈশ্বরকে প্রদান করত, তাহলে আমরা হিসাব চুকিয়ে টাকা ভাগ করে নেব, আমার জন্যে একটুকরো রূপা আর তোমার জন্যে একটা, সত্যি আমি তোমাদের বলছি, যেমনটা আমাকে বলতেই হবে, দেখ, তোমাদের পর্তুগাল, কেমন করে আলগ্রেভস্ আর বাকি সমস্তের সার্বভৌম রাজা ভক্তি ভরে এই গিল্ডেড খুঁটিগুলোর একটা ধরে মিছিলে হাঁটছি আর কেমন করে একজন সার্বভৌম রাজা তাঁর জন্মভূমি আর জনগণকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দুভাবেই রক্ষা করার সংগ্রাম করছেন, আমি আমার জায়গায় স্রেফ একজন ফুটম্যানকে পাঠাতে পারতাম, কিংবা একজন ডিউক বা মার্কিকে আমার জায়গায় নিয়োগ দিতে পারতাম, কিন্তু নিজে এসেছি আমি এখানে, ইনফ্যান্টে, আমার আত্মীয়-স্বজন আর তোমাদের মনিবদের সঙ্গে নিয়ে, হাঁটু গেড়ে বসো, হাঁটু গেড়ে বসো, কেননা স্যাক্রেড মনস্ট্র্যান্স অতিক্রম করে যাবে এবং আমি যাচ্ছি, তার মনস্ট্র্যান্সের ভেতরে আছেন রাজা ক্রাইস্ট, এবং আমার মাঝে পৃথিবীর বুকে রাজা হবার প্রতাপ, অনুভব করার জন্যে, রক্তমাংসে

তৈরি রাজা, কেননা তোমরা সবাই জান নানদের কীভাবে ক্রাইস্টের স্ত্রী হিসাবে দেখা হয়, এবং এটাই পবিত্র সত্য, কারণ ওরা আমাকে ওদের বিছানায় গ্রহণ করে যেমন করে ওরা গ্রহণ করে প্রভুকে, এবং আমি ওদের প্রভু বলেই পরমানন্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওরা, এক হাতে ওদের রোসারি আঁকড়ে ধরে রাখে, অতীন্দ্রিয় মাংস, জড়ানো এবং একীভূত, ওদিকে অরেটরিতে সেইন্টরা ক্যানোপির নিচে ফিসফিস করে উচ্চারিত কথাবার্তা শোনার জন্যে কান খাড়া করে, স্বর্গের ওপর মেলে দেয়া একটা ক্যানোপি, কারণ এটাই স্বর্গ এবং এর চেয়ে ভাল কিছু আর নেই, এবং ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্ট একপাশে মাথা এলিয়ে দেন, হতভাগ্য মানুষ, সম্ভবত কষ্ট-বেদনার কাছে পরাস্ত, সম্ভবত কাপড় খোলার সময় পলাকে আরেকটু ভাল করে দেখার জন্যে, সম্ভবত সহধর্মীনিকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে বলে ঈর্ষাতুর, ধূপ সুবাসিত ক্লয়টারের একটা ফুল, ভাল লাগার মত দেহ, কিন্তু এই পর্যন্তই, তারপর বিদায় নেব আমি, পেছনে রেখে যাব ওকে, আর ও যদি অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়ে, বাচ্চাটা আমার, এটা দ্বিতীয়বার ঘোষণা করার কোনও প্রয়োজন নেই, পেছনে আসছে ক্লয়স্টাররা, মটেট আর হাইম গাইছে, এবং এ থেকে একটা বুদ্ধি পেয়েছি আমি, কারণ রাজাদের মন বুদ্ধির কারখানা, তা নাহলে তাঁরা শাসন করবে কীভাবে, সুতরাং আমরা যখন পরস্পরের বাহুতে শুয়ে থাকব, সঙ্গমের আগে, সময় আর পরে, তখন পলার চেম্বারে ওডিভেলার নানদের বেনেডিক্টাস গাইতে দাও, আমেন।

গোলা বর্ষণ করা হল আর জাহাজগুলো থেকে রকেট ছোড়া হল, প্যালেস স্কয়্যারের নিকটবর্তী দুর্গ হতে অভিবাদনও জানানো হল, দূরে ছড়িয়ে পড়ল ওটার প্রতিধ্বনি, গ্যারিসন আর টাওয়ারগুলো থেকে গর্জে উঠল কামান, প্যানিশে এবং সেটুবালের রয়্যাল রেজিমেন্ট অস্ত্র প্রদর্শন করল এবং সার বেঁধে দাঁড়াল স্কয়্যারে। লিসবন নগরীর ভেতর দিয়ে বডি অভ ক্রাইস্টকে বহন করে নেয়া হল, উৎসর্গের ভেড়া, দ্য লর্ড অভ অল আর্মিস, অপরিমেয় বৈপরীত্য, সোনালি সূর্য আর মাথা নোয়াতে বাধ্য করা মনস্ট্রান্স, বিষ্ঠায় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ঐশ্বরিকতাকে গলাধকরণ এবং হজম করা হল, যিনি এইসব অধিবাসীর সঙ্গে তোমাকে একসঙ্গে দেখে বিস্মিত হবেন, জবাই করা ভেড়া, তাদের নিজেদের সত্তার খাদক, সেকারণেই নারী আর পুরুষ রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের, নিজেদের আর অন্যদের আঘাত করছে, সশব্দে চাপড় মারছে বুক এবং উরুতে, পেরিয়ে যাওয়া হেম, ব্রকেড আর লেস ভেলভেট আর রিবন, এমব্রয়ডারী আর রত্ন স্পর্শ করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, *প্যাটার নস্টার কুই নন এস্টিস ইন কয়েলিস*।

রাত গভীর হয়ে আসছে। আবছা প্রায় দেখা যায় না এমনি ক্ষীণতম আলো আকাশে, চাঁদের প্রথম লক্ষণ। আগামীকাল ব্লিমুন্দা ওর দৃষ্টি পাবে, আজকের দিন অন্ধত্বের জন্যে।

পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো এখন ক্যানন-ল-এ ডক্টোরেট নিয়ে কয়মব্রা থেকে ফিরে এসেছেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ডি গাসমাও, তাঁর সারনেমও স্বাক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এবং তাঁর বিরুদ্ধে অহঙ্কারের পাপের ভিযোগ তোলার আমরা কে, বরং তাঁর নিজের দেয়া কারণগুলোর জন্যেই বিনয়ের টিতি ক্ষমা করে দেয়াই ভাল, যাতে করে আমরাও আমাদের পাপের অহঙ্কারসহ ন্যান্য ক্ষমা পেতে পারি, কারণ কারও নাম বদলের চেয়ে বরং কারও চেহারা বা থা বদলানো অনেক খারাপ। তাঁর চেহারা আর কথাবার্তায় পরিবর্তন এসেছে বলে নে হয় নি, বালতাসার ও ব্লিমুন্দার বেলায় তাঁর নামও নয়, এবং রাজা যদি তাঁকে য়্যাল হাউসহোল্ডের একজন চ্যাপলেইন এবং রয়্যাল একাডেমির একজন কাডেমিশিয়ান হিসাবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন, এইসব চেহারা এবং নাম যা ধারণ বং বাদ দেয়া যায়, এবং তাঁর গ্রহণ করা নামসহ ডিউক অভ আভেইরোর এস্টেটের গইটের বাইরেই রয়ে গেলেন ওঁরা, কিন্তু ভেতরে ঢুকলেন না, যদিও ওঁরা তিনজন মশিনটার মুখোমুখি হলে ওঁদের কেমন প্রতিক্রিয়া হবে সেটা যে কেউই আঁচ করতে ারে, অ্যারিস্টোক্র্যাট ওগুলোকে যান্ত্রিক উদ্ভাবন হিসাবে দেখবেন, চ্যাপলেইন শয়তানি গজ কারবারের প্রদর্শনী দেখে মন্ত্র জপতে শুরু করবেন, কারণ এটা ভবিষ্যতের জন্যে র্ধারিত কিছু, এবং, একাডেমিশিয়ান হাল ছেড়ে দেবেন এবং কেবল ওটা অতীতের ংশ হবার পরই ফিরে আসবেন আবার। যাহোক, এটা বর্তমান।

প্যালেস স্কয়্যারের কাছেই একটা বাড়িতে থাকছেন প্রিস্ট, বহুদিন আগে স্বামী ারানো একজন মহিলার ভাড়া দেয়া অ্যাপার্টমেন্টসে, এবং যার স্বামী প্রাসাদের একজন মস-বিয়ারার ছিল, ডোম পেদ্রো দ্বিতীয়র আমলে এক মারপিটে ছুরিকাঘাতে মারা যায় স, ঘটনাটার কথা অনেক আগেই ভুলে গেছে সবাই এবং এখানে উত্থাপন করা হল কারণ প্রিস্টের মত মহিলাও একই বাড়িতে বসবাস করে এবং অন্তত এই সামান্য কিছু তথ্য না দেয়াটা খারাপ দেখাবে, এমনকি মহিলার নাম উহ্য রাখলেও, যেটা আমাদের কিছুই জানায় না, যেমনটা ব্যাখ্যা করেছি আমি। প্রাসাদের খুব কাছাকাছি থাকেন প্রিস্ট, এবং সেটাই সুবিধাজনক, কেননা ওখানে ঘন ঘন যাতায়াত করেন তিনি, রয়্যাল হাউসহোল্ডে নিয়োজিত চ্যাপলেইন হিসাবে খুব বেশী নয়, কেননা পদবীটা মূলত সম্মানজনক, বরং রাজা তাঁকে পছন্দ করেন বলে এবং তিনি তাঁর প্রকল্পটির শেষ দেখার আশা ছেড়ে দেন নি, এবং যেহেতু এরই মধ্যে এগারটি বছর পার হয়ে গেছে, চাতুরির সঙ্গে রাজা জিজ্ঞাসা করেন, আপনার মেশিনটাকে কি কোনওদিন উড়তে দেখব আমি, এমন একটা প্রশ্নের জবাব সততার সঙ্গে দিতে পারেন না পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো,

স্রেফ এটুকু বলা ছাড়া, ইয়োর ম্যাজেস্টি নিশ্চিত থাকতে পারেন আমার মেশিন একদিন উড়বে, কিন্তু ওটার ওড়া দেখার জন্যে কি বেঁচে থাকব আমি, ইয়োর ম্যাজে যেন ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রাচীন প্যাট্রিয়ার্কদের মতই দীর্ঘায়ু হন, আপনি যেন কেব মেশিনটাকে উড়তেই নয় বরং যেন নিজেই ওটায় চড়তে পারেন। এই জবাবটা স্পর্ধ সীমান্তবর্তী, কিন্তু রাজা খেয়াল করেছেন বলে মনে হয় না, এবং করে থাকলেও নিরাস থাকাটাই বেছে নিলেন তিনি, কিংবা তিনি হয়ত তাঁর মেয়ে ইনফ্যান্টা ডোনা মারি বারবারাকে হারপসিকর্ড যেখানে শিক্ষা দেয়া হতে যাচ্ছে সেখানে উপস্থিত থাকা প্রতিশ্রুতি দেয়ার কথা মনে পড়ায় আনমনা হয়ে পড়েছেন, সেটাই কারণ হবে নিশ্চয় প্রিস্টকে তাঁর এন্টোরেজে যোগ দেয়ার আহ্বান জানালেন তিনি, এবং সবাই এম সম্মানের কথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারে না।

হারপসিকর্ডের সামনে বসে আছে ইনফ্যান্টা, এবং যদিও মাত্র নয় বছর বয়স ছোট মাথার ওপর ইতিমধ্যে অনেক দায়িত্বের বোঝা চেপে বসেছে তার, ছোট ছো আঙুলগুলো ঠিক চাবিতে বসাতে শেখা, সজাগ থাকা, যদি সজাগ থাকে যে, মাফরা একটা কনভেন্ট তৈরি হচ্ছে, কারণ তুচ্ছ ঘটনাবলী ব্যাপক পরিণতির সূচনা ঘটা পারে বলার মধ্যে যথেষ্ট সত্যি লুকিয়ে আছে, লিসবনে একটা শিশুর জন্ম একট কনভেন্ট নির্মাণের সূচনা ঘটিয়েছে, পাথরের তৈরি এক দানবীয় অট্টালিকা, এবং সে লন্ডন থেকে হাজির হবার জন্যে ডোমেনিকো স্কারলেত্তির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন কর হচ্ছে। রাজকীয় দম্পতি সামান্য জাঁক নিয়েই যোগ দিয়েছেন অনুশীলনে, আনুমানি জনা তিরিশেক ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, রাজা আর রানীর সেবায় নিয়োজিত সাপ্তাহি ফুটম্যান, গভর্নেস, কয়েকজন লেডি-ইন-ওয়েটিং এবং অন্য কয়েকজন, যাজকদে গণায় ধরা হলে, অন্য কয়েকজন যাজকের সঙ্গে পার্দ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোও আছে পটভূমিতে। মেয়েটার আঙুল বসানো শুধরে দিলেন ওস্তাদ, ফা লা ডো, ফা লা ডো রয়্যাল ইনফ্যান্টা ঠোঁট ওল্টালো, ঠোঁট কামড়ালো, এ ক্ষেত্রে ওর বয়সী অন্য যেকোন বাচ্চার চেয়ে আলাদা নয় ও, প্রাসাদ কিংবা অন্য যেখানেই জন্ম নিক না কেন, ওর ম একটা বিশেষ অধৈর্য গোপন করলেন, ওর বাবা রাজোচিত, ভয়ঙ্কর, কেবল মহিলারা তাদের নরম হৃদয়ে সঙ্গীত আর একটা ছোট্ট মেয়ের কল্যাণে ঝিমুনোর সুযোগ দি নিজেদের, এমনকি যখন খুব বিশ্রীভাবে বাজাচ্ছে ও, এবং ডোনা মারিয়া আনাকে অলৌকিকের প্রত্যাশা করতে দেখে আমাদের বিস্মিত হবার প্রয়োজন নেই, যদিও ইনফ্যান্টা এখনও একজন প্রাথমিক শিক্ষার্থী এবং সিনর স্কারল্যাত্তিও মাত্র কয়েক মাস আগে লিসবনে এসেছেন, এবং এইসব বিদেশীরা কেন ওদের নামগুলো জটিল করে ফেলে, যেখানে তাঁর আসল নাম যে স্কারলেট সেটা বের করতে কোনও সমস্যাই হয় না, এবং নামটা মিষ্টিও, কারণ চমৎকার দৈহিক গড়নের অধিকারী লোকটা, লম্বাটে চেহারা, চওড়া দৃঢ় মুখ, চোখজোড়া বেশ দূরে বসানো, আমি জানি না ইটালিয়ানদের এই ব্যাপারটা কী, বিশেষ করে ইনি, যিনি নেপলস্ থেকে এসেছেন এবং পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী। এটা জীবনের শক্তি, মাই ডিয়ার।

অনুশীলন শেষ হয়ে যাবার পর, সমাবেশ ভেঙে গেল, রাজা গেলেন একদিকে, রানী আরেক দিকে, ইনফ্যান্টা কোনদিকে গেল কে জানে, সবাই পূর্ব-নজীর আর প্রটোকল অনুসরণ করছে, এবং অন্তহীন সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, খসখসে শব্দ তোলা স্কার্টঅলা গভর্নেস আর বেরিবোনড্ ব্রীচেসঅলা ফুটম্যানরা সবার শেষে প্রস্থান করল এবং মিউজিক রুমে রয়ে গেলেন কেবল ডোমিনিকো স্কারলেত্তি এবং পাদ্রে বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও। হারপসিকর্ডের কী বোর্ডে আঙুল চালালেন ইটালিয়ান, প্রথমে উল্টাপাল্টা, তারপর যেন কোনও মটিফের খোঁজ করছেন বা নির্দিষ্ট কোনও ধ্বনির পরিবর্তনের প্রয়াস পাচ্ছেন এমনিভাবে, এবং সহসা যেন পুরোপুরি নিজের বাজানো সঙ্গীতে ডুবে গেছেন বলে মনে হল, তাঁর আঙুলগুলো প্রবহমান পানিতে ভেসে চলা কোনও বার্জের মত কী বোর্ডের ওপর ছুটে বেড়াতে লাগল, এখানে-ওখানে নদীর তীর থেকে ঝুলে পড়া গাছের শাখায় বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে, তারপর দ্রুত বেগে আগে বাড়ছে দূরবর্তী গভীর হ্রদ, নেপলসের আলোকোজ্জ্বল উপসাগর, ভেনিসের রহস্যময় আর প্রতিধ্বনি তোলা ক্যানালের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে, ট্যাগাসের উজ্জ্বল, ঝলমলে আলোর ওপর দিয়ে বইছে, ঐ যে যাচ্ছেন রাজা, রানী ইতিমধ্যে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টসে আশ্রয় নিয়েছেন, ইনফ্যান্টা ওর এমব্রয়ডারী ফ্রেমের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, কেননা ছোটবেলা থেকেই এসব শেখে একজন ইনফ্যান্টা এবং সঙ্গীত হচ্ছে শব্দের এক জাগতিক রোসারি, পৃথিবীতে ছবি আঁকা আমাদের মা। সিনর স্কারলেত্তি, ওস্তাদ কী বোর্ডের ওপর হাত চালানো থামানোর পর বললেন প্রিস্ট, সবরকম ধ্বনি থেমে গেছে, সিনর স্কারলেত্তি, সঙ্গীত কলা সম্পর্কে কিছু জানার দাবী করতে পারছি না আমি, কিন্তু এ ব্যাপারে বাজি ধরতে পারি যে আমাদের দেশ ব্রাযিলের ইন্ডিয়ান কৃষক যে সঙ্গীত সম্পর্কে এমনকি আমার চেয়েও কম জানে, সেও এই স্বর্গীয় ছন্দের পরমানন্দে আন্দোলিত হবে, সম্ভবত না, জবাব দিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, কারণ সঙ্গীতের ধ্বনি বুঝতে হলে যে কাউকে শিক্ষিত করে তুলতে হয় একথা সর্বজনবিদিত সত্যি, ঠিক যেমন চোখকে কোনও কিছু পাঠ করার সময় শব্দ আর সেগুলোর বিন্যাসের মূল্য বুঝাতে শিখতে হয়, এবং বক্তৃতা বোঝার জন্যে শোনাও ঠিকমত জানতে হবে, এইসব ওজনদার কথা আমার ছেলমানুষি মন্তব্যকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, কারণ মানুষের মাঝে এটা একটা সাধারণ দোষ, সত্য আঁকড়ে ধরে না থেকে অন্যরা যা শুনতে চায় বলে বিশ্বাস করে, সেটাই বলা, অবশ্য মানুষকে সত্যি আঁকড়ে ধরতে হলে, আগে অবশ্যই নিজেদের ভুল স্বীকার করতে হবে তাদের, আর ভুল করতে হবে, এই প্রশ্নের জবাব আমি স্রেফ হ্যাঁ বা না দিয়ে দিতে পারব না, কিন্তু ভুলের যে প্রয়োজন আছে সেকথা মানি আমি।

হারপসিকর্ডের ঢাকনার ওপর কনুই রাখলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও, খানিকক্ষণ জরিপ করলেন স্কারলেত্তিকে, ওঁরা নীরব থাকার সময়টুকুতে, আসুন বলা যাক, পর্তুগীজ প্রিস্ট আর ইটালিয়ান সঙ্গীতজ্ঞের ভেতর ওই সাবলীল কথোপকথন

সম্ভবত খাঁটি উদ্ভাবন নয় বরং সেইসব কালে সন্দেহাতীতভাবে রাজপ্রসাদের ভেতর-বাইরে দুজায়গাতেই তাদের বিনিময় করা বাগধারা আর প্রশংসার অনুমোদনযোগ্য বিনিময়, পরবর্তী অধ্যায়গুলোয় যেমনটা দেখার সুযোগ পাব আমরা। স্কারলেট্টি কয়েক মাসের মধ্যেই পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলতে শিখে গেছেন বলে কেউ যেন বিস্ময় প্রকাশ না করেন, আমরা যেন ভুলে না যাই যে তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ, এবং পূর্ববর্তী সাত বছরে রোমে এই ভাষাটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, ওখানে পর্তুগীজ রাষ্ট্রদূতের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি, রয়্যাল ও এপিকোপাল কোর্টসমূহে তাঁর বিশ্বব্যাপী মিশনগুলোর কথা না হয় নাই বলা হল, এবং তিনি যাই শেখেন কখনও ভুলে যান না। এবং তাঁর সংলাপের পণ্ডিতি ধরনের ব্যাপারে, আর তার কথার প্রাসঙ্গিকতা, নিশ্চয়ই আর কারও সাহায্য নিয়েছেন তিনি।

ঠিক বলেছেন, বললেন প্রিস্ট, কিন্তু এতে বোঝা যাচ্ছে যে স্রেফ ভুলকে আঁকড়ে আছে বলে আবিষ্কার করার জন্যেই সত্যিকে আলিঙ্গন করছে বলে বিশ্বাস করার জন্যে স্বাধীন নয় মানুষ, ঠিক যেমন ভুলকে আঁকড়ে আছে মনে করার জন্যেও মুক্ত নয় সে, কেবল সত্যিকে আলিঙ্গন করেছে আবিষ্কার করার জন্যে, জবাব দিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, এবং তারপর প্রিস্ট বললেন, ভুলে যাবেন না, পিলেট যখন জেসাসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সত্যি কী, কোনও জবাব আশা করেন নি তিনি, ত্রাণকর্তাও কোনও জবাব দেন নি তাঁকে, সম্ভবত ওঁরা দুজনই জানতেন যে এমন একটা প্রশ্নের কোনও জবাব হয় না। সুতরাং শেষ বিচারে পিল্যাট জেসাসের মত হয়ে গেছেন, হ্যাঁ, যদি সঙ্গীত বিতর্কের অমন অসাধারণ প্রসঙ্গ হয়, প্রিচার হওয়ার চেয়ে বরং সঙ্গীতজ্ঞই হবো আমি, প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ, পাদ্রে বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও, আমি আন্তরিকভাবে আশা করি একদিন আমার সঙ্গীত সারমন আর ওরেশনে যেধরনের উপস্থাপন, পাল্টাযুক্তি আর উপসংহার পান ঠিক তেমনি প্যাটার্ন পাবে, তবু কেউ যদি কী বলা হয়েছে আর কীভাবে বলা হয়েছে সযত্নে সেটা বিবেচনা করে, সিনর স্কারলেট্টি, যখন কোনও কিছু প্রচার করা হয় আর তার পাল্টা জবাব দেয়া হয় তা প্রায় সবসময় অস্পষ্ট, এবং আবছা হয়ে পড়ে আর অর্থহীন শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। কোনও মন্তব্য করলেন না সঙ্গীতজ্ঞ, এবং প্রিস্ট উপসংহার টানলেন, পালপিট থেকে নেমে আসার সময় সব সৎ প্রিচারই এব্যাপারে সজাগ থাকেন, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইটালিয়ান বললেন, সঙ্গীত কিংবা সারমন শোনার পর নীরবতা বিরাজ করে, সারমনের পর যদি প্রশংসা করা হয় বা সঙ্গীত শেষে যদি হাততালি দেয়া হয় কী আসে যায় তাতে, হয়ত কেবল নীরবতারই সত্যিকার অস্তিত্ববান।

প্যালেস স্কয়্যারে নেমে গেলেন স্কারলেট্টি এবং বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও, এখানে যার যার পথ ধরার আলাদা হয়ে গেলেন ওঁরা, রয়্যাল চ্যাপেলে আবার মহড়া শুরু করার সময় না হওয়া পর্যন্ত নগরীর জন্যে সঙ্গীত সৃষ্টি করতে সঙ্গীতজ্ঞ, এবং নিজের বারান্দায় গেলেন প্রিস্ট, এখান থেকে ট্যাগাস আর নদীর ওপারে ব্যারেইরোর নিচু জমিন, আলমাডা আর প্র্যাগালের পাহাড়-পর্বত, এবং আরও দূরে

কোনওমতে চোখে পড়া ক্যাবেসা সেকা ডো বাগিয়ো দেখতে পাবেন, কী অসাধারণ একটা দিন, ঈশ্বর যেদিন জগৎ সৃষ্টি করতে গিয়েছিলেন, তিনি স্রেফ বলেন নি, ফিয়াট, কারণ আর কোনও কথা ছাড়া একটা কথা একটা আগাগোড়া সামঞ্জস্যপূর্ণ জগৎ সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যেত না, ঈশ্বর কাজ শুরু করেছেন এবং ক্রমাগত বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তিনি সাগর সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে নৌকা ভাসিয়েছেন, তীরে পৌঁছার জন্যে তিনি মাটি সৃষ্টি করেছেন, কোথাও কোথাও দেরি করেছেন তিনি, অন্যান্য জায়গায় দৃষ্টিপাত করার জন্যে না থেমেই এগিয়ে গেছেন, এবং এখানে বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি, এবং নজর রাখার জন্যে আশপাশে কোনও মানুষ না থাকায়, নদীতে স্নান করেছেন, এবং এই ঘটনাটাকে স্মরণীয় করে রাখতে ঝাঁকে ঝাঁকে গাঙচিল নদী তীরের কাছে ভীড় জমানো অব্যাহত রেখেছে, ট্যাগাসের নদীতে ঈশ্বর আরও একবার স্নান করবেন, সেই অপেক্ষা করছে, যদিও আগের সেই পানি আর নেই এখন, গাঙচিল হিসাবে জন্ম গ্রহণ করায় একবার মাত্র তাঁকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করছে। ঈশ্বরের বয়স বেড়েছে কিনা জানতেও বেশ উদগ্রীব ওরা। মেস-বিয়ারারের বিধবা স্ত্রী প্রিস্টকে জানাতে এল যে খাবার দেয়া হয়েছে, নিচে একদল হলবার্ডিয়ার সৈনিক পেরিয়ে গেল, একটা ক্যারিজ নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে একটা গাঙচিল ছাদের কিনারার ওপর উড়ছে, জমিনের দিকে ধেয়ে আসা বাতাসে ঝুলে আছে ওখানে, এবং বিড়বিড় করে প্রিস্ট বললেন, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, পাখি, এবং অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করলেন, তিনিও একই রক্ত-মাংসে সৃষ্ট, শিউরে উঠলেন তিনি যেন সহসা আবিষ্কার করেছেন তাঁর পিঠে পালক গজাতে শুরু করেছে, এবং গাঙচিলটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর নিজেকে এক বুনো পরিবেশে হারিয়ে ফেলেছেন বলে আবিষ্কার করলেন তিনি। এটা পিল্যাটকে জেসাসের মত করে তুলবে, বর্তমানে ফিরে আসার পর ভাবলেন তিনি, নগ্ন হবার অনুভূতিতে অসাড়, যেন মায়ের জঠরেই চামড়া খসিয়ে এসেছেন, এবং তারপর জোর গলায় তিনি বললেন, ঈশ্বর একজন।

সেদিন সারাদিন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো নিজের রুমে বন্দী হয়ে রইলেন, গোঙালেন, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, এবং প্রায় রাত ঘনিয়ে আসার পর মেস-বিয়ারারের বিধবা স্ত্রী তাঁর দরজায় করাঘাত করে ঘোষণা দিল যে সাপার তৈরি, কিন্তু কিছুই খেলেন না প্রিস্ট, যেন দীর্ঘ উপবাস শুরু করতে যাচ্ছেন তিনি, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা বাড়াবেন, যদিও ট্যাগাসের গাঙচিলের দলের কাছে ঈশ্বরের একত্বের ঘোষণা দেয়ার পর আর কী অনুভব করার থাকতে পারে বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি, দুরন্ত সাহসের একটা কাজ, কারণ ঈশ্বরের সত্তা যে একক হওয়া উচিত, সেটা এমনকি হেরেসিয়ার্চরাও অস্বীকার করে না, এবং যদিও পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো শিক্ষা পেয়েছেন যে ঈশ্বর, যদিও মূলত একজন, কিন্তু অস্তিত্বের দিক দিয়ে একের মাঝে তিনজন, গাঙচিলগুলো আজ এ ব্যাপারে কম নিশ্চিত করে দিয়েছে তাঁকে। এখন গভীরতম রাত, নিদ্রায় মগ্ন গোটা নগরী, কিংবা, যদি ঘুমন্ত নাও হয়, কবরের মত

নিস্তেজ, মাঝে মাঝে কেবল শান্ত্রীদের চিৎকারই শোনা যায়, কোনও ফরাসি জলদস্যুকে জমিনে পা রাখতে নিরুৎসাহিত করতে উদগ্রীব, এবং ডোমিনিকে স্কারলেত্তি সবগুলো দরজা আর জানালা বন্ধ করার পর হারপসিকর্ড নিয়ে বসলেন এবং ফাঁক-ফোকর ও চিমনি গলে অসাধারণ কোমল একটা সুর ছড়িয়ে পড়ল লিসবনের রাতে, পর্তুগীজ আর জার্মান প্রহরীরা শুনতে পেল সেই সুর, প্রথমটির মতই সমঝদারী ভঙ্গিতে শুনতে লাগল দ্বিতীয় দলটা, ডেকের ওপর খোলা হাওয়ায় ঘুমিয়ে স্বপ্নে সেই সুর শুনতে পেল নাবিকেরা এবং জেগে ওঠার পর চিনতে পারল সুরটা, তীরে ওঠানো নৌকার নিচে, রিবেইরায় আশ্রয় নেয়ার সময় যাযাবর আর ভরঘুরের দল শুনতে পেল তা, হাজার খানেক কনভেন্টের ফ্রায়ার আর নানরা শুনতে পেয়ে বলল, প্রভুর দেবদূত ওরা, কারণ এই দেশটা অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারের জন্যে খুবই উর্বর, হুডপরা আততায়ীরা রাস্তায় রাস্তায় হত্যার জন্যে প্রস্তুত অবস্থায় সন্তর্পণে এগোনোর সময় শুনল সুরটা, আর যখন তাদের শিকারদের কানে গেল ওই সুর, তারা আর স্বীকারোক্তি দিয়ে নিস্কৃতি পাওয়া অবস্থ্য় মরার জন্যে অনুনয় জানাল না, আপন ডেরার অতল থেকে ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরের একজন কয়েদী সুরটা শুনতে পেয়ে একজন প্রহরীর গলা চিপে ধরে শ্বাস রোধ করে মারল তাকে, কিন্তু এই অপরাধের জন্যে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর ব্যবস্থা থাকবে না, একসঙ্গে শুয়ে থাকা অবস্থায় দূর হতে ওটা শুনতে পেল বালতাসার ও ব্লিমুন্দা, এবং আপনমনে জিজ্ঞেস করল, এটা আবার কেমন সুর, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো শুনতে পেয়েছিলেন সবার আগে, কারণ প্রসাদের একেবারে কাছে থাকেন তিনি এবং বিছানা ছেড়ে নেমে অয়েল ল্যাম্প জ্বালছেন, এবং আরও ভাল করে শুনবেন বলে জানালা খুললেন। গোটাকতক মশাও ভেতরে ঢুকে সিলিংয়ে আসন জাঁকিয়ে বসল, ওখানেই থাকল ওরা, প্রথমে লম্বা লম্বা পায়ে ইতস্তত করল, তারপর অনড় হয়ে গেল, যেন ওই ক্ষীণ আলো ওদের আকর্ষণ করতে অক্ষম, কিংবা পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো তাঁর কলমের খসখস শব্দে লিখতে শুরু করায় সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, *এট ইগো ইন ইলো*, এবং আমি আছি তাঁর মাঝে, এবং ভোর হওয়ার সময়ও বডি অভ ক্রাইস্ট নিয়ে সারমন লিখে যাচ্ছেন তিনি, এবং সেরাতে প্রিস্টের দেহের ওপর ভোজন পর্ব সারল না মশারা ।

বেশ কয়েকদিন পর, বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও রয়্যাল প্যালেসে অবস্থান করছিলেন, ইটালিয়ান সঙ্গীতজ্ঞ এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বরাবরের কুশল বিনিময় শেষ হবার পর রাজা ও রানীর ডায়াসের নিচের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন ওঁরা, যেটা রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সংযুক্ত একটা প্যাসেজওয়ের দিকে গেছে, আয়েসি ভঙ্গিতে হাঁটছেন ওরা, দেয়ালে টানানো নকশাদার পর্দা পরখ করার জন্যে থামছেন রুবেন্সের আঁকা ছবির পরে, দ্য *লাইফ অভ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট*, দ্য *ট্রায়াম্ফ অভ ফেইদ* এবং *দ্য একজালটেশন অভ দ্য ব্লেসেড স্যাক্রামেন্ট*, রাফায়েলের আঁকা ছবির পর দ্য *স্টোরি অভ টোবিয়াস* আর দ্য *কনকোয়েস্ট অভ টিউনিস*, এবং

ওসব ট্র্যাপেস্টারিতে যদি কোনওদিন আগুন ধরে যায়, একটা রেশমি সুতোও বাঁচানো যাবে না। ওঁরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন এটা সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কণ্ঠে এমন একটা সুর ফুটিয়ে ডোমিনিকো স্কারলেট্টি প্রিস্টকে বললেন, রাজা তাঁর ডায়াসে রোমের ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটারের একটা মিনেয়েচার রেপ্লিকা রাখেন, ওটা দেখিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন গতকাল, আমাকে কখনও এমন অনুগ্রহ দেখান নি তিনি, কিন্তু একথা ঈর্ষা থেকে বলছি না আমি, কারণ ইটালি তার একজন সন্তানের মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত, লোকের মুখে শুনেছি স্বয়ং রাজা নাকি একজন মহান নির্মাতা, এবং সম্ভবত হোলি চার্চের এই আর্কিটেকচারাল মনুমেন্ট নিজ হাতে বানানোর প্রবল ইচ্ছার একটা ব্যাখ্যা মেলে এখানে, যদিও ক্ষুদ্র মাত্রায়, মাফরায় নির্মাণাধীন ব্যাসিলিকা থেকে কত আলাদা, এমন বিশাল হবে ওটা যে বহুযুগের আশ্চর্য বস্তু হয়ে দাঁড়াবে, মানুষের হাত দিয়ে অর্জিত কাজ যেমন তাদের নানাভাবে প্রকাশ করে, তেমনি আমার কাজ নির্মিত হয়েছে শব্দে, আপনি কি হাতের কথা বলছেন, না আমি বলছি কাজের কথা, জন্ম নিতে যা দেরি, তারপরই নষ্ট হয়ে যায় ওসব, আপনি কি কাজের কথা বলছেন, না, হাতের কথা বলছি আমি, কারণ ওদের যদি কোনও স্মৃতি না থাকত আর আমার লেখার মত কোনও কাগজ, কী অবস্থা হত ওদের। তাহলে আপনি হাতের কথা বলছেন, না, আমি বলছি কাজের কথা।

ব্যাপারটাকে শব্দ আর তার অর্থ নিয়ে বুদ্ধির খেলা ছাড়া আর কিছু বলে মনে হল না, সেকালে যেটা খুবই মামুলি ব্যাপার ছিল, অর্থের দিকে খুব একটা গুরুত্ব আরোপ না করেই, এবং কখনও কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থকে অস্পষ্ট করে তোলার মত অবস্থায়ও চলে যাওয়া হত। এটা চার্চে সেইন্ট অ্যান্টনির মূর্তিকে জোর গলায় ব্ল্যাকামুর, চোর, মাতাল বলে অভিযুক্ত করে খিস্তির ঝড়ে গোটা জমায়েত বিধ্বস্ত করার পর ব্যাখ্যা করতে যাওয়া সেই প্রিচারের মত যিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে আসলে কী বলতে চেয়েছেন তিনি, তিনি ব্ল্যাকমুর কথাটা ব্যবহার করেছেন সেইন্টের গাঢ় চামড়ার কারণে, তাঁকে চোর বলেছেন কারণ তিনি ভার্জিন মেরীর কোল থেকে স্বর্গীয় শিশুকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, এবং মাতাল, কারণ সেইন্টে অ্যান্টনি স্বর্গীয় করুণায় উন্মত্ত হয়ে আছেন, কিন্তু আপনাকে সতর্ক করে দিতেই হচ্ছে, মন দিয়ে শুনুন, হে প্রিচার, আপনি যখন ওইসব ধারণা যোগ করেছেন, কেননা আপনি অসতর্কতার সঙ্গে ধর্মোদ্রোহের দিকে আপনার গোপন ঝোঁক প্রকাশ করে দিচ্ছেন যা আপনাকে ঘুমের ভেতর এপাশ ওপাশ করতে বাধ্য করে, এবং আপনি পুনরাবৃত্তি করেন, পিতার ওপর অভিশম্পাত বর্ষিত হোক, পুত্রের ওপর অভিশম্পাত বর্ষিত হোক, পবিত্র আত্মার ওপর অভিশাপ পড়ুক, তারপর যোগ করেন, নরকে গর্জে উঠুক দানবের দল, এবং এভাবে আপনি সর্বনাশ এড়াতে পারবেন বলে আশা করেন, কিন্তু সবকিছু যিনি দেখতে পান, এই অন্ধ টোবিয়াস নন, বরং অপরজন যার জন্যে কোনও ছায়া বা অন্ধত্ব নেই, জানেন আপনি দুটো গভীর সত্যি উচ্চারণ

করেছেন, এবং তিনি দুটোর মধ্যে থেকে একটা বেছে নেবেন, তাঁর নিজস্বটি, কা
আমি বা আপনি কেউই জানি না ঈশ্বরের সত্যি কোনটি, এমনকি স্বয়ং ঈশ্বর সা
কিনা তাও না।

এসব কিছুই শব্দের খেলা বলে মনে হচ্ছে, কাজ, হাত, শব্দ, ভ্রমণ, কিন্তু ও
আমাকে বলেছে, পাদ্রে বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও, ওই হাতই একটা মেশিন
জমিন থেকে শূন্যে ভাসিয়েছে এবং হাওয়ার ভেতর দিয়ে উড়েছে ওটা, ওই মুহূ
প্রত্যক্ষ করা বিষয় সম্পর্কে সত্যি কথা বলছে ওরা, কিন্তু প্রথম সত্যিটা যে গো
করা হয়েছে সে সত্যির প্রতি অন্ধ, আরও বলুন আমাকে, বার বছর আগে ঘটেছি
ব্যাপারটা, সেই থেকে সত্যি কথাটা বেশ উল্লেখযোগ্য রকম বদলে গেছে, আমা
আরও বলুন, বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা গোপনীয়, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম কেব
সঙ্গীতই হাওয়ায় উড়তে পারে, বেশ, তাহলে, আগামীকাল গিয়ে গোপন জিনিস
দেখব আমরা। টোবিয়াসের জীবন তুলে ধরা ট্র্যাপেস্ট্রির সিরিজের শেষটার সাম
এসে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে পড়লেন ওঁরা, এবং এটাই সেই বিখ্যাত পর্ব যেখানে মাছে
কাছ থেকে তিক্ত *পিত্ত* অন্ধ লোকের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিল, তিক্ততা হা
ক্লেয়ারভয়েন্টদের দৃষ্টি, সিনর ডোমিনিকো স্কারলেত্তি, একদিন এটা সঙ্গীতে পরিণ
হবে, পাদ্রে বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও।

পরদিন যাঁর যাঁর খচ্চরে চাপলেন ওরা এবং সাও সেবাস্টিয়াও ডা পেদ্রেইরা
গেলেন। প্রাসাদকে বিচ্ছিন্নকারী একপাশের প্যাটিও আর অন্য পাশের গ্র্যানারি আ
কোচ-হাউস অতি সম্প্রতি ঝাড়ু দেয়া হয়েছে বলে মনে হল। একটা ফানেল দি
পানি বইছে, এবং একটা চেইন পাম্পের কাজ করার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কাছে
ফুলের কেয়ারিগুলোর পরিচর্যা করা হয়েছে এবং ফলগাছগুলো ছেঁটে পরিষ্কার কর
হয়েছে, প্রায় দশ বছর আগে এখানে প্রথমবার আসার পর বালতাসার আর ব্লিমুন্দ
যে ধরনের বুনো পরিবেশের মুখোমুখি হয়েছিল তার কোনও চিহ্নও নেই এখানে
অবশ্য, আরও সামনে, অবশ্য এখনও অনাবাদি রয়ে গেছে এস্টেট, যতদিন জমিতে
কাজ করার মাত্র তিনখানা হাত আছে ততদিন এরকমই রয়ে যাবে এটা, এবং এই
হাতগুলো বেশীরভাগ সময় এমন সব কাজে ব্যস্ত যার সঙ্গে জমিনের কোনও সম্পর্ক
নেই। কোচ-হাউসের খোলা দরজা দিয়ে কাজকর্মের শব্দ ভেসে আসছে। প্রিস্টকে
অপেক্ষা করতে বলে নিজে ভেতরে ঢুকলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেন্সো
বালতাসারকে একাকী পেলেন তিনি, একটা বাটালি দিয়ে লম্বা একটা খুঁটি কাটছে
প্রিস্ট বললেন, গুড আফটার নুন, বালতাসার, মেশিনটা দেখাতে সঙ্গে একজন
অতিথি নিয়ে এসেছি আমি, কে তিনি, রাজ প্রাসাদের কেউ, অবশ্যই রাজা নন, না,
এযাত্রা নয়, কিন্তু অচিরেই একদিন আসবেন, কারণ মাত্র কয়েকদিন আগে আমাকে
একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানতে চেয়েছেন মেশিনটাকে কবে নাগাদ উড়তে
দেখবেন বলে আশা করতে পারেন তিনি, না, অন্য একজন এসেছেন, কিন্তু তিনি
নির্ঘাৎ আমাদের গোপন ব্যাপারটা জেনে ফেলবেন, কিন্তু এমন কথা ছিল না

আমাদের, তা নাহলে এতগুলো বছর ওটার কথা গোপন রাখতাম না আমরা, প্যাসারোলা যেহেতু আমার উদ্ভাবন, এসব ব্যাপার আমিই স্থির করব, কিন্তু কাজটা আমরা করছি, এবং আমাদের এখানে থাকবার কোনও বাধ্যবাধ্যকতা নেই, আমি জানি না কেমন করে ব্যাখ্যা করব, বালতাসার, কিন্তু আমি নিশ্চিত আমি যাঁকে এখানে নিয়ে এসেছি তাঁর ওপর আস্থা রাখা যায়, এমন কেউ যার জন্যে আমি আমার হাত আগুনে ঠেসে দিতে বা আমার আত্মা বন্ধক রাখতে প্রস্তুত, কোনও মহিলা, একজন পুরুষ, একজন ইটালিয়ান, যিনি মাত্র কয়েকমাস হল রাজদরবারে এসেছেন, একজন সঙ্গীতজ্ঞ যিনি ইনফ্যান্টাকে হারপসিকর্ড শেখাচ্ছেন এবং রয়্যাল চ্যাপেলেরও মিউজিক মাস্টার, আর তাঁর নাম ডোমিনিকো স্কারলেত্তি, কী বললেন স্কারলেট, ঠিক না নয়, তবে খুব একটা পার্থক্য নেই, ও নামেও তাঁকে ডাকতে পার তুমি, কারণ ওরা তাঁর নাম উচ্চারণ করতে পারে না। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন প্রিস্ট, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে থামলেন, ব্লিমুন্দা কোথায়, কিচেন গার্ডেনে কোথাও আছে ও, জবাব দিল বালতাসার।

ডালপালা ছড়ানো প্লেন ট্রির শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন ইটালিয়ান। আশপাশের পরিবেশের ব্যাপারে তেমন কৌতূহলী দেখাচ্ছে না তাঁকে, তবে প্রসাদের শাটার লাগানো জানালাগুলোর দিকে, আগাছা জন্মানো কপিংয়ের দিকে, চড়ুই পাখি পোকামাকড়ের সন্ধানে ঢুকে পড়ছে সেইসব গাটারের দিকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। এক টুকরো কাপড় হাতে এগিয়ে এলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, আপনাকে চোখ বেঁধে লুকান জিনিসটার কাছে যেতে হবে, খেলাচ্ছলে বললেন তিনি, এবং সঙ্গীতজ্ঞও একইরকম সুরে জবাব দিলেন, তারপরেও কেউ কেউ চোখ বন্ধ অবস্থাতেই কত বার গোপন জিনিস হতে সরে আসে, আশা করি এবার তেমন হবে না, সিনর স্কারলেত্তি, দরজার চৌকাঠ আর বড় পাথরটার দিকে খেয়াল রাখুন, এবার আপনি কাপড়টা সরানোর আগে আপনাকে বলা দরকার যে, দুজন মানুষ থাকে এখানে, বালতাসার সেটে-সয়েস নামে একজন পুরুষ আর ব্লিমুন্দা নামের একজন মহিলা, আমি ওর ডাক নাম দিয়েছি সেটে-ল্যুয়াস কারণ সেটে-সয়েসের সঙ্গে থাকে সে, আপনাকে যে উদ্ভাবনটা দেখাতে যাচ্ছি সেটা ওরাই বানাচ্ছে, কী করতে হবে ওদের বলে দিই আমি আর ওরা আমার নির্দেশ পালন করে, এবার আপনি চোখের পট্টি খুলতে পারেন, সিনর স্কারলেত্তি। কোনও রকম তাড়াহুড়ো না করে, যেন এখনও পোকামাকড় ধাওয়ারত সোয়ালো পাখিগুলোকে শান্তভাবে দেখছেন, আস্তে-ধীরে পট্টি আলগা করলেন ইটালিয়ান।

ডানা মেলে দেয়া একটা বিশাল পাখির মুখোমুখি হলেন তিনি, পাখা আকৃতির একটা লেজ, দীর্ঘ গলা, মাথাটা এখনও শেষ হয় নি, ফলে বলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে শেষমেষ এটা ফ্যালকন হবে নাকি সোয়ালো, এটাই আপনার গোপন বিষয়, জানতে চাইলেন তিনি, হ্যাঁ, এটা আমাদের গোপন বিষয়, এতক্ষণ পর্যন্ত মাত্র তিনজন মানুষ যার কথা জানত, এখন আমরা চারজন, এ হচ্ছে বালতাসার সেটে-

সয়েস, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কিচেন গার্ডেন থেকে চলে আসবে ব্লিমুন্দা। বালতাসারের দিকে মৃদু মাথা দোলালেন ইটালিয়ান, জবাবে বালতাসারও খানিকটা আনাড়ি ভঙ্গিতে হলেও অনেক গভীর মাথা নোয়াল, হাজার হোক, সামান্য একজন মেকানিক ও, দেখতে খুবই সামান্য, গায়ে ফোর্জের কয়লা লেগে আছে, এবং ওর মাঝে একমাত্র উজ্জ্বল জিনিসটা হচ্ছে হুকটা, ক্রমাগত পরিশ্রমে পলিশ হয়ে গেছে। মেশিনের দিকে এগিয়ে গেলেন ডোমিনিকো স্কারলেট্টি, দুপাশে ঠেস দিয়ে রাখা আছে ওটা, একটা ডানার ওপর এমনভাবে হাত রাখলেন যেন ওটা একটা কী-বোর্ড, এবং কাঠের ফ্রেম, ধাতুর প্লেট আর প্যাঁচানো বেতের বিরাট ওজন সত্ত্বেও, তাঁকে বিস্মিত করে গোটা কাঠামোটা কেঁপে উঠল, এবং এই মেশিনটাকে মাটি থেকে শূন্যে তোলার মত শক্তি যদি থাকে, তাহলে মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই, এই ডানাগুলো কি জোড়া লাগানো, ঠিক তাই, কিন্তু ডানা না ঝাপ্টে কোনও পাখি উড়তে পারে না, বালতাসার আপনাকে বলবে যে ওড়ার জন্যে পাখির মত আকার থাকাটাই যথেষ্ট, কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি ডানার সঙ্গে ওড়ার রহস্যের কোনও সম্পর্ক নেই, আমাকে কী আপনার রহস্য জানাবেন না, আমি কেবল এখানে যা আছে আপনাকে তাই দেখাতে পারি, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু পাখিটাকে যদি উড়তে হয়, দরজা দিয়ে ওটা বের হবে কেমন করে।

বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন বালতাসার আর পাদ্রে বার্টোলোমিউ, তারপর চোখ ফেরালেন খোলা দরজার দিকে। চেরিভর্তি একটা বাস্কেট হাতে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ব্লিমুন্দা, এবং ও জবাব দিল, নির্মাণ আর ধ্বংসের নির্দিষ্ট একটা সময় আছে, নির্দিষ্ট কিছু হাত এই ছাদে টাইল বসিয়েছে, অন্য হাত ওটাকে ভাঙবে, এবং দরকার হলে সমস্ত দেয়াল। ও হচ্ছে ব্লিমুন্দা, বললেন প্রিস্ট, সেটে-ল্যুয়াস, যোগ করলেন সঙ্গীতজ্ঞ। চেরি ঝুলছে ওর কানে, এবং বালতাসারকে দেখাতে এসেছিল এবং ওর কাছে গিয়ে মুচকি হেসে ওর বাস্কেটটা বাড়িয়ে ধরল, ভেনাস আর ভালকান, ভাবলেন সঙ্গীতজ্ঞ এবং আসুন ক্লাসিক্যাল মিথলজির তুলনার জন্যে ক্ষমা করা যাক তাঁকে, কেননা তিনি কেমন করে জানবেন পরনের কর্কশ পোশাকের তলায় ব্লিমুন্দার দেহ কেমন, এবং এই মুহূর্তে যেমন দেখাচ্ছে আসলে তেমন নোংরা বা আবিলও নয় বালতাসার, ভালকানের মত পঙ্গুও নয়, এক হাতঅলা হয়ত, তাহলে, ঈশ্বরও নিশ্চয়ই তাই। একথা না হয় নাই বলা হল যে ভেনাসের যদি ব্লিমুন্দার মত চোখ থাকত তাহলে দুনিয়ার সব ককরেল তার উদ্দেশে গান গাইত, কারণ তখন প্রেমিক হৃদয়ের অন্তরে দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা থাকত ভেনাসের, কিন্তু সাধারণ মরণশীলদের নিশ্চয়ই স্বর্গীয় সত্তাদের তুলনায় কিছু সুবিধা আছে। এমনকি বালতাসারও ভালকানের চেয়ে এক পয়েন্ট এগিয়ে আছে, কারণ যদিও দেবতা তাঁর দেবীকে হারিয়েছিলেন, বালতাসার ওর ব্লিমুন্দাকে হারাবে না।

খেতে বসলেন ওরা, আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে সবাই নিজ নিজ বাস্কেট হতে তুলে নিতে লাগলেন, কিন্তু সবাই একসঙ্গে হাত না বাড়াবার ব্যাপারে সতর্ক

থাকলেন, সবার আগে বালতাসারের স্টাম্প, জলপাই গাছের বাকলের মতই কর্কশ, তারপর পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর স্বর্গীয় হাত, তারপর স্কারলেত্তির সূক্ষ্ম হাত, এবং সবার শেষে ব্লিমুন্দার হাত, সতর্ক এবং বিক্ষত এবং এইমাত্র কিচেন গার্ডেন থেকে ফিরে আসা কারও নোংরা নখসহ, যেখানে চেরি কুড়ানোর আগে মাটির আগাছা নিড়াচ্ছিল ও। জমিতে পাথর ছুড়ে মারলেন ওরা সবাই, এবং রাজা যদি এখানে থাকতেন, তিনিও একই কাজ করতেন, এবং এসব ছোটখাট ব্যাপারই আমাদের উপলব্ধি করতে শেখায় যে, সব মানুষ সমান। চেরিগুলো বড়ো বড়ো আর রসাল, কোনও কোনওটায় এরইমধ্যে পাখির ঠোকর পড়েছে, এবং আকাশে যেমন চেরি অরচ্যার্ডই থাকুক না কেন যেখানে সময় হলে অন্য পাখিটা যাবে হয়ত, এখনও মাথাবিহীন অবস্থায় আছে ওটা, কিন্তু ওটা শেষ পর্যন্ত সোয়ালোতে রূপান্তরিত হোক কিংবা ফ্যালকন, দেবদূত আর সেইন্টরা নিশ্চিত বোধ করছেন যে তাঁদের চেরি অক্ষতই খাবেন তারা, কেননা, যেমন সবাই জানে, এসব পাখী গাছপালা খেয়ে বাঁচে না।

পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো বললেন, আকাশে ওড়ার চূড়ান্ত রহস্যটা প্রকাশ করব না আমি, কিন্তু, আমার আবেদন আর স্মারকে যেমন উল্লেখ করেছি আমি, গোটা মেশিনটা মধ্যাকর্ষণের নিয়মের বিপরীত একটা শক্তির টানে চলবে, আমি যদি এই চেরি-স্টোন ছুড়ে মারি, মাটিতে লুটিয়ে পড়বে ওটা, এখন, সমস্যা হচ্ছে কোন জিনিস ওটাকে আকাশে ওড়াবে সেটা আবিষ্কার করা, কেউ কি সফল হয়েছে, আমিই সেই রহস্য জানতে পেরেছি, কিন্তু খুঁজে বের করে যোগাড় করা আর প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যোগ করাটা তিনজনের মিলিত কাজ ছিল, এটা একটা পার্থিব ট্রিনিটি, দ্য ফাদার, দ্য সান, আর দ্য হলি গোস্ট। আমি আর বালতাসার সমবয়সী, এবং আমরা দুজনই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী, সুতরাং আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী পিতা-পুত্র হওয়া সম্ভব নয়, ভাই হওয়াটাই স্বাভাবিক, সেক্ষেত্রে আমরা যমজ হয়ে যাব, কিন্তু ওর জন্ম মাফরায় আর আমার ব্রাযিলে, এবং আমাদের দুজনের চেহারার কোনও মিলই নেই, এবং হলি গোস্টের বেলায় কি, সেটা হচ্ছে ব্লিমুন্দা, সম্ভবত ওই ট্রিনিটির অংশ হবার জন্যে সবচেয়ে কাছাকাছি যা জাগতিক নয়, আমার বয়সও পঁয়ত্রিশ বছর, কিন্তু আমার জন্ম নেপলসে, সুতরাং, আমরা যমজের ট্রিনিটি গঠন করতে পারছি না, ব্লিমুন্দার বয়স কত, আমার বয়স আটাশ, আমার কোনও ভাই বা বোন নেই, এবং কথা বলার সময় চোখ তুলে তাকাল ব্লিমুন্দা, কোচ-হাউসের আধো-অন্ধকারে প্রায় শাদা দেখাল ওগুলো, এবং ডোমিনিকো স্কারলেত্তি ওঁর হৃদয়ে একটা হার্পের গভীরতম টংকার শুনতে পেলেন। লক্ষ্যণীয় ভঙ্গিতে খালি বাস্কেটটা তুলি নিয়ে বালতাসার বলল, খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের, চলুন কাজে ফেরা যাক।

প্যাসারোলার গায়ে একটা মই ঠেকালেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, সিনর স্কারলেত্তি, আপনি হয়ত ফ্লাইং মেশিনের ভেতরটা দেখতে চাইবেন। ওরা দুজনই

মই বেয়ে উঠে গেলেন, প্রিস্টের সঙ্গে রয়েছে তাঁর আঁকা নকশা, এবং, ভেতরে ঢোকার পর, জাহাজের ডেকের মত জায়গাটার ওপর দিয়ে হাঁটার সময় বিভিন্ন অংশের অবস্থান আর কাজ ব্যাখ্যা করলেন তিনি, অ্যাম্বারের সঙ্গের তার, গ্লোবগুলো, ধাতব পাত, এবং জোর দিয়ে বললেন যে সবকিছুই পারস্পরিক আকর্ষণের একটা প্রক্রিয়ায় কাজ করবে, কিন্তু সূর্য বা গ্লোবে যে রহস্যময় বস্তুটি থাকবে তার কোনও উল্লেখ করলেন না তিনি, সঙ্গীতজ্ঞ অবশ্য জানতে চাইলেন, অ্যাম্বারকে কীসে আকর্ষণ করবে, জবাবে প্রিস্ট বললেন, হয়ত খোদ ঈশ্বর, যাঁর মাঝে সকল শক্তির অবস্থান, কিন্তু অ্যাম্বার কী আকর্ষণ করবে, গ্লোবগুলোর ভেতরের পদার্থ, এটাই কী গোপন কথা, হ্যাঁ, এটাই গোপন তথ্য, ওটা কী পশু, সব্জি নাকি খনিজ, ওটা সব্জিও নয়, খনিজও নয়, পশুও নয়, সমস্ত কিছুই পশু, সব্জি, কিংবা খনিজ, সমস্ত কিছুই নয়, উদাহরণ হিসাবে, সঙ্গীতের কথা ধরুন, পাদ্রে বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে একথা বলার চেষ্টা করছেন না যে এই গ্লোবগুলো সঙ্গীত ধারণ করতে যাচ্ছে, না, কিন্তু এমনও হতে পারে যে সঙ্গীতই মেশিনটাকে মাটি থেকে শূন্যে ভাসাতে পারবে, ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে আমাকে, হাজার হোক, হারপসিকর্ড বাদন শোনার সময় প্রায়ই আমি হাওয়ায় ভেসে গিয়েছি, কথাটা কী ঠাট্টা করে বলছেন, মোটেই ঠাট্টা নয়, সিনর স্কারলেট্টি, আপনি যেমন ভাবছেন।

ইটালিয়ান শেষে যখন বিদায় নিলেন তখন রাত বেশ গভীর হয়ে গেছে। পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং সারমন রচনা করার জন্যে বেড়ানোর সুযোগটা নিতে চাইছেন তিনি, কেননা আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই করপাস ক্রিস্টির উৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সঙ্গীতজ্ঞকে বিদায় জানানোর সময় প্রিস্ট তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, ভুলে যাবেন না যেন, সিনর স্কারলেট্টি, প্রাসাদে যখনই আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, এখানে চলে আসেত পারবেন, নিশ্চয়ই মনে রাখব, এবং বালতাসার ও ব্লিমুন্দা যখন কাজ করবে তখন যদি ওদের বিরক্তি উৎপাদন না করে, আমি আমার হারপসিকর্ড সঙ্গে আনতে চাই, ওদের আর প্যাসারোলাকে বাজিয়ে শোনাব, আমার সঙ্গীত হয়ত গ্লোবগুলোর ভেতরের রহস্যময় পদার্থগুলোকে ঐকতানে আনতে সফল হবে, সিনর স্কারলেট, দ্রুত বাধা দিয়ে, বলল বালতাসার, আপনার যখন ইচ্ছা আসবেন আপনি, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো যদি তাঁর অনুমতি দেন, কিন্তু, কিন্তু কেন, কারণ বাম হাতের বদলে এই হুকটা আছে আমার, কিংবা হুকের বদলে এই স্পাইকটা আছে আমার, আর আমার হৃদয়ের ওপর একটা ক্রস চিহ্ন, আমার রক্ত, যোগ করল ব্লিমুন্দা, সব মানুষের ভাই আমি, বললেন স্কারলেট্টি, আমাকে যদি ওরা গ্রহণ করে। পথ দেখিয়ে সঙ্গীতজ্ঞকে গেইট পর্যন্ত নিয়ে গেল বালতাসার, খচ্চরের পিঠে উঠতে সাহায্য করল তাঁকে, আপনার হারপসিকর্ডকে এখানে আনতে যদি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন মনে করেন, সিনর স্কারলেট, আমি আপনার সেবায় প্রস্তুত।

সেরাতে পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো সেটে-সয়েস আর সেটে-ল্যুয়াসের সঙ্গে লোণা সারডিন, একটা ওমলেট আর একজাগ পানি, আর খানিকটা শক্ত, কর্কশ রুটি ভাগাভাগি করে খেলেন। দুটো অয়েল ল্যাম্পের আলোয় ম্লান আলোকিত হয়ে আছে কোচ-হাউস। কোণগুলোতে অন্ধকার যেন সর্পিল মনে হচ্ছে, ক্ষুদে ক্ষীণ আলোর দুলুনির সঙ্গে একবার আগে বাড়ছে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। শাদা দেয়ালের গায়ে কাঁপছে প্যাসারোলার ছায়া। উষ্ণ হয়ত। খোলা দরজা দিয়ে, দূরবর্তী প্রাসাদের ওপর অবতল আকাশে ঝিলমিল করছে তারাগুলো। প্যাটিওতে বেরিয়ে এলেন প্রিস্ট, রাতের বাতাসে শ্বাস টানলেন, তারপর চিন্তান্বিত চেহারায় মিল্কি ওয়ের দিকে তাকালেন, মহাকাশের গম্বুজের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিছিয়ে আছে ওটা, স্যান্টিয়াগোয় যাবার পথ, যদি না ওই তারাগুলো তীর্থযাত্রীদের চোখ হয়ে থাকে যারা এমন মনোযোগের সঙ্গে আকাশের দিকে তাকিয়েছে যে ওখানে ওদের আলো ফেলে এসেছে ওরা, ঈশ্বর সত্তায় এবং দেহে এক, আচমকা সশব্দে বলে উঠলেন বার্টোলোমিউ ডি লরেনসো। তিনি কী বলছেন শোনার জন্যে দরজায় এসে দাঁড়াল বালতাসার ও ব্লিমুন্দা, প্রিস্টের উচ্চারণে এখন আর ওরা বিস্মিত হয় না, কিন্তু এবারই তাঁকে প্রথম খোলা হাওয়ায় বক্তব্য রাখতে দেখল ওরা। খানিক নীরবতা বিরাজ করল, এই অবসরে ঝিঁঝিঁপোকা ডাক ছেড়ে চলল, এবং তারপর আবার চেঁচিয়ে উঠল প্রিস্টের কণ্ঠস্বর, ঈশ্বর সত্তায় এক এবং দেহে তিনজন। প্রথমবার তাঁর কথা পাথুরে জমিনে লুটিয়ে পড়েছিল, এবং এবারও কিছু ঘটল না। কোচ-হাউসে ফিরে এলেন বার্টোলোমিউ লরেনসো এবং ওঁকে অনুসরণকারী অন্যদের বললেন, দুটো পরস্পর বিরোধী কথা বলেছি আমি, তোমরা কোনটা সত্যি বলে বিশ্বাস করো, আমাকে বলো, আমি আসলে জানি না, বলল বালতাসার, আমিও না, বলল ব্লিমুন্দা। এবং প্রিস্ট পুনরাবৃত্তি করলেন, ঈশ্বর সত্তা এবং দেহে একজন, ঈশ্বর সত্তায় এক এবং দেহে তিন, কোনটা সত্য, এবং কোনটা মিথ্যা, আমরা আসলেই জানি না, জবাব দিল ব্লিমুন্দা, আমরা আপনার কথার মানেও ধরতে পারি নি, কিন্তু তোমরা হলি ট্রিনিটিতে বিশ্বাস কর, পিতা, পুত্র আর পবিত্র আত্মায়, হলি মাদার চার্চের শিক্ষার কথা বলছি আমি, ইটালিয়ান কী বলেছেন তা নয়, হ্যাঁ, আমি হলি ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করি, তাহলে তোমার কাছে ঈশ্বর দেহে তিনজন, আমার তাই মনে হয়, এবং আমি যদি এখন তোমাকে বলি যে, ঈশ্বর মাত্র একজনই এবং বিশ্ব এবং মানবজাতি সৃষ্টি করার সময় তিনি একাই ছিলেন, আমার কথা কি বিশ্বাস করবে, আপনি যদি বলেন, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, আমি তোমাদের এমন বিষয়ে বিশ্বাস করতে বলছি যা আমি নিজেও জানি না, তো আমার কথাগুলো কাউকে বলো না, আর তুমি, বালতাসার, তোমার মতামত কী, মেশিনটা বানানো শুরু করার পর থেকেই এসব নিয়ে চিন্তা করা বাদ দিয়ে দিয়েছি আমি, হয়ত ঈশ্বর একজন, হয়ত তিনি তিনজন, তিনি এমনকি চারজনও হতে পারেন, এবং পার্থক্যটা খেয়াল করে না কেউ, ঈশ্বর হয়ত হাজার মানুষের একটা সেনাবাহিনীর একমাত্র

বেঁচে যাওয়া এবং সেকারণেই সৈনিক, ক্যাপ্টেন, আর জেনারেল, আর একহাতঅলা, একবার যেমন আমাকে বলেছিলেন আপনি এবং আমিও বিশ্বাস করেছি, পিল্যাট জেসাসকে জিজ্ঞেস করলেন সত্যি কী এবং জেসাস জবাব দেন নি, হয়ত এখনও জানবার সময় হয় নি, মত দিল ব্লিমুন্দা, এবং দরজার কাছে একটা বোল্ডারের ওপর বালতাসারের পাশে বসার জন্যে এগিয়ে গেল ও, যে পাথরে মাঝে মাঝে বসে পরস্পরের চুলে হাত বোলায় সেই পাথরটা, এবং এখন হুকটা আটকে রাখা স্ট্র্যাপগুলো আলগা করছে ও, কাটা হাতটা রেখেছে নিজের বুকের ওপর, দারুণ অনিরাময়যোগ্য যন্ত্রণা প্রশমিত করার জন্যে।

এট ইগো ইন ইল্লো, কোচ-হাউসের অভ্যন্তর থেকে বললেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, এভাবে সারমনের থিম প্রকাশ করলেন, কিন্তু আজ কণ্ঠধ্বনির প্রভাব তাঁর দর্শকদের আলোড়িত করবে এমন কম্পিত স্বরের সন্ধান করছেন না তিনি, তাঁর আবেদনে জরুরি সুর, তাগিদবহ বিরতি নয়। যা লিখেছেন সেটাই বলেছেন তিনি, এবং চকিত মনে আসা অন্য কথা, শেষেরটা নাকচ করে দিচ্ছে প্রথমটাকে, সন্দেহের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওগুলোকে, কিংবা অর্থে নতুন কোনও কোণ যোগ করছে, *এট এগো ইন ইল্লো*, হ্যাঁ, আমি তাঁর মাঝে, আমি, ঈশ্বর, তাঁর মাঝে, মানুষ, আমার মাঝে, যে কিনা মানুষ, তুমি, তুমি কি ঈশ্বর, ঈশ্বর মানুষের মাঝে বিরাজ করেন, কিন্তু ঈশ্বর কীভাবে মানুষের মাঝে বিরাজ করতে পারেন যদি ঈশ্বর বিশাল হন আর মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টির একটা ক্ষুদ্র অংশ, জবাব হচ্ছে স্যাক্রামেন্টের মাধ্যমে মানুষের মাঝে বিরাজ করেন ঈশ্বর, এটা পরিষ্কার, এবং এর চেয়ে পরিষ্কার হতে পারে না, ঈশ্বর, সুতরাং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিরাজ করতে পারেন না, বরং তখনই পারেন যখন মানুষ তাঁকে গ্রহণ করে, সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে একটা মাত্রায় স্রষ্টা নিজেকে মানুষের সৃষ্টিতে পরিণত করেছেন, তাহলে ঈশ্বর অ্যাডামের মাঝে বিরাজ না করায় একটা বিরাট অবিচার হয়ে গেছে, কারণ ওখানে তখনও কোনও স্যাক্রামেন্ট ছিল না, এবং অ্যাডাম অনায়াসে যুক্তি তুলে ধরতে পারেন যে মাত্র একটা নির্দেশ অমান্য করার কারণে ঈশ্বর তাঁকে চিরদিনের জন্যে জীবন বৃক্ষ হতে বঞ্চিত করেছেন এবং অনন্তকালের জন্যে স্বর্গের দ্বারসমূহ তাঁর জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ তাঁর বংশধরেরা, যারা অনেক বেশী পাপ করেছে, এবং মারাত্মক রকম, নিজেদের মাঝে ঈশ্বরকে পেয়েছে এবং জীবন বৃক্ষ হতে স্বাধীনভাবে খেতে পারছে, অ্যাডাম যদি ঈশ্বরের অনুরূপ হবার আকাঙ্ক্ষা করায় শাস্তি পেয়ে থাকেন, তাহলে মানুষরা কেন শাস্তি না পেয়ে কেমন করে নিজেদের মাঝে ঈশ্বরকে পেতে পারে, এবং এমনকি যখন তারা তাঁকে গ্রহণের জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করে না, শাস্তি পায় না ওরা, কারণ কারও অভ্যন্তরে ঈশ্বরকে পাওয়া আর পেতে না চাওয়া একইরকম অস্বাভাবিক ব্যাপার, এবং একই রকম অসম্ভব একটা পরিস্থিতি, তারপরও *এট ইগো, ইন ইল্লো* কথাগুলো বোঝায় যে ঈশ্বর আমার মাঝে বা ঈশ্বর আমার মাঝে নেই, কেমন করে আমি নিজেকে, হ্যাঁ, আর না'র, এই

হেঁয়ালির মধ্যে আবিষ্কার করলাম, না বোঝাচ্ছে হ্যাঁ, আর হ্যাঁ বোঝাচ্ছে না, বিপরীতে ঐক্য, যুক্ত পরস্পরবিরোধিতা, কেমন করে নিরাপদে ধারাল ফলা পার হব আমি, বেশ, সারমর্ম টানা যাবে, ক্রাইস্ট মানুষের রূপ নেয়ার আগে, ঈশ্বর মানুষের বাইরে ছিলেন, এবং তার মাঝে বিরাজ করতে পারেন নি, তারপর ব্লেসড্ স্যাক্রামেন্টের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেন তিনি, সুতরাং মানুষ কার্যত ঈশ্বর, কিংবা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরে পরিণত হবে, হ্যাঁ, অবশ্যই, ঈশ্বর যদি আমার মাঝে বিরাজ করেন, আমিই ঈশ্বর, তিনরূপে বা চাররূপে, ঈশ্বর নই আমি, কিন্তু এক, ঈশ্বরের সঙ্গে বিলীন, তিনি আমি, আমি তিনি, *ডিউরুস এস্ট হিক সারমো, এট কুইস পোটেস্ট ইউম অডিয়ার*।

শীতল হয়ে এল রাত। ব্লিমুন্দা ঘুমিয়ে পড়েছে, বালতাসারে কাঁধে লুটিয়ে আছে ওর মাথা। পরে ওকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে চলে এল বালতাসার, ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। প্যাটিওতে বেরিয়ে এলেন প্রিস্ট, সারারাত দাঁড়িয়ে রইলেন ওখানে, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বোঝার চেষ্টায় বিড়বিড় করে চললেন।

বেশ কয়েক মাস পর, ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শকারী একজন ফ্রায়ার, সারমনের সমালোচনামূলক মূল্যায়নে লিখলেন যে এমন একটা টেক্সটের রচয়িতা শঙ্কার চেয়ে বেশী প্রশংসার দাবী রাখেন, সন্দেহপ্রবণতার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধার উপযুক্ত। এই বিশেষ ফ্রায়ার, ফ্রায়ার ম্যানুয়েল গিলহার্মে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা আর প্রশংসার সুপারিশ করার সময়ও এক ধরনের অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভুগেছেন, সারমন প্রদানের সময় তা শুনতে গিয়ে সহানুভূতিশীল ইন্দ্রিয়কে জর্জরিত করে তোলা আতঙ্ক আর সন্দেহ চাপা দেয়ার প্রয়াশের সময় তাঁর পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের ভেতর দিয়ে ধর্মোদ্রোহের এক ধরনের ক্ষীণ আভাস নিশ্চয়ই প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। এবং যখন আরেকজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ডোম অ্যান্টোনিয়ো সিটানো ডি সুসার পালা এল পাঠ করে সেন্সর করার জন্যে, তিনি নিশ্চিত করলেন যে তিনি এইমাত্র পরখ করা টেক্সটে পবিত্র বিশ্বাস এবং ক্রিশ্চান মূল্যবোধের পরিপন্থী কোনও কিছু নেই, প্রথম দফায় কিছুটা অস্বস্তি জাগিয়ে তুলেছে বলে মনে হওয়া সন্দেহ আর শঙ্কা নিয়ে কোনও মন্তব্য করলেন না তিনি এবং সমাপনি মন্তব্যে তাগিদ দিলেন যে ডক্টর বার্টোলোমিউ লরেনসো ডি গাসমাওকে রাজদরবারের মত একই রকম সম্মানের আসনে আসীন করা উচিত, এইভাবে মতবাদগত অস্পষ্টায় চুনকাম করার উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদের প্রভাব কাজে লাগানো হল, যা সম্ভবত গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষার দাবী রাখে। যাহোক, শেষ মন্তব্য প্রদান করবেন পাদ্রে বোয়া-ভেনচুরা অভ সেইন্ট জুলিয়ান, রয়্যাল সেন্সর ইনি, তিনি তাঁর প্রশংসাবাক্য আর প্রবল আবেগের উপসংহারে বললেন কেবল নীরবতাই তাঁর বিস্ময় আর শ্রদ্ধার অনুভূতি যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে। আমাদের মধ্যে যারা সত্যের কাছাকাছি তারা নিজেদের কাছে প্রশ্ন করতে বাধ্য বোধ করছে যে, আর কেমন বজ্র কণ্ঠধ্বনি বা আরও বেশী নীরবতা ডিউক অভ অ্যাডেইরোর এস্টেটে তারাগুলো যে কথাগুলো শুনেছে তার জবাব দিতে পারবে, পরিশ্রান্ত বালতাসার আর ব্লিমুন্দা যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিল, এবং কোচ-হাউসের অন্ধকারে প্যাসারোলা ওটার ধাতব কাঠামো টানটান করছিল, তার উদ্ভাবক তখন খোলা প্যাটিওতে দাঁড়িয়ে আকাশপানে কী ঘোষণা দিচ্ছেন শোনার জন্যে।

পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর যদি চারটা নাও হয় তিনটা আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে, এবং কেবল যখন তিনি ঘুমিয়ে থাকেন, কারণ এমনকি যখন ভিন্নভাবে স্বপ্ন দেখেন, জেগে ওঠার পর, তিনি বলতে পারেন না তাঁর স্বপ্নে তিনিই ম্যাস ক্যালোনিক্যালি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে বেদীতে উঠে যাওয়া প্রিস্ট, নাকি অত্যন্ত সম্মানিত পণ্ডিত যার সারমন শোনার জন্যে রয়্যাল চ্যাপেলে যান রাজা, এবং

পর্দার আড়াল থেকে তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন, নাকি ফ্লাইং মেশিন উদ্ভাবক আর বিভিন্ন ড্রেইনিং জাহাজের নানান মেকানিজমের স্রষ্টা যার একটা লিক সৃষ্টি হয়েছে, এবং ভিন্ন এই সত্তাটি, যৌগিক মানুষ, আতঙ্ক আর সন্দেহে বিক্ষত, যিনি চার্চের একজন প্রিচার, অ্যাকাডেমির একজন পণ্ডিত, প্রাসাদের একজন আমত্য, সাও সেবাস্টিয়াও ডা পেদ্রেইরার এবং সাধারণ শ্রমজীবি শ্রেণীর একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং কমরেড, এবং স্বপ্নে উদ্বেগের সঙ্গে ভঙুর আর নাজুক একতা পুনর্গঠনের প্রয়াসে এপাশ ওপাশ করছেন তিনি চোখ খোলামাত্র যা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, ব্লিমুন্দার মত তাঁকে উপোসও থাকতে হয় নি। তিনি চার্চের ডক্টরদের পরিচিত পড়াশোনা বাদ দিয়েছেন, বাদ দিয়েছেন ক্যানন-লয়ে ডাকসাঁইটে পণ্ডিতদের পাঠ, সত্তা আর ব্যক্তি সম্পর্কিত নানান স্কলাসটিক থিওলজি, যেন তাঁর আত্মা কথার ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু যেহেতু মানুষই একমাত্র প্রাণী কোনওরকম সামাজিক বা বুদ্ধিবৃত্তির অবস্থান লাভ করার ঢের আগে, যাকে কথা বলা আর লেখা শেখানো যায়, পাদ্রে বার্টোলোমিউ ওল্ড টেস্টামেন্টের বিশেষ করে তথাকথিত পেন্টাটিউক নামে পরিচিত প্রথম পাঁচখানা পুস্তকের ওপর বিস্তারিত গবেষণা চালালেন, ইহুদির মাঝে যা তোরাহ্ নামে, এবং মুহাম্মদের অনুসারীদের মাঝে কোরান (কোরান তোরাহ্ নয়–অনুবাদক) হিসাবে পরিচিত। আমাদের যে কারও শরীরের অভ্যন্তরে, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর ইচ্ছাগুলো দেখার ক্ষমতা আছে ব্লিমুন্দার, কিন্তু আমাদের চিন্তা পড়তে পারে না ও, সেসব ও বুঝতেও পারবে না, কাউকে দিশা না হারিয়েই, একটা চকিত ভাবনার সাথে ওরকম বিপরীত আর বিরোধপূর্ণ সত্যি ভাবতে দেখা, চিন্তিত অবস্থায় দেখা, ব্লিমুন্দা ওটা দেখার জন্যে, তাঁর এমন ভাবনা থাকার দরুণ।

সঙ্গীত আবার ভিন্ন জিনিস। কোচ-হাউসে একটা হারপসিকর্ড নিয়ে এসেছেন ডোমিনিকো স্কারলেট্টি, ওটা নিজে বহন করেন নি তিনি, বরং দুজন পোর্টার ভাড়া করেছেন যারা খুঁটি, দড়ি আর ঘোড়ার পশম ঠাসা একটা প্যাড, এবং ভুরুতে প্রচুর ঘাম নিয়ে ওটাকে সেই রুয়া নোভা ডোম মারকাডোরস থেকে, যেখানে ওটা কেনা হয়েছিল, নিয়ে এসেছে, সাও সেবাস্টিয়ো ডা পেদ্রেইরায়, যেখানে ওটা বাজানো হবে, পথ দেখাতে ওদের সঙ্গে ছিল বালতাসার, কিন্তু ওর কাছ থেকে আর কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয় নি ওদের, কারণ পরিবহনের এই পদ্ধতি একটা স্থির গতি স্থির করার জন্যে দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা, ওজন বন্টন করে দেয়ার কায়দা আর বিকা নামে পরিচিত ঐতিহ্যবাহী নাচে পিরামিডের মত সম্মিলিত শক্তি, দড়ি আর খুঁটি ব্যবহার করার জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে, এসব হাজার হোক, পোর্টারদের কাজের গোপন বিষয় এবং অন্য যেকোনওটির মতই জায়েজ, কারণ কারিগর হিসাবে পরিচিত হবার যোগ্য যে কেউ তার পক্ষে যতগুলো সম্ভব গোপন কৌশল শেখার চেষ্টা করে। গ্যালিশিয়ান পোর্টাররা হারপসিকর্ডটা গেইটের বাইরে নামিয়ে রাখল, কারণ কেউ চায় না ওরা ফ্লাইং মেশিনটার অস্তিত্ব জেনে ফেলুক, ফলে বালতাসার ও ব্লিমুন্দাকেই ওটাকে বয়ে কোচ-হাউসের ভেতরে নিয়ে যেতে হল, কষ্টকর একটা

কাজ, সেটা ওটার ওজনের কারণে ততটা নয় যতটা না কেমন করে কাজটা করতে হয় সেটা জানে না বলে, তারগুলোর কাঁপন যে ওদের হৃদয়ে তন্ত্রীতে টান দেয়া যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদের মত ছিল সেটা না হয় অনুল্লেখ্যই থাকল, ওই রকম চরম নাজুকতার মাঝে সেগুলোও সতর্কতা আর আশঙ্কায় তাড়িত হতে লাগল। সেদিন বিকেলেই পৌঁছুলেন ডোনিমিকো স্কারলেট্টি, বসলেন তিনি, হারপসিকর্ডটা টিউন করতে শুরু করলেন, এই ফাঁকে উইলো বেত বুনতে লাগল বালতাসার এবং ব্লিমুন্দা পাল সেলাই করল, কাজগুলো ওরা নিঃশব্দে, সঙ্গীতে বাগড়া না দিয়েই করে গেল। যন্ত্রটা টিউন করা হলে এবং, আনার পথে নষ্ট হয়ে যাওয়া জ্যাকগুলো অ্যাডজাস্ট করে, হাঁসের পালকগুলো একে একে পরখ করার পর বাজাতে শুরু করলেন স্কারলেট্টি, শুরুতে আঙুলগুলোকে কীগুলোর ওপর দিয়ে ভেসে যেতে দিলেন, যেন বন্দী সুরমালাকে মুক্তি দিচ্ছেন, তারপর ছোট ছোট অংশে সুর সৃষ্টি করলেন, যেন ঠিক আর ভুল সুর থেকে বাছাই করছেন, পছন্দ করছেন ছন্দ আর ছন্দহীনতার মধ্য থেকে, শব্দ গঠন আর বিরতির মাঝে, সংক্ষেপে, যেন আগে অসম্পূর্ণ আর বেসুরো মনে হওয়া সুরগুলোকে নতুন অভিব্যক্তি দিচ্ছেন। ফ্রায়ারদের গাওয়া প্লেইন চ্যান্ট ছাড়া সঙ্গীত সম্পর্কে সামান্যই ধারণা রাখে বালতাসার ও ব্লিমুন্দা, বিরল উপলক্ষ্যে নগরী আর পল্লী অঞ্চলের জনপ্রিয় গান টি ডিউমের অপারেটিক সুয়েলও, কিছু কিছু ব্লিমুন্দার পরিচিত, অন্যগুলো বালতাসারের, কিন্তু কোনও কিছুই হারপসিকর্ড থেকে ইটালিয়ানের বের করে আনা সুরের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভবপর নয়, যাকে কোনও বিস্ফোরণশীল খিস্তির মত ছেলেমানুষি খেলা মনে হল, আবার ঈশ্বরের ক্রোধের মত দেবদূতদের জন্যে ডাইভার্টিসমেন্ট।

এক ঘণ্টা পর, হারপসিকর্ড ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন স্কারলেট্টি, একটা ক্যানভাসের কাপড়ে ঢেকে দিলেন ওটা, এবং তারপর বালতাসার ও ব্লিমুন্দাকে বললেন, যারা ওদের কাজ থামিয়েছে, যদি পাদ্রে বার্টোলোমিউ'র প্যাসারোলা কখনও উড়তে পারে, আমি আসলেই ওটায় চরে বেড়াতে চাইব এবং আকাশে আমার হারপিসিকর্ড বাজাব, এবং ব্লিমুন্দা যোগ করল, মেশিনটা একবার উড়তে শুরু করলে, স্বর্গ সঙ্গীতে ভরে উঠবে, এবং বালতাসার, যুদ্ধের কথা মনে করে মাঝখান থেকে বলে উঠল, যদি না স্বর্গ নরকে পরিণত হয়। এই দম্পতি লিখতে বা পড়তে জানে না, কিন্তু তারপরেও এরকম সময় আর স্থানে সবচেয়ে বেমানান ঠেকা কথা বলতে পারে, কিন্তু যেহেতু সবকিছুরই ব্যাখ্যা রয়েছে, আমাদেরকে একটা ব্যাখ্যার সন্ধান করতেই হবে, এবং এই মুহূর্তে যদি কিছু মাথায় না আসে, একদিন আমরা তা খুঁজে পাব। বহুবার ডিউক অভ অ্যাভেইরোর এস্টেটে ফিরে এসেছেন স্কারলেট্টি, সব সময় হারপসিকর্ড বাজান নি তিনি, কিন্তু যখন বাজিয়েছেন, ওদের কাজ বন্ধ না করার জোরাল অনুরোধ করেছেন তিনি, পটভূমিতে গর্জন ছাড়ছে ফোর্জ, নেহাইতে আঘাত হানছে হাতুড়ি, ভ্যাটে টগবগিয়ে ফুটছে পানি, যাতে কোচ-হাউসের ভয়ঙ্কর কোলাহলের ছাপিয়ে হারপসিকর্ড একেবারেই শোনা যায় না বললেই হয়, এবং

এদিকে, সঙ্গীতজ্ঞ প্রশান্ত চেহারায় সঙ্গীত নির্মাণ করে চলেছেন, যেন মহাশূন্যের বিশাল শূন্যতায় ঘেরাও হয়ে আছেন তিনি যেখানে একদিন বাজনা বাজানোর আশা পোষণ করছেন।

মহত্ত্বের সন্ধানে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব পথ ধরে এগোয়, সেই মহত্ত্ব যেমনই হোক না কেন, মাথার ওপরে আকাশসহ এক টুকরো সাধারণ জমি, দিন বা রাতের নির্দিষ্ট একটা ঘণ্টা, দুটো গাছ, তিনটা যদি সেগুলো রেমব্র্যান্ডের আঁকা হয়ে থাকে, একটা দীর্ঘশ্বাস, সেটা পথটা রুদ্ধ করে দিচ্ছে নাকি শেষ পর্যন্ত খুলে দিচ্ছে বা পথটা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে অন্য কোনও ল্যান্ডস্কেপ, ঘণ্টগাছ বা দীর্ঘশ্বাসে কিনা না জেনেই, এই প্রিস্টকে দেখুন যিনি একজন ঈশ্বরকে ছুড়ে ফেলে তাঁর জায়গায় আরেকজনকে স্থাপন করতে যাচ্ছেন, তাঁর নতুন আনুগত্য শেষ পর্যন্ত কোনও শুভ সমাপ্তি বলে দেবে কিনা না জেনেই, এই সঙ্গীতজ্ঞকে দেখুন যিনি অন্য কোনওরকম সুর সৃষ্টি অসম্ভব বলে আবিষ্কার করবেন এবং যিনি এখন থেকে একশো বছর পর ফার্স্ট সিম্ফনি শোনার জন্যে আর বেঁচে থাকবেন না, যেটা ভ্রান্তিবশত নাইন্থ হিসাবে উল্লেখ করা হবে, একহাতঅলা এই সৈনিকটিকে দেখুন অদ্ভুতভাবে যে ডানার নির্মাতায় পরিণত হয়েছে, যদিও কোনওদিন একজন পদচারী সৈনিকের চেয়ে উঁচু পর্যায়ে ওঠে নি, জীবন থেকে কী প্রত্যাশা করতে হবে খুব কমই জানে মানুষ, আর কেউ না হলেও এই লোকটা, অসাধারণ দৃষ্টির অধিকারী এই মেয়েটিকে দেখুন, যার জন্ম হয়েছে ইচ্ছা ধারণ করার জন্যে, একটা টিউমার, গলায় ফাঁস পরানো একটা ভ্রূণ, একটা রূপার কয়েন দর্শনের ক্ষমতা, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো সাও সেবাস্টাটিও ডা প্রেদ্রেইরার এস্টেটে ফিরে এসে যখন ওকে বললেন, ব্লিমুন্দা, লিসবনে এক ভয়ঙ্কর প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে, সর্বত্র মারা পড়ছে মানুষ, এবং হঠাৎ করে আমার মনে হয়েছে যে মৃত্যুপথযাত্রীদের কাছ থেকে ইচ্ছা সংগ্রহ করার চমৎকার একটা সুযোগ, যদি এখনও তা থেকে থাকে ওদের, কিন্তু তোমাকে সতর্ক করছি বিরাট ঝুঁকি নেয়া হবে তোমার, সত্যি সত্যি যেতে না চাইলে যেয়ো না, কারণ আমি তোমাকে কোনওভাবে বাধ্য করব না, যদিও সেটা করার ক্ষমতা আমার আছে, এর সঙ্গে তুলনা করলে ছেলেখেলাই বলা যায়, প্লেগ কী, গুজব শোনা গেছে যে ব্রাযিল থেকে জাহাজে ওঠা যাত্রীদের মধ্য দিয়ে এসেছে প্লেগটা এবং এরিসেইরায় প্রথম দেখা দিয়েছে, সেতো আমার বাড়ির কাছে, বলল বালতাসার, একথায় প্রিস্ট ওকে আশ্বস্ত করলেন, মাফরায় কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় নি, লক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে রোগটা ব্ল্যাক প্লেগ বা ইয়ালো ফেভার, নামে খুব একটা দায় আসে না, আসল কথা হচ্ছে মাছির মত মারা যাচ্ছে মানুষ, তোমাকে মনস্থির করতেই হবে, ব্লিমুন্দা। স্টুল থেকে উঠে দাঁড়াল ও, চেস্টেরও ডালা ওঠাল, একটা কাঁচের শিশি বের করল, কতগুলো ইচ্ছা আছে ওটায়, ভাবল ও, হয়তো শখানেক, কিন্তু ওদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ তো অবশ্যই নেই, এবং এমনকি এই পরিমাণটুকুর জন্যেও লম্বা আর কষ্টসাধ্য অনুসন্ধান এবং প্রচুর উপবাসের প্রয়োজন হয়েছে, প্রায়ই

গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেতে দেখেছে, এই ইচ্ছাটা কোথায়, কারণ কেবল হাড়গোড় আর নাড়িভুঁড়ি দেখতে পাচ্ছি আমি, স্নায়ুর যন্ত্রণাদায়ক গোলকধাঁধা, রক্তের একটা সাগর, বর্জ্যে পরিণত হওয়ার আগে পাকস্থলীতে অবস্থান নেয়া ভয়ঙ্কর খাবারে ভর্তি, যাবে তুমি, জানতে চাইলেন প্রিস্ট, আমি যাব, জবাব দিল ও, কিন্তু একা একা নয়, যোগ করল বালতাসার।

পরদিন খুব ভোরে বালতাসার আর ব্লিমুন্দা যখন এস্টেট ছেড়ে বেরুল তখন বৃষ্টির চিহ্ন দেখা গেল, এখনও উপোস আছে ও, আর বালতাসার ওর ন্যাপস্যাকে রসদ বহন করছে যতক্ষণ না দারুণ শারীরিক ক্লান্তি বা কোনও সুযোগে বিশ্রাম নিতে কিংবা ব্লিমুন্দাকে জোর করে খাওয়াতে নামানো হচ্ছে। সেদিন অনেকগুলো ঘণ্টা ব্লিমুন্দার চেহারা দেখতে পেল না বালতাসার, কারণ বরাবর আগে আগে এগোল ও, যখনই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছে আগেই অন্যদিকে মুখ ফেরাতে বলে দিয়েছে বালতাসারকে, ওদের এই খেলাটা অদ্ভুত একটা ব্যাপার, একজনের দেখার কোনও ইচ্ছা নেই, আরেকজনের নেই দেখানোর ইচ্ছা, খেলাটা সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু শুধু ওরাই জানে পরস্পরের দিকে না তাকানোটা কত কঠিন। দিন শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, ব্লিমুন্দা, খেয়েছে ও, আবিষ্কার করল ওর চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, এবং আড়ষ্টতা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে বালতাসার, পথ চলে যতটা না ক্লান্ত তার চেয়ে বেশী ক্লান্ত ওর দিকে তাকানো হয় নি বলে।

মৃত্যুপথযাত্রীদের দর্শনে দেরি করল না ব্লিমুন্দা। যেখানেই গেল সাদরে সকৃতজ্ঞ স্বাগত জানাল ওকে, ও আত্মীয় নাকি বন্ধু জানতে চাইল না কেউ, ও ঠিক ওই রাস্তায়ই থাকে নাকি অন্য কোনও এলাকায় তাও না, কারণ এই দেশটা করুণা দেখার ব্যাপারে বড়ই অভ্যস্ত, কখনও কখনও ওর উপস্থিতি অলক্ষ্যে রয়ে গেল, রোগীর শোবার ঘর গিজগিজ করছে দর্শনার্থীতে, করিডর ঠাসা, সিঁড়িঘর ওপর-নিচ করতে থাকা লোকে গিজগিজ করছে, অন্তহীন আনাগোনা, যেই প্রিস্ট শেষ আচার সম্পাদন করেছেন বা করতে যাচ্ছেন, ওরা ডাকা উচিত মনে করে থাকলে আগত ডাক্তার, এবং যদি তাঁকে দেয়ার মত টাকা পয়সা থাকে, এবং ছুরিতে ক্রমাগত ধার দিয়ে এবাড়ি থেকে ওবাড়িতে যাওয়া-আসা করতে থাকা ব্লাড-লেটার, চুরির উদ্দেশ্যে আসা মহিলার দিকে নজর দিচ্ছে না কেউ, এবং একটা হলদে অ্যাম্বারঅলা কাঁচের শিশি লুকিয়ে বেরিয়ে পড়াটাও নয়, যেটায় চোরাই ইচ্ছাগুলো ঢুকে আটকা-পড়া-পাখির মত সেঁটে আছে। সাও সেবাস্টিয়াও ডা পেদ্রোইরা আর রিবেইরার মাঝখানে প্রায় বত্রিশটা বাড়িতে ঢুকল ব্লিমুন্দা এবং চব্বিশটা ঘন মেঘ সংগ্রহ করল, ছয়জন রোগীর আর ইচ্ছা ছিল না, যা হয়ত বহু বছর আগেই হারিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, এবং বাকি দুজন রোগীর ইচ্ছাগুলো ওদের দেহের সঙ্গে এমন শক্ত হয়ে এঁটে ছিল যে কেবল মৃত্যু ওগুলোকে সরাতে পারবে। এবং অন্য যে পাঁচটি বাড়িতে ও গেছে কোনও ইচ্ছা বা আত্মার দেখা পায় নি ও সেগুলোয়, কেবল লাশ, খানিকটা অশ্রুপাত আর প্রচুর বিলাপ।

মহামারীকে ঠেকানোর জন্যে রোজমেরি পোড়ানো হচ্ছে সর্বত্র, রাস্তাঘাটে, বাসাবাড়ির দরজায়, এবং সবার ওপরে রোগীর শোবার ঘরে, নীলাভ ধোঁয়ার একটা আভা স্পষ্ট সৌরভ বিলোচ্ছে, এবং সঙ্গে স্বাস্থ্যকর সময়ের নোংরা শুয়োরের খোঁয়াড়ের সঙ্গে কোনও মিলই নেই নগরীর, সেইন্ট পল থেকে জিহ্বার অনেক সন্ধান হচ্ছে, পাখির জিহ্বার আকৃতির নুড়ি পাথর, সাও পাওলো থেকে স্যান্টোস পর্যন্ত বিছিয়ে থাকা সৈকতে পাওয়া যায় এগুলো, এসব জায়গার পবিত্রতার কারণে নাকি ওগুলোর নামের সুবাদে পাওয়া পবিত্রতার কারণে, একথা সর্বজনবিদিত যে এসব নুড়ি পাথর এবং গোল আর চিক-পীর আকারের অন্যান্য পাথরগুলো, বৈরী জ্বর দূর করতে দারুণ কার্যকর, সূক্ষ্মতম গুঁড়োয় তৈরি এসব নুড়ি পাথর তীব্র তাপ কমাতে পারে, গলস্টোন দূর করতে পারে, এবং মাঝে মাঝে ঘামের কারণ হতে পারে। যখন পাউডারে পরিণত করা হয়, নুড়ি পাথরগুলো বিষের শক্তিশালী প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে, সেটা যাই হোক না কেন এবং যেভাবেই প্রয়োগ করা হোক না কেন, বিশেষ করে কোনও জানোয়ার বা পোকামাকড়ের বিষাক্ত কামড়ের বেলায়, আপনাকে কেবল সেইন্ট পলের জিভ কিংবা চিক-পী ক্ষতস্থানে বসাতে হবে, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে শোষিত হয়ে যাবে বিষ। এ থেকেই বোঝা যায় পাথরগুলো সাপের চোখ হিসাবেও পরিচিত কেন।

এত অসংখ্য প্রতিকার আর সাবধানতা থাকা স্বত্ত্বেও কেন এত এত মানুষ মারা যাবে বুঝে ওঠা যেন কঠিন মনে হচ্ছে, নির্ঘাৎ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোনওরকম অমার্জনীয় অপরাধ করেছে লিসবন, কারণ তিন মাসের মধ্যে চার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে মহামারীতে, যার মানে রোজ চল্লিশটিরও বেশী লাশ কবর দিতে হয়েছে। নুড়ি শূন্য হয়ে গেছে সৈকত এবং নীরব হয়ে গেছে মৃতদের জিভ, এইভাবে এমন একটা প্রতিষেধক ব্যর্থ হয়েছে অভিযোগ আনা থেকে বিরত রেখেছে ওদের। অস্বীকার করলে ওদের অনুতাপের ঘাটতির কথা প্রকাশ হয়ে যেত, কারণ মিহি গুঁড়ো নুড়ি পাথরগুলোর কোনও পানীয়তে বা ব্রথে গুলিয়ে চরম জ্বর প্রশমিত করার ক্ষমতায় কারও অবাক হওয়ার কারণ নেই, একথা যেখানে সর্বজনবিদিত যে অ্যানানসিয়েশনের মিষ্টি বানানোর সময় চিনি শেষ হয়ে যাওয়ায় মাদার তেরেসার বেলায় কী ঘটেছিল, আরেক কনভেন্টের এক নানের কাছ থেকে খানিকটা ধার করে আনার জন্যে একজন বার্তাবহককে পাঠিয়েছিলেন তিনি যে জবাব দিয়েছিল যে তার নিজের চিনি নিম্নমানের হওয়ায় তাঁকে দিতে পারবে না সে, কথাটা মাদার তেরেসাকে আঘাত দেয়, তিনি আপনমনে ভাবলেন, আমার জীবন নিয়ে কী করব আমি, জানি আমি, কিছু টফি বানাব আমি, যদিও তা অনেক কম রিফাইন্ড কনফেকশন, আসুন ব্যাপারটা খোলাসা করা যাক, নিজের জীবন দিয়ে টফি বানান নি তিনি, বানিয়েছেন নিম্নমানের চিনি দিয়ে, কিন্তু যখন সেটা সেটিং পয়েন্টে পৌঁছানোর পর এমন দারুণ রকম কমল আর হলুদ হয়ে গেল যে ওটাকে মুখরোচক খাবারের চেয়ে বরং রেসিনের মত দেখাতে লাগল, আহা, কী বিপর্যয়কর, এবং আর কারও কাছে যাবার জো না থাকায় মাদার তেরেসা প্রভুর কাছে প্রতিবাদ জানালেন,

তাঁর দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিলেন তাঁকে, ব্যতিক্রমহীন কার্যকর কৌশল, সেইন্ট অ্যান্টনি আর রূপার প্রদীপের বেলায় যেমন দেখেছি আমরা, আপনি খুব ভাল করেই জানেন যে আমার কাছে আর চিনি নেই, আরও যোগার করার কোনও উপায়ও নেই, এই পরিশ্রম আমার চেয়ে বরং আপনারই, আমাকে বলুন কেমন করে আপনার সেবা করব আমি, কারণ আপনিই উপায় বাৎলে দেন, আমি নই, আর যদি এই ভর্ৎসনাটুকু যথেষ্ট না হয়, তিনি প্রভুর কোমরে জড়ানো কর্ডের একটা ছোট টুকরো কেটে নিলেন, সসপেনে রেখে দিলেন ওটা, এবং দেখ এবং দেখ, মিশ্রণটা বড় হয়ে উঠতে শুরু করল এবং হালকা হয়ে এল, এবং এমন টফি তৈরি হল কনভেন্টগুলো এধরনের খাবার তৈরি শুরু করার পর কখনও স্বাদ গ্রহণ করা হয় নি। আজকাল যদি মনাস্টিক কিচেনে অমন অলৌকিক ঘটনা না ঘটে, তার কারণ আমাদের প্রভু তাঁর কোমরে যে কর্ডটা পরতেন সেটার আর অস্তিত্ব নেই, টুকরো টুকরো কেটে সমস্ত সমাবেশে বিলি করা হয়েছে যেখানে নানরা মিষ্টি বানানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল, সেইসব দিন চিরতরে হারিয়ে গেছে।

যারপরনাই হাঁটাহাঁটি আর সিঁড়ি ভেঙে ক্লান্ত বালতাসার আর ব্লিমুন্দা এস্টেটে ফিরে এল, সাতটি ফ্যাকাশে সূর্য আর সাতটি ক্ষয়াচাঁদ, অসহনীয় বমিবমি ভাবে ভুগছে ব্লিমুন্দা, যেন আর্টিলারির হাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া হাজার হাজার লাশ দেখে রণক্ষেত্রে থেকে ফিরে এসেছে, আর বালতাসার যদি জানতে চায় ব্লিমুন্দা কী প্রত্যক্ষ করছে তাহলে ওকে যা করতে হবে সেটা ওর যুদ্ধ আর কসাইখানার দৃশ্যের একটা মাত্র স্মৃতিচারণ। ভালোবাসার কোনও রকম ইচ্ছা ছাড়াই একসঙ্গে শুয়ে রইল ওরা, অবসাদের কারণে ততটা নয়, যেটা যেমন আমরা জানি, প্রায়ই ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্ত সান্ত নাদাতা হতে পারে, বরং নিজেদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনার কারণে, যেন ওদের চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে এসব, ব্যাখ্যা করাটা হয়ত একটু কঠিন, কিন্তু চামড়ার সাহয্যেই দেহ চিনতে, জানতে এবং পরস্পরকে গ্রহণ করতে শেখে, আর যদি মিউকাস আর চামড়ার মাঝে নির্দিষ্ট গভীর প্রবেশ, নির্দিষ্ট ঘনিষ্ট সংযোগ ঘটে, পার্থক্যটা টের পাওয়া যায় না প্রায়, এ যেন খুঁজতে গিয়ে দূরবর্তী একটা ত্বকের দেখা পেয়েছে কেউ। একটা পুরোনো ব্ল্যাঙ্কেট মুড়ি দিয়ে কাপড় পরা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে আছে ওরা, এবং এমন একটা বিশাল যজ্ঞ দুজন ভবঘুরের হাতে অর্পণ করাটা বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তারুণ্যের দীপ্তি হারিয়ে যাওয়ায় ওদের এখন আরও পর্যুদস্ত দেখাচ্ছে, মাটি ফেলার পর মলিন হয়ে যাওয়া ভিত্তিপ্রস্তরগুলোর মত, এবং সম্ভবত ওদের মতই, যে ভার বহন করতে হবে সেটা নিয়ে বিহ্বল। সেরাতে দেরি করে চাঁদ দেখা দিল, ওরা ঘুমিয়ে থাকল, দেখল না ওটা, কিন্তু চাঁদের আলো ফোকর গলে চুঁইয়ে ঢুকে আস্তে আস্তে গোটা কোচ-হাউস, ফ্লাইং মেশিনটার উপর ছড়িয়ে পড়ল এবং এগোনোর সময় কাঁচের শিশিটাকে আলোকিত করে ভেতরের গাঢ় মেঘগুলো ফুটিয়ে তুলল, সম্ভবত কেউ দেখছিল না বলে বা চাঁদের আলো অদৃশ্যকে প্রকাশ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে বলে।

দিনের সংগ্রহ দেখে সন্তুষ্ট হলেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, কেবল প্রথম দিন এটা, এবং রোগ আর শোকে আক্রান্ত একটা নগরীর প্রাণকেন্দ্রে কোনওরকম পরিকল্পনা ছাড়া ঘুরে বেরিয়েছে ওরা, তালিকার সঙ্গে যোগ করার জন্যে চব্বিশটা ইচ্ছা ছিল। একমাস পরে ওঁরা হিসাব করে দেখলেন যে কাঁচের শিশিতে এক হাজার ইচ্ছা জমিয়েছে ওঁরা, যেটাকে একটা গ্লোব উত্তোলনের জন্যে পর্যাপ্ত বলে বিবেচনা করলেন, তো দ্বিতীয় একটা শিশি দেয়া হল ব্লিমুন্দাকে। লিসবনে নগরীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো এই অদ্ভুত জুটি সম্পর্কে জোরাল গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মরার ভয় করছে না ওরা, ছেলেটা হাঁটছে পেছনে, মেয়েটা সামনে, রাস্তা ধরে এগোনোর সময় এবং বাড়িতে ঢোকার সময় কখনও নীরবতা ভঙ্গ করে না, এখানে সময় ক্ষেপণ করে না ওরা, এবং ছেলেটাকে পাশ কাটানোর সময় মেয়েটা চোখ নামিয়ে নেয়, এবং দৈনিক এই আচারটা যদি বিরাট সন্দেহ আর বিস্ময় না জাগিয়ে থাকে, তার কারণ ওরা দুজনই প্রায়শ্চিত্ত করছে বলে রটনা, লোক গুঞ্জন শুরু করার পর পাদ্রে বার্টোলোমিউর আবিস্কৃত একটা কৌশল। তিনি যদি আরেকটু বেশী কল্পনাপ্রবণ হতেন তাহলে রহস্যময় দম্পতিকে মৃত্যুপথযাত্রীদের সাহায্য আর পরম মলমের কার্যক্ষমতা বাড়াতে স্বর্গ থেকে পাঠানো দুজন দূত হিসাবে চালিয়ে দিতেন, যা হয়ত অতি ব্যবহারে দুর্বল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। খ্যাতি নাশ করতে সামান্য চেষ্টা বা কিছুই করতে হয় না, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার তা সৃষ্টি আর পুনঃসৃষ্টি করে, এটা স্রেফ যাদের কারও নিঃসন্দেহ প্রতিধ্বনি বা সহায়ক হওয়ার কথা তাদের আস্থা বা আগ্রহকে কাজে লাগানোর সবচেয়ে সেরা উপায় বের করার প্রশ্ন।

অবশেষে মহামারী যখন দূর হয়ে যেতে শুরু করল আর প্লেগের কারণে মৃত্যু অন্যান্য কারণে মৃত্যুর হারের চেয়ে বেশ কমে এল, দেখা গেল শিশিগুলোয় সর্বসাকুল্যে দুই হাজার ইচ্ছা জমা হয়েছে । এরপর অসুস্থ হয়ে পড়ল ব্লিমুন্দা। কোনও যন্ত্রণা বা জ্বর নেই, কিন্তু মারাত্মক রকম শীর্ণ হয়ে গেল ও এবং একটা গাঢ় ফ্যাকাশে ভাব স্বচ্ছ করে তুলল ওর চামড়াকে। প্যালেটে শুয়ে আছে ও, দিনরাত সবসময় চোখজোড়া বন্ধ, কিন্তু তারপরেও উত্তেজিত চোখের পাতা এবং চেহারার যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তির কারণে ওকে দেখে ঘুমাচ্ছে বা বিশ্রাম নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। খানিকটা খাবার প্রস্তুত বা নিজেকে ভারযুক্ত করা ছাড়া ওর পাশ ছেড়ে একেবারেই নড়ছে না বালতাসার, কারণ কাজটা ওখানে সারা ঠিক মনে হয় নি। গম্ভীর চেহারায় স্টুলে বসে আছেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, অনেকগুলো ঘণ্টা ধরে আছেন ওখানে। কখনও কখনও প্রার্থনা করছেন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু বিড়-বিড় করে বলা কথাগুলো বা সেগুলো কাকে উদ্দেশ করে উচ্চারিত হচ্ছে বলতে পারবে না কেউ। প্রিস্ট এখন আর ওদের স্বীকারোক্তি শুনছেন না, দুবার প্রসঙ্গটা তুলেছিল বালতাসার, যেহেতু ও এটা বলা প্রয়োজন মনে করল যে পাপ যখন পুঞ্জীভূত হয় তখন তা সহজেই ভুলে যাওয়া হয়, একথার জবাবে প্রিস্ট বললেন,

ঈশ্বর মানুষের অন্তর দেখতে পান এবং তাঁর নামে কারও পাপমুক্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই তাঁর এবং কারও পাপ যদি তেমন মারাত্মক হয় যে সেগুলো শাস্তিবিহীন পার পাওয়া উচিত নয়, ঈশ্বরই শেষ বিচারের দিনে তার বিচার এবং যথাস্থানে তার ফয়সালার ব্যাপারটি দেখবেন, যদি না ইতিমধ্যে তার সৎ কাজগুলো অসৎ কাজ ছাড়িয়ে যায়, যদিও এমন হতে পারে যে সমস্ত কিছুই সাধারণ ক্ষমা বা সর্বজনীন শাস্তিতে পর্যবসিত হবে, যেটা জানা বাকি রয়েছে সেটা হল ঈশ্বরকে কে ক্ষমা করবে বা সাজা দেবে। কিন্তু, ব্লিমুন্দাকে এজগৎ থেকে ক্ষয় আর হাল ছেড়ে দিতে দেখে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে লাগলেন প্রিস্ট, এবং মেয়েটাকে এমন নির্দয়ভাবে চেপে আসা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন ভেবে বিষাদ অনুভব করলেন, যার ফলে এখন মেয়েটার জীবনই বিপদাপন্ন, কারণ বোঝাই যাচ্ছে যে যন্ত্রণাহীনভাবে প্রাণ ত্যাগ করার প্রলোভনের মুখে পড়েছে ও, এই জগতের সীমানায় নিজেকে আটকে রাখা বাদ দিয়ে বিদায় গ্রহণকারী কারও মত।

প্রত্যেক রাতে, অস্পষ্ট পথ আর স্যান্টা মারিয়া এবং ভালভার্দের দিকে নোমে যাওয়া সংকীর্ণ পথ উপপথ বেয়ে নগরীতে ফেরার সময় প্রিস্ট তাঁর আধো-ঘোরলাগা মনে যেন ডাকাতের আক্রমণের মুখে পড়েন সেই কামনা করতে শুরু করলেন, হয়ত মরচে-পড়া তরবারি আর ভয়ঙ্কর স্পাইক নিয়ে স্বয়ং বালতাসারের মুখোমুখি, ব্লিমুন্দার বদলা নিতে এবং সেই সঙ্গে তাঁর যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে। কিন্তু এই সময় ইতিমধ্যে বিছানায় চলে গেছে সেটে-সয়েস, নিজের অক্ষত হাতে সেটে-ল্যুয়াসকে ঢেকে রেখেছে ও, এবং বিড়বিড় করে বলছে, ব্লিমুন্দা, এবং এই নামটা দুঃখে পরিপূর্ণ এক বিশাল, অন্ধকার বুনো এলাকায় ঘুরে এল, গন্তব্যে পৌঁছতে দীর্ঘ সময় নিল, এবং ফিরে আসতেও, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে ছায়াগুলো, কষ্টের সঙ্গে নড়ছে ওর ঠোঁটজোড়া, বালতাসার, এবং বাইরে গাছপালার ঝিরঝির শব্দ শোনা যাচ্ছে, সময় সময় কোনও নিশাচর পাখির আর্তনাদ, রাতই ভাল, একই নিস্পৃহ চাদরে ভাল খারাপ সব কিছুকেই আড়াল এবং রক্ষা করে, এসো, প্রাচীন এবং অপবির্তনীয় রাত। ব্লিমুন্দার শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ বদলে গেল, ওর ঘুমিয়ে পড়ার একটা লক্ষণ, এবং বালতাসার, উৎকণ্ঠায় অসাড়, অবশেষে ঘুমাতে পারল এবং ব্লিমুন্দার হাসি আবিষ্কার করল আবার, এবং যদি এ দৃশ্য দেখতে না পারতাম কী অবস্থা হত আমাদের।

অসুখের সময়, যদি সেটা অসুখ হয়ে থাকে এবং যদি ওর দেহের অগম্য সীমানায় ওর আপন ইচ্ছার দীর্ঘায়িত পশ্চাদপসরণ না হয়ে থাকে, ডোমিনিকো স্কারলেট্টি ঘনঘন যাতায়াত করলেন, প্রথমে ব্লিমুন্দার সঙ্গে কথা বলতে এসে তিনি কোনও উন্নতি আছে কিনা দেখতে চাইলেন, তারপর সেটে-সয়েসের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে রয়ে গেলেন, এবং একদিন তিনি হারপসিকর্ডের ওপর থেকে ক্যানভাস ক্লথ সরিয়ে বসে পড়লেন এবং এমন মিষ্টি আর সূক্ষ্ম সুর বাজাতে শুরু করলেন যেন সুরগুলো ওই কোমল কর্ড থেকে কোনওমতে বিচ্ছিন্ন করে আনছেন, মাঝ-বাতাসে ভাসতে থাকা কোনও ডানাঅলা পোকার অস্পষ্ট গুঞ্জন, এক সুর থেকে হঠাৎ করে

অন্যটায় যাবার আগে, ওপর-নিচে, এবং এর সবই কী বোর্ডের ওপর তাঁর আঙুলের নড়াচড়ার থেকে স্বাধীন, যেন কল্পনাগুলোই সুর বেছে নিচ্ছে, আঙুলের নড়াচড়া থেকে বেরিয়ে আসছে না সুর, কেমন করে তা হয়, যেখানে কী বোর্ডের প্রথম এবং শেষ কী আছে, অথচ সঙ্গীতের কোনও আদি বা অন্ত নেই, ওদিকে আমার বাম দিক থেকে আসছে ওটা, এবং অন্য দূরবর্তী কোণে চলে যাচ্ছে, আমার ডান দিকে, কিন্তু সুরের অন্তত দুটো হাত আছে, নির্দিষ্ট কিছু দেবতার বিপরীতে। হয়ত এই ওষুধের জন্যেই অপেক্ষা করছিল ব্লিমুন্দা, কিংবা ওর ভেতরের সেই জিনিস যেটা এখনও কোনও কিছুর অপেক্ষা করে আছে, কারণ আমাদের প্রত্যেকে সচেতনভাবে আমরা যা জানি বা পরিচিত বলে আবিষ্কার করি অথবা প্রত্যেক ক্ষেত্রে যা আমাদের কাছে উপযোগি বলে জানানো হয়েছে তাই আশা করি, ব্লাড-লেটিং, যদি শরীর খুব বেশী দুর্বল না হয়, মহামারী যদি সৈকতগুলোকে নগ্ন করে না দেয় তাহলে সেইন্ট পলের জিভ, আলকেগেঙ্গি গাছের কিছু বেরি, কিছু ফক্সগ্লোভস্ পাতা, কাঁটা গাছের লতানো শেকড়, ফ্রেঞ্চম্যান'স অ্যালিক্সার, যদি না তা স্রেফ নিরীহ মিশ্রণ হয় যার একমাত্র গুণ হচ্ছে আরও কোনও ক্ষতি না করা। ব্লিমুন্দার জানার কথা নয় যে ওই সুর শোনার পর ওর বুক এমনভাবে ফুলে উঠবে, এবং মরতে বসা কিংবা জন্ম নিতে যাওয়া কারও মত একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসবে, ওর ওপর ঝুঁকে পড়ল বালতাসার, ও সেরে ওঠার মতই মরে যাবার আশঙ্কা করছে। সেই রাতে এস্টেটে বয়ে গেলেন ডোমিনিকো স্কারলেট্টি, বাজিয়ে গেলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত, ব্লিমুন্দা চোখ মেলে তাকিয়েছে এখন, এবং অশ্রু বিন্দু ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে ওর গাল বেয়ে, যদি ওখানে কোনও ডাক্তার উপস্থিত থাকতেন, তিনি হয়ত এটাকে নষ্ট হয়ে যাওয়া অপটিক নার্ভ পুঁজ নিঃসরণ করছে বলে শনাক্ত করতেন, হয়ত তাঁর কথাই ঠিক হত, হয়ত অশ্রু কোনও ক্ষতের উপশম ছাড়া আর কিছুই নয়।

গোটা একটা সপ্তাহর প্রতিটা দিন, হাওয়া আর বৃষ্টি উপেক্ষা করে সাও সেবাস্টিয়াও ডা পেদ্রেইরা অভিমুখী প্লাবিত রাস্তা ভেঙে, দিনে দুই বা তিন ঘণ্টা বাজিয়ে গেলেন সঙ্গীতজ্ঞ, ব্লিমুন্দা উঠে বসার শক্তি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত, হারপসিকর্ডের পায়ের কাছে বসল ও, এখনও মলিন দেখাচ্ছে, সুরের মূর্ছনায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, যেন গভীর কোনও সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যেখানে আমরা আস্থার সঙ্গে বলতে পারি ও কখনও নৌকা ভাসায় নি, কারণ ওর জাহাজডুবি কথার কথা মাত্র। ওর স্বাস্থ্য এখন দ্রুত ভাল হতে শুরু করেছে, যদি আদৌ কখনও ভেঙে গিয়ে থাকে। এবং সঙ্গীতজ্ঞ যখন আসা বন্ধ করে দিলেন, হয় সতর্কতার কারণে অথবা রয়্যাল চ্যাপেলে মিউজিক মাস্টার হিসাবে দায়িত্ব পালনের ব্যস্ততার দরুণ, যাকে তিনি অবহেলা করেছেন বা ইনফ্যান্টাকে তামিল দেয়ার জন্যে, যে অবশ্যই তাঁর ঘন ঘন অনুপস্থিতির জন্যে কোনও রকম অভিযোগ করে নি, বালতাসার আর ব্লিমুন্দা টের পেল যে পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো বেশ কিছুদিন যাবৎ আসছেন না, এবং

উদ্বেগে ভুগতে শুরু করল ওরা। একদিন সকালে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে উঠতে শুরু করলে নগরীতে চলে এল ওরা, এইবেলা পাশাপাশি, এবং হাঁটার সময় গল্প করতে লাগল, বালতাসারের দিকে তাকাতে পারছে ব্লিমুন্দা এবং ওকে ছাড়া আর কিছুই দেখছে না, ওদের দুজনের জন্যেই স্বস্তিদায়ক। চলার পথে যেসব লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে যেন বদ্ধ চেস্ট বা তালা দেয়া কফারর্সের মত ওরা, এবং যদি ওদের অভিব্যক্তি ভীষণ আর অবন্ধুসুলভ হয়ে থাকে, কিছু আসে যায় না, কারণ যারা তাদের দেখছে তাদের যেমন ওদের সম্পর্কে জানার দরকার নেই তেমনি যাদের দিকে তাকাচ্ছে তাদেরও প্রয়োজন নেই যারা তাকাচ্ছে তাদের সম্পর্কে জানার। সেকারণেই রাস্তার হকারদের চেঁচামেচি মহিলার গুঞ্জন নানান ঘণ্টাধ্বনি, চলার পথে স্যাঙ্কচুয়ারিগুলোয় উচ্চারিত জোরাল প্রার্থনায় ট্রাম্পেটের দূরাগত ঝংকার, ড্রামের আওয়াজ, ট্যাগাসে আগত বা বিদায় নেয়া জাহাজের গান স্যালুট, মেন্ডিক্যান ফ্রায়ারদের লিটানি আর বেদীর ঘণ্টা সত্ত্বেও লিসবনকে শান্ত বলে মনে হল। যাদের ইচ্ছা আছে তাদের তা রাখতে এবং ব্যবহার করতে দিন, এবং যাদের নেই তাদের ক্ষতিতে হাল ছাড়তে দিন, ব্লিমুন্দা আর ইচ্ছা গোণার কথা শুনতে চায় না, এস্টেটে ওর নিজস্ব হিসাব আছে, এবং কেবল ওই জানে সেজন্যে কত কষ্ট পোহাতে হয়েছে ওকে।

বাড়িতে নেই পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, হয়ত প্রাসাদে গিয়েছেন তিনি, নিজের ধারণার কথা বলল মেস-বিয়ারারের বিধবা স্ত্রী, কিংবা একাডেমিতে, তোমরা কী কোনও খবর রেখে যেতে চাও, কিন্তু বালতাসার বলল, না, ওরা পরে আবার আসবে কিংবা কোর্টইয়ার্ডে তাঁর অপেক্ষায় থাকবে। অবশেষে, দুপুরের দিকে, হাজির হলেন প্রিস্ট, ওজন হারিয়েছেন তিনি, অসুস্থতা কিংবা দিব্যদর্শনের দরুণ, এবং তাঁকে বিস্ময়করভাবে অগোছাল দেখাল, যেন কাপড়চোপড় পরেই ঘুমিয়েছেন। যখন তিনি ওদের তাঁর বাড়ির প্রবেশ পথের কাছে বেঞ্চে বসে থাকতে দেখলেন হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন, তারপর চট করে হাত সরালেন আবার, এবং ওদের কাছে মনে হল কোনও মহাবিপদ থেকে পালিয়ে এসেছেন তিনি, কিন্তু যে কথাগুলো দিয়ে শুরু করলেন সেটা নয়, বালতাসার এসে আমাকে হত্যা করবে বলে মনে করেছিলাম আমি, আমরা হয়ত মনে করতে চাইতে পারি যে তিনি প্রাণের ভয় করছেন, কিন্তু সেটা ভুল হবে। আমার ওপর আর কোনও মারাত্মক শাস্তি আরোপ করা যাবে না, ব্লিমুন্দা, যদি তুমি মারা যেতে, কিন্তু সিনর স্কারলেট জানেন যে আমি অসুখ থেকে সেরে উঠেছি, আমি তাঁকে এড়িয়ে চলছি, এবং যখন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছেন তাঁকে ঠেকানোর জন্যে নানান অজুহাত খাড়া করেছি, এবং আপন নিয়তির অপেক্ষায় থেকেছি, মানুষের নিয়তি সবসময়ই হাজির হয়, বলল বালতাসার, ব্লিমুন্দা যে মারা যায় নি সেটা আমার, আমাদের সৌভাগ্য, প্লেগ যেখানে একেবারে শেষ হয়ে এসেছে আমরা এখন কী করব, ইচ্ছাগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং মেশিনটা রেডি, যদি আরও লোহা পেটানো

বাকি না থাকে, আরও পাল সেলাই করে টার লাগাতে না হয়, আরও উইলো বেত বোনার প্রয়োজন না হয়, আমাদের যদি ছাদে যতগুলো ক্রসঅয়্যার আছে ততগুলো গ্লোব বানানোর মত হলদে অ্যাম্বার থাকে, এবং পাখির মাথাটাও হয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত অবশ্য গাঙচিল হয় নি ওটা, যদিও দেখতে তেমনই মনে হচ্ছে, তো, কাজটা যদি শেষ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের আর ওটার কী হবে, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো। আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন প্রিস্ট, চারপাশে নজর বোলালেন, যেন কেউ শুনে থাকতে পারে, তারপর জবাব দিলেন, মেশিনটা যে রেডি রাজাকে সেকথা জানাতে হবে আমাকে, কিন্তু আগে আমাদের পরখ করে দেখতেই হচ্ছে, রাজ দরবারে হাসির পাত্র হওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই আমার, পনের বছর আগে যেমনটা হয়েছি, এক্ষুণি এস্টেটে ফিরে যাও, শিগগিরই তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব আমি।

কয়েক কদম সরে এল ওরা, তারপর থামল ব্লিমুন্দা। পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, আপনি অসুস্থ, একেবারে ভূতের মত শাদা হয়ে গেছেন, আপনার চোখ বিবর্ণ, এবং আমাদের খবর শুনে আপনি খুশিও হন নি, আমি খুশি হয়েছি, ব্লিমুন্দা, সত্যি হয়েছি, কিন্তু কারও নিয়তির সংবাদ কখনও পূর্ণাঙ্গ সত্যি নয়, আগামীকাল কী ঘটবে সেটাই আসল, আজকের দিনটা তুচ্ছ বা কিছুই না, আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন, ফাদার, আমি পারব না, কারণ আমি আর এখন জানি না কোন ঈশ্বরের নামে তোমাদের আশীর্বাদ করা উচিত, দুজন দুজনকে আশীর্বাদ করেই সন্তুষ্ট থাকো, ওইটুকু আশীর্বাদ হলেই চলবে তোমাদের, এবং সব আশীর্বাদই যদি এমন হত।

জনগণ বলছে যে রাজ্য খারাপভাবে শাসিত হচ্ছে, কোনও বিচার আচার নেই, জানে না যে, চোখ দাঁড়িপাল্লা আর তরবারীর ওপর পট্টি লাগানো অবস্থায় এমনই হওয়ার কথা তাঁর, এরচেয়ে বেশী আমরা আর কী আশা করতে পারি, নিশ্চয়ই ব্যান্ডেজের তাঁতী, ওজনের পরিদর্শক, তরবারী নির্মাতা নয়, লাগাতার ফুটো বন্ধ করছেন, ক্ষতি পুষিয়ে দিচ্ছেন আর ব্যস্ত রয়েছেন তরবারীর ফলা শাণিত করার কাজে, এবং তারপর বাদীকে মামলায় জেতা বা পরাস্ত হবার পর জিজ্ঞেস করছেন বিচারের রায়ে সে সন্তুষ্ট হয়েছে কিনা। এখানে আমরা ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরের দেয়া দণ্ড প্রসঙ্গে কথা বলছি না, যা খুবই বিচক্ষণ এবং দাড়িপাল্লায় জলপাই ডাল এবং এবড়ো খেবড়ো ও ভোঁতা ফলার চেয়ে তীক্ষ্ণ ফলাই বেশী পছন্দ করে। অনেক জলপাইয়ের ডালকে শান্তির প্রতীক ভেবে ভুল করে যেখানে এটা একেবারে পরিষ্কার যে ওটা ফিউনারেল পিয়ারের জ্বালানি কাঠ, হয় আমি আপনাকে খোঁচা দেব কিংবা পোড়াব, সুতরাং, কোনওরকম আইনের অনুপস্থিতে, মরে যাওয়া বিশ্বাসীকে সম্মান দেখানোর চেয়ে ব্যাভিচারের জন্যে সন্দেহভাজন কোনও মহিলাকে স্ট্যাব করাই বেশী পছন্দনীয়, এটা খুনের ঘটনাকে ক্ষমা করে দেয়ার মত রক্ষক থাকার একটা ব্যাপার, এবং দাঁড়িপাল্লায় তুলে দেয়ার মত হাজার ক্রুযাডো থাকা, যেকারণে জাস্টিস ওটা তাঁর হাতে ধরে আছেন। কৃষ্ণাঙ্গ আর দুর্বৃত্তদের শাস্তি পেতে দিন যাতে একটা ভাল উদাহরণ খাড়া করা যায়, কিন্তু উঁচু মহল আর সম্পদশালী লোকদের সম্মান দেখাতে দিন, তাদেরকে পাওনা মেটানোর কথা না বলেই, তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ কিংবা ঘৃণা প্রশমিত করতে না বলেই, এবং যখন মামলা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেহেতু ছোটখাট কিছু অনিয়ম পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব নয়, চলুক প্রতারণা, জালিয়াতি, আপীল, আনুষ্ঠানিকতা আর পাশ কাটানো, যাতে করে যারা ন্যায্য সিদ্ধান্তে লাভবান হতে পারত তারা যেন সেটা ঝটপট না পেতে পারে এবং যাদের আপীলে হেরে যাবার কথা, তারা চট করে না হারে। ইতিমধ্যে, বোঁটা চুঁইয়ে স্বাদু দুধ, টাকা, চমৎকার দই, উন্নত পনির আর সুস্বাদু মরসেল বানানো হয়, বেইলিফ আর সলিসিটরের জন্যে, সাক্ষী আর বিচারকের জন্যে, এবং এই তালিকা থেকে কারও নাম যদি বাদ পড়ে থাকে, দায়ী হবেন পাদ্রে অ্যান্টোনিও ভিয়েরা, কারণ তিনি ভুলে গেছেন।

এসব হচ্ছে বিচারের দৃশ্যমান ধরন। এবং অদৃশ্য ধরনের বেলায়, ওগুলো বড়জোর অন্ধ আর বিপর্যয়কর, যেমনটা আমরা স্পষ্ট দেখিয়েছি রাজার ভাই, ইনফ্যান্টে ডোম ফ্রান্সিস্কো এবং ইনফ্যান্টে ডোম মিগুয়েল এক শিকার অভিযানে

ট্যাগাস নদীর ওপারে যাবার পর জাহাজডুবির মুখোমুখি হয়েছিলেন যখন, কারণ কোনও রকম আলামত ছাড়াই ওদের নৌকা একটা দমকা হাওয়ায় ডুবে গিয়েছিল, এবং ডোম মিগুয়েল পানিতে ডুবে মারা যান, ওদিকে ডোম ফ্রান্সিস্কোকে উদ্ধার করা হয়, যেখানে কোনও সম্মানিত বিচারপতি রায় ঘোষণা করতেন ব্যাপারটা উল্টো হওয়া উচিত, কারণ বেঁচে যাওয়া ইনফ্যান্টের অসৎ কাজকর্ম এখন সবার জানা যেখানে তিনি রানীকে বেপথু করে রাজার সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং নিরীহ নাবিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন, যেখানে মৃত ইনফ্যান্টের দ্বারা কখনও কোনও খারাপ কাজ সংঘটিত হয় নি, আর যদি হয়েও থাকে, সেগুলো মারাত্মক ধরনের ছিল না। আমাদের অবশ্য কোনওভাবেই রায় ঘোষণায় তাড়াহুড়ো করা চলবে না, এমন হতে পারে যে ডোম ফ্রান্সিস্কো ইতিমধ্যে অনুশোচনা করেছেন, এবং ডোম মিগুয়েল হয়ত শিপ-মাস্টারকে অসতী স্ত্রীর স্বামীতে পরিণত করা বা তার মেয়েকে প্রতারণা করার কারণে প্রাণ হারিয়েছেন, কারণ এইসব রাজবংশের ইতিহাস এধরনের কেলেঙ্কারীতে ভরা।

শেষ পর্যন্ত যা ঘটে সেটা হচ্ছে রাজা, কিংবা বলা যায়, সিংহাসন ডিউক অভ অ্যাভেইরোর বিরুদ্ধে ষোলশো চল্লিশ চাল থেকে লড়তে থাকা মামলায় হেরে গেল, কারণ হাউস অভ অ্যাভেইরো আর রাজসিংহাসন প্রায় আশি বছর ধরে আইনী প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিল। এটা কোনও হাসির ব্যাপার নয়, সাগর আর জমিনে সীমান্ত অধিকারের প্রশ্নও নয়। প্রশ্ন ছিল দুশো হাজার ক্রুযাডো ভাড়ার টাকার, কল্পনা করুন শুধু, ব্রাযিলিয়ান খনিগুলোয় জাহাজে করে চালান দেয়া কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের জন্যে রাজার ধার্য করা করের তিনগুণ। শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বিচার আছে, এবং ওই বিচারের কারণেই রাজা এখন ডিউক অভ অ্যাভেইরোকে তাঁর সমস্ত অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য, যেটা আমাদের তেমন একটা সম্পর্কিত করে না, সাও সেবাস্টিয়াও পেদ্রেইরার এস্টেট, চাবি, কুয়ো, অরচ্যার্ড আর প্রাসাদসহ, যার কোনওটাই পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোকে তেমনভাবে সম্পর্কিত করে না, কেবল কোচ-হাউসটা খোয়ানো ছাড়া। কিন্তু মেঘের আড়ালে সূর্য হাসে, সুবিধাজনক সময়েই এসে পৌঁছালো আদালতের রায়, কারণ শেষ পর্যন্ত রেডি হয়ে গেছে ফ্লাইং মেশিন, রাজাকে এখন সংবাদ দেয়া যায়, রাজকীয় ধৈর্য না হারিয়ে এতগুলো দীর্ঘ বছর অপেক্ষা করার পর, সবচেয়ে অমায়িক আর সৌজন্যের সঙ্গে, যদিও প্রিস্ট এখন উদ্ভাবকের পরিচিত অবস্থানে আবিষ্কার করছেন নিজেকে যিনি উদ্ভাবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা মেনে নিতে পারছেন না, স্বপ্ন হারাতে বসা স্বাপ্নিকের মত, মেশিনটা একবার উড়তে শুরু করলে, আমার কী করার থাকছে, নতুন নতুন উদ্ভাবনের অবশ্যই বহু ধারণা আছে তাঁর মাথায়, যেমন কাদা আর ডালপালা দিয়ে বানানো কয়লা, এবং আখ মাড়াই করার একটা নতুন পদ্ধতি, কিন্তু প্যাসারোলা হচ্ছে তাঁর মহৎতম উদ্ভাবন, ওগুলোর মত ডানা আর হবে না, যেগুলো কখনও ওড়ানোর জন্যে পরখ করা হয় নি সেগুলো বাদে, কেননা ওগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী ডানা।

সাও সেবাস্টিয়াও ডা প্রেদ্রেইরায় ভবিষ্যতে ওদের জন্যে কী আছে জানার জন্যে অধীর অপেক্ষা করছে বালতাসার আর ব্লিমুন্দা, ডিউক অভ অ্যাভেইরার রিটেইনার বা এস্টেটের দায়িত্ব বুঝে নিতে দেরি করে নি, আমাদের হয়ত মাফরায় ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্রিস্ট দ্বিমত করলেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে রাজার সঙ্গে আলাপ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি, শিগগিরই উড়ানো হবে ফ্লাইং মেশিনটা, এবং সবকিছু যদি পরিকল্পনা মাফিক এগোয়, ওরা তিনজন সম্মান আর মুনাফাবান হবেন, পর্তুগীজ সাফল্যের সংবাদ গোটা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, এবং খ্যাতি ওদের জন্যে সম্পদ বয়ে আনবে, আমি যেমন মুনাফাই পাই না কেন আমাদের তিনজনের মধ্যে ভাগাভাগি হবে, কারণ তোমার চোখজোড়া ছাড়া, ব্লিমুন্দা, তোমার ডানহাত আর ধৈর্য বাদে, বালতাসার, প্যাসারোলার কোনও অস্তিত্ব থাকত না। কিন্তু তারপরেও অস্বস্তি বোধ করছেন প্রিস্ট, যে কেউ বলতেই পারে যে নিজের কথায় আস্থা নেই তাঁর কিংবা তিনি যা বলছেন তার মূল্য এত সামান্য যে ওঁর উদ্বেগ কমাতে পারছে না, তাই ব্লিমুন্দা নিচু স্বরে জানতে চাইল, এখন রাত, ফোর্জ নিভিয়ে দেয়া হয়েছে, মেশিনটা এখনও ওখানে থাকলেও মনে হচ্ছে যেন নেই, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, কীসের ভয় পাচ্ছেন আপনি, এবং এই সরাসরি প্রশ্নটা কাঁপন ধরিয়ে দিল তাঁর গায়ে, ভীত চেহারায় উঠে দাঁড়ালেন তিনি, এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, ফিসফিস করে জবাব দেয়ার আগে নজর চালালেন বাইরে, ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরের। পরস্পরের দিকে তাকাল বালতাসার আর ব্লিমুন্দা, এবং বালতাসার বলল, উড়তে চাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই পাপ বা ধর্মোদ্রোহীতার কিছু নেই, পনের বছর আগে প্রাসাদের ওপর দিয়ে একটা বেলুন উড়ে গিয়েছিল কিন্তু সেজন্যে কোনও অমঙ্গল ঘটে নি, বেলুনের ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই, ওকে বললেন প্রিস্ট, মেশিনটাকে যদি এখন উড়তে হয়, পবিত্র দপ্তর হয়ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসতে পারে যে এই ওড়ার পেছনে কোনওরকম শয়তানি ব্যাপার আছে, এবং ওরা যদি উদ্ভাবনের কোন কোন অংশ মেশিনকে ওড়ায় জানতে তদন্ত চালায়, গ্লোবগুলোর ভেতর মানুষের ইচ্ছা আছে জানানো আমার জন্যে কঠিন হয়ে পড়বে, ইনকুইজিশনের দৃষ্টিতে ইচ্ছা বলে কিছু নেই, আছে কেবল আত্মা, আমাদের বিরুদ্ধে ওরা ক্রিশ্চান আত্মা বন্দী করার, এবং ওদের স্বর্গে যাবার পথে বাধা দানের অভিযোগ আনবে, তোমরা ভাল করেই জান যে ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তর যদি তেমন ডিক্রি জারি করে, সমস্ত ভাল কারণ খারাপ হয়ে যায় এবং খারাপগুলো হয়ে যায় ভাল, এবং ভাল-খারাপ দুরকম কারণের অভাবে এবং নিজেদের খেয়ালখুশিমত কারণ আবিষ্কারের জন্যে ওরা নিপীড়নের জন্যে স্টেক, র‍্যাক আর গুলি ব্যবহার, কিন্তু রাজা যেহেতু আমাদের মিত্র, ইনকুইজিশন নিশ্চয়ই হিজ ম্যাজেস্টির ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষার বিরোধী কাজ করবে না, এমন একটা দোটানার মধ্যে পড়ে রাজা তাঁকে ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তর যা করতে বলবে তাই করবেন।

তাঁকে আরও প্রশ্ন করল ব্লিমুন্দা, কোনটাকে আপনি বেশী ভয় পাচ্ছেন, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, কী ঘটবে নাকি কী ঘটছে, কী বলতে চাইছ তুমি, মানে

ইনকুইজিশন হয়ত ইতিমধ্যে আমাদের খোঁজ করতে লেগে গেছে, ঠিক যেমন আমার মাকে খুঁজে বের করেছিল, লক্ষণগুলো ভাল করেই জানা আছে আমার, যারা ইনকুইজিটরদের মনোযোগ আকর্ষণ করে একটা আভা যেন ঘিরে রাখে তাদের, কী যে অভিযোগ আনা হতে যাচ্ছে কোনও ধারণাই থাকে না তাদের, কিন্তু তারপরও এমন আচরণ করতে থাকে যেন ওরা অপরাধী, আমার পালা যখন আসবে আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ তোলা হবে আমি জানি, ওরা বলবে আমি জুডাইজম থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছি, এবং কথাটা ঠিক, ওরা বলবে আমি যাদুটোনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছি, এবং এটাও ঠিক, এই প্যাসারোলা যদি জাদু-মন্ত্র হয় এবং আমি যেসব শিল্পকর্ম গবেষণা করে আসছি চিরকাল, এবং এইসব আস্থার সঙ্গে আমি নিজেকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি, এবং তোমরা যদি অস্বীকার কর আমি হেরে যাব। বালতাসার বলল, তেমন কিছু যদি করতে যাই আমার অন্য হাতটাও যেন খোয়া যায়। ব্লিমুন্দা বলল, আমি যদি এমন কিছু করতে যাই, আর কখনও যেন চোখ বুজতে না পারি, এবং আমি যেন টানা উপবাসে থাকি এবং ওগুলো যেন সবসময় দেখতে পায়।

এস্টেটে বন্দী অবস্থায় দিন গড়িয়ে যাওয়া দেখতে লাগল বালতাসার ও ব্লিমুন্দা। অগাস্ট শেষ হয়ে গেছে, সেপ্টেম্বর মাস এসেছে বেশ কদিন, প্যাসালোরার ওপর জাল বুনতে লেগে গেছে মাকড়শার দল, নিজেদের পাল তুলছে ওরা, ডানা যোগ করছে, সিনর স্কারলেট্টির হারপসিকর্ডটা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, বাজানোর কেউ নেই, এবং জগতে সাও সেবাস্টিয়াও ডা পেদ্রেইরার চেয়ে বিষাদময় জায়গা আর নেই। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে আবহাওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাঢাকা দিয়ে থাকছে সূর্য, এমন মেঘলা আকাশে মেশিনটাকে কেমন করে বাইরে নিয়ে পরখ করা সম্ভব, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো হয়ত ভুলে গেছেন যে সূর্যালোক ছাড়া মাটি ছেড়ে উঠবে না মেশিনটা, এবং তিনি যদি রাজাসহ হাজির হন, ব্যাপারটা এমন বিব্রতকর হবে যে লজ্জায় লাল হয়ে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু রাজা এলেন না, হাজির হলেন না প্রিস্টও, আকাশ আবার পরিষ্কার হল, সূর্য উঠল, এবং বালতাসার ও ব্লিমুন্দা আরও ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রত্যাবর্তন করল। তারপর এলেন প্রিস্ট। গেইটের বাইরে খচ্চরের অধৈর্য পা ঠোকার শব্দ পেল ওরা, একটা অদ্ভুত ঘটনা, কারণ খচ্চর এমন একটা প্রাণী যা খুব কমই ধৈর্য হারায়, নিশ্চয়ই কোনও খবর আছে, শেষতক হয়ত প্যাসারোলার প্রথম ওড়া দেখার জন্যে আসছেন রাজা, কিন্তু অগোচরে কোনও রকম আগাম সঙ্কেত বা জায়গাটায় তল্লাশি চালিয়ে দেখার জন্যে ফুটম্যানদের অ্যাডভান্স পার্টি না পাঠিয়ে, তাঁবু না খাটিয়ে হিজ ম্যাজেস্টির আরাম নিশ্চিত করা ছাড়াই, না, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভিন্ন কিছু হবে। ব্যাপারটা ভিন্ন কিছুই। ফ্যাকাশে চেহারায় দৌড়ে হুড়মুড় করে কোচ-হাউসে ঢুকে পড়লেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, যেন ইতিমধ্যে পচতে শুরু করা কোনও লাশ কবর থেকে তোলা হয়েছে, আমাদের পালাতে হবে, ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তর আমাকে অ্যারেস্ট করার জন্যে

পরওয়ানা জারি করেছে, আমাকে বন্দী করতে চাইছে ওরা, শিশিগুলো কোথায়। চেস্ট খুলে কিছু কাপড় সরাল ব্লিমুন্দা, এখানে আছে ওগুলো, ওরা এখানে এলে, জানতে চাইল বালতাসার, কী করব আমরা। আপাদমস্তক থরথর কাঁপছেন প্রিস্ট, এবং দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে ওঁর, ওঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল ব্লিমুন্দা, কী করব আমরা, লেগে রইল বালতাসার, এবং প্রিস্ট চেঁচিয়ে উঠলেন, চলো মেশিনের ভেতরেই পালাই, তারপরই আচমকা, যেন নতুন কোনও শঙ্কায় আক্রান্ত হয়েছেন, প্রায় অস্পষ্ট স্বরে প্যাসারোলার দিকে ইঙ্গিত করে বিড়বিড় করে বললেন, চলো পালাই, কিন্তু কোথায়, আমি জানি না, কিন্তু আমাদের এখান থেকে সটকে পড়তেই হবে। পরস্পরের দিকে তাকাল বালতাসার ও ব্লিমুন্দা, এটাই নিয়তি, বলল বালতাসার, চলো, বলল ব্লিমুন্দা।

বেলা তখন দুটো বাজে, আরও অনেক কাজ বাকি, একটা মিনিটও নষ্ট করার উপায় নেই, টাইলগুলো সরাতে হবে, ব্যাটেন আর জয়েস্টগুলো, খালি হাতে খসানো যাবে না যেগুলো, কাটতে হবে, কিন্তু সবার আগে অ্যাম্বার বলগুলো তারগুলো যেখানে আড়াআড়িভাবে একটা আরেকটার ওপর দিয়ে গেছে সেখানে ঝোলাতে হবে, এবং বড় পালটি মেলতে হবে যাতে মেশিনের ওপর সূর্যের আলো না পড়ে, গ্লোবগুলোতে স্থানান্তরিত করতে হবে দুহাজার ইচ্ছা, এপাশে একহাজার আর ওপাশে একহাজার, যেন দুপাশেই সমান টান কাজ করে, মাঝ আকাশে মেশিনটার উল্টে পড়ার অশঙ্কা না থাকে এবং যদি তেমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, সেটা যেন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতেই হয়। অনেক বেশী কাজ, এবং সময় একেবারেই কম। ইতিমধ্যে ছাদে উঠে গেছে বালতাসার, টাইল সরাচ্ছে, এবং মাটিতে ছুড়ে ফেলছে ওগুলো, এবং কোচ-হাউসের চারপাশে টাইল ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে, এবং পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো পাতলা ব্যাটেনগুলো ভেঙে ওকে সাহায্য করার মত যথেষ্ট সামলে নিয়েছেন, কিন্তু জয়েস্টগুলোর জন্যে তাঁর জড়ো করা শক্তির চেয়ে অনেক বেশী শক্তি দরকার, সুতরাং ওদের অপেক্ষা করতেই হচ্ছে, এবং ব্লিমুন্দা এমন ভাব করছে যেন আজীবন উড়ে বেরিয়েছে ও, পরম শান্ত চেহারায় পাল পরীক্ষা করছে ও নিশ্চিত করার জন্যে যে পিচ সমানভাবে ছড়িয়েছে এবং হেমিংয়ের কিছু অংশ শক্ত করে নিল ও।

এবং এখন, গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল, কী করবেন আপনি, আপনাকে এই দায়িত্ব দেয়ার পর আর কখনও আপনার উপস্থিতি এতখানি প্রয়োজন হয়ে ওঠে নি, এখানে তিনজন মানুষ আছে শিগগিরই যারা আকাশে উড়াল দেবে, যেখানে মানুষ কখনও যায় নি, এবং ওরা আপনার নিরাপত্তা চায়, নিজেদের পক্ষে যতখানি সম্ভব করেছে ওরা, প্রয়োজনীয় রসদ আর ইচ্ছা সংগ্রহ করেছে, কঠিনের সঙ্গে বায়বীয়ের সমন্বয় ঘটিয়েছে, সবকিছু নিজেদের স্পর্ধার সঙ্গে যোগ করেছে ওরা, এবং ওরা প্রস্তুত, যে কাজটা করা বাকি আছে এখন সেটা হচ্ছে ছাদের বাকি অংশ ভেঙে ফেলা, পাল গুটিয়ে তারপর মেশিনটাকে রোদে উন্মুক্ত করে দেয়া, এবং বিদায়, আমরা উঠে

যাব, কিন্তু যদি আপনি, গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল, অন্তত সামান্য সাহয্যটুকুও না করেন, আপনি তাহলে দেবদূত বা অন্য কিছুও নন, হ্যাঁ ডাকার মত অসংখ্য সেইন্ট আছেন, কিন্তু কেউই আপনার মত শিক্ষিত নয়, আপনি সেই তেরটি শব্দ জানেন, কোনওরকম ভুল না করে এক থেকে তের পর্যন্ত গুণতে পারেন, এবং যেহেতু বর্তমান কাজটার জন্যে এযাবৎ জ্যামিতি আর গণিতের ভাল জ্ঞান থাকা দরকার, প্রথম শব্দটি দিয়ে শুরু করতে পারেন আপনি, যেটা হচ্ছে হাউস অভ জেরুজালেম, যেখানে জেসাস ক্রাইস্ট আমাদের সবার স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন বলে বলা হয়েছে আমাদের, এবং এবার দুটো শব্দ, যেটা হচ্ছে টেব্‌লস অভ মোজেস, যেখানে, আমাদের বলা হয়েছে, জেসাস ক্রাইস্ট তাঁর পা রেখেছিলেন, এবং এবার তিনটা শব্দ, যেগুলো পবিত্র ট্রিনিটির তিন সত্তা, বলা হয়েছে আমাদের, এবং এবার চারটা শব্দ, যেগুলো হল চারজন ইভানজেলিস্ট, ম্যাথিউ, মার্ক, ল্যুক, এবং জন, আমাদের বলা হয়েছে, এবং এবার পাঁচটা শব্দ, যেগুলো হল জেসাস ক্রাইস্টের পাঁচটা ক্ষত, আমাদের বলা হয়েছে, এবং এবার ছয়টি শব্দ, যেগুলো হচ্ছে জন্মের সময় জেসাস ক্রাইস্টের পাওয়া ছয়টি আশীর্বাদ করা মোমবাতি, বলা হয়েছে আমাদের, এবং এবার সাতটি শব্দ যেগুলো সাতটা স্যাক্রামেন্ট, আমাদের বলা হয়েছে, এবং এবার আটটা শব্দ, যেগুলো আটটা বিটিচ্যুড, আমাদের বলা হয়েছে, এবং এবার নয়টি শব্দ, যেগুলো হল সেই নয় মাস যখন কুমারি মেরি তাঁর সবচেয়ে খাঁটি জঠরে তাঁর প্রিয় পুত্রকে ধারণ করেছেন, আমাদের বলা হয়েছে, এবং এবার দশটা শব্দ, যেগুলো হল ঈশ্বরের পবিত্র আইনের দশ নির্দেশ, আমাদের বলা হয়েছে, এবং এবার এগার শব্দ, যেগুলো হল এগার হাজার কুমারী, বলা হয়েছে আমাদের, এবং এবার বারটা শব্দ, যেগুলো হল বারজন অ্যাপস্‌ল, আমাদের বলা হয়েছে, এবং এবার তেরটা শব্দ যেগুলো হচ্ছে চাঁদের তের রশ্মি, এবং এটা বলার কোনও প্রয়োজনই নেই, কারণ এখানে অন্তত আমাদের সঙ্গে সেটে-ল্যুয়াস আছে, কাঁচের শিশি আগলে থাকা ওই মেয়েটি, ওকে রক্ষা করুন, গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল, কারণ শিশি যদি ভেঙে যায়, তাহলে আর কোনও যাত্রা হবে না, এবং এই প্রিস্ট, অদ্ভুত আচরণ করছেন যিনি, পালাতে পারবেন না, ছাদের ওপর কাজ করতে থাকা মানুষটাকেও নিরাপত্তা দিন, ওর বাম হাত নেই, এবং আপনিই সেজন্যে দায়ী, কারণ রণক্ষেত্রে যখন ও আহত হয় তখন আপনি মনোযোগ দেন নি, হয়ত আপনি এখনও আপনার নামতা মুখস্থ করতে পারেন নি।

বিকেল চারটা বাজে এখন, কোচ-হাউসের দেয়ালগুলোই কেবল দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্লাইং মেশিন, একগুচ্ছ ছায়ায় দিখণ্ডিত হওয়া ফোর্জ, আর গত ছয় বছর বালতাসার আর ব্লিমুন্দার একসঙ্গে ঘুমানো দূরবর্তী কোণার প্যালেটটসহ জায়গাটাকে বিশাল মনে হচ্ছে। চেস্টটা আর নেই এখন ওখানে, ওটাকে প্যাসারোলায় তুলে দিয়েছে ওরা, আর কী লাগবে আমাদের, ন্যাপস্যাকটা, কিছু খাবার আর হারপসিকর্ড, হারপসিকর্ডটাকে নিয়ে কী করা যায়, এখানেই থাকুক

ওটা, এসব স্বার্থপরের মত চিন্তা, যা অবশ্যই বুঝতে হবে এবং ক্ষমা করে দিতে হবে, ওদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এমনই যে তিনজন এটা চিন্তা করে উঠতে পারল না যে যদি ওরা হারপসিকর্ডটা ফেলে রেখে যায়, আধ্যাত্মিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দুই কর্তৃপক্ষই আরও বেশী সন্দিহান হয়ে উঠতে পারে, কেন আর কী উদ্দেশ্যে কোচ-হাউসে একটা হারপসিকর্ড, এবং কোনও হ্যারিকেন যদি ছাদ ভেঙে টাইল আর বীম চুরমার করে থাকে, হারপসিকর্ডটা কেমন করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল, এমন নাজুক একটা যন্ত্র যে এমনকি পোর্টারদের কাঁধে করে বয়ে আনতে গেলেও কী-গুলোর সুর নষ্ট হয়ে যায়। সিনর স্কারলেট কি আকাশে বাজনা শোনাবেন না আমাদের, জানতে চাইল ব্লিমুন্দা।

এখন বিদায় নিতে প্রস্তুত ওরা। মাথার ওপরের পরিষ্কার নীল বিস্তারের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, মেঘহীন, চকচকে মন্স্ট্র্যান্সের মত ঝিলিক মারছে সূর্যটা, এবার বালতাসারের দিকে তাকালেন তিনি, একটা দড়ি ধরে আছে ও, যেটা দিয়ে জাল গুটাবেন ওরা, এবং তারপর ব্লিমুন্দার দিকে, এবং কায়মনোবাক্যে চাইলেন মেয়েটা বলুক ওঁদের জন্যে কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে, এসো আমরা নিজেদের ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করি, যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন, আপনমনে বিড়বিড় করলেন তিনি, এবং পরক্ষণে রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বলে উঠলেন, টান দাও, বালতাসার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখাল না বালতাসার, কারণ ওর হাত কাঁপছে, তাছাড়া, এটা যেন *ফিয়াট* বলছে বলে মনে হল, বলতে যা দেরি, ব্যস, একটা টান এবং তারপর আমাদের কী অবস্থা হবে কে জানে। কাছে সরে এল ব্লিমুন্দা, বালতাসারের হাতে ওর হাতদুটো রাখল এবং একটা সম্মিলিত প্রয়াসে, যেন কাজটা করার এটাই একমাত্র উপায়, দুজনই টান দিল দড়িতে। একপাশে সরে গেল পালটা, সরাসরি অ্যাম্বার বলগুলোর ওপর সূর্যের আলো এসে পড়ার সুযোগ করে দিল, এবং এবার আমাদের কী হবে। কেঁপে উঠল মেশিনটা, তারপর দোল খেল যেন ভারসাম্য ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, ধাতব পাত আর বোনা বেত থেকে জোরাল কড়মড় শব্দ উঠল, এবং আচমকা, যেন কোনও আলোকিত ভোরটেক্স টেনে নিচ্ছে, পূর্ণ দুটো বাঁক শেষ করে শূন্যে উঠে গেল ওটা, এবং কোচ-হাউসের দেয়াল ছেড়ে উঠে আসার পরপরই ভারসাম্য ফিরে পেল, গাঙচিলের মত উঁচু করল মাথা, এবং তীরবেগে সোজা আকাশের দিকে ছুটতে লাগল। ওই দ্রুতগতির পাক খাওয়ায় থতমত খেয়ে যাওয়া বালতাসার আর ব্লিমুন্দা মেশিনটার কাঠের ডেকে শোয়া অবস্থায় নিজেদের আবিষ্কার করল, কিন্তু পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো পাল আটকে রাখা প্লামেটগুলোর একটা আঁকড়ে ধরেছিলেন, ফলে দারুণ অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় পৃথিবীটাকে কুঁকড়ে যেতে দেখলেন তিনি, এস্টেট এখন দেখা যায় কি যায় না, তারপর পাহাড়ের মাঝখানে হারিয়ে গেল, দূরে ওটা কী দেখা যাচ্ছে, অবশ্যই লিসবন, আহ্ নদী, আহ্, সাগর, সেই সাগর যার ওপর দিয়ে আমি, বার্টোলোমিউ লরেনসো গাসনাও, দুবার ব্রাযিল থেকে জাহাজে চেপে এসেছি, যে

সাগরে ভেসে হল্যান্ড গিয়েছি, কত দেশ আর কতগুলো মহাদেশে আর আকাশে আমাকে তুমি নিয়ে যাবে, প্যাসারোলা, বাতাস গর্জন তুলছে আমার কানে, এবং কোনও পাখি কখনও এত উঁচুতে উঠতে পারে নি, শুধু যদি রাজা এখন আমাকে দেখতে পেতেন, শুধু যদি কবিতায় আমাকে ব্যঙ্গ করেছিল যে সেই টমাস পিন্টো ব্র্যান্ডিও আমাকে দেখত, শুধু যদি ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তর দেখত আমাকে, এবং ওরা চিনতে পারত যে আমিই ঈশ্বরের মনোনীত পুত্র, হ্যাঁ, আমি, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, যে নিজ মেধার সহযোগিতায়, ব্লিমুন্দার সহায়তায়ও আকাশের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছি, স্বর্গের যদি তেমন চোখ থাকে, এবং বালতাসারের ডান হাতের সহায়তায়ও, এই যে আপনার জন্যে একজনকে নিয়ে আসছি, ঈশ্বর, যার বাম হাতটাও নেই, ব্লিমুন্দা, বালতাসার, এসো এবং দেখ, ওখান থেকে উঠে এসো, ভয় পেয়ো না।

ভয় পাচ্ছে না ওরা, নিজেদের বেপরোয়াপনায় স্রেফ হতবাক হয়ে গেছে। সজোরে হাসলেন প্রিস্ট, চিৎকার করে উঠলেন। ইতিমধ্যে হ্যান্ডরেইলের নিরাপত্তা ত্যাগ করেছেন তিনি, মেশিনের ডেকের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছোটাছুটি করছেন একনজর নিচের জমিন দেখার জন্যে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম, কত বিশাল দেখাচ্ছে পৃথিবীটাকে, ওটা থেকে এখন এতটা দূরে এসে পড়েছে ওরা, অবশেষে হাঁছড়ে পাঁছড়ে উঠে দাঁড়াল বালতাসার আর ব্লিমুন্দা, ভয়ে ভয়ে কর্ড ধরল, তারপর হ্যান্ডরেইল ধরল, আলো আর বাতাসে ধাঁধা লেগে গেছে চোখে, হঠাৎ করে আর শঙ্কিত নয়, আহ্, এবং চেঁচিয়ে উঠল বালতাসার, আমরা পেরেছি, ব্লিমুন্দাকে জড়িয়ে ধরল ও, কান্নায় ভেঙে পড়ল, যেন হারিয়ে যাওয়া কোনও শিশু, যুদ্ধে গিয়েছিল যে সৈনিকটি, পেগোসে ওর স্পাইক দিয়ে একজন মানুষকে হত্যা করেছিল, এবং এখন ব্লিমুন্দাকে আঁকড়ে ধরে থেকে খুশিতে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, ওর নোংরা চেহারায় চুমু খেল ব্লিমুন্দা। ওদের দিকে এগিয়ে এলেন প্রিস্ট এবং ওদের আলিঙ্গনে যোগ দিলেন, সহসা ইটালিয়ানের উপমার কথা মনে করে বিব্রত বোধ করলেন, তিনি, প্রিস্ট হলেন ঈশ্বর, বালতাসার তাঁর পুত্র, এবং ব্লিমুন্দা পবিত্র আত্মা বলেছিলেন তিনি, এবং ওরা তিনজনই এখন একসঙ্গে আকাশে উঠে এসেছেন, ঈশ্বর মাত্র একজন, চেঁচিয়ে বললেন তিনি, কিন্তু বাতাস তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিল। তারপর ব্লিমুন্দা বলল, আমরা যদি পাল না তুলি, ক্রমাগত উঠতেই থাকব, এবং এমনকি সূর্যের সঙ্গেও টক্কর খেয়ে যেতে পারি।

পাগলামিতে কোনও প্রজ্ঞা থাকতে পারে কিনা কখনও নিজেদের কাছে জানতে চাই না আমরা, এমনকি যখন আমরা নিজেদের খানিকটা পাগল বলে মেনে নিই তখনও না। এসব হচ্ছে পাগলামির এধারে থাকার উপায়, এবং শুধু ভেবে দেখুন, পাগলরা যদি সুস্থ মস্তিষ্কদের মত সমান মর্যাদার দাবী করে বসে কী অবস্থা হবে, যারা কিঞ্চিৎ পাগল মাত্র, এই অজুহাতে যে এখনও তাদের মাঝে কিছুটা প্রজ্ঞা রয়েছে, যেমন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর মত তাদের আপন অস্তিত্ব রক্ষা

করার, আমরা হুট করে পাল তুলে বসলে, পাথরের মত জমিনে গিয়ে পড়তে হবে আমাদের, এবং তিনি স্বয়ং দড়ি চালালেন আর স্ল্যাক অ্যাডজাস্ট করছেন যাতে পালটা আস্তে আস্তে খোলে, অ্যাম্বারের গ্লোবগুলোর ওপর ছায়া ফেলে মেশিনের গতি কমিয়ে আনে, ওড়ার কাজটা যে সহজ হবে কখনও ভাবি নি আমরা, আমরা এবার নিউ ইন্ডিজের খোঁজে যেতে পারব। ওপরে ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে মেশিনটার, এখন আকাশে ভাসছে, ওটার ডানাজোড়া প্রসারিত, উত্তরে মুখ করে আছে ঠোঁট, এবং গতিহীনতার সব রকম লক্ষণ রয়েছে ওটার। আরেকটু পাল ওঠালেন প্রিস্ট, অ্যাম্বার বলের চারভাগের তিনভাগ এরই মধ্যে ছায়ায় ঢাকা পড়েছে, এবং আস্তে আস্তে নামতে শুরু করল মেশিনটা, ছোট্ট নৌকায় করে প্রশান্ত কোনও হ্রদের ওপর দিয়ে যাবার মত ব্যাপারটা, রাডারে কিঞ্চিৎ সমন্বয়, বৈঠার একটা স্ট্রোক, কেবল মানবজাতিই আবিষ্কারে সক্ষম এমনি ছোট খাট স্পর্শ। ক্রমশ জমিন দেখা দিতে শুরু করল, দৃষ্টিসীমায় উদয় হল লিসবন, প্যালেস স্কয়্যারের অসমান চৌকোক্ষেত্র, রাস্তা আর গলিপথের গোলকধাঁধা, প্রিস্ট যেখানে থাকেন সেই বারান্দার ফ্রিয়েয্, এবং যেখানে ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরের কর্মকর্তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্যে জোর করে প্রবেশ করছে এখন, বড্ড দেরি করে ফেলেছে ওরা, স্বর্গীয় ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে খুবই বিবেকবান অফিসাররা, কিন্তু তারপরও নীল আকাশের দিকে তাকাতে ভুলে গেছে ওরা, যেখানে মেশিনটা দেখতে পেত, অনেক দূরে একটা ছোট্ট বিন্দু, কিন্তু কেমন করে চোখ তুলে তাকাবে ওরা, যেখানে সশঙ্কায় একটা বাইবেলের মুখোমুখি হয়েছে যেটার পেন্টাটিউকের পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, যেখানে মুখোমুখি হয়েছে কুটিকুটি করে কাটা কোরানের, সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি পথ ধরল ওরা এবং এগোল রোসিও এবং ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের উদ্দেশে এ সংবাদ দেয়ার জন্যে যে, যে প্রিস্টকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল ওরা, ইতিমধ্যে তিনি পালিয়ে গেছেন, এবং এটা ওদের মাথায় এল না যে বিরাট স্বর্গীয় গম্বুজে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি, কোনওদিনই যা জানবে না ওরা, কারণ এটা খুবই সত্যি যে পাগল প্রতিবন্ধী আর অদ্ভুত লোকজনের প্রতি ঈশ্বরের একধরনের দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রতি অবশ্য নেই। আরও খানিকটা নিচে নামল প্যাসারোলা, ডিউক অভ অ্যাভেইরোর এস্টেট নজরে না আসা পর্যন্ত, এবং এই তিনজন উড্ডয়নকারী একেবারেই নবীশ, এক নজর দেখেই গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্কগুলো চিনে ফেলার অভিজ্ঞতার ঘাটতি আছে ওদের, নদী আর ঝর্না, হ্রদ, পৃথিবীর বুকে তারার মত ঝিলমিল করা গ্রামগুলো নিবিড় জঙ্গল, কোচ-হাউসের চার দেয়াল দেখতে পাচ্ছে ওরা, যেই এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করেছিল ওরা, হঠাৎ পাদ্রে বার্টোলোমিউ প্রফেসোর মনে পড়ল যে চেস্টে একটা স্পাইগ্লাস আছে তাঁর, চট করে ওটা বের করে নিলেন তিনি, নিচের দিকে তাক করলেন, আহা, বেঁচে থেকে নানান জিনিস আবিষ্কার কতই না চমৎকার, এখন কোণের প্যালেটটা আলাদা করতে পারছেন তিনি, এবং ফোর্জটা, কিন্তু

হারপসিকর্ডটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, হারপসিকর্ডের কী হয়েছে, জানি আমরা, এবং প্রকাশ করতে সক্ষম, ডানার প্রবল কম্পনের মধ্য দিয়ে মেশিনটাকে আকাশে উড়ে যেতে দেখার মত উপযুক্ত সময়েই এস্টেটে হাজির হয়েছিলেন ডোমিনিকো স্কারলেত্তি, ওই ডানাগুলো যদি ঝাপ্টাত তাহলে কী অবস্থা হত চিন্তা করে দেখুন, এবং কোচ-হাউসের ভেতর ঢোকার পর সঙ্গীতজ্ঞ ওদের বিদায়ের আবর্জনা আবিষ্কার করলেন, মেঝের ওপর ছড়ানো ভাঙা টাইল, কেটে ফেলা বা ভেঙে নেয়া ব্যাটেন আর জয়েস্ট, ফাঁকা জায়গার চেয়ে বিষণ্ন আর কিছু হতে পারে না, ইতিমধ্যে মেশিনটা অপন পথ ধরেছে এবং উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, পেছনে রেখে যাচ্ছে কেবল তীব্র বিষাদ, এবং ডোমিনিকো স্কারলেত্তিকে হারপসিকর্ডের দিকে ঠেলে দিল ব্যাপারটা এবং তিনি বেগাটেল বাজাতে শুরু করলেন, কী-গুলোর ওপর বলতে গেলে আঙুলই ছোঁয়াচ্ছেন না, যেন কারও চেহারায় হাত বোলাচ্ছেন, যখন সব কথা বলা হয়ে গেছে কিংবা যখন কথা ব্যর্থ হয়, তিনি ভাল করেই জানেন হারপসিকর্ডটা এখানে রেখে যাওয়াটা বিপজ্জনক হবে, তো অমসৃণ মেঝের ওপর দিয়ে ওটাকে ঠেলে বাইরে নিয়ে এলেন তিনি, এগোনোর সময় দারুণভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে, কর্কশ ধ্বনি তুলছে ওটা, এবং এবার মেরামতের অতীত ঢিলে হয়ে পড়বে জ্যাকস্, আস্তে আস্তে হারপসিকর্ডটা কুয়োর কিনারায় নিয়ে এলেন স্কারলেত্তি, সৌভাগ্যক্রমে নিচু করে বসানো ওটা, এবং প্রচণ্ড ধাক্কায় ওটাকে জমিন থেকে উঁচু করে নিচে ফেলে দিলেন, দুবার ভেতরের দেয়ালে টক্কর খেল ওটা এবং শেষ পর্যন্ত পানিতে ডুবে যাবার সময় করুণ সুরে বাজাতে লাগল, কে জানে কী নিয়তি অপেক্ষা করছে ওটার জন্যে, চমৎকার বাজত যা এবং এখন ডুবন্ত মানুষের মত তলিয়ে যাচ্ছে, কাঁদায় স্থির হওয়ার আগে পর্যন্ত অদ্ভুত গর্গল তুলল। দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন সঙ্গীতজ্ঞ, ইতিমধ্যে মূল সড়ক হতে দূরে সংকীর্ণ গলিপথগুলো দিয়ে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করছেন, যদি চোখ তুলে তাকাতেন তিনি হয়ত আরও একবারের জন্যে প্যাসারোলাকে দেখতে পেতেন, টুপি নাড়লেন তিনি, মাত্র একবার, বরং ভান করাই ভাল যেন কিছুই জানেন না তিনি, এ থেকেই বোঝা যায় কেন উড়োজাহাজ থেকে ওঁকে ওরা দেখতে পায় নি, এবং কে জানে আদৌ আর কোনওদিন ওদের দেখা হবে কিনা।

দখিনা হাওয়া দিচ্ছে, এত মৃদু যে ব্লিমুন্দার চুলও অগোছাল করতে পারছে না, এই বাতাসে কোথাও যেতে পারবে না ওরা, এ যেন সাঁতরে সাগর পেরুনোর মত, তো বালতাসার জানতে চাইল, আমি কী বিলোউজ ব্যবহার করব, প্রত্যেকটা মুদ্রার দুটো পিঠ আছে, প্রথমে বলে উঠলেন প্রিস্ট, ঈশ্বর মাত্র একজন, এবার বালতাসার জানতে চাইল, আমি কি বিলোউজ ব্যবহার করব, ক্ষীণ গলা থেকে এবার পরিহাসের সুরে, ঈশ্বর যখন হাওয়া দিতে অস্বীকার করেন মানুষকে একটু চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো যেন বধির হয়ে গেছেন বলে মনে হল, তিনি কথাও বলছেন না, নড়াচড়াও করছেন না, স্রেফ পৃথিবীর বিশাল পরিধি, আংশিক নদী আর সাগর, আংশিক পাহাড় আর সমতলের দিকে চেয়ে আছেন, দূরে

চোখে পড়া ওটা যদি তাঁর ধারণানুযায়ী ঝর্না না হয়, কোনও জাহাজের শাদা পাল হতে পারে, যদি কুয়াশার লেজ না হয়, কোনও চিমনি থেকে বেরুনো ধোঁয়া হতে পারে, কিন্তু তারপরেও পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে এবং মানবজাতিও, অনুভূতিটুকু দূর করা যায় না, নীরবতাটুকু বিপর্যয়কর, হাওয়া পড়ে গেছে, ব্লিমুন্দার একগোছা চুলও নড়াচড়া করছে না, বিলোউজ ব্যবহার করো, বালতাসার, নির্দেশ দিলেন প্রিস্ট।

ট্রিডলঅলা পা রাখার জায়গাঅলা কোনও অর্গানের পেডালের মত ওটা, মানুষের বুক সমান উঁচুতে উঠে আসে ওগুলো, মেশিনের ফ্রেমের সঙ্গে আঁটকানো, হাত রাখার কোনও রকম রেইল নেই ওটায়, এযাত্রা পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর আরেকটা আবিষ্কার নয় এটা, বরং ক্যাথেড্রালের অর্গানের ডিজাইন নকল করেছেন তিনি, মূল পার্থক্যটা হচ্ছে বিলোউজ থেকে কোন সুর বেরিয়ে আসে না, কেবল প্যাসারোলার ডানা আর লেজের দপদপ শব্দ, আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করল ওটা, এত ধীরে যে দেখলে ক্লান্ত বোধ করবে যে কেউ, এবং মেশিনটা বড়জোর ক্রসবো থেকে ছুঁড়ে দেয়া তীরের সমান দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে এবং এখন বালতাসারই ক্লান্ত বোধ করছে, এবং এই গতিতে আমরা কোথাওই যাচ্ছি না। আড়চোখে তাকিয়ে সেটে-সয়েসের প্রয়াস জরিপ করলেন প্রিস্ট, বুঝতে পারছেন তাঁর মহা আবিষ্কারের একটা মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে, আকাশে ভেসে বেড়ানোটা পানিতে নৌকা বাওয়ার মত কোনও ব্যাপার নয়, যেখানে হাওয়া না থাকলে বৈঠা চালানোর সুযোগ নিতে পারে কেউ, থাম, বালতাসারকে নির্দেশ দিলেন তিনি, আর বিলোউজ ব্যবহার করো না, এবং ক্লান্ত বালতাসার লাফ দিয়ে ডেকে নেমে এল।

ভয় আর পরবর্তী উল্লাস উধাও হয়েছে, এখন রয়ে গেছে কেবল হতাশার ভার, কারণ এখন ওরা জানে যে আকাশে উঠে এবং আবার নেমে আসার সঙ্গে শুতে আর উঠতে পারে কিন্তু হাঁটতে পারে না এমন কারও কোনও পার্থক্য নেই। দূর দিগন্তে অস্ত যাচ্ছে সূর্য, এবং পৃথিবীর বুকে ইতিমধ্যে বিস্তার ঘটাচ্ছে ছায়ারা। স্পষ্ট কোনও কারণ ছাড়াই শঙ্কিত বোধ করছেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, কিন্তু আচমকা দূরের কোনও জঙ্গল থেকে ভেসে আসা ধোঁয়ার মেঘে মনযোগ কেড়ে নিল ওঁর, আস্তে আস্তে উত্তরে এগোচ্ছে ওটা, এর মানে নিচে হাওয়া বইছে। পাল নাড়াচাড়া করলেন তিনি, আরও খানিকটা টানলেন যাতে অ্যাম্বার বলের আরেকটা সারি ঢেকে দেয়, এবং আচমকা নামতে শুরু করল মেশিনটা, কিন্তু হাওয়ার নাগাল পাবার মত যথেষ্ট নিচে নয়। আরও একটা সারি সূর্যালোক থেকে আড়াল করা হল, এত বেগে নেমে এল ওরা যে একটা বিট মিস করল ওদের হৃৎপিণ্ড, এবং এইবার এক শক্তিশালী আর অদৃশ্য হাতে মেশিনটা আঁকড়ে ধরল বাতাস, এবং এমন সবেগে সামনে ঠেলে দিল যে আচমকা ওদের অনেক পেছনে পড়ে গেল লিসবন, দিগন্তে কুয়াশায় আবছা হয়ে গেল ওটার সীমানা, যেন শেষ পর্যন্ত গোপন পথের সন্ধানে রওনা দেয়ার জন্যে বন্দর এবং মুরিং ত্যাগ করেছে ওরা, কে জানে কী বিপদ অপেক্ষা করে আছে ওদের জন্যে, কোন অ্যাডামাস্টোরের মুখোমুখি হবে ওরা, সাগর

হতে উঠে আসা কোন্ সেইন্ট এলমোর ফায়ার দেখবে, পানির কেমন কলাম বাতাস টেনে নেবে কেবল নোনা হয়ে যাবার পর উগড়ে দেয়ার জন্যে। তারপর ব্লিমুন্দা জানতে চায়, আমরা কোথায় যাচ্ছি, এবং প্রিস্ট জবাব দেন, যেখানে ইনকুইজিশনের হাত আমাদের নাগাল পাবে না, যদি তেমন কোনও জায়গা থাকে।

এই জাতি, যেটা স্বর্গ হতে বড্ড বেশী প্রত্যাশা করে, কিন্তু কদাচিৎ ওপরে চোখ মেলে তাকায়, যেখানে স্বর্গ আছে বলে কথিত। জমিতে কাজ করতে বাইরে যায় কৃষকরা, গ্রামবাসীরা তাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করে, উঠানে বেরোয়, ঝর্নায় যায়, কিংবা কোনও গাছের আড়ালে আসন পেতে বসে, কেবল একটা ফাঁকা জায়গায় দেহের ওপর একজন পুরুষকে নিয়ে চিৎ হয়ে শোয়া এক মহিলা মাথার ওপরে আকাশে ভেসে যাওয়া অদ্ভুত অপচ্ছায়াটিকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে সে তার পরমানন্দের কারণে সৃষ্ট দৃষ্টি বিভ্রম বলে ধরে নিল। কেবল মেশিনটাকে ঘিরে লোভীর মত চক্কর দিতে থাকা পাখিগুলোই কৌতূহল বোধ করছে এবং আপনমনে জানতে চাইছে, কী হতে পারে এটা, এটা কী হতে পারে, এটা হয়ত পাখিদের মেসিয়াহ্, কারণ তুলনা করতে গেলে ঈগলও কোনও প্রবীণ সেইন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের মত, আমার পরে আসছেন আমার চেয়ে আরও বেশী ক্ষমতাবান, এবং ওড়ার ইতিহাস এখানেই শেষ হয় নি। কিছু সময়ের জন্যে ওদের আর পাখিদের আতঙ্কিত করে তোলা একটা হকের সঙ্গে উড়ল ওরা, যার ফলে মাত্র দুটি জিনিস বাকি রইল, হকটা ডানা নাড়ছে, ঝাপ্টাচ্ছে ফলে বোঝা যাচ্ছে উড়ছে ওটা, এবং প্যাসারোলা যেটার ডানা নড়ছে না এবং আমরা যদি না জানতাম যে ওটা সূর্য, অ্যাম্বার, ঘন মেঘ, চুম্বক এবং ধাতব পাতে তৈরি, নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করে ওঠা কঠিন ঠেকত আমাদের কাছে, আমরা ফাঁকায় শুয়ে থাকা মেয়েটির অজুহাতও দেখাতে পারতাম না, মজা শেষ হয়ে যাবার পর এখন আর ওখানে নেই সে এবং এখান থেকে জায়গাটা এমনকি দেখাও যায় না।

এখন দক্ষিণ-পুব মুখী হাওয়া দিচ্ছে, প্রবল বেগে বইছে, নিচের পৃথিবী কোনও নদীর প্রবহমান উপরিতলের মত এর ক্ষেত, বনভূমি, গ্রামগঞ্জ সবুজ, হলুদ, আর বাদামি রঙের একটা মিশেল, উইন্ডমিলগুলোর পাল, পানির ওপর পানি পড়ার অবিরাম ধারা নিয়ে দ্রুত পেছনে সরিয়ে যাচ্ছে, কোন শক্তি এই পানিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে, চলার পথে সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া এই বিরাট নদী, ওটার মাঝে পথের খোঁজে থাকা ক্ষুদে ক্ষুদে ধারা, জানে না যে ওরা পানির ভেতর পানি।

মেশিনের বো-তে আছে এখন তিন উড্ডয়নকারী, এখন পশ্চিমে যাচ্ছে ওটা, এবং আরও একবার দারুণ অস্বস্তিতে আক্রান্ত হলেন পাদ্রে বার্তোলোমিউ লরেনসো, মরিয়া একটা চিৎকার চাপতে পারলেন না তিনি, সূর্য অস্ত যাবার পর মেশিনটা তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করবে, হয়ত বিধ্বস্ত হবে, হয়ত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, এবং মারা পড়বেন ওঁরা, ওই যে মাফরা দেখা যাচ্ছে, ক্রোজ নেস্টের ল্যুকআউট

থেকে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল বালতাসার, মাটি, এমন জুৎসই তুলনা আর হতে পারে না, কারণ এটা বালতাসারের মাটি, আকাশ থেকে কখনও না দেখেও চিনতে পেরেছে ও, সম্ভবত এই কারণেই আমাদের সবাই পাহাড় সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব সহজাত ধারণা পোষণ করি, যা সহজাত প্রক্রিয়াবশতই আমাদের সেইখানে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যেখানে আমাদের জন্ম, আমার অবতল হচ্ছে আপনার উত্তল, আমার উত্তল আপনার অবতল, নারী আর পুরুষ, পুরুষ আর নারীর মত, পৃথিবীতে আমরা একজন, সেজন্যেই বালতাসারের চিৎকার, ওটা আমার জামিন, যেন কারও শরীর এমনিভাবেই চিনতে পেরেছে ও। কনভেন্টের নির্মাণস্থলটা দ্রুত পেরিয়ে গেল ওরা, তবে এবার নিচ থেকে দেখতে পেল ওদের, আতঙ্কে দৌড়ে পালাল লোকজন, কেউ কেউ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত উঁচু করল, অন্যরা পাথর ছুড়ে মারল, এবং হাজার হাজার মানুষ মারপিট শুরু করল, যে দেখে নি, সন্দেহ প্রকাশ করছে, যে দেখেছে, কসম খেয়ে বলছে কথাটা সত্যি এবং পড়শীকে বলছে তার পক্ষে সাক্ষী দিতে, কেউই সত্যিকার অর্থে প্রমাণ করতে পারবে না কিছু, কারণ মেশিনটা এরই মধ্যে উড়ে অনেক দূরে চলে গেছে, এগিয়ে যাচ্ছে সূর্যের দিকে এবং এখন উজ্জ্বল চাকতিটার বিপরীতে অদৃশ্য হয়ে গেছে, যেন এটা দৃষ্টি বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, সংশয়বাদীরা ইতিমধ্যে যারা বিশ্বাস করেছে তাদের বিস্ময় নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে লেগে গেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সাগর কিনারে পৌঁছল মেশিনটা, সূর্যটা যেন ওটাকে দুনিয়ার অপর প্রান্তে টেনে নিতে যাচ্ছে, টান লাগালেন পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো, পালটা একপাশে সরে গেল এবং সহসা গুটিয়ে গেল, ওদের ঊর্ধ্ব গমন এবার এত দ্রুত হয়ে উঠল যে আরও একবার পিছিয়ে গেল নিচের পৃথিবী এবং দিগন্তের বেশ ওপরে দেখা গেল সূর্যটাকে। কিন্তু ঢের দেরি হয়ে গেছে। পুবদিকে ইতিমধ্যেই বিস্তার ঘটিয়েছে ছায়ারা, অনিবার্য রাত নামছে। মেশিনটা আস্তে আস্তে উত্তর-পুবমুখী ভাসতে শুরু করল, সোজা পথ বেছে নিয়েছে ওটা, তীর্যকভাবে জমিনের দিকে ছুটে যাচ্ছে আলোর দ্বৈত আকর্ষণে যা মেশিনটাকে বাতাসে ঝুলিয়ে রাখার মত যথেষ্ট জোরাল, এবং রাতের অন্ধকারে, যেটা ইতিমধ্যে দূরবর্তী উপত্যকাগুলোকে ঢেকে দিয়েছে, খোদ বাতাসই ওদের দ্রুত অবতরণের কারণে সৃষ্টি হওয়া শক্তিশালী প্রবাহে হারিয়ে গেছে, আচমকা লাফ দিয়ে ওঠা মেশিনটাকে ঘিরে রাখা তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দে চাপা পড়েছে। দূর'সাগরের ওপর, কারও হাতে ধরা কমলার মত বিশ্রাম নিচ্ছে সূর্যটা, ফোর্জ থেকে তুলে ঠাণ্ডা হতে দেয়া একটা ধাতব চাকতি ওটা, ওটার অগ্নিদৃষ্টি এখন আর চোখকে আহত করছে না, শাদা, তারপর সেরইজ, লাল, তারপর ক্রিমসন, এবং এখনও জ্বলজ্বল করছে কিন্তু ম্লান, ছুটি নিতে যাচ্ছে ওটা, ওটার আগামীকাল পর্যন্ত বিদায়, যদি এই উড়ন্ত সাগরচারীদের জন্যে কোনও আগামীকাল থাকে যারা মৃত্যু-আক্রান্ত পাখির মত উল্টে যাচ্ছে; খাট ডানায় তাল সামলে রেখেছে, অ্যাম্বারের মুকুট পরে আছে, এবং সমকেন্দ্রিক বৃত্তে পাক

খেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে, অন্তহীন পতন বলে মনে হচ্ছে কিন্তু অচিরেই শেষ হবে। ওদের সামনে একটা ছায়া ছায়া অবয়ব দেখা দিল, হয়ত বা ওদের অভিযানের অ্যাডামাস্টার, এবং পাহাড়ের মত বাঁক ক্রিমসন আলোর রেখায় ভরা জমিন থেকে উঠে এসেছে। পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর মাঝে চারদিকের সমস্ত কিছুর প্রতি নিরাসক্ত এবং এই জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন কারও মত অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ নিজেকে বালতাসার থেকে আলাদা করে নিল ব্লিমুন্দা, মেশিনটা খাড়া পতন শুরু করার পর পাগলের মত যাকে জাপ্টে ধরেছিল ও, গাঢ় মেঘঅলা গ্লোবগুলোর একটাকে জড়িয়ে ধরল, দুহাজার ইচ্ছা আছে ভেতরে, কিন্তু যথেষ্ট নয় ওগুলো, নিজের শরীর দিয়ে ওগুলো ঢেকে ফেলল ও, যেন ওগুলোকে আত্মস্থ করতে চাইছে বা মিশে যেতে চাইছে ওগুলোর সঙ্গে। আচমকা লাফিয়ে উঠল মেশিনটা, মাথা উঁচু করে ফেলল, রাশ টেনে থামানো কোনও ঘোড়া যেন, মুহূর্তের জন্যে জায়গায় ঝুলে রইল ওটা, দোল খেল এদিক-ওদিক, তারপর নামতে শুরু করল আবার, তবে এবার কম দ্রুত। চিৎকার করে উঠল ব্লিমুন্দা, বালতাসার, বালতাসার, তৃতীয় বার ডাকার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কেননা এরই মধ্যে অন্য গ্লোবটা জড়িয়ে ধরেছে ও, শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে ওটাকে, মেশিনটা ধীর গতিতে নামার সময় সেটে-সয়েস আর সেটে-ল্যুয়াস ওদের সংযুক্ত মেঘ দিয়ে সাহায্য করতে লাগল ওটাকে, এত ধীরে নামল ওটা যে মাটি স্পর্শ করার পর যখন এক পাশে কাৎ হয়ে গেল উইলো বেতগুলো তেমন কোনও আওয়াজই করল না, আরামপ্রদ ল্যান্ডিংয়ে সাহায্য করার মত কোনও ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু একসঙ্গে সবকিছু পাওয়া যায় না। অসাড়, ক্লান্ত অনুভূতি নিয়ে টলমল পায়ে বেরিয়ে এল তিন অভিযাত্রী, রেইল থেকে হাত ফস্কে যাওয়ায় ডিগবাজি খেল এবং হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করল নিজেদের, বলতে গেলে কোনও একটা আঁচড়ও লাগে নি, স্পষ্টতই এখনও অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার ঘটে এবং এটা ভালগুলোর একটা, এমনকি সেইন্ট ক্রিস্টোফারের শরণাপন্নও হতে হয় নি ওদের, ওখানে তিনি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন এবং উড়োজাহাজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বুঝতে পেরে শক্তিশালী হাত স্থাপন করেছেন এবং বিপদ কাটিয়েছেন, এবং ওড়ার বেলায় প্রথম অলৌকিক ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করলে খুব একটা খারাপ না।

দিনের আলো প্রায় হারিয়ে গেছে, এবং দ্রুত এগিয়ে আসছে রাত, আকাশে প্রথম দেখা দেয়া তারাগুলো মিটমিট করছে, এবং এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও, ওগুলোকে স্পর্শ করতে পারল না ওরা, হাজার হোক, এটা একটা সামান্য ফ্লি-হপ, লিসবনের মাথার ওপর আকাশে উড়েছিলাম আমরা, মাফরা শহর এবং যেখানে কনভেন্ট নির্মিত হচ্ছে সে স্থানের ওপর দিয়ে উড়ে এসেছি, এবং প্রায় সমুদ্রে বিধ্বস্ত হতে চলেছিলাম প্রায়, এবং এখন আমরা কোথায়, জানতে চাইল ব্লিমুন্দা, পেটে তীব্র যন্ত্রণার কারণে গুঙিয়ে উঠল ও, হাতে কোনও শক্তি পাচ্ছে না, এবং বালতাসারও কোনওমতে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে একই রকম অনুভূতির শিকার হল,

স্টেকে খুলি ফুটো হয়ে যাবার পর লুটিয়ে পড়ার আগে টলমলে ষাঁড়ের মত দুলছে, তবে বালতাসার ভাগ্যবান, ষাঁড়ের বিপরীতে প্রায় মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে ফিরে আসছে, কাঁপুনিটা সত্যিকার অর্থে কোনও ক্ষতি করবে না ওর, এটা জমিনে দৃঢ়ভাবে পা রাখাটা যে কত তৃপ্তিকর সেটা উপলব্ধিতে সাহায্য করবে ওকে, কোথায় আছি তার কোনও ধারণা নেই আমার, জায়গাটা অপরিচিত তবে কোনওরকম সিয়েরার মত লাগছে, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো হয়ত বলতে পারবেন আমাদের। উঠে দাঁড়াচ্ছেন প্রিস্ট, তাঁর হাত পা বা পেট কোনও যন্ত্রণা দিচ্ছে না তাঁকে, কেবল মাথাটা, মনে হচ্ছে যেন একটা ড্যাগার তাঁর কপালের দুপাশ ফুটো করে দিয়েছে, এস্টেট ছাড়ার আগে যেমন বিপদে ছিলাম এখনও তেমন বিপদেই আছি আমরা, গতকাল ইনকুইজিশন আমাদের ধরতে না পারলেও আগামীকাল নির্ঘাৎ পাকড়াও করবে, কিন্তু কোথায় আছি আমরা, এই জায়গাটার নাম কী, পৃথিবীর বুকের প্রতিটি জায়গা নরকের অ্যান্টেচেম্বার, কখনও মৃত অবস্থায় ওখানে যাও তুমি, কখনও জীবিত অবস্থায় হাজির হও কেবল অচিরেই মরার জন্যেই, আপাতত, এখনও বেঁচে আছি আমরা, আগামীকাল মারা যাব।

প্রিস্টের কাছে গিয়ে তাঁকে আরাম দেয়ার চেষ্টা করল ব্লিমুন্দা, আমাদের মেশিনটা নামার সময় মারাত্মক বিপদে পড়েছিলাম আমরা, যদি তা থেকে বাঁচতে পেরে থাকি, বাকি বিপদও কাটিয়ে উঠতে পারব, বলুন কোথায় যাওয়া উচিত আমাদের, আমরা কোথায় আছি জানি না আমি, দিনের আলোয় স্পষ্ট করে দেখতে পাব আমরা, এবং সেখান থেকে যেকোনও একটা পাহাড়ে উঠব আমরা, সূর্য অনুসরণ করে আমাদের পথ খুঁজে নেব, বালতাসার যোগ করল, মেশিনটাকে আবার শূন্যে ভাসাব আমরা, কেমন করে ওটা সামাল দিতে হয় এখন জানি আমরা, বাতাস যদি বেইমানি না করে, অনেক দূরে যেতে সক্ষম হব আমরা এবং ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরের কবল থেকে পালাতে পারব। জবাব দিলেন না পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো। দুহাতে মাথা ডুবিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যেন অদৃশ্য কোনও সত্তার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি, এবং অন্ধকারে তাঁর চেহারা আরও বেশী অস্পষ্ট হয়ে উঠল। এক চিলতে ঝোপের ওপর নেমেছে মেশিনটা, তবে আনুমানিক তিরিশ কদম দূরে, দুপাশেই, আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু ঝোপ। কাছেপিঠে প্রাণের কোনও চিহ্ন আছে বলে মনে হচ্ছে না। হিমেল রাত, বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ সেপ্টেম্বর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দিনগুলো এখন আর উষ্ণ নেই। মেশিনের আড়ালে ছোট করে আগুন জ্বালল বালতাসার, উষ্ণতা পাবার আশার চেয়ে বরং ওটার স্বস্তিকর আভার জন্যেই বেশী, কারণ বিরাট একটা বনফায়ার এড়ানোর ব্যাপারে যত্নবান ওরা, যেটা দূর থেকে নজরে পড়ে যেতে পারে। ন্যাপস্যাকে করে আনা খাবার খাবে বলে বসে পড়ল ও আর ব্লিমুন্দা, প্রিস্টকে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানাল ওরা, কিন্তু তিনি সাড়াও দিলেন না বা কাছেও এলেন না, তাঁকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা, হয়ত তারা, গভীর উপত্যকা দেখছেন

কিংবা ওই সমতল যেখানে কোনও আলো মিটমিট করছে না, যেন দুনিয়াটাকে হঠাৎ করে এর অধিবাসীরা পরিত্যাগ করেছে, এখানে হয়ত যেকোনও আবহাওয়া, এমনকি রাতেও ওড়ার ক্ষমতাঅলা ফ্লাইং মেশিনের কোনও অভাব নেই, সবাই চলে গেছে, আমাদের এই ত্রয়ীকে রেখে, ওই নির্বোধ পাখিটার সঙ্গে যেটা কিনা সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত হতেই পথ হারিয়েছে।

খাওয়া শেষ হলে বালতাসার ও ব্লিমুন্দা বালতাসারের ক্লোক আর চেস্ট থেকে বের করে আনা ক্যানভাস কাপড় গায়ে দিয়ে মেশিনের নিচে শুয়ে পড়ল, এবং ফিসফিস করে ব্লিমুন্দা বলল, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো অসুস্থ, ওঁকে আর আগের মত মনে হচ্ছে না, দীর্ঘদিন ধরেই আগের মত নেই উনি, কিন্তু আমরা কী করতে পারি, কীভাবে ওঁকে আমরা সাহায্য করতে পারি, জানি না আমি, আগামীকাল হয়ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন উনি। প্রিস্টের সরে যাবার শব্দ পেল ওরা, আগাছার ওপর দিয়ে পা টেনে এগোচ্ছেন, আপন মনে বিড়বিড় করছেন, এবং এবং স্বস্তি বোধ করল ওরা, নীরবতাই সবচেয়ে ক্লান্তিকর ব্যাপার, এবং ঠাণ্ডা আর অস্বস্তি সত্ত্বেও, ঝিমুনি চলে এল ওদের। দুজনেই শূন্যে ওড়ার স্বপ্ন দেখল ওরা, ডানাঅলা ঘোড়ায় টানা ক্যারিজে ব্লিমুন্দা, আগুনের চাদর পরা একটা ষাঁড়ের পিঠে সওয়ার বালতাসার, আচমকা ডানা হারিয়ে ফেলল ঘোড়ার দল এবং ফিউজে আগুন জ্বালান হল, আতশবাজি ফুটতে শুরু করল এবং এইসব দুঃস্বপ্নের ভেতর জেগে উঠল ওরা, খুবই সামান্য সময় ঘুমোনোর পর, আকাশটা আলোকিত হয়ে আছে, যেন আগুন ধরে গেছে সারা দুনিয়ায়, এবং ওরা দেখল একটা জ্বলন্ত ডাল হাতে মেশিনটায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন প্রিস্ট, এবং আগুন ধরে যাওয়ায় বেতের কাঠামোয় মড়মড় শব্দ উঠছে, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বালতাসার, দৌড়ে গেল প্রিস্টের দিকে, কোমর জাপ্টে ধরল তাঁর, এবং টেনে সরিয়ে নিয়ে এল তাঁকে, কিন্তু ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলেন প্রিস্ট, ফলে বাঁধন শক্ত করতে বাধ্য হল বালতাসার এবং তাঁকে মাটিতে পেড়ে ফেলল ও, তারপর জ্বলন্ত শাখাটা পা দিয়ে মাড়িয়ে নেভাল, এবং ব্লিমুন্দা ক্যানভাস কাভার কাজে লাগাল আগুন নেভানোর জন্যে, ঝোপ থেকে ঝোপে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল ওটা, এবং আস্তে আস্তে নিভে গেল আগুন। পরাস্ত এবং হালছাড়া প্রিস্ট সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। অঙ্গারগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিল বালতাসার। ছায়ার কারণে একে অন্যকে প্রায় দেখাতেই পাচ্ছে না ওরা। নিচু, নিরপেক্ষ স্বরে ব্লিমুন্দা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, যেন তাঁর জবাব প্রত্যাশা করছে, কেন মেশিনটা নষ্ট করতে চাইছেন আপনি, এবং পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোও একই রকম নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমাকে যদি আগুনেই পোড়ানো হয়, সেটা অন্তত এই আগুনই হোক। ঢালের একপাশের ঝোপঝাড়ে সরে গেলেন তিনি, তাঁকে দ্রুত নেমে যেতে দেখল ওরা, এবং দ্বিতীয়বার যখন তাকাল ওরা, অদৃশ্য হয়ে গেছেন তিনি, সম্ভবত প্রকৃতির জরুরি ডাক, যদি স্বপ্নে আগুন লাগানোর প্রচেষ্টাকারী কোনও লোকের তেমন জিনিসের অভিজ্ঞতা থেকে থাকে। সময় পেরিয়ে গেল কিন্তু প্রিস্ট

ফিরে এলেন না। বালতাসার গেল তাঁর খোঁজে। কোথাও দেখা গেল না তাঁকে। চিৎকার করে তাঁর নাম ধরে ডাকল ও, কিন্তু জবাব মিলল না কোনও। চাঁদ দেখা দিল এবং সবকিছুকে বিভ্রম আর ছায়ায় ঢেকে দিল, বালতাসার টের পেল ওর হাত আর মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে। ওয়্যারউলফ্ আর ভূতের কথা মনে পড়ল ওর, স্থির বিশ্বাস জাগল যে প্রিস্টকে স্বয়ং শয়তান শেষ করে দিয়েছে এবং শয়তান স্বর্গে কাতরানোর জন্যে ওকেও শেষ করে বসার আগে, সেইন্ট বজইলসের উদ্দেশে প্যাটারনস্টার উচ্চারণ করল, সাধুসুলভ সহায়ক এবং আতঙ্ক, মৃগী, পাগলামী আর দুঃস্বপ্নসহ বিভিন্ন সময় আর পরিস্থিতিতে সাহায্যকারী, সেইন্ট কি ওর আবেদন শুনতে পেয়েছেন, কারণ এখনও বালতাসারকে ছিনিয়ে নিতে আসে নি শয়তান, কিন্তু ওর ভয় কাটল না, এবং আচমকা সারা পৃথিবী বিড়বিড় শুরু করল, কিংবা তেমনই মনে হল, যদি না চাঁদের প্রভাব হয়ে থাকে, সপ্ত-চাঁদই আমার জন্যে সেরা সেইন্ট, ব্লিমুন্দার দিকে ফেরার সময় আপনমনে ভাবল ও, এখন ভয়ে কাঁপছে, প্রিস্ট অদৃশ্য হয়ে গেছেন, ওকে বলল ও, ব্লিমুন্দা বলল, একেবারে চলে গেছেন তিনি, এবং আমরা আর কোনওদিন দেখব না তাঁকে।

সেরাতে ভাল ঘুম হল না ওদের। পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো ফিরে এলেন না। ভোর হলে, ওদিকে উঠবে সূর্যটা, বালতাসারকে সতর্ক করল ব্লিমুন্দা, তুমি যদি পাল না খাটাও, আর অ্যাম্বার বলগুলো শক্ত করে না আটকাও, কোনওরকম হাতের সহায়তা ছাড়া, আপনাআপনি উড়ে যাবে মেশিনটা, ওটাকে ছেড়ে দেয়াই হয়ত ভাল হবে, যাতে পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর সঙ্গে মাটি বা আকাশের কোথাও মিলিত হবার পথ খুঁজে পেতে পারে, এবং তীব্র স্বরে বালতাসার যোগ করল, কিংবা নরকে, এখানেই থাকছে মেশিনটা এবং টার-লেপা পাল টেনে অ্যাম্বার গ্লোবগুলোকে ঢাকতে শুরু করল ও, কিন্তু সন্তুষ্ট হল না, বাতাসে পালটা উড়ে বা ছিঁড়ে যাবার ভয় করছে ও। ছুরি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত লম্বা ঝোপের কয়েকটা ডাল কেটে নিল ও এবং বিছিয়ে দিল মেশিনটার ওপর, এবং এক ঘণ্টা পরে, দিনের পরিষ্কার আলোয় দূর থেকে কেউ এদিকে তাকিয়ে এক চিলতে ঝোপের মাঝখানে সবুজের একটা স্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং সবকিছু যখন ক্ষয়ে যেতে শুরু করবে তখন আরও খারাপ দেখাবে ওটা। আগের দিন সন্ধ্যার খাবারের অবশিষ্টাংশ থেকে কিছুটা খেল বালতাসার, ব্লিমুন্দা খানিকটা খাবার পর, কারণ আপনি নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারবেন, চোখজোড়া বন্ধ অবস্থায়, সব সময় ও-ই আগে খায়, আজ এমনকি বালতাসারের ক্লোকে মাথা দাবিয়ে নিয়েছে ও। এখানে আর কিছু করার নেই। আমরা এখন কী করব, ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, এবং অন্যজন জবাব দিল, এখানে আর কিছুই করার নেই আমাদের, তাহলে, চলো যাওয়া যাক, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো যেখানে অদৃশ্য হয়েছেন সে জায়গাটা পেরিয়ে যেতে পারি আমরা, এবং এমনও হতে পারে যে ওঁর কোনও রকম চিহ্ন পেয়ে যাব। সারা সকাল নিচে নামার সময় পাহাড়ের ওই পাশটায় তল্লাশি

চালাল ওরা, এই বিরাট গোল আর নীরব পাহাড় সারির নাম কী হতে পারে চিন্তা করল ওরা, এবং প্রিস্টের কোনও চিহ্ন পেল না, এমনকি পায়ের ছাপ পর্যন্ত না কিংবা কোনও কাঁটাঝোপে আটকে যাওয়া কালো ক্যমোকের ছেঁড়া টুকরো, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন প্রিস্ট, কোথায় যেতে পারেন তিনি, এবার কী, প্রশ্নটা করল ব্লিমুন্দা। আমরা এগিয়ে যাব, সূর্যটা রয়েছে ওদিকে, আমাদের ডানদিকে সাগর, আমরা কোনও জনবসতিতে পৌঁছার পর, কোথায় আছি বুঝতে পারব, এবং এই সিয়েরার নাম কী, যাতে পরে আবার ফিরে আসতে পারি আমরা, এটার নাম সেরা ডো বের্‌রেগুডো, এক লীগ সামনে ওকে বলল এক রাখাল, এবং ওই উঁচু পাহাড়টার নাম মন্টে জুন্টো।

ওরা লিসবন থেকে আসছে বোঝানোর জন্যে অনেকটা ঘুরপথে চলে মাফরায় পৌঁছতে দুদিন লাগল ওদের। রাস্তায় একটা মিছিলের সামনে পড়ল ওরা, ঈশ্বরের প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনার জন্যে স্বর্গকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে সবাই, ভবিষ্যতের ব্যাসিলিকার নির্মাণ স্থলের ওপর দিয়ে উড়ে গেছেন পবিত্র আত্মা।

এমন এক যুগে বাস করছি আমরা যেখানে একজন নান, যেন এটা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার, আশ্রমে শিশু জেসাস কিংবা কয়্যারে হারপিস কর্ট বাদনরত কোনও দেবদূতের দেখা পেয়ে যাবে এবং যদি তাকে তার সেলে আটকে রাখা হয়, যেখানে, একান্ত প্রকাশগুলো আরও বেশী বাস্তবিক, ওর বিছানা ধরে ঝাঁকুনি দেয়া দানবের হাতে অত্যাচারিত হয় সে, তার শরীর ধরে মোচড়ায়, প্রথমে উর্ধ্বাংশ, যাতে তার বুকজোড়া কাঁপে, তারপর নিম্নাংশ, যেখানে তার অরিফিস কাঁপে এবং ঘেমে ওঠে, নরকের সেই দৃশ্য বা স্বর্গের দ্বার, অর্গাজম উপভোগ করার সময় শেষেরটি আর অর্গাজম শেষ হয়ে যাবার পর আগেরটা, এবং লোকে এর সমস্ত কিছুই বিশ্বাস করে, সুতরাং, বালতাসার ম্যাটেয়াস, ওরফে সেটে-সয়েস, একথা বলে বেড়াতে পারছে না যে, আমি লিসবন থেকে উড়ে মন্টে জুন্টো পর্যন্ত গিয়েছি, তাহলে পাগল ঠাউরানো হবে ওকে, যেটা আবার শাপে বর হতে পারে, যদি ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরের মনোযোগ এড়াতে চায় ও, কারণ এই পাগলামিতে ঘেরাও হয়ে থাকা দেশে প্রচুর ক্ষ্যাপা লুনাটিক আছে। এ পর্যন্ত পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর দেয়া টাকার সাহায্যে টিকে আছে বালতাসার আর ব্লিমুন্দা, এবং কিচেন গার্ডেন থেকে তোলা ক্যাবেজ আর বীনের হালকা খাবার খেয়ে, কদাচিৎ এক আধ টুকরো মাংস, এবং লোণা কিছু সারডিন, যদি টাটকা মাছ না থাকে, এবং ওরা যাই খরচ করছে বা খাচ্ছে সেটা নিজেদের শরীরের পুষ্টির জন্যে ততটা নয় যতটা না ফ্লাইং মেশিনের মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্যে, যদি ওটাকে আবার উড়তে দেখার কোনওরকম আশা লালন করে থাকে ওরা।

মেশিনটা, মানে কেউ যদি ওটাকে তেমন কিছু বলে বিশ্বাস করে, উড়েছে এবং ওটার শরীর পুষ্টি দাবী করছে, এতে বোঝা যায় ওদের স্বপ্নগুলো কেন অমন উঁচুতে উঠে যায়, সেটে-সয়েস এমনকি ড্রোভার হিসাবে ওর কাজ চালাতে পারছে না, ষাঁড়টা বিক্রি করে দেয়া হয়েছে, ঠেলাটা ভেঙে গেছে, এবং ঈশ্বর যদি এমন অবিবেচক না হতেন, গরীবের সম্পদ হত চিরস্থায়ী । ওর যদি নিজের জোয়ালের বলদ আর ঠেলাগাড়ি থাকত, ইনস্পেক্টর জেনারেলকে সেবা দেয়ার প্রস্তাব রাখতে পারত বালতাসার, এবং ওর অক্ষমতা সত্ত্বেও ওকে কাজ দিত ওরা। কিন্তু মাত্র একটা হাত থাকায় রাজার পশু দেখাশোনার বেলায় ওর যোগ্যতা দিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলবে ওরা, অভিজাত সম্প্রদায়, কিংবা অন্য যেকোনও সম্পদশালী ভূস্বামী নিজেদের যারা সিংহাসনের অনুগ্রহভাজনে পরিণত হতে দিয়েছে। তো কী কাজ পাবার আশা করতে পারি আমি, সেই রাতেই সাপারের পর, ভগ্নিপতি আলভারো

দিয়োগোকে জিজ্ঞেস করল বালতাসার, কারণ এখন ওরা সবাই পিতৃগৃহে বসবাস করছে, কিন্তু সবার আগে বালতাসার আর ব্লিমুন্দাকে মাফরার আকাশে পবিত্র আত্মার দর্শনীয়ভাবে উড়ে যাবার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে হল আইনিস অ্যান্টোনিয়ার কাছ থেকে, ঠিক এই চোখগুলো দিয়েই, একদিন যেগুলো মাটি খেয়ে নেবে, পবিত্র আত্মাকে দেখেছি আমি, মাই ডিয়ার ব্লিমুন্দা, আর আলভারো দিয়োগোও দেখেছে অপচ্ছায়াটা, নির্মাণ-স্থানে কাজ করার সময়, কথাটা ঠিক না, স্বামী, একথায় আলভারো দিয়োগো একটা জ্বলন্ত অঙ্গারে ফুঁ দিতে দিতে এটা নিশ্চিত করল যে একটা কিছু ওরা যেখানে কনভেন্ট নির্মাণ করছে সেই জায়গাটার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল, পবিত্র আত্মা ওটা, জোরের সঙ্গে বলল অ্যান্টোনিয়া, যারা শুনতে চেয়েছে তাদের উদ্দেশে যথেষ্ট বলেছেন ফ্রায়াররা, ওটার পবিত্র আত্মা হবার ব্যাপারে মানুষ এতই আস্থাবান ছিল যে ধন্যবাদ জানাতে একটা মিছিলের আয়োজন পর্যন্ত করেছে। তাহলে ওটা পবিত্র আত্মাই হবে, সায় দিল তার স্বামী, এবং ব্লিমুন্দার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বালতাসার বলল, স্বর্গে এমন সব জিনিস আছে আমরা যেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারি না, এবং ব্লিমুন্দাও অনুভূতি প্রকাশ করে যোগ করল, আমরা যদি সেসব ব্যাখ্যা করতে পারতাম, স্বর্গীয় বস্তুগুলো ভিন্ন নামে পরিচিত হত। কোণে হার্থের পাশে বুড়ো হোয়াও ফ্রান্সিস্কো নীরবে ঝিমোচ্ছে, ঠেলাগাড়ি, জোয়ালের ষাঁড় থেকে বিচ্যুত, যেন ওদের কথোপকথনে আচ্ছন্ন, একবার ঝিমিয়ে পড়ার আগে বিড়বিড় করে বলল, এই জগতে কেবল জীবন আর মৃত্যুই আছে, তার শেষ করার অপেক্ষা করল ওরা, এবং প্রবীণের যেখানে কথা চালিয়ে যাওয়ার কথা, তরুণদের খুঁটিনাটি প্রতিটা কথা শুনিয়ে কৃতার্থ করার কথা সেখানে তার চুপ মেরে যাওয়াটা কত আশ্চর্যজনক। আরও কেউ আছে এখানে যে ঘুমিয়ে আছে বলে নীরব, কিন্তু যদি জেগেও থাকত, তাকে কিছু বলার সুযোগ দেয়া হত কিনা সন্দেহ, কারণ তার বয়স মাত্র বার বছর, শিশুদের মুখ দিয়ে সত্য কথা বেরিয়ে আসতে পারে হয়ত, কিন্তু কথা বলার সুযোগ দেয়ার আগে ওদের বড় হতে হয় এবং ততদিনে সাধারণত মিথ্যা কথা বলা শুরু করে দেয় ওরা, এই ছেলেটাই বেঁচে গেছে, রাতে বাড়ি ফিরেছে সে একদল বিল্ডারের শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করে এবং সারাদিন মাঁচায় ওঠানামা করে ক্লান্ত দেহ নিয়ে এবং সাপার শেষ করেই তলিয়ে গেছে ঘুমের অতলে, কাজ করতে চাইলে কাজের অভাব নেই, বালতাসারকে আশ্বস্ত করল আলভারো দিয়োগো, টুকটাক কাজ কিংবা হ্যান্ডকার্ট নিয়ে পোর্টারের কাজ করতে পার তুমি, শ্যাফট্ ধরে রাখতে তোমার ওই হুকটাই যথেষ্ট, এসবই হচ্ছে জীবনের দুর্ভাগ্য, কেউ একজন যুদ্ধে যায়, আহত অবস্থায় ফিরে আসে সে, কোনও রহস্যময় শক্তির জোরে আকাশে ওড়ে, এবং তারপর কোনওক্রমে একটা জীবিকা অর্জন করার প্রয়াস পায়, এটাই তাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, এবং ভাগ্যবান ও, কারণ সম্ভাবনার সকল বিচারে খোয়া যাওয়া হাতের বদলে ব্যবহার করার জন্যে এক হাজার বছর আগে এমনকি হুকও ছিল না এবং কে জানে এখন থেকে হাজার বছর পরে কী আবিষ্কৃত হবে।

পরদিন সকাল সকাল বালতাসার আর আলভারো দিয়েগো, শেষের জনের ছেলেটির সঙ্গে, কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল, সেটে-সয়েসের বাড়ি, ইতিমধ্যে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, চার্চ অভ সেইন্ট অ্যান্ড্রু আর ভাইকাউন্টের প্রাসাদের পাশে, শহরের প্রাচীনতম এলাকায় যেখানে মুরদের বানানো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়ে গেছে, আগেভাগেই বেরিয়েছে ওরা, চলার পথে অন্য লোকজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, পড়শী বলে ওদের চিনতে পারল বালতাসার, কনভেন্ট নির্মাণে সাহায্য করছে ওরাও, এ থেকে বোঝা যায় আশপাশের জমিন পরিত্যক্ত পড়ে আছে কেন, বয়স্ক পুরুষ আর মহিলারা জমিনে চাষাবাদ করতে পারে না, এবং মাফরার অবস্থান উপত্যকার তলদেশে বলে বানানো রাস্তা বেয়ে উঠতে হয় পুরুষদের, কারণ অতীতের পথঘাট অলটো ডা ভেলা থেকে সরিয়ে আনা আবর্জনার চাপা পড়ে গেছে। নিচ থেকে দেখলে ভবিষ্যতের কনভেন্টটার দেয়ালগুলোর আরেকটা টাওয়ার অভ ব্যাবেলের ইঙ্গিতবহ বলে মনে হয় না বললেই চলে, এবং ঢালের নিচে পৌঁছার পর দেয়ালগুলো পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়, প্রায় সাত বছর হয়ে গেল কাজ চলছে, এই হারে কাজ চললে শেষ বিচারের দিনের আগেই তৈরি হবে ওটা এবং নিষ্ফল হয়ে দাঁড়াবে তখন, কাজটা বিরাট, বালতাসারকে আশ্বস্ত করে আলভারো দিয়োগো, কাছে যাবার পর নিজের চোখেই দেখতে পাবে তুমি, এবং স্টোন ম্যাসন ও ব্রিকলেয়ারদের প্রতি স্পষ্ট অসন্তোষ বোধ করল বালতাসার, হতবাক হয়ে গেল, শেষ হয়ে যাওয়া কাজ দেখে যতটা না তার চেয়ে বেশী জায়গাটায় গিজগিজ করতে থাকা শ্রমিকদের দেখে, মানুষের পিঁপড়ের ঢিবি চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, এসব লোকের সবাই যদি এখানে কাজ করতে এসে থাকে তাহলে আমাকে নিজের কথাই গিলতে হবে। লাইমের পাত্র বয়ে দিনের কাজ শুরু করবে বলে ওদের ছেড়ে গেছে ছেলেটা, এবং নির্মাণস্থলের বাম দিকে ইন্সপেক্টরেট জেনারেলের অফিসের দিকে পা বাড়াল দুজন পুরুষ, আলভারো দিয়োগো ব্যাখ্যা করবে, এ আমার শ্যালক, মাফরায় থাকে, এবং যদিও অনেক বছর লিসবনে কাটিয়েছে, এখন বাবার কাছে ফিরে এসেছে, এবং কাজ দরকার ওর, এমন নয় যে ব্যক্তিগত সুপারিশে খুব একটা ফায়দা হয়, কিন্তু উপকণ্ঠ থেকে এসেছে এখানে আলভারো দিয়োগো এবং বিশ্বস্ত কর্মী হিসাবে পরিচিত এবং ঠিক জায়গায় কথা বলতে পারলে সবসময়ই কাজ দেয়। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল বালতাসার, একটা গ্রাম থেকে এসেছে ও এবং একটা নগরে প্রবেশ করছে এখন, এবং লিসবন, অবশ্যই, একটা দর্শনীয় স্থান, ছোট আর নিকটবর্তী আলগ্রেভকে অঙ্গীভূতকারী বিরাট রাজত্বের রাজধানী হিসাবে, কিন্তু অন্যান্য এলাকাও আছে, যেমন ব্রাযিল, আফ্রিকা, এবং ভারত, এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা পর্তুগীজ রাজ্যগুলো অনুল্লেখ্যই থাকল, এটা খুবই স্বাভাবিক, বলব আমি, যে লিসবন অনেক গিজগিজে আর শোরগোলময়, কিন্তু মাফরার এত কাছে ধারণাযোগ্য সব আকার আর আকৃতির ছাদের এমন ব্যাপক সমাবেশ দেখা যাবার কথা কে আশা করতে যাবে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, তিনদিন আগে

সেটে-সয়েস যখন এই জায়গাটার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল এমন উদ্বিগ্ন অবস্থায় ছিল ও যে এই বাড়িঘর আর রাস্তার সমাবেশের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়েছিল ওর চোখজোড়া প্রতারণা করছে এবং ভেবেছিল ভবিষ্যতের ব্যাসিলিকাটা একটা চ্যাপেলের চেয়ে বড় হবে না। ওপর থেকে জিনিস দেখার বেলায় স্বয়ং ঈশ্বরেরও যদি একই সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আপন স্বর্গীয় পায়ে পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ালেই ভাল করবেন তিনি, এবং মধ্যস্থতাকারী ও দূতদের বাদ দিয়ে দিতে পারেন তিনি যারা কখনও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না, এবং তিনি দৃষ্টি বিভ্রম দূর করার কাজটিও শুরু করতে পারেন যার ফলে দূর থেকে ছোট দেখানো কোনও জিনিস কাছ থেকে দেখার সময় বিরাট হয়ে যায়, যদি না ঈশ্বর স্পাইগ্লাস ব্যবহার করেন, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর মত, এবং ঠিক এই মুহূর্তে আমি যখন ওরা আমাকে কাজ দেয় নাকি বিদায় করে দেয় দেখার জন্যে অপেক্ষা করে আছি তখন আমাকে দেখছেন।

একটার ওপর আরেকটা পাথর বসানোর কাজ শুরু করতে এরই মধ্যে চলে গেছে আলভারো দিয়োগো, যদি আরও দেরি করত সে, তার মানে দাঁড়াত দিনের চারভাগের একভাগ মজুরি কাটা যাওয়া, মারাত্মক ক্ষতি হত সেটা, এখন বালতাসারকে রিক্রুটিং অফিসারকে বোঝাতে হবে যে আয়রন হুক রক্ত-মাংসে তৈরি হাতের মতই। ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে সন্দিহান মনে হল ক্লার্ককে, দায়িত্ব নেয়ার বদলে কিছু অনুসন্ধান চালাবে বলে ভেতরে চলে গেল সে, ও যে একটা উড়োজাহাজের নির্মাতা কিংবা অন্তত যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এমন কোনও দলিল দেখাতে না পারাটা বালতাসারের জন্যে দুঃখজনক, যদি তাতে ওর কোনও উপকার হত, কারণ গত চৌদ্দ বছর ধরে জাতি শান্তিতে বাস করছে, এবং যুদ্ধ একবার শেষ হয়ে যাবার পর, যুদ্ধের কথা কে জানতে চায়, যেন কখনও তা ঘটেই নি এমন হয়ে দাঁড়ায়। খুশি-খুশি চেহারা নিয়ে ফিরে এল ক্লার্ক, তোমার নাম কী, হাঁসের পালকের কলমটা তুলে নিয়ে বাদামি কালিতে ডোবাল সে, তাহলে শেষ পর্যন্ত আলভারো দিয়োগোর সুপারিশে কাজ হল, নাকি এই জমিনের ওপর ওর দাবি থাকার ব্যাপারটা, নাকি এখনও অল্প বয়স বলে, কয়েকটা চুলে পাক ধরলেও ঊনচল্লিশ বছর বয়স, নাকি স্রেফ কাজপ্রার্থী কোনও লোককে ফিরিয়ে দেয়া হলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হতে পারেন বলে, যেখানে তিনদিন আগে পবিত্র আত্মাকে উড়ে যেতে দিয়ে মাফরাকে অনুগ্রহ করেছেন তিনি, কী নাম তোমার, বালতাসার ম্যাটিয়াস, ডাক নাম সেটে-সয়েস, আগামী সোমবার পোর্টার হিসাবে কাজ শুরু করতে পার তুমি। রিক্রুটিং ক্লার্ককে অনুগতের মত ধন্যবাদ জানাল বালতাসার, এবং খুশি বা দুঃখ বোধ ছাড়াই ইন্সপেক্টরেট জেনারেলের অফিসে থেকে বেরিয়ে এল, কোথাও না কোথাও কোনও না কোনও উপায়ে মানুষকে রুটি রুজির ব্যবস্থা করতে হয়, এবং যদি সেই রুটি আত্মাকে পুষ্টি যোগাতে ব্যর্থ হয়, অন্তত আত্মা ভোগান্তি পেলেও শরীরের পোষ্টাই হবে।

বালতাসার জানে যে এই জায়গাটা ইলহা ডা মাদেইরা, কাঠের-দ্বীপ, নামে পরিচিত, এবং নামটা যথার্থ হয়েছে, কারণ পাথর আর মাটিতে বানানো অল্প

কয়েকটা বাড়ি বাদে এবং সবই কাঠে বানানো, তবে টিকে থাকার মত করে বানানো। নির্মাণস্থানে ব্ল্যাকস্মিথরাও কাজ করছে এবং ফোর্জে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারত বালতাসার, যদিও কী শিখেছিল তার বেশীরভাগই এখন ভুলে গেছে ও, কিছুই জানে না যেসব দক্ষতার সেগুলোর কথা না হয় না-ই বলা হল, পরবর্তীতে নির্মাণস্থলে কুপারস্, গ্ল্যাযিয়ার, পেইন্টার এবং আরও অসংখ্য কারুশিল্পীরা হাজির হবে। কাঠের বাড়িগুলোর অনেকগুলোরই দোতলা রয়েছে, নিচের তলায় গরু আর ষাঁড় রাখার ব্যবস্থা এবং উপরে উঁচু-নিচু পদমর্যাদার কর্মী, মাস্টার অভ ওঅর্কস, ক্লার্ক এবং ইন্সপেক্টরের জেনারেলের অন্য কর্মকর্তারা থাকে, এবং সেনাদলের দায়িত্ব প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারাও। সকালের এই সময়ে ষাঁড় এবং খচ্চরগুলোকে আস্তাবল থেকে বের করে আনা হচ্ছে, অন্যগুলোকে আরও আগেই বের করে অনা হয়েছে, এবং মাটি পেশাবে ভিজে গেছে, ছড়িয়ে আছে গোবর, এবং করপাস ক্রিস্টির মিছিলকালীন লিসবনের মত রাস্তার শিশুরা জনতার কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা করার সময় পা হড়কে একটা ষাঁড়ের নিচে পড়ে গেল একটা বাচ্চা, কিন্তু খুরের নিচে পিষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে গেল, কারণ তার গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল ওপর থেকে পাহারা দিচ্ছিলেন, এবং অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গেল সে, বিশ্রী-গন্ধ গোবরে মাখামাখি হল কেবল। অন্যদের সঙ্গে হাসল বালতাসার এবং সন্দেহ নেই কাজে হাসির সময়ও আছে। নিজস্ব প্রহরীও আছে এর। এমনকি এখনও, প্রায় জনাবিশেক ফুট-সোলজার কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে যেন যুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছে, হয়ত মহড়া করছে ওরা কিংবা এরিসেইরার দিকে যাচ্ছে ফরাসি জলদস্যুদের ঠেকানোর জন্যে, যারা অবতরণের অসংখ্য চেষ্টা করবে এবং শেষপর্যন্ত সফল হবে এবং এই ব্যাবেল শেষ হয়ে যাবার দীর্ঘদিন পরে একদিন জুনো ডুক ডি'আব্র্যান্টে মাফরায় প্রবেশ করবেন, যেখানে কনভেন্টে বিস্ময়ে স্টুল থেকে লুটিয়ে পড়ার জন্যে মাত্র জনাবিশেক বয়ঃবৃদ্ধ ফ্রায়ার রয়ে যাবেন, এবং কর্নেল বা ক্যাপ্টেন ডেলাগার্ডে, তাঁর পদবীর কোনও গুরুত্ব বহন করে না, ভ্যানগার্ডের নেতৃত্বে থেকে, প্রসাদে প্রবেশ করার চেষ্টা চালাবেন, এবং দরজাগুলো তালাবদ্ধ আবিষ্কার করবেন, যার ফলে কাস্টোডিয়ান, ফ্রায়ার ফেলিক্স ডি স্যান্টা মারিয়া ডা আরাবিডাকে তলব করা হবে, কিন্তু বেচারার কাছে চাবি থাকবে না, কারণ সেগুলো থাকবে পালিয়ে যাওয়া রাজ পরিবারের কাছে, এবং তখন অবিশ্বাসী ডেলাগার্ডে, ঐতিহাসিকদের একজন যেমন আখ্যা দিবেন তাঁকে, কাস্টোডিয়ান বেচারাকে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারবেন, যিনি আবার সাধুসুলভ বিনয় আর স্বর্গীয় নজীর অনুসরণ করে আরেক গাল পেতে দেবেন, কিন্তু বালতাসার যদি জেরেয্ ডি লস ক্যাবেলেরোসে যেখানে বাম হাত খুইয়েছিল ও, ডান হাতটাও একইভাবে বাড়িয়ে দিত, এখন তাহলে হ্যান্ডকার্টের শ্যাকল ধরা অসম্ভব বলে আবিষ্কার করত ও। এবং *ক্যাবালোরোসের* প্রসঙ্গ আসতেই কয়েকজন ঘোড়সওয়ারও অতিক্রম করে গেল, পদাতিকদের মতই সশস্ত্র, যারা এখন স্কয়্যারে প্রবেশ করছে। অচিরেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে গার্ড ডিউটি দেখার জন্যে আসছে ওরা এবং কাছেই পাহারাদার দাঁড়ানো অবস্থায় কাজ করার মত আর কিছু হয় না।

লোকজন বিরাট কাঠের ডরমিটরিগুলোয় ঘুমায়, একেকটায় দুশোর কম নয়, এবং বালতাসার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে কুঁড়েগুলো গোণা অসম্ভব ঠেকল, কিন্তু হিসাব গোলমাল হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত সাতান্নে পৌঁছতে পারল ও, ওর অঙ্কের জ্ঞান যে বিগত বছরগুলোয় উন্নত হয় নি, সেটা না হয় না-ই বলা হল, সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে এক বাকেট লাইমওঅশ আর একটা ব্রাশ নিয়ে গোণায় পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্যে এখানে-ওখানে চিহ্ন এঁকে দেয়া, ঠিক যেন কোনওরকম চর্ম রোগ ঠেকানোর জন্যে সেইন্ট ল্যাযারাসের ক্রস দরজার গায়ে আঁকছে ও। মাফরায় ওর বাবার বাড়ি না থাকলে, নিজেকে এই লোকগুলোর সঙ্গে কোনও ম্যাট বা বাঙ্কে ঘুমাচ্ছে বলে আবিষ্কার করত বালতাসার, এবং রাতে সঙ্গ দেয়ার জন্যে একজন স্ত্রী রয়েছে ওর, যেখানে এই দুর্ভাগাদের বেশীরভাগই দূর দূরান্ত থেকে এসেছে এবং তাদের স্ত্রীদের রেখে এসেছে, লোকে বলে পুরুষ কাঠ দিয়ে বানানো নয়, যখন পুরুষের শিশ্ন কাঠের মত শক্ত হয়ে যায় তখন তা অনেক খারাপ এবং সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কারণ মাফরার বিধবারা নিশ্চয়ই ওদের সকল চাহিদা মেটাতে যাবে না। স্লিপিং কোয়ার্টার ছেড়ে মিলিটারি ক্যাম্প দেখতে এগিয়ে গেল বালতাসার, ওখানে গলার কাছে কি যেন আটকে আছে বলে মনে হল ওর, ওই খাঁটানো তাঁবুগুলো, যেন অতীতে ফিরে যাচ্ছে ও, কারণ যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, কিছু মুহূর্ত আছে যখন একজন সাবেক সৈনিক যুদ্ধের জন্যে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়, এবং বালতাসারের বেলায় ব্যাপারটা এবারই প্রথম নয়। আলভারো দিয়োগো আগেই ওকে জানিয়েছিল যে মাফরায় প্রচুর সৈন্য অবস্থান করছে, কাউকে কাউকে খনন আর ব্লাস্টিং অপারেশনে সহায়াতা করার জন্যে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, এবং অন্যদের শ্রমিকদের তত্ত্বাবধান এবং কোনওরকম ঝামেলা সামাল দেয়ার জন্যে এবং তাঁবুর সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে আলভারোর উল্লেখ করা প্রচুর সৈন্য কয়েক হাজারে দাঁড়াবে। হতবিহ্বল হয়ে গেল সেটে-সয়েস, এটা কোন নতুন মাফরা, খোদ গ্রামে মোটামুটি গোটা পঞ্চাশেক বাড়ি রয়েছে, এবং অন্তত শপাঁচেক হবে এই নির্মাণ স্থানে, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের কথা না হয় না-ই বলা হল, যেমন কমিউনাল রিফেকট্রিজের সারি, প্রায় ডরমিটরিগুলোর মতই বিরাট শেড, মেঝের সঙ্গে আঁটা প্রসারিত টেবিল আর বেঞ্চ এবং খাবার পরিবেশনের দীর্ঘ চৌপায়া, এ মুহূর্তে আশপাশে নেই কেউ, কিন্তু মাঝ সকাল নাগাদ মূল খাবারের জন্যে আগুনের ওপর পেল্লায় আকারের কড়াই চাপানো হয়, এবং মেস বিউগল বেজে উঠলেই একটা বিরাট স্ট্যাম্পিডের সৃষ্টি হবে সবার আগে কে পৌঁছুতে পারে দেখার জন্যে, কাজ করে নোংরা দেহে নির্মাণ স্থান থেকে ফিরে এল লোকগুলো এবং কানে তালা লাগার যোগাড় হল শোরগোলে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে ডাকছে, এখানে বসো, আমার জায়গাটা রেখো, কিন্তু ছুতোর বসে ছুতোরের সঙ্গে, বিল্ডারের সঙ্গে বিল্ডার, আর অদক্ষ শ্রমিকের দল বসবে নিচে, সবাই যার যার মত লোকের সঙ্গে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, খাবার জন্যে বাড়ি যেতে পারবে বালতাসার, নইলে সঙ্গী পাওয়া দুরূহ হত

ওর, কারণ হ্যান্ডকার্ট সম্পর্কে কিছুই জানে না ও, ঠিক যেমন ফ্লাইং মেশিন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একমাত্র মানুষ ও-ই।

নিজের এবং সতীর্থ শ্রমিকদের সাফাই গেয়ে যা খুশি বলতে পারে আলভারো দিয়োগো, কিন্তু প্রকল্পটি স্পষ্টতই সামান্য অগ্রগতি অর্জন করছে। কোনও বাড়ি দখল করার আশা করছে এমন কারও বিবেকবান দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেছে বালতাসার, হ্যান্ডকার্ট নিয়ে ওদিকে যাচ্ছে লোকজন, অন্যদিকে মাঁচায় উঠছে অন্যরা, কেউ লাইম আর বালি বহন করছে, অন্যরা জোড় বেঁধে খুঁটি দড়ির সাহায্যে ঢালু র‍্যাম্প দিয়ে পাথরের স্ল্যাব ওঠাচ্ছে, ট্রাকশন হাতে কাজের তদারকি করছে মাস্টার-ম্যাসনরা, এবং ওভারসিয়াররা প্রত্যেক শ্রমিকের পরিশ্রম আর কাজের মান পরখ করছে। দেয়ালের উচ্চতা বালতাসারের তিনগুনের বেশী হবে না এবং ওগুলো ব্যাসিলিকার পুরো সীমানা আলিঙ্গন করে নি, কিন্তু কোনও দুর্গের মতই পুরু, এবং মাফরার টিকে থাকা দুর্গের দেয়ালের চেয়ে ঢের পুরু, কিন্তু সেগুলো ভিন্ন যুগের, আর্টিলারির চল হবার আগে, ভবিষ্যৎ কনভেন্টের পাথুরে দেয়ালের প্রস্থই কেবল ওগুলোর গড়ে তোলার শ্লথ গতিকে যুক্তিযুক্ত করতে পারে। কাৎ হয়ে পড়ে থাকা একটা হ্যান্ডকার্ট দেখতে পেল বালতাসার এবং শ্যাফটা ধরবে বলে মনস্থির করল ও, খুব কঠিন হল না কাজটা, এবং বামপাশের নিচের শ্যাফটে একটা অর্ধবৃত্ত কাটার পর যেকোনও জোড়া হাতের সঙ্গে তাল মেলাতে তৈরি হয়ে গেল ও।

যে পথে এসেছিল সেই পথেই নামতে শুরু করল ও। বিল্ডিং সাইট আর ইলহা ডা ম্যাদেইরা একটা ঢালের আড়ালে লুকিয়ে আছে এবং ঢাল বেয়ে অবিরাম পাথর আর নুড়ি গড়িয়ে না পড়লে কোনও ব্যাসিলিকা কনভেন্ট বা রাজপ্রাসাদ নির্মিত হচ্ছে ভাবতে যাবে না কেউ, স্রেফ আগের মাফরা, কয়েক শো বছর ধরে টিকে থাকা সেই একই ক্ষুদে জায়গাটা এবং রোমানদের আমল থেকে খুব একটা বদলায় নি বললেই চলে, যারা ডিক্রি জারি করেছিল এবং মুর, যারা ওদের পরে এসেছে এবং সব্জি বাগান আর অরচ্যাড রোপন করেছে যেগুলো আবার শেষমেষ অদৃশ্য হয়ে গেছে, বর্তমান কাল পর্যন্ত, যখন আমরা আমাদের শাসকদের ইচ্ছায় ক্রিশ্চান হয়েছি, কেননা ক্রাইস্ট যদি পৃথিবীর বুকে পা ফেলে থাকেনও, এসব এলাকায় কখনও আসেন নি তিনি, তাহলে অলটো ডা ভেলাই হত তাঁর ক্যাভালরি, এখন এখানে একটা কনভেন্ট নির্মাণ করছে ওরা, যেটা সম্ভবত একই রকম ব্যাপারে দাঁড়ায়। এসব পবিত্র বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে, যদি ওগুলো বালতাসারেরই ভাবনা হয়ে থাকে, কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করে কী লাভ, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেন্সোর কথা মনে করল ও, তবে প্রথম বারের মত নয়, কারণ ও যখন ব্লিমুন্দার সঙ্গে একা থাকে, কদাচিৎ অন্য কোনও ব্যাপারে কথা বলল, তাঁর কথা মনে করল ও এবং সহসা বিষাদে পরে উঠল ওর মন, সেই বিপদসঙ্কুল রাতে সিয়েরায় তাঁর সঙ্গে অমন কর্কশ আচরণ আর নিষ্ঠুরতার জন্যে দুঃখ হল ওর, যেন অসুস্থ অবস্থায় আপন ভাইয়ের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করেছে ও, আমি খুব ভাল করেই জানি যে তিনি একজন প্রিস্ট

এবং আমি এমনকি এখন আর সৈনিকও নই, তাসত্ত্বেও, আমাদের দুজনের বয়স কাছাকাছি এবং আমরা একই উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একজোট হয়ে কাজ করেছি। আপন মনে পুনরাবৃত্তি করল বালতাসার, একদিন সেরা ডো বের্‌রেগুডোয় ও মন্টে জুন্টোয় ফিরে যাবে ও, মেশিনটা এখনও ওখানে আছে কিনা দেখতে, প্রিস্টের ওখানে ফিরে যাবার সম্ভাবনা নেই-ই বলা যায়, একাই এমন কোনও দেশে চলে গেছেন যেখানে আবিষ্কারের অনুকূল অবস্থা আছে, যেমন হল্যান্ড হতে পারে, দেশটা ওড়ার বিস্ময়ের প্রতি অনেক বেশী নিবেদিত, জনৈক হ্যান্স ফাআল যেমন নিশ্চিত করবে, বেশ কিছু খুচরো অপরাধের ক্ষমা না পাওয়ায় এখনও চাঁদে বাস করে যাচ্ছে সে। শেষ যে সংবাদটা বালতাসারের জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এসব ভবিষ্যৎ ঘটনা এবং আরও আকর্ষণীয়গুলো যেমন দুজন মানুষের চাঁদে গমন এবং সবার ওদের দেখা, এবং ওঁরা যদি হ্যান্স ফাআলের কোনও চিহ্ন না পেয়ে থাকেন, তার কারণ সম্ভবত ঠিক মত খোঁজ করেন নি তাঁরা। কারণ ওইসব পথের সন্ধান পাওয়া কঠিন।

এখানে, নিচে সেটা অনেক সহজ। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় সাতশোজন, একহাজার, অন্য বার শো লোকের সঙ্গে বালতাসার, ওদের ঠেলা পাথরে ভর্তি, বালতাসারের বেলায়, হুকটা শোভেলের হ্যান্ডলের সঙ্গে আঁটা, কেননা গত পনের বছর যাবৎ ওর ডান হাত শক্তি আর নৈপুণ্যে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তারপর করপাস হোমিনির একটা অন্তহীন মিছিল এক সারিতে এমব্যাঙ্কমেন্টের তলায় অবর্জনা ফেলার জন্যে এঁকে বেঁকে পথ করে এগোল, ঝোপে ঢাকা জায়গাই কেবল নয়, বরং চাষ করা জমিও ঢেকে দিতে। শত শত বছর ধরে ক্যাবেজ, শাঁসাল, তরতাজা নরম লেটুস পাতা, অরেগ্যানো, পারসলি, স্বাদু আর উন্নত মানের ফল দেয়ার পর মুর আমলের একটা কিচেন গার্ডেন এখন বিলীন হওয়ার পথে, এবার বিদায়, এইসব পথ বরাবর আর জলধারা বয়ে যাবে না, মালি আর কখনও এই শুকনো ফুলের কেয়ারিতে পানি দেয়ার জন্যে মাটি কোপাবে না এবং পাশেরটি তার পড়শীকে নিকেশ করা তৃষ্ণায় আনন্দ উল্লাস করছে। এবং ঠিক পৃথিবী যেমন ক্রমাগত চক্কর খেয়ে চলেছে, অধিবাসী মানুষগুলো আরও বেশী চক্কর খায়, সম্ভবত আবর্জনা ভর্তি কার্টটা খালি করল যে লোকটি, পাথর আর মাটির একটা ধারা শুরু করে দিয়েছে, সবার আগে নামছে বেশী ভারি পাথরগুলো, সব্জি লাগানোর দায়িত্বে ছিল কি সে, কিন্তু তেমনটি মনে হয় না, কারণ সে এমনকি একফোঁটা অশ্রুও ফেলে নি।

দিন গড়িয়ে গেল, কিন্তু দেয়ালগুলো খুব একটা বেড়েছে বলে মনে হল না। নিরেট পাথর ভেঙে চুরচুর করে দিচ্ছে কামানের গোলা, সৈনিকেরা সেগুলোর ওপর হামলে পড়তে যাচ্ছে, ওদের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হত যদি এধরনের পাথর দেয়ালগুলো পূরণের জন্যে অন্যান্য পাথরের মত কাজে লাগানো যেত, কিন্তু, পাহাড়ের গায়ে গভীরভাবে প্রোথিত থাকায়, বেশ কষ্ট করেই নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব, এবং একবার বাতাসে উন্মুক্ত হয়ে পড়লে, অচিরেই ওসব গুঁড়োগুঁড়ো

হতে শুরু করে এবং হ্যান্ডকার্টে বোঝাই করে না ফেললে বালির মত হয়ে যায়। মাল নেয়ার জন্যে কাঠের চাকাঅলা খচ্চর টানা বড় আকারের কার্টও ব্যবহার করা হচ্ছে, ওগুলোর কোনও কোনওটা অতিরিক্ত বোঝাই, এবং সাম্প্রতিক প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে জানোয়ারগুলো কাদায় আটকা পড়ে যাচ্ছে এবং ওগুলোকে তুলে আনার জন্যে চাবুক চালাতে হচ্ছে, চাবুক হানা হচ্ছে অবলা পশুগুলোর পাছায়, এবং যখন ঈশ্বর দেখছেন না, ওদের মাথায়, যদিও এই সমস্ত শ্রম ওই একই ঈশ্বরের সেবা ও মহিমা বৃদ্ধির জন্যেই, তো কারও নিশ্চিত হবার জো নেই যে তিনি ইচ্ছা করেই দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছেন কিনা। যারা হাত দিয়ে হ্যান্ডকার্ট ঠেলছে অপেক্ষাকৃত হালকা মাল বহন করতে হচ্ছে তাদের, এবং আটকা পড়ে যাবার আশঙ্কা তাদের কম, ওরা মাঁচা ভেঙে পড়ার পর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা কাঠের প্ল্যাঙ্ক দিয়ে ক্যাট-ওঅক বানাতে পারে, কিন্তু কাজে লাগানোর মত যথেষ্ট প্ল্যাঙ্ক না থাকায়, কে আগে নাগাল পাবে দেখার জন্যে লাগাতার লুকোচুরির যুদ্ধ লেগেই আছে, এবং যদি একসঙ্গে পৌঁছে যায় ওরা, কে বেশী জোরে ঠেলা দিতে পারে সেটা দেখার জন্যে। এবং আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন অচিরেই ঘুসোঘুসি আর লাথি হাঁকানো শুরু হয়ে যাবে এবং হাওয়ায় উড়বে ইট-পাটকেল, যতক্ষণ না একটা মিলিটারি প্যাট্রল হাজির হবে, সাধারণত মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্যে একটা মহড়া যথেষ্ট, তাতে নাহলে তরবারির চ্যাপ্টা দিকের গোটা দুই বাড়ি খায় ওরা, এবং খচ্চরদের মত পাছায় দুটো চাবুকের বাড়ি।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, কিন্তু কাজ বন্ধ করার মত তুমুল বর্ষণ নয়, কেবল স্টোন-ম্যাসনদের বেলায়, কারণ বৃষ্টি মরটার শিথিল করে দেয় এবং দেয়ালের শেষ মাথার চওড়া তলে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ে, তো আকাশ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত শেডগুলোয় আশ্রয় নিল শ্রমিকরা, এবং স্টোনকাটাররা, যাদের কাজ মোটামুটি কিছুটা পরিশীলিত, কাভারের নিচে মার্বল নিয়ে কাজ করে চলল, কাটুক বা কিছু বানাক কিছু যায় আসে না, কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই যে ওরাও বিশ্রাম নিতে চায়। শেষ দলটার বেলায় দেয়ালগুলো দ্রুত বেড়ে উঠুক বা ধীরে, দুটোই সমান, যথারীতি এগিয়ে চলে ওদের কাজ, মার্বলের গ্রেইন ট্রেসআউট করে খোদাইয়ের মাধ্যমে ফ্ল্যুট, অ্যাকান্থাস পাতা, ফেস্টুন, পেডেস্টাল, এবং পুষ্পস্তবক বানাচ্ছে, এবং কাজটা শেষ হওয়া মাত্র পোর্টাররা খুঁটি আর দড়ির সাহায্যে পাথরটা নিয়ে যাচ্ছে যেখানে ওটা অন্যগুলোর সঙ্গে পড়ে থাকবে, যখন সময় হবে, একই কায়দায় বিভিন্ন অংশ যোগাড় করে আনবে ওরা, যদি না ট্যাকল আর র‍্যাম্প ব্যবহার করার মত তেমন ভারি হয়। স্টোন-কাটাররা তাদের কাজ করার নিশ্চয়তা আছে বলে সৌভাগ্যবান, আবহাওয়া যেমনই হোক, সারাক্ষণ কাভারের নিচে, এবং শাদা মার্বলগুঁড়োয় ঢাকা অবস্থায় পাউডার মাখানো উইগ পরা ভদ্রলোক বলে মনে হয় ওদের, যখন ওরা ট্যাপ-ট্যাপ, ট্যাপ-ট্যাপ কাজ করে চলে ওদের শিজেল ও হাতুড়ি দিয়ে, কাজটার জন্যে দুটো হাত লাগে। আজকের বৃষ্টিটা এত ভারি নয় যে ওভারসিয়াররা কাজ স্থগিত রাখবে এবং এমনকি হ্যান্ডকার্ট ঠেলতে থাকা লোকদেরও কাজ চালিয়ে যাবার

অনুমতি দেয়া হয়েছে, পিঁপড়ের চেয়েও কম ভাগ্যবান, যারা বৃষ্টির প্রথম আলামত দেখামাত্রই মাথা তুলে তারাদের গন্ধ শোঁকে এবং তারপরই ছুটে যায়, ওদের পিঁপড়ে-ঢিবির উদ্দেশে মানুষের বিপরীতে, যারা বৃষ্টিতেও কাজ করে যায়। সাগর থেকে ধেয়ে আসা বৃষ্টির একটা গাঢ় চাদর অচিরেই ছড়িয়ে পড়ল কান্ট্রিসাইডে, লোকজন এখানে সেখানে তাদের হ্যান্ডকার্ট ফেলে কোনওরকম নির্দেশের অপেক্ষা না করেই শেডের উদ্দেশে ছুটল বা জড়ো হল দেয়ালের আড়ালে, এতে ওদের কোনও লাভ হবে বলে যদি মনে করে থাকে, কারণ ওদের পক্ষে এরচেয়ে বেশী ভেজা সম্ভব নয়। হারনেস পরানো খচ্চরগুলো সানন্দে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল, ঘামে ঢাকা থেকে অভ্যস্ত, এখন ওরা বৃষ্টিতে চুপচুপে হয়ে গেছে, আপাত নিস্পৃহতার সঙ্গে জাবর কাটছে ষাঁড়গুলো, বৃষ্টি যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠছে, জানোয়ারগুলো মাথা নাড়ছে, ওরা কী ভাবছে কে বলতে পারে, ওদের দেহের কোন স্নায়ুগুলো কাঁপছে, কিংবা ওই চকচকে শিঙগুলো স্পর্শ করছে, যেন বলতে চায়, তাহলে এই অবস্থা তোমার। বৃষ্টি যখন থেমে যাচ্ছে বা সহ্য করার পর্যায়ে কমছে, সাইটে ফিরে এল লোকজন এবং আবার কাজ শুরু হল, বোঝাই খালিকরা, ঠেলা-ধাক্কা, টানা আর ওঠাতে লাগল ওরা, আজ ব্লাস্টিং হবে না সাধারণ আর্দ্রতার জন্যে, এবং সৈনিকদের জন্যেই বরং ভালই হয়েছে, শান্ত্রীদের সঙ্গে শেডে বিশ্রাম নিতে পারবে ওরা, ওরাও বৃষ্টি থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে ওখানে, এটাই হচ্ছে শান্তি কালীন সুখ। এবং বৃষ্টি যেহেতু আবার ফিরে এসেছে, উজ্জ্বল আকাশ ঝেঁপে পড়ছে, এবং আলামত দেখে মনে হচ্ছে বেশ কিছু সময় ধরেই চলবে, যন্ত্রপাতি জমিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হল লোকদের, কেবল স্টোন-কাটাররাই পাথরের ওপর শিজেলের কাজ চালাতে লাগল, ট্যাপ-ট্যাপ, ট্যাপ-ট্যাপ, শেডগুলো প্রশস্ত, বাতাসের ঝাপ্টায় ছিটকে আসা বৃষ্টির ছাঁটও মার্বলের গ্রেইনে দাগ ফেলতে পারবে না।

একটা পিচ্ছিল পথ বেয়ে শহরের উদ্দেশে রওনা হল বালতাসার, ওর সামনে ঢাল বেয়ে নামতে থাকা এক লোক কাদায় লুটিয়ে পড়ল এবং হেসে উঠল সবাই, এরই মধ্যে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল আরেকজন, এসব হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বিচ্যুতি, কারণ মাফরায় কোনও আউটডোর থিয়েটার, কোনও গায়ক, কোনও অভিনেতা নেই, কেবল লিসবনেই অপেরা অভিনীত হয়, আগামী দুশো বছরের মধ্যে কোনও সিনেমাও হবে না এখানে, এবং ততদিনে ফ্লাইং মেশিনের এঞ্জিন থাকবে, কেউ একজন শেষ পর্যন্ত আনন্দের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত ধীর লয়ে কেটে যায় সময়, আরে কী খবর। ওর ভগ্নিপতি আর ভাগ্নে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে এসেছে, ওরা সৌভাগ্যবান, কেননা ঠাণ্ডায় অস্থিমজ্জা জমে যাবার পর চমৎকার একটা আগুনের চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না, দীর্ঘ শিখাগুলোর সামনে আপনার হাতজোড়া উষ্ণ করে তুলতে পারা এবং পায়ের তলার কঠিন চামড়া তপ্ত অঙ্গারে মেলে ধরে শুকিয়ে নেয়া, রোদে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কুয়াশার মত আপনার হাড় থেকে ঠাণ্ডা ভাবের বিদায় নেয়া। আরও ভল হয় যদি বিছানায় একজন নারী খুঁজে

পান আপনি, এবং সে যদি হয় আপনার ভালোবাসার জন, আপনাকে কেবল তার চেহারা দেখলেই হবে, যেমন এখন ব্লিমুন্দাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা, একই রকম ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির ভাগ নেয়ার জন্যে এসেছে ও, এবং বালতাসারের মাথা ঢাকতে নিজের একটা স্কার্ট নিয়ে আসছে, এবং এই মেয়েটির গায়ের গন্ধে ওর চোখে পানি এসে গেল, তুমি কি ক্লান্ত, ওকে জিজ্ঞেস করল ব্লিমুন্দা, এবং বেঁচে থাকাকে সহনীয় করে তোলার জন্যে এ কথাগুলোরই প্রয়োজন ছিল ওর, মেয়েটির স্কার্টের হেম ওদের দুজনের মাথার ওপর টেনে দেয়া হয়েছে এবং স্বর্গও এমন আনন্দের জুড়ি মেলাতে পারবে না কোনওদিন, শুধু যদি ঈশ্বর আমাদের দেবদূতদের সঙ্গে এমন ঐক্য উপভোগ করতে পারতেন।

মাফরায় বিক্ষিপ্তভাবে সংবাদ পৌঁছুল যে একটা ভূমিকম্পের কাঁপুনিতে আক্রান্ত হয়েছে লিসবন, কিছু ছাদ আর চিমনি ধসে পড়া এবং পুরোনো দালানকোঠার দেয়ালে ফাটল দেখা দেয়া ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনও ক্ষতি হয় নি, কিন্তু দুর্ভাগ্য থেকে যেহেতু সবসময় কেউ না কেউ লাভবান হয়, মোমবাতি ব্যবসায়ীরা চুটিয়ে ব্যবসা করল, জ্বলন্ত মোমবাতিতে ভরে গেল চার্চগুলো, বিশেষ করে সেইন্ট ক্রিস্টোফারের বেদীর সামনে, প্লেগ আর মহামারী, বজ্রপাত এবং আজব হিংস্র ঝড় আর বন্যার পাশাপাশি জাহাজডুবি আর ভূমিকম্প ঠেকানোর উল্লেখযোগ্য একজন সেইন্ট, সেইন্ট বারবারা এবং সেইন্ট ইউসটেসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, যারা এধরনের নিরাপত্তা দেয়ার ব্যাপারে দারুণ বিশ্বস্ত। কিন্তু সেইন্টরা কনভেন্ট নির্মাণরত এইসব শ্রমিকদের মতই এবং আমরা যখন বলি এইসব শ্রমিক, আমরা বাকি সবাইকেও বোঝাই যারা অন্যত্র নির্মাণ এবং ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত, সেইন্টরা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং বিশ্বাসকে মূল্য দেন, কেননা ওঁরা জানেন প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা কত কঠিন, যদি ওগুলো ঈশ্বরের শক্তি হত, ব্যাপারটা আরও সহজতর হত, ঈশ্বরকে বললেই হত, এদিকে দেখুন, ওই হিংস্র ঝড়, ভূমিকম্প, আগুন, বন্যা ফিরিয়ে নিন, ওই প্লেগটাকে ছেড়ে দেবেন না কিংবা হাইওয়েতে ওই ভিলেনকে সুযোগ দেবেন না, এবং কেবল অশুভ ঈশ্বর হলেই তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করতেন তিনি, কিন্তু এসব প্রাকৃতিক শক্তি এবং সেইন্টরা বিচ্যুত হন বলে, আমরা সবচেয়ে বড় বিপদ কাটিয়েছি ভেবে স্বস্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলার পরপরই আচমকা তুফান ছোটে, স্মরণকালে যার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, বৃষ্টি বা শিলাপাত ছাড়া, কিন্তু জোরাল হাওয়া ভাঙতে সাহায্যের জন্যে এইসব হয়ত কাঙ্ক্ষিত হতে পারে, যা খালি বাদামের খোসার মত নোঙর করা জাহাজগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং টেনে, টানটান করে চেইন ভেঙে সাগরের গভীর থেকে হ্যাঁচকা টানে নোঙর তুলে নিয়ে আসে, এবং জাহাজগুলোর পাশ ফেটে দুফাঁক হয়, নাবিকরা আর্তনাদ করার সময় ওগুলোকে ডুবিয়ে দেয়, কার কাছে সাহায্য চাইতে হবে ওরাই জানে শুধু, কিংবা চড়ায় আটকা পড়ে ওরা, যেখানে নিষ্ঠুর কেউ শেষ পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন করে ফেলে ওদের। নদীর উজানের সমস্ত কুইয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, হাওয়া এবং ঢেউ ওগুলোর

ভিত্তি হতে পাথর খসিয়ে দিয়েছে এবং ওগুলোকে জমিনে পেড়ে ফেলেছে, যেন কামানের গোলার আঘাতে ভেঙে চুরে গেছে দরজা এবং জানালা, এটা কেমন শক্ত যে তলোয়ার বা আগুন ছাড়াই ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। আলোড়নটা নির্ঘাৎ শয়তানের কারসাজি ধরে নিয়ে প্রত্যেক মহিলা এবং নার্স মেইড, ভৃত্য এবং নারী দাসী হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে, মোস্ট হলি মেরি, ভারজিন ও ঈশ্বর মাতা, এবং এদিকে পুরুষেরা ফ্যাকাশে চেহারায় বদলা নেয়ার জন্যে মুর বা ইন্ডিয়ানদের না দেখে উঁচু গলায় রোসারি, প্যাটারনস্টার, আভে মারিয়া আবৃত্তি করল, এমন তাগাদার সঙ্গে ওঁদের শরণ নেয়া থেকে মনে হয় আসলে আমাদের যা দরকার তা হল একজন বাবা এবং মা। বোয়াভিস্টার কোলে এমন সজোরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে যে পানির ছিটায় কনভেন্ট অভ দ্য সিস্টোরসিয়ান নান এবং মন্টেসরি অভ সেইন্ট বেনেডিক্টের দেয়াল ভিজিয়ে দিচ্ছে, যেটা আরও ভেতরে অবস্থিত। গোটা দুনিয়াটা যদি বিশাল এক সাগরে ভাসমান নৌকা হয়, এইবেলা তলিয়ে যাবে এটা, ক্রমাগত বানের পানির তোড় ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র এবং নোয়াহ্ বা ডাহুক কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। প্রায় দেড় লীগ দূরের ফাভিসাও থেকে বেলেম অবধি তীর বরাবর ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নেই, টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কাঠ আর রসদ, যেগুলো ডুবে যাবার মত যথেষ্ট ভারি নয় তীরে ভেসে এসেছে সেগুলো, যার মানে জাহাজ মালিকদের পাশাপাশি রাজারও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। ডুবে যাবার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে কোনও কোনও জাহাজের মাস্তুল কেটে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও তিনটা মেন-অভ-ওঅর তীরে ভেসে এসেছে এবং যদি ঝটপট উদ্ধার করা না হত নির্ঘাৎ ধ্বংস হয়ে যেত ওগুলো। অগুণতি স্কিফ জেলে নৌকা আর বার্জ সৈকত বরাবর ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে, আনুমানিক একশো বিশটা মাল বহনের জন্যে ব্যবহৃত বড় জাহাজ পারে উঠে এসেছে বা ডুবে গেছে, এবং কতজন ডুবেছে বা মারা গেছে হিসাব করার চেষ্টা হবে নিষ্ফল, কারণ বহু লাশই প্রণালীর ওপাশে ভেসে গেছে বা তলিয়ে গেছে সাগরের নিচে, কিন্তু কেবল সৈকত জুড়েই একশো ষাট খানা লাশ গোণা গেছে, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে একটা রোসারির বীডস্, বিধবা আর এতীমরা কাঁদছে ওগুলোর ওপর লুটিয়ে পড়ে, হায়, আমার প্রিয়-বাবা কয়েকজন মহিলা ডুবে মরেছে, কয়েকজন পুরুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হায়, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, কারণ মারা যাবার পর আমরা সবাইই প্রিয় হয়ে যাই। লাশের সংখ্যা এত বেশী যে তাড়াতাড়ি করে কবর দিতে হল ওগুলো, কাউকে কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব হল না, তাদের আত্মীয়-স্বজনেরও খোঁজ পাওয়া গেল না, এবং শোক পালন করতে আসা অনেকেই সময় মত হাজির হতে পারে নি, তবে মারাত্মক দুর্ভাগ্য গুরুতর হিসাবের দাবী রাখে, আগের ভূমিকম্পটা যদি আরও ভয়াবহ হত এবং মৃতের সংখ্যা যদি আরও বেশী হত, লাশ কবর দেয়ার জন্যে একই ব্যবস্থা নেয়া হত, এবং জীবিতদের যত্ন নেয়া হত, আবার এ জাতীয় দুর্ভোগ ঘটার ক্ষেত্রে চমৎকার একটা পরামর্শ, কিন্তু হে প্রভু, আমাদের রক্ষা করুন।

বালতাসার ও ব্লিমুন্দা মাফরায় বসবাস করতে আসার পর দুমাসেরও বেশী সময় পেরিয়ে গেছে। কোনও উৎসবের দিন উপলক্ষ্যে সরকারী ছুটি ঘোষণার মানে সাইটের কাজকর্ম স্থগিত থাকা, তো বালতাসার স্রেফ ফ্লাইং মেশিনটা দেখার জন্যেই মন্টে জুন্টোয় যাবার সিদ্ধান্ত নিল। আগের জায়গায়ই ঠিক একই ভঙ্গিতে ওটাকে পেল ও, একপাশে কাৎ হয়ে আছে, শুকনো ঝোপের ক্যামোফ্লাজের নিচে একটা ডানার ওপর ভর দেয়া। পুরো টারের প্রলেপ দেয়া সম্পূর্ণ টানা অবস্থায় রেখে যাওয়া মেইনসেইল অ্যাম্বার বলগুলোর ওপর ছায়া ফেলছে, আর খোলের কৌণিক অবস্থানের কারণে পালের ভেতর বৃষ্টির পানি জমে নি, এইভাবে মরচে পড়ার আশঙ্কা এড়ানো গেছে। পাথুরে জমিনের সর্বত্র লম্বা লম্বা আগাছা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, কোথাও কোথাও এমনকি বৈচি গাছের ঝোপও, বেশ অদ্ভুত একটা ব্যাপার এটা, কারণ সময় বা স্থান কোনওটাই অনুকূল নয়, প্যাসারোলা যেন হঠাৎ নিজস্ব রহস্যময় শক্তি দিয়ে আত্মরক্ষা করছে বলে মনে হল, তবে অবশ্য এমন একটা মেশিন হতে যেকোনও কিছুই আশা করতে পারে লোকে। খানিকটা ইতস্তত করে কাছের ঝোপ-ঝাড় থেকে ডালপালা কেটে ক্যামোফ্লাজের সঙ্গে যোগ করল বালতাসার, আগে যেমন করেছিল ও, তবে এবার কম কষ্ট হল, কারণ একটা প্রুনিং হুক নিয়ে এসেছে ও, এবং কাজটা শেষ করার পর অন্যরকম এই ব্যাসিলিকার চারপাশে একটা চক্কর দিল, এবং ফলাফল দেখে খুশি হল। এবার মেশিনে উঠে পড়ল ও এবং ওর স্পাইকের ডগার সাহায্যে, সম্প্রতি যেটা কাজে লাগানোর সুযোগ হয় নি ওর, ডেকের একটা প্ল্যাঙ্কের ওপর আঁচড় কেটে একটা সূর্য এবং একটা চাঁদ আঁকল, যদি পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো কোনওদিন এখানে ফিরে আসেন, তিনি এই চিহ্নটা দেখতে পাবেন এবং চট করে বুঝতে পারবেন যে এটা তাঁর বন্ধুদের একটা বার্তা। রাস্তা বরাবর পা চালাল বালতাসার, ভোরে মাফরা ছেড়ে এসেছিল ও, দশলীগ দূরত্ব হেঁটে যখন ফিরে এল ও তখন রাত নেমে এসেছে, এবং যদিও লোকে বলে যারা আনন্দ পাওয়ার জন্যে হাঁটে তারা ক্লান্ত হয় না, বালতাসার বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু কেউ ওকে যেতে বাধ্য করে নি, তাহলে নিশ্চয়ই ক্যামিয়নদের বর্ণনা করা নিম্ফ ওকে আটক করেছিল এবং চমৎকার সময় কাটিয়ে এসেছে।

মধ্য সেপ্টেম্বরের একদিন কাজ শেষে বাড়ি ফিরে আসছিল বালতাসার, দেখল রাস্তার ওপর ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ব্লিমুন্দা, যেমনটা প্রায়ই করে ও, কিন্তু কেন যেন এবার ওকে উদ্বিগ্ন আর শঙ্কিত মনে হল, ওর সঙ্গে যা খাপই খায় না, কারণ ব্লিমুন্দাকে চেনে এমন যে কেউ বুঝতে পারবে যে এমনভাবে জীবন কাটায় ও যেন পূর্বজন্ম থেকে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা যোগাড় করে এসেছে, এবং কাছে যাবার পর বালতাসার জানতে চাইল, বাবার শরীর কি খারাপ, না, জবাব দিল ব্লিমুন্দা, এবং তারপর ফিসফিস করে জানাল, সিনর স্কারলেট এখন ভাইকাউন্টের সঙ্গে আছেন, এখানে তিনি কী করছেন, তুমি নিশ্চিত, তাঁকে দেখেছ তুমি, নিজের চোখে, তাঁর মত দেখতে আর কেউ হতে পারে, তিনিই সন্দেহ নেই, কারও চেহারা মনে রাখার জন্যে একবার দেখলেই চলে আমার, এবং সিনর স্কারলেটকে অসংখ্যবার দেখেছি।

ঘরে ঢুকল ওরা এবং অন্যদের সঙ্গে সাপারে যোগ দিল, তারপর যার যার নিজস্ব প্যালেটে রাতের মত শুয়ে পড়ল সবাই, এবং বুড়ো হোয়াও ফ্রান্সিস্কো তাঁর নাতীর সঙ্গে, ছেলেটা ঘুমের ভেতর অস্থির থাকে, সারা রাত গড়াগড়ি খেতে থাকে, কিন্তু তার নানা কিছু মনে করে না, বুড়ো মানুষটার জন্যে সব সময়ই এটা সঙ্গ, ঘুমানো কঠিন মনে হয় তার। এতেই ব্যাখ্যা মেলে কেন কেবল সেই শুনতে পেল, সেদিনই গভীর রাতে, মানে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে এমন কারও জন্যে গভীর রাত, বাড়ির দরজা এবং ছাদের ফাটল গলে মৃদু একটা সুর ঢুকে পড়ছে, সেরাতে মাফরায় নিশ্চয়ই গভীর নৈঃশব্দ বিরাজ করছিল, ঠাণ্ডার কারণে দরজা আর জানালা বন্ধ অবস্থায় ভাইকাউন্টের প্রাসাদে যদি হারপসিকর্ড বানানো হয়ে থাকে, এবং যদি ঠাণ্ডা নাও থাকে, সৌজন্যের স্বার্থে, বয়সের কারণে কালা হয়ে আসা কেবল একজন বুড়োর কানেই গেল, বালতাসার আর ব্লিমুন্দা যদি শুনতে পেত, ওদের কাছ থেকে মন্তব্য আশা করা যেত, সিনর স্কারলেটেই বাজাচ্ছেন বাজনা, কারণ এটা খুবই সত্যি কথা যে দানবকে তার আঙুল দিয়েই চেনা যায়, আমরা একথায় তর্ক করতে যাব না, যেহেতু বাগধারাটার অস্তিত্ব আছে এবং সম্পূর্ণ জুৎসই। পরদিন সকালে, ভোর হয়ে আসার সময়, হার্থের পাশে বসে বুড়ো ওদের বলল, গতকাল রাতে সুর শুনেছি, আইনিস অ্যান্টোনিয়া, বা আলভারো দিয়োগো বা তার নাতী কানই দিল না একথায়, কারণ বুড়োরা সবসময়ই কিছু না কিছু শোনে, কিন্তু বালতাসার আর ব্লিমুন্দা বিষণ্ণতার কাছাকাছি পর্যায়ের ঈর্ষা অনুভব করল, ওখানে কারও সুর শোনার অধিকার থাকে তো সে ওরা, অন্য কেউ নয়। বালতাসার কাজে চলে যাবার পর সকাল বেলাটা প্রাসাদের চারপাশে ঘুরঘুর করে কাটাল ব্লিমুন্দা।

ভবিষ্যৎ-কনভেন্ট পরিদর্শনের জন্যে যাবার জন্যে রাজার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন ডোমিনিকো স্কারলেত্তি। ভাইকাউন্ট আতিথেয়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সেটা তিনি সঙ্গীতের অনুরাগী বলে নয়, বরং যেহেতু ইটালিয়ান রয়্যাল চ্যাপেলের মিউজিক-মাস্টার এবং ইনফ্যান্টা ডোনা মারিয়া বারবারার শিক্ষক, ভাইকাউন্ট তাঁকে খোদ রাজপ্রসাদ হতে উৎসারিত বাস্তবতা হিসাবে দেখেছেন। আতিথেয়তা যে কখন উদারহাতে পুরস্কৃত হবে কেউ বলতে পারে না, ভাইকাউন্টের বাসভবন লজিং-হাউজ নয়, সুতরাং খুব সাবধানতার সঙ্গে মেহ্‌মান বাছাই করাই ভাল। ডোমিনিকো স্কারলেত্তি ভাইকাউন্টের হারপসিকর্ড বাজিয়েছেন, দুঃখজনকভাবে বেসুরো হয়েছিল ওটা, সন্ধ্যায় তিন বছরের মেয়ে অ্যানুয়েলা হ্যাভিয়ারকে কোলে নিয়ে এবং রুমে যারা ছিল তাদের সঙ্গে তাঁর বাদন শুনেছেন ভাইকাউন্টেস, বাচ্চাটাই ছিল সবচেয়ে মনোযোগি শ্রোতা, স্কারলেত্তির অনুকরণে সারাক্ষণ ছোট ছোট আঙুল নাচাচ্ছিল সে, যতক্ষণ না তার মায়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, এবং তারপর গভর্নেসের হাতে তুলে দেয়া হল তাকে। বাচ্চাটার জীবনে খুব বেশী সঙ্গীত শোনার অবকাশ হবে না, স্কারলেত্তি বাজানোর সময় আজ রাতে ঘুমিয়ে থাকল এবং এখন থেকে দশ বছর পর মারা যাবে ও এবং চার্চ অভ সেইন্ট অ্যান্ড্রুতে

কবর দেয়া হবে, যেখানে এখনও শুয়ে আছে ও, এই পৃথিবীর বুক যদি এধরনের বিস্ময়ের কোনও স্থান থাকে, হয়ত সাও সেবাস্টিয়াও ডা পেদ্রেইরার কুয়োয় ছুড়ে ফেলে দেয়া হারপসিকর্ডে পানির বাজানো সঙ্গীত শুনতে পাবে সে, যদি কুয়োটা এখনও ওখানে থাকে, কারণ পানির উৎসগুলো শুকিয়ে গিয়ে ভরাট হয়ে যাওয়াটাই নিয়তি।

পথ চিনে কনভেন্টের নির্মাণ স্থলে গিয়ে হাজির হলেন সঙ্গীতজ্ঞ এবং ব্লিমুন্দাকে দেখতে পেলেন, কিন্তু পরস্পরকে না চেনার ভান করলেন ওঁরা, কারণ তাতে মাফরায় সেটে-সয়েসের স্ত্রীকে ভাইকাউন্টের বাড়িতে অতিথি হিসাবে অবস্থান করা সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখলে বিস্ময় আর সন্দেহের উদ্রেক হবে, এখানে কী করছেন তিনি, সম্ভবত বিল্ডিং পরিদর্শনে এসেছেন, কিন্তু কেন, যদি তিনি ম্যাসন বা আর্কিটেক্টই না হল, এবং অর্গানিস্টের বাজানোর মত কোনও অর্গানও নেই এখানে, না, নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ আছে। আমি তোমাকে আর বালতাসারকে জানাতে এসেছি যে পাদ্রে বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও স্পেনের টলেডোয় মারা গেছেন, যেখানে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, এবং কারও কারও মতে, তিনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন, এবং তোমাকে বা বালতাসারকে যেহেতু বলে নি কেউ, আমি মাফরায় আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমরা এখনও বেঁচে আছ কিনা দেখার জন্যে। দুহাত জড়ো করল ব্লিমুন্দা, কিন্তু প্রার্থনা করার জন্যে নয়, বরং নিজের আঙুল প্যাঁচাতে চায় এমন কারও মত, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো মারা গেছেন, লিসবনে এই খবরই পৌঁছেছে, মেশিনটা সিয়েরায় বিধ্বস্ত হবার পর একরাতে পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো আমাদের রেখে দৌড়ে চলে যান এবং আর ফিরে আসেন নি, এবং মেশিনটা এখন এখানেই আছে, ওটা দিয়ে কী করব আমরা, পাহারা দিয়ে রক্ষা কর, হয়ত একদিন আবার উড়বে ওটা, পাদ্রে বার্টোলোমিউ কবে মারা গেছেন, ওরা বলছে নভেম্বর মাসের উনিশ তারিখে, তাঁর মৃত্যুর দিনে লিসবনে একটা ভয়াবহ ঝড় বয়ে গিয়েছিল, পাদ্রে বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও যদি সেইন্ট হয়ে থাকেন, স্বর্গ হতে কোনও নিদর্শন হতে পারে সেটা, সেইন্ট হওয়াটা কেমন, সিনর স্কারলেত্তি, তুমিই বলো, ব্লিমুন্দা।

পরদিন, লিসবনের উদ্দেশে রওনা দিলেন ডোমিনিকো স্কারলেত্তি। শহরের বাইরে রাস্তার একটা বাঁকে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল বালতাসার ও ব্লিমুন্দা, সঙ্গীতজ্ঞকে বিদায় জানানোর জন্যে দৈনিক মজুরির চারভাগের একভাগ বিসর্জন দিয়েছে শেষের জন। যেন ভিক্ষা চাইবে এমনিভাবে তাঁর ক্যারিজের দিকে এগিয়ে গেল ওরা, ড্রাইভারকে থামার নির্দেশ দিলেন স্কারলেত্তি, ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, বিদায়, বিদায়। দূরে, কামানের গোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, যেন কোনও পর্ব উদযাপিত হচ্ছে, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ইটালিয়ানকে, তিনি উৎসব থেকে বিদায় নিয়ে থাকলে বিস্ময়কর নয় সেটা, কিন্তু অন্যদেরও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, তা কেন হতে যাবে ওরা যেহেতু উৎসবে ফিরে যাচ্ছে।

তারার মালার আভার মাঝে, রাত আর নিঃসঙ্গতার চাদর জড়িয়ে পায়ের কাছে নতুন সাগর আর মৃত যুগ যুগান্তর নিয়ে সিংহাসনে বসে আছেন একমাত্র সম্রাট যিনি সত্যিকার অর্থে তাঁর হাতে মহাবিশ্বের গোলক ধরে আছেন, এখনও জন্মগ্রহণ করেন নি এমন একজন কবি একদিন এই ভাষায় ইনফ্যান্টে ডোম হেনরিকের স্তুতি করবেন, সবারই নিজস্ব পছন্দ রয়েছে, কিন্তু আমরা যদি মহাবিশ্বের গোলকের কথা বলি এবং সাম্রাজ্য আর সাম্রাজ্যের আহরিত সম্পদের কথা বলতে যাই, তাহলে ডোম হেনরিক একজন দুর্বল সম্রাট, রোস্টার অভ কিংসের পঞ্চম নামধারী সার্বভৌম ডোম হোয়াওর সঙ্গে যদি তুলনা করা হয়, লিগনাম ভিটা দিয়ে বানানো হাতলঅলা চেয়ারে বসে আছেন, যেখানে বেশ আরামের সঙ্গে বিশ্রাম নিতে পারেন তিনি এবং অ্যাকাউন্ট্যান্টের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন, রাজত্বের সম্পদ এবং অধিকার হিসাব করছে সে, সিল্ক, ফেব্রিক্স, পোরসেলিন, ল্যাকারড গুডস্, চা, মরিচ, তামা, অ্যামবারমিস এবং ম্যাকাও হতে আনা সোনা, আকাটা হীরে, রুবি, মুক্তা, দারুচিনি, তুলার বেল, গোয়া হতে আসা সল্টপিটার, রাগস্, ডামাস্ক কাপড়ে মোড়ানো আসবাব, এবং ডিউর হতে আসা এমব্রডারী করা বিছানার চাদর, মেলিন্ডের আইভরি, মোযাম্বিক থেকে আসা ক্রীতদাস এবং সোনা, অ্যাঙ্গোলা থেকে আনা আরও কৃষ্ণাঙ্গ দাস, তবে মোযাম্বিকের গুলোর মত শক্ত-পোক্ত নয়, এবং পশ্চিম আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ আইভি, টিম্বার, ম্যানিয়ক ফ্লাওয়ার, কলা, ইয়াম, মুরগী, ভেড়া, ছাগল, ইন্ডিগো, এবং সাও টোমের চিনি, কিছু কৃষ্ণাঙ্গ দাস, মোম, চামড়া, আইভরি, কারণ সব আইভরি হাতির শুর হতে আসে না, ক্যাবো ভার্দে থেকে বোনার সরঞ্জাম, ময়দা, লিকার, ড্রাই ওয়াইন, স্পিরিট, স্ফটিকায়িত লেবুর পিল, এবং অ্যাযোরেস ও ম্যাদেইরা থেকে আনা ফলফলারি এবং ব্রাযিলের নানাস্থান থেকে চিনি, তামাক, কোপাল, ইন্ডিগো, কাঠ, তুলা, ক্যাকো, হীরে, এমারেল্ড, রূপা, আর সোনা, কেবল এটাই রাজ্যকে গোল্ডডাস্ট বা মিন্ডেড কয়েন হিসাবে বার্ষিক বার হতে পনের মিলিয়ন ক্রুযাডোর যোগান দেয়, সাগরে হারিয়ে যাওয়া বা জলদস্যুদের চুরি করা বুলিয়নের কথা না হয় নাই বলা হল, এবং যদিও একথা সত্যি যে এগুলোর সমস্ত কিছুই রাজ্যের আয় বোঝায় না, ধনী হলেও তেমন ধনী নয় যা, সব মিলিয়ে ষোল মিলিয়ন ক্রুযাডো রাজকোষে যায়, মিনিয়াস জেরাইসের দিকে চলে যাওয়া নদীতে চলাচলের জন্যে আরোপ করা কর হিসেবেই কেবল তিরিশ হাজার ক্রুযাডো আয় হয়, সদয় প্রভু খাল সৃষ্টির জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন যেখানে পানি প্রবাহিত হতে পারবে, এবং তারপরই লাভজনক টোল আরোপ করার জন্যে হাজির হয়েছেন একজন পর্তুগীজ নৃপতি।

এই বিপুল পরিমাণ টাকা এবং এমন বিশাল সম্পদ কেমন করে ব্যয় করবেন সে কথাই ভাবছেন ডোম হোয়াও পঞ্চম, গতকাল যেমন ভেবেছিলেন আজও তেমনি ব্যাপারটা ভাবছেন তিনি, কিন্তু একই উপসংহারে পৌঁছলেন যে আত্মাই হতে হবে তাঁর প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়, সম্ভাব্য যেকোনও উপায়ে আমাদেরকে আত্মা রক্ষা করতে হবে, বিশেষ করে যখন এই পৃথিবীর বুকেই বস্তুগত আরাম আয়েশেও একে সান্ত্বনা দেয়া সম্ভব। ফ্রায়ার আর নানদের যা কিছু প্রয়োজন, এমনকি যা কিছু বাড়তি, নিতে দাও, কেননা প্রার্থনা করার সময় আগে আমার নাম উচ্চারণ করেন ফ্রায়ার, এবং নান আমার চাদর ভাঁজ করার ব্যবস্থা করে এবং ছোটখাট অন্যান্য আরাম দেয়, এবং আমরা যদি রোমকে ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তর চালানোর জন্যে প্রচুর পরিমাণ টাকা দিতে পারি, অনেক কম নিষ্ঠুর কাজের জন্যে অনেক বেশী টাকা দেয়া হচ্ছে তাকে, দুতিয়ালী এবং উপহারের জন্যে, এবং কেউ যদি এই অশিক্ষিত বা গ্রাম্য এবং অদক্ষ কারুশিল্পীদের দেশে সূক্ষ্ম শিল্পকলা এবং কারুপণ্য আশা করতে না পারে, তাহলে মাফরায় আমার কনভেন্টের জন্যে ইউরোপ থেকে ওদের আনতে দাও, এবং অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা এবং অলঙ্করণও, আমার খনির সোনা এবং আমার এস্টেটসমূহের রক্ষীদের মাধ্যমে আনা হোক, যার ফলে, উত্তর-পুরুষের জন্যে একজন ফ্রায়ার যেমন রেকর্ড করবেন, বিদেশী শিল্পীরা ধনী হয়ে উঠবেন এবং আমরা আমাদের রাজ্যের জাঁকজমকের জন্যে প্রশংসিত হব। পর্তুগাল হতে প্রয়োজন কেবল পাথর, টাইল এবং পোড়ানোর জন্যে কাঠ, এবং প্রচণ্ড শক্তিধর পুরুষ এবং খালিহাত। আর্কিটেক্ট যদি জার্মান হন, মাস্টার-কার্পেন্টার, মাস্টার-বিল্ডার এবং মাস্টার-ম্যাসনদের সবাই ইটালিয়ান, এবং যদি ব্যবসায়ী ও অন্যান্য বদমাশ যাদের কাছ থেকে আমরা সবকিছু কিনি ইংরেজ ফ্রেঞ্চ এবং ডাচ হয়, তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন তারা রোম, ভেনিস, মিলান, জেনোয়া লিয়েগি, ফ্রান্স এবং হল্যান্ড থেকে ঘণ্টা এবং ক্যারিলন, অয়েল ল্যাম্প এবং ক্যান্ডেলিয়ার, মোমবাতি, ব্রোঞ্জের টর্চ-হোল্ডার, পানপাত্র আর রূপায় গিল্ট করা মন্সট্র্যান্স, ট্যাবারন্যাক্‌ল ও সেইন্টদের মূর্তি, যাদের প্রতি রাজা বিশেষভাবে অনুরক্ত, এবং বেদীর সাজসজ্জা, অল্টার ফ্রন্ট, ডালম্যাটিক, চ্যাজুবল, কোপ, কর্ড আর ট্যাসেল, ক্যানোপি, বল্ডাচিন, আল্ব, লেসক্লথ এবং স্যাক্রিস্টি কাবার্ড আর রয়্যাল স্টলের জন্যে, তিনহাজার ওঅল নাট প্যানেল, একাজে ব্যাবহারের জন্যে সেইন্ট চার্লস বরোমিয়োর দারুণ পছন্দের কাঠ, আমদানি করে, এবং উত্তর ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে আসে মাঁচা, শেড, আর লকিং হাটের জন্যে জাহাজে বোঝাই গাছ এবং উইঞ্চ ও পুলির জন্যে দড়ি এবং কাছি, ব্রাযিল থেকে, কনভেন্টের দরজা এবং জানালার জন্যে অগুনতি অ্যাঞ্জেলিন কাঠের প্ল্যাঙ্ক, সেলের মেঝে, ডরমিটরিজ, রিফ্যাক্ট্রর এবং ডিলাউজিং বুদের ধাপসহ অন্যান্য আউটবিল্ডিংয়ের জন্যেও, কারণ ফেটে যাওয়া পর্তুগীজ পাইনের বিপরীতে, এই কাঠ পচে যায় না, ওটা কেবল সসপেন গরম করার জন্যে এবং হালকা লোকজনের বসার উপযোগি যাদের পকেটে

তেমন কিছু থাকে না। মাফরা শহরে ব্যাসিলিকা নির্মাণের জন্যে প্রথম পাথর খণ্ডটি স্থাপনের পর আট বছর পেরিয়ে গেছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওটা এসেছিল পিরো পিনহেইরো থেকে, ইউরোপের বাকী অংশ আমাদের কাছ থেকে অগ্রিম হিসাবে যে বিপুল টাকা পেয়েছিল সেজন্যে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, এবং কাজ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কিস্তিতে ওরা যা আরোপ করেছে সেটা না হয় নাই বলা হল এবং প্রকল্প চূড়ান্তভাবে শেষ হওয়ার পর ওরা কী পেয়েছে সেটাও, কারণ ওরা সিলভারস্মিথ, গোল্ডস্মিথ, বেল ফাউন্ডার এবং মূর্তি ও বাস রিলিফের জন্যে দায়ী ভাস্কর, তাঁতী, লেইসমেকার আর মহিলাদর্জি, ঘড়ি-নির্মাতা, এনগ্রেভার এবং পেইন্টার, দড়ি প্রস্তুতকারী, স-ইয়ার এবং কাঠমিস্ত্রি, এমব্রয়ডারার, ট্যানার, কার্পেন্ট-ওয়েভার, বেল-মেকার, শিপ-রিগার যোগান দিয়েছে, কোনও গরু যদি সানন্দে নিজেকে দোহন করে শুকিয়ে যেতে দেয় সেটা আমাদের হতে পারে না, কিংবা যতক্ষণ তা আমাদের হতে পারছে না, ওটাকে অন্তত পর্তুগীজদের সঙ্গে থাকতে দেয়া হোক, কারণ অচিরেই ওরা বাকিতে আমাদের কাছ থেকে এক পাইন্ট দুধ কিনবে দুধের পুডিং আর মেরিনংগ ডেজার্ট বানানোর জন্যে, ইয়োর ম্যাজেস্টি যদি আরও সাহায্য চান, গুরুত্বের সঙ্গে মনে করিয়ে দিল মাদার পলা, আপনার শুধু বললেই চলবে।

পিঁপড়েরা মধু এবং মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে থাকা চিনির চারপাশে কিলবিল করতে থাকে, এবং স্বর্গ থেকে ঝরে পড়া মান্নার চারপাশে, ওরা সবাই একই দিকে যায় সূর্যের উপাসনা করতে সাগর তীরে হাজারে হাজারে সমবেত কোনও সামুদ্রিক পাখির মত, ওদের পালক অবিন্যস্ত করে দেয়া বাতাস পেছনে থাকলেও কিছু যায় আসে না, আকাশের চলমান চোখটাকে অনুসরণ করাই ওদের কাছে আসল, এবং ছোট ছোট দৌড়ে একে অন্যের সামনে চলে আসে ওরা, যতক্ষণ না আচমকা শেষ হচ্ছে সৈকত বা সূর্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আগামীকাল ফের ঠিক এই জায়গায়ই আসব আমরা, এবং যদি আমরা না আসি আমাদের বাচ্চারা আসবে। সাইটে জড়ো হওয়া বিশ হাজার মানুষের প্রায় সবাইই পুরুষ, উপস্থিত অল্প কয়েকজন মহিলা রয়ে গেছে কিনারায়, ম্যাসে বিভিন্ন লিঙ্গের মানুষকে আলাদা করে রাখার রীতির কারণে ততটা নয় যতটা ওই ভীড়ের চাপে পড়ার ঝুঁকির কারণে, কেননা ওরা জ্যান্ত বেরিয়ে আসতে পারলেও ওদের লাঞ্ছিত হবার পুরো সম্ভাবনা রয়েছে, আধুনিক প্রকাশভঙ্গিতে যদি বলতে হয়, প্রভু, ওদের ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করো না, এবং যদি করো, তাহলে অন্তসত্ত্বা হয়ে গেছে বলে অভিযোগ আনতে যেয়ো না।

যেমন ব্যাখ্যা করেছি আমরা, ম্যাস উদযাপিত হচ্ছে। নির্মাণ স্থান আর ইলহা ডা ম্যাদেইরার মাঝখানে শ্রমিকদের আসা যাওয়ার ফলে বিধ্বস্ত বিশাল একটা জায়গা রয়েছে, সামনে-পেছনে চলাচল করা ঠেলাগাড়ির চাকার গভীর দাগ ওখানে, সৌভাগ্যক্রমে, এই মুহূর্তে জমিন একেবারেই খটখটে শুকনো, এটাই বসন্তের গুণ, গ্রীষ্মের বাহুতে যখন ধরা দিতে যাচ্ছে সে, অচিরেই ট্রাউজার ভিজে যাবার উদ্বেগে

না ভুগে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসতে পারবে পুরুষেরা, যদিও এইসব লোকজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না এবং নিজেদের ঘামেই গোসল করে। দূরবর্তী প্রান্তে উঁচুমত একটা জায়গায় একটা কাঠের চ্যাপেল বানানো হয়েছে, এবং যারা কোনও অলৌকিক উপায়ে জায়গা পেয়ে যাবে মনে করে ম্যাসে যোগ দিতে এসেছে মারাত্মক ভুল হয়েছে তাদের, রুটি এবং মাছ বহুগুণ বাড়ানো অনেক সহজতর, কিংবা দুহাজার ইচ্ছাকে কাঁচের শিশিতে ঢোকানো, এটা কোনও অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়, বরং যখন কেউ চায় তখন দুনিয়ার সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল উইঞ্চগুলো, আওয়াজটা স্বর্গ আর নরকের দ্বার খুলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট, প্রত্যেকটারই তার আলাদা চেহারায়, ঈশ্বরের ঘরেরগুলো স্ফটিকে বানানো, এবং শয়তানের বাড়িঘর হচ্ছে ব্রোঞ্জের, এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রতিধ্বনিও আলাদা, যাহোক, এখানে শব্দটা আসছে কাঠের ঘর্ষণ থেকে, চ্যাপেলের সামনের ঢাকনাটা ধীরে ধীরে ওঠানো হল, যতক্ষণ না দেয়ালটা একটা পোর্চে পরিণত হল এবং একই সময়ে পাশগুলো টেনে পেছনে নিয়ে যাওয়া হল, যেন কোনও অদৃশ্য হাত ট্যাবারন্যাক্‌ল খুলছে, এবং প্রথম বারের মত ঘটল এটা, নির্মাণ স্থলে অত বেশী শ্রমিক হাজির নেই, তবে যে কেউ অনায়াসে মোটামুটি পাঁচশো জন বিশ্বাসীর সমাবেশের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারে যারা শ্রদ্ধায় মুখ হাঁ করে ফেলবে, আহা, সকল যুগেই সবসময় মানবজাতিকে হতবাক করার জন্যে কিছু নতুন বিস্ময় থাকে যতক্ষণ না তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, অবশেষে পুরোপুরি খুলে গেল চ্যাপেল, ভেতরের সেলেব্রেন্ট এবং বেদী দেখা গেল, এটা কি অন্য ম্যাসের মত হতে পারে, এটার সাধারণ ম্যাস হওয়াটা অসম্ভব ঠেকছে, কিন্তু এরা সবাই ইতিমধ্যে বিস্মৃত হয়েছে যে পবিত্র আত্মা একদিন মাফরার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন, সামরিক অভিযানের পূর্ববর্তী ম্যাসগুলো অন্যরকম হয়, কে জানে, যখন লাশ গুনে কবর দেয়া হবে, আমি ওগুলোর ভেতর থাকব কিনা, তো পবিত্র উৎসর্গ হতে ফায়দা নেয়া যাক, যদি না প্রতিপক্ষ আগেই হামলা চালায়, হয় ওরা আগের কোনও ম্যাসে যোগ দিয়েছিল কিংবা এরা এমন কোনও ধর্মের অনুসারী যেখানে এধরনের আচার রদ করা হয়েছে।

নিজের কাঠের খাঁচা থেকে সেলেব্র্যান্ট মানুষের সাগরের উদ্দেশে বাণী দিলেন, আহ, যদি এটা মাছের সাগর হত, কী অসাধারণ সারমনই না এখানে পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন তিনি, সেটার স্পষ্ট পূর্ণাঙ্গ মতবাদসহ, কিন্তু মাছের অনুপস্থিতিতে তাঁর সারমন পুরুষদের যেমন উপযোগি, তাই হল এবং যারা বেদীর কাছাকাছি দাঁড়ানো ছিল কেবল তারাই শুনতে পেল, অবশ্য, এটা যদি সত্যি হয় যে জোব্বা কাউকে মঙ্ক বানায় না, বিশ্বাস নিঃসন্দেহে বানায়, ওই সমাবেশের যে কেউ হিদেন শব্দটা শোনার পর মনে করে যে ওটা হেভেন, ইটারনালকে ইনফারনাল, যিউসকে ডিউস, এবং যখন সে অন্যকোনও কথা বা প্রতিধ্বনি শুনতে পায় না, তার কারণ সারমন শেষ হয়েছে এবং আমরা এখন ছড়িয়ে পড়তে পারি। ম্যাস শেষ হয়ে গেছে

চিন্তা করাটা ভীতিকর, এবং ওরা প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নি বা মন্স্ট্র্যান্সের ওপর সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে ওটাকে ঝিলমিলিয়ে দিয়ে, ওদের পিটিয়ে নোয়ানো হয় নি, সময় অনেক বদলে গেছে, কারণ একসময় যখন বেথশেমীয়রা ক্ষেতে গম গাছ কাটছিল তখন হঠাৎ করে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল ওরা এবং ফিলিস্তিন ভূমি হতে আর্ক অভ দ্য কনভেন্ট দেখতে পেয়েছিল, যা ওদের পঞ্চান্ন হাজার সত্তর জনকে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল, এখন দেখতে পাচ্ছে বিশ হাজার, তুমি ওখানে ছিলে, আমি তোমাকে দেখি নি। এটা এমন একটা ধর্ম যা খুবই শিথিল হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে যখন জমায়েত এত বড় হয়ে যায় যে কনফেশন শোনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং সবাইকে হলি কমিউনিয়ন দেয়াও, সুতরাং এখানেই থাকবে ওরা, যাই ঘটুক না কেন, আদৌ যদি ঘটে, তাকিয়ে থাকা, ঝগড়া করা, সীমানা বেড়ার ওপর বা আরও নিরিবিলি জায়গায় মেয়েদের সঙ্গে খাতির জমানো, আগামীকাল পর্যন্ত, যখন ওরা কাজে ফিরে যাবে।

স্কয়্যার অতিক্রম করছে বালতাসার, কয়েকজন লোক নিরীহ কুয়োটস খেলছে, অন্যরা রাজার নিষিদ্ধ ঘোষিত খেলা খেলছে, যেমন হেড না টেইল, ম্যাজিস্ট্রেট যদি টহল দিতে আসেন, গরাদের পেছনে পাঠিয়ে দেয়া হবে ওদের। নির্ধারিত জায়গা বালতাসারের জন্যে অপেক্ষা করছে ব্লিমুন্দা এবং আইনিস অ্যান্টোনিয়ো, এবং ওখানে শিগগিরই একত্রিত হবে ওদের সঙ্গে, যদি এরই মধ্যে আলভারো দিয়োগো এবং তার ছেলে যোগ দিয়ে না থাকে। একসঙ্গে উপত্যকা যাবে ওরা সবাই, ওদের ঘরে ফেরার অপেক্ষা করছে বুড়ো হোয়াও ফ্রান্সিস্কো, ঠিক মত পা-ই চালাতে পারে না সে, ভাইকাউন্টের বাড়িতে সকল সদস্যের অংশ গ্রহণে চার্চ অভ সেইন্ট অ্যান্ড্রুর প্যারিশ প্রিস্টের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সাধারণ ম্যাসেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে তাকে, এবং সম্ভবত এতে বোঝা যায় তার সারমন অপেক্ষাকৃত কম ভীতিপ্রদ কেন, যদিও একটা অসুবিধা ছিল, সেটা হচ্ছে গোটা সারমনই শুনতে হবে ওদের, এবং হোয়াও ফ্রান্সিস্কোর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, খুবই স্বাভাবিক এটা, কারণ সে বয়স্ক এবং ক্লান্ত। ডিনার সেরে নিয়েছে ওরা, আলভারো দিয়োগো সিয়েস্তা উপভোগ করছে, ছেলেটা খেলার সঙ্গীদের নিয়ে চড়ুই পাখি ধাওয়া করতে বেরিয়ে যাচ্ছে, মেয়েরা কাপড় বুনছে এবং চুরি করে কাপড় রিপু করছে, কারণ আজ নিয়ম মানার দিন, যখন ঈশ্বর চান না যে বিশ্বাসীরা কাজ করুক, কিন্তু যদি আজই ছেঁড়া সেলাই করা না হয়, আগামীকাল ফুটোটা অনেক বড় হয়ে যাবে, এবং একথা যদি সত্যি হয় যে ঈশ্বর লাঠি বা পাথর ছাড়াই শাস্তি দেন, তাহলে এটাও কম সত্যি নয় যে মানুষের কেবল সুই আর সুতো দিয়েই সেলাই করা উচিত, যদিও আমি মেরামতিতে খুব একটা পাকা নই, বিস্ময়করও নয় এটা, কেননা অ্যাডাম আর ইভ যখন সৃষ্ট হন, একে অন্যের সমানই জানতেন, এবং ওঁরা যখন স্বর্গ হতে বহিস্কৃত হলেন, এমন কোনও প্রমাণ নেই যে আর্চঅ্যাঞ্জেল তাদের আলাদা লিস্ট দিয়েছিলেন নারী আর পুরুষের মাননসই কাজের, ইভকে স্রেফ বলা হয়েছে, সন্তান জন্ম দেয়ার সময় যন্ত্রণা

অনুভব করবে তুমি, কিন্তু একদিন এমনকি তারও প্রয়োজন থাকবে না। স্পাইক আর হুক ঘরে রেখে যাচ্ছে বালতাসার, স্টাম্প বেরিয়ে থাকা অবস্থায় যাচ্ছে ও, হাতে সেই পুরোনো সান্ত্বনাদায়ী যন্ত্রণা জাগিয়ে তুলতে পারে কিনা দেখার জন্যে উদগ্রীব, যা এখন অনেক কম দেখা দেয়, বুড়ো আঙুলের ভেতর দিকের সেই চুলবুলানি, সেই ইন্দ্রিয় অনুভূতি যখন ও তর্জনীর নখ দিয়ে ওটাকে চুলকায়, ব্যাপারটা যে ওর কল্পিত সেটা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই কোনও, ও পাল্টা জবাব দেবে ওর মাথার ভেতর কোনও আঙুল নেই, অন্যরা বলতে পারে, কিন্তু বালতাসার, তুমি তোমার বাম হাত খুইয়েছ, নিশ্চিত করে কে বলতে পারে, কিন্তু যারা এমনকি নিজেদের অস্তিত্বই অস্বীকার করতে পারে তাদের সঙ্গে তর্কে যাবার কোনও মানে হয় না।

এটা সুবিদিত যে ড্রিঙ্ক করতে পছন্দ করে বালতাসার, যদিও মাতাল না হয়ে। প্রথমবার পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর মৃত্যু সংবাদ শোনার পর থেকেই ড্রিঙ্ক করছে ও, মারাত্মক আঘাতের মত এসেছে খবরটা, যেন সেইসব গভীর ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়েছে যেগুলো একেবারে ভিত্তি স্পর্শ করে এবং দেয়ালের ওপরের অংশ সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। বালতাসার ড্রিঙ্ক করছে কারণ প্যাসারোলার স্মৃতি তাড়াতে পারছে না ও, মন্টে জুন্টোর ঢালে সেরা ডো রের্‌রেগুডোয় পড়ে আছে ওটা, হয়ত চোরাচালানী রাখালরা ইতিমধ্যে ওটার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে, এবং এসব বিষয় ওর ভোগান্তির কারণ হবার কথাটা স্রেফ চিন্তা করতে গেলে যেন মনে হয় বেঁধে রাখা দড়ি আরও টাইট করা হচ্ছে। কিন্তু ও ড্রিঙ্ক করার সময় বরাবর এমন একটা মুহূর্ত আঁসে যখন মনে হয় ব্লিমুন্দার হাত ওর কাঁধে স্থান নিয়েছে, এবং ঠিক ঠিক এটাই ওর প্রয়োজন, ঘরে ব্লিমুন্দার প্রশান্ত উপস্থিতি ওকে ঠেকানোর জন্যে যথেষ্ট, ওয়াইনে ভর্তি ট্যাংকার্ডের দিকে হাত বাড়াল বালতাসার, অন্যগুলো যেমন পান করেছে তেমনি ওটাও শেষ করার ইচ্ছা ওর, কিন্তু একটা হাত ওর কাঁধ স্পর্শ করল, একটা কণ্ঠস্বর বলল, বালতাসার, এবং ট্যাংকার্ডটা স্পর্শহীন টেবিলে ফিরে গেল এবং ওর বন্ধুরা জানে ওইদিন আর পান করবে না ও। চুপ করে থাকবে বালতাসার, কান পেতে শোনা ছাড়া আর কিছুই করবে না, যতক্ষণ না ওয়াইন-আরোপিত ঘোর কেটে যাচ্ছে এবং অন্যদের কথাবার্তা ওরা সেই পুরোনো গল্পগুলো চালাচালি করার সময়ও অর্থ পেতে শুরু করে, আমার নাম ফ্রান্সিস্কো মার্ক, চেলেইরোসে আমার জন্ম, মাফরার বেশ কাছেই ওটা, আনুমানিক দুই লীগ দূর, এবং আমার স্ত্রী এবং ছোট ছোট তিনটে বাচ্চা আছে, সারাজীবন দিন মজুরের কাজ করে এসেছি, এবং গরীবির হাত থেকে পালাবার কোন পথ নেই মনে হওয়ায় এখানে এসে কনভেন্ট নির্মাণে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি, এমনকি রাজার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায়কারী ফ্রায়ারও আমার নিজের শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেমনটা আমাকে বলা হয়েছে, কারণ আমি তখন ছোট ছিলাম, তোমার ভাগ্নের মত একই বয়সের, কিন্তু আমার অভিযোগ করা চলবে না, কারণ চেলেইরোস খুব বেশী দূরে না, সময়ে

সময়ে আমি রাস্তায় পা বাড়িয়ে দিই, যেদুটো পা হাঁটে এবং মাঝখানেটার মানে আমার স্ত্রীর আবার পোয়াতি হওয়া, যেকটা টাকা জমাতে পারি ওখানে রেখে আসি, কিন্তু আমাদের মত গরীব মানুষদের সমস্ত কিছুর জন্যে টাকা দিতে হয়, ইন্ডিয়া বা ব্রাযিলের সঙ্গে বাণিজ্যে আমাদের জন্যে কোনও মুনাফা নেই, আমার রাজপ্রাসাদ থেকেও নিয়োগ বা সম্পত্তি পাই না, দৈনিক দুশো রেই মজুরি দিয়ে কী করব আমি, যেখানে আমাকে আমার খাবারের রেশন আর ওয়াইনের জন্যে টাকা দিতে হবে, এখানে কেবল তারাই টাকা বানায় যারা আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায়, এবং একথা যদি ঠিক হয় যে ওদের অনেককেই লিসবন থেকে জোর করে এখানে আসতে বাধ্য করা হয়েছে, আমি প্রয়োজনের তাগিদে আছি এখানে, এবং অভাবীই রয়ে গেছি, আমার নাম হোসে পিকুইনো, আমার বাবা-মা নেই, আপন বলবার মত কোনও নারীও নেই, আমি এমনকি এও জানি না যে আসলেই এটা আমার নাম কিনা নাকি অতীতে অন্য কোনও নাম ছিল আমার, যেটা নিশ্চিত সেটা হচ্ছে টরেস ভেদ্রাসের পাদদেশের এক গ্রামে আমার জন্ম এবং প্যারিশ প্রিস্ট আমাকে ব্যাপ্টাইজ করেছেন, ক্রিস্টেনিংয়ের সময় হোসে নাম রাখা হয়েছিল আমার এবং পিকুইনো, যার মানে অবশ্যই ছোট, পরে যোগ করা হয়, কারণ হঠাৎ করে আমার বৃদ্ধি থেমে গিয়েছিল, আমার পিঠে এই কুঁজ থাকায় কোনও মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে আগ্রহ দেখায় নি, কিন্তু যখন আমি ওদের ওপর চাপার সুযোগ পাই সবাইই আরও বেশী বেশী চায়, এটাই আমার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, এদিকে এসো, এবার তুমি যাও, যখন বুড়িয়ে যাব, তখন আর এর যোগ্যই থাকব না, মাফরায় এসেছি কারণ ষাঁড় নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি আমি, এই দুনিয়ায় ষাঁড় হচ্ছে ভাড়া খাটার জন্যে, ঠিক আমার মত, আমার নাম জোয়াকিম ডা রোচা, পোমবাল এলাকায় আমার জন্ম এবং ওখানে আমার স্ত্রীকে রেখে এসেছি, চারটে বাচ্চা ছিল আমার, কিন্তু ওরা সবাই দশ বছর পার করার আগেই মারা গেছে, দুজন ব্ল্যাকপ্লেগে বাকিরা অপুষ্টি আর এনিমিয়ায়, এক খণ্ড জমি বর্গা নিয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করার মত যথেষ্ট ফসল ফলাতে পারি নি, তো আমার স্ত্রীকে বললাম, মাফরায় যাচ্ছি আমি, ওখানে কাজ পাওয়া নিশ্চিত এবং আগামী বহু বছর ধরে, এবং এপর্যন্ত ভালই যাচ্ছে, শেষ বার আমি বাড়ি যাবার পর ছয় মাস পেরিয়ে গেছে, এবং আমি হয়ত কোনওদিনই ফিরে যাব না, মেয়েমানুষের কোনও অভাব নেই এখানে, এবং যেভাবেই হোক আমার জন্য নিশ্চয়ই সন্দেহজনক চিড়িয়া চারটে বাচ্চার জন্ম দিয়ে ওদের সবাইকে মরতে দিয়েছে, আমার নাম ম্যানুয়েল মিলভো, স্যান্টারেমের কাছের পল্লী এলাকা থেকে এসেছি আমি, ম্যাজিস্ট্রেটের লোকজন একদিন এসে ঘোষণা দিল যে মাফরার নির্মাণ স্থানে ভাল মজুরী আর খাবার মিলতে পারে, অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে আমাকেও কাজে নেয়া হয়, কিন্তু আমার সঙ্গে যারা এসেছিল এখানে তাদের দুজন গেল বছর ভূমিধসে মারা গেছে, এখানকার জন্যে আমার কোনও দরদ নেই, আমার গ্রামের দুজন লোক এখানে শেষ হয়ে গেছে বলে

নয়, হাজার হোক, নিজের মৃত্যুর যোগাড় নিজে না করলে কেউ বলতে পারে না কোথায় মারা যাবে, বরং আমার জন্মভূমির নদীটাকে মনে পড়ে বলে, আমি জানি সাগরে প্রচুর পানি আছে, এমনকি এখানে থেকেই যেমন বলা যায়, কিন্তু সারাক্ষণ পাথর আর বালির ওপর আছড়ে পড়া অত পানি দিয়ে কী করার আছে, ঢেউসহ বাড়ির নদীটা দুটো তীরের মাঝখান দিয়ে অনুতাপকারীদের মিছিলের মত বয়ে যায়, আমরা অ্যাশ ট্রি আর পপলার গাছের মত দাঁড়িয়ে ওটার ধীরে ধীরে বাঁকা পথে বয়ে যাওয়া দেখি, এবং যখন কেউ কত বয়স হল দেখবার জন্যে তার চেহারা পরখ করতে চায়, পানিই তার আয়না হয়ে যায়, প্রবহমান, তবু স্থবির এবং আমাদের যাদের স্থির বলে মনে হয় আসলে তারাই চলে যাচ্ছে, আমি যেটা ব্যাখ্যা করতে পারব না তা হল কেন এমন জিনিস মাথায় আসছে আমার, আমার নাম হোয়াও অ্যানস্, আমি এসেছি অপোর্টো থেকে, আমি একজন কুপার, কনভেন্ট বানানোর সময় কুপারদেরও প্রয়োজন হয়, কারণ ভ্যাট, পাইপ আর বাকেট মেরামতের জন্যে আর কার ওপর নির্ভর করা যায়, কোনও ব্রিকলেয়ার যদি মাঁচায় থাকে এবং ওরা যদি তার হাতে মরটারের একটা পাত্র তুলে দেয়, তাকে ব্রাশ দিয়ে পাথর ভিজিয়ে নিতে হয় যাতে ওগুলো একটার ওপর একটা বসানোর পর শক্ত হয়ে আটকে যায়, এতে বোঝা যায় কেন সে বাকেট বহন করে, এবং জানোয়াররা কিসের থেকে পানি খায়, একটা ট্রাফ থেকে পানি খায় ওরা, এবং ট্রাফ বানায় কে, অবশ্যই কুপার, অহঙ্কার করতে চাই না, কিন্তু আমার কাজের চেয়ে ভাল কাজ আর নেই, এমনকি ঈশ্বরও একজন কুপার, স্রেফ সাগর নামে পরিচিত বিরাট ভ্যাটটার দিকে তাকাও, কাজটা যদি নিখুঁত না হত আর স্টেভগুলো ঠিক মত জোড়া না দেয়া হত, জমিন ঢেকে ফেলত ওটার পানি এবং দ্বিতীয় বারের মত মহাপ্লাবন দেখা দিত, নিজের সম্পর্কে তেমন কিছু বলার নেই আমার, অপোর্টোয় আমার পরিবার রেখে এসেছি আমি, নিজেদের দেখভাল করতে জানে ওরা, গত দুবছর আমার স্ত্রীকে দেখি নি, মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি ওর পাশে শুয়ে আছি, কিন্তু ওখানে শুয়ে থাকলেও নিজের চেহারা দেখি না আমি, পরদিন বারবার কাজে গড়বড় হয়ে যায়, মুখ, চোখ বা নাক ছাড়া চেহারার বদলে স্বপ্নে নিজেকে পুরোপুরি দেখতে চাই আমি, অমন সময় আমার স্ত্রী কেমন চেহারা দেখে বুঝতে পারি না, তবে আশা করি আমারটাই দেখে ও, আমার নাম জুলিয়াও ম-টেম্পো, আমি আলেনটেজোর বাসিন্দা এবং মাফরায় কাজ করতে এসেছি আমার প্রদেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো দুর্ভিক্ষের কারণে, জানি না ওখানে কেউ বাঁচতে পেরেছে কিনা, কারণ আমরা যদি ঘাস আর অ্যাকর্ন খেতে অভ্যস্ত না হয়ে উঠি, বাজি ধরতে পারি এতদিনে ওখানকার সবাই অক্কা পেয়েছে, বিশাল এলাকার ওপর দিয়ে চলাচল করা বিপর্যয়কর, যেমন ওখানে ছিল এমন যে কেউ একথা বলবে তোমাকে, খালি বিরান জমি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, অল্প কিছু বসতি বা গাছগাছালির চিহ্ন আছে, আর বাকিটা খুনো এবং নৈঃসঙ্গতায় ভরা, যুদ্ধ বিগ্রহে ক্ষয়ে যাওয়া একটা অঞ্চল ওটা, স্প্যানিয়ার্ডরা এমনভাবে হামলা চালায়

এবং ফিরে যায় যেন আপন দেশেই আছে ওরা, এই মুহূর্তে শান্তি বিরাজ করছে ওখানে, কিন্তু কে বলবে কতদিনের জন্যে, ওরা যখন আমাদের দৌড়াতে বাধ্য করে না বা মারা যাবার ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয় না, আমাদের সম্রাট এবং অভিজাত লোকেরাই শিকার করার নামে ধাওয়া আর হত্যার কাজটা করেন, তাসত্ত্বেও ন্যাপস্যাকে খরগোশসহ ধরা পড়া হতভাগার সহায় হোন ঈশ্বর, এমনকি যদি কোনও রোগ বা বয়সের কারণে আগে থেকেই মরা অবস্থায় ওটাকে পেয়ে থাকে সে, একেবারে কম করে হলেও পিঠে ডযেনখানেক চাবুকের বাড়ি পড়বে ধরে নিতে পারে, তাকে একথা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যে ঈশ্বর খরগোশ সৃষ্টি করেছেন ভদ্রলোকদের আনন্দ আর স্ট্যুপটের জন্যে, তবে ওইসব পিটুনি কাজ দেবে যদি আমাদের চুরি করা জন্তু রেখে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়, আমি মাফরায় এসেছি কারণ আমার প্যারিশ প্রিস্ট পালপিট থেকে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে যে আসবে অচিরেই রাজার একজন ভৃত্য হয়ে যাবে সে, ঠিক তাঁর ভৃত্য নয়, তবে সেরকমই কোনওকিছু, তিনি আরও আশ্বাস দিয়েছেন রাজার সেবায় যারা আছে তারা কখনও ক্ষুধার্ত থাকে না এবং স্বর্গে যত খাবার চোখে পড়ে তার চেয়েও বেশী খাবার দেয়া হয় তাদের এবং চমৎকার পোশাক পরে তারা, কারণ এটা যদি সত্যি হয় যে অ্যাডাম, খাবার নিয়ে ঝগড়া করার কেউ না থাকায়, আশ মিটিয়ে খেয়েছিলেন, পোশাক আশাকের দিক দিয়ে তেমন কিছু ছিল না তাঁর, বেশ, অচিরেই আমি জানতে পারলাম যে ভুল খবর দেয়া হয়েছে আমাকে, স্বর্গের পক্ষে প্রমাণ দিতে পারব না আমি, কারণ তখন অ্যাডামের আশপাশে ছিলাম না আমি, কিন্তু মাফরার কথা বলতে পারি, এবং আমি অনাহারে মারা গিয়ে না থাকলে তার কারণ আমার আয়ের সবটুকুই খাবার যোগাড়ের পেছনে খরচ করি আমি, বরাবরের মতই জীর্ণ পোশাক পরি আমি, এবং রাজার একজন ভৃত্য হবার ব্যাপারে, এতগুলো বছর পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকার পর শেষ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষায় শেষ হয়ে যাবার আগে আমার প্রভুর চেহারা দেখার আশায় বেঁচে আছি, একটা মানুষের যখন ছেলেপুলে থাকে, প্রায়ই স্রেফ ওদের মুখের দিকে তাকিয়েই পুষ্টি পায় সে, আমাদের বাচ্চারা যদি স্রেফ আমাদের মুখের তাকিয়েই পুষ্টি পেত কতই না আশাব্যঞ্জক হত সেটা, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিজেদের জীবন শুষে নেয়ার নিয়তি নিয়ে এসেছি আমরা, তুমি কে, এখানে কী করছ তুমি, আমি কে এবং এখানে কী করছি এপ্রশ্ন কোনও জবাব না পেয়ে প্রায়ই নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি আমি, না, আমার বাচ্চাদের কেউ নীল চোখ পায় নি, তারপরও আমি নিশ্চিত ওরা আমার বাচ্চা, নীল চোখের এই ব্যাপারটা বিভিন্ন পরিবারে সময়ে সময়ে দেখা দেয়া একটা ব্যাপার, আমার মায়ের মা'র চোখের এই রঙ ছিল, আমার নাম বালতাসার ম্যাটেয়াস, কিন্তু সবাই আমাকে সেটে-সয়েস ডাকে, হোসে পিকুইনো জানে কেন এই নামটা পেয়েছে ও, কিন্তু আমি জানি না কখন এবং কেন আমাদের ঘরে সাতটা সূর্য বসিয়েছিল ওরা যেন আমরা আমাদের ওপর আলো বিলোনো সূর্যটার চেয়ে সাতগুণ প্রাচীন, তো আমাদেরই

পৃথিবীর রাজা হওয়া উচিত, এটা সূর্যের খুব কাছাকাছি যাওয়া এবং মাত্রাতিরিক্ত পান করেছে এমন একজনের আবোল তাবোল আলাপ, আমার মুখে যদি অর্থহীন কথা শুনে থাক তোমরা, তার কারণ আমি হয় সূর্যটা ধরেছি নয়ত ওয়াইন আমাকে ধরেছে, যেটা নিশ্চিত সেটা হচ্ছে এখানে চল্লিশ বছর আগে জন্ম নিয়েছি আমি, যদি ঠিকমত যোগ করে থাকি, আমার মা, এখন মারা গেছে ও এবং কবর দেয়া হয়েছে, ওর নাম ছিল মারটা মারিয়া, আমার বুড়ো বাবা হাঁটতেই পারে না প্রায়, আমার স্থির বিশ্বাস ওর পায়ে শেকড় গজাচ্ছে, কিংবা তার মন বিশ্রাম নেয়ার জন্যে দুনিয়ার বুকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে, জোয়াকিম ডা রোচার মত আমাদেরও এক টুকরো জমি ছিল এককালে, কিন্তু মাটি নিয়ে এই গণ্ডগোলের মধ্যে আমরা আমাদের জমি খুইয়েছি, আমি এমনকি ওই জমি থেকে আমার হ্যান্ডকার্টে করে কিছু মাটি সরিয়েছিও, আমার দাদাকে কে বলতে যাবে যে তার একজন নাতী একদিন যেখানে হাল দেয়া হত আর বীজ বোনা হত, সেখানে মাটি ঢিবি করেছে সে, এখন চূড়ায় একটা টারেট বানাচ্ছে ওরা, জীবনের ভাগ্যে এসব হচ্ছে পরিবর্তন, এবং আমার জীবন বহু পরিবর্তন দেখেছে, আমার যুবা বয়সে মাটি খুঁড়েছি আমি এবং কৃষকদের জন্যে ক্ষেতে বীজ রুয়েছি, আমাদের পারিবারিক প্লটটা এত ছোট ছিল যে আমার বাবা সরাবছর কাজ করত এবং তারপরেও এখানে-সেখানে বর্গা নেয়া অন্যান্য ছোটখাট জমিতে আবাদ করার সময় পেত, আসল ক্ষুধার জ্বালা কখনও বুঝি নি আমরা, কিন্তু আমরা কখনও স্বচ্ছল ছিলাম না এবং মোটামুটি কাটিয়ে দেবার মত সম্বল ছিল, তারপর রাজার সেনাদলে যোগ দিলাম আমি এবং আমার বাম হাতটা খোয়ালাম, অনেক দিন পরেই কেবল আমি বুঝতে পেরেছি যে একটা হাত না থাকায় ঈশ্বরের সমান সমান হয়ে গেছি আমি, এবং আমি যেহেতু আর যুদ্ধে যেতে পারব না, মাফরায় ফিরে এসেছি, তারপর কয়েক বছর লিসবনে কাটিয়েছি, এবং সংক্ষেপে এটাই আমার জীবনকাহিনী, লিসবনে কী করতে তুমি, হোয়াও অ্যানস জিজ্ঞেস করল ওকে, দলের একমাত্র লোক যে নিজেকে একজন দক্ষ শ্রমিক বলে দাবী করতে পারে, প্যালেস স্কয়্যারে একটা কসাইখানায় কাজ করেছি, তবে স্রেফ একজন পোর্টার হিসাবে এবং কখন সূর্যের কাছাকাছি গিয়েছিলে তুমি। জানতে ব্যাকুল ম্যানুয়েল মিলহো, যেহেতু এখানে সম্ভবত একমাত্র সে-ই নদীর বয়ে যাওয়া দেখতে অভ্যস্ত, সেটা হয়েছিল যখন আমি খুবই উঁচু একটা সিয়েরায় উঠেছিলাম, এত উঁচু যে স্রেফ হাত বাড়িয়েই সূর্যটাকে ছুঁয়ে দিতে পারতাম আমি, কোন সিয়েরা হতে পারে সেটা, কারণ মাফরায় সূর্যের নাগাল পাওয়ার মত কোনও সিয়েরা নেই, যেমন আলেনটোজাতেও কোনও সিয়েরা নেই, ওই এলাকা আমার খুবই পরিচিত, জুলিয়াও ম-টেম্পো ওকে জিজ্ঞেস করল, সম্ভবত সিয়েরাটা ওই বিশেষ দিনে উঁচু ছিল এবং এখন নিচু হয়ে গেছে, এমন একটা টিলাকে ধসানোর জন্যে যদি এমন বিপুল পরিমাণ গানপাউডারের প্রয়োজন হয়, তাহলে নির্ঘাৎ একটা সিয়েরাকে ছেঁচে ফেলতে দুনিয়ার সমস্ত গানপাউডার লাগবে, মন্তব্য করল ফ্রান্সিস্কো মার্কেস, প্রথম

মন্তব্য করেছিল যে, কিন্তু ম্যানুয়েল মিলহো লেগে রইল, কেবল পাখির মত উড়েই সূর্যের কাছাকাছি যেতে পার তুমি, ওদিকে ঝিলের ওপর প্রায়ই বাজপাখীকে চক্কর দিয়ে কেবলই উপরে উঠে যেতে দেখ তুমি যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং ওরা এত ছোট হয়ে যায় যে আর দেখা যায় না, যখন সূর্যের দিকে এগিয়ে যায় ওরা, কিন্তু আমরা মানুষেরা ওখানে যাবার পথ বা দরজা চিনি না, আর তুমি মানুষ এবং তোমার কোনও ডানা নেই, যদি না তুমি একজন জাদুকর হয়ে থাক, মন্তব্য করল হোসে পিকুইনো, আমাকে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেই এলাকার এক মহিলার মত, নিজে গায়ে মলম মাখত সে, একটা ঝাড়ুতে চাপত, এবং সারারাত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে বেড়াত, অন্তত লোক তাই বলত যদিও তাকে আমি দেখি নি, আমি জাদুকর নই, আর তুমি যদি এধরনের গুজব রটাতে শুরু কর ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তর অ্যারেস্ট করবে আমাকে, আমি একথা কাউকে বলি নি যে আমি কখনও উড়েছি, কিন্তু তুমি একথা বলেছ যে সূর্যের খুব কাছাকাছি গিয়েছিলে তুমি, এবং তুমি এও বলেছ যে বাম হাত হারানোর পর ঈশ্বরের সমান হয়ে গেছ তুমি, এমন ধর্মদ্রোহীতার কথা যদি ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তরের কানে যায়, কিছুই বাঁচাতে পারবে না তোমাকে, আমরা যদি ঈশ্বরের সমান হতে পারি তাহলে আমরা সবাই রক্ষা পাব, বলল হোয়াও অ্যানস, আমরা যদি ঈশ্বরের সমান হতে চাই, প্রথম থেকেই আমাদের সাম্যতা না দেয়ার জন্যে তাঁকে ভর্ৎসনা করতে সক্ষম হব আমরা, বলল ম্যানুয়েল মিলহো, এবং বালতাসার ওরা ওড়ার প্রসঙ্গ ছেড়ে আসায় স্বস্তি বোধ করে ব্যাখ্যা করল ঈশ্বরের বাম হাত নেই কারণ নির্বাচিত আসনটা তাঁর ডান দিকে, অভিশপ্তদের নরকবাসের সাজা দেয়ার পর, তাঁর বামদিকে কোনও আত্মা থাকবে না, এখন কেউ যদি ওখানে না বসে, ঈশ্বরের বাম হাতের প্রয়োজন হবে কেন, এবং তাঁর যদি বাম হাতের প্রয়োজন না থাকে, তার মানে তাঁর অস্তিত্বও নেই, আমার বাম হাতের কোনও ব্যবহার নেই কারণ ওটার অস্তিত্ব নেই, এবং সেটাই একমাত্র পার্থক্য, ঈশ্বরের বাম দিকে হয়ত আরেকজন ঈশ্বর রয়েছেন, হয়ত ঈশ্বর আরেকজন ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছেন, হয়ত আমরা সবাই-ই সিংহাসনে আসীন একেকজন ঈশ্বর, এসব কথা আমার মাথায় কেমন করে এল বুঝতে পারছি না, বলে উঠল ম্যানুয়েল মিলহো, এবং বালতাসার যোগ করল, তাহলে আমি নিশ্চয়ই সারির শেষ জন, কারণ আমার বামপাশে বসতে পারবে না কেউ, এবং আমার সঙ্গেই জগতের শেষ, এধরনের চিন্তা ওই সরল বুদ্ধির লোকগুলোর মাথায় কেন খেলছে কে জানে, কারণ হোয়াও অ্যানস্ ছাড়া বাকি সবাই নিরক্ষর, সামান্য পড়াশোনা রয়েছে তার।

উপত্যকার নিচে চার্চ অভ সেইন্ট অ্যান্ড্রুর ঘণ্টায় অ্যাঞ্জেলুসের ধ্বনি উঠল। ইলহা ডা ম্যাদেইরার ওপরে রাস্তাঘাট আর স্কয়্যারগুলোয়, ট্যাভার্ন আর হোটেলে, কথোপকথনের লাগাতার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, দূরবর্তী সাগরের শব্দের মত। বিশ হাজার মানুষের অ্যাঞ্জেলুস আবৃত্তি বা পরস্পরকে শোনানো জীবনের আরেকটা কাহিনী হতে পারে, আপনি নিজেই গিয়ে দেখুন।

আলাগা মাটি, নুড়ি পাথর আর পাথরকুঁচি যেগুলো গানপাউডার কিংবা পিক পাথুরে জমিন থেকে কুঁদে বের করে এনেছে সেগুলো হ্যান্ডকার্টে বোঝাই করে উপত্যকায় ফেলে দেয়া হচ্ছে, যেটা আবার ধসানো পাহাড় আর নতুন খনন এলাকার আবর্জনার নিচে দ্রুত চাপা পড়ে যাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত ভারি মাল বড় আকারের কার্টে করে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে, আয়রন প্লেটে রিইনফোর্সড করা ওগুলো এবং খচ্চর আর ষাঁড়ে টানা হয়, কেবল মাল বোঝাই আর খালাশের সময়ই থামে। মজবুতভাবে আটকানো কাঠের র‍্যাম্পের সাহায্যে কাঁধে জোয়ালে ঝোলানো পাথরের স্ল্যাব বয়ে মাঁচায় ওঠে লোকজন, ব্যথা কমানোর জন্যে প্যাডের আবিষ্কার যে করেছে চিরকাল প্রশংসিত হোক সে। এই শ্রমিকদের, আগেই যেমন বলেছি আমরা, আরও সহজভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ পাশবিক শক্তির প্রয়োজন হয় ওদের, অবশ্য, বারবার ওদের প্রসঙ্গে ফিরে আসায় একেবারে মামুলি বিষয়গুলো আমরা ভুলেও যেতে পারি, এবং স্বল্প দক্ষতার দরকার হয়, চোখ এড়িয়ে যাবার প্রবণতা রয়েছে ওদের, এটা অনেকটা বিক্ষিপ্ত মনে আমাদের আঙুলের লিখে চলা দেখার মত, যাতে করে একদিকে বা অন্যদিকে যা করা হচ্ছে তার আড়ালে পড়ে যাচ্ছে যে কাজ করছে। আরও অনেক বেশী দেখতে পারি আমরা, এবং আরও দূরে, যদি ওপর থেকে দেখি, যেমন, উদাহরণ স্বরূপ, মাফরা নামের এই জায়গাটার ওপর ফ্লাইং মেশিনে চেপে ভাসতে থাকি, এবং বহুল পদচারণার পাহাড়, পরিচিত উপত্যকা, ইলহা ডা ম্যাদেইরা, রোদ আর বৃষ্টিতে ঋতু পরিক্রমায় গাঢ় হয়ে গেছে যা, এবং যেখানে কিছু সংখ্যক প্ল্যাঙ্কিং পচতে শুরু করেছে এরই মধ্যে, লেইরিয়ার পাইন জঙ্গলে লুটিয়ে পড়া গাছ, এবং টরেস ভেদ্রাস ও লিসবনের সীমান্তের ওপর, মাফরা এবং ক্যাসকেইসের মাঝখানে ইট আর লাইমের শত শত ফার্নেস থেকে দিনরাত্রি বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার ওপর, আলগার্ভে এবং এন্ট্রে-ড্যুরো-ই-মিনহো থেকে ট্যাগাসে খালাস করার জন্যে নানান ধরনের ইঁট নিয়ে আসা জাহাজগুলোয়, একটা শাখা ক্যানাল দিয়ে স্যান্টো অ্যান্টোনিয়ো ডো টোজালের ডকগুলোয়, মন্টে আচিক আর পিনহেইরো ডি লোরেস হয়ে এসব ও অন্যান্য মালামাল বহনকারী ঠেলাগাড়িতে করে হিজ ম্যাজেস্টির কনভেন্টে, এবং অন্য ঠেলাগাড়িগুলোয় করে, পিরো পিনহেইরো হতে পাথর বয়ে আনে যেগুলো, আমরা এখন যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি তারচেয়ে ভাল কোনও ল্যুকআউট হয় না, এবং পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো যদি তাঁর প্যাসারোলা আবিষ্কার না করতেন, মাফরার প্রকল্পটির ব্যাপকতা সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণাই থাকত না, যা আমাদের মাঝআকাশে ঝুলিয়ে রেখেছে সেগুলো হচ্ছে মেটাল গ্লোবে ব্লিমুন্দার সংগ্রহ করা ইচ্ছাগুলো, ওই নিচে, অন্য

ইচ্ছাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, মধ্যাকর্ষণ এবং প্রয়োজনের আইন অনুযায়ী পৃথিবীর গোলকের গায়ে সেঁটে আছে, এইসব পথে যাতায়াতকারী ঠেলাগাড়িগুলো যদি গুনতে পারতাম আমরা, কাছে এবং দূরে, পঁচিশটি গুনতে পারতাম, এখান থেকে দেখলে ওগুলোকে নিশ্চল বলে মনে হয়, এমনই ওগুলোর মালের ওজন। কিন্তু লোকজনকে দেখার আগে ওদের আরও কাছাকাছি আসতে হবে।

বহু মাস যাবৎ ঠেলাগাড়ি আনা-নেয়া করে গেল বালতাসার, শেষে একদিন ওর মনে হল যে গাধার খাটুনি খাটতে খাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও, ক্রামাগত আসা-যাওয়ায় ক্লান্ত, এবং মনিবদের উপস্থিতিতে ওর দায়িত্ববোধের যথেষ্ট পরিচয় দেয়ায় রাজার কেনা অসংখ্য হালের বলদ দেখাশোনা করার অনুমতি দেয়া হল ওকে। হোসে পিকুইনো এই পদন্নোতির ব্যাপারে দারুণ সাহায্য করেছে, কারণ এস্টেট ম্যানেজারের কাছে খাট কুঁজো মানুষটাকে এমন মজাদার মনে হত যে সে ড্রোভারের চেহারাটা তার ষাঁড়ের নাক পর্যন্ত আসা দেখার লোভ সামলাতেই পরত না, এবং কথাটা প্রায় সত্যি, কিন্তু সে যদি ভেবে থাকে মন্তব্যটা হোসে পিকুইনোকে কষ্ট দেয়া ভুল হয়েছে তার, কারণ ছোটখাট মানুষটা হঠাৎ করেই ষাঁড়ের বড় বড় নরম চোখজোড়ায় সরাসরি নিজের মানব চক্ষু দিয়ে তাকিয়ে থাকার আনন্দ লাভের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছিল, ওখানে নিজের মাথা এবং ধড়ের প্রতিফলন দেখেছে সে, বিরাট চোখের পাতার নিচের সীমানায় যতক্ষণ না ওর পা জোড়া উধাও হয়ে যাচ্ছে, একটা মানুষ যখন তার গোটা অস্তিত্ব একটা ষাঁড়ের চোখের ফিট করতে পারে, শেষ পর্যন্ত তার প্রতীতি জন্মায় যে পৃথিবীটাকে চমৎকার করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। দারুণ সাহায্যে এসেছে হোসে পিকুইনো, কারণ এস্টেট ম্যানেজারের কাছে যুক্তি সহই উল্লেখ করেছে যে বালতাসারকে ড্রোভার হিসাবে পদন্নোতি দেয়া উচিত, এবং ষাঁড় দেখাশোনার কাজে যদি আগে থেকেই একজন পঙ্গু লোক থেকে থাকে, তাহলে অনায়াসে দুজনও থাকতে পারে, এবং পরস্পরকে সঙ্গ দিতে পারবে তারা, এবং লোকটার যদি কাজ সম্পর্কে কোনওরকম ধারণা নাও থাকে, কোনও ক্ষতি হবে না তাতে, অনায়াসেই আবার কার্ট চালানোয় ফিরে যেতে পারবে সে, যাই হোক, কারও ক্ষমতা যাচাই করতে মাত্র একদিন সময় লাগে। ষাঁড়ের ব্যাপারে ভালই ওয়াকিবহাল বালতাসার, যদিও বহু বছর ওগুলোর দেখাশোনা করে নি ও, এবং ওর হুকটা যে সত্যিকার অর্থে কোনও ঘাটতি নয় এবং ওর ডানহাতটা ষাঁড় চেরানোর কায়দা কানুন ভুলে যায় নি প্রমাণ করতে মাত্র দুটো ট্রিপের প্রয়োজন হল। সেরাতে যখন ও বাড়ি ফিরে এল, সেদিন পাখির বাসায় প্রথমবারের মত ডিম আবিষ্কার করার মতই খুশি ছিল ও, যখন প্রথমবারের মত কোনও মেয়ের অধিকার লাভ করেছিল তখনকার মত, তরুণ রিক্রুট হিসাবে যখন প্রথমবারের মত বিউগ্‌লের শুনেছিল, এবং যখন ভোর হল, নিজের ষাঁড় এবং বাম হাতের স্বপ্ন দেখল ও, কিছুই চাইল না ও, এমনকি ব্লিমুন্দাও একটা জানোয়ারের পিঠে সাওয়ার হয়েছে, এবং স্বপ্ন সংক্রান্ত বিষয়ে যারা জানে তারাই বুঝবে ব্যাপারটা।

নতুন কাজে যোগ দেয়ার পর খুব বেশী সময় পেরুনোর আগেই বালতাসারকে জানানো হল যে চার্চের পোর্টিকোর জন্যে উপযোগী একটা বিরাট পাথর আনার জন্যে পিরো পিনহেইরোয় পাঠানো হচ্ছে ওকে, পাথরটা এত বিরাট যে অনুমান করা হয়েছে ওটা আনতে প্রায় দুশো ষাঁড় এবং অসংখ্য লোকের প্রয়োজন হবে কাজে সহায়তা করার জন্যে। পাথরটা বহন করার জন্যে পিরো পিনহেইরোয় একটা বিশেষ ঠেলাগাড়ি বানানো হয়েছে, অনেকটা চাকাঅলা ম্যান-অভ-ওঅর ধরনের, ওটার নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে আসা দেখা একজনের বর্ণনা অনুযায়ী, এবং ধরে নেয়া যায় যে বাহনটার ওপরও নজর বুলিয়েছে সে যেটার সঙ্গে তুলনা করছে সে। নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে বলছে সে, আমাদের নিজের চোখেই যাচাই করা উচিত ওটা, মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে পিরো পিনহেইরোর উদ্দেশে রওনা হয়েছে যারা তাদের সঙ্গে, চার শো ষাঁড় এবং পাথর পরিবহনের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বোঝাই, যেমন দড়ি আর কাছি, ওয়েজ, ক্রেক, বর্তমানগুলোর মত একই মাপে বানানো, বাড়তি চাকা, ওজনের চাপে যদি কোনওটা ফেটে যায় সেজন্যে বাড়তি অ্যাক্সেল, নানান আকারের ব্রেস, হাতুড়ি, পিনশার, মেটাল প্লেট, জানোয়ারগুলোকে খাওয়ানোর জন্যে খড় কাটার সাইদ, এবং লোকজনের খাবারদাবার, চলার পথে টাটকা উৎপন্নে ক্ষতিপূরণ করা হবে, বিশটারও বেশী ঠেলাগাড়ির সঙ্গী হয়ে ঠেলাগাড়ির ওপর এমন ওজন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যে কেউ যদি ভেবেও থাকে যে পিরো পিনহেইরো অবধি গাড়ি চেপে আরাম করে যাবে অচিরেই দেখল হাঁটছে সে, তবে খুব বেশী নয় দূরত্বটা, যেতে তিন লীগ আর আসতে তিন লীগ, যদিও স্বীকার করা উচিত, রাস্তাগুলো সুবিধার নয়, কিন্তু ষাঁড় এবং মানুষগুলো অন্যান্য মাল নিয়ে এত অসংখ্যবার এপথে যাওয়া-আসা করেছে যে, চেনা পথে চলছে বোঝার জন্যে ওদের কেবল খুর বা পা ছোঁয়ালেই চলছে, বেয়ে ওঠাটা যত কঠিনই বা নামাটা বিপজ্জনক হোক না কেন। সেদিন লোকদের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম বালতাসার এবং হোসে পিকুইনো ট্রিপের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে, এবং দুজনই যার যার ষাঁড় হাকাচ্ছে এবং শ্রমিকদের মধ্যে শক্তি সামর্থের জন্যে যাদের ভাড়া করা হয়েছে তাদের মাঝে চেলেইরোসে স্ত্রী এবং সন্তান ফেলে আসা লোকটাও রয়েছে, যার নাম ফ্রান্সিস্কো মার্কেস, আছে ম্যানুয়েল মিলহোও, যার মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা খেলে যায় কিন্তু সে বুঝতে পারে না কোত্থেকে ওগুলো মনে আসে তার। অন্যরাও যাচ্ছে যাদের নাম হোসে, হোয়াও, আলভারো, অ্যান্টোনিয়ো এবং জোয়াকিম, এবং এমনকি হয়ত অদ্ভুত বার্টোলোমিউও যদিও নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার জন্য নয়, পাশাপাশি পেদ্রো, ভিসেন্টে বেন্টো, বার্নার্ডো, এবং সিটানো, পুরুষের যতরকম নাম থাকতে পারে পাওয়া যাবে এখানে, এবং সম্ভাব্য সবরকম চেহারাও, বিশেষ করে যদি যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে থাকে এবং সবার ওপরে, দারিদ্র দিয়ে, ওদের সবার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় যেতে পারব না আমরা, অনেক ব্যাপক সেগুলো, কিন্তু অন্তত ওদের নামগুলো তুলে রাখতে পারি, এটা আমাদের দায়িত্ব এবং ওদের নাম লেখার

এটাই আমাদের একমাত্র কারণ, যাতে ওরা অমর হয়ে যায় এবং টিকে যায়, যদি আমাদের ওপর নির্ভর করে, এজাতীয় নামগুলো আলসিনো, ব্রাস, ক্রিস্টোভাও, ড্যানিয়েল ইগাস, ফারসিনো, জেরাল্ডো, হোবাসিও, ইসিডরো, জুভিনো, লুই, মারসোলিনো, নিসানর, অনোফরে, পাওলো, কিটেরিয়ো, বার্কিনো, সেবাস্টিয়ায়ো, ট্যাডো, উবালডো, ভেলেরিয়ো, হ্যাভিয়ার, য্যাকারিয়াস, প্রত্যেকটা আমাদের বর্ণমালার একটা হরফের প্রতিনিধিত্ব করে, হয়ত এ সমস্ত নাম স্থান এবং কালের সঙ্গে মানানসই, কিন্তু সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোর বেলায় তেমন নয়, কিন্তু যতক্ষণ খাটবার মত মানুষের অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ পরিশ্রমের কোনও শেষ হবার নয়, এবং এইসব পরিশ্রমের কোনও কোনওটা ভবিষ্যতে তাদের হাতে যাবে যারা ওদের নাম এবং পেশা গ্রহণ করার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ওই নমুনা বর্ণমালায় যারা প্রতিনিধিত্ব করছে, এবং পিরো পিনহেইরোয় যাচ্ছে তাদের মধ্য হতে আমাদের ব্রাস সম্পর্কে আরও কিছু বলতে চাওয়া উচিত ছিল, লালচুলো সে এবং তার ডান চোখ দৃষ্টিহীন, দেশটা বিকলাঙ্গের, এমন একটা ধারণা মানুষের মনে চেপে বসতে খুব বেশী সময় লাগবে না, কারও পিঠে কুঁজ কেউ আবার স্রেফ একহাত বা একচোখঅলা, এবং আমাদের বিরুদ্ধে অতিরঞ্জনের অভিযোগ আনবে, যেখানে সবাই বিশ্বাস করে যে নায়কদের সুদর্শন এবং বেপরোয়া হতে হয়, কোমল এবং পূর্ণাঙ্গ, নিশ্চয়ই ওভাবেই ওদের পছন্দ করতাম আমরা, কিন্তু সত্যিকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, এবং পাঠকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, আমরা ফোলা-ঠোঁট-তোতলা, খোঁড়া, ভারি চোয়াল, বাঁকা পা, মৃগী রোগী, লম্বা-কান, মোটামাথা, আলবিনো, এবং নির্বোধ, কিংবা স্ক্যাবিজ, সোরস, রিং ওঅর্মে আক্রান্ত রোগী এবং স্কার্ভিঅলাদের সবাইকে গুনতে গিয়ে সময় নষ্ট করি নি, তাহলে আপনি নির্ঘাৎ কুঁজো আর কুষ্ঠ রোগীদের একটা বিরাট মিছিল দেখতে পেতেন ভোরের শুরুতে এঁকে-বেঁকে মাফরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেমন রাতের বেলা সব বিড়ালকেই কালো মনে হয় এবং সব মানুষকে দেখায় ছায়ার মত, ব্লিমুন্দা যদি উপবাসরত অবস্থায় ওই লোকগুলোকে বিদায় নিতে দেখত, ওদের প্রত্যেকের মাঝে কী দেখতে পেত ও, ইচ্ছা ছাড়া যেটা হত অন্য কেউ।

সূর্য উঠতে যা দেরি, তেতে উঠল দিন, যেমনটা আশা করা যায়, যেহেতু এটা জুলাই মাস চলছে। ভবঘুরেদের এই প্রতিযোগিতায় তিন লীগ লম্বা কোনও দূরত্ব নয়, বিশেষ করে ওদের বেশীরভাগই যেহেতু ষাঁড়ের চলার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিয়েছে, এবং ষাঁড়গুলো তাড়াহুড়ো করার কোনও কারণ দেখছে না। ঠেলাগাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্রেফ জোড়ায় জোড়ায় জোয়াল পরানো থাকায় এমন সুবিধার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে আছে জানোয়ারগুলো, এবং যন্ত্রশক্তি বোঝাই ঠেলাটানা সতীর্থ ষাঁড়গুলোর প্রতি প্রায় ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছে, এবং নিজেদের জবাই করার আগে মোটাতাজা করা বাছুর বলে মনে হচ্ছে ওদের কাছে। লোকগুলো, আগেই যেমন উল্লেখ করেছি, আমরা, ধীরগতিতে এগোচ্ছে, কেউ কেউ নিঃশব্দে, অন্যরা

কথাবার্তা বলছে, যে যার মত সঙ্গী খুঁজে নিচ্ছে, কিন্তু ওদের মধ্যে একজন কনভয়টা মাফরা ছেড়ে আসার পর থেকেই প্রবলভাবে কামভাব অনুভব করছিল, বেশ দ্রুত তালে ছুটতে শুরু করল সে যেন বাবাকে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা করতে চেলেইরোস যাচ্ছে, তার নাম ফ্রান্সিস্কো মার্কেস, নিজেকে স্ত্রীর দুপায়ের মাঝখানে ঠেসে দেয়ার এই সুযোগটা নিতে যাচ্ছে ও, ওকে গ্রহণ করার জন্যে অপেক্ষা করছে যেগুলো, কিংবা হয়ত ওর মাথায় এমন চিন্তা নেই, হয়ত স্রেফ বাচ্চাদের সঙ্গ পেতে এবং স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি করতে চাচ্ছে সে, কারণ যেকোনও রকম যৌন মিলন খুব দ্রুত সারতে হবে, কারণ ওর কাজের সঙ্গীরা কাছে এসে পড়ছে, এবং ওদের সঙ্গে সঙ্গেই পিরো পিনহেইরোয় পৌঁছতে হবে ওকে, ইতিমধ্যে আমাদের দরজা পেরিয়ে যেতে শুরু করেছে ওরা, হাজার হোক, আমরা সব সময় একসঙ্গে ঘুমিয়েছি, বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে, কিছুই টের পাবে না ও, বাকিদের বৃষ্টি নামল কিনা দেখার জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারি আমরা, এবং ওরা বুঝবে মায়ের সঙ্গ চাইছে ওদের বাবা, স্রেফ ভেবে দেখ রাজা যদি আলগার্ভে কনভেন্ট নির্মাণের আদেশ দিতেন কী অবস্থা হত আমাদের, আর যখন সে জিজ্ঞেস করল, শিগগিরই চলে যাচ্ছ তুমি, ও জবাব দিল, এখনই যেতে হচ্ছে আমাকে, কিন্তু ফেরার পথে, যদি আমরা কাছেপিঠে ক্যাম্প করি, আমি এসে সারারাত তোমার সঙ্গে কাটাব।

ফ্রান্সিস্কো মার্কেস যখন পিরো পিনহেইরো পৌঁছল, বিধ্বস্ত, পাজোড়া আর চলে না, আগেই ক্যাম্প করা হয়ে গেছে, কোনও কুঁড়ে বা তাঁবু দেখা গেল না ওখানে, এবং শুধু সৈনিকদের পাহারা দিতে দেখা গেল, অনেকটা গ্রামের মেলার মত মনে হল যেন, চারশোরও বেশী গরু এবং গরুগুলোর মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকজন, একপাশে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওগুলোকে, কিছু জানোয়ার ভয় পেয়ে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে শুরু করে দিল, যদিও কোনও রকম বিদ্বেষ ছাড়া, ঠেলাগাড়ি থেকে খড় খেতে যাবার জন্যে স্থির হবার আগে সামনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে ওদের, যারা কোদাল আর নিড়ানি ঝালাই করে, ঝটপট খেয়ে নিচ্ছে ওরা। কারণ সামনে প্রয়োজন আছে ওদের। মাঝ সকাল হয়ে গেছে এরই মধ্যে, এবং কড়া রোদ বিলোচ্ছে সূর্যটা মার্বল চিপস আর স্প্লিন্টারে ছাওয়া কঠিন, পোড়া শক্ত জমিনে, গভীর গহ্বরের দুপাশেই বিশাল আকারের পাথরের ব্লকগুলো মাফরায় চালানের অপেক্ষায় পড়ে আছে। ওগুলোর বিদায় নিশ্চিত, কিন্তু আজ নয়।

কেউ কেউ রাস্তার মাঝখানে জড়ো হয়েছে, এবং ওদের পেছনে যারা মাথার ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে কিংবা জোর করে পথ বের করতে চাইছে, ফ্রান্সিস্কো মার্কেস যখন পৌঁছল এবং নিজের দেরি আড়াল করার উদ্দেশ্যে আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল, কী হচ্ছে, সম্ভবত লাল-চুল লোকটাই জবাব দিল, এটাই সেই পাথর এবং অন্য একজন যোগ করল, আমার জীবনেও এমন জিনিস দেখি নি আমি, বিস্ময়ে মাথা দোলাচ্ছে সে। এই পর্যায়ে এগিয়ে এল সৈনিকরা এবং জোর করে জটলা ভেঙে দিয়ে চিৎকার করে বলল, ওদিকে পিছিয়ে যাও, লোকগুলোও রাস্তার

ছেলেদের মত কৌতূহলী এবং অভিযানের দায়িত্ব প্রাপ্ত ইন্সপেক্টরেটের অফিসারটি সশরীরে ওদের সাবধান করতে এল, সরে যাও, পথ ছাড়, এ কথায় সরে আসতে লাগল লোকগুলো, একে অন্যের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং তারপর দেখা গেল ওটা, পাথরটা, ঠিক যেভাবে লাল-চুল এক চক্ষু ত্রাস বর্ণনা করেছে ওটাকে।

স্ল্যাবটা বিরাট এবং চৌকো আকারের, দুটো পাইনের কাণ্ডের ওপর বসানো পলিশবিহীন মার্বলের সুবিশাল একটা খণ্ড, কাছাকাছি গেলে ঠিকই কাঁচা কাঠের গোঙানি শুনতে পাব আমরা, ঠিক এই মুহূর্তে যেমন দৃষ্টিসীমায় আসায় লোকগুলোর ঠোঁট গলে বেরিয়ে আসা আতঙ্কের গোঙানি শুনতে পাচ্ছি, পাথরের সুবিশাল চেহারা পুরোপুরি দৃষ্টির সামনে আসায়। ইন্সপেক্টরেট জেনারেলের অফিসারটি এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল ওটার ওপর, যেন হিজ ম্যাজেস্টির পক্ষে পাথরটার দখল নিচ্ছে, কিন্তু এই মানুষ আর ষাঁড়গুলো যদি প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিতে না পারে, রাজার সমস্ত শক্তি হয়ে যাবে হাওয়া, বালি, এবং তুচ্ছ কিছু। অবশ্য ওরা ওদের সাধ্যমত করবে। সেজন্যেই এসেছে ওরা, সেজন্যেই ওরা ওদের ক্ষেত আর শ্রম ছেড়েছে, যে শ্রমে জমিতে শক্তি দিতে হয় যা ওদের শক্তি কমিয়ে দেয়, এবং ইন্সপেক্টর আশ্বস্ত বোধ করতে পারে, যে এখানকার কেউ হতাশ করবে না তাকে।

গহ্বরের লোকজন আগে বাড়ল, স্ল্যাবটার অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পাশে একটা উলম্ব প্রাচীর বানানোর উদ্দেশ্যে পাথরটা যেখানে টেনে আনা হয়েছে সেই ছোট্ট উঁচু জায়গাটা কাটা শেষ করতে যাচ্ছে ওরা। এখানেই ম্যান-অভ-ওঅরটা থাকবে, কিন্তু প্রথমে মাফরা হতে আগত লোকগুলো ঠেলাগাড়িটাকে নামানোর জন্যে একটা প্রশস্ত ট্র্যাক বানাবে, হালকা ঢালু রাস্তায় নেমে যাওয়া একটা র‍্যাম্প, এবং কেবল তারপরই যাত্রা শুরু করা যাবে। পিক আর শোভেল সজ্জিত মাফরার লোকগুলো আগে বাড়ল, আগেই খননস্থানের একটা ডায়াগ্রাম এঁকে নিয়েছে অফিসারটি, এবং চেলেইরোস হতে আসা লোকটার পাশে দাঁড়ানো ম্যানুয়েল মিলহো পাথরটার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের উচ্চতা যাচাই করল, ওটা এখন নাগালের ভেতর, এবং বলল, এটা সব পাথরের মা, এবং বেশী কিছু বলল না সে, স্রেফ সব পাথরের মা, সম্ভবত পৃথিবীর একেবারে গভীর থেকে এসেছে বলে, এখনও আদিম কাদায় ঢাকা ওটা, এক দানবাকৃতি মা অসংখ্য মানুষকে সমর্থন যোগানো বা পিষে মারার ক্ষমতাবান, কারণ স্ল্যাবটা পঁয়ত্রিশ স্প্যান দীর্ঘ, চওড়ায় পনের স্প্যান, এবং চার স্প্যান লম্বা, এবং আমাদের রিপোর্ট শেষ করার জন্যে, মাফরায় ওটা পলিশ আর কার্ভ করার পর, সামান্যই ছোট হবে ওটা, বত্রিশ-বাই-চোদ্দ-বাই-তিন মাত্রার, এবং একই পর্যায়ক্রমে, এবং একদিন যখন আর স্প্যানে মাপ নেয়া হবে না বরং হবে মিটারে, অন্যরা পাথরটাকে বর্ণনা করবে সাত মিটার লম্বা, তিন মিটার চওড়া আর চৌষট্টি সেন্টিমিটার উঁচু, মনে রাখুন, এবং যেহেতু ওজনের পুরোনো পদ্ধতি মাপের পুরোনো পদ্ধতির মতই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, দুই হাজার, একশো এবং বার অ্যারোবাসের বদলে আমরা বেনেডিক্টিয়ন নামে পরিচিত বাড়ির বেলকনি নির্মাণকারী পাথরটার ওজন

বলব একত্রিশ হাজার এবং বিশ কিলো, কিংবা পূর্ণ সংখ্যায় একত্রিশ টন, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এবার চলুন পাশের রুমে যাওয়া যাক, কারণ আমাদের খানিকটা পথ চলতে হবে।

এদিকে, সারাদিন মাটি খুঁড়ে পার করল লোকগুলো। ড্রোভাররা সাহায্য করতে এগিয়ে গেল, এবং অসম্মান ছাড়াই নিজের হ্যান্ডকার্টের কাছে ফিরে এল বালতাসার সেটে-সয়েস, কারণ কঠিন খাটুনির মানে কারও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, কখন আবার সেখানে ফিরে যেতে হবে জানে না কেউ, এবং আমরা যদি কোনওদিন লেভারেজের ধারণা ভুলে যাই তাহলে আমাদের হাতে কাঁধ ও বাহু ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোনও সমাধান থাকবে না, যতদিন না আর্কিমিডিসকে পুনরুজ্জীবিত করা যাচ্ছে এবং তিনি বলছেন, আমাকে একটা ফালক্রাম দাও যাতে তোমরা পৃথিবীটাকে নাড়িয়ে দিতে পার। সূর্য ডুবে যাবার পর বানানো রাস্তা পর্যন্ত একশো কদম দীর্ঘ ট্র্যাকটা খোলা হল, সেদিন সকালে যে পথে বেশ আয়েশি পায়ে হেঁটেছিল ওরা। সাপার খেয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে গেল লোকজন, কাছের জমিনে ছড়িয়ে পড়ল ওরা, গাছাপালার নিচে বা পাথর-চাঁইয়ের ছায়ায় আশ্রয় নিল, আকাশে চাঁদ উঠে আসার পর যারপরনাই শাদা আর ঝকমকে হয়ে উঠল পাথরগুলো। উষ্ণ রাত। বনফায়ার জ্বলতে দেখা গেলে সেটা কেবলই ঘিরে বসে ওরা, সঙ্গ পাওয়ার খাতিরে। জাবর কাটছে ষাঁড়গুলো, লালা ঝরে পড়ছে এবং নিজের রসে আবার ভরিয়ে তুলছে সেই জমিন যেখানে সমস্ত কিছু ফিরে যায়, এমনকি এত পরিশ্রম করে তুলে আনা পাথরগুলোও, ওগুলোকে তুলে আনা মানুষগুলো, ওগুলো ওঠানো লেভার, ঠেকিয়ে রাখা ওয়েজ, এই কনভেন্ট নির্মাণে কী পরিমাণ কাজ যে জড়িত ধারণাই করতে পারবেন না আপনি।

বিউগ্‌ল যখন বেজে উঠল তখনও বেশ অন্ধকার। লোকজন উঠে পড়ল এবং ওদের ক্লোক ভাঁজ করে নিল, ড্রোভারদের দল এগিয়ে গেল ষাঁড়ে জোয়াল পরানোর জন্যে, রাতে যেখানে ছিল সেখান থেকে নেমে খননস্থানের গহ্বরে এল ইন্সপেক্টর, সঙ্গে তার সহকারী আর ফোরম্যানরা যাতে করে শেষের জনদের বলা যায় ওদের কী নির্দেশ দিতে হবে এবং কী উদ্দেশ্যে। ঠেলাগাড়ি থেকে দড়ি আর কাছি নামানো হয়েছে এবং রাস্তা বরাবর দুই সারিতে দাঁড় করানো হয়েছে ষাঁড়গুলোকে। কিন্তু ম্যান-অভ-ওঅর এখনও এসে পৌঁছুনো বাকি। কঠিন অ্যাক্সেলঅলা ছয়টি বিরাট চাকার ওপর বসানো শক্ত কাঠ দিয়ে বানানো একটা প্ল্যাটফর্ম, খোদ স্ল্যাবটার চেয়ে প্রান্তিকভাবে বড়। ওটাকে সরানোর কসরৎ করার সময় লোকেদের হৈচৈ শোরগোলের মাঝে হাত দিয়ে প্ল্যাটফর্মটাকে ঠেলা দিতে হল এবং অন্যরা চিৎকার করে নির্দেশ দিতে লাগল, একজন, মুহূর্তের বেখেয়ালে, একটা চাকার নিচে পা হারিয়ে বসল, আর্তচীৎকার করে উঠল সে, অসহনীয় যন্ত্রণায় বিদ্ধ কারও আর্তনাদ, যাত্রার জন্যে খারাপ লক্ষণ। কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা বালতাসার লোকটার পা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখল এবং সহসা নিজেকে আবার জেরেয ডি

লস ক্যাবেলেরসে কল্পনা করল ও, প্রায় পনের বছর আগে, কেমন করে সময় পেরিয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা চলে যায়, কিন্তু এধরনের যন্ত্রণার বিদায় নিতে প্রচুর সময় লাগবে, কোনওমতে বানানো একটা স্ট্রেচারে করে লোকটাকে মোরেলানায় সরিয়ে নেয়ার সময়ও তার আর্তনাদ শোনা গেল, একটা ইনফারমারি আছে সেখানে, হয়ত পায়ের ছোটখাট অ্যাম্পুটেশনেই বেঁচে যাবে সে, ধেত্তের। বালতাসারও রাতটা মোরেলানায় কাটিয়েছে, ওখানে ব্লিমুন্দার সঙ্গে ঘুমিয়েছে ও, এবং এভাবেই জগৎ এক এবং একই জায়গায় মিলিত হয়, সবচেয়ে বড় আনন্দ এবং সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত, আগাগোড়া রসিকতার সান্ত্বনাময় সুবাস এবং পচে যাওয়া ক্ষতের বিশ্রী দুর্গন্ধ, স্বর্গ আর নরক আবিষ্কারের জন্যে একটা মানুষের মানবীয় আর পচে যাওয়া শরীর সম্পর্কে জানা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। জমিনে এখন আর রক্তের কোনও দাগ দেখা যাচ্ছে না, ঠেলাগাড়িগুলোর চাকা ওই জায়গার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে, লোকজন ষাঁড়ের বড় বড় খুরের কথা বিস্মৃত না হয়েই জমিন মাড়িয়ে গেছে, এবং বাকিটুকু শুষে হজম করে নিয়েছে মাটি, খালি এক পাশে ছিটকে পড়া একটা নুড়ির গায়ে এখনও লোকটার রক্তের ক্ষীণ ছাপ লেগে আছে।

খুব আস্তে নামানো হল প্ল্যাটফর্মটা, সহজ ধাপে ধাপে সাবধানে রশিতে ঢিল দিতে থাকা লোকগুলো ঢালের ওপর স্থির রেখেছে ওটাকে, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত ম্যাসনদের বানানো মাটির দেয়াল স্পর্শ করল। এবার পরীক্ষার মুখোমুখি হবে জ্ঞান এবং দক্ষতা। ঠেলাগাড়ির সবকটা চাকার নিচে বিরাট পাথরের চাঁই দিয়ে ঠেকা দেয়া হয়েছে যাতে করে স্ল্যাবটা যখন পাইনের গুঁড়ির ওপর থেকে উঠিয়ে আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মের ওপর নামানো হবে তখন ওটা না নড়ে, কাঠ আর পাথরের ফ্রিকশন কমাতে পুরো সারফেস কাদা দিয়ে লেপে দেয়া হয়েছে এবং তারপর দড়ি ছুড়ে লম্বালম্বিভাবে স্ল্যাবটাকে বাঁধা হয়েছে, প্রত্যেক দিকে একটা আর গাছের কাণ্ড থেকে আলাদা, এবং আরেকটা বাঁধা হয়েছে স্ল্যাবের চওড়ার দিকে, ফলে ছয়টি প্রান্ত সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো ঠেলাগাড়ির সামনের অংশে যোগ করা হয়েছে এবং আয়রন প্লেট দিয়ে রিইনফোর্সড করা একটা নিরেট বীমের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে, এগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে মোটা মোটা দুটো কাছি যেগুলো হারনেসের মূল স্ট্র্যাপের কাজ করছে, যেটার সঙ্গে ষাঁড়গুলোর টানবার জন্যে ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত সরু দড়ি যোগ করা হয়েছে। এই অপারেশনটার বাস্তবায়ন ব্যাখ্যা করার চেয়ে ঢের বেশী সময় নিয়েছে, এবং সূর্যটা ইতিমধ্যেই ওদিকে চোখে পড়া পাহাড় সারির বেশ উপরে উঠে এসেছে, যখন শেষ গিঁটগুলো বাঁধা হল, ইতিমধ্যে শুকিয়ে আসা কাদায় পানি ছিটানো হল, কিন্তু প্রথম অগ্রাধিকার হচ্ছে রাস্তা বরাবর ষাঁড়গুলোকে ছড়িয়ে দেয়া এবং এটা নিশ্চিত করা যে টানার ক্ষমতা যেন কামে না যায়, আমি টানছি, তুমি টান, যাতে করে শেষে দুশো ষাঁড়ের জন্যে কোনও উপায় না থাকে, এবং ডানে, সামনে এবং ওপরে, ট্রাকশন বাড়াতে হল, জঘন্য কাজ এটা, বলল হোসে পিকুইনো, কাছি

ধরে থাকা বামদিকের প্রথমজন সে, বালতাসার কোনও মত প্রকাশ করে থাকলেও শোনা গেল না তা, কারণ বেশ দুরে আছে ও। ওদিকে একেবারে ওপরে মাস্টার-অভ-ওঅর্কস্ গলা চড়াতে যাচ্ছে, টানা লয়ে শুরু হল তার চিৎকার এবং শেষ হল কর্কশ ভাবে, কোনওরকম প্রতিধ্বনি ছাড়া গান পাউডারের বিস্ফোরণের মত, ওঠাও, ষাঁড়গুলো একদিকে বেশী টানলে মারাত্মক ঝামেলায় পড়ে যাব আমরা, তোল, এইবার স্পষ্ট শোনা গেল নির্দেশটা, এবং হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল দুশো ষাঁড়, প্রথমে বিরাট একটা হ্যাঁচকা টান দিল ওগুলো, তারপর লাগাতার শক্তিতে, তারপর থেমে গেল, কারণ কয়েকটা জানোয়ারের পা পিছলে গেছে এবং অন্যগুলো ভেতর বা বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, সবকিছু ড্রোভারদের দক্ষতার ওপর নির্ভর করছে, জানোয়ারগুলোর পাছার ওপর সক্রোধে বাড়ি পড়ল দড়িগুলোর যতক্ষণ না চিৎকার, বেইজ্জতি এবং উত্তেজনায়, কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ঠিক থাকল ট্রাকশনটা, এবং এক স্প্যান এগিয়ে এল স্ল্যাব, নিচের পাইনের কাণ্ডগুলোকে দুমড়ে দিল। প্রথম টানটা ছিল নিখুঁত, দ্বিতীয়টা মিসফায়ার করল, এবং তৃতীয়টা বাকি দুটোর মাঝে ভারসাম্য আনল, এখন কেবল এই লোকগুলো টানছে, এবং অন্যরা চাপ সহ্য করছে, অবশেষে প্ল্যাটফর্মের ওপর নড়তে শুরু করল স্ল্যাবটা, এখনও পাইনের কাণ্ডের ওপরই রয়েছে, যতক্ষণ না ঠেলাগাড়ির ওপর দড়াম করে পিছলে পড়ল, একটা টুম্বস্টোন, ওটার কর্কশ প্রান্তগুলো সেধিয়ে গেল কাঠে, এবং ওখানে নিশ্চল পড়ে রইল ওটা, সমস্যার যদি ভিন্ন সমাধান বের করা না হত ঠেলাগাড়িটাকে কাদা দিয়ে ঢাকা কিংবা না ঢাকার পরিণতি দাঁড়াত একই। হুড়মুড় করে প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল লোকজন এবং দীর্ঘ শক্তিশালী লেভারের সাহায্যে পাথরটাকে উঁচু করতে লেগে গেল, এখনও বেশ অস্থির রয়েছে ওটা, ওদিকে অন্যরা একটা ধাতব বেইজের সাহায্যে ওটার নিচে ওয়েজ ঢোকাতে লাগল, কাদার ওপর দিয়ে সহজেই ঢুকে পড়ল সেটা, এবার অনেক সহজ হবে কাজটা, তোল, তোল, তোল, সোৎসাহে ঠেলছে সবাই, মানুষ এবং ষাঁড় একরকম, এবং বড়ই দুঃখজনক যে ডোম হোয়াও পঞ্চম ওই পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে নেই, কেননা কোনও জাতি স্বেচ্ছায় এরকম শ্রম দেয় না। দুপাশের কাছিগুলো ইতিমধ্যে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, এবং সমস্ত ট্রাকশন স্ল্যাবটার গায়ে লম্বালম্বিভাবে বাঁধা দড়ির ওপর কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, এটাই দরকার ছিল কেবল, এবং স্ল্যাবটা চট করে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে পিছলে যাবার সময় ওটাকে একেবারেই হালকা বলে মনে হল, কিন্তু অবশেষে যখন ওটা নেমে এল তখনই কেবল ওটার ওজনের কাঁপুনিতে ওঠা আওয়াজটা কানে এল, গোটা ঠেলাগাড়িটা ককিয়ে উঠল, রাস্তাটা যদি পাথরের ওপর পাথর দিয়ে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট না হত, চাকাগুলো ঠিক এক হাত পর্যন্ত দেবে যেত। ওয়েজ হিসেবে ব্যবহার করা বড় বড় মার্বলের ব্লকগুলো সরিয়ে নেয়া হল, যেহেতু ঠেলাগাড়িটার গড়িয়ে যাবার বিপদ নেই আর। কাঠমিস্ত্রীরা এবার ওদের ম্যালেট, বোরিং টুলস আর শিজেলসহ এগিয়ে এল, এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে স্ল্যাবের সমতলে প্ল্যাটফর্মের গায়ে

চৌকো গর্ত বানাল, হাতুড়ির বাড়িতে কুইনস্ ঢোকাল ওগুলোয়, যেগুলো আবার মোটা পেরেক দিয়ে আটকানো হল, যথেষ্ট সময় ব্যয় হল কাজটায়। এই অবসরে, কাছের গাছপালার ছায়ায় বিশ্রাম নিল অন্য শ্রমিকরা, ষাঁড়গুলো জাবর কাটল এবং গো-মাছি তাড়াল, এবং গরম অসহনীয়। কাঠমিস্ত্রীরা যখন ওদের কাজ শেষ করে এনেছে তখনই লোকদের ডিনারের আহ্বান জানাল মেস বিউগ্‌ল, এবং ইন্সপেক্টর নির্দেশ দিল যে স্ল্যাবটাকে ঠেলাগাড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলতে হবে, কাজটা সৈনিকদের হাতে সোপর্দ করা হল, সম্ভবত শৃঙ্খলা আর দায়িত্ববোধের ব্যাপারটা জড়িত বলে, হয়ত ওরা আর্টিলারি নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত বলে, আধ-ঘন্টার মধ্যেই স্ল্যাবটা দাড়ি এবং আরও দড়ির সাহায্যে ঠিকমত বেঁধে ফেলা হল, যেন প্ল্যাটফর্মেরই একটা অংশ ওটা, যাতে একটা যেদিকেই যাক না কেন অন্যটা অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। আর কোনও সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হল না, শেষ হয়ে গেল কাজটা। এক পাশ থেকে দেখলে কার্টটা খোলসঅলা কোনও প্রাণীর মত দেখাচ্ছে, খাট পায়ের ওপর দাঁড়ান একটা শক্তপোক্ত কচ্ছপ, এবং কাদায় লেপা থাকায় মনে হচ্ছে যেন সবে মাটি থেকে উঠে এসেছে ওটা, যেন খোদ পৃথিবীরই একটা অংশ এবং যেটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে সেই এলিভেশনকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকজন এবং ষাঁড়গুলো ডিনার সারছে, এবং পরে সিয়েস্তা উপভোগ করবে ওরা, জীবন যদি খাওয়া আর বিশ্রামের মত কিছু নির্দিষ্ট আনন্দ যোগান না দেয়, একটা কনভেন্ট নির্মাণে তেমন একটা মজা পাওয়া যেত না।

কথায় বলে দুর্ভাগ্যের শেষ নেই, যদিও দুর্ভাগ্যের লেজ বেয়ে আসা ক্লান্তি দেখে মাঝে মাঝে কেউ অন্যরকম বিশ্বাস করতে চায়, যে কথাটা নিশ্চিত যেটা হল সৌভাগ্য চিরদিন থাকে না। সিক্যাডার গুঞ্জন শোনার সময় কোনও মানুষ সবচেয়ে আনন্দময় ঝিমুনি উপভোগ করছে, এবং খাবারটা যদি ঠিক ঠিক মুখরোচক নাও হয়, ক্ষুধায় অভ্যস্ত কোনও পাকস্থলী খুব অল্পেই তুষ্ট হয়, তাছাড়া, রোদের আলোও পুষ্টিদায়ী, যখন তার প্রশান্তি ট্রাম্পেটের গর্জনে বিশ্রীভাবে ব্যাহত হয়, আমরা যদি জেহেশোফাটের উপত্যকায় থাকতাম মরা মানুষকেও জাগিয়ে তুলতাম, কিন্তু জীবিতদের নিজেদের জাগিয়ে তোলা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। নানান রকম সরঞ্জাম পরখ করে ঠেলাগাড়িতে তোলা হল, কারণ সমস্তকিছুই ইনভেন্টরির জন্যে হিসাব মেলাতে হবে, গিঁট পরখ করা হল, ক্যাবল জুড়ে দেয়া হল ঠেলাগাড়ির সঙ্গে এবং আরও একবার 'তোল' চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে অস্থির ষাঁড়গুলো বেতাজো টানতে শুরু করল, খাদের অমসৃণ তলে আটকে যাচ্ছে ওদের খুর, অক্স-গোড্‌স ওদের কাঁধে হুল ফোটাচ্ছে, ধীর গতিতে সামনে এগোচ্ছে ঠেলাগাড়ি, যেন পৃথিবীর ফার্নেস থেকে তুলে আনা হচ্ছে ওটাকে, জমিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা মার্বল গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ওটার চাকাগুলো, আজ আমরা যে পাথরটা গহ্বর হতে তুলে আনছি এমন বিরাট পাথর আর কখনও ওখান থেকে ওঠানো হয় নি। ইন্সপেক্টর এবং তার কয়েকজন যোগ্য সহকারী ইতিমধ্যে খচ্চরের পিঠে চেপে বসেছে, এবং বাকিরা,

তাদের নিম্ন পর্যায়ের মর্যাদায় সঙ্গে তাল মিলিয়ে পায়ে হেঁটে যাত্রা করবে, যদিও ওদের সবাই-ই কোনও না কোনওরকম দক্ষতা আর কর্তৃত্বের কথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারে, কর্তৃত্বের কারণে ওদের দক্ষতা এবং দক্ষতার কারণেই কর্তৃত্ব, কিন্তু একই কথা মানুষ এবং ষাঁড়ের এই এনক্যাম্পমেন্ট সম্পর্কে বলা যাবে না, স্রেফ হুকুমের অধীনে রয়েছে ওরা, পরের দলটির মত একইভাবে প্রথম দলটিও, এবং ওদের যোগাড় করা শক্তির ওপরই যেকোনও মর্যাদা নির্ভরশীল। অবশ্য এই লোকগুলোর মধ্যে কিছু বাড়তি দক্ষতাও আশা করা হয়, যেমন, ভুল দিকে না টানা, সময়মত চাকার নিচে ওয়েজ বসানো, জানোয়ারদের অনুপ্রাণিত করবে এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারা, শক্তির সঙ্গে শক্তি মিলিয়ে দুটোকেই বহুগুণে বাড়ানোর কায়দা জানা, যার, হাজার হোক, মানে কৃতিত্ব। ইতিমধ্যে ট্র্যাক বরাবর অর্ধেকটা এগিয়ে গেছে ঠেলাগাড়িটা, বড়জোর পঞ্চাশ কদমের মত, এবং পাথরের ওপর ক্রমাগত দোল খেয়ে চলেছে ওটা, কেননা এটা কোনও রয়্যাল-কোচ বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট হওয়া স্বর্গীয় বাহন নয়। এখানে অ্যাক্সলগুলো আড়ষ্ট, চাকাগুলো যারপরনাই ভারি, ষাঁড়গুলোর পিঠে তারিফ করার মত কোনও চকচকে পলিশ করা হার্নেস নেই বা দায়িত্ব পালন করে চলা লোকগুলোর পরনে নেই চৌকষ ইউনিফর্মও, এটা একটা ইতর জনতা, যেটা কোনওদিন কেউ বিজয় কুচকাওয়াজের সঙ্গে মেলাতে পারবে না বা করপাস ক্রিস্টি মিছিলে যোগ দিতেও দেখবে এমন সম্ভাবনা নেই। কয়েক বছরের মধ্যে প্যাট্রিয়ার্ক যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের আশীর্বাদ করবেন সেই বেলকনির জন্যে পাথর বয়ে নিয়ে যাওয়া এক কথা, কিন্তু ব্যাপারটা ভিন্ন রকম হবে, এবং যারপরনাই প্রত্যাশিত, যদি আশীর্বাদ আর আশীর্বাদদাতা দুটোই হতে পারতাম আমরা, রুটি বুনে খাওয়ার মত।

একটা চমৎকার যাত্রা হতে যাচ্ছে এটা। এখান থেকে মাফরা পর্যন্ত, যদিও পেভমেন্ট মেরামত করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন রাজা, কিন্তু রাস্তাটা বেঢপ হয়ে আছে, অন্তহীন চরাই উৎরাই ভাঙা, ক্রমাগত উপত্যকা পাশ কাটানো, এবং গভীরে ঝাঁপিয়ে পড়া, ওই চারশো ষাঁড় এবং ছয়শো মানুষ, গোণায় যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, সেটা ওদের সংখ্যাকে ছোট করে দেখার কারণে হয়ে থাকবে, এমন নয় যে কোনওভাবে বাড়তি ওরা। মিছিল প্রত্যক্ষ করার জন্যে রাস্তায় ভিড় করেছে পিরো পিনহেইরোবাসীরা, কাজটা প্রথমবার শুরু হবার পর একসঙ্গে এত অসংখ্য ষাঁড় আর দেখে নি ওরা, কিংবা এমন শোরগোল শোনে নি, অবশ্য, কেউ কেউ অসাধারণ পাথরটাকে বিদায় হতে দেখে বিষাদের ছোঁয়া অনুভব করল, এখানে, এই পিরো পিনহেইরোতেই মাটি খুঁড়ে বের করে আনা হয়েছিল ওটা, যেন অখণ্ড অবস্থায়ই গন্তব্যে পৌঁছায়, নইলে মাটির নিচে নিরুপদ্রবে থাকতে দেয়াটাই ভাল ছিল। ক্যাপ্টেন, অ্যাডজুটেন্ট আর অর্ডারলিদের নিয়ে যুদ্ধযাত্রাকারী কোনও জেনারেলের মতই কনভয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছে ইন্সপেক্টর, এলাকাটা রেকি করা, রাস্তার বাঁক পরীক্ষা, ঢাল যাচাই, এবং এনক্যাম্পমেন্টের স্থান বাছাইয়ের কাজ করতে যাচ্ছে ওরা। তারপর

ঠেলাগাড়ির কাছে ফিরে এল ওরা, কতটা পথ অগ্রসর হয়েছে জানার জন্যে, পিরো পিনহেইরো ছেড়ে এসেছে নাকি এখনও ওখানেই আছে। প্রথম দিনের শেষে, আনুমানিক মাত্র পাঁচশো কদম এগোল ওটা। সংকীর্ণ রাস্তা, জোয়াল পরানো ষাঁড়গুলো পরস্পরকে ঠেলে চলেছে, দুপাশে দড়ি থাকায় নড়াচড়ার তেমন একটা উপায় নেই, এবং ট্রাকশনের অর্ধেক শক্তিই বেকার হয়ে যাচ্ছে, কারণ ওগুলো বেতালে টানছে এবং নির্দেশ শোনাই যাচ্ছে না বলতে গেলে। এবং পাথরটার অবিশ্বাস্য ওজন তো আছেই। যখনই ঠেলাটাকে থামতে হচ্ছে, চাকা কোনও গর্তে আটকা পড়ায় বা কোনও ঢাল মোকাবিলার প্রয়াস পাচ্ছে ষাঁড়গুলো, মনে হচ্ছে পাথরটা বুঝি আর আগে বাড়বে না। শেষে যখন আবার এগোল ওটা, প্ল্যাঙ্কিং ককিয়ে উঠছে, যেন আয়রন প্লেট আর ক্ল্যাম্প থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে ওটা। কিন্তু আসলে আরও বড় ঝামেলা অপেক্ষা করে আছে।

সেরাতে ষাঁড়গুলোর পিঠ থেকে জোয়াল আলগা করে স্বাধীনভাবে চরতে দেয়া হল ওদের, পেন-এ আটকে রাখা হল না। শেষে যখন চাঁদ উঠল, অনেকেই তখন ঘুমে তলিয়ে গেছে, বুটের ওপর মাথা রেখেছে ওরা, যদি বুট পাওয়ার মত ভাগ্যবান হয়ে থাকে ওরা। কেউ কেউ ভুতুড়ে ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে গেল এবং কাঠামোটা দেখতে পেল, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট প্রতিফলিত হচ্ছে, রোববারে বৈচিফল সংগ্রহ করেছিল যে এবং প্রভু যাকে চিরদিন ওই বোঝা বইবার শাস্তি দিয়েছিলেন সেই লোকটার, যাতে, চন্দ্র নির্বাসনে বন্দি হয়ে তার ইমেজ স্বর্গীয় বিচারের একটা দৃশ্যমান প্রতীকে পরিণত হয় এবং যারা অসম্মানের দোষে দোষী তাদের জন্যে সতর্কবাণী হিসাবে কাজ করে। হোসে পিকুইনোর খোঁজে বের হল বালতাসার এবং ফ্রান্সিস্কো মার্কেসের এবং আগুনের চারপাশে জড়ো হওয়া আরও কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের দুজনেরই, কারণ রাত হিম হয়ে এসেছে। পরে ম্যানুয়েল মিলহো যোগ দিল ওদের সঙ্গে, ওদের একটা গল্প শোনাতে শুরু করল সে। এক কালে এক রানী ছিল, এক প্রাসাদে বাচ্চা এবং রাজার সঙ্গে বাস করত সে, একটা ইনফ্যান্টে আর একটা ইনফ্যান্টা, এতটুকু লম্বা ওরা, এবং রাজা নাকি রাজা হওয়ার ব্যাপারটা উপভোগ করত, কিন্তু রানী কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিল না রানী হিসাবে সে সন্তুষ্ট বোধ করবে কিনা, যেহেতু আর কোনও ভূমিকার জন্যে কখনও প্রস্তুত ছিল না সে, তাই আমি রানী থাকতেই পছন্দ করি কথাটা আন্তরিকভাবে বলারও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না সে, যদিও তার অবস্থা রাজার চেয়ে ভিন্ন ছিল না, যে তার অবস্থান উপভোগ করত, যেহেতু সেও অন্য কোনও কিছুর জন্যে তৈরি ছিল না, কিন্তু রানীর মনের অবস্থা ছিল ভিন্ন, যদি সে রাজার মত ভাবত তাহলে আর বলার মত কোনও গল্প থাকত না, এখন, ঘটনাক্রমে ওই রাজ্যে বেপরোয়া জীবন যাপনকারী এক হারমিট ছিল, এবং অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে অনেক অনেক বছর কাটিয়ে দেয়ার পর, পাহাড়ের গায়ে একটা গুহায় আশ্রয় নিল সে, কথাটা যদি আগেই বলে না থাকি, কিন্তু সে আবার প্রার্থনা আর অনুশোচনায় মগ্ন সেইসব

হারমিটদের মত ছিল না, হারমিট হিসাবে পরিচিত ছিল কারণ বিচ্ছিন্ন থাকত সে এবং যা যোগাড় করতে পারত তাই খেত, এবং যদিও তাকে কিছু সাধা হলে কখনও প্রত্যাখ্যান করত না, কখনও সাহায্য ভিক্ষা করে নি, তো একদিন রানী সঙ্গীদের নিয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, সবচেয়ে বয়স্কা লেডি-ইন-ওয়েটিংয়ের কাছে সে জানাল যে হারমিটের সঙ্গে কথা বলতে চায় সে এবং তাকে একটা প্রশ্ন করতে চায়, কিন্তু লেডি-ইন-ওয়েটিং সতর্ক করল তাকে, ইয়োর ম্যাজেস্টির জানা উচিত এই হারমিট কোনও পবিত্র পুরুষ নয় বরং আর পাঁচজনের মতই, একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে একটা গুহায় একা থাকে সে, লেডি-ইন-ওয়েটিং একথাই বলল তাকে, আগেই জেনেছি আমরা, এবং রানী জবাব দিল, আমি তাকে যে প্রশ্ন করতে চাইছি তার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, তো পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল ওরা, যখন গুহার মুখে পৌঁছুল, একজন পেইজ গেল ভেতরে, এবং বেরিয়ে এল হারমিট, ইতিমধ্যে অনেক বয়স হয়েছে লোকটার কিন্তু শক্তপোক্ত গড়ন তার, রাস্তার চৌমাথার কোনও পবিত্র গাছের মত, বেরিয়ে আসার সময় সে জানতে চাইল, কে ডাকছে আমাকে, এবং পেইজ বলল, হার ম্যাজেস্টি, তোমাদের রানী, আজকের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট, তো চলো খানিকটা ঘুমোনোর চেষ্টা করা যাক। অন্যরা প্রতিবাদ জানাল, কারণ রানী এবং হারমিটের কাহিনীর বাকিটা শুনতে চায় ওরা, কিন্তু ম্যানুয়েল মিলহোকে রাজি করানো গেল না, আগামীকাল অন্য একটা দিন, তো হাল ছেড়ে দিতে হল ওদের, প্রত্যেকে ঘুমোনোর মত একটা জায়গার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঝোঁক অনুযায়ী গল্পটা নিয়ে ভাবতে লাগল। হোসে পিকুইনো ভাবল যে রাজা সম্ভবত রানীর সঙ্গে আর মিলিত হয় না, এবং হারমিট বুড়ো মানুষ হলে, সে কেমন করে হবে, বালতাসার কল্পনা করল রানীটি হচ্ছে ব্লিমুন্দা এবং ও নিজে হারমিট, কেন নয়, এটা যদি একজন পুরুষ আর এক নারীর গল্প হয়, কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সত্ত্বেও, ফ্রান্সিস্কো মার্কেস স্থির করল, গল্পটা কেমন করে শেষ হবে আমি জানি, এবং আমি যখন চেলেইরসে পৌঁছুব তখন সবকিছু ব্যাখ্যা করব। চাঁদটা ইতিমধ্যে ওপাশে চলে গেছে, বৈচির একটা বোঝার ওজন যে খুব বেশী তা নয়, জঘন্য হচ্ছে কাঁটাগুলো, এবং ক্রাইস্ট যেন তাঁর মাথায় বসানো কাঁটার মুকুটের বদলা নেয়ার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পরের দিন এক উৎকণ্ঠায় ভরা দিন। খানিক চওড়া হয়েছে রাস্তাটা, মারাত্মক সংঘর্ষ ছাড়াই আরও অনায়াসে নড়াচড়ার সুযোগ দিচ্ছে ষাঁড়গুলোকে, কিন্তু দারুণ অসুবিধার মধ্য দিয়ে বাঁকগুলো পার হল ঠেলাগাড়ি, ওটার অ্যাক্সেলের আড়ষ্টতা এবং চাপানো প্রচণ্ড ওজনের কারণে, মানে দাঁড়াল ওটাকে পাশ থেকে টানা, প্রথমে সামনে থেকে, তারপর পেছন থেকে, প্রতিবাদ জানাল চাকাগুলো, পাথরে আটকে গেল, পিক দিয়ে ভাঙতে হল ওগুলো, কিন্তু তারপরেও যতক্ষণ ঠেলাগাড়িটাকে আবার রাস্তায় ফিরিয়ে আনার জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক ষাঁড়কে আলাদা করে আবারও জুড়ে দেয়ার মত জায়গা মিলছে, লোকজন কোনওরকম আপত্তি তুলল না। যদি

কোনও বাঁক না থাকত, প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ঢালগুলো পেরিয়ে আসা যেত, ষাঁড়গুলো প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানের সঙ্গে মাথা সামনে বাড়িয়ে দিচ্ছে, সামনের ষাঁড়ের পাছা স্পর্শ করার যোগাড় হচ্ছে, কখনও কখনও খুরের ঘায়ে আর চাকার চাপে ক্রমশ সৃষ্টি হওয়া খাদের জমা গোবর আর পেশাবের পুকুরে পা হড়কে যাচ্ছে বলে আবিষ্কার করছে নিজেদের। একজন করে লোক রয়েছে প্রতিজোড়া ষাঁড়ের দায়িত্বে, এবং ওদের মাথা ও অক্স-গোডস্ বেশ দূর থেকেও চোখে পড়ে, জানোয়ারগুলোর শিঙ এবং ওগুলোর তামাটে পিঠের ওপর মাথা চাগিয়ে রেখেছে, কেবল হোসে পিকুইনো পড়ে গেছে দৃষ্টির আড়ালে, খুব একটা অবাক হবার বিষয় নয়, কারণ সে হয়ত তার ষাঁড়ের সঙ্গে কথা বলছে, যেগুলো ওর মতই লম্বা, তোল, ছোট ষাঁড়, তোল।

কিন্তু রাস্তায় যখনই কোনও নিচে নেমে যাওয়া ঢাল দেখা যাচ্ছে, অচিরেই যন্ত্রণায় পরিণত হচ্ছে উদ্বেগ। যেকোনও মুহূর্তে ঠেলাগাড়িটা পিছলে পড়ে যেতে পারে, এবং ঝটপট ওয়েজ বসাতে হচ্ছে, এবং প্রায় সবকটা ষাঁড়ের বাঁধন আলগা করে ফেলতে হয়েছে, পাথরটাকে নাড়ানোর জন্যে দুপাশে তিন বা চার জোড়া ষাঁড় নিয়ে আসতে হল, কিন্তু পরক্ষণেই প্ল্যাটফর্মের পেছনের দড়ি আঁকড়ে ধরতে হল লোকজনকে, শত শত মানুষ, পিপঁড়ের মত, মাটিতে দৃঢ়ভাবে আটকে আছে ওদের পা, শরীর বেঁকে আছে পেছন দিকে, গায়ের পেশী ফুলেফেঁপে উঠেছে, ঠেলাগাড়ির ভার সামলে রেখেছে, ওদের টেনে হিঁচড়ে উপত্যকার দিকে নিয়ে যাবার হুমকি দিচ্ছে ওটা, এবং চাবুকের আঘাতে যেন ছিটকে পাঠিয়ে দিতে চাইছে বাঁকের ওপাশে। রাস্তার সামনে আর পেছনের ষাঁড়গুলো আরাম করে জাবর কাটছে, হৈচৈ দেখছে, এবং লোকজন সামনে-পেছনে ছুটোছুটি করে নির্দেশ দিয়ে চলেছে, খচ্চরের পিঠে বসে আছে ইন্সপেক্টর, লোকজনের চেহারা চকচক করছে, ঘেমে নেয়ে গেছে, এবং ষাঁড়গুলোও নড়ছে না, নিজেদের পালা আসার অপেক্ষা করছে, এত শান্ত যে, এমনকি জোয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা অক্সগোডও পড়ছে না। কেউ একজন প্ল্যাটফর্মের পেছনে ষাঁড় হারনেস করার পরামর্শ দিল, কিন্তু বুদ্ধিটা বাদ দিতে হল, কারণ ষাঁড় দুকদম সামনে আর তিন কদম পেছনে যাবার প্রয়াসের ফলাফল বোঝে না। ষাঁড় হয় র‍্যাম্প জয় করে যেটার নিচে যাবার কথা সেটাকে ওপরে নিয়ে যায় বা বাধা না দিয়েই হিঁচড়ে যায় এবং যেখানে বিশ্রাম নিতে পারত সেখানে দুমড়ে মুচড়ে মরে পড়ে থাকে।

সেদিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পনের শো কদম এগোল ওরা, আজকাল মাপের জন্যে আমাদের ব্যবহার করা আধ-লীগের কম, কিংবা আমরা যদি একটা জুৎসই তুলনা টানতে চাই, স্ল্যাবের দৈর্ঘের দুশো গুন। এই সামান্য অগ্রগতির জন্যে কত অসংখ্য ঘণ্টার প্রয়াস, কত ঘাম, কত ভয়, এবং দৈত্যাকৃতি পাথরটা, যেখানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকার কথা, পিছলে যাচ্ছে, যখন ওটার নড়ার কথা, স্থির হয়ে থাকছে, নিকুচি করি তোমার, এবং নিকুচি করি যে তোমাকে মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বের করে এই বুনো এলাকার ওপর টেনে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছে তারও। জমিনে

হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল লোকগুলো, শক্তিহীন, চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে ওরা, ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, প্রথমে দিন শেষ হওয়ার বদলে সকাল হতে যাচ্ছে যেন, তারপর আলো ফ্যাকাশে হয়ে আসতে শুরু করলে স্বচ্ছ হয়ে এল, যতক্ষণ না হঠাৎ করে ঘন মখমলের ছায়ায় স্ফটিকের স্বচ্ছতা অস্পষ্ট হয়ে গেল, এখন রাত। দেরি করে যখন চাঁদ উঠবে, ইতিমধ্যে ক্ষয়ে যেতে শুরু করছে ওটা, এবং পুরো এনক্যাম্পমেন্ট ঘুমে বিভোর থাকবে, দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে বনফায়ারগুলোর আলো এবং আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে পৃথিবী, কেননা ওপরে যেখানে তারারা রয়েছে, এখানে নিচে রয়েছে আগুন, সেই প্রাচীনকালের মত যেখানে যেসমস্ত মানুষ স্বর্গীয় গম্বুজ বানানোর জন্যে পাথর টানত সম্ভবত তারা জড়ো হয়েছিল, হয়ত তাদেরও একই রকম ক্লান্ত অভিব্যক্তি ছিল, একই রকম না-কামানো মুখ, একই রকম পুরু কড়া-পড়া হাত, একটা বাগধারা বানানোর খাতিরে শোকের মত কালো একইরকম নখ, এবং একইভাবে দরদর করে ঘামছিল। এবার বালতাসার জিজ্ঞেস করেল, আমাদের বল, ম্যানুয়েল, গুহার মুখে হারমিট হাজির হবার পর তাকে কী জিজ্ঞেস করেছিল রানী, এবং হোসে পিকুইনো তার সন্দেহের কথা প্রকাশ করল, সে হয়ত তার লেডিজ-ইন-ওয়েইটিং আর পেইজদের বরখাস্ত করে দিয়েছিল, হোসে পিকুইনো মানুষটা বৈরী ধরনের, তো আসুন তাকে আমরা তার ফাদার কনফেসরের আদায় করা অনুশোচনার হাতে ছেড়ে দিই, যদি আদৌ কখনও অনুশোচনা করে সে, সম্ভাবনা নেই-ই বলা যায়, এবং ম্যানুয়েল মিলহোর কী বলার আছে শুনুন, হারমিট আবির্ভূত হবার পর গুহার মুখে রানী তিন কদম এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইল, যদি কোন নারী রানী এবং কোনও পুরুষ রাজা হয়, তাহলে রানী এবং একজন রাজার বদলে নারী ও পুরুষের মত ভাববার জন্যে কোন কাজটা তাদের অবশ্যই করতে হবে, একথাই তাকে জিজ্ঞেস করল সে, এবং হারমিট আরেকটা প্রশ্নে জবাব দিল, কেউ যদি হারমিট হয়, তাহলে স্রেফ হারমিটের বদলে নিজেকে পুরুষ হিসাবে ভাবতে কী করতে হবে তাকে, এবং এক মুহূর্ত চিন্তা করার পর বলল, রানী হিসেবে থাকায় ক্ষান্ত দেবে, রাজাও আর রাজা থাকবে না, এবং হারমিট তার গুহা ত্যাগ করবে, এটাই করতে হবে তাদের, কিন্তু এবার আরেকটা প্রশ্ন করব আমি, যেসব নারী বা পুরুষ রানী বা হারমিট কিছুই নয়, বরং কেবল নারী আর পুরুষ তারা কেমন হতে পারে, এবং যদি ওরা হারমিট বা রানী না হয়, তাহলে পুরুষ আর নারী হবার মানেটা কী, যেটা যে সেটা না হওয়া, এবং হারমিট জবাব দিল, কেউই সত্তা ছাড়া থাকতে পারে না, পুরুষ আর নারীর অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ববান যা কিছু সেটা হচ্ছে তাদের সত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, একথার পাল্টা জবাব দিল রানী, আমি আমার পরিচয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, এবার আমাকে বলো তুমি তোমার পরিচয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে কিনা, এবং হারমিট জবাব দিল, হারমিট হওয়ার মানে হচ্ছে সত্তার বিপরীত, যারা জগতে বাস করে তাদের মতে, কিন্তু তারপরেও এটা একটা কিছু হওয়া, এবং রানী যোগ করল, তাহলে সমাধানটা কী এবং হারমিট

তাকে বলল, যদি তুমি নারী হতে চাও, রানী হওয়া বাদ দাও, এবং বাকীটা পরে আবিষ্কার করবে তুমি, এবং রানী তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি যদি পুরুষ হতে চেয়ে থাক তাহলে হারমিট রয়ে গেছ কেন, এবং হারমিট জবাব দিল, কারণ পুরুষ হওয়াটাকে লোকে সবচেয়ে ভয় পায়, এবং রানী বলল, পুরুষ আর নারী হওয়ার মানে কী, তুমি জান, এর জবাবে হারমিট বলল, সেটা কেউ জানে না, এবং এই জবাব শুনে হাল ছেড়ে দিল রানী, সরে এল সে, ফিসফিস করতে থাকা সঙ্গীরা অনুসরণ করল, আগামীকাল বাকিটা তোমাদের শোনাব আমি। গল্প বলা থামিয়ে ভালই করেছে ম্যানুয়েল মিলহো, কারণ শ্রোতাদের দুজন হোসে পিকুইনো আর ফ্রান্সিস্কো মার্কেস এরইমধ্যে ক্লোকে গা মুড়িয়ে নাক-ডাকা শুরু করে দিয়েছে, বনফায়ার নিভে গেছে প্রায়। মিলহোর দিকে চেয়ে রইল বালতাসার, তোমার এই গল্পের কোনও শুরুও নেই শেষও নেই আর লোকে যেমন গল্প শুনতে অভ্যস্ত তার সঙ্গে কোনও মিলও নেই, সেই ধরনের গল্প হাঁস পোষা রাজকুমারী, কপালে তারাঅলা ছোট মেয়ে, জঙ্গলে ড্যামসেল খুঁজে পাওয়া কাঠুরে, নীল ষাঁড়ের গল্প, কিংবা আলফাসকুইয়ের থেকে আসা শয়তান, কিংবা সাত মাথাঅলা জানোয়ার, একথায় ম্যানুয়েল জবাব দিল, আকাশের দিকে হাত বাড়ানোর মত বিরাট কোনও দানব যদি থাকত, তুমি বলতে পারতে যে তার পাজোড়া পাহাড় আর মাথাটা শুকতারা, কারণ যে লোকটা আকাশে ওড়ার দাবী করে এবং নিজেকে ঈশ্বরের সমান বলে, সেই বিচারে বেশ সংশয়বাদী তুমি। এইভাবে ভর্ৎসনা শুনে শুভরাত্রি ছাড়া আর কিছু বলার রইল না বালতাসারের, আগুনের দিকে পেছন ফিরল ও এবং অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল গভীরভাবে। জেগে রইল ম্যানুয়েল মিলহো, ভাবছে, শুরু করা গল্পটা কেমন করে সবচেয়ে সুন্দরভাবে শেষ করা যায়, হারমিটই রাজা হয়ে যাবে নাকি রানী হারমিটেস হবে, এবং গল্পের কেন এমন সমাপ্তি থাকা জরুরি সেটাও আশ্চর্যের ব্যাপার।

দিনটা এমন দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর ছিল যে ওরা সবাই একমত হল আগামীকাল আর এরচেয়ে খারাপ হতে পারবে না, কিন্তু অন্তর দিয়ে জানে ওরা আসলে হাজারগুণ খারাপ হবে তা। চেলেইরোস উপত্যকায় নেমে যাওয়া রাস্তাটার কথা ভাবল ওরা, সংকীর্ণ সেই বাঁকগুলো, বিপজ্জনক ঢালগুলো, খাড়া কাটিংগুলো প্রায় খাড়াভাবে নেমে এসেছে রাস্তায়, কেমন করে পার হয়ে যাব আমরা, আপনমনে বিড়বিড় করল ওরা। গ্রীষ্মের সবচেয়ে উত্তপ্ত দিন এটা, দুনিয়াটা যেন ফার্নেসের মত, সূর্যটাকে মনে হচ্ছে কারও পাঁজরে বসানো স্পার। পানিবাহকরা ওদের কাঁধের ওপর পিচার নিয়ে কনভয়ের এমাথা-ওমাথায় ছুটোছুটি করছে, কিছু জায়গার জমিন হতে পানি সংগ্রহ করে, কোনওটা কাছে অন্যগুলো দূরে, বহুলব্যবহৃত পথ বেয়ে চড়াই বাইতে হচ্ছে ওদের বাক্স ভর্তি করার জন্যে, এবং গ্যালিগুলোর অবস্থা এর চেয়ে খারাপ হতে পারে না। যখন সাপারের সময় হয়ে এল, একটা উঁচুমত জায়গায় পৌঁছুল ওরা যেখান থেকে উপত্যকার তলদেশে বিছিয়ে থাকা চেলেইরোস দেখতে

পেল। ফ্রান্সিস্কো মার্কেস ঠিক এই জিনিসটারই অপেক্ষা করছিল, এবং ওরা নিচে পৌঁছতে পারুক বা না পারুক, রাতটা সে স্ত্রীর সঙ্গে কাটাতে বদ্ধপরিকর। সহকারীদের সঙ্গে নিয়ে নিচের স্ট্রিমটার দিকে এগিয়ে গেল ইন্সপেক্টর, যাবার পথে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাগুলো দেখিয়ে দিতে লাগল, মানুষ এবং পশুগুলোকে খানিকটা দম ফেলার ফুরসত দেয়ার জন্যে এবং পাথরটা পরিবহনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে, ঠেলাগাড়িটাকে কোথায় ঠেস দিয়ে রাখতে হবে সেই জায়গাগুলোও, এবং শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিল যে ওদের ষাঁড়গুলোকে হারনেসমুক্ত করে তৃতীয় বাঁকের ওপাশের ফাঁকা জায়গাটায় নিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে করে কাজটা ভণ্ডুল করে না দেয়ার মত যথেষ্ট দূরে থাকে ওগুলো, আবার প্রয়োজনে যেন সময় নষ্ট না করেই আবার ফিরিয়ে আনা যায়। প্ল্যাটফর্মটাকে ওটার আপন শক্তিতেই ঢাল বেয়ে নামিয়ে দেয়ার ইচ্ছা। আর কোনও উপায় নেই। জানোয়ারগুলোকে সরিয়ে নেয়ার সময় সূর্যের প্রখর আলোয় পাহাড়ের চূড়ায় আশপাশে, নিচের সজিবাগিচাসহ, ছড়িয়ে পড়ল লোকজন, প্রশান্ত উপত্যকার দিকে তাকাল ওরা, চাঙা করা ছায়া, প্রায় অবাস্তব মনে হওয়া বাড়িঘর, নিরিবিলির অনুভূতি কত শক্তিশালী। লোকেরা কী ভাবছে বলা বলা কঠিন, হয়ত স্রেফ চিন্তা করছে, যদি আদৌ ওখানে নামতে পারি আমরা, অবাস্তব ঠেকবে।

আমাদের চেয়ে যারা বেশী জানে তাদের সাক্ষ্য দিতে দিন। প্ল্যাটফর্মের পেছনে আটকানো বারটা কেব্‌লস ধরে মরিয়াভাবে লটকে আছে ছয়শো মানুষ, ছয়শো মানুষ যাদের মনে হচ্ছে সময় পেরুনো এবং লাগাতার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে আস্তে আস্তে তাদের হাতপায়ের আড়ষ্টতা কেটে যাচ্ছে, ছয়শো মানুষ যারা ওখানে থাকতে গিয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠা ছয়শো পশু, এবং এখন সবচেয়ে বেশী, কেননা, এর সঙ্গে তুলনা করলে গতকাল ছিল ছেলেখেলা এবং ম্যানুয়েল মিলহোর কাহিনী একটা ফ্যান্টাসি, কেননা সব মানুষই আসলে তাই, যখন সে কেবল তার ধারণ করা শক্তিমাত্র, যখন সে তাকে অপ্রতিহতভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া দানবটাকে ঠেকানোর শক্তি সংগ্রহ করতে না পারার ভয় ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সবই একটা পাথরের কারণে যেটার এত বিরাট হওয়ার কোনও দরকার ছিল না কখনও, গোটা তিন বা দশেক ছোট ছোট পাথর দিয়েই অনায়াসে বেলকনিটা বানান যেতে পারত, যদিও আমরা আর তখন অহংকারের সঙ্গে হিজ ম্যাজেস্টিকে বলতে পারতাম না, একটা মাত্র পাথর দিয়ে বানান হয়েছে এটা, বা পাশের রুমে যাবার আগে দর্শনার্থীদেরও বলতে পারতাম না, একটা মাত্র পাথর দিয়ে বানান হয়েছে এটা, এবং এইসব আর অন্যান্য নির্বোধ অহংকারের ভেতর দিয়ে অসম্ভাব্যতার চল হয়ে যায় সেগুলোর সমস্ত জাতীয় আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ, পরের কথাটা যেমন লোকে ম্যানুয়েল বা ইতিহাসের বইতে পড়ে তেমনি, ঈশ্বর উত্তরাধিকারী দান করার বিনিময়ে প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হিসাবে ডোম হোয়াও পঞ্চম মাফরায় কনভেন্ট নির্মাণ করেছেন, এই যে ছয়শো মানুষ রানীকে প্রেগন্যান্ট করে নি কিন্তু তাদেরই

প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে এবং পাত্র বয়ে মাশুল গুনতে হচ্ছে, সেকেলে উদাহরণ দেয়াটা যদি ক্ষমার চোখে দেখেন।

রাস্তাটা যদি সোজাসুজি নেমে যেত, সমস্ত কিছু বদলাবদলির একটা খেলায় পর্যবসিত হত, কেউ হয়ত, এমন বলতে পারত যে টানা আর ঢিলে দেয়ার মজাদার একটা খেলা, পাথরের এই ঘুড়িটাকে স্বাধীনতা দেয়ার জন্যে দড়িগুলো ঢিল করে দিয়েই আবার শক্ত করে ফেলা হল, ত্বরণের হার যতক্ষণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যাচ্ছে ততক্ষণ স্বাধীনভাবে পিছলে নামতে দেয়া হল ওটাকে, এবং তার আগেই আটকে ফেলা হচ্ছে যাতে উপত্যকায় ঝাঁপ দিতে না পারে, যাবার সময় ঝটপট সরে যেতে ব্যর্থ হওয়া লোকজনকে চাপা দিয়ে, লোকগুলোই যেন ঘুড়ির মত যাদের এইসব এবং অন্যান্য দড়ি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু রাস্তায় বাঁকগুলোর দুঃস্বপ্নগুলো আছে। রাস্তাটা যতক্ষণ সমতল থাকছে, ষাঁড়গুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেমন ব্যাখ্যা করেছি আমরা, ঠেলাগাড়ির সামনে এবং দুপাশেই কয়েকটাকে জুড়ে দিয়ে যেখানে ওরা বাঁক বরাবর ওটাকে টানতে পারবে, যত ছোট বা বড়ই হোক। স্রেফ ধৈর্যের একটা ব্যাপার এটা এবং এত অসংখ্যবার করতে হল যে অচিরেই রুটিনে পরিণত হল, হারনেস চাপাও, হারনেস খোল, সবচেয়ে বেশী ভোগান্তি হচ্ছে ষাঁড়গুলোর, কারণ লোকজনকে চিৎকার করা ছাড়া আর কোনও পরিশ্রম করতে হয় নি। এখন মরিয়া হয়ে চিৎকার করছে ওরা বাঁক আর ঢালের শয়তানিভরা মিশেলের মুখোমুখি হয়ে খানিক পরপরই যার মোকাবিলা করতে হবে ওদের, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে চেঁচামেচি করার মানে শক্তি ক্ষয় করা, এবং নষ্ট করার মত শক্তি ওদের নেই। কাজটা কীভাবে সামাল দিতে হবে সেটা স্থির করাই ভাল, চেঁচামেচির ব্যাপারটা পরের জন্যে তুলে রাখা যেতে পারে, যখন খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যাবে। বাঁকের শুরুর দিকে এগোতে শুরু করল ঠেলাগাড়ি, যতদূর সম্ভব ভেতর কিনারার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে, এবং ওই একই পাশের সামনের চাকায় ওয়েজ দেয়া, ওয়েজটা খুব বেশী দৃঢ় যেন না হয়, সেটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, গোটা ভারটাই যেন ওটার ওপর না এসে পড়ে, আবার তেমন নাজুকও হতে পারবে না যে ঠেলাগাড়ির ভারেই গুঁড়িয়ে যাবে, এবং কেউ যদি মনে করে যে কাজটা সহজ, স্রেফ দূর থেকে অপারেশনটা প্রত্যক্ষ না করে বা এই পাতাটা পড়ে পেছনে তাকিয়ে চিন্তা না করে তার উচিত হবে পিরো পিনহেইরো থেকে মাফরা পর্যন্ত পাথরটা বয়ে আনা। এমন সঙ্গীন অবস্থায় ওয়েজ দেয়া থাকায় ঠেলাগাড়িটা অনেক সময় একেবারে স্থির হয়ে যেতে পারে এবং নিজের খেয়ালে নড়তে অস্বীকৃতি জানাতে পারে, যেন ওটার চাকা মাটিতে গেঁথে গেছে। এটা সবচেয়ে সাধারণ বিপর্যয়। কেবল সেইসব বিরল মুহূর্তে, যখন পরিস্থিতি অনুকূল এবং বাইরের দিকে বাঁকের ঝোঁক, জমিনের ওপর হ্রাসপ্রাপ্ত ফ্রিকশন, এবং ঢালের ওপর সঠিক গ্র্যাডিয়েন্টের মত অন্যান্য সমস্ত উপাদানগুলো হিসাবে ধরা হচ্ছে কেবল তখনই প্ল্যাটফর্মটা পেছন থেকে দেয়া পার্শ্ব চাপের কাছে অনায়াসে নতি স্বীকার করছে, কিংবা তারচেয়েও

অলৌকিক, ওদিকে সামনে নিজস্ব পয়েন্ট অভ সাপোর্টের ওপরই স্বাধীনভাবে ঘুরছে। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে এই বিরাট চাপকে অবশ্যই একেবারে ঠিক সময়ে লোকাল পয়েন্টগুলোতে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে ভরবেগ অতিরিক্ত বা অপর্যাপ্ত এবং সেইহেতু বিপর্যয়কর হয়ে না দাঁড়াতে পারে, ছোটখাট অঘটনের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হয়, যার জন্যে উল্টোদিকে নতুন করে চাপ দেয়ার প্রয়োজন হয়। পেছনের চার চাকায় ক্রো-বার আটকানো হল, এবং ঠেলাগাড়িটাকে স্থানচ্যুত করার একটা প্রয়াস নেয়া হল, যদিও তা হয়ত কর্ডের বাইরের দিকে আধ স্প্যান দূরত্ব, দড়ি ধরে থাকা লোকগুলো একই দিকে টেনে সাহায্য করল, মারাত্মক বিভ্রান্তিকর দৃশ্য, বাইরের দিকে কাছির গোলকধাঁধায় ক্রো-বার নিয়ে কাজ করছে যারা, ধাতব তারের মত টানটান হয়ে আছে, এবং দড়ি ধরা লোকগুলো, যারা ঢালের নিচে বিভিন্ন অবস্থানে থেকে কাজ করছে, মাঝেমাঝেই পিছলে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে বলে আবিষ্কার করল নিজেদের, আপাতত তেমন মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই। অবশেষে চাপের মুখে নাকি স্বীকার করল ঠেলাগাড়ি এবং কয়েক স্প্যান দূরে সরে এল, কিন্তু এই অপারেশনের সময় সামনের দিকের বাইরের চাকা উপর্যুপরি আটকে আর খুলে দিয়ে প্ল্যাটফর্মটাকে এমনি মহড়াগুলোর কোনওটার মাঝামাঝি পর্যায়ে উল্টে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করা হল এমন একটা অবস্থানে যখন ঠেলাগাড়িটা সামনে বাড়ার জন্যে প্রস্তুত এবং ওটাকে আটকানোর মত যথেষ্ট মানুষ নেই, কারণ ওখানে এত বেশী শোরগোল যে ওদের বেশীর ভাগেরই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার মত জায়গা মিলছে না বলা যায়। এই কর্মকাণ্ডের দিকে তাকিয়ে খোদ শয়তান নিজের পাপহীনতা এবং সহানুভূতিতে অবাক হয়ে গেল, কারণ সে কোনওদিনই নরকে তার সৃষ্টি সমস্ত শাস্তি কে ছাড়িয়ে যাবার মত এমন শক্তির কথা চিন্তাও করতে পারত না।

ওয়েজ নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে ফ্রান্সিস্কো মার্কেস। ইতিমধ্যেই ওর দক্ষতার পরীক্ষা হয়ে গেছে, একটা বাজে বাঁক, দুটো খুবই খারাপ, তিনটা অন্যগুলোর চেয়েও জঘন্য, আমরা পাগল হয়ে থাকলেই কেবল চারটে, এবং ওই বাঁকগুলোর প্রত্যেকটার বেলায় প্রায় বিশটা মহড়ার প্রয়োজন হয়েছে, একটা ভাল কাজ করছে জানা থাকায় হয়ত এখন আর নিজের স্ত্রীর কথা চিন্তাই করছে না সে, সবকিছুর উপযুক্ত সময় আছে, তাছাড়া ওই চাকাটার ওপর কড়া নজর রাখতে হচ্ছে ওকে, যেটা বাঁক নিতে যাচ্ছে এবং ঠেকাতে হবে, কিন্তু খুব দ্রুত নয়, তাতে পেছনে দলীয় সদস্যদের করা কাজ বানচাল হয়ে যেতে পারে, এবং খুব ধীরেও নয়, তাতে ঠেলাগাড়িটা গতি পেয়ে ওয়েজ থেকে আলগা হয়ে যাবে, এবং ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটল। সম্ভবত ফ্রান্সিস্কো মার্কেসের মনোযোগ ছুটে গিয়েছে বা কপালের ঘাম মুছতে হাত উঠিয়েছিল ও, কিংবা নিজ শহর চেলেইরোশের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ স্ত্রীর ওর কথা মনে পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ওয়েজটা ওর হাত ফসকে গেল এবং একই সময়ে আলগা হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম, কীভাবে কেউ জানে না, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঠেলাগাড়ির নিচে আটকা পড়ল ও, পিষে মারা গেল, প্রথম

চাকাটা চলে গেল ওর ওপর দিয়ে, কেবল পাথরটাই, যদি আপনি বিস্মৃত হয়ে থাকেন, হাজার অ্যারোবার চেয়েও ওজনদার। লোকে বলে একটা বিপদ নাকি আরেকটা বিপদ বয়ে আনে, এবং কথাটা প্রায়ই সত্যি হতে দেখা যায়, যেমন এখানকার যেকেউ সাক্ষী দেবে, কিন্তু এবার, বিপদগুলো যেই পাঠিয়ে থাকুক নিশ্চয়ই ভেবেছে একজন মানুষের প্রাণ খোয়ানোই যথেষ্ট হবে। ঠেলাগাড়িটা অনায়াসে গড়গড় করে ঢাল বেয়ে নেমে যেতে পারত, কিন্তু খানিকটা সামনে গিয়ে স্থির হয়ে গেল ওটা, রাস্তায় একটা গর্তে আটকে গেছে ওটার চাকাগুলো, যেখানে প্রয়োজন সব সময় সেখানে মুক্তি আসে না।

ফ্রান্সিস্কো মার্কেসকে ঠেলাগাড়ির নিচ থেকে বের করে আনল ওরা। ওর পেটের ওপর দিয়ে চলে গেছে চাকাটা, নাড়িভূঁড়ি আর হাঁড়ের একটা মণ্ডে পরিণত হয়েছে তা, ধড় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওর পাজোড়া, আমরা ওর বাম পা এবং ডান পা-র কথা বোঝাচ্ছি, কেননা ওর অন্য পা-টা, মাঝখানে ছিল সেটা, কামতাড়িতটি, ফ্রান্সিস্কো মার্কেসকে যেটা অসংখ্য যাত্রায় নিয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না কোথাও, কোনও চিহ্ন বা আলামত ছাড়াই অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটা স্ট্রেচার নিয়ে এল লোকজন, ওটার ওপর লাশটা তুলে একটা ব্ল্যাঙ্কেটে ঢেকে দিল ওরা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ভিজে গেল ওটা, শ্যাফট্ ধরল দুজন, এবং আরও দুজন বোঝা বইবার জন্যে সঙ্গে এগোল, এবং চারজন তার বিধবা স্ত্রীকে বলবে, তোমার স্বামীকে নিয়ে এসেছি আমরা, তার কাছে ওর মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করবে ওরা, এমনকি এই মুহূর্তে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে যেখানে তার স্বামী কাজ করছে এবং বাচ্চাদের বলছে, আজ রাতে তোমাদের বাবা বাড়িতে থাকবে।

পাথরটা যখন উপত্যকার তলদেশে পৌঁছল, আরও একবার হারনেস পরানো হল ষাঁড়গুলোকে। সম্ভবত যে বিপর্যয় পাঠায় তার আগের সংবরণের জন্যে আপসোস করছিল সে, কেননা প্ল্যাটফর্মটা এবার একটা উঁচু হয়ে থাকা পাথরের সঙ্গে টক্কর খেয়ে উল্টে গেল এবং দুটো জানোয়ারকে পাহাড়ের খাড়া দেয়ালের গায়ে আটকে ফেলল, পা ভেঙে দিল ওগুলোর। একটা কুড়াল দিয়ে ওদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়ার প্রয়োজন ছিল, এবং খবরটা যখন চেলেইরোসবাসীর কানে গেল, লুটের মালের জন্যে হুড়মুড় করে ছুটে এল তারা, নিমেষে ষাঁড়গুলোর চামড়া খসিয়ে টুকরো টুকরো করা হল, রাস্তার ওপর রক্তের ধারা বইল এবং যতক্ষণ হাড়ের গায়ে মাংস রইল ততক্ষণ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার প্রয়াসে সৈনিকদের আঘাত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, স্থির দাঁড়িয়ে রইল ঠেলাগাড়িটা। এদিকে, রাত নেমেছে। ক্যাম্প করল লোকেরা, কেউ কেউ এখনও রাস্তার উঁচুতে, অন্যরা ঝর্নার কূল বরাবর ছড়িয়ে পড়ল। ইন্সপেক্টর আর তার কয়েকজন সহকারী শেল্টারের নিচে ঘুমাল, কিন্তু বেশীরভাগ লোকজনই, যেমন তাদের রেওয়াজ, যার যার ক্লোকের নিচের জড়ো হল, পৃথিবীর কেন্দ্রে এই বিরাট অবতরণে জীর্ণ হয়ে গেছে ওরা, নিজেদের এখনও জীবিত দেখে হতবাক এবং ঘুমকে তাড়াতে চাইছে সবাই এই আশঙ্কায় যে খোদ

মরণ হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটা। ফ্রান্সিস্কো মার্কেসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল যারা, শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানাতে গেল, বালতাসার, হোসে পিকুইনো, ম্যানুয়েল মিলহো এবং ব্রাস, ফ্রিমিনো, ইসিডোরো, অনোফ্রে, সেবাস্টিয়াও, টাডিউসহ আমরা যাদের কথা বলেছি তাদের কয়েকজন, এবং আরেক জন যার কথা এতক্ষণ বলি নি আমরা, যার নাম ডামিয়াও। বাড়ির ভেতর ঢুকল ওরা, লাশটা দেখল, এবং আপনমনে জিজ্ঞেস করল এমন ভয়ঙ্কর রকম মৃত্যুবরণ করার পরেও কাউকে এমন শান্ত দেখায় কীভাবে, ঘুমে থাকলে যেমন থাকত তার চেয়েও বেশী শান্ত, এবং সমস্ত দুঃস্বপ্ন ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত, বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল ওরা, ওই মহিলা একজন বিধবা, যার নাম জানি না আমরা, আমরা যদি তাকে জিজ্ঞেস করতে যাই তাতে আমাদের গল্পে কোনও কিছু যোগও হবে না, যেমন ডামিয়াওর নাম উল্লেখ এবং স্রেফ তার নামটা লিখে কোনও কিছু যোগ হয় নি। আগামীকাল, সূর্যোদয়ের আগে, আবার যাত্রা শুরু করবে পাথরটা, একজনকে কবর দেয়ার জন্যে চেলেইরোসে রেখে আসা হয়েছে এবং খাওয়ার জন্যে দুটো ষাঁড়ের মৃতদেহ।

ওগুলোর অভাব অনুভূত হল না। যেভাবে নেমে এসেছিল ঠিক তেমনি শ্লথ গতিতে ঢাল বেয়ে উঠছে ঠেলাগাড়িটা, এবং মনুষ্যজাতির জন্যে যদি ঈশ্বরের কোনও অনুভূতি থাকত, মানুষের হাতের তালুর মত সমান করেই এই পৃথিবীটাকে সৃষ্টি করতেন তিনি, তাহলে আরও দ্রুত পাথর পরিবহন করা যেত। অপারেশনটা এখন পঞ্চম দিনে প্রবেশ করছে, এবং যদিও রাস্তার অবস্থা এখন আগের চেয়ে ভাল, ঢাল পেরিয়ে আসা গেছে, এখনও স্বস্তি ফিরে পায় নি লোকজন, ওদের শরীরের প্রতিটা পেশী যন্ত্রণা করছে, কিন্তু অভিযোগ করতে যাচ্ছে কে, যেহেতু এজন্যেই পেশী দেয়া হয়েছে ওদের। গরুর পাল তর্ক বা প্রতিবাদ করে না, স্রেফ টানার ভান করে, না টেনেই বাধা দেয় ওরা। প্রতিকার হচ্ছে খানিকক্ষণের জন্যে ওদের বিশ্রাম দেয়া এবং একমুঠো খড় খেতে দেয়া, অচিরেই আবার এমন আচরণ শুরু করবে, যেন গতকাল থেকেই বিশ্রাম নিচ্ছিল ওরা, রাস্তা বরাবর আগে বাড়ার সময় পাছা দুলছে ওদের, ওগুলো দেখাটা দারুণ আনন্দের। যতক্ষণ ওরা আরেকটা চড়াই বা উৎরাইয়ের ফের কাছে আসছে। তখন বিভিন্ন শক্তি একজোট হয়ে তাদের চেষ্টা বন্টন করে, অসংখ্য এখানে, অসংখ্য ওখানে, ওখানে টান লাগাও, তোল, চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠস্বর, টার টাটা টা, বেজে উঠল একটা ট্রাম্পেট, আহত আর মৃতদের নিয়ে এটা একটা আসল যুদ্ধক্ষেত্র।

বিকেল বেলায় প্রত্যাশিত প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমে এল। রাতেও ফের বৃষ্টি হল, কিন্তু খিস্তি খেউর করল না কেউ। রোদই হোক বা বৃষ্টি, স্বর্গ যা পাঠাচ্ছে সেদিকে বেশী নজর না দেয়াটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, যদি না তা অসহনীয় হয়ে ওঠে, এবং এমনকি মহাপ্লাবনও গোটা মানবজাতিকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল না, এবং খরা কখনও এমন তীব্র হয় না যে ঘাসের একটা ডগাও বেঁচে থাকবে না কিংবা অন্তত ঘাসের ডগা খুঁজে পাবার আশা থাকবে না। ঘণ্টাখানেক বা এরকম সময় একটানা

বৃষ্টি হল, তারপর মেঘ কেটে গেল, কারণ উপেক্ষা করা হলে এমনকি মেঘও লজ্জা পায়। বনফায়ারগুলো বড় হয়ে উঠল, এবং কেউ কেউ কাপড় শুকানোর জন্যে দিগম্বর হয়ে গেল, ফলে ব্যাপারটাকে কোনও প্যাগান উৎসবের মত মনে হতে লাগল, যদিও আমরা সবাই জানি যে এটা সবচেয়ে গোঁড়া ক্যাথলিক উদ্যোগ, মাফরায় পাথর বয়ে নিয়ে যাওয়া, সামনে এগোনোর সংগ্রাম করা এবং উপযুক্তদের কাছে বিশ্বাস পৌঁছে দেয়া, প্রসঙ্গটা নিয়ে হয়ত অনায়াসে অনন্তকাল আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতাম আমরা যদি ম্যানুয়েল মিলহো ওর গল্প বলার জন্যে ওখানে উপস্থিত না থাকত, মাত্র একজন শ্রোতা নেই এখন, কেবল আমি, এবং তুমি, আর তুমি, তার অনুপস্থিতি খেয়াল করেছি, অন্যরা এমনকি জানেও না ফ্রান্সিস্কো মার্কেস কে ছিল, কেউ কেউ হয়ত ওর লাশ দেখেছে, বেশীরভাগ তাও না, আর কে বিশ্বাস করবে যে ছয়শোজন মানুষ শেষবারের মত আবেগময় শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই লাশের সামনে দিয়ে সার বেঁধে পেরিয়ে গেছে, এসব দৃশ্য কেবল মহাকাব্যের সঙ্গেই সম্পর্কিত, তো চলুন আমরা আমাদের গল্পে ফিরে যাই, একদিন রানী যেখানে স্বামী আর ওদের বাচ্চা ইনফ্যান্টেদের নিয়ে বাস করত সেই প্রাসাদ থেকে উধাও হয়ে গেল, এবং যেহেতু গুজব রটেছিল যে গুহার বাক্য বিনিময় তা কোনও রানী আর একজন হারমিটের মাঝে যেধরনের কথাবার্তা হতে পারে বলে কেউ আশা করতে পারে তেমন ছিল না, ড্যান্স স্টেপ বা কোনও ময়ূরের লেজের মত, রাজা ঈর্ষায় জ্বলে উঠল এবং গুহার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল, পুরোপুরি নিশ্চিত তার সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, কারণ রাজারা অমনই হয়, অন্যদের চেয়ে উন্নত মর্যাদার ধারণা নিয়ে থাকে ওরা, তাদের মাথার মুকুট দেখেই চট করে যেটা বোঝা যায়, এবং যখন ওখানে পৌঁছুল সে, হারমিট বা রানী কাউকেই দেখল না, কিন্তু এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে, কারণ স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেয়েছে যে একসঙ্গে সটকে পড়েছে ওরা, তো ফেরারীদের ধাওয়া করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠাল সে রাজ্যের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে, এবং যখন অনুসন্ধান চলছে, এস একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি আমরা, কারণ অনেক রাত হয়ে গেছে। প্রতিবাদ করল হোসে পিকুইনো, এমন একটা গল্প অল্প অল্প করে বলার কথা কেউ শোনে নি, এবং ম্যানুয়েল মিলহো ওকে মনে করিয়ে দিল, প্রতিটি দিনই ইতিহাসের এক অংশ, এবং কেউই সমস্ত কিছু বর্ণনা করতে পারে না, এবং বালতাসার আপনমনে ভাবল, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো নির্ঘাৎ এই ম্যানুয়েল মিলহোর কথায় একমত হতেন।

পরদিন ছিল রোববার, একটা ম্যাস আর সারমন অনুষ্ঠিত হল। ভাল মত শোনার সুবিধার জন্যে ঠেলাগাড়ির ওপর থেকে প্রিচ করলেন ফ্রায়ার, যেন পালপিটের ওপরই আছেন তিনি, এমনই মর্যাদাপূর্ণ, এবং দুর্বিনীত মানুষ তিনি যে বেদীর পাথরে, যেখানে নিষ্পাপ রক্ত উৎসর্গ করা হয়েছে, নিজের স্যান্ডাল রেখে জঘন্যরকম ব্ল্যাসফেমি করছেন বুঝতেই পারেন কি, টেলেইরোসের সেই মানুষটার রক্ত যার একজন স্ত্রী আর ছেলেপুলে ছিল, এবং সেই মানুষটার যে কিনা এমনকি

কনভয় রওনা দেয়ার আগেই পিরো পিনহেইরোয় পা খুইয়েছে, এবং ওই ষাঁড়গুলোর, ষাঁড়গুলোর কথা যেন ভুলে না যাই আমরা, কারণ স্থানীয় লোকজন যারা ওগুলোকে জবাই করেছে চট করে ভুলবে না, এবং ঠিক আজকের এই রোববারেই ভাল কিছু খাবার পাচ্ছে ওরা। ফ্রায়ার প্রিচ করলেন এবং বললেন, সব প্রিচারই যেমন অভ্যস্ত, প্রিয় সন্তানেরা, স্বর্গ হতে আওয়ার লেডি এবং তাঁর পুত্র আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, স্বর্গ হতে আমাদের ফাদার সেইন্ট অ্যান্টোনিয়োও লক্ষ্য করছেন আমাদের, তাঁর প্রতি ভালোবাসার খাতিরে এই পাথরটা মাফরা শহরে নিয়ে যাচ্ছি আমরা, নিঃসন্দেহে খুব ভারি এটা, কিন্তু তোমাদের পাপ আরও ভারি, তারপরও তা হৃদয়ে বয়ে বেড়াও তোমরা যেন কোনও ওজনই অনুভব করো না, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অবশ্যই এই কঠোর পরিশ্রম মেনে নিতে হবে তোমাদের এবং আন্ত রিক উৎসর্গ হিসাবেও, অনুশোচনার একটা একক ধরণ এবং অদ্ভুত উৎসর্গ, কারণ তোমাদের কেবল দৈনিক মজুরিই দেয়া হচ্ছে না, বরং স্বর্গীয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তোমাদের ক্ষতিপূরণও করা হচ্ছে, সত্যি বলতে, আমি তোমাদের বলি, মাফরার এই পাথরটা পবিত্র ভূমির উদ্দেশে রওনা হওয়া সেই প্রাচীন ক্রুসেডগুলোর মতই এক পবিত্র মিশন, এবং জেনে রাখ ওখানে যারা মারা গেছে তাদের সবাই অনন্ত জীবন পুরস্কার পেয়েছে, ওদের সঙ্গে প্রভুর ধ্যানে যোগ দিয়েছে তোমাদের সেই সঙ্গীটি গত পরশু মারা গিয়েছে যে, শুক্রবারে মৃত্যুবরণ করাটা দারুণ ভাগ্যের ব্যাপার, এবং কোনও সন্দেহ নেই যে স্বীকারোক্তি ছাড়াই মারা গেছে সে, কারণ কনফেসর তলব করার কোনও সময় ছিল না, কিন্তু সে নিস্কৃতি পেয়েছে এই ক্রুসেডে প্রাণ হারিয়েছে বলে, ঠিক মাফরার মহামারীতে যারা মারা গিয়েছিল তারা যেমন মুক্তি লাভ করেছে বা যারা র‍্যামপার্টস থেকে পড়েছিল, ক্ষমা পাওয়ার অযোগ্য পাপীরা ছাড়া এবং যারা লজ্জাজনক রোগে ভুগে মারা গেছে, এবং স্বর্গীয় ক্ষমা এমনই যে স্বর্গের দরজা এমনকি তাদের জন্যেও উন্মুক্ত যারা তোমরা মারপিটে লিপ্ত হওয়ায় ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে, ধর্মের প্রতি এমন বিশ্বস্ত অথচ তারপরও এমন উচ্ছৃঙ্খল জাতি আর কখনও দেখা যায় নি, কিন্তু বাদ দাও, কাজ চলবেই, ঈশ্বর আমাদের ধৈর্য দিন, তোমাদের দিন শক্তি এবং এই উদ্যোগ শেষ করার জন্যে রাজাকে যথেষ্ট টাকা, কারণ ফ্রান্সিস্ক্যান অর্ডারকে শক্তিশালী করার এবং ধর্মের প্রচারের স্বার্থে কনভেন্টটা খুবই দরকার, আমেন। সারমন শেষ হল, ঠেলাগাড়ি হতে নেমে এলেন ফ্রায়ার, যেহেতু দিনটা রোববার, বিশ্রামের পবিত্র দিন, এবং কিছু করার নেই, স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্যে গেল কেউ কেউ, অন্যরা কমিউনিয়নে, তবে সবাই নয়, সেটাই বরং ভাল, কারণ যাওয়ার মত যথেষ্ট পবিত্র মেজবানের অভাব রয়েছে, যদি না কোনও অলৌকিক ঘটনায় তাদের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যায় এবং সেরকম কোনও অলৌকিক কাণ্ড চোখে পড়ল না। বিকেল পেরিয়ে যাচ্ছে যখন, এই পবিত্র ক্রুসেডের পাঁচজন ক্রুসেডারের মধ্যে একটা হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, কিন্তু আমরা বিস্তারিত বলে আপনাকে বিরক্ত করব না, কারণ কিছু ঘুসির বিনিময় এবং

দু-একটা রক্তাক্ত নাক ছাড়া তেমন মারাত্মক কিছু ঘটে নি। যদি ওরা প্রাণ হারাত, সোজা স্বর্গে চলে যেতে পারত।

সেরাতে ওর গল্প শেষ করল ম্যানুয়েল মিলহো। সেটে-সয়েস ওকে জিজ্ঞেস করল রাজার সৈন্যরা রানী এবং হারমিটকে পাকড়াও করতে পেরেছিল কিনা এবং সে জবাব দিল, না, ওদের পাকড়াও করতে পারে নি ওরা, গোটা রাজ্যের একমাথা থেকে আরেক মাথায় ঢুঁরে বেড়িয়েছে ওরা এবং ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়েছে, কিন্তু কোনও চিহ্নও পায় নি ওদের, এবং এটুকু বলেই চুপ করে গেল সে। হোসে পিকুইনো জিজ্ঞেস করল, তো এই গল্পটা বলতেই প্রায় একটা সপ্তাহ্

লেগে গেল তোমার, এবং ম্যানুয়েল মিলহো জবাব দিল, হারমিট ক্ষান্ত দিয়েছিল হারমিটের ভূমিকা এবং রানীও বাদ দিয়েছিল রানীর রূপ, কিন্তু হারমিট পুরুষ এবং রানী একজন নারী হতে পেরেছিল কিনা সেটা আর জানা যায় নি, আমার মতে, তেমন কোনও পরিবর্তন যদি ঘটত, ফলাফলটা অগোচরে থাকত না, আর এমন কিছু আদৌ যদি ঘটে, স্পষ্ট লক্ষণ ছাড়া ঘটবে না তা, কিন্তু কোনও লক্ষণ দেখা যায় নি, এবং ঘটনাটা এত আগের যে নিশ্চয়ই বহু আগেই মারা গেছে ওরা, কারণ মৃত্যু দিয়েই শেষ হয় সব গল্প। একটা আলগা পাথরের গায়ে হুক দিয়ে টোকা দিল বালতাসার। খোঁচা খোঁচা দাড়িভর্তি গাল চুলকে হোসে পিকুইনো বলল, একজন ড্রোভার কেমন করে পুরুষ হয়, একথায় ম্যানুয়েল মিলহো জবাব দিল, আমি জানি না। বনফায়ারে এক টুকরো নুড়ি পাথর ছুড়ে দিয়ে বালতাসার, বলল, হয়ত উড়ে।

আরেকটা রাত পথে কাটাল ওরা। পিরো পিনহেইরো থেকে মাফরা পর্যন্ত যাত্রা গোটা আটদিন খেয়ে নিল। যখন ওরা সাইটে পৌঁছল, বিপর্যয়কর কোনও যুদ্ধে বেঁচে যাওয়াদের মত দেখাল ওদের, নোংরা, বিধ্বস্ত, এবং সর্বস্বান্ত। পাথরের আকার দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সবাই, এত বিরাট। কিন্তু ব্যাসিলিকার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বালতাসার বিড়বিড় করল, এত ছোট এটা।

মন্টে জুন্টোয় নামার পর এ পর্যন্ত ফ্লাইং মেশিনটা মোটামুটি ছয়বার, নাকি সাত বার, ওখানে গেছে বালতাসার সেটে-সয়েস এবং ওর পক্ষে যতটা সম্ভব ওটা পরখ এবং ডালপালা এবং বৈচির আবরণ সত্ত্বেও সময় এবং পরিবেশের কারণে সৃষ্ট মেশিনটার ক্ষয়ক্ষতি সারানোর চেষ্টা করেছে। যখন ও আবিষ্কার করল যে লোহার পাতগুলোয় জং ধরেছে, সঙ্গে করে ট্যালোও'র একটা পট নিয়ে ভালমত গ্রিজ লাগাল ওগুলোয়, যখনই ওখানে গেল কাজটা পুনরাবৃত্তি করল ও। যাবার পথে চোখে পড়া জলাভূমি থেকে সংগ্রহ করা আগাছার একটা বান্ডিল পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাবারও অভ্যাস হয়ে গেছে ওর, এবং এগুলো প্রাকৃতিক কারণে বেতের ফ্রেমওঅর্কে দেখা দেয়া ফাঁক ফোকর মেরামত করার কাজে লাগাল ও, এমনি একবার প্যাসারোলার খোলের ভেতর ছয়টা শেয়ালছানাসহ একটা আস্তানা আবিষ্কার করল ও। ওগুলোর মাথায় হুকের বাড়ি মেরে খরগোশের মত মেরে ফেলল, তারপর প্রাণহীন দেহগুলো ফেলে দিল এখানে ওখানে। শেয়াল মা-বাবা ওদের মৃত শাবকদের আবিষ্কার করবে, রক্তের গন্ধ পাবে এবং প্রায় নিশ্চিতভাবেই আর ওখানে যাবে না। রাতে শেয়ালগুলোর বিলাপ শোনা গেল। গন্ধ শুঁকে ট্রেইলের সন্ধান পেল ওরা। যখন মৃত বাচ্চাদের দেখতে পেল, প্রচণ্ড চেঁচামেচি জুড়ে দিল হতভাগ্য জানোয়ারগুলো, এবং যেহেতু ওরা গুনতে জানে না, এবং সবকটা বাচ্চাই মরেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয়, ওদের পরিণতির জন্যে দায়ী বৈরী মেশিনটার দিকে এগিয়ে গেল, ওড়ার ক্ষমতাঅলা একটা মেশিন, যদিও এখন নিশ্চল পড়ে আছে মাটিতে, সাবধানে কাছে এগিয়ে গেল ওরা, মানুষের উপস্থিতির গন্ধে উৎকণ্ঠিত, এবং নিজেদের ছানাগুলোর রক্তের গন্ধ শুঁকল আরও একবার, তারপর পিছু হটল, যাবার সময় দাঁত খিঁচিয়ে চলল এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল। এবং কখনও এখানে আসবে না ওরা। কিন্তু অন্যভাবে শেষ হতে পারত গল্পটা যদি শেয়ালের গল্প না হয়ে গল্পটা হত নেকড়ে বাঘের। বালতাসারের মনেও এল কথাটা, তো, সেইদিন থেকে সঙ্গে তলোয়ার বইতে লাগল বালতাসার, ব্লেডের ডগায় মরচে পড়ে কিছুটা ক্ষয় হয়ে গেছে, তবু নেকড়ে এবং তার সঙ্গীনির গলা কাটতে পুরোপুরি সক্ষম।

সবসময় একাই যায় ও, এবং আবার একাকী যাবার পরিকল্পনা করছিল, যখন তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম ব্লিমুন্দা ওকে বলল, আমিও যাচ্ছি, এতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হল ও, এবং ওকে সতর্ক করল, লম্বা রাস্তা, একেবারে ক্লান্ত হয়ে যাবে তুমি, কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছে ব্লিমুন্দা, যদি কখনও তোমাকে ছাড়াই যেতে হয়

সেজন্যে পথটা চিনে রাখতে চাই আমি। কথাটায় যুক্তি আছে, যদিও অমন বুনো এলাকায় নেকড়ে-পালের মুখে পড়ে যাবার আশঙ্কার কথা বিস্মৃত হয় নি বালতাসার, যাই ঘটুক না কেন, কিছুতেই একাকী ওখানে যাবে না তুমি, পথঘাট খারাপ, জায়গাটা জনমানবহীন, তোমার হয়ত মনে আছে, এবং বুনো জানোয়ারের হামলার মুখেও পড়তে পার তুমি, একথায় ব্লিমুন্দা জবাব দিল, যাই ঘটুক না কেন, কথাটা বলা উচিতই হয় নি তোমার, কারণ এমন কথা বললে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে যেতে পারে, বেশ, কিন্তু তোমার কথাবার্তা ঠিক ম্যানুয়েল মিলহোর মত ঠেকেছে, ম্যানুয়েল মিলহোটা আবার কে, বিল্ডিং সাইটে আমার সঙ্গে কাজ করেছে ও, কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বলেছে ট্যাগাস যদি পাড় ভেঙে নিয়ে যায় সে বরং মাফরায় কোনও পাথরের নিচে পড়ে ভর্তা হবার চেয়ে বন্যায় মারা যাবে, কারণ, লোকে যাই বলুক না কেন, সব মৃত্যু সমান নয়, মারা যাওয়াটাই সমান, তো নিজ এলাকায় ফিরে গেছে ও, যেখানে পাথরের আকার ছোট এবং পানি কোমল।

ব্লিমুন্দা পায়ে হেঁটে লম্বা পথ পাড়ি দিক, এটা দেখতে চায় না বালতাসার, তাই একটা গাধা ভাড়া করল ও, এবং বিদায় নেয়ার পর, রওনা দিল ওরা, আইনিস অ্যান্টোনিয়া এবং ওদের ভগ্নিপতি যখন জানতে চাইল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ, জবাব দিল না ওরা, ওদের সাবধান করে দিল ওরা, এই যাত্রায় দুদিনের মজুরি গচ্চা যাবে তোমাদের, এবং যদি কোনও বিপদ দেখা দেয় তোমাদের কোথায় পাওয়া যাবে জানব না আমরা, আইনিস অ্যান্টোনিয়া যে বিপদের কথা বলছে সেটা বোধহয় হোয়াও ফ্রান্সিস্কোর মৃত্যু, কারণ ইতিমধ্যে বুড়ো মানুষটার দরজার আশপাশে ঘুরঘুর করতে শুরু করে দিয়েছে মৃত্যু, যেন ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে এমনি করে এক কদম সামনে বাড়ল ওটা, তারপর সংযত হল, সম্ভবত হোয়াও ফ্রান্সিস্কোর নীরবতায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, কেননা কোনও বৃদ্ধ যদি কথা না বলে বা সাড়া না দেয়, স্রেফ চুপচাপ বসে চেয়ে থাকে, তাকে কেমন করে বলা যায়, আমার সঙ্গে চলো, অমন দৃষ্টির মুখোমুখি হয়ে এমনকি খোদ মৃত্যুও সাহস হারিয়ে ফেলে। আইনিস অ্যান্টোনিয়ো জানে না, আলভারো দিয়োগো জানে না, ওদের ছেলে, যে কেবল নিজেকে নিয়ে মত্ত থাকার বয়সে, জানে না যে বালতাসার ইতিমধ্যে হোয়াও ফ্রান্সিস্কোর কাছে প্রকাশ করেছে, বাবা, ব্লিমুন্দার সঙ্গে মন্টে জুন্টোয় সেরা ডো বের্‌রেগুডোয় যাচ্ছি, যে মেশিনটায় উড়ে লিসবন থেকে এসেছিলাম আমরা সেটার কী অবস্থা দেখতে, তোমার হয়ত মনে আছে লোকে তখন দাবী করেছিল মাফরার বিল্ডিং সাইটের ওপর দিয়ে পবিত্র আত্মা উড়ে গেছেন, পবিত্র আত্মা ছিল না ওটা, বরং পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর সঙ্গে আমরা ছিলাম, মনে আছে তোমার, সেই প্রিস্ট যিনি মা বেঁচে থাকতে এখানে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন একটা ককরেল মারতে চেয়েছিল মা, কিন্তু কথাটা শুনতে চান নি তিনি, বলেছিলেন সাপারে খেয়ে নেয়ার চেয়ে বরং ককরেলের ডাক শোনাই ভাল, তাছাড়া, মুরগীগুলোকে ওদের ককরেল হতে বঞ্চিত করা অন্যায় হবে, এই স্মৃতিচারণ শুনল হোয়াও ফ্রান্সিস্কো,

এবং বুড়ো, কদাচিৎ কথা বললেও, ওকে আশ্বস্ত করল, হ্যাঁ, ভালই মনে আছে আমার, এবার নিশ্চিন্তে যাও তোমরা, কারণ আমি এখনও মরতে প্রস্তুত নই, এবং সেই সময় যখন আসবে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সঙ্গে থাকব আমি, কিন্তু বাবা, আমি যখন ওড়ার কথা বলেছিলাম তখন কি আমার কথা বিশ্বাস করেছিলে তুমি, আমরা যখন বুড়ো হয়ে যাই, সেসব ঘটনা অনিবার্য ঘটতে শুরু করে সেগুলো, এবং শেষ পর্যন্ত যেসব ব্যাপারে আমরা সন্দেহ করেছিলাম সেগুলো বিশ্বাস করতে পারি এবং যখন এমনকি অমন ব্যাপার ঘটতে পারে বিশ্বাস করাটা কঠিন ঠেকে, আমরা বিশ্বাস করি যে তা ঘটবে, আমি উড়েছি, বাবা। বাছা আমার, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি।

গিডি-আপ, গিডি-আপ, গিডি-আপ, ছোট লক্ষ্মী গাধা, ছোট গাধাটা সম্পর্কে একথা বলতে পারবে না কেউ, ওটার, সামলে থাকা গাধার বিপরীতে, স্যাডেলের নিচে ক্ষত রয়েছে, কিন্তু প্রফুল্ল মনেই দুলকি চালে আগে বাড়ছে ওটা, বোঝাটা হালকা এবং স্বর্গীয় ছিপছিপে ব্লিমুন্দা যেখানে যাচ্ছে সেখানেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে, আমরা ওকে প্রথম দেখার পর ষোল বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু একধরনের সমীহ-জাগানো প্রাণশক্তি বয়সকে আটকে রেখেছে, কারণ তারুণ্যকে ধরে রাখার মত আর কোনও রহস্য নেই। ওরা জলাভূমিতে পৌঁছার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগাছা যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বালতাসার, এবং ব্লিমুন্দা সংগ্রহ করল ওঅটরলিলি, ওগুলোকে একটা মালার মত পেরিয়ে গাধাটার কানে সাজিয়ে দিল, দর্শনীয় একটা দৃশ্য সৃষ্টি হল, এবং কোনও বাধ্যগত কষ্ট সওয়া গাধাকে নিয়ে কখনও এমন ঝামেলা হয় নি, যেন আরকাডিয়ার কোনও প্যাস্টোরাল দৃশ্য, যদিও এই রাখালটি পঙ্গু এবং তার রাখালিনী হচ্ছে ইচ্ছার হেফাযতকারী, এমন দৃশ্যপটে কদাচিৎ আবির্ভূত হয়ে থাকে গাধারা, কিন্তু ওটাকে বিশেষভাবে ভাড়া করেছে রাখাল, রাখালিনী ক্লান্ত হয়ে পড়ুক চায় নি সে, এবং কেউ যদি মনে করেন যে এটা কোনও মামুলি ভাড়া তিনি স্পষ্টই জানেন না যে গাধারা প্রায়ই তাদের ক্ষত বাড়িয়ে তোলার জন্যে এবং গায়ের পশম কাঁপাতে পিঠে দেয়া ওজনদার বোঝার কারণে কতখানি বিরক্ত হয়। উইলো বেতগুলো বান্ডিল করে বাঁধার পর আরও ভারি হয়ে গেল বোঝাটা, কিন্তু স্বেচ্ছায় বয়ে চলা কোনও বোঝা কখনও ক্লান্ত করে না, ব্লিমুন্দা যখন গাধার পিঠ থেকে নেমে পায়ে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল, উন্নতি ঘটল অবস্থার, হাঁটতে বের হওয়া ত্রয়ীর মত লাগছে ওদের, একজন ফুল নিয়ে আসছে, অন্য দুজন সঙ্গ দিচ্ছে।

এখানে ঝর্নাটা এবং কান্ট্রিসাইড শাদা ডেইজি আর ম্যালোও-তে ঢাকা, ওগুলো যেখানে রাস্তা আড়াল করেছে, ওগুলো কেটে আগে বাড়ল পথিকেরা এবং ফুলের বলিষ্ঠ মাথাগুলো বালতাসার ও ব্লিমুন্দার নগ্ন পায়ের নিচে পিষ্ট হল, ওদের দুজনেরই জুতো বা বুট আছে কিন্তু ওগুলো রাস্তাটা পাথুরে না হওয়া পর্যন্ত ন্যপস্যাকে বহন করতেই পছন্দ করছে, এবং জমিন থেকে একটা তীব্র গন্ধ উঠে আসছে, ডেইজির রসের গন্ধ ওটা, সৃষ্টির মুহূর্তের জগতের সৌরভ, ঈশ্বর গোলাপ সৃষ্টির আগে। ফ্লাইং

মেশিন পরিদর্শন করার জন্যে ওদের ট্রিপের একটা নিখুঁত দিন এটা, মাথার ওপর দিয়ে বড় বড় শাদা মেঘের টুকরো ভেসে যাচ্ছে, ওরা ভাবল, আরও একবার প্যাসারোলায় করে উড়তে পারলে কত মজাই না হত, বিশেষ করে আকাশে উঠে শূন্যে ঝুলন্ত দুর্গগুলোকে ঘিরে চক্কর মারা যেত, পাখিরাও যেখানে যায় না সেখানে যাওয়া যেত, ভয় আর ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকা ওই মেঘগুলোকে সানন্দে ভেদ করা যেত, তারপর আবার নীল আকাশে বেরিয়ে এসে এগোনো যেত সোজা সূর্যের দিকে, পৃথিবীটাকে এর সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে অবলোকন করে চিৎকার করার জন্যে, পৃথিবী, ব্লিমুন্দা, দেখ কী সুন্দর। কিন্তু এই রাস্তাটা নিস্প্রাণ, ব্লিমুন্দাকেও কম সুন্দর লাগছে, এবং এমনকি গাধাটাও লিলি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল ওগুলো, এসো এখানটায় বসে পৃথিবীর বাসি রুটি খাই এবং তারপর তাড়াতাড়ি এগোই, কারণ এখনও অনেক পথ বাকি। যাবার পথে রাস্তাটা মনে গেঁথে নিচ্ছে ব্লিমুন্দা, ওই ঝোপটা, এক সারিতে দাঁড়ানো চারটে বোল্ডার, অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে থাকা ছয়টি টিলা এবং গ্রামগুলো, আচ্ছা ভাল কথা, কী নামে পরিচিত ওগুলো, ও হ্যাঁ, কোডেসাল আর গ্রাডিল, ক্যাভিডসেইরা আর ফুরোডুরো, মারসীনা আর পেনা ফার্মে, এবং আমরা এগিয়েই যাচ্ছি যতক্ষণ না মন্টে জুন্টো আর প্যাসারোলার কাছে যাচ্ছি।

প্রাচীনকালের কাহিনীতে যেমন, একটা গোপন কথা উচ্চারিত হল এবং একটা জাদু-গুহার সামনে আচমকা ওক গাছের একটা বন গজিয়ে গেল: কেবল অন্য জাদু-শব্দ জানে যারা তারাই ওর ভেতর দিয়ে যেতে পারবে, যে শব্দটা বনের জায়গায় নদী নিয়ে আসবে এবং সেখানে বৈঠাসহ একটা বার্জ নামিয়ে দেবে। এখানেও শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল, যদি বনফায়ারেই মরতে হয় আমাকে, সেটা যেন এটাই হয়, একদিন উদ্ভ্রান্ত পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো চিৎকার করে বলেছিলেন, হয়ত এই বৈচিগাছের ডালপালাই ওক গাছের জঙ্গল, ফুলে ঢাকা এই বনভূমি বৈঠা এবং নদী, এবং দুর্গত পাখিটা হচ্ছে বার্জ, এ সমস্ত কিছুকে অর্থবহ করে তুলতে কোন কথাটা উচ্চারিত হবে। গাধাটাকে ওটার স্যাডল হতে মুক্ত করা হল এবং বেশি দূরে সরে যাওয়া ঠেকানোর জন্যে শিথিলভাবে বাঁধা হল, এবং ধারে কাছে যা পেল ইচ্ছা মত খেতে শুরু করল ওটা, যদি সম্ভাবনার সাধারণ সীমার মধ্যে বাছাই করার কথা বলা যায় আরকি, এবং এদিকে, বৈচি ঝোপের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা বের করার কাজে লেগে গেল বালতাসার যেটা ওদের মেশিনের কাছে নিয়ে যাবে, সযত্নে চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওটা, এমন একটা কাজ ওটা, বালতাসার যতবারই করুক না কেন, ও পিছু ফেরা মাত্রই লতাগুলো আবার গজিয়ে ওঠে একটার সঙ্গে আরেকটা পেঁচিয়ে থাকা পাতার গোলকধাঁধা হয়ে যায় যার ফলে একটা পরিষ্কার পথ বের করা, বৈচি ঝোপের ভেতর দিয়ে গর্ত খুঁড়ে এগোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে, কিন্তু একটা রাস্তা যদি বের করা না যায়, বোনা বেতগুলো মেরামত করার সময়ে ক্ষয়ে যাওয়া ডানাগুলোকেও বাঁচানো যাবে না, প্যাসারোলার নুয়ে পড়া মাথাটা উঁচু

করার, ওটার লেজ ঠেকা দেয়ার, এবং রাডারগুলোকে আবার চলনসই অবস্থায় ফিরিয়ে আনার আর কোনও আশা থাকবে না, এটা ঠিক যে আমরা আর মেশিনটা মাটিতে রয়েছি, কিন্তু আমরা প্রস্তুত। ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করে গেল বালতাসার, কাটার খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হল ওর দুহাত, এবং রাস্তা যখন পরিষ্কার করে ফেলল ব্লিমুন্দাকে ডাকল ও, চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে অবশেষে পৌঁছুতে পারল ও, স্বচ্ছ মত সবুজ একটা ছায়ায় হারিয়ে গেছে ওরা, কারণটা সম্ভবত কালো পালটাকে পুরোপুরি আড়াল না করেই ওটার ওপর জালের মত বিছিয়ে থাকা নতুন গজানো লতা, এবং কচি পাতা আলোকে চুঁইয়ে ঢুকতে দিচ্ছে, এবং এই কাপোলার ওপরে রয়েছে আরেকটা নীরবতার গম্বুজ, এবং নীরবতার ওপর, নীল আলোর একটা ভল্ট, খণ্ড খণ্ড, ছোপ ছোপ এবং গোপন প্রত্যাদেশের মত ক্ষণিকের জন্যে দেখা যাচ্ছে। জমিনের ওপর লেপ্টে থাকা ডানা বেয়ে উঠে মেশিনের ডেকে চলে এল ওরা। এখানে, একটা প্ল্যাঙ্কের গায়ে খোদাই করা রয়েছে সূর্য আর চাঁদ, আর কোনও চিহ্ন সংযুক্ত করে নি ওগুলোকে, এবং এ যেন এই দুনিয়ায় আর কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই। কিছু কিছু জায়গায় মেঝে পচে গেছে, আরও একবার বিল্ডিং সাইট থেকে কিছু প্ল্যাঙ্কিং নিয়ে আসতে হবে বালতাসারকে, মাঁচা ভেঙে পড়ার পর বাতিল হয়ে যাওয়া ব্যাটেনগুলো, কারণ খোদ কাঠই যদি দুমড়ে মুচড়ে যায় তাহলে ধাতব পাত আর বাইরের কেসিং মেরামত করাটা অনর্থক হয়ে দাঁড়াবে। পালের ছায়ায় নিচে ম্লানভাবে চিকচিক করছে অ্যাম্বার বলগুলো, বন্ধ হতে অস্বীকৃতি জানানো বা বিদায়ের সময় মিস না করার জন্যে ঘুম ঠেকানোর চেষ্টারত চোখ। কিন্তু গোটা দৃশ্যটার মাঝে এক ধরনের বিষণ্ন ভাব রয়েছে, শুকিয়ে যাওয়া পাতা পনির একটা ছোট্ট গর্তে গাঢ়তর হচ্ছে যা উত্তপ্ত অবহাওয়ার প্রথম দিনগুলো ঠেকিয়ে চলেছে, বালতাসারের অধ্যাবসায় যদি না থাকত, একটা পরিত্যাক্ত ধ্বংসাবশেষে পরিণত হত এটা, মরা পাখির পচে যাওয়া কঙ্কাল।

শুধু গ্লোবগুলো রহস্যময় অ্যামালগাম নিয়ে ঠিক প্রথমদিনের মত চকচক করছে, আবছা কিন্তু আলোকিত, ওগুলোর রিবিং পরিষ্কার দেখা যায়, গ্রুভস স্পষ্টভাবে আউটলাইন করা, এবং কে বিশ্বাস করবে যে দীর্ঘ চারটে বছর ধরে এখানে আছে ওগুলো। একটা গ্লোব স্পর্শ করল ব্লিমুন্দা এবং দেখল ওটা তপ্তও নয় আবার ঠাণ্ডাও নয়, যেন নিজের হাতজোড়া এক করে দেখতে পেয়েছে ওগুলো গরম বা ঠাণ্ডা কোনওটাই নয়, স্রেফ জীবন্ত, ওটার ভেতরের ইচ্ছাগুলো এখনও বেঁচে আছে, অবশ্যই বেরিয়ে যায় নি, দেখতে পাচ্ছি গ্লোবগুলোর কোনও ক্ষতি হয় নি এবং ধাতুও চমৎকার আছে, বেচারা ইচ্ছাগুলো, এতদিন ধরে বন্দী হয়ে আছে এবং কীসের আকাঙ্ক্ষা করছে। বালতাসার, নিজের ডেকে কাজ করছিল ও, ব্লিমুন্দার প্রশ্নের খানিকটা শুনতে পেল বা আঁচ করে নিল, ইচ্ছাগুলো যদি গ্লোব থেকে বেরিয়ে যায়, মেশিনটা অকেজো হয়ে যাবে, এবং এখানে ফিরে আসাটা হবে সময়ের অপচয়, কিন্তু ব্লিমুন্দা আবার আশ্বস্ত করল ওকে, আগামীকাল তোমাকে বলতে পারব আমি।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাটল ওরা দুজন। কাছের ঝোপ থেকে কিছু ডালপালা কেটে নিয়ে ঝাড়ু বানাল ব্লিমুন্দা তারপর পাতা আর আবর্জনা ঝাড় দিল, এরপর বালতাসারকে ভাঙা বেত বদল আর গ্রিজ দিয়ে ধাতব পাতগুলো পিষতে সাহায্য করল। কোনও কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রীর মত, যেমন বালতাসার, যেকোনও ভাল সৈনিকের মত, অসংখ্যবার নিজের কর্তব্য পালন করেছে এবং এমনকি এই মুহূর্তেও মেরামত করা দিকটা টার দিয়ে ঢেকে দেয়ার কাজটা সারছে ও পালটা সেলাই করল ও, দুটো জায়গায় ছিঁড়ে গেছে ওটা। গোধূলি ঘনিয়ে এল। গাধাটার বাঁধন আলগা করবে বলে এগিয়ে গেল বালতাসার, অবলা জানোয়ারটা যাতে আরও আরাম করতে পারে, মেশিনের সঙ্গে বাঁধল ওটাকে, কোনও জানোয়ার এগিয়ে এলে ওদের সতর্ক করতে পারবে ওটা। একটা হ্যাচ দিয়ে ডেকে নেমে আগেই প্যাসারোলার ভেতরটায় তল্লাশি চালিয়েছে ও, এই উড়ো বার্জ বা উড়ো জাহাজের হ্যাচ, যখন প্রয়োজন হবে তখন একদিন অনায়াসে চালু হয়ে যাবে কথাটা। প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও, এমনকি একটা সাপও নয়, সামান্য একটা গিরগিটিও না যেটা অন্ধকার আর আড়ালে ছুটে পালাতে চায়, এমনকি মাকড়শার জালও না, তাহলে আশপাশে মাছি থাকত। ডেকের নিচের গহ্বরটা কোনও ডিমের ভেতরের অংশের মত, সেই একই অভ্যন্তরীণ খোল এবং নৈঃশব্দ। এখানে লতাপাতার বিছানায় শুলো ওরা, গা থেকে খোলা কাপড়-চোপড় দিয়ে প্যালেট আর চাদর বানাল। নিকষ অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে পরস্পরের দিকে হাত বাড়াল ওরা, নগ্ন, প্রত্যাশার সঙ্গে ওর মাঝে প্রবিষ্ট হল সে, আগ্রহের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করল ও, এবং ওদের দেহগুলো আলিঙ্গনাবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আগ্রহ এবং প্রত্যাশা বিনিময় করে চলল ওরা, ছন্দোময় ভঙ্গিতে চলল ওদের নড়াচড়া, সত্তার গভীর থেকে উঠে আসছে মেয়েটার কণ্ঠস্বর, সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে বালতাসারের কণ্ঠস্বর, যে চিৎকারটা জন্ম নিল, প্রলম্বিত, ভোঁতা, চাপা ফোঁপানি, অপ্রত্যাশিত অশ্রু, এবং মেশিনটা কাঁপছে আর নড়ছে, হয়ত এখন আর জমিনেই নেই বরং, বৈচিগাছের ডাল আর আগাছা ভেদ করে রাতের অন্ধকারে মেঘের মাঝে ভাসছে এখন, ব্লিমুন্দা, বালতাসার, মেয়েটার দেহের ওপর চেপে বসেছে ওর শরীর, এবং দুজনই চাপ দিচ্ছে পৃথিবীর বুকে, কেননা শেষ পর্যন্ত এখানে এসেছে ওরা, চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে।

দিনের প্রথম আলো যখন আগাছা চুঁইয়ে ঢুকতে শুরু করল, বালতাসারের নজর এড়িয়ে নিঃশব্দে বিছানা থেকে পিছলে বেরিয়ে এল ব্লিমুন্দা এবং কাপড় পরার কোনও চেষ্টা না করেই হ্যাচ গলে বেরিয়ে এল। সকালের হিম হাওয়ায় শিউরে উঠল ও, সম্ভবত মেশিনটার দুর্গের পেছনের পর্যায়ক্রমিক ট্রান্সপারেন্সি থেকে সৃষ্টি হওয়া একটা পৃথিবীর প্রায় বিস্মৃত দৃশ্য দেখেই বেশি হিম হয়ে গেছে ও, বৈচি-লতা আর লতার জাল, গাধাটার অবাস্তব উপস্থিতি, ঝোপ আর গাছপালা, যেগুলো ভাসছে বলে মনে হয়, এবং আরও ওপরে, কাছের পাহাড়ের নগ্ন কাঠিন্য, যা দূরবর্তী সাগরে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকার কথা ভাবা অসম্ভব করে তুলেছে। একটা গ্লোবের কাছে গিয়ে

ভেতরে উঁকি দিল ব্লিমুন্দা। ভেতরে দূর থেকে দেখা ঘূর্ণিঝড়ের মত নড়ে উঠল একটা ছায়া। অন্য গ্লোবটাতেও একই রকম ছায়া। আরও একবার হ্যাচ গলে নেমে এল ব্লিমুন্দা। ওই ডিমটার খোসার ভেতর লাফিয়ে নেমে কাপড় চোপড়ের ভেতর রুটির টুকরোর খোঁজ করল, বালতাসার জাগে নি, ওর বাম হাত ডালপালার নিচে চাপা পড়ে গেছে, ওর হাতটা যে নেই বুঝতেই পারবে না কেউ। আবার ঘুমিয়ে পড়ল ব্লিমুন্দা। বালতাসারের দেহের নিমেষ স্পর্শে যখন জেগে উঠল ও ইতিমধ্যে তখন দিন হয়ে গেছে। চোখ খোলার আগে ও বলল, আমার কাছে আসতে পার, কারণ এরই মধ্যে রুটি খেয়ে নিয়েছি আমি। এরপর কোনওরকম ভয় না পেয়েই ওর মাঝে প্রবিষ্ট হল বালতাসার, কারণ ব্লিমুন্দা ওকে কথা দিয়েছে কখনও ওর মাঝে প্রবেশ করবে না ও। যখন ওরা পুরো পোশাক পরে মেশিন থেকে বেরিয়ে এল, বালতাসার ওকে জিজ্ঞেস করল, ইচ্ছাগুলো দেখতে গিয়েছিলে তুমি, গিয়েছিলাম, জবাব দিল ব্লিমুন্দা, এখনও আছে ওগুলো, আছে, মাঝেমাঝে আমার মনে হয় আমাদের উচিত গ্লোবগুলো খুলে ওগুলোকে মুক্ত করে দেয়া, যদি ওদের মুক্ত করে দিই, ব্যাপারটা দাঁড়াবে যেন কিছুই ঘটে নি, যেন আমাদের কখনও জন্মই হয় নি, তুমি বা আমি কেউ নই, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোও নন, ওগুলোকে এখনও ঘন মেঘের মত মনে হয়, ওগুলো ঘন মেঘই।

মাঝ সকালের দিকে কাজ শেষ করল ওরা। ওখানে ওরা দুজন উপস্থিত রয়েছে, সেটাই একজন পুরুষ আর একজন নারী যে মেরামতের ব্যবস্থা করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, একেবারে নতুনের মত লাগছে মেশিনটাকে, প্রথম যাত্রার দিনের মতই ফিটফাট। বৈচি-লতা আর ডালপালা তুলে ওগুলোকে পেঁচিয়ে ঢোকার পথটা আটকে দিল বালতাসার। হাজার হোক, এটা একটা রূপকথা। গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওক গাছের একটা বন, যদি না আমাদের দেখা জিনিসটা বার্জ বা বৈঠাবিহীন কোনও নদী হয়ে থাকে। কেবল ওপর থেকেই কেউ গুহার একটামাত্র কালো ছাদ আলাদা করতে পারবে, কেবল মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বিরাট কোনও পাখি, কিন্তু অস্তিত্বমান এই পৃথিবীর একমাত্র বিরাট পাখিটা পড়ে আছে এখানে, এবং সাধারণ পাখিগুলো, ঈশ্বরের সৃষ্ট বা প্রেরিতগুলো, উড়ে যাচ্ছে এবং আবার উড়ে গেল, দেখল এবং আবার দেখল, কিন্তু বুঝতে পারল না। এমনকি গাধাটাও জানে না ওটাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কেন। একটা ভাড়া করা পশু, যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানেই যায় এবং পিঠে যা চাপানো হয় তাই বহন করে, বেচারা গাধাটার কাছে একটা যাত্রা আর পাঁচটা যাত্রার মতই, কিন্তু যদি সবগুলো যাত্রা এটার মত হত, বেশিরভাগ রাস্তাই ভারমুক্ত ছিল গাধাটা এবং কানে লিলির মালা পরেছিল, তো গাধাদের বসন্তকাল অচিরেই এসে যাবে।

সাবধানে সিয়েরায় নেমে এল ওরা এবং ভিন্নপথে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল, লাপাডুসোস আর ভ্যালে বেনফিটো হয়ে, এঁকেবেঁকে ক্রমাগত নিচে নেমে গেছে ওটা, এবং জনবসতি এলাকার কাছাকাছি থাকলে কেউ সেভাবে ওদের দিকে নজর

দেবে না ভেবে টরেস ভেদ্রাস পাশ কাটিয়ে এল ওরা, তারপর রিবেইরা ডি পেদ্রুলহোস বরাবর দক্ষিণে এগোল, এবং শুধু যদি কষ্ট আর যন্ত্রণা না থাকত, যদি সর্বত্র নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে ঝর্না বয়ে যেত, এবং পাখিরা গেয়ে চলত গান, তাহলে জীবনের মানে হত, পাপড়ি না খসিয়েই একটা ডেইজি ফুল হাতে নিয়ে স্রেফ ঘাসের ওপর বসে থাকা, কারণ হয় ইতিমধ্যে সব উত্তর জানা হয়ে গেছে আর নয়ত সেগুলো এত গুরুত্বহীন যে জানাটা ফুলের জীবনের সমানও হবে না। অন্য সাধারণ গ্রাম্য আনন্দও আছে, যেমন বালতাসার ও ব্লিমুন্দা যখন ঝর্নার জলে ওদের পা ডোবায়, হাঁটুর ওপর স্কার্ট তুলে রাখে ও, এবং নামিয়ে নিলেই ভাল ওর জন্যে, কারণ ওখানে স্নানরতা প্রত্যেক নিম্ফের পেছনে কাছেই লুকিয়ে দেখছে একটা করে ফঅন, এবং বিপজ্জনকরকম কাছে রয়েছে এটা, থাবা মারবে বলে। আনন্দে হাসতে হাসতে ঝর্না থেকে সরে গেল ব্লিমুন্দা, ওর কোমর জড়িয়ে ধরল বালতাসার, এবং ওরা দুজনই পড়ে গেল, একজনের ওপর আরেকজন, এবং ওদেরকে এখন বর্তমান শতাব্দীর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। মাথা তুলল গাধাটা, বড় বড় কান খাড়া করল, কিন্তু আমরা যা দেখছি তা দেখাতে পাচ্ছে না ওটা, কেবল ছায়ার নড়াচড়া। ছাই-রঙা গাছপালা, প্রত্যেক প্রাণীর জগৎ তার নিজের চোখ দিয়ে অনুভূত হয়। ব্লিমুন্দাকে নিজ হাতে তুলে নিল বালতাসার এবং স্যাডলে বসিয়ে দিল ওকে, চল লক্ষ্মী গাধা, গিড্ডি-আপ। শেষ বিকেল, জোরাল, মৃদু বা কোনও রকম হাওয়ার চিহ্ন নেই, চামড়ার উপর বাতাসের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে, যেন আরেকটা চামড়া, বালতাসার এবং বাকি জগতের মধ্যে বোঝার মত কোনও পার্থক্য নেই, এবং ব্লিমুন্দা ও জগতের সঙ্গী কী পার্থক্য থাকতে পারে। ওরা মাফরায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। আলটো ডা ভেলার চূড়ায় বনফায়ার জ্বলছে। আগুন যেখানে চারদিকে লকলকে শিখা ছড়িয়ে দিচ্ছে, ব্যাসিলিকার অমসৃণ দেয়াল দেখা যাচ্ছে সেখানে, খালি গর্তগুলো, মাঁচা, তবে শ্রমিকরা বিল্ডিংসাইট ছেড়ে যাবার পর এমনই হয় সবসময়।

অন্তহীন ক্লান্তিকর দিন আর নিদ্রাহীন রাত। বিরাট বিরাট সব শেডে বিশ্রাম নিচ্ছে লোকেরা, কর্কশ বিছানায় শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বিশ হাজারেরও বেশি লোকের, তারপরেও ওদের অনেকের বেলায়ই বাড়িতে যা পেত তার চেয়ে ঢের ভাল, সেখানে স্রেফ গায়ের কাপড়েই গা বাঁচানোর জন্যে ক্লোক মুড়ি দিয়ে মেঝেয় ম্যাট পেতে ঘুমাত ওরা, এখানে অন্তত যখন ঠাণ্ডা পড়ে লোকজন জড়ো হয়ে পরস্পরকে উষ্ণ রাখতে পারে, গ্রীষ্মের উত্তাপে অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় সঙ্গীন, তখন মশা আর মাছির অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে ওরা, মশার দল রক্ত শুষে নেয়, ওদের শরীর আর মাথার চুল উকুনে ভরে যায়, সারা শরীর চুলকায়। কামার্ত হয়ে ওঠে ওরা এবং সঙ্গম-অকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়ে, কেউ কেউ ঘুমের মধ্যে বীর্য স্খলন করে, এবং পাশের বাঙ্কে লোকটা কামনায় হাঁপাতে হাঁপাতে শুয়ে থাকে, কিন্তু যদি মেয়ে না থাকে আমরা কী করতে পারি। অথবা, বরং বলা যায়, কিছু মেয়ে আছে, কিন্তু সবার

জন্যে নয়। একেবারে গোড়া থেকে যারা সাইটে ছিল তারা ভাগ্যবান, মেয়ের সন্ধান পেয়েছিল ওরা, বিধবা কিংবা পরিত্যক্ত, কিন্তু মাফরা ছোট শহর, এবং অচিরেই আর কোনও বিচ্ছিন্ন মেয়ে অবশিষ্ট থাকল না এবং পুরুষদের জন্যে মূল কাজ হয়ে দাঁড়াল হবু অনুপ্রবেশকারী বা হানাদারদের হাত থেকে নিজেদের বাগান বাঁচানো, তার মজা যত কম হোক বা নাই থাকুক। এর ফলে বেশ কয়েকটা ছুরি মরার ঘটনা ঘটল। কেউ মারা গেলে, ক্রিমিন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর কনেস্টব্ল নিয়ে হাজির হন, যদি প্রয়োজন মনে করা হয়, নাক গলানোর অনরোধ জানান হয় সৈনিকদের, কালপ্রিটকে কয়েদখানায় পাঠানো হয়, যার ফলে দুটো ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা সম্ভাব্য হয়ে দাঁড়ায়, যদি ক্রিমিনাল মহিলার স্বামী হয় অচিরেই একজন উত্তরাধিকারী পাবে সে, এবং যদি মৃতজন মহিলার স্বামী হয়, আরও কম সময়ের মধ্যেই আরেকজন উত্তরাধিকারী পাবে সে।

এবং অন্যান্য পুরুষের ব্যাপারে কী। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ওরা, লাগাতার বৃষ্টির কারণে সারা শরীর কাদায় মাখামাখি, এবং বিশেষ কিছু গলিতে যাতায়াত করে যেখানে ঘরবাড়ি কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো, সম্ভবত ওগুলো প্রভিডেন্ট ইন্সপেক্টরেট জেনারেলের বানানো বলে, যেটি পুরুষদের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, কিংবা ব্রথেলগুলোর কোনও কন্ট্রাক্টরের সুবিধার জন্যে, বাড়িটা যেই বানিয়ে থাকুক, বিক্রি করে দিয়েছে, যেই কিনে থাকুক ভাড়া দিয়েছে এবং যারাই ভাড়া নিয়ে থাকুক নিজেদেরই আবার ভাড়া খাটিয়েছে, বালতাসার আর ব্লিমুন্দার ভাড়া করা গাধাটা অনেক বেশি ভাগ্যবান, কারণ ওটাকে ওরা ওঅটর লিলি দিয়ে সাজিয়েছিল, কিন্তু দোরগোড়ায় অপেক্ষারতা এই মেয়েদের কেউ ফুল সাধে নি, ওরা যা গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে একটা উত্থিত শিশ্ন যেটা নীরবে ঢোকে আর বেরিয়ে আসে, প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে আসে সিফিলিস, এবং হতভাগ্য লোকগুলো যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকে ওদের সংক্রমিতকারী হতভাগ্যা মহিলাদের মতই, যখন অবিরল ধারায় ওদের পা বেয়ে পুঁজ গড়িয়ে পড়তে থাকে, এটা তেমন অসুখ নয় যে চিকিৎসকরা তাদের হাসপাতালে ভর্তি করাবে, প্রতিকার যদি তেমন কিছু থাকে, সেটা হল আগেই বর্ণিত অলৌকিক গাছের রস দিয়ে আক্রান্তদের চিকিৎসা করা, যা সবকিছুর জন্যেই ভাল এবং কিছুই সারিয়ে তোলে না। স্ট্র্যাপিং যুবকরা এসেছিল এখানে, এবং এখন তিন বা চার বছর পর আপাদমস্তক রোগাক্রান্ত ওরা। স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা এসেছিল এখানে, তারপর অল্পদিনেই কবরে গেছে, এবং দ্রুত পচে গিয়ে হাওয়া দূষিত করে বলে গভীরে পুততে হয়েছে তাদের। পরদিন অন্য ভাড়াটে পেয়ে গেছে বাড়িটা। একই প্যালেট, ধোয়া হয় নি, নোংরা বিছানার চাদর, একজন লোক দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকে পড়ল, কোনও প্রশ্ন করা হল না বা জবাব দেয়া হল না, দর জানা আছে, ট্রাউজার্সের বোতাম খুলল সে, স্কার্ট উঁচু করল ও, তৃপ্তিতে গোঙাল সে, কোনও ভান করার প্রয়োজন নেই মেয়েটার, কারণ আমরা সিরিয়াস লোকজনের সঙ্গে আছি।

হসপিসের ফ্রায়াররা যাবার সময় দূরত্ব বজায় রাখেন, যাতে ভাল মানুষ বলে মনে হয়, ওদের জন্যে কোনওরকম করুণা বোধ করি না আমরা, কারণ সান্ত্বনাকে যখন ক্ষতিপূরণের উৎসর্গের সঙ্গে অদলবদল করা হয় তার মত প্রতারণাপূর্ণ সমাবেশ আর হতে পারে না। চোখ নামিয়ে হাঁটেন ওঁরা, রোসারি দিয়ে বানানো পুঁতির শব্দ তুলে, কোমরে যেগুলো বাঁধা থাকে সেগুলোসহ থিঙ্গামোজিগেরগুলোও, যেগুলো ওঁরা গোপনে অনুতাপকারীদের দেন প্রার্থনা করার জন্যে, এবং যদি ঘোড়ার লোমে তৈরি কোনও শার্ট তাঁদের কুঁচকিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ বাড়াবাড়ি রকমের ক্ষেত্রে এমনকি প্রঙে সজ্জিত হন, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, ওগুলো শাস্তির জন্যে পরা হয় নি, এবং সযত্নে পাঠ করুন এটা, যাতে আপনি অর্থটা ধরতে পারেন। ফ্রায়াররা যখন অন্যান্য দাতব্য কাজে ব্যস্ত থাকেন না, হাসপাতালে রোগিদের দেখতে যান ওঁরা, রোগিদের জন্যে ব্রথের বাটি ধরে ঠাণ্ডা করেন এবং মৃত্যুপথযাত্রীদের সাহায্য করেন, কোনও কোনওদিন রোগীদের রক্ষাকারী সেইন্টদের উদ্দেশে সবরকম প্রার্থনা সত্ত্বেও দু-তিনজন করে মারা যায়, সেইন্ট কনস্যাস এবং সেইন্ট ডামিয়ানের উদ্দেশে, ডাক্তারদের পৃষ্ঠপোষক সেইন্ট, সেইন্ট অ্যান্টনির উদ্দেশে, যিনি জাগ আর হাড় দুটোই মেরামত করতে পারেন, সেইন্ট ফ্রান্সিসের উদ্দেশে, যিনি স্টিগমেটা সম্পর্কে সব জানেন, সেইন্ট জোসেফের উদ্দেশে, যিনি ক্রাচ জোড়া দিতে পারেন, সেইন্ট সেবাস্টিয়ানের উদ্দেশে, যিনি মৃত্যুকে ঠেকাতে পারেন, সেইন্ট ফ্রান্সিস হ্যাভিয়ারের উদ্দেশে, যিনি দূরে প্রাচ্যের সবরকম ওষুধ সম্পর্কে জানেন, পবিত্র পরিবার জেসাস, মেরি, এবং জোসেফের উদ্দেশে, অবশ্য সাধারণ জনতাকে গণ্যমান্য আর সামরিক পদস্থ লোকজনের থেকে সযত্নে আলাদা করে রাখা হয়েছে, যাদের নিজস্ব আলাদা হাসপাতাল রয়েছে, এবং ওই বৈষম্যের কারণে ফ্রায়াররা, যাঁরা ভাল করেই জানেন যে কারা তাদের কনভেন্ট পেতে সাহায্য করবে, ঠিক মতই চিকিৎসা করছেন এবং শেষকৃত্য সম্পাদন করছেন। যে এরকম পাপ করে নি তাকেই পাথর ছুড়তে দাও, পিটারকে আনুকূল্য দেখানো এবং জনকে খারাপ করার দোষে খোদ ক্রাইস্ট দোষী, যদিও বারজন অ্যাপস্‌ল ছিলেন ওঁরা। একদিন এটা প্রকাশ পাবে যে জুডাস ঈর্ষান্বিত এবং নিজেকে অবঞ্চিত মনে করেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

এরকম একটা সময়েই মারা গেল হোয়াও ফ্রান্সিস্কো সেটে-সয়েস। ছেলে কাজ শেষে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, আগে পৌঁছুল আলভারো দিয়োগো, ঝটপট খাওয়া সেরে ম্যাসনের ওঅর্কশপে ফিরে যেতে ব্যাকুল, সবে স্যুপে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে, এমন সময় ঢুকল বালতাসার, শুভ সন্ধ্যা, তোমার দোয়া, বাবা, সন্ধ্যাটা আর পাঁচটা সন্ধ্যার মতই, কেবল ছেলেটাই, সবসময় দেরিতে বাড়ি ফেরে সে, নেই, হয়ত এরই মধ্যে বেশ্যারা যেখানে ব্যবসা চালায় সেই রাস্তায় উঁকিঝুঁকি মারছে, কিন্তু আলভারো দিয়োগো নিজেকে প্রশ্ন করল ওদের দেওয়ার মত টাকা কোথায় পাবে সে, যেহেতু তার রোজগারের পুরো টাকাই নিজের জন্যে কোনওরকম খরচ না করেই

বাবার হাতে তুলে দেয় সে, গাব্রিয়েল এখনও আসে নি, চিন্তা করে দেখুন, এতদিন ধরে ছেলেটাকে চিনি আমরা, অথচ বড় হয়ে ওঠার পরেই কেবল এখন ওর নামটা জানতে পারলাম আমরা, এবং আইনিস অ্যান্টোনিয়া তার দেরির পক্ষে সাফাই গাইবার চেষ্টা করছে, যেকোনও সময় এসে পড়বে ও, আর সব সন্ধ্যার মতই সন্ধ্যা এটা, একই আলাপ করছে ওরা, এবং উত্তাপ সত্ত্বেও হার্থের পাশে বসে থাকা হোয়াও ফ্রান্সিস্কোর চেহারায় ফুটে ওঠা আতঙ্কের ছাপ লক্ষ্য করল না কেউ, এমনকি ব্লিমুন্দাও না, বালতাসার ঢোকার সময় মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে ওর, যখন ও বাবাকে শুভসন্ধ্যা বলেছে বুড়ো মানুষটা আশীর্বাদ করছে কিনা জানতে অপেক্ষা না করেই আশীর্বাদ চেয়েছে, কেউ যখন অনেক বছর ধরে ছেলে হিসাবে থাকে, বেখেয়াল হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় তার মাঝে, ও স্রেফ বলেছে তোমার দোয়া, বাবা, এবং বুড়ো মানুষটা কাজটা করার সামান্য শক্তিই রাখে এমন কারও মত শিথিল ভঙ্গিতে হাত তুলে সাড়া দিয়েছে, এটাই ছিল তার শেষ ভঙ্গি এবং শেষ করার আগেই তার হাতটা অন্য হাতের পাশে লুটিয়ে পড়ল, ক্লোকের ভাঁজের ওপর পড়েছিল সেটা, এবং যখন অবশেষে আশীর্বাদ নেয়ার জন্যে বাবার দিকে ফিরল বালতাসার, দেখল খোলা হাতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে সে, মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। তোমার শরীর খারাপ, অনর্থক প্রশ্ন, এবং হোয়াও ফ্রান্সিস্কো যদি জবাব দিত শঙ্কিত হয়ে পড়ত ওরা, আমি মারা গেছি, আর সেটা হত উচ্চারিত সবচেয়ে সত্যি ভাষণ। স্বাভাবিকভাবেই কাঁদল ওরা, সেদিন আর কাজে ফিরে গেল না আলভারো দিয়োগো, এবং গাব্রিয়েল ফিরে আসার পর দুঃখ প্রকাশ করতে বাধ্য হল, যদিও তখনও স্বর্গের ফলের স্বাদ আস্বাদন করছে সে, আসুন আশা করি নরক তার দুপায়ের মাঝখানটা জ্বালিয়ে দেয় নি।

একটা অরচ্যার্ড আর একটা বাড়ি রেখে গেছে হোয়াও ফ্রান্সিস্কো। আলটো ডা ভেলায় একটা প্লটের মালিক ছিল সে। নরম মাটি খোঁড়ার সুযোগ পাওয়ার আগ পর্যন্ত বহু বছর পাথর পরিষ্কার করার পেছনে খরচ করেছে সে। বিফল পরিশ্রম করেছে, পাথরগুলো এখন আবার ফিরে এসেছে, এবং এ প্রশ্নটা করা যেতেই পারে যে কেন মানুষ এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটার ইন রোম চেস্ট খুব কমই থেকে বের করা হয়েছে। মূর্খ জনগণ যা বিশ্বাস করে তার বিপরীতে রাজারা একেবারে সাধারণ মানুষের মতই, তারা বড় হন, আরও পরিপক্ক হয়ে ওঠেন, এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রুচির বদল ঘটে, যখন জনগণের আনুকূল্য ধরে রাখার জন্যে পকিল্পিতভাবে গোপন করা হয় না, মাঝে মাঝে তাঁরা রাজনৈতিক সুবিধা পাবার জন্যে ভান করেন। তাছাড়া বিভিন্ন জাতির প্রজ্ঞা আর ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে পুনরাবৃত্তি একঘেয়েমি সৃষ্টি করে। ডোম হোয়াও পঞ্চমের কাছে ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটারের মাঝে আর কোনও রহস্য লুকিয়ে নেই। চোখ বন্ধ করেই তিনি গোটা মডেলটা জোড়া লাগাতে এবং বিচ্ছিন্ন করতে পারেন, একাকী কিংবা সাহায্য নিয়ে, উত্তর থেকে শুরু করে দক্ষিণে, কলোনেড বা অ্যাপসে দিয়ে, টুকরো টুকরো করে কিংবা এক অংশের পর আরেক অংশ, কিন্তু শেষ ফলাফলটা সবসময় একই দাঁড়াবে, কাঠের একটা কাঠামো, বাচ্চাদের একটা ব্লকের সেট, একটা নকল জায়গা যেখানে প্রকৃত ম্যাস কখনও উচ্চারিত হবে না, যদিও ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান।

তবে যাহোক, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কোনও মানুষের তার সন্তানের মাঝে টিকে থাকা উচিত, এবং একথা যদি সত্যি হয় যে বুড়িয়ে যাবার চিন্তা থেকে আসা যন্ত্রণা বা তার এগিয়ে আসার কারণে মানুষ সবসময় যেসব ঘটনা প্রকাশ্য কেলেঙ্কারী বা অসন্তোষের কারণ হয়েছে তার সেইসব কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না, তাহলে একথাও কম সত্যি নয় যে যখন সে তার বাচ্চাদের তার নিজস্ব কোনও কোনও ভঙ্গি, তার নিজস্ব প্রবণতা, এমনকি তার নিজের কথাবার্তা, পুনরাবৃত্তি করাতে সফল হয়, খুবই খুশি হয় সে, এইসব সে যা ছিল এবং অর্জন করেছে তার জন্যে খানিকটা সন্তুষ্টি খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য, তার সন্তানেরা ভান ধরে থাকে। অন্যান্য লক্ষণ দিয়ে, যেগুলো স্পষ্ট বলেই আশা করা যায়, ডোম হোয়াও পঞ্চম ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটার জোড়া লাগানোর ইচ্ছা হারিয়েও তাঁর ছেলেমেয়ে ডোম হোসে আর ডোনা মারিয়া বারবারাকে কাজে সাহায্য করার জন্যে ডেকে তাঁর আগ্রহ জাগিয়ে তোলার একটা পরোক্ষ উপায় পেয়েছেন এবং একই সঙ্গে তাঁর পৈতৃক এবং রাজকীয় স্নেহও দেখাচ্ছেন। দুজনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এবং শিগগিরই ওদের প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করা হবে, আপাতত ডোনা মারিয়া বারবারা সম্পর্কে এটুকু বললেই চলবে যে গুটি বসন্তে ভুগে মারাত্মক রকম কুৎসিত হয়ে গেছে বেচারি, কিন্তু রাজকন্যাদের কদর এত বেশি যে সবসময়ই

ওদের বিয়ে করার মত পাত্র মিলে যায়, এমনকি যখন ওরা বিকৃত এবং চরম কুৎসিত হয়ে যায় তখনও, যদি তেমন বিয়ে সিংহাসন এবং হিজ ম্যাজেস্টির স্বার্থের অনুকূল বলে প্রমাণিত হয়। এটা না বললেও চলে যে ইনফ্যান্টেরা রোমের ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটারের মডেল বানাতে গিয়ে খুব বেশি শক্তি নষ্ট করে না। ডোম হোয়াও পঞ্চম যখন মাইকেলেঞ্জেলোর ডোম স্থাপন করেছিলেন তখন যদি বিভিন্ন অংশ যোগাড় করে এগিয়ে দেয়ার জন্যে ফুটম্যানরা থেকে থাকে, যা আমাদের সময়মতই মনে করিয়ে দিচ্ছে রাজা যে রাতে রানীর প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলেন সেদিন বিশাল আর্কিটেকচার ভবিষ্যদ্বাণীর মত আন্দোলিত হয়ে ছিল, তাহলে নাজুক কিশোর কিশোরীর জন্যে আরও বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন, ইনফ্যান্টার বয়স মাত্র সতের বছর, ইনফ্যান্টে বড়জোর চোদ্দ। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে খোদ দৃশ্যটা, ইনফ্যান্টদের খেলা দেখার জন্যে দরবারের কমপক্ষে অর্ধেক লোকজন জড়ো হয়েছে, দেয়ার ম্যাজেস্টিরা ক্যানোপির নিচে বসে, ফিসফিস করে প্রথামাফিক কুশল বিনিময় করছেন ফ্রায়ারগণ, অভিজাতজন এমন অভিব্যক্তি ধারণ করে আছেন, যা যুগপৎ রাজকন্যার প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি কারও স্নেহ, আর এই মুহূর্তে নির্মিয়মাণ মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছে, এই সমস্ত আবেগ একমাত্র অভিব্যক্তিতে মিশে আছে, সুতরাং এতে অবাক হবার কিছু নেই যে ওদের দেখে মনে হচ্ছে কোনও কিছু গোপন করছেন তাঁরা, এবং এমনকি হয়ত নিষিদ্ধ বিষাদও। ডোনা মারিয়া বারবারা যখন নিজ হাতে কোপিং সাজানোর স্ট্যাচুগুলোর একটা বহন করে নিয়ে গেল, পুরো দরবার ফেটে পড়ল হাততালি এবং প্রশংসায়। ডোম হোসে যখন নিজ হাতে গম্বুজের চূড়ায় ক্রস বসাচ্ছে, উপস্থিত সবাই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, কারণ এই ইনফ্যান্টেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মুচকি হাসলেন দেয়ার ম্যাজেস্টিরা, তারপর ডোম হোয়াও পঞ্চম তাঁর সন্তানদের কাছে এই সাফল্যের তারিফ করলেন, ওদের আশীর্বাদ করলেন, হাঁটু গেড়ে তা গ্রহণ করল ওরা। এই পৃথবীতে এমন সামঞ্জস্য আছে, কিংবা আমাদের মাত্র বর্ণনা করা দৃশ্য থেকে যেমন মনে হবে, মহাবিশ্ব স্বর্গের নিখুঁত দৃশ্য স্পষ্ট প্রতিফলিত করে। এখানে প্রত্যাশা করা প্রতিটি ভঙ্গি মহিমাময়, এমনকি স্বর্গীয়, এর চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য, কথাগুলো উচ্চারিত হচ্ছে বাগধারার অংশের মত যার কোনও অর্থ প্রকাশ বা কোনও উপসংহারে পৌঁছার ক্ষমতা নেই। নিশ্চয়ই এভাবেই স্বর্গীয় আবাসে বসবাসকারীরা কথা বলেন যখন তাঁরা কঠিন পথে হাঁটেন, সকল জগতের পিতা যখন তাঁর স্বর্ণ প্রাসাদে তাদের দর্শন দেন, যখন তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারীকে খেলতে দেখেন যখন ওরা একটা কাঠের ক্রস জোড়া দেন, আলগা করেন এবং ফের জোড়া লাগান।

ডোম হোয়াও পঞ্চম নির্দেশ দিয়েছেন যে ব্যাসিলিকা ভাঙা বা নষ্ট করা যাবে না। রাজ দরবার ভেঙে গেল, বিদায় নিলেন রানী, চলে গেল ইনফ্যান্টরা, পটভূমিতে ফ্রায়ারগণ তাদের লিটানি গাওয়া অব্যাহত রাখলেন আর গম্ভীরভাবে নির্মাণের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন রাজা এবং উপস্থিত অভিজাতগণ তাঁর অভিব্যক্তি বোঝার

প্রয়াস পেলেন, এই রকম মুহূর্তগুলোয় বরাবরই সতর্ক থাকেন তাঁরা। কমপক্ষে আধঘণ্টা এই রকম ধ্যানে রইলেন রাজা এবং তাঁর সঙ্গীরা। ফুটম্যানদের চিন্তাভাবনা পরখ করার কোনও চেষ্টা করব না আমরা, ওদের মাথায় কী চিন্তা বয়ে চলেছে কে জানে, হয়তবা পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে যাওয়ায় বিরক্ত বোধ করছে ওরা, কিংবা কোনও পোষা কুকুরের কথা চিন্তা করছে, আগামীকাল যেটার বাচ্চা দেয়ার কথা, সবে গোয়া থেকে আসা কাপড়ের বেইলগুলো কাস্টম-হাউসে নামানোর কথা, কফি পান করার আকস্মিক ইচ্ছা, কনভেন্ট গ্রিলে নানের কোমল হাতের ছোঁয়ার স্মৃতি, ওদের পরচুলার নিচে চুলবুলে অনুভূতি, যেকোনও কিছু এবং সমস্তকিছুই, কেবল হিজ ম্যাজেস্টিকে আঁকড়ে ধরা মহত্তম অনুপ্রেরণাটুকু বাদে, রাজা আপনমনে ভাবলেন, আমার দরবারে ঠিক এমন একটা ব্যাসিলিকা চাই আমি, এমন কিছু আমরা আশাই করি নি।

পরদিন, মাফরা থেকে আর্কিটেক্টকে তলব করলেন ডোম হোয়াও পঞ্চম, জনৈক হোয়াও ফ্রেডেরিকো লুডোভিস, পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করা জার্মান নাম, এবং সরাসরি রাজা তাকে জানালেন, আমার ইচ্ছা যে আমার দরবারে ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটার ইন রোমে'র মত একটা চার্চ নির্মিত হতে হবে, এবং তিনি কথাগুলো বলার সময় আর্কিটেক্টটের দিকে চরম নিষ্ঠুর চোখে তাকালেন। রাজার আদেশ মানতেই হবে, এবং এই লুডোভিস, ইটালিতে যে লুডোভিসি নামে পরিচিত ছিল, এভাবে দুবার লুডবিগ নামটা পরিত্যাগ করা হয়ে গেছে তার, মানে যে কোনও শিল্পীকে তার পেশায় সাফল্য পেতে হলে তাকে সব সময় মানিয়ে চলতে হবে, বিশেষ করে তাকে যদি বেদী এবং সিংহাসনের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। অবশ্য সীমা আছে তার, এমন দাবীর সঙ্গে কী কী জড়িত থাকতে পারে কোনও ধারণাই নেই রাজার, এবং তিনি যদি মনে করেন যে স্রেফ ইচ্ছা দিয়েই, কেউ ভোঁজবাজির মত ব্রামান্তে, রাফায়েল, স্যাংগালো, পিরুৎসি, বুনারোত্তি, ফন্টানা, ডেলা পোর্টা, কিংবা ম্যাডারনো'র মত শিল্পী তৈরি করে ফেলা যাবে, তিনি বিশ্বাস করেন যে স্রেফ আমাকে হুকুম করলেই হবে, লুডবিগ, কিংবা লুডোভিসি, বা লুডোভিস, পর্তুগীজদের সুবিধার কথা যদি ধরা হয়, আমি ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটার চাই, এবং ব্যাসিলিকাটা নিখুঁত চেহারা নিয়ে হাজির হয়ে যাবে, যেখানে আমি কেবল মাফরার মত জায়গার মানানসই মাত্রার চার্চ নির্মাণেরই ক্ষমতা রাখি, আমি স্বনাম খ্যাত আর্কিটেক্ট হতে পারি, এবং যে কারও মতই বেপরোয়া, কিন্তু নিজের সীমাবদ্ধতা জানা আছে আমার, এবং পর্তুগালের রীতিনীতিও, যেখানে গত পঁচিশটি বছর ধরে এমন এক জাতির মাঝে বাস করছি যারা অহঙ্কার এবং অধ্যাবসায়হীনতার জন্যে বিখ্যাত, এখানে কৌশলে জবাব দেয়াটাই সবচেয়ে জরুরি, এমনভাবে প্রত্যাখ্যানের ভাষা ঠিক করতে হবে যেটা মেনে নেয়ার যেকোনও কথার চেয়ে বরং তোষামুদে মনে হবে, যা এমনকি আরও বেশি কষ্টকর হবে, এবং ঈশ্বর যেন আমাকে এধরনের কথা থেকে রক্ষা করেন, ইয়োর ম্যাজেস্টি-সুলভ মূল্যবান আদেশ দিয়েছেন, যিনি মাফরার নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন, যাই হোক,

জীবন ক্ষুদ্র, ইয়োর ম্যাজেস্টি এবং ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটার ইন রোম, ভিত্তিপ্রস্তর পবিত্রকরণের মুহূর্ত থেকে শুরু করে নিবেদন করা পর্যন্ত একশো বিশ বছরের পরিশ্রম আর ব্যয় বিফলে গিয়েছে, ইয়োর ম্যাজেস্টি, যিনি, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, কখনও রোমে যান নি, আপনার সামনে রাখা রেপ্লিকা দেখে হাত হয়ত অনুমান করতে পারবেন যে এমনকি আগামী দুশো চল্লিশ বছরও এমন একটা ব্যাসিলিকা নির্মাণের জন্যে হয়ত যথেষ্ট হবে না, এবং ততদিনে ইয়োর ম্যাজেস্টি আপনার ছেলে, নাতী; প্রপৌত্রও, গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডসান, আর গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডসানও পরলোকগমন করবেন, সুতরাং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাব একথা চিন্তা করে দেখার জন্যে যে দুহাজার সালের আগে শেষ হবে না এমন একটা ব্যাসিলিকা নির্মাণ ঠিক হবে কিনা, তখনও পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে ধরে নিয়ে, যা হোক, ইয়োর ম্যাজেস্টিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখনও পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে কিনা, না, ইয়োর ম্যাজেস্টি, দ্বিতীয় একটা ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটারের পূর্ণাঙ্গ অনুকৃতি অর্জন করার চেয়ে বরং দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়াটাই সহজতর, তাহলে তোমার ধারণা এই খেয়ালটা বাদ দেয়া উচিত আমার, ইয়োর ম্যাজেস্টি প্রজাদের মনে চিরদিন বেঁচে থাকবেন, স্বর্গের মহিমায়ও, কিন্তু যখন ভিত্তি স্থাপনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, স্মৃতি হয়ে যায় তখন তুচ্ছ এলাকা, অচিরেই দেয়ালগুলো ভেঙে পড়তে শুরু করবে, এবং স্বর্গগুলো ঐক্যবদ্ধ চার্চ, যেখানে ব্যাসিলিভা অভ সেইন্ট পিটারের প্রভাব হবে বালি-কণার মত, যদি তাই হয় তাহলে পৃথিবীতে আমরা চার্চ আর কনভেন্ট নির্মাণ করি কেন, কারণ আমরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি যে মহাবিশ্ব বরাবরই যুগপৎ চার্চ আর কনভেন্ট ছিল, বিশ্বাস আর আনুগত্যের একটা জায়গা, আশ্রয় আর মুক্তির একটা স্থান, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমিও যেমন কী বলছি বুঝতে পারছি না, কিন্তু আসল প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যাক, ইয়োর ম্যাজেস্টি, যদি আপনার মৃত্যুর আগে ব্যাসিলিকার দেয়াল এক স্প্যান উঁচু হওয়া দেখতে ইচ্ছা করেন, আপনাকে অবশ্যই আর একদিনও দেরি না করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে হবে, তা নাহলে বিল্ডিংটা ফাউন্ডেশনের চেয়ে আর বেশি এগোবে না, আমার জীবন যদি ছোট হয়ে থাকে, শিল্প স্থায়ী, জীবন ক্ষুদ্র।

দিনের বাকি সময়টুকু কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারতেন হয়ত ওঁরা, কিন্তু ডোম হোয়াও পঞ্চম, যিনি একবার কোনও সিদ্ধান্ত নেয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী কোনওরকম বিরোধিতাই বরদাশত্ করেন না, সহসা তাঁর উত্তরাধিকারীদের—ছেলে, নাতী, গ্রেট-গ্র্যান্ড সান, গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডসান, গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডসান, শবযাত্রার মিছিল দেখতে পেয়ে কেমন যেন উদাসীন হয়ে গেলেন। ব্যাসিলিকার সমাপ্তি না দেখেই মারা যাচ্ছে ওদের সবাই, আর এই যদি হয় পরিণতি তাহলে প্রকল্পটা এমনকি শুরু করাও অর্থহীন। হোয়াও ফ্রেডেরিকো লুডোভিস নিজের সন্তুষ্টি গোপন করার চেষ্টা করছে, এরইমধ্যে সে বুঝে গেছে [illegible] কোনও ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটার হচ্ছে না, ক্যাথেড্রাল অভ ইভোরার মেইন চ্যাপেল আর সাও ভিসেন্টে

ডি ফোরার বিল্ডিংগুলোর যথেষ্ট কাজ বাকি রয়ে গেছে তার হাতে, যেগুলো পর্তুগালের সঙ্গে জুৎসই মাত্রার, কারণ সমস্ত কিছুই যথাযথভাবে মাপা হবে এটাই প্রত্যাশিত। হঠাৎ করে আলোচনায় ছেদ পড়ল, রাজা কথা বলছেন না এবং আর্কিটেক্টও চুপ করে আছে, তো উচ্চাভিলাষী স্বপ্নগুলো মিলিয়ে গেল হাওয়ায়, এবং আমরা হয়ত কোনওদিনই জানতে পারতাম না যে ডোম হোয়াও পঞ্চম একদিন পার্ক এডুয়ার্ডো সেভেন্থ-এ ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটার-এর রেপ্লিকা নির্মাণ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন যদি না লুডোভিস রাজার গোপন কথা তাঁর ছেলের কাছে প্রকাশ করত, কথাটা যে আবার তার এক ঘনিষ্ঠ নানকে জানায়, সে আবার বলেছে তার কনফেসরকে, কনফেসর আবার বলেছে তার অর্ডারের সুপিরিয়র জেনারেলকে। সে জানিয়েছে প্যাট্রিয়ার্ককে, রাজার কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন কথাটা সত্যি কিনা, রাজা পাল্টা জবাব দিয়েছেন কেউ যদি ফের এবং প্রসঙ্গ তোলে তাকে তাঁর রোষের কবলে পড়তে হবে, তো সবাই মুখ বন্ধ রেখেছে, এবং রাজার পরিকল্পনা এখন প্রকাশ হয়ে গেছে কেননা শেষ পর্যন্ত সত্য বেরিয়ে আসেই, এটা স্রেফ সময়ের একটা ব্যাপার যতক্ষণ না সত্য অপ্রত্যাশিতভাবে মাথা চাগিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে, আমি এসেছি এবং আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই, ডোমিনিকো স্কারলেত্তির, যিনি এখনও লিসবনে বাস করছেন, সঙ্গীতের মত কুয়োর গভীর থেকে নগ্ন উঠে আসে সত্যি।

তারপর হঠাৎ কপালে টোকা দিলেন রাজা, এবং তাঁর পুরো চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, অনুপ্রেরণার একটা আভায় আবৃত, ধরো যদি মাফরার কনভেন্টের ফ্রায়ারের সংখ্যা বাড়াই আমরা, এই ধরো, পাক্কা পাঁচশো কিংবা একহাজার, কারণ আমি নিশ্চিত যে আমরা যে ব্যাসিলিকা পাচ্ছি না সেটার মত একইরকম ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করবে। ভাবল আর্কিটেক্ট, একহাজার ফ্রায়ার, এমনকি পাঁচশো ফ্রায়ারও যদি হয় একটা বিরাট গোষ্ঠী গড়ে তুলবে, ইয়োর ম্যাজেস্টি, এবং ওদের জায়গা দেয়ার জন্যে সেইন্ট পিটার ইন রোমের মত বিরাট একটা চার্চের প্রয়োজন পড়বে আমাদের, তাহলে কত জনের কথা বলবে তুমি, ধরা যাক, তিনশোজন, কারণ এমনকি আমি যে ব্যাসিলিকার নকশা করেছি এবং সর্বাত্মক যত্নে নির্মাণ করতে যাচ্ছি সেটাও এত জনের জন্যে একেবারে ছোট হয়ে যাবে, কথাটা বলার জন্যে আমাকে যেন ক্ষমা করেন, তাহলে তিনশোজনেই স্থির হওয়া যাক, কথা বাড়ানোর দরকার নেই আর, কারণ আমি মনস্থির করে ফেলেছি, সিদ্ধান্ত যাই নেয়া হোক, ইয়োর ম্যাজেস্টি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেই তা সম্পন্ন করা হবে।

নির্দেশ জারি করা হল। কিন্তু অ্যারাবিডার ফ্রান্সিস্ক্যানদের প্রভিনশিয়াল সুপিরিয়র, এবং রয়্যাল হাউসহোল্ডের ট্রেজারার এবং আরও একবার আর্কিটেক্টের সঙ্গে রাজার একটা আলোচনার আয়োজন করার আগে নয়। সঙ্গে করে ডিজাইনগুলো নিয়ে এল লুডোভিস, টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিল ওগুলো, লেআউটের বিস্তারিত বর্ণনা দিল, এই যে চার্চ, উত্তর আর দক্ষিণে রয়্যাল প্যালেসের অধিকারভুক্ত গ্যালারি এবং টাওয়ারগুলো, এবং পেছনে কনভেন্টের আউটবিল্ডিংগুলো, ইয়োর ম্যাজেস্টির নির্দেশ পালনের জন্যে

ওগুলোকে এখন পেছন দিকে আরও বাড়িয়ে দিতে হবে, এখানে রয়েছে নিরেট পাথরের একটা পাহাড়, মাইনিং এবং ব্লাস্টিংয়ের দিক থেকে ওটাই হবে শেষ গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন, এবং পাহাড়ের নিচে খনন কাজ চালানো এবং টেরেইন সমান করতে গিয়ে এরই মধ্যে অনেক পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে। রাজা কনভেন্টের ফ্রায়ারের সংখ্যা আশি থেকে তিনশোতে বাড়িয়েছেন জানার পর প্রভিনশিয়াল সুপিরিয়রের প্রতিক্রিয়াটুকু কল্পনা করতে পারছেন আপনি, সর্বশেষ এই ঘটনা সম্পর্কে আগেভাগে কিছু না জেনেই প্রাসাদে গিয়েছিলেন তিনি, নাটকীয় ভঙ্গিতে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে হিজ ম্যাজেস্টির হাতজোড়া প্রবলভাবে চুম্বন করলেন তিনি, তারপর আবেগে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, ইয়োর রয়্যাল হাইনেস নিশ্চিত থাকতে পারেন যে ঈশ্বর ঠিক এই ক্ষণে যারা এই পৃথিবীর বুকে জীবন্ত পাথরের মাধ্যমে তাঁর নাম মহিমান্বিত করে এবং প্রশংসা করে তাদের পুরস্কার দেয়ার জন্যে নতুন এবং বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করেছেন, ইয়োর ম্যাজেস্টির ইচ্ছার উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বে প্রার্থনা পেশ করা হবে, আপনার আত্মার মুক্তির জন্যে নয়, আপনার সুকৃতির জন্যে যা পর্যাপ্তভবেই নিশ্চিত, বরং আপনি যখন মহান বিচারকের সামনে হাজির হবেন তখন আপনার মাথার মুকুট যেন ফুলে ফুলে শোভিত থাকে সেজন্যে, ঈশ্বর যেন আরও বহু বছর আপনাকে আমাদের মাঝে রাখেন, যাতে আপনার প্রজাদের মুখ হারিয়ে না যায় এবং আমি যে চার্চ আর অর্ডারের সেবা করি এবং প্রতিনিধিত্ব করি তার কৃতজ্ঞতা যেন স্থায়ী হয়। সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডোম হোয়াও পঞ্চম এবং প্রভিনশিয়াল সুপিরিয়রের হাতে চুমু খেলেন, এইভাবে জাগতিক ক্ষমতাকে স্বর্গীয় ক্ষমতায় অর্পণ করলেন, এবং আবার যখন বসলেন তিনি আলোর একটা বলয় ফের ঘিরে ধরল তাঁর মাথা, এই রাজামশায় যদি সাবধানতা অবলম্বন না করেন, নিজেকে পবিত্র পুরুষ হিসাবে আবিষ্কার করবেন তিনি। এই আবেগবঘন দৃশ্য দেখে চোখ থেকে অশ্রু বিন্দু মুছল রয়্যাল ট্রেজারার, আগেই উল্লেখ করা পরিকল্পনার পাহাড় যেটা গুঁড়িয়ে দেয়া খুবই কঠিন হবে, ডানহাতের তর্জনী সেদিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে লুডোভিস, এবং সিলিংয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালেন প্রভিনশিয়াল, এখানে যা স্বর্গকে প্রতীকায়িত করছে, এবং পালাক্রমে ওদের তিনজনের সবার দিকে তাকালেন রাজা, ক্ষমতাবান, ধার্মিক এবং চরম বিশ্বাসী, প্যাপাল কর্তৃপক্ষ যেমন সাক্ষ্য দিয়েছে, ওই মহৎ চেহারায় সেটাই ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে, কারণ নিত্যদিন তো আর কোনও কনভেন্টকে আশি থেকে তিনশো ফ্রায়ারে বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেয়া হয় না, ভাল এবং মন্দ বেরিয়ে আসবে, জনপ্রিয় প্রবাদে যেমন বলে, এবং এই মাত্র আমরা যা প্রত্যক্ষ করলাম তা হচ্ছে সর্বোত্তম ভাল।

মাথা নুইয়ে এবং পা ঘষটে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিল হোয়াও ফ্রেডেরিকো লুডেভিস এবং ঝটপট তার ডিজাইন অদলবদল করার কাজে শুরু করল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জুৎসই আয়োজন আর খুশির সংবাদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে তাঁর ডায়োসিজে ফিরে গেলেন প্রভিনশিয়াল, কেবল রাজাই রয়ে গেলেন পেছনে, এবং এমনকি

এখনও তাঁর রাজ প্রাসাদের ট্রেজারারের হিসাব নিয়ে ফিরে আসার অপেক্ষা করছেন, এবং শেষ-মেষ যখন সে ফিরে এসে বিশাল লেজারগুলো টেবিলের ওপর রাখল, রাজা জানতে চাইলেন, বলো আমায়, ডেবিট আর ক্রেডিটের মধ্যকার ব্যালান্স কত। এক হাতে চিবুক চুলকাল ট্রেজারার, গভীর কোনও চিন্তায় মগ্ন, যেন সুনির্দিষ্ট কোনও বক্তব্য দেবে এমন ভঙ্গিতে একটা লেজার ওল্টাল সে, কিন্তু ভঙ্গিটা শুধরে নিয়ে স্রেফ বলে, ইয়োর ম্যাজেস্টির জানা দরকার যে আমাদের তহবিল কমে আসায় আমাদের ঋণ বাড়ছে, গত মাসে প্রায় একই রিপোর্ট দিয়েছ তুমি, এবং তার আগের মাসেও এবং এর আগের বছরও, এবং এই হারে, ইয়োর ম্যাজেস্টি, শিগগিরই আমাদের কফার খালি করে ফেলব, কফার শেষ করার অনেক দেরি আছে, ব্রাযিলে একটা এবং ভারতে একটা যখন, এবং সেগুলো যখন ফুরিয়ে যাবে, খবরটা আমাদের কাছে আসতে এত সময় লাগবে যে দেখা যাবে আমরা বলছি, তো, গরীবই ছিলাম আমরা, শত হোক, সেটা না বুঝেই। ইয়োর ম্যাজেস্টি যদি আমাকে নির্ভয়ে কথা বলার অনুমতি দেন, আমার মত হচ্ছে দেউলিয়া হতে যাচ্ছি আমরা এবং আমাদের কঠিন অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ হওয়া জরুরি। কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আগে তো কখনও টাকার অভাব হয় নি, কথাটা সত্যি, কিন্তু ট্রেজারার হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে যার অপচয় করার মত টাকা পয়সা আছে সেই সবচেয়ে বড় ভিখেরি, ঠিক পর্তুগালের মত, যেটা একটা তলাহীন কফার, টাকা ওটার মুখ দিয়ে ভেতরে যায় আর পাছা দিয়ে বেরিয়ে আসে, ইয়োর ম্যাজেস্টি যদি এমনভাবে কথা বলার অপরাধ ক্ষমা করেন। হা হা হা, হাসলেন রাজা, খুবই মজার কথা, তুমি কি আমাকে বলার চেষ্টা করছ যে মলই টাকা, না ইয়োর ম্যাজেস্টি, টাকাই মল, এবং জানার মত অবস্থায় আছি আমি, এখানে আর সবার মত অন্যের টাকার ওপর চোখ রেখে হাঁটু গেড়ে বসে আছি। এটা কাল্পনিক সংলাপ, অপ্রমাণিত এবং অপমানকর, এবং দারুণ অলৌকিকও, সিংহাসন বা বেদী কোনওটাকেই সম্মান করে না এটা, এটা একজন রাজা এবং তাঁর খাজাঞ্চীকে এমনভাবে কথা বলায় যেন ওরা কোনও ট্যাভার্নে আলাপরত ড্রোভার, এবং বাজে কথার সবচেয়ে মারাত্মক তুবড়ি ছোটাতে আমাদের জনাকয় সুন্দরী মেয়ে হলেই চলে, অবশ্য, এইমাত্র আপনি যা পড়েছেন, সেটা স্রেফ পর্তুগীজ মুখের বুলির হালনাগাদ উপস্থাপন, কেননা রাজা আসলে যা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে, আজ থেকে তোমার বৃত্তি দ্বিগুণ হয়ে গেল যাতে তোমার ওপর চাপ কমে, একথায় ট্রেজারার জবাব দিল, আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ইয়োর ম্যাজেস্টির হাত চুম্বন করি।

হোয়াও ফ্রেডেরিকো লুডোভিস পরিবর্ধিত কনভেন্টের জন্যে নকশা শেষ করার সময় পাবার আগেই, তাড়াহুড়ো করে এক রাজকীয় বার্তাবাহককে মাফরায় পাঠিয়ে দেয়া হল হিজ ম্যাজেস্টির নির্দেশসহ যে পাহাড়টাকে অবিলম্বে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এসকর্টের সঙ্গে ইন্সপেক্টরেট জেনারেলের দরজায় স্যাডল থেকে নামল বার্তাবাহক, কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল সে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে পা রাখল রিসেপশন হলে, আপনি কি ডক্টর লিনড্রো ডি মিলো, কেননা ওটাই ইন্সপেক্টরের নাম, হ্যাঁ আমিই, ওকে

বললেন মানুষটা, রাজার তরফ হতে আপনার জন্যে এই জরুরি বার্তাগুলো নিয়ে এসেছি আমি, সেগুলো নিরাপদে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি এবং বিনিময়ে মাননীয়কে অনুরোধ জানাতে চাই আমাকে একটা রশিদ এবং বিদায় দেয়ার জন্যে, কারণ আমাকে দরবারে ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি হিজ ম্যাজেস্টিকে জানাতে হবে মঞ্জুর করা হল তা, এবং বার্তাবাহক এবং তার এসকর্ট বিদায় নিল এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে সীলমোহরে চুমো দেয়ার পর বার্তা খুললেন ইন্সপেক্টর, কিন্তু যখন ওগুলো পড়া শেষ করলেন তিনি, পুরোপুরি ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর চেহারা, যার ফলে তার ডেপুটি নিশ্চিত হয়ে গেল যে নির্ঘাৎ বরখাস্তের নোটিস পেয়েছেন ইন্সপেক্টর, যেটা হয়ত তার পদন্নোতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে, কিন্তু অচিরেই হতাশ হতে যাচ্ছে সে, ডক্টর লিনড্রো ডি মিলো উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর কর্মচারীদের ডাকলেন, চলো কাজে লেগে পড়া যাক, কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রেজারার, মাস্টার কার্পেন্টার, মাস্টার বিল্ডার, মাস্টার-ম্যাসন, চীফ স্টুয়ার্ড, মাইনিং অপারেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত চীফ-এঞ্জিনিয়ার, সেনাদলের ক্যাপ্টেইন এবং কোনও রকম পদমর্যাদার অধিকারী সাইটের প্রত্যেকেই যোগ দিল তাঁর সঙ্গে, এবং ওরা সবাই জড়ো হবার পর, ইন্সপেক্টর জেনারেল তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন, জেন্টলমেন, ধার্মিকতা এবং অসীম প্রজ্ঞায় পরিচালিত হিজ ম্যাজেস্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কনভেন্ট তিনশো ফ্রায়ারের থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং পুব দিকের ওই পাহাড়টা গুঁড়িয়ে দেয়ার কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে, কারণ এই বার্তাগুলোয় মোটামুটিভাবে উল্লেখ করা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ওখানেই বিল্ডিংয়ের নতুন অংশ নির্মাণ করতে হবে, এবং হিজ ম্যাজেস্টির আদেশ যেহেতু অবশ্য পালনীয়, আমার পরামর্শ হচ্ছে কাজটা কীভাবে করা যেতে পারে দেখার জন্যে এখনই আমাদের সাইটের উদ্দেশে রওনা দেয়া উচিত। ট্রেজারার বলে উঠল যে পরবর্তী যেকোনও খরচ মেটানোর জন্যে পাহাড়টার মাপ আর ওজন জানা দরকার নয়কি, মাস্টার কার্পেন্টার জোর দিয়ে বলল যে সে কেবল কাঠ, প্লেইন আর করাত সম্পর্কে জানে, মাস্টার-বিল্ডার পরামর্শ দিল যখন ওরা দেয়াল নির্মাণ এবং মেঝে বানাতে প্রস্তুত হবে তখন যেন তাকে খবর দেয়া হয়, মাস্টার-ম্যাসন যুক্তি দেখাল যে সে কেবল ইতিমধ্যে কাটা পাথর নিয়ে কাজ করে, চীফ-স্টুয়ার্ড পরামর্শ দিল যে প্রয়োজন হলেই ষাঁড় এবং ঘোড়া যোগান দিতে তৈরি থাকবে সে, এবং এই জবাবগুলোয় যদি অবাধ্যতার গন্ধ থাকেও, এগুলো কাণ্ডজ্ঞানেরও পরিচায়ক, কেননা ওরা যেখানে খুব ভাল করেই জানে যে একটা পাহাড় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে কত টাকা লাগতে পারে, সেখানে এতসব লোককে একত্রিত করে কী ফায়দা পাওয়া যাবে। ইন্সপেক্টর জেনারেল তাদের অজুহাত মেনে নিলেন এবং শেষতক অপারেশন তদারককারী এঞ্জিনিয়ার এবং সেনাদলের ক্যাপ্টেইনকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নিলেন, বিস্ফোরণ ঘটাবে সেনাদল।

কনভেন্টের পুব দিককার দেয়ালের পেছনে এক টুকরো ছোট্ট জমিনে হসপিস লাগোয়া কিচেন গার্ডেনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফ্রায়ার ফল গাছ আর বিভিন্ন জিনিসের

কেয়ারি এবং ফুলের সীমানা লাগিয়েছেন, একটা পুরোদস্তুর অ্যাচার্ড আর কিচেন-গার্ডেনের সূচনা মাত্র। এর সম্পূর্ণটাই ধ্বংস করা হবে। শ্রমিকরা ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং মাইনের দায়িত্বে নিয়োজিত স্প্যানিয়ার্ডকে যেতে দেখল তারপর কোনও প্রেতাত্মার মত ওদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের দিকে চোখ তুলে তাকাল, কেননা মুহূর্তে এ খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে ওইখানেই কনভেন্টটাকে বাড়ানো হবে, যেসব রাজকীয় হুকুম গোপন থাকার কথা সেগুলো কীভাবে এত দ্রুত ফাঁস হয়ে যায় সেটা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার, অন্তত যতক্ষণ না ইন্সপেক্টরেট জেনারেল একটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করছেন। কেউ কেউ এমনও ভেবে বসতে পারে যে ডক্টর লিনড্রো ডি মিলোর কাছে চিঠি লেখার আগেই ডোম হোয়াও পঞ্চম সেটে-সয়েস কিংবা হোসে পিকুইনোকে আগেভাগেই বলে দিয়েছেন, ওদের বলেছেন, ধৈর্য ধরো, কেননা এইমাত্র আমি, যেমনটা আগে স্থির হয়েছিল, আশি জনের জায়গায় তিনশো ফ্রায়ারের থাকবার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সাইটে যারা কাজ করে তাদের সবার জন্যে সুসংবাদ, যেহেতু আরও দীর্ঘ সময়ের জন্যে তাদের কাজের নিশ্চয়তা থাকবে, কারণ, কয়েকদিন আগে বিশ্বস্ত টেজারারের দেয়া রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থের কোনও অভাব নেই, এবং মনে রেখো, ইউরোপের সবচেয়ে ধনী জাতি আমরা, আমরা কারও কাছে ঋণী নই এবং প্রত্যেককে আমরা দেনা মিটিয়ে দিই এবং আমাদের কোনও টাকা পয়সার উদ্বেগ নেই, তিরিশ হাজার পর্তুগীজকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ো যারা জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করছে এবং আগামী প্রজন্মগুলোর জন্যে বৃহত্তম এবং ইতিহাসের পবিত্রতম সবচেয়ে সুন্দর সৌধ নির্মিত হতে দেখার সন্তুষ্টি যোগাচ্ছে তাদের রাজাকে, ব্যাসিলিকা অভ সেইন্ট পিটার ইন রোমকে যা ক্ষুদে চ্যাপেলের চেহারা দেবে, আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত বিদায়, ব্লিমুন্দাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসোর ফ্লাইং মেশিন সম্পর্কে কোনও খবর পাই নি আমি, এবং উদ্যোগটা কেমন করে উৎসাহিত করেছিলাম এবং শেষ করার জন্যে কত টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম ভেবে দেখ। দুনিয়াটা অকৃতজ্ঞ মানুষে ভরা, কোনও সন্দেহ নেই তাতে, বিদায়।

পাহাড়ের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে খানিকটা অভিভূত হয়ে গেলেন ডক্টর লিনড্রো ডি মিলো, নির্মাণাধীন কনভেন্ট দেয়াল ছাড়িয়ে যাবে যে দানবীয় প্রজেকশন, এবং যেহেতু তিনি টরেস ভেদ্রাসের সামান্য একজন ম্যাজিস্ট্র্যাট মাত্র, ডক্টর লিনড্রো ডি মিলো মাইনিংয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এঞ্জিনিয়ারের দক্ষতার ওপর ভরসা করলেন, এঞ্জিনিয়ার আন্দালুসিয়ান হওয়ায় এবং খানিকটা অতিরঞ্জনপ্রবণ বলে সদম্ভে ঘোষণা দিল, এটা সেরা মোরেনা হলেও খালি হাতেই এটাকে তুলে এনে সাগরে ছুড়ে দিতাম, কথাগুলো এভাবে অনূদিত হওয়া উচিত, আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং অচিরেই এই লোকেশনে একটা স্কয়্যার বিছিয়ে থাকতে দেখবেন আপনি যা লিসবনকেও ঈর্ষায় উঠে বসতে বাধ্য করবে। আজ প্রায় এগার বছর ধরে মাফরার ঢালগুলো লাগাতার বিস্ফোরণের ধাক্কায় কাঁপছে, যদিও ইদানীং এত ঘনঘন নয়,

এবং যখন কোনও স্পার বা এ জাতীয় কিছুর অবাধ্য-প্রক্ষেপ অগ্রগতিতে বাধা দেয়, তখনই ব্যাপারটা ঘটে। যুদ্ধ কখন শেষ হবে বলতে পারে না কেউ। আপনমনে সে বলে, সব শেষ, কিন্তু আচমকা দেখা যায় সব শেষ হয়ে যায় নি এবং নতুন করে বৈরিতা শুরু হয়, কারণ গতকাল যদি তরবারী নাচানো হয়ে থাকে আজ তা কামানের গোলার প্রবল নিনাদ, গতকাল যদি দুর্গের ধ্বংস হয়, আজ নগরীর বিনাশ, গতকাল যদি দেশ নিশ্চিহ্ন করা হয় আজ ছিন্নভিন্ন হচ্ছে অসংখ্য পৃথিবী, গতকাল কেউ মারা গেলে সেটাকে কোনও ট্র্যাজেডি মনে হরা হত এবং আজ দশ লক্ষ লোকও যদি ধোঁয়ায় মিলিয়ে যায় ভ্রূক্ষেপ করে না কেউ, মাফরার অবস্থা ঠিক এরকম নয়, যেখানে এত অসংখ্য মানুষকে একত্রিত হতে আর কখনও দেখব না আমরা, ওরা অগুণতি বটে, কিন্তু যারা রোজ প্রায় পঞ্চাশটি বিস্ফোরণের শব্দে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এখন তা প্রলয়ের শব্দের মত মনে হচ্ছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাগাতার চলতে থাকা হাজার ডিসচার্জের বজ্রের শব্দে এই বিস্ফোরণ, পর্যায়ক্রমে বিশবার ঘটছে, এবং এমন প্রচণ্ড রকম যে মাটি এবং পাথরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে বাতাস, ফলে সাইটের শ্রমিকদের দেয়ালের পেছনে বা মাঁচার নিচে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না, এবং তারপরেও, মারাত্মকভাবে আহত হল কেউ কেউ, অপ্রত্যাশিতভাবে বিস্ফোরিত হওয়া পাঁচটা চার্জে তিনজন মানুষের উড়ে যাওয়ার কথা না হয় নাই বলা হল।

এখনও রাজার চিঠির জবাব দেয় নি সেটে-সয়েস, কাজটা তুলে রেখেছে ও, ওর হয়ে কাউকে চিঠি লিখে দিতে বলতে লজ্জা পাচ্ছে, কিন্তু কোনওদিন যদি বিব্রত ভাবটুকু কাটিয়ে উঠতে পারে ও, এই জবাবটা শ্রুতিলিপি দেবে ও, প্রিয় রাজা, আমি আপনার চিঠি পেয়েছি এবং আপনি যেসব বিষয়ের কথা বলেছেন তার সবই সযত্নে মনে রেখেছি, কাজের কোনও অভাব নেই এখানে, যখন খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয় যে হাঁসও আপত্তি জানায় তখনই কেবল কাজ বন্ধ রাখি আমরা, কিংবা যখন পাথর এসে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়, কিংবা যখন দেখা যায় ইঁটের মান খুবই খারাপ এবং বদলি ইঁটের জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হয় আমাদের, কনভেন্ট বর্ধিত হবার সংবাদে এখানে এখন দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, কারণ, প্রিয় রাজা, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে পাহাড়টাকে আমাদের গুঁড়িয়ে দিতে হবে সেটা কত বিশাল, কিংবা কাজটা করার জন্যে কতজন লোক লাগবে, চার্চ আর প্রসাদের কাজ বাদ দিতে হবে তাদের, এবং কোনও কাজই সময়মত শেষ হবে না, এমনকি ম্যাসন এবং কাঠমিস্ত্রিরাও পাথর বোঝাইয়ের কাজে সাহায্য করছে, আমি নিজে সরিয়ে নিচ্ছি, কখনও ষাঁড়ের সাহায্যে, কখনও হ্যান্ডকার্টের সাহায্যে, উপড়ে ফেলা লেবু এবং পীচ গাছগুলোর জন্যে খুবই খারাপ লাগে আমার, এবং নষ্ট করে ফেলা সুন্দর ক্ষুদে প্যানসিগুলের জন্যেও খারাপ লাগে, স্রেফ অমন নিষ্ঠুর আচরণ দেখার জন্যে ফুল গাছ লাগানোর আসলে কোনও মানে নেই, তবে, তা সত্ত্বেও, যেমন স্বয়ং আপনিই বলেছেন, প্রিয় রাজা, আমাদের কারও কাছে কোনও দেনা নেই, এবং সেটাই সব

সময় স্বস্তিকর, কারণ, আমার বুড়ো মা যেমনটা বলত, যার কাছে যাই দেনা থাকুক না কেন শোধ করে দেবে, বেচারি, এখন আর বেঁচে নেই ও, আর কোনওদিনও ইতিহাসের মহত্তম এবং সুন্দরতম মনুমেন্টটা দেখবে না, আপনার চিঠিতে যেমন বলেছেন আপনি, যদিও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আমি যেসব কিংবদন্তীর কথা জানি, কেউ কখনও পবিত্র মনুমেন্টের কথা উল্লেখ করে নি, কেবল জাদুকরী মুরিশ মহিলা, এবং গুপ্তধন সম্পর্কে উল্লেখ আছে, ব্লিমুন্দা ভাল আছে, আপনাকে ধন্যবাদ, ওর সঙ্গে যখন প্রথম আমার দেখা হয়েছিল, এখন আর অত সুন্দরী নেই ও, কিন্তু অনেক যুবতী মেয়েই আছে যারা ওর অর্ধেকও সুন্দরী নয়, হোসে পিকুইনো আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে ইনফ্যান্টে ডোম হোসের বিয়ে কবে অনুষ্ঠিত হবে, কারণ তাকে একটা উপহার পাঠাতে চায় সে, হয়ত বা ওদের দুজনের একই নাম বলে, এবং তিরিশ হাজার পর্তুগীজ আপনাকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, ওরা মোটামুটি ভাল আছে, সেদিন ভিড়ের ভেতর এত মানুষ ছিল যে মাফরার চারধারে তিন লীগ পর্যন্ত আকাশ অবধি গন্ধে আকাশ বাতাস ভরে গিয়েছিল, নিশ্চয়ই আমরা এমন কিছু খেয়েছিলাম যা আমাদের সহ্য হয় নি, ময়দার বদলে গুবড়ে পোকা, মাংসের বদলে বটফ্লাই, তবে সাগর থেকে ধেয়ে আসা টাটকা হাওয়ার নাগাল পাওয়ার জন্যে সবাইকে আকাশের দিকে পাছা উঁচিয়ে রাখতে দেখে মজাই লাগছিল, এবং একটা দল কোনওমতে কাজ সেরে আসা মাত্রই আরেকটা দল ওদের জায়গা দখল করেছে, এবং মাঝেমাঝে ওরা এত মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে, জায়গাতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে, আহা, কথাটা সত্যি, কথাটা বলতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, ফ্লাইং মেশিন সম্পর্কে আর কিছু শুনি নি আমি, এমনও হতে পারে যে পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো ওটা সঙ্গে করে স্পেনে নিয়ে গেছেন এবং সম্ভবত ওখানকার রাজার হাতে রয়েছে সেটা, কারণ গুজব শোনা যাচ্ছে যে শিগগিরই ওঁরা আপনার কুটুম হতে যাচ্ছে, খুব সাবধান, আমি আর কিছুই বলব না, আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেব, রানীকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন, বিদায়, প্রিয় রাজা, বিদায়।

এই চিঠিটা কখনও লেখা হয় নি, কিন্তু আত্মাসমূহের যোগাযোগের উপায় এত অসংখ্য আর রহস্যময়, এবং সেটে-সয়েস মুখেই আনে নি এমন বহু শব্দের ভেতর কোনও কোনওটা গভীরভাবে প্রভাবিত করল রাজাকে, ঠিক বালতাসারের প্রতি সতর্কবাণী হিসাবে, মারাত্মক বিচারের মত দেয়ালের গায়ে আগুনে খোদাই হওয়া সতর্কবাণীর মত, মাপা হল, গণা হল, এবং ভাগ করা হল, এই বালতাসার আমাদের চেনা ম্যাটিয়াস নয়, বরং অন্য বালতাসার বা বেলশাযার, ব্যাবিলনের রাজা, যিনি উৎসবের সময় জেরুজালেমের মন্দির অপবিত্র করার কারণে শাস্তি পেয়েছিলেন এবং যাঁকে সাইরাসের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল, স্বর্গীয় দণ্ড বাস্তবায়নেই ছিল যার নিয়তি। ডোম হোয়াও পঞ্চমের লক্ষণগুলো আবার ভিন্ন মাত্রার, তিনি যে পবিত্র পাত্রই অপবিত্র করুন না কেন তা প্রভুর পত্নী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু তারা অভিজ্ঞতাটুকু উপভোগ করে, এবং প্রভু চোখ বুজে থাকেন, তো আসুন অগ্রসর হই আমরা। যে কথাটা

ডোম হোয়াও পঞ্চমের জন্যে ঘণ্টাধ্বনির মত গভীর তন্ত্রীতে আঘাত করেছে সেটা হল বালতাসারের সেই বাক্যটি যখন মায়ের কথা বলতে গিয়ে মহত্তম এবং সবচেয়ে সুন্দর মনুমেন্টটা ওর মা দেখতে পাচ্ছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে। রাজা সহসা বুঝতে পারলেন যে খোদ তাঁর জীবনই স্বল্পায়ু হবে, বহু মানুষ মারা গেছে এবং মাফরার কনভেন্টটা শেষ হতে হতে মৃত্যু অব্যাহত থাকবে এবং তিনিও আগামীকালই চিরদিনের জন্যে চোখ বন্ধ করতে পারেন। আপনি নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন যে লুডোভিস জীবন ছোট বলে বিশ্বাস করানোতেই সেইন্ট পিটার অভ রোম নির্মাণের ধারণা বাদ দিয়েছিলেন তিনি, এবং ওই একই সেইন্ট পিটার, যেমন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, ভিত্তিপ্রস্তর পবিত্রকরণের পর ব্যাসিলিকার নির্মাণ শেষ হতে হতে একশো বিশ বছরের শ্রম আর খরচ গিলে নিয়েছিল। মাফরা ইতিমধ্যে এগার বছরের শ্রম আর কে জানে কত টাকা লাগিয়েছে, শেষ পর্যন্ত যখন উৎসর্গীত করার ব্যাপারটা ঘটবে তখনও বেঁচে থাকার গ্যারান্টি কে দিতে পারবে, যেখানে, খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, আমার বেঁচে থাকার আশা ছিল না, বিষণ্নতা রোগে পেয়ে বসেছিল আমাকে, সময় হওয়ার আগেই আমাকে কেড়ে নেয়ার হুমকি সৃষ্টি করেছিল, শাদা সত্যি কথা যে সেটে-সয়েসের মা, বেচারি, শুরুটা দেখেছে কিন্তু শেষটুকু দেখবে না, এবং রাজাও একই রকম পরিণতি হতে মুক্ত নন।

নদীর দিকে মুখ করে থাকা টাওয়ারের একটা রুমে আছেন ডোম হোয়াও পঞ্চম। ফুটম্যান, সেক্রেটারি, ফ্রায়ার এবং টেট্রো ডা কমেডিয়া থেকে আসা একজন গায়ককে বিদায় হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি, কারণ তিনি একা থাকতে চান। তাঁর চেহারায় মৃত্যুভয় স্পষ্ট হয়ে আছে, অমন প্রতাপশালী রাজাধিরাজের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক অপমান। কিন্তু মৃত্যুর এই আতঙ্কে এমন নয় যে তা তার দেহ এবং আত্মাকে ক্ষুদ্র করে দেবে, তবে মাফরার উৎসর্গীকৃত টাওয়ারগুলো এবং ডোম শেষপর্যন্ত যখন স্থাপিত হবে তখন তাঁর চোখজোড়া খোলা থাকবে না নিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট, বিজয়ীর সুরে বেজে ওঠা সুরেলা ধ্বনি শোনার মত আর স্পর্শকাতর থাকবে না তার শ্রবণশক্তি, তাঁর হাতজোড়া আর ব্যয়বহুল পোশাক আর ধর্মীয় গাম্ভীর্যের ঝালর স্পর্শ করার উপযোগি থাকবে না, তাঁর নাক আর ওইসব রূপার ধুনুচি থেকে আগরবাতির সুবাস টানতে পারবে না, তিনি হবেন স্যাঙ্কচুয়ারি নির্মাণ করার নির্দেশ দানকারী রাজা মাত্র, ওটার সমাপ্তি প্রত্যক্ষকারী রাজা নন। ওখানে একটা জাহাজ রওনা দিচ্ছে, এবং কে বলতে পারে ওটা নিরাপদে আবার বন্দরে ফিরে আসবে কিনা, মাথার ওপর দিয়ে এক টুকরো মেঘ ভেসে যাচ্ছে এবং সম্ভবত ঝড়োবৃষ্টিতে মুছে যাবে ওটা, পানির নিচে, মাছের একটা ঝাঁক জেলের জালের দিকে সাঁতরে যাচ্ছে, অহঙ্কারের অহঙ্কার, একদিন ঘোষণা দিয়েছিলেন সলোমন, এবং ডোম হোয়াও পঞ্চম এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন, সবই অহঙ্কার, কিছু চাওয়া অহঙ্কার, কিছু থাকা অহঙ্কার।

অবশ্য অহঙ্কারকে জয় করার জন্যে নমনীয়তা অর্জন করতে হবে এমন নয়, বিনয় তো নয়ই, সেটা, বরং, অতিরিক্ত অহঙ্কার। বিষাদময় ধ্যান থেকে নিজেকে

ছাড়িয়ে এনে রাজা অনুতাপ এবং পাপ স্খলনের স্যাকক্লথ গায়ে চাপালেন না বরং ফুটম্যান, সেক্রেটারি এবং ফ্রায়ারদের ডেকে পাঠালেন, টেট্রো ডা কমেডিয়ার গায়কটি পরে আসবে, এবং তাদের কাছে জানতে চাইলেন, কথাটা সত্যি কিনা, সবসময় যা তাঁকে বিশ্বাস করানো হয়ে আসছে, যে ব্যাসিলিকাকে কোনও রোববারে উৎসর্গ করতে হবে এবং ওরা তাঁকে নিশ্চিত করল যে পবিত্র শাস্ত্র অনুযায়ী তাই, তো রাজা ওদের খোঁজ নিয়ে দেখতে বললেন কোন্ বছরে তাঁর জন্মদিন বাইশে অক্টোবর, রোববারে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডার উল্টেপাল্টে দেখে সেক্রেটারিরা নিশ্চিত করল যে, এখন হতে বিশ বছর পর, সতের শো তিরিশ সালে এমন একটা কাকতালীয় ব্যাপার ঘটবে, তাহলে ঐ দিনই মাফরার ব্যাসিলিকা উৎসর্গীকৃত হবে, এটাই আমার ইচ্ছা, নির্দেশ, এবং হুকুম, এবং ওরা যখন কথাগুলো শুনল, ফুটম্যানরা তাদের সার্বভৌম রাজার হাতে চুমু খেল, আপনারা আমাকে বলবেন কোনটা বেশি অসাধারণ ব্যাপার, পৃথিবীর রাজা হওয়া নাকি এইসব মানুষ।

হোয়াও ফ্রেডেরিকো লুডোভিস এবং ডক্টর লিনড্রো ডি মিলোকে যখন মাফরা থেকে জরুরি তলব করা হল, রাজার আবেগকে বিষণ্ন করে তুললেন তাঁরা, প্রথমজনকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল এবং দ্বিতীয়জন তাঁকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিল, সম্প্রতি যেখান থেকে এসেছে সেখানকার তরতাজা স্মৃতি থেকে রাজাকে ওরা সতর্ক করে দিলেন যে মাফরার কাজের ধীরগতি এমন আশাবাদকে যৌক্তিকতা দেয় না, কনভেন্টের বর্ধিত অংশের দেয়াল খুব ধীরে ধীরে উঠছে, এবং চার্চ, ওটার জটিল পাথুরে কাঠামো এবং জটিল নকশার কারণে, তাড়াহুড়ো করে বানানো যাবে না, কোনও জাতিকে যেসব বিভিন্ন শক্তি গঠন করে সেগুলোর মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের এবং সমন্বয়ের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে ইয়োর ম্যাজেস্টি যেমন যে কারও চেয়ে বেশি জানেন। চোখ রাঙালেন ডোম হোয়াও পঞ্চম, কারণ এই উপস্থিত তোষামোদ তাঁকে কোনও সান্ত্বনা যোগাতে পারল না, ভীতিকর ধমকের সুরে জবাব দেয়ার প্রলোভন দমন করলেন তিনি, এবং তার বদলে তাঁর সেক্রেটারিদের তলব করলেন, তাদের নির্দেশ দিলেন এটা নিশ্চিত করার জন্যে যে সতের শো তিরিশ সালের পর আবার কবে তাঁর জন্মদিন রোববারে পড়বে, যা অবশ্যই বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। অঙ্ক নিয়ে সংগ্রাম করল ওরা এবং কিছুটা অনিশ্চয়তার সঙ্গে জবাব দিল যে কাকতালীয় ব্যাপারটা ঘটবে আরও দশ বছর পর, সতের শো চল্লিশে।

রাজাসহ, লুডোভিস, লিনড্রো, সেক্রেটারি এবং ওই সপ্তাহের নোবেলস্ ইন অ্যাটেনড্যান্স আট থেকে দশজন মানুষ উপস্থিত ছিল ওখানে, এমনভাবে ওরা সবাই মাথা দোলাল যেন স্বয়ং হ্যালি এইমাত্র ধূমকেতুর ফ্রিকোয়েন্সি বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানুষ যেসব জিনিস আবিষ্কারের সামর্থ রাখে। ডোম হোয়াও পঞ্চম অবশ্য সহসা এক গম্ভীর ভাবনায় আক্রান্ত হলেন, আঙুলের কড়া গুণে মনে মনে একটা হিসাব করার সময় অভিব্যক্তিতে তার ছাপ পড়ল, সতের শো চল্লিশ সালে আমার বয়স হবে একান্ন বছর, এবং দুঃখের সঙ্গে যোগ করলেন, যদি তখনও বেঁচে থাকি।

কয়েকটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্যে, আরও একবার মাউন্ট অভ অলিভসে আরোহণ করলেন রাজা এবং সেখানে নিজের মৃত্যু-ভয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ হলেন, যা কিছু তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে সেকথা ভেবে আতঙ্কিত হলেন, এবং তরুণী রানীকে নিয়ে, অচিরেই স্পেন থেকে আসবে যে, তাঁর যে ছেলেটি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে তার প্রতি ঈর্ষা বোধ করলেন, ওরা দুজনে মিলে মাফরার উদ্বোধন এবং উৎসর্গীকরণ দেখবে, এবং তিনি সাও ভিসেন্টে ডি ফোরায় ক্ষুদে ইনফ্যান্টে ডোম পেড্রোর পাশে কবরে পচবেন, শিশু বয়সেই মায়ের দুধ না পেয়ে মারা গিয়েছিল যে। উপস্থিত জন লক্ষ্য করতে লাগল রাজাকে, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে লুডোভিস, লিনড্রো ডি মিলো সময়ের অনড় আইনের প্রতি ঘৃণা মেশানো ক্রোধ নিয়ে, যা কিনা এমনকি রাজার সার্বভৌমত্বেরও তোয়াক্কা করে না, সেক্রেটারিরা ভাবছে ওরা লিপইয়ার ঠিকমত হিসাব করেছে কিনা, ফুটম্যানরা ভাবছে ওদের নিজেদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে। সবাই অপেক্ষা করল। তারপর ডোম হোয়াও পঞ্চম ঘোষণা দিলেন, সতের শো তিরিশ সালের বাইশে অক্টোবর মাফরার ব্যাসিলিকার উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠিত হবে, দালানটা শেষ হোক বা না হোক, রোদ হোক কি বৃষ্টি হোক, বান বা হট্টগোল।

আপনারা যদি আবেগপ্রসূত অভিব্যক্তিগুলো মুছে দেন, তাহলে লক্ষ্য করবেন যে এই কথাগুলো আগেও ব্যবহার করা হয়েছে, এটাকে উত্তরপুরুষের জন্যে উচ্চারিত ঘোষণাগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু মনে হবে না, সেই সুপরিরিচত বাক্যের মত, পিতা, আপনার হাতে আমি আমার আত্মা তুলে দিচ্ছি, আপনি গ্রহণ করুন, যেটা আসলে প্রমাণ করে যে ঈশ্বর আসলে একহাত বিশিষ্ট নন, এবং পাছে বার্টোলোমিউ লরেনসো বালতাসার সেটে-সয়েসকে বেপথু করার সময় সামান্য অপবিত্রতার অপরাধ করেছেন, যেখানে কেবল সরাসরি গড দ্য সানকে জিজ্ঞেস করলেই হত, গড দ্য ফাদারের কয়টি হাত জানা থাকার কথা তাঁর, কিন্তু এইমাত্র হোয়াও পঞ্চম যা বলেছেন তার সঙ্গে আমাদের যোগ করা প্রয়োজন যে তাঁর প্রজাদের হাতের সংখ্যা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি এবং সেগুলোকে কী কাজে লাগানো যেতে পারে, কেননা রাজা বলে চললেন, আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিচ্ছি যে রাজ্যের সকল ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দিতে হবে যার যার এলাকায় যত দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় জড়ো করে মাফরায় পাঠিয়ে দেয়ার কথা, সে তারা কাঠমিস্ত্রি, ব্রিকলেয়ার কিংবা গতরখাটা শ্রমিক যাই হোক না কেন, এমনকি তাদের কাজের জায়গা থেকে বল প্রয়োগে সরাতে হলেও, এবং কোনও অজুহাতেই রেহাই দেয়া যাবে না ওদের, পারিবারিক কারণ বা অন্য কোনও রকম অঙ্গীকার বা দায়দায়িত্বের কারণে, কেননা এরকম ব্যতিক্রম করা চলবে না, কারণ কিছুই রাজকীয় ইচ্ছার উর্ধ্বে নয়, এবং রাজার কাছে আবেদন জানান হবে নিষ্ফল, কারণ স্বর্গীয় ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্যেই এই বিধিগুলো জারি করা হয়েছে, আমি কথা বলেছি। গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল লুডোভিস, যেন এইমাত্র কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করেছে,

ঝটপট নোট লিখে নিল সেক্রেটারিরা, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুচকি হাসল ফুটম্যানরা, ইনি প্রকৃতই রাজা, ডক্টর লিনড্রো ডি মিলো সবশেষ ডিক্রি হতে নিরাপদ কারণ তাঁর এলাকায় কনভেন্ট নির্মাণ কাজে প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত হয়ে যায় নি এমন দক্ষ শ্রমিক নেই।

রাজার আদেশসমূহ ঘোষণা করা হল এবং লোকজনের আগমন ঘটল। কেউ স্বেচ্ছায় গেল, মোটা আয়ের প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে, কিংবা অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে লালায়িত ছিল ওরা কিংবা কোনও ধরনের মিশনের অনুভূতি কাজ করেছে ওদের মনে, তবে ওদের প্রায় সবাই-ই এসেছে চাপে পড়ে। পাবলিক স্কয়্যারে ডিক্রি সেঁটে দেয়া হল, এবং স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা যেহেতু কম, স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট হেঞ্চম্যানদের সঙ্গে নিয়ে এ-রাস্তা হতে ও-রস্তায় ঘুরে বেড়ালেন, ঘরবাড়ি আর ব্যক্তিগত বসতবাড়িতে জোর করে প্রবেশ করলেন এবং আশপাশের পল্লী অঞ্চলে হানা দিলেন অবাধ্যদের খোঁজে, দিনের শেষ নাগাদ, দশ, বিশ, তিরিশ জনকে রাউন্ডআপ করলেন তিনি, এবং যখন ওরা জেলারদের সংখ্যা ছাঁপিয়ে গেল, নানান উপায় অবলম্বন করে, দড়ি দিয়ে বাঁধল ওদের, কখনও কখনও একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোমর বেঁধে দেয়া হল, কখনও চট করে বানানো হল্টার দিয়ে, আবার কখনও কখনও গ্যালি-স্লেভ বা সার্ফদের মত গোড়ালিতে শিকল বেঁধে বেড়ি পরান হল। মোটামুটি একই দৃশ্য দেখা যেতে লাগল সবখানে। হিজ ম্যাজেস্টির নির্দেশক্রমে, মাফরার কনভেন্ট নির্মাণে সাহায্য করবে তুমি, এবং ম্যাজিস্ট্রেট যদি বিশেষ ধর্মান্ধ হয়ে থাকে, বন্দী যুবা নাকি জীবনের শেষ পর্যায়ে, নাকি স্রেফ তরুণ তাতে কিছু যায় আসে না। লোকেরা যেতে অস্বীকার জানিয়ে পালাতে চাইবে, সটকে পড়ার হুমকি দেবে, তারপর অজুহাত দেখাবে ওরা, একজনের স্ত্রীর যেকোনও দিন বাচ্চা হতে যাচ্ছে, আরেকজনকে বুড়ো মায়ের দেখাশোনা করতে হয়, কিংবা অসংখ্য ছেলেপুলের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হয়, একটা দেয়ালের কাজ শেষ করতে হবে, একটা চেস্ট মেরামত করতে হবে, জমিতে হাল দিতে হবে, কিন্তু ওরা অজুহাত দেখানো শুরু করলেও শেষ করার সুযোগ দেয়া হয় না, ওরা বাধা দেয়ার কোনও ইঙ্গিত দিলেই হেঞ্চম্যান হামলে পড়বে ওদের ওপর, এবং বহু লোকই রক্তে মাখামাখি হয়ে রওনা হল।

মহিলারা ওদের পেছন পেছন কাঁদতে কাঁদতে দৌড়েছে, এবং বাচ্চাদের চিৎকার আরও বাড়িয়ে তুলেছে শোরগোল, যে কেউ হয়ত ভাবতে পারত যে ম্যাজিস্ট্রেটগণ বুঝি সেনাবাহিনীর জন্যে বা ভারতে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে জোর করে লোক রিক্রুট করছে। সেলোরিকা ডা রেইরা, টোমার, লেইরিয়া, ভিলা পাউসা, ভিলা মুইটা, বা কেবল অধিবাসীদের কাছেই পরিচিত কোনও শহরের স্কয়্যারে, যেগুলো প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলে কিংবা উপকূল বরাবর অবস্থিত, পিলোরিজের আশপাশে, স্যান্টারেম এবং রেহা, ফারো আর পর্টিমাও, পোর্টালেগ্রি আর সেটুবালে, ইভোরা আর মন্টেমর, পাহাড় এবং সমতল এলাকায়, ভিসেউ এবং গার্ডরা, ব্র্যাগানসা আর

ভিলা রিয়েল, মিরান্দা, শেভস্ আর আমারান্টে, ভিয়ানাস আর পোভোয়াস, এবং অন্য সমস্ত জায়গায় যেখানে যেখানে হিজ ম্যাজেস্টির এখতিয়ার প্রসারিত, জড়ো করা লোকজনকে ভেড়ার মত বাঁধা হয়েছে, দড়িগুলো ততটুকু ঢিলে রাখা হয়েছে যাতে ওরা একজনের ওপর আরেকজন হুমড়ি খেয়ে না পড়ে, এবং ওদের স্ত্রী আর বাচ্চারা চেয়ে থাকল আর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানাতে লাগল, কিংবা কিছু-ডিম বা মুরগী হেঞ্চম্যানদের ঘুষ দেয়ার চেষ্টা চালাল, করুণ প্রয়াস যা নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হল, কারণ পর্তুগালের রাজা তাঁর প্রাপ্য যেকোনও সম্মান সোনা, এমারেল্ড, হীরা, মরিচ, দারুচিনি, আইভরি, তামাক, চিনি, এবং মূল্যবান কাঠ রূপে পেতে পছন্দ করেন, কাস্টম-হাউসে কান্নাকাটি কোনও ফলই আনতে পারে না। যখন সময় মিলল, হতভাগ্যা মেয়েগুলো তাদের স্বামীদের বাঁচানোর আশায় নতি স্বীকার করল, কিন্তু শেষে দেখতে পেল টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের, এবং হতাশ চোখে তাকিয়ে রইল ওরা এবং ওদের ধর্ষকরা ধোঁকাবাজি নিয়ে মজা করতে লাগল, তোমাদের পাঁচটা প্রজন্ম যেন অভিশপ্ত হয়, আপাদমস্তক কুষ্ঠে পচে যাক তোমাদের, তোমাদের মা, স্ত্রী, আর মেয়েরা যেন বেশ্যা হতে বাধ্য হয়, তোমাদের পাছা দিয়ে শুল বিঁধিয়ে যেন মুখ দিয়ে বের করে আনা হয়, চরম অভিশপ্ত বদমাশ। জড়ো করা লোকজন ইতিমধ্যেই আর্গানিলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে, শহরের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত অস্থির মেয়েরা ওদের সঙ্গে রইল, চলার পথে কাঁদছে, মাথা অনাবৃত, ওহ্, প্রিয় এবং আদরের স্বামী, এবং আরেকজন বিলাপ করছে, হায়, আমার আদরের ছেলে, ক্লান্ত বৃদ্ধ বয়সে আমাকে যে আরাম আর নিরাপত্তা দিয়েছে, বিলাপ চলতেই থাকল যতক্ষণ না কাছের হতভাগ্য প্রাণীগুলোর জন্যে করুণায় আলোড়িত পাহাড়ে ওদের কান্নার প্রতিধ্বনি শোনা গেল, ইতিমধ্যে লোকগুলো বেশ অনেকটা দূরে চলে গেছে, রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে অবশেষে সেখানে অদৃশ্য হয়ে গেল, ওদের চোখ অশ্রুতে পূর্ণ, ওদের মধ্যে যারা বেশি আবেগপ্রবণ তাদের বেলায় অশ্রুর ফোঁটাগুলো বড় আকারের, এবং তারপর একটা কণ্ঠস্বর বাতাস চিরে দিল, সেই কৃষকের কণ্ঠস্বর এটা যার বয়স অনেক বেশি হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের লোকজন তাকে নিতে অনীহ ছিল, এবং একটা এমব্যাঙ্কমেন্টের উপর উঠে, গ্রামবাসীর জন্যে প্রাকৃতিক পালপিট, চিৎকার করে উঠল সে, হায়, শূন্যগর্ভ উচ্চাশা, অর্থহীন বোকামি, কুখ্যাত রাজা, বিচারহীন জাতি, কিন্তু কথাগুলো উচ্চারণ করতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে হেঞ্চম্যানদের একজন তার মাথায় এক প্রচণ্ড বাড়ি বসিয়ে দিল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার লাশ।

রাজাদের শক্তি। ওই তো সিংহাসনে বসে আছেন তিনি, যখন প্রয়োজন মল ত্যাগ করে বা কোনও নারীর জরায়ুতে বীর্য স্খলনের মাধ্যমে নিজেকে ভার মুক্ত করেন, এবং এখানে-সেখানে, আর ওখানে, রাষ্ট্রের স্বার্থে যদি প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে তাঁর, হুকুম জারি করেন তিনি যে লোকজনকে প্যানাস্যাকর থেকে নিয়ে আসতে হবে, বলিষ্ঠদেহী হোক বা অন্যরকম, মাফরায় আমার এই কনভেন্টটা

নির্মাণ করার জন্যে, নির্মিত হচ্ছে সেই ষোলশো চব্বিশ সাল থেকে ফ্রান্সিস্ক্যান ফ্রায়ারদের আবেদনক্রমে, এবং রানী একজন কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন বলে যে এমনকি পর্তুগালের রানীও হবে না, বরং হবে স্পেনের, বংশগত এবং গোপন ষড়যন্ত্রের কারণে। এদিকে, যারা কখনও রাজাকে চোখে দেখে নি, সৈনিক আর হেঞ্চম্যানদের পাহারায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাজির হয়েছে, শান্ত অবস্থায় থাকলে কিংবা যদি ইতিমধ্যে নিজেদের নিয়তির হাতে সোপর্দ করে থাকে শিকল মুক্ত, নয়ত দড়িতে বাঁধা, যেমন আমরা ব্যাখ্যা করেছি, যদি অবাধ্য হয় এবং স্থায়ীভাবে শেকল পরানো, যদি ওরা স্বেচ্ছায় যাবার ভান করে তারপর পালানোর চেষ্টা করে থাকে এবং যে পালাতে পেরেছে তার অবস্থা সবচেয়ে সঙ্গীন। এক এলাকা হতে আরেক এলাকা হয়ে আগে বাড়ছে ওরা, অল্প কিছু রাজপথ বরাবর, কখনও কখনও রোমানদের বানান রাস্তা দিয়ে, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ ফুটপাথ ধরে, এবং আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা মুশকিল, গা পোড়ানো রোদ, মুষলধারে বৃষ্টি, গা-জমানো ঠাণ্ডা, এবং লিসবনে রাজা আশা করছেন সবাই যার যার কর্তব্য পালন করবে।

সময়ে সময়ে সতীর্থ শিকারের সঙ্গে দেখা হয় ওদের। পর্তুগালের উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা হতে জড়ো করা আরও কিছু লোক পেনেলো এবং পোর্টো ডি মসের প্রোয়েনসা-আ-নোভা থেকে আগত লোকজনের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, ওদের কেউই জানে না ম্যাপের কোথায় এই জায়গাগুলো অবস্থিত, বা খোদ পর্তুগালের আকার সম্পর্কে, ওটা চৌকো, গোল নাকি কোণাচে, এটা পারাপারের জন্যে একটা সেতু নাকি ফাঁসি দেয়ার কাজ ব্যবহৃত দড়ি, ওরা যখন আঘাত করে বা কোনও কোণে গাঢাকা দেয় তখন চিৎকার করে কিনা। দুটো দলই একটা দলে পরিণত হল, এবং যেহেতু বন্দী করার কলাকৌশল পরিশীলতাহীন নয়, কোনও অতীন্দ্রিয় উপায়ে লোকগুলো জোড়া বেঁধে ফেলল, প্রোয়েনসা হতে আসা একজনের সঙ্গে পেনেলার একজন, বিদ্রোহী তৎপরতার বিরুদ্ধে সাবধানতা এবং পর্তুগীজদের পর্তুগাল চেনানোর সুযোগ করে দেবার বাড়তি একটা সুবিধা, তোমাদের এলাকার কথা বল আমাকে, একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে ওরা এবং ওরা যখন এই ধরনের বিনিময়ে ব্যস্ত তখন আর অন্য কিছু চিন্তা করার সময় নেই ওদের। যদি না চলার পথে কেউ একজন মারা যায়। কোনও আকস্মিক আক্রমণের পর মুখে ফেনা উঠে লুটিয়ে পড়তে পারে কেউ, কিংবা হয়ত তার সামনের আর পেছনের জনকেও ঠেলে শুইয়ে দিয়ে স্রেফ হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে, নিজেদের একজন মরা মানুষের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ে ওরা, প্রত্যন্ত কোনও জায়গায় কোনও আগাম সঙ্কেত না দিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে কেউ, লিটারে করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে, তার হাত আর পা কিনারার উপর দিয়ে ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে, স্রেফ আরেকটু সামনে গিয়ে মরবার এবং রাস্তার ধারে তাড়াহুড়ো করে কবর দেয়ার জন্যে, তার মাথার কাছে একটা কাঠের ক্রস পুতে দিয়ে, এবং যদি আরও বেশি

ভাগ্যবান হয় সে, কোনও গ্রামে হয়ত শেষ আচার পেয়ে যেতে পারে সে, লোকজন চারপাশে বসে অপেক্ষায় থাকে প্রিস্টের কথা শেষ হবার, *হোক এস্ট এনিম করপাস মিউম*, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অবসাদে কাহিল হয়ে গেছে এই দেহ, দড়ির বাঁধনে নিপীড়িত হয়েছে এই দেহ, এই দেহটা এমনকি একেবারে সামান্য খাবার হতেও বঞ্চিত হয়েছে। খড়ের গাদায়, কনভেন্টের দরজায় দরজায়, খালি গ্র্যানারিতে এবং যখন ঈশ্বর এবং অন্যান্য বিষয় অনুকূল থাকছে, খোলা আকাশের নিচে রাত কাটছে ওদের, এইভাবে প্রকৃতির স্বাধীনতার সঙ্গে মানুষের বন্দীত্বের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে, এবং আমাদের যদি দাঁড়াবার সময় থাকত, তাহলে এখানে চিন্তার আরও খোরাক পাওয়া যেত। সূর্য ওঠার বেশ আগে, ভোর বেলায়, হয়ত এটাই ভাল, কারণ এটাই সবচেয়ে ঠাণ্ডা সময়, হিজ ম্যাজেস্টির শ্রমিকরা উঠে দাঁড়ায়, ফ্রস্টবাইটের শিকার, ক্ষুধায় কাতর, সৌভাগ্যক্রমে, হেঞ্চম্যানরা ওদের মুক্ত করে দিল, যেহতু আজই ওরা মাফরায় পৌঁছুবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং অধিবাসীরা যদি ব্রাবিল থেকে দাস কিংবা প্যাক হর্সের একটা দলের মত বেড়ি পরানো ট্র্যাম্পদের একটা মিছিল দেখে সবচেয়ে খারাপ ছাপ পড়বে তাহলে। লোকেরা যখন দূরে ব্যাসিলিকার শাদা দেয়ালগুলো দেখতে পেল, জেরুজালেম, জেরুজালেম বলে চিৎকার করে উঠল না ওরা, সুতরাং সেই ফ্রায়ার মিথ্যাচার করছিলেন যিনি বাণী দিয়েছিলেন, যখন পিরো পিনহেইরো থেকে পাথরটা নিয়ে আসা হচ্ছিল, যে ওরা সবাই এক নতুন ক্রুসেডের ক্রুসেডার, কারণ কেমনতর ক্রুসেডার ওরা, যারা বলতে গেলে জানেই না যে কেন ক্রুসেডে লিপ্ত তারা, হেঞ্চম্যানরা থামার নির্দেশ দিল যাতে এই উচ্চতা থেকে লোকগুলো সাইটকে ঘিরে রাখা বিস্তৃত প্যানারোমা দেখতে পায় যেখানে ওরা থিতু হতে যাচ্ছে, ডানদিকে রয়েছে সাগর, যেখানে আমাদের জাহাজ চলাচল করে, ওই জলে পারাপার করার সময় সার্বভৌম এবং অপরাজেয়, এবং একেবারে সামনে, দক্ষিণে দাঁড়িয়ে জুৎসইভাবেই বিখ্যাত সেরররা ডি সিনট্রা, জাতির গর্ব আর বিদেশীদের ঈর্ষার বস্তু, কারণ ঈশ্বর যদি আবার শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে সিনট্রা শ্রদ্ধা জাগানোর মত একটা স্বর্গ হবে, এবং উপত্যকার এই শহরটার নাম মাফরা, পণ্ডিতরা আমাদের বলেছেন সঠিকভাবেই যার নামকরণ করা হয়েছে, কিন্তু একদিন অক্ষরে অক্ষরে পড়ার জন্যে অর্থগুলো পরিবর্তিত হবে, মৃত, অগ্নিদগ্ধ, সলিল সমাধি, ডাকাতির শিকার, অপহৃত, এবং হুকুম তামিলকারী সাধারণ হেঞ্চম্যান তেমন পাঠ দেয়ার মত দুঃসাহসী হবার মত নই আমি, বরং আপন সময়ে একজন বেনেডিক্টাইন অ্যাবট, যখন তিনি এই দানবাকৃতি এডিফিসের উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকবার অজুহাত দেখাবেন, যাহোক, এসো আগেভাগে ঘটনা চিন্তা করা বাদ দিই, কারণ এখনও বহু কাজ বাকি রয়ে গেছে, এ থেকেই বোঝা যায় কেন তোমাদের আপন এলাকা হতে এতদূরে নিয়ে আসা হয়েছে, সামঞ্জস্যতাহীনতার দিকে নজর দিয়ো না, কারণ ঠিক মত কথা বলার কায়দা কেউ শেখায় নি আমাদের, আমরা আমাদের বাবা-মার ভুল থেকে শিক্ষা নিই, এবং

তাছাড়া, আমরা ক্রান্তিকাল অতিক্রমকারী একটা জাতি, এবং তোমাদের জন্যে কী অপেক্ষা করছে দেখা হয়ে গেছে যখন, আগে বাড়, তোমাদের পৌঁছে দিয়েছি আমরা, আরও লোকের খোঁজে যেতে হচ্ছে আমাদের।

এদিক দিয়ে সাইটে যাবার জন্যে লোকজনকে শহর হয়ে এবং ভাইকাউন্টের প্রাসাদের ছায়ার নিচ এবং সেটে-সয়েস যে বাড়িটায় থাকে সেটার চৌকাঠ পেরিয়ে দিয়ে যেতে হল, এবং বর্তমান বংশতালিকা এবং ইতিহাস সত্ত্বেও কারও সম্পর্কেই তেমন কিছু জানে না ওরা, টমাস ডা সিলভা টেলেস, ভাইকন্ডে ডি ভিলা নোভা ডা সারভেইরা, এবং উড়োজাহাজের নির্মাতা, বালতাসার ম্যাটিয়াস, সময়ের পূর্ণতায় আমরা দেখব এই যুদ্ধে কে জেতে। চরম দুর্ভাগ্যের এই মিছিল দেখার জন্যে প্রাসাদের জানালাগুলো খোলা নেই, ওরা যেমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, মাননীয় লেডি শিপ, যথেষ্ট খারাপ। কিন্তু সেটে-সয়েসের বাড়ির সামনের দরজা খোলা, উঁকি দিল ব্লিমুন্দা, পরিচিত দৃশ্য, এই পথে অসংখ্য ডিটাচমেন্ট গেছে, কিন্তু যখনই বাড়ি থাকে, সবসময় ওদের যাওয়া দেখে ব্লিমুন্দা, যেই আসুক তাকে স্বাগত জানানোর এটা একটা কায়দা, এবং সন্ধ্যায় বালতাসার ফিরে আসার পর ওকে বলল, আজ এক শো জনেরও বেশি লোক গেছে এদিক দিয়ে, ঠিকমত গুনতে শেখে নি এমন একজনের অস্পষ্টতা ক্ষমা করুন, সংখ্যাটা যত বড় বা ছোট হোক না কেন, ঠিক যেমন নিজের বয়সের কথা বলে ও, তিরিশ বছর পার করেছি আমি, এবং বালতাসার পাল্টা জবাব দেয়, ওরা আমাকে বলেছে পাঁচশো লোক এসেছে শহরে, এত, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে ব্লিমুন্দা, এবং বালতাসার বা ব্লিমুন্দা কেউই জানে না ঠিক কতজনে পাঁচশো জন হয়, দুনিয়ায় সংখ্যার মত এমন অস্পষ্ট জিনিস যে আর নেই সেটা না হয় নাই বলা হল, ঠিক পাঁচশো ইঁটের মত করেই পাঁচশো মানুষের কথা বলে লোকে, এবং ইঁট আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পাঁচশো এবং পাঁচশোর মধ্যে যে পার্থক্য আছে বলে বিশ্বাস করে কেউ, এবং প্রথমবার যে আমার কথার মানে ধরতে পারেন নি দ্বিতীয়বার ব্যাখ্যা পাবার অধিকার নেই তাঁর।

আজ যারা মাফরায় পৌঁছেছে একসঙ্গে জড়ো হয়ে যেখানে সম্ভব ঘুমানোর জন্যে স্থির হল, আগামীকাল বাছাই করা হবে ওদের। ঠিক ইঁটের মত। যদি ইঁটের কোনও লোড ঠিক নয় বলে স্থির হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাদ দিয়ে দেয়া হয়, এবং ইঁটগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে লাগানো হবে, কেউ একজন ইঁটগুলো ব্যবহার করবে, কিন্তু যখন ওরা মানুষ, কোনওরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই তাদের বাতিল করে দেয়া হয়, আমাদের কাছে কোনও দরকার নেই তোমার, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও, এবং অচেনা পথে বিদায় হয়ে যায় ওরা, হারিয়ে যায় পথে, ভিখেরিতে পরিণত হয়, কখনও কখনও চুরি করে বা খুন ওরা, কখনও কখনও সত্যিই বাড়ি পৌঁছায় ওরা।

তারপরেও এখনও প্রতিযোগী পরিবারের দেখা পাওয়া যায়। স্পেনের রাজ পরিবার তাদের একটি। পর্তুগালেরটি আরেকটা। একটার সন্তানকে বিয়ে করে আরেকটার সন্তান, স্প্যানিশ রাজবংশ হতে এসেছে মারিয়ানা ভিটোরিয়া, পর্তুগালের পরিবার হতে মারিয়া বারবারা, তাদের বর যথাক্রমে পর্তুগালের হোসে এবং স্পেনের ফার্নান্ডো, বলা যেতে পারে। এই জুটিগুলো সযত্ন পরিকল্পনার ফল এবং সতের শো পঁচিশ সাল থেকেই আলাপ আলোচনা চলে আসছিল। অগুণতি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে, অ্যামব্যাসেডরদের বারবার যাওয়া-আসা ঘটেছে, প্রচুর দর কষাকষি হয়েছে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজদূতদের বহু যাতায়াত হয়েছে, বিয়ের চুক্তির নানান ধারা নিয়ে হয়েছে অনেক বাকবিতণ্ডা, ওদের যার যার সুবিধা, এবং রাজকুমারীদের যৌতুকের ব্যাপারে, কারণ এইসব রাজকীয় বিয়ে হালকাভাবে এবং হুট করে কসাইয়ের দোকানে অনুষ্ঠান করা যায় না কোনও অসদ সম্পর্কের কথা বোঝাতে গিয়ে নিচু শ্রেণীর লোকেরা যেমন বলে থাকে, প্রায় পাঁচ বছরের দীর্ঘ আলোচনার পরে কেবল এখন রাজকুমারীদের আনুষ্ঠানিক বিনিময়ের ব্যাপারে একটা রফায় পৌঁছানো গেছে, আপনার জন্যে একজন এবং আমার জন্যে একজন।

মাত্র সতেরয় পরেছে মারিয়া বারবারা, পূর্ণ চাঁদের মত গোল ওর চেহারা, বসন্তের দাগে ভর্তি, আগেই যেমনটা উল্লেখ করেছি আমরা, তবে ওর স্বভাব মিষ্টি এবং রাজকুমারীর কাছ থেকে যেমনটা আশা করা যায়, সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ আগ্রহী, মায়েসত্রো ডোমিনিকো স্কারলেত্তির কাছে পাওয়া তালিম ফল দিয়েছে, এবং অচিরেই ওর সঙ্গে মাদ্রিদে যাবেন তিনি, যেখান থেকে আর ফিরে আসবেন না। ওর অপেক্ষায় থাকা বর বয়সে দুবছরের ছোট, উল্লেখিত ফার্নান্ডো, এই নাম বহনকারী স্প্যানিশ রাজবংশের ষষ্ঠ উত্তরাধিকারী হবে সে, কিন্তু নামমাত্র রাজা থাকবে সে, একটা প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা নাক গলাচ্ছি এমন অভিযোগ যাতে না ওঠে সেজন্যে বলে রাখছি কথাটা। যে দেশ থেকে পর্তুগালের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর, মারিয়ানা ভিটোরিয়া আসবে, এগার বছরের একটা মেয়ে, কমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও এরই মধ্যে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে তাকে, এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুইকে বিয়ে করার কথা ছিল তার, শেষ মুহূর্তে তাকে প্রত্যাখ্যান করে সে, শব্দটাকে বাড়াবাড়ি এবং কূটনীতিতে দুর্বলতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা আর কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব যখন চার বছরের একটা বাচ্চাকে উল্লেখিত বিয়ের প্রস্তুতির জন্যে ফ্রেঞ্চ দরবারে থাকতে

পাঠানো হয়েছিল, স্রেফ দুবছর পরেই আবার ফিরে আসার জন্যে, কারণ ওর বাগদত্ত হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সিংহাসনের একজন উত্তরাধিকারী চায় সে, কিংবা তাকে যারাই পরামর্শ দিয়ে থাকুক তাদের স্বার্থ হাসিল হয়েছিল, এমন একটা দাবী যেটা শারীরিকভাবে আগামী আট বছরেও পূরণ করা সম্ভব নয়। তো ছোট্ট বেচারি, নাজুক এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের বাবা-মা, রাজা ফেলিপে আর রানি ইসাবেলকে, দেখতে যাবার ঠুনকো অজুহাতে স্পেনে ফেরত পাঠানো হয়। এবং এখানে মাদ্রিদেই রয়ে যায় ও, এমন একজন বরের অপেক্ষায় যে উত্তরাধিকারী লাভের ক্ষেত্রে তেমন তাড়াহুড়ো করবে না, হয়ত এমনকি আমাদের ইনফ্যান্টে হোসে, অচিরেই পনের বছর হতে যাচ্ছে যার। মারিয়ানা ভিটোরি যেসব বিষয়ে আনন্দ পায় সেগুলো নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই, পুতুল খুবই পছন্দ করে ও, এবং মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, এটা অবাক হবার মত কিছু নয়, যেহেতু এখনও ছোট্টটি ও, ইতিমধ্যে শিকারের প্রতি বেশ ভালরকম ঝোঁক দেখ গেছে ওর মাঝে, এবং বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত এবং সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে ও। সবকিছু বলা এবং করা হয়ে গেলে, ওরা আছে যারা অল্প কিছু সাফল্য নিয়ে শাসন করে।

বিয়ের কাহিনীতে প্রায়ই দেখা যায় কিছু কিছু লোককে বহিরাগত হিসাবে দেখা হয়, সুতরাং, যেকোনও রকম হতাশা এড়ানোর জন্যে, কখনও দাওয়াত ছাড়া কোনও বিয়ে বা ব্যাপ্টিজম অনুষ্ঠানে যাবেন না। নিশ্চিতভাবেই দাওয়াত পায় নি এমন একজন হচ্ছে হোয়াও এলভাস, ব্লিমুন্দার সঙ্গে দেখা হবার আগে লিসবনে কাটানো বছরগুলোয় সেটে-সয়েসের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল তার, পরে সেটে-সয়েস ওর সঙ্গে থাকতে চলে আসে, হোয়াও এলভাস কনভেন্ট অভ হোপের খুব কাছে যে কুঁড়েটায় অন্য ট্র্যাম্প আর ভ্যাগাবন্ডদের সঙ্গে রাত কাটাত সেখানে আশ্রয় দিয়েছিল, নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন আপনি। এমনকি তখনও বেশ বয়স হয়েছিল হোয়াও এলভাসের, এবং এখন ওর বয়স ষাটের কোঠায়, ক্লান্ত এবং জন্মভূমির জন্যে নস্টালজিয়ায় পরিপূর্ণ, যেখান হতে নামটা নিয়েছিল সে, বিশেষ কিছু আকাঙ্ক্ষা প্রবীণদের দখল করে নেয়, এবং অন্যান্য ব্যাপারে কোনও আগ্রহই থাকে না। যাত্রা শুরু করবে কি করবে না দ্বিধায় ভুগল সে, দুর্বল পায়ের কারণে নয়, ওর মত বয়সের কারও পক্ষে এখনও বেশ শক্তিশালী ওগুলো, বরং আলেনটেজোর সুবিশাল বিরান প্রান্তরের কারণে, কোনও না কোনও অশুভের মুখোমুখি হওয়া থেকে নিস্তার নেই কারও, পেগোজের পাইন বনে বালতাসার সেটে-সয়েসের সেই অভিজ্ঞতার মত, যদিও সেই সময় অশুভের মোকাবিলাকারী বালতাসারের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল ছিনতাইকারী, এবং তার লাশটা ওখানেই শকুন আর দলছুট কুকুরের খাবারে পরিণত হয়োর জন্যে পড়ে থাকত যদি না তাকে কবর দেয়ার জন্যে তার সঙ্গীরা আবার ফিরে আসত। কারণ মানুষ কখনওই বলতে পারে না তার জন্যে কোন নিয়তি অপেক্ষা করে আছে, কোন অশুভ বা ভাল জিনিস বর্তাতে পারে তার ঘাড়ে। হোয়াও এলভাস যখন সৈনিক ছিল তখন, কিংবা এমনকি এখনও যখন নিরীহ

ভ্যাগাবন্ডে পরিণত হয়েছে, কে বলতে পারত যে এমন একদিন আসবে যখন এক রাজকুমারীকে পৌঁছে দিয়ে আরেকজনকে নিয়ে আসবার উদ্দেশ্যে পর্তুগালের রাজার কাইয়া নদী দিয়ে যাত্রায় সঙ্গী হবে, বিশ্বাস করতে যেত কে। কেউ কখনও বলে নি ওকে, কেউ কখনও এমন কিছু চিন্তা করে নি, কেবল নিয়তিরই জানা ছিল যে এমনটা ঘটবে, নিয়তির সুতো বেছে নিয়ে বুনন শুরু করার সময়, উভয় দরবারের এবং কূটনৈতিক আর রাজবংশীয় ষড়যন্ত্র আর পোড়খাওয়া সৈনিকের জন্যে এক ধরনের প্রলম্বিত নস্টালজিয়া আর নিঃসঙ্গতা, যদি কখনও আমরা ওই সুতোর বুনন খুলতে পারি, অবশেষে আমরা অস্তিত্বের রহস্য উদ্ভাবন করব আর পরম জ্ঞান লাভ করব, যদি তেমন কিছুর অস্তিত্ব থাকে।

বলা বাহুল্য, কোচ বা ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়ায় না হোয়াও এলভাস। আমরা আগেই ওর শক্তিশালী পাজোড়ার উল্লেখ করেছি, এবং সেগুলোর সদ্ব্যবহার করেছে সে। কিন্তু, মিছিলের আরও সামনে বা পেছনেই হোক, ডোম হোয়াও পঞ্চম তাকে সঙ্গ দিয়ে যাবেন, রানী আর ইনফ্যান্টেস, রাজকুমার আর রাজকুমারীরা এবং যাত্রারত সব ক্ষমতাবান অভিজাতজনেরা যেমন। শক্তিমান এই লর্ডদের মাথায় কখনওই এ চিন্তা আসবে না যে একজন ভ্যাগাবন্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ওরা, এবং তাদের চরম কর্তৃত্ব তার জীবন আর জাগতিক সম্পদ রক্ষা করছে, অচিরেই যেগুলো ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা যেন হুট করে না হয়, বিশেষ করে তার জীবন, হোয়াও এলভাসের প্রত্যাশা এটা, মূল মিছিলের খুব বেশি কাছে যাবার ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছে সে, কারণ সবাই জানে যে সৈন্যরা, ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন, কত তাড়াতাড়ি আক্রমণ করতে পারে এবং কেমন পরিণতি নিয়ে, যদি তাদের মনে সন্দেহ জাগে যে তাদের মহামূল্যবান রাজপুরুষের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে।

খুবই সকর্তকার সঙ্গে লিসবন ত্যাগ করল হোয়াও এলভাস এবং সতের শো উনিশ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে আলডেগালেগার উদ্দেশে রওনা হল এবং ওখানে অপেক্ষা করল ও যাত্রায় ব্যবহার করা হবে এমন সব কোচ আর ঘোড়া নামতে দেখল। কী ঘটছে জানতে উদগ্রীব, খোঁজ খবর নিতে শুরু করল ও, এটা কী, ওটা কোত্থেকে এসেছে, কে বানিয়েছে, কে ব্যবহার করবে, নির্বোধ জিজ্ঞাসা মনে হতে পারে এগুলোকে, কিন্তু একজন নাজুক প্রবীণের মোকাবিলা করতে গিয়ে, যত নোংরা আর অগোছালই দেখাক, যেকোনও স্ট্যাবল-হ্যান্ড একটা না একটা জবাব দিতে বাধ্য হল, যার ফলে এলভাস খোদ হেড স্টুয়ার্ডকে প্রশ্ন করার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে উৎসাহিত হয়ে উঠল, সেটা পাবার জন্যে কেবল ধার্মিকের একটা ভাব ধরলেই চলে তার, কেননা প্রার্থনার ব্যাপারে সামান্যই জানলেও, ঠকানোর কায়দা কানুন ঢের বেশি জানা আছে ওর। এমনকি যখন তার প্রশ্নগুলো কিছুটা ধমক, গালি, কিংবা কান মোচড়ানোর মাধ্যমে দেয়া হয় সেটাই তাকে অনুমান করার সুযোগ করে দেয় যে কোনও তথ্য চেপে যাওয়া হয়েছে, কারণ একদিন যেসব ভুলের ওপর ইতিহাস ছড়িয়ে আছে সেগুলো শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা

হবে। এবং সুতরাং ডোম হোয়াও পঞ্চম আটই জানুয়ারি তাঁর মহান যাত্রা শুরু করার জন্যে নদী পার হলেন, আলডেডগালেগায় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে কোচ, বারুচ, চেইজ, ওয়্যাগন, ট্রেইলার আর লিটারসহ দুশোরও বেশি ক্যারিজ, কোনওটা আনা হয়েছিল প্যারিস হতে, এবং অন্যগুলো যাত্রার জন্যে বিশেষভাবে বানানো হয়েছে লিসবনে, টাটকা গিলডিং আর নতুন করে লাগানো ভেলভেট অপহোলস্টারঅলা রয়্যাল কোচ, ওগুলোর ট্যাসেল আর হাতে রঙ করা ড্রেপের কথা না হয় বাদই থাকল। হাউজহোল্ড ক্যাভালরির রয়েছে প্রায় দুশো ঘোড়া, রাজকীয় মিছিলের সঙ্গে থাকা অশ্বারোহী সৈনিকদের হিসাবে না এনেই। আলডেগালেগা, আলেনটেজোমুখী ট্রাফিকের কৌশলগত অবস্থানের কারণে আয়ুষ্কালে বহু অভিযান প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু এমন মাত্রার কখনও নয়, ডোমেস্টিক স্টাফদের ছোট রোস্টারটা হিসাবে আনলেই চলবে যে কারও, দুশো বিশজন রাঁধুনী, দুশো হালবারডিয়ার, সত্তরজন পোর্টার, রূপোর দেখাশোনা করার জন্যে একশো তিনজন ভ্যালে, ঘোড়ার দেখভালের জন্যে হাজারেরও বেশি লোক এবং সব রকম রঙের ভৃত্য এবং নোংরা দাস। লোকে গিজগিজ করছে আলডেগালেগা, এবং নোবল আর অন্য গণ্যমান্যরা আগেই এলভাস এবং কাইয়া নদী অভিমুখে চলে না গেলে আরও অনেক বেশি ভিড় হত, অন্য কোনও সমাধানও ছিল না, কেননা ওরা যদি একই সময়ে রওনা দিত, রাজকুমার আমন্ত্রিত অতিথিদের শেষজনটি ভেন্ডাস নোভাসে প্রবেশ করার আগেই বিয়ে সেরে ফেলত।

নিজেই ব্রিগেইন্টাইনে রওনা হয়ে গেছেন রাজা, তার আগে প্রথমে আওয়ার লেডি, মাদার অভ গড-এর মন্দিরে পুজো সারলেন, এবং তিনি প্রিন্স ডোম হোসে এবং ইনফ্যান্টে ডোম অ্যান্টোনিয়ো এবং তাদের যার যার অ্যাটেনড্যান্ট, যেমন ডিউক অভ ক্যাডাভাল, দ্য মারকিস অভ মারিয়ালভা এবং মারকিস অভ আলে ব্রিগ্রটসহ নেমে এলো, যারা অভিজাতজনদের অন্য সদস্যদের পাশাপাশি ইনফ্যান্টের তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করল, ওদের এমন একটা ভূমিকা রাখতে হওয়ায় বিস্মিত হবার প্রয়োজন নেই কোনও, কারণ, রাজ পরিবারের সেবা করাটা বারবারই একটা সম্মানের ব্যাপার। ডোম হোয়াও পঞ্চম, সমগ্র পর্তুগালের সার্বভৌম অধিপতি, যাবার সময় রাজা দীর্ঘজীবী হোন বলে চেঁচিয়ে ওঠা জনতার মধ্যে ছিল হোয়াও এলভাস, এবং ওরা যদি চিৎকার করে একথা নাও বলে থাকে, শুনতে সেরকমই মনে হয়েছে, কারণ প্রশংসা আর বিদ্রূপের মাঝে তফাৎটা সবসময়ই ধরা যায়, চেঁচিয়ে অসম্মানজনক কথা বলে অসন্তোষ প্রকাশ করার সাহস হবে কার, রাজার প্রতি কেউ অসম্মান দেখাতে পারে, এটা অচিন্তনীয়, এমনকি তিনি যদি পর্তুগালের রাজা নাও হন। ক্লার্ক অভ কাউন্সিলের অ্যাপার্টমেন্টে উঠলেন ডোম হোয়াও পঞ্চম, মিছিলের সঙ্গে ভিখেরি এবং ট্র্যাম্পদের এক বিশাল মিছিল দেখে প্রথমবারের মত হতাশার মুখোমুখি হল হোয়াও এলভাস, ছিটেফোঁটা খাবার আর ভিক্ষার জন্যে উৎকণ্ঠ হয়ে আছে ও। ওরা যেখানে খাবার মত কিছু পাবে, সেও

একটা কিছু পাবে, কিন্তু ওদের যাত্রার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ওরটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে, এখনও অন্ধকার, ভেন্ডাস নোভাসের উদ্দেশে রওনা হলেন রাজা, কিন্তু হোয়াও এলভাস তাঁর আগেই বেরিয়ে পড়েছিল, কারণ আউটরাইডার এবং কোচম্যানদের চিৎকারের মধ্যে মাস্টার অভ সেরেমনি-দের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যারিজের অবস্থান নেয়ার সময় বিদায়ের গোলযোগপূর্ণ প্রস্তুতি না দেখে, সম্পূর্ণ গোছানো অবস্থায় মিছিলটাকে অতিক্রম করা দেখতে বদ্ধপরিকর সে, উচ্চকণ্ঠ আচরণের জন্যে কুখ্যাত ওরা। হোয়াও এলভাসের জানা নেই যে এখনও চার্চ অভ আওয়ার লেডি অভ আটালাইয়ার হলি ম্যাসে যোগদান বাকি রয়েছে রাজার, তো যখন সকাল হল মিছিলের কোনও লক্ষণই দেখা গেল না, চলার গতি শ্লথ করল ও এবং অবশেষে থেমে গেল, কোথায় থাকতে পারে ওরা, একসারি অ্যালো গাছের আড়ালে সকালের হাওয়া থেকে দূরে একটা ডিচের পাশে বসে আপনমনে ভাবল ও। আকাশ মেঘে ঢেকে আছে, বৃষ্টির প্রতিশ্রুতি বহন করছে ওগুলো, ঠাণ্ডা হুল ফোটাচ্ছে। ক্লোকটা শক্ত করে জড়িয়ে নিল হোয়াও এলভাস, টুপির ব্রিম টেনে চোখের ওপর নামিয়ে আনল, এবং অপেক্ষা করার জন্যে প্রস্তুত হল। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল ও, হয়ত তারচেয়েও বেশি, কিন্তু কাউকেই পাশ কাটিয়ে যেতে দেখল না, আজকের দিনটা উৎসবের এমনটা মনে হবার মত কোনও লক্ষণও নেই।

কিন্তু উৎসবটা এগিয়ে আসছে। এরই মধ্যে দূরে ট্রাম্পেটের প্রচণ্ড আওয়াজ এবং কেটলড্রামের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে, ওই সামরিক আওয়াজ বুড়ো মানুষটার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিয়ে দিল, বিস্মৃত আবেগগুলো জেগে উঠল আচমকা, এটা ঠিক কামনার স্মৃতি ছাড়া কিছুই না থাকা অবস্থায় সামনে দিয়ে কোনও মেয়েকে চলে যেতে দেখার মত, হাসির আকস্মিক শব্দের মত তুচ্ছ বিষয়, তার স্কার্টের দুলুনি, কিংবা চুল গোছানোর ভুতুড়ে ভঙ্গি কারও হৃদয় নাচিয়ে দিতে যথেষ্ট, আমাকে গ্রহণ করো, আমাকে নিয়ে তোমার যা ইচ্ছা করো, আমাকে নিয়ে তোমার যা ইচ্ছা কর, ঠিক কাউকে যেন যুদ্ধে আহ্বান করা হচ্ছে। এবং সামনে দিয়ে যাবার সময় বিজয় মিছিল দেখ। ঘোড়া, মানুষ আর কোচগুলো ছাড়া আর কিছু দেখে না হোয়াও এলভাস, কারা অংশ নিচ্ছে কোনও ধারণা নেই ওর, এবং কেই-বা স্রেফ তাকিয়ে আছে, তবে এটা কল্পনা করতে আমাদের ক্ষতি নেই যে কোনও এক অভিজাতজন তার পাশে এসে বসেছেন, সেইসব দানশীল আত্মাদের একজন, কখনও সখনও যাঁদের দেখা মেলে, এবং অভিজাতজন যেহেতু রাজকীয় আচার এবং প্রটোকল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, আমরা মনোযোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনি, দেখো, হোয়াও এলভাস, লেফটেন্যান্ট এবং ট্রাম্পেটার আর ড্রামার, এইমাত্র চলে গেল যারা, ওদের পেছনে, তোমার সৈনিক জীবনের সময় থেকে জানা আছে, আসছেন সাবঅল্টার্নদের নিয়ে সৈনিকদের থাকার ব্যবস্থা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল, ওই

ছয়জন ঘোড়সওয়ার হচ্ছে রাজকীয় বার্তাবহাক যারা চিঠিপত্র আর হুকুম বহন করে, এখন এগিয়ে যাওয়া বার্লিন ক্যারিজে আছেন রাজা রাজকুমার ও ইনফ্যান্টের কনফেসরগণ, ওই ক্যারিজে কী পরিমাণ পাপের বোঝা বহন করা হচ্ছে কল্পনাও করতে পারবে না তুমি, প্রায়শ্চিত্তের ওজন অসম্ভব রকম কম, তারপর আসছে রয়্যাল ওঅর্ডরোবের দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রুমবাহী ক্যারিজ, এত অবাক হচ্ছ কেন, হিজ ম্যাজেস্টি তোমার মত ফকির নয়, যার গায়ের কাপড়টাই তার একমাত্র পোশাক, গায়ের কাপড় ছাড়া অন্য কোনও পোশাক না থাকাটা বড্ড অদ্ভুত, এবং সোসায়েটি অভ জেসাস থেকে আসা ক্লার্গিম্যান আর প্রিস্টে ঠাসা ওই ক্যারিজ দুটো দেখে ভয় পেয়ো না, সবসময়ই মাছ এবং মুরগী নয়, কখনও কখনও সোসায়েটি অভ জেসাস, অন্যান্য সময় সোসায়েটি অভ হোয়াও, যাঁদের দুজনই রাজা, তবে এই সঙ্গীরা সবসময়ই আমায়িক, এবং আমরা প্রসঙ্গে থাকতে থাকতে, ওই যে আসছে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টুয়ার্ডের ক্যারিজ, এবং পেছনের ক্যারিজ তিনটা হচ্ছে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং রয়্যাল হাউসহোল্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিজাতদের, তারপর আসছে চিফ স্টুয়ার্ডের কোচ, এরপর ইনফ্যান্টদের সেবাদানকারী ফুটম্যানদের ক্যারিজগুলো, এবার সাবধানে খেয়াল করো, কারণ এখানেই উত্তেজনাময় হয়ে উঠছে মিছিলটা, ওই যে যাচ্ছে খালি কোচ এবং ক্যারিজগুলো, রাজ পরিবারের আনুষ্ঠানিক কোচ আর ক্যারিজ ওগুলো, এবং ঠিক পেছনেই ঘোড়ার পিঠে চেপে আসছে ডেপুটি স্টুয়ার্ড, অবশেষে মহেন্দ্রক্ষণ এসেছে, হাঁটু গেড়ে বসো, হোয়াও এলভাস, কেননা হিজ ম্যাজেস্টি রাজা, রাজকুমার ডোম হোসে ইনফ্যান্টে ডোম অ্যান্টোনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন জাঁকজমক, এমন মর্যাদা, এমন অভিজাত আর কর্তৃত্বময় রাজাধিপতি দেখেছ কখনও, আমরা যখন স্বর্গে যাব তখন এভাবেই উপস্থিত হবেন স্বয়ং ঈশ্বর, হোয়াও এলভাস, যত দীর্ঘদিনই বেঁচে থাক না কেন, নিখুঁত আনন্দের এই মুহূর্তটি কখনও ভুলবে না তুমি, যখন রয়্যাল কোচে ডোম হোয়াও পঞ্চমকে যেতে দেখে ওই অ্যালোগুলোর পায়ের কাছে সশ্রদ্ধচিত্তে হাঁটু গেড়ে বসেছ তুমি, মনের ভেতর এই ছবিগুলো লালন করার ব্যাপারে নিশ্চিত থাক, কারণ সত্যিকার অর্থে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছ তুমি, এবং যেহেতু রাজকীয় দল চলে গেছে, এবার উঠে দাঁড়াতে পার তুমি, এগিয়ে গেছে বেশ খানিকটা, ছয়জন গ্রুমও পার হয়ে গেছে, তারপর এল হিজ ম্যাজেস্টির কাউন্সিল সদস্যদের বহনকারী চারটা ক্যারিজ, তারপর রয়্যাল সার্জনকে বহনকারী চেইজ, কারণ দলে যদি রাজার আত্মার যত্ন নেয়ার মত এত মানুষ থাকে, কেউ তাঁর শরীরের যত্ন নেবে এটাই স্বাভাবিক, এখান থেকে আগ্রহোদ্দীপক কিছু নেই, ছয়টা ক্যারিজ রিজার্ভ করা, লাগাম ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সওয়ারীবিহীন ছয়টা ঘোড়া, ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ক্যাভালরি গার্ড এবং রাজার নাপিত, ভ্যালে, ফুটম্যান, আর্কিটেক্ট, চ্যাপলেইন, চিকিৎসক, অ্যাপোথেকারি, সেক্রেটারি, পোর্টার, দর্জি, লন্ড্রি-মেইড, হেড-কুক এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট, এবং এমনি আরও অনেকের জন্যে রিজার্ভ করা এবং পঁচিশটা ক্যারিজ, রাজা এবং

প্রিস্টের ওয়ার্ডরোব বহন করছে দুটো ওয়্যাগন, এবং মিছিলটা শেষ করছে রিজার্ভ রাখা ছাব্বিশটা ঘোড়া, এমন এনটোরেজ দেখেছ কখনও, হোয়াও এলভাস, এবার পেছন পেছন আসা ভিখেরি এবং ট্রাম্পদের ওই দলটার সঙ্গে যোগ দাও, কারণ তুমি ওই দলেরই, এবং তোমাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলার জন্যে কষ্ট করেছি বলে ধন্যবাদ জানাতে যেয়ো না আমাকে, কারণ আমরা সবাই একই ঈশ্বরের সন্তান।

ভিখেরিদের দলটার সঙ্গে যোগ দিল হোয়াও এলভাস, তবে যদিও ওদের যে কারও চেয়ে রাজ দরবারের রীতিনীতি সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ও, ওকে স্বাগত জানান হল না, কারণ একশোজন ভিখেরিকে দেয়া ভিক্ষা এবং একশো একজন ভিখেরিকে দেয়া ভিক্ষা এক নয়, কিন্তু ওর পিঠে সৈনিকের বর্শার মত বহন করা চওড়া মুগুড়, এবং ওর মিলিটারি হাবভাব এবং হাঁটা, বৈরী জনতাকে ভয় দেখানোর কাজে এল। ও আধলীগের মত জায়গা পেরুনোর পর, ভাইয়ের মত হয়ে গেল ওরা সবাই। শেষে যখন পেগোজে পৌঁছল ওরা, আগেই সাপার সেরে নিয়েছেন রাজা, দাঁড়ানো অবস্থায়ই খাওয়া হালকা রিপ্যাস্ট, কুইন্স, মজ্জায়ভরা প্যাস্ট্রি দিয়ে স্টু করা ওঅটর ফাউল, এবং একটা ঐতিহ্যবাহী মুরিশ স্টু, একটা দাঁতের গর্ত ভরানোর মত সামান্য খাবার। এদিকে, ঘোড়া বদল করা হয়েছে। ভিখেরির দল কিচেন ডোরগুলোর আশপাশে গিজগিজ করছে এবং প্যাটারনস্টার ও সালভ্ রেজিনার কোরাস গাইছে, যতক্ষণ না বিরাট মটকা থেকে এক বাউল ব্রথ দেয়া হচ্ছে ওদের। কেউ কেউ, খাওয়ার পর রয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পরের বেলার খাবারটা কোথায় মিলবে সেটা চিন্তা না করেই হজম করছে। অন্যরা, যদিও তাদের ক্ষুধা মিটে গেছে, অভিজ্ঞতা থেকে জানে আজকের রুটি গতকালের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে না, আগামীকালের তো আরও নয়, এবং উচ্ছিষ্টের আশায় মিছিলের সঙ্গে লেগে রইবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে রইল। ব্যক্তিগত, মূল্যবান এবং মূল্যহীন দুই কারণেই লেগে রইবার সিদ্ধান্ত নিল হোয়াও এলভাস।

আনুমানিক বিকেল চারটের দিকে ভেন্ডাস নোভাসে পৌঁছুলেন রাজা, এবং ঘণ্টাখানেক বাদে হোয়াও এলভাস। দ্রুত আঁধার ঘনিয়ে এল, এবং এত নিচে ভাসছে মেঘগুলো যে মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দেয়া যাবে, মনে হচ্ছে একথা আগেও একবার বলেছি আমরা, এবং সেদিন সন্ধ্যায় যখন বেঁচে যাওয়া খাবার ভিখেরি আর ট্রাম্পদের মাঝে বণ্টন কর হল, শক্ত খাবার বেছে নিল পোড়খাওয়া সৈনিক, যেটা সে সঙ্গে করে নিয়ে ঢাকা দেয়া কোনও জায়গায়, এমনকি কোনও ওয়্যাগনের নিচে হলেও, শান্তিতে খেতে পারবে, ভিখেরিদের আলাপের আওয়াজ হতে দূরে, যারা ওর বিরক্তি উৎপাদন করছে। বৃষ্টির আশঙ্কার সঙ্গে হোয়াও এলভাসের একাকী থাকর ইচ্ছার কোনও সম্পর্ক নেই বলে মনে হচ্ছে, কথাটা ভুলে যাওয়া চলবে না, অদ্ভুত মনে হতে পারে বটে, কেউ কেউ তাদের সারা জীবন একাকী কাটিয়ে দিতে পারে এবং নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করে, বিশেষ করে যদি বৃষ্টি হয় এবং তাদের রুটির ক্রাস্ট শক্ত হয়।

সেরাতের শেষ দিকে, জেগে আছে নাকি স্বপ্ন দেখছে বলতে পারবে না হোয়াও এলভাস, সরসর একটা শব্দ শুনতে পেল ও, যেন খড় মাড়ানো হচ্ছে, কেউ একজন এগিয়ে আসছে, তার হাতে একটা অয়েল ল্যাম্প। চেহারা এবং আগন্তুকের হোস এবং ব্রীচেস-এর মান, ক্লোকের দামী কাপড় আর জুতোর লেসিং দেখে হোয়াও এলভাস বুঝতে পারল নবাগত একজন অভিজাত, এবং অচিরেই ওরা যখন রাস্তার পাশে একসঙ্গে কথাবার্তা বলছিল তখন রাজার এন্টোরেজের বিস্তারিত বিবরণ দানকারী লোক বলে চিনতে পারল। ক্লান্ত এবং বিরক্ত অভিজাতজনটি বসে পড়লেন এবং অনুযোগ করলেন, তোমার পেছন পেছন আসতে গিয়ে কাহিল হয়ে গেছি। হোয়াও এলভাস কোথায়, কোথায় পাওয়া যাবে তাকে জানতে গিয়ে গোটা ভেন্ডাস নোভাস চষে বেরিয়েছি আমি, কেউ আমাকে কিছু বলতে পারে নি, গরীব লোকগুলো কেন অন্যকে তাদের পাত্তা দেয় না, এখন তোমাকে পেয়েছি আমি, অবশেষে, আমি তোমাকে রাজা যেখানে এই অভিযাত্রার জন্যে প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন, তার সম্পর্কে বলতে এসেছি, প্রায় মাস দশেক ধরে দিনরাত কাজ চলছে, কেবল রাতের পালার জন্যেই দশ হাজারেরও বেশি মশালের প্রয়োজন হয়েছে, এবং দুহাজারেরও বেশি লোক নিয়োজিত ছিল, পেইন্টার, ব্ল্যাকস্মিথ, ম্যাসন, ক্যাবিনেট-নির্মাতা, শিক্ষানবীশ, পদাতিক সৈন্য এবং ক্যাভালরি ট্রুপস্ মিলিয়ে, এবং তোমাকে না বললে চলছে না, তিন লীগেরও বেশি দুর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে পাথরটা, প্রয়োজনীয় সমস্ত রসদ, লাইম, জোয়েস্ট, টিম্বার, পাথরের স্ল্যাব, ইঁট, টাইল, পেরেক, এবং মেটাল ফিটিংস বহন করতে লেগেছে পাঁচশোরও বেশি ওয়্যাগন এবং ছোট আকারের ঠেলাগাড়ি, ঠেলাগাড়িগুলো টানার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে দুশোরও বেশি ষাঁড়, কেবল মাফরার বেলায়ই এই সংখ্যাটা অতিক্রম করে গিয়েছিল, জানি না সেটা তুমি দেখছ কিনা, কিন্তু পরিশ্রম এবং খরচ পুষিয়ে গেছে, গোপনে বলতে পারি আমি তোমাকে, কিন্তু আর কারও কাছে পুনরাবৃত্তি করো না, পেগোজে তোমার দেখা প্রাসাদ এবং বাড়ির পেছনে এক মিলিয়ন ক্রুযাডো খরচ হয়েছে, হ্যাঁ, স্যার, এক মিলিয়ন ক্রুযাডো, অবশ্যই এক মিলিয়ন ক্রুযাডোর মানে কী কল্পনা করার সাধ্য নেই তোমার, হোয়াও এলভাস, কিন্তু কিপটেমো করতে যেয়ো না, কারণ যদিও অত টাকা দিয়ে কী করা যাবে জান না তুমি, রাজার তেমন কোনও সমস্যা নেই, কেননা তিনি আজীবন জানেন ধনী লোক হওয়ার মানে কী, টাকা খরচ করার কায়দা গরীব না জানতে পারে, কিন্তু ধনীরা অবশ্যই জানে, কেবল ওইসব ব্যয়বহুল পেইন্টিংস এবং জাঁকাল সাজসজ্জার কথা ভেবে দেখ, এবং কার্ডিনাল ও প্যাট্রিয়ার্কের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টগুলোর কথাও, অডিয়েন্স চেম্বার, স্টাডি এবং ডোম হোসের স্টেটরুম এবং এখানে আসার পর ডোনা মারিয়া বারবারার একইরকম বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টস্ আর রাজা ও রানীর প্রাইভেট স্যুটগুলো যাতে তাঁরা কিছুটা প্রাইভেসি উপভোগ করতে পারেন এবং ঠাসাঠাসি করে ঘুমোনোর অস্বস্তি থেকে রেহাই পান, কারণ, খোলামেলাই বলি, তোমার দখল করা বিরাট বিছানা

আসলেই এক বিরল সুবিধা, গোটা বিশ্বজগৎই তোমার হাতের নাগালে, যখন শুয়োরের মত নাক ডাক তুমি, খড়ের ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে ক্লোক মুড়ি দিয়ে, এইভাবে বলার জন্যে কিছু যদি মনে না করো, এবং তোমার শরীর থেকে জঘন্য গন্ধ আসছে, হোয়াও এলভাস, যাক, বাদ দাও, কারণ আমাদের যদি আবার দেখা হয়, তোমার জন্যে এক বোতল ল্যাভেন্ডার পানি নিয়ে আসব আমি, এবং তোমাকে দেয়ার মত এইটুকু খবরই ছিল আমার কাছে, ভুলে যেয়ো না যেন ভোর তিনটায় হিজ ম্যাজেস্টি মন্টেমর ছেড়ে যাচ্ছেন, তো তুমি যদি রাজার সঙ্গে যেতে চাও, বেশি ঘুমিয়ো না।

কিন্তু অতিরিক্ত ঘুমাল হোয়াও এলভাস, যখন জেগে উঠল ও তখন পাঁচটা বেজে গেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। দিনের আলোর অবস্থা এমন যে ও বুঝতে পারল, রাজা যদি সময়মত রওনা হয়ে থাকেন, বেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবার কথা তাঁর। ক্লোকটা শক্ত করে গায়ে পেঁচিয়ে নিল হোয়াও এলভাস, পাজোড়া গুটিয়ে নিল যেন এখনও মায়ের পেটে আছে ও, খড়ের উষ্ণতায় ঝিমুতে লাগল, দেহের তাপে তৈরি হওয়া প্রীতিকর একটা গন্ধ বিলোচ্ছে তা। পরিচ্ছন্ন নারী-পুরুষ আছে, এবং কখনও কখনও খুব বেশি পরিচ্ছন্ন নয়, যারা এধরনের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, এবং যারা তাদের স্বাভাবিক গন্ধের যেকোনও রকম চিহ্ন গোপন করার জন্যে সবরকম প্রয়াস পায়, এবং একদিন আসবে যখন গোলাপের কৃত্রিম গন্ধঅলা কৃত্রিম গোলাপ ছিটানো হবে এবং এইসব পরিচ্ছন্ন আত্মাগুলো বলে উঠবে, কী সুন্দর গন্ধ। এমন চিন্তা কেন ওর মাথায় এল বুঝে উঠতে পারল না হোয়াও এলভাস, এবং ওর ভয় হল নির্ঘাৎ হয়ত স্বপ্ন দেখছে সে বা দৃষ্টি বিভ্রম ঘটছে। অবশেষে চোখ মেলে তাকাল ও এবং তন্দ্রা থেকে বেরিয়ে এল। তুমুল বৃষ্টি ঝরছে, খাড়া এবং সুরেলা, রাজারানীরা এমন বাজে আবহাওয়ায় পথ চলতে বাধ্য হয়েছেন, দুঃখের কথা, ওঁদের ছেলেমেয়েরা কোনওদিন ওদের জন্যে ওঁরা যেমন কষ্ট স্বীকার করছেন তার বিনিময়ে ধন্যবাদ দিতে পারবে না। মন্টেমরের উদ্দেশে যাচ্ছেন ডোম হোয়াও পঞ্চম, কেবল ঈশ্বরই জানেন কীরকম সাহস নিয়ে, এত অসংখ্য বাধার মোকাবিলা করছেন তিনি, প্লাবন, জলাভূমি এবং দুকূল ছাপানো নদী, ওই অভিজাতজন, চেম্বারলেইন, কনফেসর এবং অ্যারিস্টোক্র্যাস্টদের আঁকড়ে ধরা ভয়ের কথা চিন্তা করলে মন খারাপ হয়ে যায়, বাজি ধরে বলতে পারি ট্রাম্পেটাররা ওদের যন্ত্র স্যাকে ঢুকিয়ে রেখেছে, এবং ড্রামের বাড়ি শোনার জন্যে কোনও ড্রামস্টিকের প্রয়োজন হচ্ছে না, বৃষ্টিই বাড়ি মারছে ওগুলোর ওপর। এবং রানীর কী অবস্থা, হার ম্যাজেস্টির কী হয়েছে, ইনফ্যান্টা ডোনা মারিয়া বারবারা এবং ইনফ্যান্টে ডোম পেদ্রোকে সঙ্গে নিয়ে আলডেগালেগা হতে ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছেন তিনি, মারা যাওয়া বাচ্চাটার মত একই নাম ধারণ করছে যে, একজন নাজুক মহিলা এবং একটা নাজুক বাচ্চা, দুর্যোগপূর্ণ এই আবহাওয়ার ভয়াবহতার মুখোমুখি, তারপরেও লোকে জোর দিয়ে বলে যে স্বর্গ ধনী এবং শক্তিশালীদেরই পক্ষে, অথচ এটা সবার জন্যে পরিষ্কার যে যখন প্রবল বৃষ্টি ঝরে, সবার গায়ে সমানভাবেই পড়ে তা।

বিভিন্ন ট্যাভার্নের উষ্ণতায় গোটা দিন পার করে দিল হোয়াও এলভাস, সেখানে এত বাউল ওয়াইনসহ হিজ ম্যাজেস্টির প্যান্ট্রি হতে যোগানো উচ্ছিষ্ট খাবার উদরস্থ করল। বেশির ভাগ ভিখেরি মিছিলের শেষাংশে যোগ দেয়ার আগে বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত শহরেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । কিন্তু বৃষ্টি থামে নি। ডোনা মারিয়া আনার এন্টোরেজ যখন ভেন্ডাস নোভাসে পৌঁছল অন্ধকার মেলাতে শুরু করেছে তখন, রাজকীয় মিছিলের চেয়ে বরং পিছু-হটা-সেনাবাহিনী বলে মনে হচ্ছে ওটাকে। ঘোড়াগুলো এত বেশি ক্লান্ত যে কোচ আর ক্যারিজ টানতেই পারছে না, কয়েকটা তো হারনেস বাঁধা অবস্থাতেই জায়গায়ই লুটিয়ে পড়ে প্রাণ হারাল। পাগলের মত মশাল দোলাল গ্রুম এবং স্ট্যাবলহ্যান্ডরা এবং কানে তালা লাগানো শোরগোল তুলল, এবং এমন একটা হট্টগোল বেধে গেল যে রানীর বাহিনীর সব সদস্যকে যার যার লজিংয়ে পৌঁছে দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, ফলে অনেকেই পেগোজে ফিরে যেতে বাধ্য হল, যেখানে একেবারে করুণ অবস্থায় কোনওমতে থাকবার ব্যবস্থা করল ওরা। বিপদসঙ্কুল রাত। পরদিন ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা হল এবং এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে অসংখ্য পশু মারা গেছে, পথেই মারাত্মক আহত এবং পা ভাঙা অবস্থায় ফেলে আসাগুলোকে গোণায় না ধরেই। মহিলারা মনমরা আর অবসন্ন হয়ে গেছে এবং পুরুষরা তাদের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে ক্লোক নাচিয়ে সামাজিক সমাবেশে নিজেদের মিশিয়ে দিল, ওদিকে সমস্ত কিছু ভাসিয়ে দিয়ে চলল বৃষ্টি, যেন ঈশ্বর, মানুষ জাতির অগোচরে থাকা কোনও গভীর অসন্তোষের কারণে, বিকৃতভাবে আরেকটা মহাপ্লাবন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবার যেটা হবে চূড়ান্ত।

সেদিন সকালেই এভোরার উদ্দেশে রওনা দিতে পারলে খুশি হতেন রানী, কিন্তু এমন একটা ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা থেকে বিরত রাখা হল তাঁকে, তাছাড়া, অনেকগুলো কোচই দেরি করেছে পথে, যা তাঁর সঙ্গীদের মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, এবং তাঁরা সতর্ক করলেন, ইয়োর ম্যাজেস্টির জানা উচিত রাস্তাগুলো অগম্য, রাজা যাবার সময়ই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, লাগাতার বৃষ্টির পর অবস্থা এখন আরও খারাপ হওয়ার কথা, দিনরাত, রাতদিন বৃষ্টি হচ্ছে, তবে রাস্তা মেরামত, জলাভূমির পানি নিষ্কাশন এবং খাড়িগুলো সমান করার জন্যে লোক যোগাড় করতে মন্টেমরের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে, এই একাদশ দিনে ইয়োর ম্যাজেস্টি ভেন্ডাস নোভাসে রাজার উদ্বোধন করা অসাধারণ প্রাসাদের বিশ্রাম নিলেই ভাল করবেন, সবরকম সুযোগ-সুবিধা আছে এখানে, রাজকুমারীদের নিজস্ব আনন্দ উপভোগ করুন এবং এই কটা দিন একসঙ্গে কাটাবার সুযোগে মায়ের পরামর্শ হিসাবে শেষ কিছু কথা বলুন, মনে রেখো, বাছা আমার, সব পুরুষই নিষ্ঠুর, কেবল প্রথম রাতেই নয়, বরং অন্যসব রাতেও, যদিও প্রথম রাতটা সবসময়ই জঘন্য, ওরা খুব কোমল হবার কথা বলে, একটুও ব্যথা লাগবে না, এবং তারপর, হায় ঈশ্বর, আমি জানি না ওদের ওপর কিসে ভর করে, কিন্তু কোনও রকম আভাস ছাড়াই বুনো পশুর মত দাঁত খিঁচানো এবং গর্জন শুরু করে দেয়, এভাবে বলার জন্যে কিছু যদি

মনে না কর, তাদের সেই হিংস্র আক্রমণ সহ্য করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না হতভাগ্যা মেয়েগুলোর, যতক্ষণ না ওরা আমাদের মাঝে পথ পাচ্ছে, কিংবা মাঝেমাঝে যেমনটা ঘটে, অসাড় হয়ে যাচ্ছে ওরা এবং যখন তা ঘটে, কিছুতেই হাসা চলবে না আমাদের, কারণ এতে দারুণ আহত বোধ করে ওরা, বরং ভান করো যেন কিছু মনে করি নি আমরা, কারণ প্রথম রাতে যদি সে সফল না হয়, দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাতে অবশ্যই পারবে, এবং এই অত্যাচার থেকে কেউই আমাদের বাঁচাতে পারবে না, এবং এখন সিনর স্কারলেট্টিকে ডেকে পাঠাচ্ছি আমি যেন জীবনের এই বেদনাদায়ক ব্যাপারগুলো থেকে আমাদের মন সরিয়ে দিতে পারেন তিনি, সঙ্গীত দারুণ সান্ত্বনাদায়ী, বাছা আমার, প্রার্থনাও, আসলে আমার কাছে সমস্ত কিছু সঙ্গীত বলে মনে হয়, যদিও প্রার্থনা সমস্ত কিছু নয়।

এইসব পরামর্শ যখন দেয়া হচ্ছিল এবং হারপসিকর্ডের কীবোর্ডের ওপর আঙুল বোলানো হচ্ছিল, শশব্যস্ত হয়ে রাস্তা মেরামত করার কাজে লেগে আছে হোয়াও এলভাস, এ ধরনের বিপদ থেকে সবসময় নিস্তার পাওয়া যায় না, বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়ায় কেউ এবং আচমকা একটা কণ্ঠস্বর কানে আসে তার, চেঁচিয়ে বলছে, দাঁড়াও, ম্যাজিস্ট্রেটের হেঞ্চম্যানদের একজন, কণ্ঠস্বরের সুর চিনতে ভুল হবার নয়, এবং চ্যালেঞ্জটা এত আকস্মিক ছিল যে জীবনের শেষপাদের একজন নাজুক বুড়ো মানুষের ভান ধরার সুযোগই পেল না হোয়াও এলভাস, যেমনটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি শাদা চুল দেখে ইতস্তত করেছিল হেঞ্চম্যান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেটা নিষ্পত্তি ঘটাল সেটা হচ্ছে বুড়ো মানুষটার সটকে পড়ার ক্ষিপ্রতা, অমন জোরে দৌড়ানোর ক্ষমতা যার আছে সে নিঃসন্দেহে পিক আর শোভেল চালানোরও শক্তি রাখে। জড়ো করা অন্যান্যের সঙ্গে যখন হোয়াও এলভাস পাঁকেভরা পুকুর এবং জলাভূমির মাঝে রাস্তাটা যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই বুনো এলাকায় পৌঁছুল, ওরা দেখল আগেই বহুলোক হাজির হয়েছে ওখানে, কাছের নিচু টিলা থেকে মাটি এবং পাথর বয়ে আনছে, যেগুলো বৃষ্টির কারণে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এটা এমন এক কাজ যার মানে এক জায়গা থেকে মাটি আর পাথর নিয়ে গিয়ে আরেক জায়গায় ফেলা, এবং মাঝে মাঝে পানি নিষ্কাশনের জন্যে খাল খনন করার প্রয়োজন হল, প্রত্যেকটা লোককে কাদার ভূত, পুতুল বা কাগতাড়ুয়ার মত দেখাচ্ছে, এবং হোয়াও এলভাসের একই অবস্থা হতে খুব বেশি সময় লাগল না, লিসবনে রয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেই ভল হত ওর, কারণ কেউ যত চেষ্টাই করুক না কেন, তার পক্ষে তারুণ্য ফিরিয়ে আসা সম্ভব না। সারাদিন টানা পরিশ্রম করল লোকগুলো, এবং বৃষ্টি কিছুটা ধরে এল, দারুণ স্বস্তির ব্যাপার তা, কারণ ওদের ভরাট করা গর্তগুলোর খানিকটা সামঞ্জস্যতা পাওয়ার ভাল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এখন, যদি না আরেকটা তুফান এসে সবকিছু বরবাদ করে দেয়। বিলাসী পালকের কম্বলের নিচে চমৎকার ঘুম দিল ডোনা মারিয়া আনা, সঙ্গে করে সবজায়গায় নিয়ে যায় সে ওটা, পড়ন্ত বৃষ্টির শব্দে শান্তিময় তন্দ্রায় শান্ত হয়ে

গেছে, কিন্তু যেহেতু একই কারণ সব সময় সমান প্রভাব সৃষ্টি করে না, ব্যক্তি বিশেষের ওপর বেশ নির্ভর করে, নির্ভর করে পরিস্থিতি এবং বিছানায় যাবার জন্যে কেমন যত্ন নেয় তার ওপর, দেখা গেল যে হার রয়্যাল হাইনেস ডোনা মারিয়া বারবারা বেশ গভীর রাত পর্যন্ত এই ভারি বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর প্রতিধ্বনি শুনতে পেল, কিংবা এসব হয়ত ওর মায়ের বলা মনখারাপ করা কথাগুলোই হবে। ওই রাস্তা ধরে এগিয়ে আসা লোকদের মধ্যে কেউ কেউ ভালই ঘুমাল আর অন্যরা খারপভাবে, ওরা কতখানি ক্লান্ত তার ওপর নির্ভর করেছে সেটা, আশ্রয় এবং খাবারের ব্যাপারে অভিযোগ তুলতে পারে নি ওরা, কারণ শ্রমিকরা তাঁর অনুমোদন পেলে হিজ ম্যাজেস্টি লজিং আর গরম খাবারের ব্যাপারে কার্পণ্য করেন নি।

ভোর হওয়ার আগেই রানীর পার্টি অবশেষে ভেন্ডাস নোভাস ত্যাগ করল, এবার দেরিতে পৌঁছানো সমস্ত ক্যারিজসহ, যদিও চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে কিছু এবং বাকিগুলোর ব্যাপক মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এন্টোরেজের করুণ হাল, পর্দা আর হ্যাংগিংস চুপচুপে হয়ে গেছে, গিল্ডিং এবং পেইন্টওঅর্ক বিবর্ণ হয়ে গেছে, এবং যদি কিঞ্চিৎ রোদের আলো চুঁইয়ে না আসে, এটারই সবচেয়ে নিরস বিয়ে যাত্রা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশেষে বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু কামড় বসানো ঠাণ্ডা জ্বালিয়ে দিচ্ছে চামড়া, মাফ আর ক্লোক পরার পরেও লোকজনের হাত ফুলিয়ে দিচ্ছে, আমরা অবশ্যই ভদ্র মহিলাদের কথা বোঝাচ্ছি, ওদের এমন শীতল এবং জরাক্রান্ত দেখাচ্ছে যে মায়ার উদ্রেক হচ্ছে। ষাঁড়ে টানা ঠেলাগাড়িতে সওয়ার রাস্তা মেরামতকারীদের একটা দল নেতৃত্বে রয়েছে মিছিলটার, এবং যেখানেই কোনও গর্তের দেখা পাচ্ছে ওরা বা পানিতে ডুবে যাওয়া বা ভেঙে পড়া কোনও ডিচ, লাফ দিয়ে নেমে কাজে লেগে যাচ্ছে, ওদিকে, কনভয়টা বিরান ল্যান্ডস্কেপে অপেক্ষায় থাকছে। ভেন্ডাস নোভাস এবং আশপাশের অন্যান্য শহর থেকে জোয়াল পরানো ষাঁড় আনা হয়েছে, অসংখ্য চেইজ, বারলিন, ওয়্যাগন এবং অন্যান্য কারিজ উদ্ধার কাজে সাহায্য করার জন্যে, যেগুলো বারবার কাদায় দেবে যাচ্ছে, বেশ সময় খেয়ে নিচ্ছে অপারেশনটা, ঘোড়া এবং খচ্চরের হার্নেস আলগা করে ষাঁড়কে হার্নেস পরাচ্ছে ওরা, টানছে তারপর, আবার ষাঁড়ের হার্নেস আলগা করছে আরও একবার ঘোড়া আর খচ্চরকে হার্নেস পরানোর জন্যে, বেশ চেঁচামেচি এবং চাবুকের বাড়ির মাঝে, এবং রানীর কোচটা যখন একেবারে চাকার হাব অবধি দেবে গেল, ওটাকে কাদা থেকে তুলে আনতে ছটা জোয়াল পরানো ষাঁড় লাগল, ওখানে একজন লোক, ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বাড়ি ছেড়ে এসেছে সে, মন্তব্য করল, যেন আপনমনে কথা বলছে, লোকে ভাববে মাফরাগামী সেই বিরাট পাথরটার টানবার জন্যে এখানে এসেছি আমরা। এটা হচ্ছে সেই সময় যখন ষাঁড়গুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছিল এবং লোকজনকে আরাম করা সুযোগ দেয়া হয়েছে, হোয়াও এলভাস জিজ্ঞেস করল, কোন পাথর সেটা, বন্ধু আমার, এবং অপরজন জবাব দিল, মাফরার কনভেন্ট নির্মাণ করার জন্যে কোনও বাড়ির মতই বিরাট পাথরটা পিরো

পিনহেইরো থেকে আনা হয়েছিল, আমি শুধু আসার পরেই দেখেছি ওটাকে, তবে আমিও হাত লাগিয়েছি, কারণ তখন ঘন ঘন ওখানে যেতাম আমি, এবং কী বিরাট ছিল ওটা, সব পাথরের মা ওটা, আমার এক বন্ধুর ভাষায়, যে ওটাকে আনার কাজে সাহায্য করে তারপর নিজের এলাকায় ফিরে গিয়েছিল, আমি তার অল্পদিন পরেই চলে গিয়েছিলাম, কারণ যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার। পেট অবদি দেবে যাওয়া ষাঁড়গুলো আপাত কোনওরকম প্রয়াস ছাড়াই টানছে, যেন বা ওদের ছেড়ে দেয়ার জন্যে কাদাকে তোষামোদ করছে। কোচের চাকাগুলো অবশেষে কঠিন মাটিতে উঠে এল, প্রচণ্ড হাততালির শব্দের মাঝে জলা থেকে তুলে আনা হল বিরাট বাহনটাকে, এবং রানী দরাজ হাসলেন, মাথা দোলাল রাজকুমারীরা, এবং কাদায় ঝাঁপাঝাঁপি করতে দেয়া হয় নি বলে নিজের অনন্তোষ গোপন করল ছোট ইনফ্যান্টে ডোম পেদ্রো।

মন্টেমর পর্যন্ত গোটা পথই এভাবে চলল, পাঁচ লীগেরও কম দূরত্বের একটা যাত্রা যার যার দক্ষতা তুলে ধরা মানুষ আর পশুর লাগাতার প্রয়াস আর কষ্টের প্রায় আট ঘণ্টা সাবাড় করল। ঘুমোনোর চেষ্টা করল প্রিন্সেস ডোনা মারিয়া বারবারা, লাগাতার ইনসমনিয়া তাড়াতে উদগ্রীব কিন্তু কোচের ঝাঁকুনি, খ্যাপা রাস্তা মেরামতকারীদের চিৎকার এবং আদেশ মানতে গিয়ে ঘোড়াগুলোর আগেপিছে খুর দাবানোর আওয়াজে ওর মাথা বেচারা ঝিমুতে লাগল এবং অবর্ণনীয় যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াল ওর, এত চেষ্টা, প্রিয় ঈশ্বর, একজন তরুণী মেয়েকে বিয়ে দিতে এত ঝামেলা, কিন্তু আবার, ও একজন রাজকন্যা। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন রানী, অপ্রত্যাশিত অঘটন ঠেকাতে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি সময় কাটাতে, কারণ জীবনের সঙ্গে সমঝোতায় আসার মত যথেষ্ট দিন পার করেছেন রানী, কিছুক্ষণ পর পরই ঝিমিয়ে পড়ছেন তিনি, কিন্তু আবার জেগে উঠে ফের প্রার্থনা শুরু করছেন, যেন কখনও ছেদ পড়ে নি তাতে। এবং ইনফ্যান্টে ডোম পেদ্রো সম্পর্কে, আপাতত, বেশি কিছু আর বলার নেই।

যাহোক, হোয়াও এলভাস এবং পাথরের প্রসঙ্গ তোলা লোকটার মাঝে কথোপকথন যাত্রা ফের শুরু হওয়ার পর চালু হল, বুড়ো লোকটা ওকে বলল, অনেক বছর আগে একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল আমার, মাফরার মানুষ সে, ওর যে কী হয়েছে আর জানতে পারি নি, লিসবনে থাকত ও, হঠাৎ করে একদিন অদৃশ্য হয়ে যায়, এমন ব্যাপার ঘটে, হয়ত নিজের এলাকায় ফিরে গেছে ও, যদি মাফরায় ফিরে গিয়ে থাকে, তাহলে হয়ত ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে থাকতে পারে, কী নাম ওর, ওর নাম বালতাসার সেটে-সয়েস, যুদ্ধে বাম হাত খুইয়েছিল ও, সেটে-সয়েস, বালতাসার সেটে-সয়েস, লোকটাকে আমি চিনি, কারণ একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা, বেশ, আমি করি নি, সবকিছু বলা আর করা হয়ে গেলে দুনিয়াটা কত ছোট্ট একটা জায়গা, আকস্মিকভাবে আমাদের পরিচয় হল এবং জানতে পেলাম আমাদের একজন সাধারণ বন্ধু আছে, সেটে-সয়েস চমৎকার মানুষ, তোমার কি মনে হয় ও

মারা গেছে, বলতে পারব না, তবে আমার সন্দেহ আছে, ওর অমন একটা বউ থাকতে, তার নাম ব্লিমুন্দা, ওর চোখজোড়ার রঙ এমন যে ঠাহর করা যায় না, কারও যখন অমন একটা বউ থাকে, জীবন আঁকড়ে থাকে সে এবং শুধু ডানহাতের মালিক হলেও ছেড়ে দেয় না, ওর স্ত্রীকে কখনও দেখি নি আমি, মাঝেমাঝে একেবারে অবিশ্বাস্য সব কথাবার্তা নিয়ে হাজির হত সেটে-সয়েস, একদিন তো ও দাবী করে বসল সূর্যের কাছাকাছি নাকি পৌঁছে গিয়েছিল, নির্ঘাৎ মদের প্রভাব ছিল সেটা, ও কথাটা বলার সময় সবাই ড্রিঙ্ক করছিলাম আমরা, আমার যতদূর মনে পড়ে আসলে কেউই মাতাল ছিলাম না, আসলে ও নিজের মত করে যে কথাটা বলতে চেয়েছিল সেটা হচ্ছে আকাশে উড়াল দিয়েছে ও, উড়াল দিয়েছে সেটে-সয়েস, এমন কথা আর কখনও শুনি নি আমি।

ওরা কানহা নদীর তীরে পৌঁছার পর কথাবার্তায় ছেদ পড়ল ওদের, ফুলে ফেঁপে উঠেছে ওটা, এবং টালমাতাল, অন্য পাড়ে, মন্টেমরের জনগণ রানীর আগমনের অপেক্ষায় গেইটের বাইরে জমায়েত হয়েছে, এবং সবার সম্মিলিত প্রয়াস এবং কিছু ব্যারেলের সহায়তায়, যেগুলো ক্যারিজগুলোকে নদীর ওপর দিয়ে ভাসিয়ে আনতে সাহায্য করেছে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সাপার খাওয়ার জন্যে শহরে বসার সুযোগ পেল ওরা, অভিজাতজনেরা তাদের মর্যাদা অনুযায়ী বিশেষভাবে রিজার্ভ করা আসনে বসলেন, এবং তাঁদের সাহায্যকারী ও ভৃত্যেরা যে যেখানে পারল, কেউ কেউ নীরবে খেতে লাগল, অন্যরা লিপ্ত হল কথোপকথনে, যেমন হোয়াও এলভাস, দুটো আলাপ একসঙ্গে চালাচ্ছে এমন কারও মত করে সে বলল, একটা তার সঙ্গে আলাপে যোগদানকারীর সঙ্গে, অন্যটা নিজের সঙ্গে, এখন আমার মনে পড়েছে যে সেটে-সয়েস লিসবনে থকার সময় ফ্লাইং ম্যানের সঙ্গে খুব খাতির ছিল ওর, এবং একদিন প্যালেস স্কয়্যারে একসঙ্গে বসে থাকার সময় আমিই সেটে-সয়েসকে চিনিয়ে দিয়েছিলাম তাঁকে, যেন গতকালের ঘটনা এমনি পরিষ্কার মনে আছে আমার, এই ফ্লাইং ম্যানটা কে, ফ্লাইং ম্যান ছিলেন একজন প্রিস্ট, পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো বলে একজন, স্পেনে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন তিনি, চার বছর আগে ওখানে মারা গেছেন, ঘটনাটা বেশ আলোড়ন তুলেছিল, ইনকুইজিশনের পবিত্র দপ্তর তদন্ত চালিয়েছিল, এমন হতে পারে যে সেটে-সয়েসই এই অদ্ভুত ব্যাপারটায় জড়িত ছিল, কিন্তু ফ্লাইং ম্যান কি আসলেই উড়েছিলেন, কেউ কেউ বলে উড়েছিলেন, এবং অন্যরা বলেছে উড়েন নি, এখন আর আসল সত্যি জানার কোনও উপায় নেই, যেটা নিশ্চিত তা হচ্ছে সেটে-সয়েস বলেছিল সে সূর্যটাকে ছোঁয়ার মত কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, কেননা আমিই কথাটা বলতে শুনেছি ওকে, নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে এখানে, অবশ্যই আছে, এবং এই জবাব দিয়ে, প্রশ্নটাকে মেনে নিয়েছে যা, মাফরার পাথরের স্মৃতিচারণকারী লোকটা চুপ হয়ে গেল, এবং খাবার শেষ করল ওরা।

মেঘগুলো উঁচুতে উঠে গেছে, অনেক উঁচুতে ভাসছে, এবং মনে হচ্ছে আর হয়ত বৃষ্টি আসবে না। ভেন্ডাস নোভাস আর মন্টেমরের মাঝামাঝি এলাকার শহর আর

গ্রামগুলো থেকে আগত লোকজন আর সামনে বাড়ল না। ওদের শ্রমের মজুরি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, এবং রানীর সহৃদয় হস্তক্ষেপে দিনের মজুরি দ্বিগুণ করে দেয়া হল, ধনী এবং ক্ষমতাবানদের ভার বহন করার একটা বিনিময় সব সময়ই পাওয়া যায়। যাত্রা অব্যাহত রাখল হোয়াও এলভাস, সম্ভবত এখন আগের চেয়ে সহজভাবে, যেহেতু আউট রাইডার কোচম্যানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ওর, ওকে একটা ওয়্যাগনে করে এগিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ওরা, যেখানে থেকে ও কাদা এবং গোবর থেকে পা ঝুলিয়ে আগে বাড়তে পারবে। পাথরের গল্প বলা লোকটা রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে রইল, তার নীল চোখ দিয়ে দুটো বিরাট ট্রাঙ্কের মাঝখানে আসন গ্রহণ করা বুড়ো মানুষটাকে দেখছে । পরস্পরকে আর কখনও দেখবে না ওরা, মানে অন্তত এটাই ধরে নেবে কেউ, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না ভবিষ্যতে কী আছে, এবং ওয়্যাগনটা চলতে শুরু করার পর হোয়াও এলভাস বলল, যদি সেটে-সয়েসের সঙ্গে আবার তোমার দেখা হয়, ওকে বলো হোয়াও এলভাসের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে, কারণ আমার কথা নিশ্চয়ই মনে করতে পারবে ও, এবং ওকে আমার শুভেচ্ছা জানাতে ভুলো না, তোমার বার্তা জানিয়ে দেব আমি, কিন্তু ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে কিনা সন্দেহ আছে আমার, ভাল কথা, তোমার নাম কী, আমাকে জুলিয়াও মন্ত-টেম্পো নামে ডাকা হয়, তাহলে বিদায়, জুলিয়াও মন্ত-টেম্পো, বিদায়, হোয়াও এলভাস।

মন্টেমর থেকে ইভোরা অবদি কাজের কোনও অভাব হবে না। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এবং আরও ছোট ছোট ডোবা তৈরি হতে শুরু করেছে, অ্যাক্সেল ফেটে গেল, লাকড়ির মত টুকরো হয়ে গেল চাকার স্পোকগুলো। দ্রুত সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, ঠাণ্ডা হয়ে এল হাওয়া, রাজকন্যা ডোনা মারিয়া বারবারা, পেটে জাঁকিয়ে বসা মিষ্টির সান্ত্বনাদায়ী আলস্য এবং পথ বরাবর খানাখন্দ বিহীন পাঁচ শো কদম দূরত্ব আগে বাড়ার সুবাদে, অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, ধড়মড় করে চমকে জেগে উঠল, যেন বরফশীতল একটা আঙুলের ছোঁয়া লেগেছে ওর কপালে, এবং গোধূলির ছায়াচ্ছন্ন মাঠের দিকে নিদ্রালু চোখে তাকিয়ে দেখতে পেল রাস্তার পাশে সার বেধে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াটে মানুষের অবয়ব, একজন অন্যজনের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা, সব মিলিয়ে প্রায় জনা পনের হবে।

ভাল করে দেখল রাজকন্যা। স্বপ্ন দেখছে না ও, বিয়ের আগমুহূর্তে, দৃষ্টি বিভ্রমও নয়, যেটা কিনা সর্বজনীন আনন্দ উৎসবের উপলক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল, শৃঙ্খলিত দাসদের বিষণ্ন দৃশ্য বিক্ষিপ্ত করে দিল ওকে, যেন বিশ্রী আবহাওয়া, বৃষ্টি এবং মেঘ কারও মন দমিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, বিয়েটা বসন্তে হলে ঢের বেশি ভাল হত। ক্যারিজের পাশ দিয়ে এগোতে থাকা ইকুয়েরিকে নির্দেশ দিল ডোনা মারিয়া বারবারা লোকগুলো কারা হতে পারে খোঁজ নেয়ার জন্যে, ওরা কী অপরাধ করেছে দেখার জন্যে এবং ওরা লিমোয়েইরোর নাকি আফ্রিকায় যাচ্ছে। অফিসার নিজেই গেল, হয়ত সে ইনফ্যান্টার ভক্ত বলে, অমন কুৎসিত এবং বসন্তের দাগঅলা হলেও, এবং এখন তাকে স্পেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ওর নিখাঁদ এবং হতাশা জাগানো

ভালোবাসা থেকে দূরে, সাধারণ মানুষের কোনও রাজকন্যাকে ভালোবাসতে যাওয়াটা নেহাত পাগলামি, সে গিয়ে আবার ফিরে এল, ইউর হাইনেস, এই লোকগুলো রাজকীয় কনভেন্ট নির্মাণে সাহায্য করার জন্যে মাফরায় যাচ্ছে, ইভোরা অঞ্চলের দক্ষ শ্রমিক ওরা, কিন্তু ওদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে কেন, কারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের, এবং দড়িগুলো খুলে দেয়া হলে ঠিক পালিয়ে যাবে ওরা, আহ্। কুশনে হেলান দিল রাজকুমারী, চিন্তিত চেহারা, এবং অফিসারটি তাদের বিনিময় করা কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে তার হৃদয়ে খোদাই করে নিল, এমনকি বয়স্ক মানুষ হয়েও, সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নেয়ার বহুদিন পরেও আনন্দময় কথোপকথনের প্রতিটা শব্দ মনে করতে পারবে সে, এবং অত বছর পরে কেমন দেখাবে রাজকন্যাকে।

এখন আর রাস্তায় দেখা লোকগুলোর কথা ভাবছে না রাজকন্যা। হঠাৎ ওর মনে হয়েছে যে কখনও মাফরায় যায় নি ও, মারিয়া বারবারার জন্ম হয়েছে বলে একটা কনভেন্ট নির্মাণ করতে হবে, কী অদ্ভুত কথা, মারিয়া বারবারার জন্ম হয়েছে বলে একটা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে, অথচ মারিয়া বারবারা কখনও ওটার ভিত্তির প্রথম বা দ্বিতীয় পাথরটা দেখে নি, চেনে না বা ওর ছোট নাদুসনুদুস আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে নি, কখনও নিজের হাতে শ্রমিকদের ব্রথ পরিবেশন করে নি ও, কখনও হুকটা বাহু হতে মুক্ত করার সময় স্টাম্পে সেটে-সয়েস যে যন্ত্রণা অনুভব করে সেটায় মলম মাখিয়ে আরাম দেয় নি, কখনও সেই মেয়েদের চোখের পানিও মুছে দেয় নি যাদের স্বামী চাপা পড়ে মারা গেছে, এবং এখন স্পেনের উদ্দেশে চলে যাচ্ছে মারিয়া বারবারা, ওর কাছে কনভেন্টটা স্বপ্নে দেখা কোনও দৃশ্যের মত, স্পর্শাতীত একটা কুয়াশা, কল্পনার শক্তির অতীত কোনওকিছু, ওর স্মৃতিকে সহায়তাকারী এই সাক্ষাতের কথা বাদে। হায়, মারিয়া বারবারার চরম পাপ, কেবল জন্ম গ্রহণ করেই যে অশুভ কাজ ইতিমধ্যে করে ফেলেছে ও, প্রমাণ আছে হাতের কাছেই, স্রেফ পরস্পরের সঙ্গে বাধা অবস্থায় হাঁটতে থাকা ওই পনের জন লোকের দিকে তাকালেই চলবে, যেখানে ফ্রায়ারদের বয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে ক্যারিজগুলো, অভিজাতদের নিয়ে বারলিন কোচগুলো, রাজকীয় পোশাক-আশাক নিয়ে ওয়্যাগন, অলঙ্কারের কাসকেট এবং ওদের সামান্য সমস্ত সূক্ষ্ম কাজ, এমব্রয়ডারি করা স্লিপার, কোলনের ফ্ল্যাস্ক, সোনালি রোসারি মালা, সোনা এবং রূপায় নকশা করা স্কার্ফ, ব্রেসলেটস, চটকদার মাফ, লেইস ট্রিমিংস, এবং আরমিন স্টোলসহ মহিলাদের বহনকারী চেইজগুলো, মহিলারা কত আনন্দের সঙ্গে পাপপূর্ণ, এবং দেখতেও সুন্দর, এমনকি ওরা যখন আমাদের সঙ্গ দেয়া বসন্তের দাগগুলি আর কুৎসিত ইনফ্যান্টার মত, কথাটা প্রকাশ করার সময় কেবল ওই মোহিনী অভিব্যক্তি এবং চিন্তিত ভাবটুকুরই প্রয়োজন হল ওর, প্রাণপ্রিয় মা ও রানী, স্পেনের উদ্দেশে যাচ্ছি আমি, যেখান থেকে আর কখনও ফিরে আসব না, আমি জানি মাফরায় একটা কনভেন্ট নির্মিত হচ্ছে, আমার সঙ্গে অংশত সম্পর্কিত একটা প্রতিশ্রুতির কারণে,

অথচ ওটা দেখানোর জন্যে কেউ আমাকে নিয়ে যায় নি, ব্যাপারটার মধ্যে এত কিছু আছে যা আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছে, মেয়ে আমার এবং ভবিষ্যৎ রানী, যে মূল্যবান সময়টা প্রার্থনা করে কাটানো উচিত সেটা অমন অলস চিন্তায় নষ্ট করো না, তোমার বাবার রাজকীয় ইচ্ছা এবং আমাদের সার্বভৌম প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে কনভেন্টটা নির্মাণ করতে হবে, সেই একই রাজকীয় ইচ্ছার নির্দেশ কনভেন্ট না দেখেই স্পেনে যেতে হবে তোমাকে, রাজার ইচ্ছাই সব ব্যাপারে প্রাধান্য পাবে, এবং বাকি সমস্ত কিছু তুচ্ছ, তাহলে আমি যে একজন ইনফ্যান্টা সেটা কোনও অর্থ বহন করে না, বন্দীর মত করে নিয়ে যাওয়া ওই লোকগুলোরও না, আমরা যে কোচে যাচ্ছি সেটাও নয়, বৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে থাকা ওই অফিসারটিও না, ঠিক ধরেছ, বাছা আমার, এবং যতদিন বেঁচে থাকবে ততই বুঝতে পারবে যে দুনিয়াটা হচ্ছে আমাদের হৃদয়কে ঘিরে রাখা একটা বিরাট ছায়ার মত, সেজন্যেই দুনিয়াটাকে এমন ফাঁকা মনে হয় এবং অবশেষে অসহনীয় হয়ে ওঠে, ও মা, জন্ম নেয়ার কী মানে, জন্ম নেয়ার মানে মারা যাওয়া, মারিয়া বারবারা।

দীর্ঘ এই যাত্রাগুলোর সেরা দিক হচ্ছে দার্শনিক আলাপ-আলোচনা। ইনফ্যান্টে ডোম প্রেদ্রো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, মায়ের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়েছে, ঘরোয়া আন্তরিকতার চমৎকার একটা দৃশ্য তৈরি করল তা, এবং দেখাচ্ছে যে ইনফ্যান্টে আর পাঁচটা শিশুর চেয়ে আলাদা নয়, ও ঘুমানোর সময় চোয়ালটা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঝুলে পড়েছে এবং লালার একটা ধারা গড়িয়ে পড়ে এমব্রয়ডারী করা কলার অবিন্যস্ত করে দিচ্ছে। এক ফোঁটা অশ্রু মুছল রাজকুমারী। গোটা মিছিলের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত মশাল জ্বলে উঠল যেন ভার্জিনের হাত থেকে খসে পড়া তারার মালা এবং যেটা, কোনও বিশেষ আশীর্বাদের কারণে, পর্তুগীজ মাটিতে নেমে এসেছে। অন্ধকার নামার পর ইভোরায় প্রবেশ করব আমরা।

ইনফ্যান্টে ডোম ফ্রান্সিস্কো এবং ডোম অ্যান্টোনিয়োকে নিয়ে আমাদের পৌঁছার অপেক্ষা করছেন রাজা, মশালের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতেই বুনো উল্লাস প্রকাশ করল ইভোরাবাসী, সৈনিকরা প্রথামাফিক তোপধ্বনি করল, এবং তখন রানী এবং রাজকন্যা রাজার কোচে স্থানান্তরিত হলেন, জনতার উৎসাহ-উদ্দীপনার সীমা পরিসীমা নেই, এমন আনন্দ আর সুখ কেউ কখনও দেখে নি। হোয়াও এলভাস যে ওয়্যাগনে চেপে এসেছে ইতিমধ্যে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে সেটা থেকে, দুপায়েই ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে ওর, এবং মনে মনে ও ঠিক করে ফেলল যে আগামীতে ওগুলোকে চুপচাপ বসে ঝুলিয়ে না রেখে যে কাজের জন্যে বানানো সেই কাজেই লাগাবে, নিজের পায়ে হাঁটার চেয়ে কোনও মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর আর কিছু নেই। সেরাতে অভিজাতজনটি এলেন না, কিন্তু যদি তিনি আসতেন, এই উপলক্ষ্যে কীসের বর্ণনা দিতে পারতেন তিনি, রয়্যাল ব্যাঙ্কোয়েট এবং অনুষ্ঠানাদি, হয়ত, কিংবা বিভিন্ন কনভেন্ট দর্শন, উপাধি প্রদান, ত্রাণ বিতরণ এবং হাতে চুমু খাওয়া। এখানে হোয়াও এলভাসের আগ্রহ জাগানোর মত একটা জিনিসই আছে, খানিকটা সাহায্য পাওয়া, অবশ্য সন্দেহ নেই,

তাও শেষ পর্যন্ত আসবে ওর কাছে। পরদিন, হোয়াও এলভাস রাজা নাকি রানীকে সঙ্গ দেবে ঠিক করে উঠতে পারল না, কিন্তু শেষমেষ ডোম হোয়াও পঞ্চমের সঙ্গে যাওয়াটাই বেছে নিল, ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে ও, কারণ বেচারি ডোনা মারিয়া আনা, যিনি একদিন পরে রওনা দিয়েছেন, এমন এক তুষার-ঝড়ে পড়ে গেলেন যে মুহূর্তের জন্যে তিনি ভাবলেন, ভিন্ন ঋতুতে উত্তপ্ত আবহাওয়ার জন্যে পরিচিত আমাদের পেরিয়ে আসা ওইসব জায়গাগুলোর মত একটা জায়গা ভিলা ভিকোসার বদলে বুঝি নিজ দেশ অস্ট্রিয়ার দিকে যাচ্ছেন। অবশেষে, রাজা লিসবন থেকে যাত্রা শুরু করার আটদিন পর, ষোল তারিখ সকালে, সম্পূর্ণ মিছিলটা এলভাসের উদ্দেশে রওনা দিল, সম্রাট, সৈনিক, ভিখেরি, চোর, এমন জাঁকজমক কখনও দেখে নি যারা সেইসব রাস্তার ছেলেদের টিটকারী দিল, স্রেফ কল্পনা করুণ, কেবল রাজবাড়ির জন্যেই একশো সত্তরটা ক্যারিজ, যার সঙ্গে অগুণতি অভিজাত এবং গণ্যমান্যদের গুলোও যোগ করতে হবে, ইভোরার বিভিন্ন গিল্ড, এবং পারিবারিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ নষ্ট করতে চায় নি যারা সেইসব ব্যক্তিবিশেষের গুলোও আছে, তাদের বংশধরেরা বড় গলায় বলবে যে ওদের গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার রাজ পরিবারের সঙ্গে এলভাস পর্যন্ত গিয়েছিল যেখানে রাজকন্যাদের বিনিময় হয়েছে, কথাটা কখনও ভুলে যেয়ো না, ঠিক আছে।

ওঁরা যেখান দিয়েই যাচ্ছেন, স্থানীয় লোকজন তাদের সার্বভৌম সম্রাটের আশীর্বাদ-প্রার্থনায় রাস্তার ধারে ভীড় জমাল এবং হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, যেন হতভাগ্য মানুষগুলো মনে করেছে যে ডোম হোয়াও পঞ্চম পায়ের কাছে তামার মুদ্রা ভর্তি একটা চেস্ট নিয়ে যাচ্ছেন যা মুঠি ভরে বীজ ছড়ানোর মত দরাজ ভঙ্গিতে দুপাশের জনতার মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি, ব্যাপারটা বিরাট এক শোরগোল এবং কৃতজ্ঞতার আওয়াজ সৃষ্টি করল, রাস্তার ওপর নেমে এল জনতা, টাকা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল ওরা, কাদায় দেবে যাওয়া কয়েকটা কয়েন নিতে ছেলে-বুড়োর একই রকমভাবে গড়াগড়ি খেতে দেখা, পানিতে পড়ে যাওয়া কয়েন উদ্ধার করার জন্যে একটা বুড়োকে হাতড়াতে দেখাটা খুবই অদ্ভুত লাগছে, এবং রাজকীয় মিছিল গম্ভীর ভাব ধরে এগিয়ে গেল, কর্তৃত্বময়, এমনকি হাসির চিহ্নও নেই, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর কখনও হাসেন না, এবং নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কারণ আছে তার, কে জানে, হয়ত নিজের সৃষ্টি করা জগৎ নিয়ে লজ্জায় পড়ে গেছেন তিনি। হোয়াও এলভাসও আছে এখানে, নিজের টুপিটা যখন রাজার দিকে বাড়িয়ে ধরল ও, হিজ ম্যাজেস্টির একজন প্রজা হিসাবে এটাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করছে, কয়েকটা কয়েন পেয়ে গেল, বুড়ো মানুষটা কেমন ভাগ্যবান, এমনকি ওকে হাঁটু গেড়ে বসতেও হল না, স্যুপ এসে ওর দরজায় কড়া নাড়ছে, এবং টাকা ঝরে পড়ছে ওর হাতে।

সেদিন সন্ধ্যা পাঁচটার পর নগরে পৌঁছাল মিছিলটা। তোপধ্বনি করল আর্টিলারি, এবং সমস্ত কিছু এমন সময় ধরে হচ্ছে বলে মনে হল যে তপোধ্বনির একটা আওয়াজ সীমান্তের অপর পার হতে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল স্পেনের রাজাগণ তখন বাডাজযে প্রবেশ করলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে এসে পড়া কারও মনে

হবে নির্ঘাৎ বিরাট কোনও যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে বুঝি, কিন্তু রেওয়াজের বিপরীতে, রাজাধিপতি এবং ভিখেরি বেশি পরিচিত সৈন্য এবং ক্যাপ্টেইনের বিরুদ্ধে বৈরিতায় যোগ দিল। এগুলো অবশ্য শান্তির তোপধ্বনি, উৎসবের দিনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত সেইসব আলোকসজ্জা এবং পাইরোটেকনিকসের স্টাইলে আতশবাজির খেলা, রাজা এবং রানী এখন তাঁদের কোচ থেকে নেমেছেন, নগর তোরণ হতে ক্যাথেড্রাল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা করলেন রাজা, কিন্তু তিক্ত ঠাণ্ডা হাত এবং মুখকে এমন খরখরে দিয়েছে যে ডোম হোয়াও পঞ্চম এই প্রথম যুদ্ধেই পরাস্ত হয়ে ফের নিজের কোচে উঠে পড়লেন, সেরাতে তিনি রানীকে বেশকিছু কড়া কথা বলতে পারেন, কারণ রানীই হিমেল বাতাসের কথা বলে আর আগ বাড়তে অস্বীকার করেছেন, যেখানে ব্যাপারটা রাজাকে এলভাসের রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে ক্যাথেড্রালের চ্যাপ্টারের পেছন পেছন যাবার সন্তোষ এবং আনন্দ যোগাত যে তাঁর সঙ্গে উত্তোলিত ক্রস এবং পবিত্র কাঠ নিয়ে অপেক্ষা করছে, যেটাকে চুমু দেয়া হয়েছে কিন্তু সঙ্গী হওয়া হয় নি, হোয়াও পঞ্চম সেই *ভায়া ক্রুসিসে* হাঁটেন নি।

ঈশ্বর যে তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের ভালোবাসেন তার সবরকম প্রমাণ রেখেছেন। অসংখ্য দিন আর বহু কিলোমিটার ধরে তাদের ধৈর্য আর স্থিরতা পরীক্ষা করার পর, ওদের অসহনীয় ঠাণ্ডায় এবং মুষলধারা বৃষ্টির মাঝে ফেলে, যেমন বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি আমরা, তিনি তাদের বিশ্বাস এবং হালছাড়া ভাবের প্রতিদান দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং ঈশ্বরের পক্ষে যেহেতু সব কিছুই সম্ভব, তাঁকে কেবল আবহাওয়ার চাপটুকু তুলে নিতে হয়েছে, এবং আস্তে আস্তে মেঘ সরে গেছে এবং সূর্য দেখা দিয়েছে, এবং এসবই ঘটল যখন দুটো রাজ্যের মধ্যে রাজদূতেরা চুক্তির শর্তাবলী চূড়ান্ত করছেন, খুবই জটিল একটা কাজ, চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছার আগে তিনদিন আলোচনা চালানোর প্রয়োজন হল এবং প্রত্যেকটা নড়াচড়া ভঙ্গি এবং শব্দ সাবধানে হিসাব করা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে, যাতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে তুলক্ষেত্রে কোনও রাজত্বই অবনমিত বা কমে না যায়। রাজা যখন উনিশ তারিখে এলভাস থেকে রওনা হয়ে কাইয়া নদীর উদ্দেশে এগোলেন, ঠিক সামনেই রয়েছে ওটা, সঙ্গে আছেন রানী এবং ক্রাউন প্রিন্সরা এবং সবকজন ইনফ্যান্টা, আবহাওয়া নিখুঁত, নীল আকাশ এবং সবচেয়ে অমায়িক রোদের আলো। আপনি যেমন কল্পনা করছেন, এই অন্তহীন মিছিলের জাঁক জমক দেখার জন্যে হাজির হয়েছে সবাই, কোচগুলোকে টেনে চলা ঘোড়াগুলোর বেণীকরা কেশরের চকচকে কার্ল, দ্যুতিময় সোনা এবং রূপা, ট্রাম্পেট এবং নাকাড়ার পর্যায়ক্রমিক আওয়াজ, মখমলের ট্র্যাপিংস, হলবারডিয়ার, ক্যাভালরি ট্রুপ, ধর্মীয় প্রতীক, এবং উজ্জ্বল মণিরত্ন, আমরা আগেই বৃষ্টির ভেতর এসবের বন্দনা করেছি, এখন আমরা নিশ্চিত করতে সক্ষম হব যে মানুষের মনকে খুশি করতে এবং উৎসবের প্রাণ বাড়াতে সূর্যের আলোর কোনও তুলনা হয় না।

এলভাস আর আশপাশের কয়েক লীগ এলাকার মানুষ রাস্তার পাশে জমায়েত হয়েছে, নদীর কাছে একটা জুৎসই জায়গার খোঁজে মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে

এসেছে ওরা, নদীর দুতীরেই গিজগিজ করছে মানুষ, এদিকটায় পর্তুগীজরা, ওধারে স্প্যানিয়ার্ডরা, এবং ওদের উল্লাস আর অভিনন্দন শোনার সময় এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল যে আমরা শত শত বছর ধরে একে অন্যকে হত্যা করে আসছি, সুতরাং সমাধানটা হয়ত ওখানে যারা বাস করে তাদের সীমানার দুপাশে বিয়ে দিয়ে দেয়া, যাতে করে ভবিষ্যতের যেকোনও যুদ্ধ হয়ে পড়বে একেবারে পারিবারিক, যেহেতু পরবর্তীগুলো অনিবার্য। তিনদিন ধরে এখানে আছে হোয়াও এলভাস, ভাল একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে ও, গ্যালারি থেকে দেখার সুযোগ, যেমন বলা হয়, যদি তেমন কিছুর অস্তিত্ব থাকে এখানে। বিচিত্র কোনও খেয়ালে তাড়িত হয়ে নিজ নগরে প্রবেশ এড়িয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, ফিরে যাবার গভীর প্রত্যাশার বিপরীতে। অন্য সবাই চলে যাবার পর যাবে ও এবং নীরব রাস্তাঘাটে বিনা উপদ্রবে ঘুরে বেড়াতে পারছে সে, নিজের আনন্দ বাদে অন্য কোনও আনন্দ ছাড়া, যদি না তরুণ বয়সে ফিরে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে তিক্ততায় পর্যবসিত হয় তা। সিদ্ধান্তটা নেয়া ভালই হয়েছে, মালপত্র নামানোর কাজে হাত লাগাতে পেরেছে ও এবং নদীর ওপর একটা পাথুরে সেতুর ওপর বানানো রাজকীয় দুই দলের সভাস্থল বাড়িটায় প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। তিনটা রুম আছে বাড়িটায়, দুপাশে দুটো দুইজাতির সার্বভৌম অধিপতিদের, এবং মাঝখানে তৃতীয়টা, যেখানে বিনিময় সম্পাদিত হবে, এতদ্বারা আমি বারবারাকে হস্তান্তর করছি, এবার মারিয়াকে হস্তান্তর করুন। শেষ মুহূর্তে যে সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা নেই কারও, সবচেয়ে ভারি বোঝাটা বহন করার দায় পড়েছে হোয়াও এলভাসের কাঁধে, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে সেই অভিজাতজনটি হাজির হলেন যার উপস্থিতি যাত্রার সময়টায় একেবারে ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যাপার ছিল, হোয়াও এলভাসকে তিনি বললেন, ওই বাড়িটাকে বদলে কেমন অচেনা করে ফেলা হয়েছে যদি বুঝতে পারতে, পর্তুগীজদের বরাদ্দ দেয়া রুমটা ক্রিমসন ডামাস্ক এবং সোনার ব্রোকেডের ভ্যালেন্স ট্রাপেস্টারির পর্দা দিয়ে সাজানো হয়েছে, মাঝখানের রুমটার আমাদের অর্ধেকটার বেলায়ও একই অবস্থা, এবং বাকিটা, ক্যাস্টিলেকে বরাদ্দ দেয়া, নিরেট সোনায় বানানো একটা অর্নামেন্টাল ব্রাঞ্চে ঝোলানো সবুজ এবং শাদা গোছায় সাজানো হয়েছে, রুমের মাঝখানে, যেখানে রাজকন্যাদের উপস্থাপন করা হচ্ছে, একটা সুবিশাল টেবিল দাঁড়িয়ে, রুমের আমাদের দিকে সাতটা চেয়ার এবং স্প্যানিশ সাইডে সাতটা চেয়ার, আমাদের চেয়ারগুলো সোনার টিস্যুতে মোড়ানো এবং ওদেরগুলো রূপার, এটুকুই তোমাকে বলতে পারি আমি, কারণ এরচেয়ে বেশি দেখি নি, এবং এখন যাচ্ছি আমি, কিন্তু ঈর্ষাকাতর হয়ো না, কারণ এমনকি আমিও হয়ত ওখানে ঢুকতে পারব না, তো ভেবে দেখ তুমি পারবে কিনা, আমাদের যদি আবার কোনওদিন দেখা হয়, ব্যাপারটা কেমন ছিল তোমাকে বলব আমি, যদি কেউ বলে আমাকে, কেননা আমরা যদি জানতে চাই, একজনকে অরেক জনের কাছে প্রকাশ করতেই হবে।

মা আর মেয়েদের কাঁদতে দেখাটা খুবই করুণ, বাবারা তাদের আসল অনুভূতি গোপন করার জন্যে চেহারা কঠিন করে রেখেছেন, এবং বাগদত্ত দম্পতি চোখের

কোণ দিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করছে তারা তাদের সঙ্গীকে পছন্দ বা অপছন্দ করছে কিনা, কিন্তু নিজেদের চিন্তা নিজের মাঝেই রাখল ওরা। নদীর কিনারে জড়ো হওয়া জনগণ কার্যক্রমের কিছুই দেখতে পেল না, তবে দৃশ্যটাকে মনের পর্দায় দেখার জন্যে নিজের অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির ওপর নির্ভর করল তারা, নিজেদের বিয়ের দিনের স্মৃতি, যার যার বাবা-মা একে অন্যকে আলিঙ্গন করছেন, দেখতে পেল ওরা, বর-কনের মাঝে চোরা চাউনি, কনেদের রেঙে ওঠা, আহা, আহারে, পুরুষ রাজা হোক কিংবা একজন সাধারণ মানুষ, দারুণ একটা সঙ্গমের চেয়ে ভাল কিছু আর হয় না, আমাদের জাতিটা সত্যিই অশালীনদের জাতি।

উল্লেখযোগ্য সময় ধরে চলল অনুষ্ঠান। আস্তে আস্তে নীরব হয়ে গেল জনতা, যেন অলৌকিক ঘটনা বলে, ব্যানার এবং স্ট্যান্ডার্ডগুলো বাতাসে নড়ছে না বললেই চলে, এবং সৈনিকদের সবাই সেতুর ওপরের বাড়িটার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। মধুরতম সুরের কোমল ছোঁয়া পরিপূর্ণ করে দিল বাতাস, ছোট ছোট কাঁচ আর রূপার ঘণ্টার টুং টাং, মাঝেমাঝে যা কর্কশ শোনাচ্ছে, যেন সুরের গলায় আটকা পড়ছে আবেগ, কী ওটা, হোয়াও এলভাসের পাশে দাঁড়ানো এক মহিলা জানতে চাইল, এবং বুড়ো জবাব দিল, ঠিক জানি না আমি, তবে হয়ত সার্বভৌম রাজা এবং তাদের পরিবারকে আনন্দ দেয়ার জন্যে কেউ সঙ্গীত বানাচ্ছে, আমার অভিজাতজন এখানে থাকলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম, কারণ তিনি সব জানেন, অবশ্য তিনি ওদেরই একজন। বাজনা থেমে গেল, যার যার জায়গায় ফিরে গেল সবাই, নীরবে বয়ে চলল কাইয়া নদী, পতাকার কোনও টুকরোও রইল না, ড্রামের শব্দের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও না, এবং হোয়াও এলভাস কোনওদিন জানতে পারবে না যে সে ডোমিনিকো স্কারলেত্তির হারপসিকর্ড বাদন শুনেছে।

বিরাট আকারের সুবাদে মিছিলের নেতৃত্বে রয়েছেন ওঁরা, যা এটাকে স্বাভাবিক করে দেয় যে জায়গাটার গর্ব থাকা উচিত ওঁদের, এঁরা হচ্ছেন সেইন্ট ভিনসেন্ট এবং সেইন্ট সেবাস্টিয়ান, দুজনই শহীদ, যদিও প্রথম জনের শহীদ হওয়ার প্রতীকি একটা হাত ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন নেই, বাকিটা স্রেফ তাঁর ডায়াকনেট আর হেরালডিক রাভেনের এমব্লেম, এবং অন্য সেইন্ট চরিত্রগতভাবে গাছের সঙ্গে নগ্ন অবস্থায় বাঁধা রূপে উপস্থাপিত হয়েছেন, এবং ভয়ঙ্কর ক্ষতের ছিদ্রগুলোসহ, যেগুলো থেকে বুদ্ধিমানের মত তীরগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে যাতে যাত্রার সময় ভেঙে না যায়। একেবারে পেছনেই আসছেন মহিলারা, তিন সাধ্বী সুন্দরী, এবং সবচেয়ে সুন্দরীজন হাঙ্গেরীর রানী সেইন্ট ইসাবেল, তারপর সেইন্ট ক্লেয়ার এবং সবশেষে সেইন্ট টেরেসা, যিনি চরম আবেগপ্রবণ মহিলা আধ্যাত্মিক আবেগে নিমগ্ন, অন্তত তার কর্মকাণ্ড এবং বাণী থেকে তেমনটাই ধরে নেয় মানুষ, এবং আমরা সেইন্টদের অন্তর বুঝতে পারলে আরও অনেক বেশি ধারণা করতে পারতাম। সেইন্ট ক্লেয়ারের ঠিক ডান পাশে আছেন সেইন্ট ফ্রান্সিস, এবং এই পছন্দ কোনও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে নি, কারণ সেই আসিসির আমল হতেই পরস্পরকে চেনেন ওঁরা এবং এখন পিনটেউসগামী পথে আবার পরস্পরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তাঁদের বন্ধুত্ব, কিংবা যা কাছাকাছি নিয়ে এসেছে ওদের দুজনকে, গুরুত্বহীন রয়ে যাবে যদি না তাঁরা যেখানে আলাপ শেষ করেছিলেন আবার সেখান থেকে শুরু করেন, যেমনটা বলছিলাম আমরা। এটা যদি সেইন্ট ফ্রান্সিসের জন্যে সবচেয়ে জুৎসই জায়গা হয়ে থাকে, যেহেতু এই প্যারেডে যাদের প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে সেই সেইন্টদের মধ্যে তাঁরই রয়েছে সবচেয়ে বেশি মেয়েলি গুণ, কোমল হৃদয় এবং হাস্যময় চেহারার দরুণ, একইভাবে সঠিক জায়গা পেয়েছেন সেইন্ট ডোমিনিক এবং সেইন্ট ইগনাশিয়াস, দুজনই ইবারিয়ান এবং কঠোর, পরবর্তীতে দানবীয়, যদি তা দানবকে আঘাত না দেয়, শেষ পর্যন্ত একথাটা বলা যদি যুক্তযুক্ত না হয় যে, কেবল একজন সেইন্টই ইনকুইজিশনের উদ্ভাবন করতে পারেন এবং আরেকজন সেইন্ট আত্মার গঠন। এসব সূক্ষ্ম বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত যে কারও কাছে এটা পরিষ্কার যে সেইন্ট ফ্রান্সিস সন্দেহের মাঝে রয়েছেন।

অবশ্য ধর্মপ্রাণতার ব্যাপার যখন আসে, সবার জন্যেই কিছু না কিছু থাকে। ক্ষেতে কাজ করে এবং লিখিত শব্দের চাষাবাদ করে সময় কাটানো সেইন্টকে পছন্দ করে যারা, তাদের জন্যে রয়েছেন সেইন্ট বেনেডিক্ট, যারা জীবনকে ন্যায়পরায়ণতা, প্রজ্ঞা এবং কৃচ্ছ্রতা সাধনার দিকে তাদের জীবন পরিচালনাকারী সেইন্ট পছন্দ করে

তারা নিয়ে এসেছে সেইন্ট ব্রুনোকে। যারা মিশনারী চেতনা চাগিয়ে তোলার ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রুসেডিয় উদ্দীপনা জাগানোর মত একজন সেইন্টকে শ্রদ্ধা করে, সেইন্ট বার্নার্ডকে টেক্কা দেয়ার মত নেই কেউ। তিনজন সেইন্টকে একসঙ্গে রাখা হয়েছে, সম্ভবত তাঁদের মধ্যে অসাধারণ মিল আছে বলে, সম্ভবত তাঁদের সম্মিলিত গুণাবলী একজন আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করে বলে, কিংবা হয়ত সবকজন সেইন্টের নাম একই হরফ দিয়ে শুরু হয়েছে বলে, এই ধরনের কাকতালীয় ঘটনার কারণে মানুষের কাছাকাছি আসাটা বিচিত্র নয়, এখান থেকে ব্যাখ্যা মিলতে পারে যে কেন আমাদের পরিচিত কিছু মানুষ, যেমন বালতাসার ও ব্লিমুন্দা, একসঙ্গে হয়েছিল এবং বালতাসারের প্রসঙ্গ যখন এসেছে, সেইন্ট জন অভ গডের মূর্তিবাহী ষাঁড়ের দায়িত্বে রয়েছে ও, ইটালির স্যান্টো অ্যান্টোনিয়ো ডো টোজালে অবতরণ করা কনফ্র্যাটারনিটির মাঝে একমাত্র পর্তুগীজ সেইন্ট, এবং এগিয়ে যচ্ছেন মাফরার উদ্দেশে, এ পর্যন্ত এই গল্পে বর্ণিত প্রায় সবার মতই।

সেইন্ট জন অভ গডের পেছনে, মন্টেমরে যার বাড়িতে আঠার মাসেরও বেশি দিন আগে রাজকুমারীদের সঙ্গে নিয়ে সীমান্তের উদ্দেশে যাবার পথে গিয়েছিলেন ডোম হোয়াও পঞ্চম, যদিও আগে কথাটা বাদ দিয়ে গিয়েছিলাম আমরা, যা জাতীয় উপসনালয়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার ঘাটতি তুলে ধরে, এই বিস্মৃতি যেন ক্ষমা করেন সেইন্ট, সেইন্ট জন অভ গডের পেছনে, যা বলছিলাম আমরা, আসছেন অপেক্ষাকৃত কম মহিমাময় ডযেনখানেক সেইন্ট যাদের অনেক প্রশংসনীয় মর্যাদা এবং গুণ আমরা অবজ্ঞা করতে চাই না, কিন্তু প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে এই জগতের খ্যাতির সহযোগিতা যদি না মেলে কারও পক্ষে স্বর্গে মহিমা লাভ করা সম্ভব নয়, বিষম এক অসাম্যতার শিকার হয়েছেন এইসব সেইন্ট এবং তাদের নিচু মর্যাদার কারণে, জন অভ ম্যাথা, ফ্রান্সিস অভ পাওলা, ক্যাজাটেন, ফেলিক্স অভ ভ্যালোয়েস, পিটার নোলাসকো, ফিলিপ নেরি জাতীয় নাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছেন, সাধারণ মানুষের নামের মত সব নাম, কিন্তু ওঁরা অভিযোগ তুলতে পারেন না, কারণ প্রত্যেক সেইন্টের নিজস্ব ঠেলাগাড়ি আছে এবং সাবধানে আড়াআড়িভাবে বহন করা হচ্ছে, পাঁচতারকা অন্যদের মত ফ্লক, উল, আর বস্তাভর্তি হাস্ক-এর নরম বিছানায়, এটা তাঁদের রোবের ভাঁজ কুঁকড়ে যাওয়া ঠেকাচ্ছে, এবং কানগুলো বেঁকে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করছে, কারণ দেখতে কঠিন বলে মনে হলেও, এই মার্বল স্ট্যাচুগুলো ভঙ্গুর, মাত্র গোটা দুই টোকা খেলেই হাতজোড়া খোয়াবেন ভেনাস। বালতাসার ও ব্লিমুন্দার সঙ্গে ব্রুনো, বেনেডিক্ট এবং বার্নার্ডকে গুলিয়ে ফেলে স্মৃতিশক্তি হারাতে শুরু করেছি আমরা এবং আমরা বার্টোলোমিউ ডি গাসমাও বা লরেনসো, যেরূপটাই আপনি পছন্দ করুন, ওঁ-কে ভুলে গেছি, যাকে কখনওই চট করে নাকচ করে দেয়া যাবে না। কারণ, কথায় আছে যে মারা যাচ্ছে তার জন্যে শোক, দ্বিগুণ শোক, যদি না তাকে বাঁচাতে কোনওরকম সত্যি বা মিথ্যা ধর্মপ্রাণতা থাকে।

ইতিমধ্যে পিন্টেয়াস পেরিয়ে এসেছি আমরা এবং আঠারটা ঠেলাগাড়িতে জুৎসই ষাঁড়সহ বোঝাই করা আঠারখানা মূর্তি নিয়ে ফ্যানহোজের উদ্দেশে এগোচ্ছি আমরা, এবং অসংখ্য মানুষ, যেমন আগেই বলা হয়েছে, দড়িদড়া সামাল দিচ্ছে, কিন্তু এই অভিযাত্রাকে কোনওভাবে বেনেডিক্টশন স্টোন, প্যাট্রিয়ার্ক যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদ দেবেন সেই বেলকনির পাথর, বহনকারী সেই অভিযাত্রার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না, জীবনে মাত্র একবারই এসব ব্যাপার ঘটতে পারে, এবং মানুষের মেধা যদি কঠিন কাজকর্ম সহজে সারার উপায় বের করতে না পারত, দুনিয়াটাকে এর আদিম পর্যায়ে রেখে দেয়াই হত পছন্দনীয়। মিছিলটা যাবার সময় অভিনন্দন জানাতে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে লোকজন, সেইন্টদের শোয়ানো অবস্থায় দেখে অবাক হল ওরা, এবং সঙ্গত কারণেই, যেন লিটারে আছেন ওঁরা, কেননা ঠেলাগাড়িতে মূর্তিগুলোকে সোজা দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেই অনেক সুন্দর এবং ঢের বেশি উন্নত হত, তাহলে এমনকি সবচেয়ে খাট মূর্তিটাও, যেগুলো আদতে উচ্চতায় তিন মিটারেরও কম, আমাদের সমান উচ্চতা, বেশ দূর হতে দেখা যেত, এবং আপনি কল্পনা করতে পারেন সামনের মূর্তি দুটোর, সেইন্ট ভিনসেন্ট আর সেইন্ট সেবাসস্টিয়ানের প্রভাব, যেগুলো প্রায় পাঁচ মিটার উঁচু, দুই ক্রিশ্চান হারকিউলিস এবং ধর্মের চ্যাম্পিয়ন, তাঁদের বিরাট উচ্চতা থেকে টেরেস এবং জলপাই বনের মাথার ওপর দিয়ে বিস্তৃত জগতের দিকে চেয়ে আছেন, তাঁদের জন্যে এটা প্রাচীন রোম আর গ্রিসের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে তুলনীয় একটা ধর্ম হতে পারত। মিছিলটা ফ্যানহোজে থামতে বাধ্য হল, কেননা স্থানীয় অধিবাসীরা নাম ধরে বিভিন্ন সেইন্টের পরিচয় জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল, কারণ ওরা তো আর হররোজ, এমনকি চলার পথেও, এমন আত্মিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদার অতিথিদের সাক্ষাৎ পায় না, নির্মাণ সামগ্রির প্রতিদিনের চালান এক কথা, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ্ আগে দেখা দৃশ্যটা সম্পূর্ণ আলাদা, যখন ঘণ্টার অন্তহীন একটা কনভয় পার হয়ে গিয়েছিল, যেগুলোর একশোটারও বেশি মাফরার বেল-টাওয়ারগুলো থেকে বাজবে, এইসব ঘটনার আমোচনীয় স্মৃতি, এবং এই পবিত্র দেবনিচয় হচ্ছে একেবারে ভিন্ন জিনিস। সেইন্টদের শনাক্ত করার জন্যে স্থানীয় প্যারিশ প্রিস্টকে তলব করা হল, কিন্তু পুরোপুরি সন্তোষজনক হল না তাঁর জবাব, কারণ সব সেইন্টদের নাম পেডেস্টালে পরিষ্কারভাবে খোদাই করা নেই, এবং বহু ক্ষেত্রেই প্যারিশ প্রিস্টের যোগানো নামটাই মিলল কেবল, ইনি সেইন্ট সেবাস্টিয়ান, চট করে চিনে ওঠাটা এক কথা, কিন্তু স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করা সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রিয় ভাই সকল, এখানে তোমরা যেই সেইন্টকে দেখছ তিনি হচ্ছেন ফেলিক্স অভ ভ্যালোইস, যিনি সেইন্ট বার্নার্ডের একজন শিষ্য ছিলেন, ওখানে সামনে আছেন যিনি এবং পেছনে উপস্থিত সেইন্ট জন অভ ম্যাথার সঙ্গে অর্ডার অভ ট্রিনিটারিয়ান প্রতিষ্ঠা করেছেন, শয়তানদের কবল হতে দাসদের উদ্ধার করার জন্যে গঠন করা হয়েছিল তা, আমাদের পবিত্র ধর্মকে শক্তিশালী করে তোলা মহৎ গল্পগুলোর কথা ভাব শুধু, হা হা হা, ফ্যানহোজের

বাসিন্দারা হাসে, এবং বিশ্বাসীদের কবল থেকে দাসদের উদ্ধার করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হবে কবে, রেভারেন্ড প্রাইওর।

নিজেকে বাঁচাতে উদগ্রীব প্রিস্ট অভিযানের দায়িত্ব প্রাপ্ত গভর্নরের কাছে গিয়ে ইটালি থেকে আসা রপ্তানি পণ্যের দলিলপত্র দেখার অনুমতি চাইলেন, নিজের টলে যাওয়া আত্মবিশ্বাস উদ্ধার করার ধূর্ত প্রয়াস, এবং অচিরেই ফ্যানহোজবাসীরা দেখতে পেল যে তাদের অজ্ঞ প্যাস্টর চার্চ ইয়ার্ডের দেয়ালে উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং ঠেলাগাড়িতে চেপে সেইন্টরা অতিক্রম করে যাবার সময় জোর গলায় এক এক করে পবিত্র নামগুলো পড়তে শুনল তারা, একেবারে শেষ সেইন্ট পর্যন্ত, ঘটনাক্রমে যিনি সেইন্ট ক্যাজেটান, হোসে পিকুইনোর টানা ঠেলাগাড়িতে আছেন তিনি, যারা হাত তালি দিচ্ছে তাদের দিকে যেমন তেমনি হাততালির দিকেও তাকাচ্ছে সে। কিন্তু হোসে পিকুইনো আবার একজন দুষ্ট লোক যাকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই সাজা দেয়া হয়েছে, ঈশ্বর কিংবা শয়তান কর্তৃক, পিঠের ওপর বয়ে চলা ওই কুঁজটার মাধ্যমে, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরই শাস্তি দিয়েছেন ওকে, কারণ শয়তানের যে এই জীবনে মানুষের শরীরের ওপর এমন ক্ষমতা আছে তার কোনও প্রমাণ নেই। দেখার জিনিস ফুরিয়ে গেছে, সেইন্টদের মিছিলটা এখন কাবেসো ডি মন্টে আচিকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যাত্রা শুভ হোক।

সেইন্ট জোসেফ অভ রিবামরের কনভেন্ট থেকে আলজেস ও কারনাক্সাইডের উদ্দেশে নবীশদের যাত্রা তেমন সুবিধার হল না, এখনও ওরা ওদের প্রভিনশিয়াল সুপিরিয়রের অহঙ্কার বা বদলে যাওয়া মনস্তাপের কারণে মাফরামুখী রাস্তা ধরেই ক্লান্তিকর ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে। ব্যাপারটা এরকম যে, কনভেন্টের উৎসর্গীকরণে দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্কগুলো সযত্নে বোঝাই করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে প্রয়োজনীয় ভেস্টমেন্ট এবং লিনেনসহ লিসবন থেকে উল্লেখিত কনভেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফ্রায়ারদের কমিউনিটির প্রয়োজনীয় সব রসদসহ পাঠানো হয়েছে। প্রভিনশিয়াল দিয়েছেন এইসব নির্দেশ, যিনি জুৎসই সময়ে নতুন নির্দেশ জারি করেছেন, যেমন নবীশদের তাদের নতুন কোয়ার্টারে চলে যেতে হবে, এবং রাজাকে যখন জানানো হল, দয়াময় সার্বভৌম নৃপতি এমন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন যে তিনি তাদের স্যান্টো অ্যান্টোনিয়ো ডো টোজাল বন্দর পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব মারচেন্ট ভ্যাসেলগুলো ব্যবহার করার আমন্ত্রণ জানালেন, এভাবে তাদের যাত্রার ভার এবং অবসাদ লাঘব করলেন। কিন্তু ভয়ঙ্কর বাতাসের কারণে ঢেউগুলো এমন উঁচু উঁচু আর উত্তাল ছিল যে তেমন সমুদ্রযাত্রা করাটা হত আত্মঘাতি পাগলামি, তো রাজা পরামর্শ দিলেন যে নবীশরা তাঁর ক্যারিজে যেতে পারে, একথায় পবিত্র বিবেকে জ্বলে উঠলেন প্রভিনশিয়াল সুপিরিয়র, প্রতিবাদ জানালেন, ইয়োর ম্যাজেস্টি নিশ্চয়ই যারা পশমের জামা পরবে তাদের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করছেন না, যাদের সারাক্ষণ সদাসতর্ক থাকা উচিত তাদেরকে আলস্যে উৎসাহিত করছেন না, যারা কাঁটার বিছানায় শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের জন্যে পালকের গদি যোগাচ্ছেন না, আমি বরং এমন শৈথিল্য মেনে নেয়ার চেয়ে প্রভিনশিয়াল সুপিরিয়রের পদ

ছেড়ে দেব, ইয়োর ম্যাজেস্টি, ওদের পায়ে হেঁটে যেতে দিন যাতে ওরা সাধারণ মানুষকে চমৎকার একটা উদাহরণ দেখাতে পারে, কারণ ওরা আমাদের প্রভু জেসাসের চেয়ে উন্নত নয়, যিনি মাত্র একবার একটা গাধার পিঠে চেপেছিলেন।

এইসব জোরাল যুক্তিতে হেরে গিয়ে ডোম হোয়াও পঞ্চম নিজের ক্যারিজ দেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন, ঠিক যেমন মার্চেন্ট ভ্যসেলের প্রস্তাবও ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, নবীশরা ওদের সাহসিকতা ছাড়া আর কিছুই না নিয়ে সকালে রিবামারের কনভেন্ট অভ সেইন্ট জোসেফের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে, নবীশ শিক্ষকের সঙ্গে তিরিশজন ভীত এবং প্রেরণাহীন কিশোর, ফ্রায়ার জোসেফ অভ সেইন্ট টেরেসা তাদের নেতা। বেচারা ছেলেরা, বেচারা ক্ষুদে আনাড়ির দল, যেন এটা যথেষ্ট নয় যে নবীশ-নেতা, অভ্রান্ত কোনও নিয়মের কারণে, সবচেয়ে জঘন্য স্বেচ্ছাচারী হবেন, রোজ হয় সাত, আট চাবুকের বাড়ি মারার ম্যানিয়াসহ, যতক্ষণ না হতভাগ্য প্রাণীদের পিঠ কাঁচা মাংসে ঢাকা না পড়ে, যেন এসব এবং তার চেয়ে খারাপও যথেষ্ট নয়, নবীশদের তাদের বিক্ষত আর রক্তাক্ত পিঠে বহনযোগ্য সবচেয়ে ভারী বোঝাও বইতে হয়েছে, ফলে তাদের ক্ষতগুলো ভালো হতে চায় না, এবং এখন খালি পায়ে পাহাড় আর উপত্যকা পেরিয়ে, পাথর কাদা মাড়িয়ে, এমন সব রাস্তা ধরে ছয় লীগ দূরত্ব পেরুনোর হুকুম দেয়া হয়েছে ওদের, যেগুলো যে গাধাটা মিশরে পালানোর সময় ভার্জিনকে যেপথে নিয়ে গিয়েছিল তুলনায় সেটা আরামপ্রদ মাঠ, সেইন্ট জোসেফ সম্পর্কে, ইচ্ছা করেই তাঁর সম্পর্কে কিছু বলা এড়িয়ে গেছি আমরা, কারণ ধৈর্যের প্রতিমূর্তি তিনি ।

আধ লীগ যাবার পর, বুড়ো আঙুলের ক্ষত, বিশ্বাসঘাতক কোনও পাথর, কিংবা কঠিন মাটিতে পায়ের তলার ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে নাজুকতর নবীশদের পায়ে রক্ত ঝরতে শুরু করল, ধার্মিক ক্রিমসন ফুলের একটা রেখা রেখে চলল, ঠাণ্ডাটা যদি খুব বেশি না হত, যদি এমন ঠাণ্ডা না পড়ত, নবীশদের ক্ষুদে নাকগুলো এমন ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত না হত এবং ওদের চোখগুলো যদি এমন ভীষণ রকম জ্বালা না করত, চমৎকার ধর্মীয় দৃশ্য হত এটা, স্বর্গলাভের জন্যে কত মূল্যই না দিতে হয়। নিজেদের সাহসিকতার কথা আবৃত্তি করল ওরা, সব রকম আধ্যাত্মিক নিপীড়ন প্রশমনের উপায়, কিন্তু এসব হচ্ছে শারীরিক যন্ত্রণা এবং একজোড়া স্যান্ডালই যেকোনওরকম প্রার্থনার ভাল বিকল্প হতে পারত, যতই ফলপ্রসূ হোক, প্রিয় ঈশ্বর, আপনি যদি সত্যিই এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে জোর দেন, প্রলোভনের দিকে ঠেলে দেবেন না আমাকে, কিন্তু সবার আগে পথের ওপর থেকে এই পাথরটা সরিয়ে নিন, যেহেতু আপনি পাথর এবং ফ্রায়ারদের পিতা, এবং তাদের পিতা এবং আমার সৎপিতা নন। নবীশের জীবনের চেয়ে খারাপ কিছু আর নেই, সম্ভবত আগামী বছরগুলোয় এক দোকান সহকারীর জীবন বাদে, আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে নবীশ হচ্ছে ঈশ্বরের সহকারী, জনৈক ফ্রায়ার জন অভ আউয়ার লেডি সাক্ষ্য দিতে পারবেন, ঠিক এই ফ্রান্সিস্ক্যান অর্ডারেরই এক সাবেক নবীশ যিনি কনভেন্টের

উৎসর্গীকরণের ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে প্রিচার হিসাবে মাফরায় যাবেন কিন্তু প্রিচ করার সুযোগ দেয়া হবে না তাঁকে, কারণ সামান্য বদলি প্রিচার তিনি, এবং ফ্রায়ার জন দ্য পঅঞ্চও সত্যায়িত করতে পারবেন, ফ্রায়ার হবার পর মোটা হওয়ার কারণে এ-নাম পেয়েছেন তিনি, যদিও শুকনো, স্বাস্থ্যহীন নবীশ হিসাবে কনভেন্টের জন্যে ভেড়া সংগ্রহ করতে গোটা তিন মাস ছেঁড়াখোড়া জামা গায়ে খালি পায়ে গোটা অলগার্ভে ঢুঁড়ে বেড়িয়েছেন তিনি, স্রেফ চিন্তা করে দেখুন জানোয়ারগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে কী ভোগান্তিই না পুইয়েছেন তিনি, দলে ভেড়ার সংখ্যা আরেকটা বাড়ানোর জন্যে তাঁকে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে নিয়ে যেতে হয়েছে ভেড়াগুলোকে, চরাতে হয়েছে ওদের, এবং বাধ্যতামূলক নানা ধর্মীয় কর্তব্যও পালন করতে হয়েছে তাঁকে, ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেছেন, রুটি আর পানি ছাড়া অন্য কিছু পান নি, এবং চোখের সামনে দেখেছেন ভেড়ার মাংসের লোভ লাগানো স্ট্যুর ছবি। উৎসর্গীকৃত জীবন সবসময় একই পরিণতি পায়, সেটা নবীশ, দোকানের সহকারী, কিংবা কন্সক্রিপ্টেরই হোক।

বহু রাস্তা আছে, কিন্তু কখনও কখনও সেগুলো পুনরাবৃত্ত হয়। সেইন্ট জোসেফ অভ রিবামার থেকে বিদায় নিয়ে কুয়েলাযের দিকে অগ্রসর হল নবীশরা, তারপর বেলাম আর সাবুগোর দিকে, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে মোরেলেনায় খানিকক্ষণের জন্যে যাত্রাবিরতি করল, সেখানে স্থানীয় হাসপাতালে যন্ত্রণাময় পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল ওরা, এবং আরও বেশি যন্ত্রণা নিয়ে যাত্রা শুরু করল, পিরো পিনহেইরোর দিকে যাবার সময় আস্তে আস্তে এই নতুন অত্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠল ওরা, সবচেয়ে খারাপ অংশ, কারণ রাস্তাটা মার্বল চিপসে ছাওয়া। আরও সামনে, যখন ওরা চেলেইরসের দিকে নামতে শুরু করল, রাস্তার পাশে একটা কাঠের ক্রস দেখতে পেল ওরা, এখানে যে কেউ মারা গেছে তার স্পষ্ট চিহ্ন, সম্ভবত কোনও অপরাধের শিকার, এবং ব্যাপারটা তা হোক বা না হোক, মানুষের উচিত মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তির জন্যে প্যাটারনস্টার আবৃত্তি করা, ফ্রায়ার এবং নবীশেরা হাঁটু গেড়ে বসে সমবেত প্রার্থনা করল, ঈশ্বর, ওদের অনুগ্রহ করুন, কারণ একেবারে অচেনা অজানা কারও জন্যে প্রার্থনা করা দয়ার সর্বোত্তম উদাহরণ, এবং ওরা ওখানে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায় আপনি ওদের পায়ের তলা দেখতে পারেন, কী করুণ দশা হয়েছে ওগুলোর, রক্ত এবং ময়লায় ঢাকা, স্পষ্টতই মানুষের শরীরে সবচেয়ে নাজুক অংশ, এবং এমন এক স্বর্গের দিকে ফেরানো যেখানে কখনও ঘুরে বেড়াবে না ওরা। প্যাটারনস্টার শেষ করার পর উপত্যকায় নেমে এল নবীশরা এবং সেতু অতিক্রম করল, আরও একবার নিজেদের ব্রেভিয়ারিগুলো পাঠে মগ্ন হল, সামনের দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে কোনও নজর নেই ওদের, ওকে বিড়বিড় করে কথা বলতেও শুনল না, ফ্রায়ারদের ওপর অভিশাপ পড়ুক।

নিয়তি, শুভ এবং অশুভের প্রতিনিধি, নির্ধারিত করে রেখেছে যে, মূর্তিগুলো নবীশদের মুখোমুখি হবে যেখানে যেখানে চেলেইরস থেকে আসা রাস্তা

আলকেইনসা পিকুইনা থেকে নেমে আসা রাস্তার সঙ্গে মিলেছে, এবং আকস্মিক লক্ষণটা সমাবেশের দিক থেকে বেশ আনন্দের উপলক্ষ্য হিসাবে দেখা হল। ঠেলাগাড়ির কনভয়ের সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন ফ্রায়াররা, স্কাউট এবং এক্সরসিস্টের ভূমিকা রাখলেন, যাবার সময় সুরেলা লিটানি ভাঁজলেন, কিন্তু কোনও ক্রস তুলে ধরলেন না, কারণ তা ছিল না ওঁদের, যদিও শাস্ত্র দাবী করে এভাবে তুমুল অভিবাদনের মাঝে মাফরায় প্রবেশ করল তারা, পায়ের প্রখর যন্ত্রণায় কাতর এবং ওদের উন্মত্ত করে তোলা এক বিশ্বাসে বাহিত হয়ে, নাকি সেটা ক্ষুধা, কারণ সেইন্ট জোসেফ অভ রিবামার ছেড়ে আসার পর কোনও না কোনও কূপের পানিতে ভিজিয়ে নরম করা বাসি রুটি ছাড়া আর কিছু জোটে নি ওদের কপালে, কিন্তু যে হসপিসে দিন কাটাবে সেখানে খানিকটা বিশ্রামের আশা করছে ওরা, পা চালাতেই কষ্ট হচ্ছে ওদের, ছাইয়ে পরিণত বনফায়ারের শিখার মত, ওদের উদ্দীপনা বিষণ্নতাকে পথ খুলে দিয়েছে। এমনকি মূর্তিগুলোকে নামানো হচ্ছে যে দেখতে পেল না ওরা। এঞ্জিনিয়ার এবং গতর খাটা শ্রমিকরা হাজির হল উইন্ডল্যাস, পুলি, হয়েস্ট, কেব্‌ল, প্যাড, ওয়েজ আর চোক নিয়ে, পিচ্ছিল হাতিয়ার, যেগুলো সহজে পিছলে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হয়, এ থেকেই বোঝা যায় চেলেইরসের মহিলা কেন বিড়বিড় করে ফ্রায়ারদের ওপর অভিশাপ দিয়েছিল, এবং প্রচুর ঘাম ঝরিয়ে এবং দাঁত খিঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত মূর্তিগুলো নামিয়ে ভেতর দিকে মুখ করে একটা বৃত্তাকারে খাড়া করে বসানো হল, ওঁদের দেখে মনে হল বুঝি কোনও পুনর্মিলনী বা খেলায় অংশ নিচ্ছেন ওঁরা, সেইন্ট ভিনসেন্ট এবং সেইন্ট সেবাস্টিয়ানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেইন্ট ইসাবেল, সেইন্ট ক্লেয়ার এবং সেইন্ট টেরেসা, তুলনামূলকভাবে শেষের জনকে একেবারে ক্ষুদে দেখাচ্ছে, কিন্তু মহিলাদের স্প্যানের হিসাবে মাপা ঠিক নয়, যখন তাঁরা সেইন্ট নয় এমনকি তখনও না।

নিচের উপত্যকায় নেমে এল বালতাসার এবং বাড়ির পথ ধরল, একথা সত্যি যে কনভেন্টের কাজ শেষ হতে এখনও অনেক বাকি, কিন্তু যেহেতু দীর্ঘ কষ্টসাপেক্ষ যাত্রা করে এসেছে ও, মাত্র একদিনে সেই স্যান্টো অ্যান্টোনিয়ো ডো টোজাল থেকে গোটা পথ, আগেই থামবার অধিকার ছিল ওর, ষাঁড়গুলোকে জোয়াল খুলে দেয়ার পরই। কখনও কখনও মনে হয় সময় খুব ধীরে পার হচ্ছে, ছাদের কিনারায় সোয়ালো পাখির বাসা বাঁধার মত, ওটা ঢোকে, বের হয়, আসে যায়, কিন্তু সবসময় চোখের সামনে থাকে, এবং আমরা এবং সোয়ালো দুজনই মনে করতে পারি যে এমনভাবেই থাকতে হবে আমাদের অনন্তকাল, কিংবা অন্তত তার অর্ধেক কাল পর্যন্ত, খুব একটা খারাপ হবে না সেটা। কিন্তু হঠাৎ, সোয়ালোটা ওখানে ছিল, এবং তারপর নেই, তখন আর ওটা নেই ওখানে, অথচ এক মুহূর্ত আগেও ওটাকে দেখেছি আমি, তাহলে কোথায় উধাও হয়ে যেতে পারে, যেমন আমরা যখন আয়নার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করি, প্রিয় ঈশ্বর, কেমন করে সময় গড়িয়ে গেছে, কত বুড়িয়ে

গেছি আমি, মাত্র গতকালও আমি ছিলাম পড়শীদের প্রিয়, এবং আজ প্রিয় এবং পড়শী উভয়ই পড়তির দিকে, বালতাসারের কাছে কোনও আয়না নেই, আমাদের চোখগুলো ছাড়া, যেগুলো ওকে শহরের দিকে চলে যাওয়া কাদাময় রাস্তা বরাবর নামতে দেখছে, এবং ওই চোখগুলোই ওকে বলল, তোমার দাড়ি এখন পুরোপুরি শাদা হয়ে গেছে, বালতাসার, তোমার কপাল বলীরেখায় পূর্ণ, বালতাসার, তোমার গলা কুঁকড়ে গেছে, বালতাসার, তোমার কাঁধজোড়া ঝুলে পড়তে শুরু করেছে, বালতাসার, তুমি তোমার আগের সত্তার একটা ছায়া, বালতাসার, কিন্তু নিশ্চয়ই এটা আমাদের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, কারণ আসলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে একজন মহিলা, এবং আমরা যেখানে একজন বুড়ো মানুষকে দেখেছি সে দেখতে পাচ্ছে এক তরুণকে যে কিনা সেই সৈনিকটি ছাড়া অন্য কেউ নয় যাকে ও একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, কী নাম তোমার, হয়ত এমনকি তাকেও দেখছে না ও বরং কেবল এই নোংরা, শাদা-দাড়ির একহাতঅলা লোকটাকে দেখছে, যার ডাকনাম সেটে-সয়েস, কাদার রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে, যে তার বুড়োটে চেহারা সত্ত্বেও, মেয়েটার জীবনে এক ধ্রুব সূর্য, সে সবসময় ঝলমল করে বলে নয়, বরং সে এমন প্রবলভাবে প্রাণময় বলে, মেঘে ঢাকা এবং গ্রহণের আড়ালে পড়ে যাওয়া, কিন্তু প্রাণবন্ত, প্রিয় ঈশ্বর, ছড়িয়ে দেয়া হাতের মত, কার হাত, জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি, কেন, ওরগুলো তার দিকে এবং তারগুলো ওর দিকে, পাবলিক স্কয়্যারে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে প্রবীণ দম্পতি মাফরা শহরে স্ক্যান্ডালের বিষয় হল, কিন্তু সম্ভবত ওদের কোনও ছেলেপুলে না থাকায় এখনও ওরা নিজেদের বয়সের চেয়ে তরুণ মনে করে, বেচারা বিভ্রান্ত প্রাণী, কিংবা সম্ভবত কেবল ওরা দুজনই একমাত্র মানুষ যারা নিজেদের আসল রূপে দেখে, যেটা সবচেয়ে কঠিন কাজ, এবং এখন ওদের একসঙ্গে দেখতে গিয়ে, এমনকি আমরাও অনুভব করতে পারছি যে সহসা শারীরিকভাবে বদলে গেছে ওরা।

সাপারের সময় আলভারো দিয়োগো জানাল যে মূর্তিগুলো যেখানে খালাস করা হয়েছে সেখানেই থাকতে হবে, কারণ ওগুলোকে জায়গামত স্থাপন করার মত সময় নেই, রোববারই উৎসর্গীকরণের অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে, এবং ওরা যতই যত্নের সঙ্গে পরিকল্পনা করুক বা কঠোর পরিশ্রম করুক, ব্যাসিলিকায় ফিনিশিং টাচ দেয়ার মত পর্যাপ্ত সময় আসলেই নেই, স্যাক্রিস্টি শেষ হয়েছে, কিন্তু ভল্টগুলো প্লাস্টার করা বাকি রয়ে গেছে এখনও, যেহেতু নগ্ন দেখাচ্ছে ওগুলেকে তাই গ্রেসেয় চোবানো হেসিয়ান দিয়ে চুনকাম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যাতে মনে হয় ইতিমধ্যেই প্লাস্টার এবং চুনকাম করা হয়ে গেছে, এভাবে সামগ্রিক প্রভাবটা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে এবং এমনকি গম্বুজের অনুপস্থিতিও তেমন একটা টের পাওয়া যাবে না। ম্যাসন থেকে স্টোনকাটারে পদোন্নতি পাবার পর, এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে বেশ ওয়াকিবহাল আলভারো দিয়োগো, স্টোনকাটার থেকে কারভার হিসাবে পদোন্নতি পাবার কারণে, এবং ওর মাস্টার ও ফোরম্যানরা খুব কদর করে তাকে, কারণ সে

ব্যতিক্রমহীনভাবে নিয়মনিষ্ঠ, কাঠোর পরিশ্রমী এবং বিশ্বস্ত, এবং খুশি করার ইচ্ছার মত দুহাত চালাতেও সক্ষম, কোনওভাবেই ঠুনকো অজুহাতে নির্দেশ অমান্যকারী উচ্ছৃঙ্খল ড্রোভারদের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না, গোবর এবং ঘামে মাখামাখি হয়ে থাকে তারা, যেখানে সে ছেয়ে থাকে মার্বল গুঁড়োয় যা মানুষের হাত আর দাড়ি শাদা করে দেয় এবং বাকি জীবন তার জামাকাপড়ে সেঁটে থাকে। সফলভাবে দিয়োগোর বেলায় যেমন হয়েছে, এবং ঠিক তার সংক্ষিপ্ত বাকি জীবনের জন্যে, কারণ অচিরেই দরকার ছিল না এমন একটা দেয়ালে উঠতে গিয়ে পড়ে যাবে ও, যেহেতু এটা তার কাজের অংশ ছিল না, তার নিজ হাতে যেটা সাজিয়েছিল এবং সে নিশ্চিত যে ঠিকমতই কাটা হয়েছিল। প্রায় তিরিশ মিটার উচ্চতা থেকে মরণ-পতন ঘটবে ওর, আর আইনিস অ্যান্টোনিয়ো, এই মুহূর্তে স্বামীর অনুকূল অবস্থান নিয়ে দারুণ গর্বিত, অচিরেই বিষণ্ন বিধবায় পরিণত হবে যে বাকি জীবন শঙ্কায় থাকবে তার ছেলেরও একই পরিণতি না হয়, গরীবদের দুঃখ যন্ত্রণার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। আলভারো দিয়োগো ওদের এও জানাল যে, কনভেন্টের উৎসর্গীকরণের আগেই কিচেনের দিকটায় ইতিমধ্যে নির্মিত দুটো উইং-এ নবীশরা উঠে যাবে, এবং এই টুকরো খবরটা বালতাসারকে যুক্তি দেখাতে উস্কানি দিল যে, যেহেতু প্লাস্টার এখনও স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে এবং হাওয়াও এমন ঠাণ্ডা, ফ্রায়ারদের মধ্যে অসুস্থতা ছড়িয়ে পড়ার সবরকম আশঙ্কা রয়েছে, একথায় আলভারো দিয়োগো জবাব দিল, নির্মাণ শেষ হয়ে যাওয়া সেলগুলোয় আগে থেকেই রাতদিন ব্রাযিয়ার জ্বলছে, কিন্তু তারপরেও দেয়াল বেয়ে পানি গড়িয়ে নামছে, এবং সেইন্টদের মূর্তিগুলোর কী অবস্থা, বালতাসার, আসার সময় কি অসুবিধে হয়েছিল, তেমন একটা না, আসলে ওগুলোকে বোঝাই করাটাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা, কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং বর্বর শক্তি দিয়ে এবং ষাঁড়গুলোর ধৈর্যের বলে শেষ পর্যন্ত সফল হই আমরা। হার্থের আগুন অঙ্গারে পরিণত হওয়ায় মিইয়ে এল ওদের আলাপ, বিছানায় চলে গেল আলভারো দিয়োগো এবং আইনিস অ্যান্টোনিয়ো, এবং গাব্রিয়েল সম্পর্কে কিছুই বলব না আমরা, খাবারের শেষ গ্রাসটা চাপতে চাপতে এরই মধ্যে ঝিমোতে শুরু করে দিয়েছে, এবার বালতাসার জিজ্ঞেস করল, মূর্তিগুলো দেখতে যেতে চাও, ব্লিমুন্দা, আকাশ পরিষ্কার থাকার কথা, শিগগিরই চাঁদ উঠবে, চলো যাই, জবাব দিলো ও।

পরিষ্কার আর হিমেল রাত। ওরা যখন আলটো ডা ভেলার ঢাল বেয়ে উঠছে তখন চাঁদ উঠল, বিরাট এবং রক্ত-লাল, প্রথমে বেল-টাওয়ারগুলোকে ফুটিয়ে তুলল, তারপর ওপরের দেয়ালগুলোয় বেঢপ প্রজেকশন, এবং দূরে এত পরিশ্রম আর এত গানপাউডারের কারণ সেই পাহাড় চূড়ো। ব্লিমুন্দাকে বালতাসার বলল, মেশিনটার কী আস্থা দেখতে আগামীকাল মন্টে জুন্টোর পথ ধরব আমি, ওখানে শেষবার যাওয়ার পরে ছয়মাস পেরিয়ে গেছে, কে জানে কী দেখতে হবে আমাকে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে, তার প্রয়োজন নেই, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব আমি, এবং

যদি তেমন একটা মেরামতির দরকার না থাকে, রাত নামার আগেই ফিরে আসব, আমি বরং এখনই যাই, কারণ পরে উৎসর্গীকরণ উপলক্ষ্যে উৎসব হবে, এবং বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে রাস্তাঘাটের অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে যাবে, সাবধানে থেকো, চিন্তা করো না, চোরদের হাতে আক্রান্ত হব না আমি বা নেকড়েদের কবলেও পড়ব না, আমি চোর বা নেকড়ের কথা বলছি না, তাহলে কীসের কথা বলছ, মেশিনের কথা বলছি আমি, ঝামেলা করো না, মেয়ে, আমি যাব আর ফিরে আসব, এরচেয়ে বেশি কিছু চাইতে পার না তুমি, কথা দাও সাবধানে থাকবে, অস্থির হয়ো না তো, মেয়ে, আমার সময় আসে নি এখনও, অস্থির না হয়ে পারছি না, স্বামী, কারণ আগে বা পরে আমাদের সময় আসে।

হাঁটতে হাঁটতে চার্চের সামনের বিরাট স্কয়্যারে চলে এসেছে ওরা, একটা বিশাল কাঠামো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে উঠে গেছে বলে মনে হচ্ছে, যেন অন্যান্য বিল্ডিং থেকে আলাদা। ভবিষ্যৎ প্রাসাদের নিচতলাটা ছাড়া আর কিছু নেই, এবং দুপাশেই যেখানে ধর্মীয় আচারাদি পালন করা হবে সেখানে কাঠের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। তের বছরে লাগাতার খাটুনি এত সামান্য ফল দিয়েছে, অবিশ্বাস্য মনে হয়, চার্চটা অসমাপ্ত, বর্ধিত বিল্ডিংয়ের দুটো উইং-এ দোতলা পর্যন্ত শেষ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু বাকি অংশ বড়জোর দরজা-সমান উচ্চতায় পৌঁছেছে, এবং মাত্র চল্লিশটা সেল থাকার জন্যে প্রস্তুত আছে যেখানে দরকার তিনশোটা। কত সামান্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তারপরেও বিরাট কিছু, এমনকি সম্ভবত অনেক বেশিই। সরাইখানার ওপর দিয়ে এগোচ্ছে একটা পিঁপড়ে, কর্নের একটা শিষ আঁকড়ে ধরেছে। এখান থেকে পিঁপড়ের ঢিবি দশ মিটারের মত দূরত্ব, কোনও মানুষ যদি এগোয়, দশ কদমেরও কম। অবশ্য যাত্রাটা কোনও মানুষ করছে না, করছে একটা পিঁপড়ে। এখন, মাফরার এই নির্মাণের দুর্ভাগ্যজনক দিক হচ্ছে, কাজটা শেষ হচ্ছে মানুষের হাতে, দৈত্যের হাতে নয়, এবং যদি এটার এবং অতীত ও ভবিষ্যতের এধরনের প্রকল্পগুলোর পেছনে এই ধারণা কাজ করে যে দানবের কাজ করার সামর্থ রাখে মানুষ, তাহলে একথা মেনে নিতেই হবে যে তাতে পিপঁড়ের সরাইখানা পার হতে যত সময় দরকার তত লম্বা সময়েরই প্রয়োজন হবে, সবকিছুকে সঠিক আলোয় দেখতে হবে, সেটা পিঁপড়ের ঢিবি বা কনভেন্ট কোনও ফাউন্ডেশন স্টোন বা কর্নের শিষ যাই হোক।

মূর্তিগুলোর বৃত্তে প্রবেশ করল বালতাসার ও ব্লিমুন্দা। সেইন্ট সেবাস্টিয়ান এবং সেইন্ট ভিনসেন্টের দুটো বিরাট এফিগি এবং ওদের মাঝখানের তিনজন সেইন্টের ওপর এসে পড়ছে চাঁদের আলো, তারপর দুপাশের অবয়ব এবং চেহারাগুলো ঘনায়মান ছায়ায় ঢাকা পড়েছে যতক্ষণ না গাঢ় অন্ধকার সেইন্ট ডোমিনিক ও সেইন্ট ইগনাশিয়াসের মূর্তি দুটোকে আড়াল করে ফেলেছে, গুরুতর অবিচার, যেহেতু সেইন্ট ফ্রান্সিস অভ আসিসি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন, অথচ সেইন্ট ক্লেয়ারের পায়ের কাছে আলোকিত হয়ে থাকবার অধিকার আছে তাঁর, এমন

নয় যে দৈহিক মিলনের কোনও ইঙ্গিত দেয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে এখানে, এবং যদি তা হয়েও থাকে, কী এমন ক্ষতি হবে, এটা মানুষকে সেইন্ট হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে নি এবং এটা সেইন্টদের আরও বেশি করে মানুষের মত হতে সাহায্য করে। মূর্তিগুলো খতিয়ে দেখল ব্লিমুন্দা এবং প্রত্যেকটা মূর্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করে, কোনও কোনওটাকে দেখেই চিনতে পারছে ও, অন্যগুলোকে বেশ চিন্তা করার পর চিনছে, এবং অন্যগুলো ওকে পুরোপুরি হতবিহ্বল করে দিচ্ছে। ও সচেতন যে সেইন্ট ভিনসেন্টের বেইসের হরফ এবং চিহ্নগুলো পড়তে পারে এমন যেকারও জন্যে সেইন্টের নাম ইঙ্গিত করছে, আঙুলের সাহায্যে বাঁক আর সরল রেখা অনুভব করল ও, ব্রেইল পদ্ধতির হেফয্ করার চেষ্টারত কোনও অন্ধের মত, ব্লিমুন্দা মূর্তিটাকে জিজ্ঞেস করতে পারে না, আপনি কে, অন্ধলোক তার সামনের পৃষ্ঠাকে জিজ্ঞেস করতে পারে না, কী বলছ তুমি, কেবল বালতাসারের জবাব দেয়ার ক্ষমতা আছে, আমাকে বালতাসার ম্যাটিয়াস, ওরফে সেটে-সয়েস ডাকা হয়, মারাত্মক সেই দিনে ব্লিমুন্দা যখন ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, কী নাম তোমার। এ জগতের সমস্ত কিছুই কোনও ধরনের জবাব যোগাতে পারে, সময় লাগে প্রশ্নটা তুলতে। সাগরের দিক থেকে ভেসে এল নিঃসঙ্গ একটা মেঘ, পরিষ্কার বিশাল আকাশের বুকে একা, এবং দীর্ঘ এক মুহূর্তের জন্যে চাঁদটাকে আড়াল করে রাখল। অবয়বহীন প্রেতাত্মায় পরিণত হল মূর্তিগুলো, কোনওরকম আকার বা বৈশিষ্ট্যহীন, ভাস্করের শিজেলের নিচে আকার পাওয়ার আগের মার্বলের ব্লকের মত। এখন আর সেইন্ট নেই তাঁরা, স্রেফ কণ্ঠস্বর বা নকশাহীন আদিম রেলিক্স, তাঁদের মাঝে ছায়ায় হারিয়ে যাওয়া দুটি নারী-পুরুষের মতই তাদের কাঠিন্যে মিশে গেছে, কারণ শেষ জনেরা মার্বল পাথরে বানানো নয় বরং তুচ্ছ জীবিত প্রাণী, এবং, আমরা যেমন জানি, মানবদেহ ছাড়া অন্য কিছুই মাটিতে তার ছায়ার সঙ্গে এত চটপট মিশে যায় না। ধীরগতিতে ভেসে যাওয়া বিরাট মেঘ-খণ্ডটার নিচে সৈনিকদের পাহারার সঙ্গী বনফায়ারগুলোর আভা অনেক বেশি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দূরে, ইলহা ডা ম্যাডেইরা একটা ঝাপসা পিণ্ড, বিশ্রামরত এক বিরাট ড্রাগন, চল্লিশ হাজার নাক দিয়ে ডাকছে, হসপিস থেকে আনা ভিখেরি এবং অসংখ্য মানুষ ঘুমাচ্ছে, নার্সরা কয়েকটা লাশ সরিয়ে না নিলে একটা বিছানাও বাড়তি নেই যেখানে, যার অভ্যন্তরীণ আলসার ফেটে গেছে, যার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে, এবং আসেপ্লেকটিক স্ট্রোকের পর প্যারালাইজড অবস্থায় পড়ে থাকা লোকটা, যে আবার আক্রমণ হওয়ায় মারা গেছে। আরও ভেতরের দিকে সরে গেল মেঘটা, সমুদ্র থেকে আরও দূরে, কথা বলার একটা [illegible], দেশের ভেতরের দিকে, যদিও আমরা চোখ সরিয়ে নেয়ার পর একটুকরো মেঘ কী করছে কখনওই নিশ্চিত হতে পারব না আমরা, কিংবা যখন ওটা পাহাড়ের আড়ালে গাঢাকা দেয়, ওটা মাটির নিচে চলে যেতে পারে বা কে জানে কোনও অদ্ভুত সত্তা এবং বিরল ক্ষমতাকে উর্বর করতে পৃথিবীর বুকে স্থির হতে পারে, বালতাসার বলল, চলো যাই, ব্লিমুন্দা।

মূর্তিগুলোর বৃত্ত ছেড়ে এল ওরা, আবারও আলোয় ভেসে যাচ্ছে ওগুলো, এবং ঠিক ওরা যখন উপত্যকায় নেমে আসতে যাচ্ছে, পেছনে তাকাল ব্লিমুন্দা। স্ফটিকায়িত লবণের মত ঝিলিক মারছে মূর্তিগুলো। মনোযোগ দিয়ে শুনলে ওদিক থেকে ভেসে আসা কথোপকথনের শব্দ পাবে যে কেউ, হয়ত কোনওরকম পরামর্শ সভা, কিংবা বিতর্ক কিংবা ট্রাইব্যুনাল, সম্ভবত ইটালী থেকে চালান হয়ে আসার পর প্রথম স্যাঁতসেঁতে ইঁদুর-ভরা হোল্ডে আসতে হয়েছে কিংবা ডেকের ওপর নৃশংসভাবে বাঁধা অবস্থায়, এবং সম্ভবত চাঁদের আলোয় এমন আলাপ এটাই শেষ ওঁদের, কারণ শিগগিরই মূর্তিগুলোকে যার যার কুলুঙ্গিতে স্থাপন করা হবে, যেখানে ওদের কেউ কেউ আর আরেকজনের চেহারার দিকে তাকাতে পারবেন না বরং একদিকে তাকাতে পারবেন, এবং অন্যরা আকাশের দিকেই চোখ মেলে রাখবেন, যেন তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। ব্লিমুন্দা বলল, সেইন্টরা নিশ্চয়ই অসুখী, যেমন বানানো হয়েছে তেমনই আছেন ওঁরা, এবং এটা যদি ধার্মিকতা হয়, অভিশাপ নিশ্চয়ই এমনই হবে, ওগুলো স্রেফ মূর্তি, ওরা ওই প্লিন্থগুলো থেকে নেমে আমাদের মত মানুষ হলেই বরং ভাল লাগত আমার, কারণ মূর্তির সঙ্গে কথা চালাতে পার না তুমি, হয়ত যখন একা থাকেন তখন একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলেন ওঁরা, সেটা জানি না আমরা, কিন্তু যদি কেবল পরস্পরের সঙ্গেই কথা বলেন ওঁরা, এবং সাক্ষী ছাড়া, নিজেকে তবে এই প্রশ্ন না করে পারছি না যে ওদের কী প্রয়োজন আমাদের, আমি সব সময় শুনে এসেছি যে আমাদের মুক্তির জন্যে সেইন্টদের প্রয়োজন, তাঁরা তো নিজেদেরই রক্ষা করতে পারেন নি, একথা কে বলেছে তোমাকে, আমার মনের গভীরে এমনটাই অনুভব করি আমি, মনের গভীরে কী অনুভব করো তুমি, কেউ রক্ষা পায় নি, আর কেউ পরাস্ত হয় নি, এমন চিন্তা করা পাপ, পাপের কোনও অস্তিত্ব নেই, আছে কেবল মৃত্যু এবং জীবন, মৃত্যুর আগে আসে জীবন, নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছ তুমি, বালতাসার, কেননা জীবনের আগে আসে মৃত্যু, আমরা যা ছিলাম মারা গেছে, আমরা এখন যা তা জন্ম নিচ্ছে, এবং সেকারণেই আমরা একসঙ্গে মরে যাই না, এবং আমরা যখন মাটির নিচে চলে যাই, এবং ফ্রান্সিস্কো মার্কেস যখন পাথরটা বইতে গিয়ে ঠেলাগাড়ির তলায় চাপা পড়ে, সেটা কি অপরিবর্তনীয় মৃত্যু ছিল না, আমরা যদি ফ্রান্সিস্কো মার্কেসের কথা বলে থাকি, জন্ম নিয়েছে সে, কিন্তু সেটা ও জানে না, ঠিক যেমন আমরা আসলে জানি না আমরা কে, তবু আমরা জীবিত। এসব কথা কোথায় শিখেছ তুমি, আমি মায়ের পেটে থাকতেই আমার চোখজোড়া খোলা ছিল এবং সেখান থেকে সবকিছু দেখেছি।

উঠানে ঢুকল ওরা। ইতিমধ্যে দুধের রঙ পেয়েছে চাঁদ। সূর্যের আলোয় স্পষ্ট হলে যেমন হত তারচেয়ে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে, ছায়াগুলো শাদা এবং দুর্ভেদ্য। শুকনো নলখাগড়ায় ঢাকা পুরোনো একটা কুঁড়ে আছে, আরও অনুকূল সময়ে আনা নেয়া আর বইবার কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নিতে পারত কোনও গাধা। ডাঙ্কি'জ হাট নামে পরিচিত ওটা, যদিও ওটার বাসিন্দা বহু বছর আগে মারা গেছে, এত আগে যে

এমনকি বালতাসারও এখন মনে করতে পারে না, আমি ওই গাধাটার পিঠে চড়তাম না, আমি চড়ি নি, এবং যখনই ও ওভাবে দ্বিধাগ্রস্থ হল কিংবা বলল, আমি আমার রেইক ডাঙ্কি'জ হাটে তুলে রাখব, ব্লিমুন্দার সঙ্গে একমত হচ্ছে ও, এ যেন জানোয়ারটাকে বাস্কেট আর প্যাক স্যাডলসহ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে ও, এবং রান্না ঘর থেকে মায়ের ডাক শুনতে পাচ্ছে, যাও, তোমার বাবাকে মাল নামাতে সাহায্য করো, তেমন সাহায্য করতে পারে নি ও, কারণ তখনও ছোট কিশোর ছিল ও, কিন্তু বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে আস্তে আস্তে ভারি কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, এবং যেহেতু প্রতিটি প্রয়াসই পুরস্কার বয়ে আনে, ওর বাবা গাধার পিঠে তুলে দিত ওকে, ঘামে ভিজে থাকত তা, উঠানের চারপাশে ওটার পিঠে চক্কর মেরে আসত ওকে নিয়ে, এবং শেষের দিকে আমিই গাধাটার দেখাশোনা করেছি যেন আমার ছিল ওটা। ওকে নিয়ে কুঁড়ের ভেতরে ঢুকল ব্লিমুন্দা, রাতের বেলায় ওখানে যাওয়া এটাই প্রথম নয় ওদের, কখনও বালতাসারকে খুশি করতে, কখনও ব্লিমুন্দাকে খুশি করতে, জরুরি প্রয়োজন দমিয়ে রাখতে না পারলেই ওখানে যেত ওরা, যখন আলভারো দিয়োগো আর আইনিস অ্যান্টোনিয়ার গোপন আলিঙ্গন ও ওদের ভাগ্নে গাব্রিয়েলের যন্ত্রণাময় অস্থিরতার তুলনায় স্ক্যান্ডাল জন্ম দেয়ার মত গোঙানি এবং চিৎকারের মাধ্যমে কামনার কাছে হার মানা ঠেকাতে পারত না, ছেলেটা পাপপূর্ণ উপায়ে নিজেকে মুক্ত করতে বাধ্য হত। বিরাট পুরোনো কেতার ম্যানজারটা, এককালে যেটা সুবিধাজনক উচ্চতার একটা ঠেকার সঙ্গে আটকানো ছিল, মাটিতে পড়ে আছে এখন, বিশ্রীভাবে ফাটা, তবে খড় আর গোটাদুই পুরোনো ব্ল্যাঙ্কেটে ঢেকে দেয়ার পর রাজকীয় গদির মত আরামপ্রদ হয়ে গেল। আলভারো দিয়োগো এবং আইনিস অ্যান্টোনিয়া জানে ওখানে কী ঘটেছে, কিন্তু কিছু বলল না। এধরনের নতুনত্বের স্বাদ নিতে কোনওরকম ইচ্ছা বোধ করল না ওরা, শান্ত মানুষ বলে ওদের যৌন চাহিদা পরিমিত, কেবল গাব্রিয়েল ওদের ভাগ্য বদলে যাবার পর গর্হিত মিলনের জন্যে আসবে এখানে, যে কারও কল্পনার চেয়েও তাড়াতাড়ি হবে। হয়ত ব্লিমুন্দার মত কেউ বাদে, সেটাও বালতাসারকে কুঁড়ের দিকে টেনেছে বলে নয়, কারণ, শত হোক বরাবরই প্রথম পদক্ষেপ নেয়ার মত মেয়ে ও, প্রথম কথা বলেছিল, এবং প্রথম ইঙ্গিত করেছিল বলে নয়, বরং ওর গলায় আটকে যাওয়া আকস্মিক এক উৎকণ্ঠার কারণে, বালতাসারকে জড়িয়ে ধরার প্রচণ্ডতার কারণে, ওকে চুমু খাওয়ার উদগ্র ইচ্ছার কারণে, হতভাগ্য মুখগুলো, ওদের যৌবন বিদায় নিয়েছে, কয়েকটা দাঁত খোয়া গেছে, অন্যগুলো গেছে ভেঙে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে ভালোবাসা।

ওদের রেওয়াজের বাইরে, রাতটা ওখানেই কাটাল ওরা। সকাল হলে, বালতাসার ঘোষণা দিল, মন্টে জুন্টোয় যাচ্ছি আমি, এবং উঠে বাড়ির দিকে গেল ব্লিমুন্দা, রান্নাঘরটা আধো অন্ধকারে ডুবে আছে, হাতড়ে হাতড়ে কিছু খাবার পেল ও, ও যখন বেরিয়ে আসে তখনও ওর ননদ তার স্বামী ও ভাগ্নে ঘুমে মগ্ন, দরজাটা

পেছনে বন্ধ করল ও, বালতাসারের ন্যাপস্যাকটাও নিয়ে এসেছে ও, ওটায় ওর খাবার এবং হাতিয়ার ঢুকিয়ে দিল ও, স্পাইকটার কথা যেন ভুলে না যায় খেয়াল রাখল সেদিকে, কারণ কোনও রকম অশুভের মোকাবিলা এড়ানোর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। একসঙ্গে রওনা দিল ওরা, এবং শহরের বাইরে না আসা পর্যন্ত ওর সঙ্গে রইল ব্লিমুন্দা, দূরে, আকাশের মেঘের পটভূমিতে চার্চের শাদা টাওয়ারগুলো দেখা যাচ্ছে, এমন পরিষ্কার একটা রাতের পর একেবারেই অপ্রত্যাশিত। একটা গাছের ডাল আর শরতের রঙ করা পাতার নিচে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা, এবং ঝরে পড়াগুলো মাটির সঙ্গে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত মাড়াল, এইভাবে আরেকটা সবুজ বসন্তের জন্যে পুষ্টি যোগাল। এটা রাজকীয় পোশাকে সাজা ওরিয়ানা আমাদিসকে বিদায় জানাচ্ছে না, কিংবা জুলিয়েটের বেলকনি থেকে নামার সময় ওর চুমু নিচ্ছে না রোমিও, এটা স্রেফ বালতাসার মন্টে জুন্টোয় যাচ্ছে সময়ের ধ্বংসলীলা সারানোর জন্যে, এ কেবল ব্লিমুন্দা পলাতক সময়কে আটকানোর ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে। পরনের গাঢ় পোশাকে দুটো অস্থির ছায়ার মত দেখাচ্ছে ওদের, আলাদা হবার আবার সঙ্গে সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে আবার, কে বলবে এরা দুজন কী ভাবছে, বা নতুন কী ফন্দি আঁটছে ওরা, হয়ত গোটা ব্যাপারটাই মায়ায় পর্যবসিত হবে শেষে, নির্দিষ্ট সময় এবং কোনও একটা নির্দিষ্ট স্থানের ফল, কারণ আমরা জানি যে সুখ স্বল্পায়ু, যখন আমাদের নাগালের মধ্যে থাকে, তখন আমরা বুঝতে পারি না আর চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবার পরেই কেবল দাম দিই, বেশি দেরি করো না, বালতাসার, তোমাকে কুঁড়েতেই ঘুমাতে হবে, আমি ফিরে আসতে আসতে হয়ত গোধূলি হয়ে যাবে, কিন্তু খুব বেশি মেরামত করার যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আগামীকালের আগে আমাকে আশা করতে যেয়ো না, অবশ্যই, বিদায়, ব্লিমুন্দা, বিদায় বালতাসার।

আগেই বর্ণনা করা যাত্রাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার কোনও যুক্তি নেই। যারা ওইসব যাত্রাগুলো করেছে তাদের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে যথেষ্ট বলা হয়েছে, এবং জায়গা ও সেটিংস-এর ব্যাপারে কেবল এটাই বুঝতে পারে কেউ যে মানুষ আর ঋতু চলে যায়, আগেরটা ক্রমান্বয়ে, বাড়ি, ছাদ, জমির টুকরো, দেয়াল, সেতু, কনভেন্ট, ক্যারিজ, রাস্তা এবং মিলের মত, এবং দ্বিতীয়টা অনেক বেশি দ্রুত, যেন আর কখনও ফিরবার নয়। বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ যেমন এখনকার মত, তারপর শীত, দ্রুত এগিয়ে আসছে যা। এসব রাস্তা হাতের তালুর মত চেনে বালতাসার। পেড্রুলহোস নদীর পারে বিশ্রাম নেয় ও, যেখানে এক ফুলের মৌসুমে ব্লিমুন্দাকে নিয়ে আরাম করেছিল ও, বনভূমির মেরিগোল্ডে, ভুট্টার ক্ষেতের পপি আর কপসের চাপা রঙে। চলার পথে মাফরাগামী লোকজনের সঙ্গে দেখা হল ওর, দলে দলে নারী-পুরুষ যারা বড়-ছোট দুরকম ড্রামই বাজাচ্ছে, ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে, মাঝেমাঝে কোনও প্রিস্ট বা ফ্রায়ারকে দেখা যাচ্ছে সঙ্গে, প্রায়ই হাতে ভর দিয়ে চলা পঙ্গু, আজ এক বা একাধিক অলৌকিক ঘটনায় চিহ্নিত উৎসর্গীকরণের দিন নাকি, ঈশ্বর যে

কখন তার প্রতিষেধক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেবেন বলতে পারে না কেউ, যেটা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে কেন অন্ধ, পঙ্গু আর পক্ষাঘাতগ্রস্তরা চিরকালীন তীর্থযাত্রা করে বেড়ায়, আজ কি আমাদের প্রভু আবির্ভূত হবেন, হয়ত মিথ্যা আশায় নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছি আমি, হয়ত মাফরায় গিয়ে দেখব যে আজ প্রভুর বিশ্রামের দিন, কিংবা তিনি হয়ত আউয়ার লেডি অভ দ্য কেপের কাছে তাঁর মাকে পাঠিয়েছেন, ক্ষমতার এই বিলিবণ্টন আন্দাজ করা অসম্ভব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাসই আমাদের রক্ষা করবে, কিসের থেকে রক্ষা করবে, জানতে চাইত ব্লিমুন্দা।

সেদিন বিকেলের গোড়ার দিকে, সেররা ডো রেররেগুডোর পাদদেশে পৌঁছল বালতাসার। পটভূমিতে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে মন্টে জুন্টো, সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল, সবে মেঘের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ওটা। দানবীয় নিশাচর পশুর মত পাহাড়ের গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং চলার পথে ঢেকে দিচ্ছে ওদের, যতক্ষণ না সূর্য গাছপালার মাঝে উষ্ণতা আনছে আর ছোট ছোট পুকুরে প্রতিফলিত হচ্ছে। উইন্ডমিলগুলোর স্থির ভেইনগুলোর গায়ে আঘাত হানছে এবং মাটির পাত্রে শিস তুলছে, যারা দুনিয়াদারীর খবর না রেখে ঘুরে বেড়ায় তারাই খেয়াল করেছে এসব, যারা কেবল ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে এবং আকাশের ওই মেঘের দিকে চেয়ে থাকে, সূর্য অস্তাচলে যাবার তোড়জোর করছে যখন, বাতাসটা এখানে জোরাল হয়ে উঠলে ওদিকে মরে যাচ্ছে, ডালে কাঁপছে পাতাগুলো কিংবা শুকিয়ে গেলে মাটিতে ঝরে পড়ে, কোনও বৃদ্ধ এবং নিষ্ঠুর সৈনিক এসব খুঁটিনাটি বিষয় দেখতে পায়, যে সৈনিকের বিবেকে বহু মানুষের মৃত্যুর ছাপ, তার জীবনের অন্যান্য পর্ব যেমন ওর বুকের ওপর আঁকা কোনও ক্রস দিয়ে ঘুচে যাওয়া কোনও পাপ, এবং জগৎ কত বিশাল এবং এর অধিবাসীরা কত নগণ্য অনুভব করছে, এবং নীচু ও কোমল কণ্ঠে নিজের ষাঁড়ের সঙ্গে কথা বলা, এসব সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলোই যথেষ্ট কিনা কেউ একজন জানবে।

ইতিমধ্যে মন্টে জুন্টোর এবড়োখেবড়ো ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে বালতাসার এবং আগাছার নিচে ওকে ফ্লাইং মেশিনের কাছে নিয়ে যাবার প্রায় অদৃশ্য পথটির খোঁজ করছে, জায়গাটার কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যতিক্রমহীনভাবে উত্তেজনা বোধ করছে ও, কেউ হয়ত ওটার অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে বলে আশঙ্কা হচ্ছে, ওটা হয়ত নষ্ট বা এমনকি চুরিও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে, এবং প্রতিবার এসে ওটাকে মাত্র নেমে এসেছে যেন এমনি ঢঙে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয় ও, ঝোপঝাড় এবং ভবঘুরে ক্রিপারস এর মাঝে ঝটপট নেমে আসার পর এখনও কাঁপছে, আসলেই ভবঘুরে, কারণ এটা ওদের স্বাভাবিক বাসস্থান নয়। ফ্লাইং মেশিনটা নষ্ট বা চুরি হয়ে যায় নি, ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওটা, ওটার ডানাগুলো ঝুলে পড়েছে, সবচেয়ে লম্বা শাখায় পেঁচিয়ে গেছে ওটার পাখির মত গলা, শূন্যে ঝুলন্ত একটা পাখির ডানার মত দেখাচ্ছে মাথাটা। কাছে গেল বালতাসার, ন্যাপস্যাকটা মাটিতে ছুড়ে ফেলল, তারপর কাজে হাত দেয়ার আগে

খানিকটা জিরিয়ে নেবে বলে বসে পড়ল মাটিতে। এক টুকরো রুটির ওপর দুটো ভাজি সারডিন রেখে খেল ও, আইভরি মিনিয়েচার খোদাই করছে এমন কারও মত নৈপুণ্যের সঙ্গে একটা ছুরির ডগা আর ফলা ব্যবহার করল, যখন শেষ করল ও, ঘাসের ওপর ছুরিটা মুছল, হাত দুটো মুছল ব্রীচেসে এবং এগিয়ে গেল মেশিনের কাছে। সূর্যটা প্রচণ্ড হয়ে আছে, গা পোড়ানো গরম। ডানায় উঠে সাবধানে আগে বাড়ল ও যাতে উইলো বেতের ক্যামোফ্লাজ নষ্ট না হয়, প্যাসারোলার ভেতরে ঢুকে পড়ল বালতাসার। ডেকের টিম্বার প্ল্যাঙ্কের কয়েকটা পচে গেছে। প্রয়োজনীয় রসদ এনে ওগুলো বদলানোর জন্যে কয়েকদিন এখানে থাকতে হবে, মেশিনটাকে আলাদা করতে হবে, টুকরোগুলো নিয়ে যেতে হবে মাফরায় এবং কোনও খড়ের গাদা বা কনভেন্টের কোনও আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজে লুকিয়ে রাখতে হবে, যদি গোপন কথা আংশিক প্রকাশ করে অল্প কজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারে, এই সমাধানটার কথা আগে মাথায় আসে নি বলে অবাক হল ও, বাড়ি ফেরার পর, ব্লিমুন্দার সঙ্গে আলাপ করবে ও। চিন্তায় ডুবে থাকায় কোথায় পা রাখছে খেয়ালই করল না ও, আচমকা দুটো প্ল্যাঙ্ক ভেঙে ফাঁক হয়ে গেল। পতন ঠেকানোর মরিয়া চেষ্টা করল ও, পাল বেঁধে রাখার মেটাল রিঙের বাহুর সঙ্গে আঁটা হুকটা বিঁধিয়ে দিল, শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় বালতাসার দেখল পালটা জোরাল থপ শব্দে এক পাশে সরে যেতে শুরু করেছে, মেশিনের ভেতর সূর্যের আলোর বন্যা বয়ে গেল, অ্যাম্বার বল আর গ্লোবগুলো চকচক করতে লাগল। আপনাআপনি দুবার দুলে উঠল মেশিনটা, আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে আলগা করে ফেলল নিজেকে, এবং শূন্যে উঠে পড়ল। আকাশে এক টুকরো মেঘও দেখা যাচ্ছে না।

সে রাতে ঘুমাল না ব্লিমুন্দা। গোধূলিতে বালতাসারের ফিরে আসার অপেক্ষা শুরু করেছিল ও, অন্যান্য বারের মত, যেকোনও মুহূর্তে ওকে দেখার প্রত্যাশা নিয়ে, ওর সঙ্গে যোগ দেবে বলে এগিয়ে গেল ও, এবং বালতাসার যে পথ দিয়ে আসবে সে পথ ধরে প্রায় আধ লীগের মত হাঁটল, এবং বেশ উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্যে, যতক্ষণ না সন্ধ্যা মেলাল, রাস্তার পাশে বসে মাফরার উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানের দিকে এগিয়ে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের দেখতে লাগল, কারণ এমন একটা ঘটনা বাদ দেয়া যায় না, নির্ঘাৎ ওখানে যারা হাজির হবে তাদের সবার জন্যেই খাবার এবং ভিক্ষা মিলবে, কিংবা অন্ততপক্ষে যারা সবচেয়ে বেশি সজাগ এবং নাছোড়বান্দা তাদের জন্যে তো প্রচুর থাকবেই, কারণ আত্মাকে যদি সন্তুষ্ট করতে হয়, শরীরের জন্যেও একই কথা খাটে। রাস্তার ধারে মহিলাকে বসে থাকতে দেখে দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা কিছু বদমাশ ভাবল নিশ্চয়ই এভাবেই মাফরা শহর পুরুষ অতিথিদের স্বগত জানায়, সব রকম আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে, এবং অশ্লীল মন্তব্য ছুড়ে দেয়া শুরু করে দিল ওরা যেগুলো অচিরেই আবার কঠিন দৃষ্টির মুখোমুখি হয়ে হজম করতে হল ওদের। আরও বেশি অগ্রসর হওয়ার মত বেপরোয়া একজন আতঙ্কে সটকে পড়ল যখন ব্লিমুন্দা নিচু গলায় তাকে সতর্ক করে দিল, আমি তোমার মনের ভেতরের কুনো ব্যাঙটাকে থুতু দিই, থুতু দিই তোমাকে, এবং তোমার বাচ্চাদের। অবশেষে যখন গোধূলি ঘনাল, তীর্থযাত্রীদের দেখা গেল না আর, এত দেরিতে বালতাসারের দেখা দেবার সম্ভাবনা কম, কিংবা এত রাত করে ফিরে আসবে যে আমাকে বিছানায় পাবে ও, অথবা যদি প্রচুর মেরামত কাজের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করে থাকে, আগামীকাল পর্যন্ত ফেরাটা স্থগিতও রাখতে পারে ও। ঘরে ফিরে এল ব্লিমুন্দা, ননদ এবং তার স্বামী ও ভাগ্নের সঙ্গে সাপার খেতে বসল, বালতাসার তাহলে ফেরে নি, ওদের একজন মন্তব্য করল, ওর এমন যাওয়া আসার কোনও মানে বুঝি না আমি, অন্যজন যোগ করল, নীরব রইল গাব্রিয়েল, কারণ বড়দের উপস্থিতিতে কথা বলার মত বড় হয় নি সে, কিন্তু আপনমনে সে ভাবছে যে মামা-মামীর নিজস্ব ব্যাপারে নাক গলানোর কোনও অধিকার ওর বাবা-মায়ের নেই, মানব জাতির অর্ধেকটা বিস্ময়গ্রস্তের মত বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে কৌতূহলী, আবার বাকিরাও ওদের সম্পর্কে সমান আগ্রহী, এবং ওর বয়সের একটা বাচ্চা হিসাবে এরইমধ্যে অনেক চালাক হয়ে উঠেছে ছেলেটা। সাপারের পর উঠানে বেরুনোর আগে সবাই যার যার বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ব্লিমুন্দা। নিরিবিলি রাত, আকাশ পরিষ্কার, রাতের হিমেল ভাব বোঝা যায় কি

যায় না। হয়ত ঠিক এই মুহূর্তে পেড্রুলহোসের নদীর তীর বরাবর হাঁটাহাঁটি করছে বালতাসার, বাম বাহুতে হুকের বদলে স্পাইক সেঁটে, কারণ অশুভ শক্তির মোকাবিলা এড়াতে পারে না কেউ, ইতিমধ্যে আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করার এবং সাক্ষ্য দেয়ার মত উপলক্ষ্য পেয়েছি। চাঁদ ঝলমল করছে, বালতাসারকে পরিষ্কারভাবে পথ দেখাতে সাহায্য করবে ওটা, অচিরেই নিশ্চিতভাবে ওর পায়ের আওয়াজ শুনতে পাব আমরা, রাতের সতর্ক নীরবতায়, উঠানের গেইটটা ঠেলে খুলবে ও, এবং ব্লিমুন্দা ওকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষায় থাকবে, বাকিটা আমরা দেখতে পাব না, কারণ গোপনীয়তা তা নিষিদ্ধ করেছে, এবং আমাদের শুধু জানা দরকার যে এই মহিলা এক ধরনের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাড়িত হচ্ছে।

সারারাত ঘুমায় নি ও। ম্যানজারে শুয়ে মানুষের ঘাম এবং ভেড়ার নাদির গন্ধঅলা ব্ল্যাঙ্কেটে মুড়ে কুঁড়ের ফোকরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে রইল, চাঁদের আলো চুঁইয়ে ঢুকছে যেখানে, চাঁদ ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে, ভোর হয়ে আসছে, এবং রাতটা যেন জাঁকিয়ে বসার সময়ই পায় নি। প্রথম আলো দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ল ব্লিমুন্দা এবং কিছু খাবারের খোঁজে রান্নাঘরে ঢুকল, খুবই অস্বস্তি বোধ করছে ও, বালতাসার দেরি হওয়ার কথা বলে যাওয়া সত্ত্বেও, হয়ত দুপুর নাগাদ ফিরে আসবে ও, মেশিনটার প্রচুর মেরামতি কাজ রয়েছে, এত পুরোনো, এবং হাওয়া আর বৃষ্টির মাঝে খোলা পড়ে ছিল। আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না ব্লিমুন্দা, কারণ ইতিমধ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে বালতাসার যে-পথ দিয়ে আসবে সেই চেনা-পথ ধরে হাঁটছে, ওদের পরস্পরকে না লক্ষ্য করার কোনও আশঙ্কা নেই। তবে ওরা দুজনই যার দেখা পাবে না তিনি হলেন সেইদিন বিকেলেই প্রিন্স ডোম হোসে এবং ইনফ্যান্টে ডোম অ্যান্টোনিয়ো এবং বাদবাকী সমস্ত চাকরবাকর ও রাজবাড়ির লাগসই সবরকম জাঁক এবং আনুষ্ঠানিকতা পালন করে, লাফিয়ে চলা ঘোড়ায় টানা জাঁকাল কোচ লোকজনসহ মাফরায় আগমনকারী রাজা, মিছিলটা যখন দৃষ্টিসীমায় এল সমস্ত কিছু তখন নিখুঁতভাবে বিন্যস্ত, চাকা ঘুরছে, খুর দাবছে, অদৃশ্যপূর্ব বিস্ময় মাখানো এক দৃশ্য। অন্যত্র রাজকীয় জাঁকজমক এবং অনুষ্ঠান দেখেছি আমরা, এবং পার্থক্যগুলো সম্পর্কে আমরা সজাগ, ওখানে ব্রোকেড একটু কম হয়ে গেছে, সেখানে সোনার পরিমাণ একটু বেশি, খানিকটা সোনা কম ওখানে, কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই মহিলাটিকে অনুসরণ করা যে যাকে পাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞেস করছে এই এই বৈশিষ্ট্যঅলা একজন মানুষকে ওরা দেখেছে কিনা, দুনিয়ার সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ, এবং এই মিথ্যা বর্ণনা থেকে একথা পরিষ্কার যে মানুষ সবসময় তার আসল অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না, এমন বর্ণনা থেকে শ্যামলা রোমশ, একহাতঅলা বালতাসারকে কে চিনতে পারবে, না, ভদ্রমহিলা, ওরা বলল ওকে, আমরা দেখি নি ওকে এবং এগিয়ে চলল ব্লিমুন্দা, এখন মূল রাস্তা থেকে দূরে, সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নিচ্ছে, একসঙ্গে যাত্রা করার সময় যেমন করেছিল ওরা, সেই একই পাহাড়, একই বন, এক সারিতে থাকা সেই পাথর চারটে, বৃত্ত তৈরি

করা ছয়টি পাহাড়, রাত গভীর হয়ে আসছে, কিন্তু এখনও বালতাসারের কোনও নাম-নিশানা নেই। খাবার জন্যে থাকল না ব্লিমুন্দা, বরং হাঁটতে হাঁটতেই কিছু খাবার চিবুল, কিন্তু নিদ্রাহীন একটা রাত কাটিয়ে ক্লান্ত বোধ করছে ও, মুখের ভেতরে গুঁড়ো হওয়া খাবারের মত শক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে উদ্বেগ, এবং দূরে মন্টে জুন্টো, ইতিমধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, যেন ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে, এটা আবার কেমন ব্যাপার। এখানে কোনও রহস্য নেই, স্রেফ এগিয়ে যাবার সংগ্রাম চালানোর সময় ওর এগোনোর শ্লথ গতি মাত্র, আপনমনে ভাবছে ও, এ গতিতে কোনওদিনই পৌঁছতে পারব না আমি। কিছু কিছু জায়গা আগে পেরিয়েছিল কিনা মনে করতে পারল না ব্লিমুন্দা, অন্যগুলো কোনও সেতু, ঢালের সঙ্গে মিশে যাওয়া বা কোনও উপত্যকার মাঠ দেখে চট করে চিনে ফেলল। ও বুঝতে পারল আগেও একবার এ-পথ দিয়ে গেছে, কারণ সেই একই বুড়ি একই দরজায় বসে সেই একই স্কার্ট সেলাই করছে, সবকিছু আগের মত রয়ে গেছে, ব্লিমুন্দা বাদে, এখন একাকী এগোচ্ছে ও।

ওর মনে পড়ে গেল এদিকটায় এক রাখালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওদের যে জানিয়েছিল যে ওরা সেররা ডো রেররেগুডোয় আছে, ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে মন্টে জুন্টো, যেটাকে দেখতে অন্য পাঁচটা পাহাড়ের মতই দেখায়, কিন্তু এভাবে ওটাকে দেখছে বলে মনে করতে পারল না ও, সম্ভবত ওটার ফোলাভাবের জন্যে, যার ফলে ওটাকে গ্রহের ওপাশের মিনিয়েচার বলে মনে হচ্ছে যাতে যে কেউ বুঝতে পারে যে পৃথিবী আসলেই গোল। এখন এখানে রাখাল বা ভেড়ার পাল কোনওটাই নেই, কেবল গভীর নৈঃশব্দ, থমকে দাঁড়াল ব্লিমুন্দা, চারপাশে নজর চালাল ও, গভীর নৈঃসঙ্গ ছাড়া আর কিছু নেই। মন্টে জুন্টো এত কাছে যে মনে হচ্ছে ফুটহিল ছোঁয়ার জন্যে শুধু হাত বাড়িয়ে দিলেই চলবে, প্রেমিকের কোমর ছোঁয়ার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দেয়া কোনও মেয়ের মত। ব্লিমুন্দা স্পষ্টতই এধরনের সূক্ষ্ম চিন্তা করতে অক্ষম, সুতরাং, আমরা সম্ভবত এই লোকগুলোর ভেতরে নেই এবং ওরা কী ভাবছে বলতে পারব না, আমরা যা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব চিন্তা অন্যের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর বলছি, ব্লিমুন্দা ভাবছে, বা বালতাসার ভাবল, এবং আমরা হয়ত আমাদের নিজস্ব অনুভূতি দিয়েই ওদের কল্পনা করছি, ঠিক যেমন ব্লিমুন্দা ওর প্রেমিকের কোমর স্পর্শ করার পর বালতাসারও ওর কোমর স্পর্শ করছে মনে করে। পাজোড়া কাঁপছিল বলে বিশ্রাম নিতে থেমেছিল ব্লিমুন্দা, দীর্ঘ পথ হেঁটে ক্লান্ত, এবং কাল্পনিক স্পর্শের কারণে দুর্বল, কিন্তু আচমকা ও মনে মনে নিশ্চিত বোধ করল যে সামনে বালতাসারের দেখা পাবে, ঘর্মাক্ত কলেবরে খাটছে, হয়ত শেষ গেরোগুলো বাঁধছে, হয়ত কাঁধের ওপর ন্যাপস্যাক ঝোলাচ্ছে, হয়ত এরই মধ্যে উপত্যকায় নেমে আসতে শুরু করেছে, এবং এতে করে চেঁচিয়ে উঠতে বাধ্য হল ও, বালতাসার।

জবাব নেই কোনও, থাকার কথাও না, চিৎকারের কোনও মানে হয় না। ওই এসকার্পমেন্ট পর্যন্ত গিয়ে আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে তা, ক্ষীণ প্রতিধ্বনি

যাকে আর মানুষের কণ্ঠস্বর বলেই মনে হয় না। দ্রুত চড়াই বাইতে শুরু করল ব্লিমুন্দা, স্রোতের মত শক্তি ফিরে আসে ওর, ঢালটা যেখানে আরও একবার খাড়া হওয়ার আগে সমান হয়েছে সেখানে এমনকি দৌড়াতে শুরু করে ও, এবং আরও সামনে, দুটো বেঁটে হোম ওকের মাঝখানে, কোনওমতে বালতাসারের আগের বারের আগমনের সময় বানানো ট্র্যাক দেখতে পায়, ওকে প্যাসারোলার কাছে নিয়ে যাবে ওটা। আরও একবার চিৎকার করে উঠল ও, বালতাসার, এখন নিশ্চয়ই শুনতে পাবে ও, কারণ মাঝখানে আর কোনও পাহাড় নেই, স্রেফ গোটাকয়েক টিলা, যদি থামবার সময় থকত ওর, নিশ্চয়ই বালতাসারের চিৎকার শুনতে পেত ও, ব্লিমুন্দা, বালতাসারের চিৎকার শুনতে পেয়েছে ভেবে নিশ্চিত বোধ করছে যে সেজন্যে মুচকি হাসল ও, এবং চোখ থেকে ঘাম কিংবা অশ্রু মুছল, কিংবা হয়তবা চুল সাজিয়ে নিচ্ছে বা নোংরা চেহারাটা সাফ করে নিচ্ছে, ওই ভঙ্গিমাকে অসংখ্যভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ওই তো জায়গাটা, উড়ে যাওয়া বিরাট কোনও পাখির বাসার মত। তৃতীয়বারের মত চিৎকার করল ব্লিমুন্দা, আগের সেই নামটাই আহ্বান করে, তেমন জোরাল নয়, চাপা উচ্চারণ, যেন কোনও রহস্যময় থাবা ওর শরীর থেকে নাড়িভূঁড়ি বের করে নিচ্ছে, এবং তার নামটা ধরে চিৎকার করে ওঠার সময়ই ও বুঝতে পারল যে গোড়া থেকেই জানত এজায়গাটা পরিত্যক্ত অবস্থাতেই পাবে। নিমেষে শুকিয়ে গেল ওর চোখের পানি, যেন কোনও তপ্ত হাওয়া ধেয়ে এসেছে পৃথিবীর গহ্বর থেকে। উদ্ভ্রান্তের মত বেদিশা হয়ে আগে বাড়ল ও, উপড়ানো ঝোপঝাড় আর ফ্লাইং মেশিনের চাপে সৃষ্টি হওয়া দাগ দেখতে পেল, এবং অন্য পাশে, ছয় কদম দূরে, মাটিতে পড়ে আছে বালতাসারের ন্যাপস্যাক। এখানে কী ঘটে থাকতে পারে তার আর কোনও আলামত নেই। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল ব্লিমুন্দা, এখন কম পরিষ্কার ওটা, দিনের আলো মিইয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নীরবে ভেসে যাচ্ছে মেঘের দল, এবং প্রথমবারের মত স্থানের শূন্যতা অনুভব করল ও, যেন ভাবছে, ওপাশে আর কিছু নেই, কিন্তু ঠিক এই জিনিসটাই বিশ্বাস করতে চাইছে না ও, ওই আকাশের কোথাও নিশ্চয়ই উড়ছে বালতাসার এবং মেশিনটাকে নিচে নামাতে পালগুলো নিয়ে যুদ্ধ করছে। আবার ন্যাপস্যাকের দিকে তাকাল ব্লিমুন্দা, এবং ওটা তুলে নিতে এগিয়ে গেল, ভেতরে স্পাইকটার ওজন অনুভব করল ও এবং পরক্ষণে মনে পড়ে গেল যে মেশিনটা যদি আগের দিনে উড়াল দিয়ে থাকে, রাতের বেলায় নেমে আসবে ওটা, তো সে কারণেই আকাশে দেখা যায় নি বালতাসারকে, জমিনেই কোথাও আছে ও, হয়ত জীবিত, তবে নির্ঘাৎ আহত, কারণ এখনও মনে আছে ওর কী প্রচণ্ড ছিল ওদের অবতরণ, যদিও সেই সময় মেশিনটায় আরও ভারি বোঝা ছিল।

ন্যাপস্যাকটা কাঁধে ঝোলাল ও, এখানে আর কিছু করার নেই, তো আশপাশে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করল ও, ঢাল বেয়ে উঠছে, ফের নামছে। ঝোপঝাড়ে ঢেকে আছে যা, দেখার মত একটা জায়গার খোঁজ করছে এবং ভাবছে ওর দৃষ্টিশক্তি যদি

আরও তীক্ষ্ণ হত, উপোস থাকা অবস্থায় ভোগ করা ক্ষমতা নয়, বরং ফ্যালকন আর লিঙ্কস্-এর মত, যেগুলো মাটির বুকে নড়াচড়া করে এমন যেকোনও কিছু দেখার ক্ষমতা রাখে। রক্তাক্ত পাজোড়া এবং ব্রিয়ার ও কাঁটায় খুঁড়ে যাওয়া স্কার্ট নিয়ে পাহাড়ের উত্তর পাশে চলে গেল ও এবং তারপর আরও উঁচু জায়গায় নজর বোলানোর জন্যে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানে ফিরে এল আবার, এবং এতক্ষণে ওর মাথায় এল যে বালতাসার কিংবা ও কখনওই মন্টে জুন্টোর চূড়ায় পৌঁছতে পারে নি, এখন অন্ধকার নামার আগেই ওখানে উঠতে হবে ওকে, চূড়া থেকে আরও বিস্তৃত এলাকা দেখতে পাবে ও, একথা ঠিক যে দূর থেকে মেশিনটাকে তেমন একটা আহামরি কিছু বলে মনে হবে না, কিন্তু মাঝেমাঝে সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়, এবং হয়তবা ওখানে পৌঁছানোর পর দেখবে বালতাসার একমাত্র হাতটা ওর উদ্দেশে নাড়ছে, একটা ঝর্নার পাশে দাঁড়িয়ে, যেখানে ওরা দুজনই তৃষ্ণা মেটাতে পারবে।

আরও ওপরে উঠতে শুরু করল ব্লিমুন্দা, আরও আগেই সন্ধ্যার আলো ম্লান হয়ে আসার আগেই একথাটা ভাবে নি বলে নিজেকে ভর্ৎসনা করল। অপ্রত্যাশিতভাবে, ঢাল বেয়ে এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে যাওয়া একটা পথ পেয়ে গেল ও, এবং আরও ওপরে, ঠেলাগাড়ি যাবার মত যথেষ্ট প্রশস্ত একটা রাস্তা, এই আবিষ্কারে অবাক হয়ে গেল ও, এই রাস্তাটার অস্তিত্ব যুক্তিসঙ্গত করতে পাহাড়ে কী থাকতে পারে, উল্লেখযোগ্য সময় ধরে ব্যবহৃত হবার সবরকম চিহ্ন বহন করছে রাস্তাটা, এবং কে জানে, বালতাসারও হয়ত এটার দেখা পেয়েছে। একটা বাঁক ঘোরার পর, জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল ব্লিমুন্দা। ঠিক সামনে একজন ফ্রায়ারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও, পোশাকের বিচারে একজন ডোমিনিক্যান, যা তাঁর মোটা শরীর আর ষাঁড়ের মত গর্দান ঢাকতে পারছে না। আতঙ্কের চোটে দৌড়ানো বা চেঁচিয়ে ওঠার আগে ইতস্তত করল ব্লিমুন্দা, ফ্রায়ার যেন ওর উপস্থিতি টের পেয়েছেন বলে মনে হল। থামলেন তিনি, এপাশ ওপাশ নজর বোলালেন, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। এমন একটা ভঙ্গি করলেন যেন নিজেকে আশীর্বাদ করছেন, এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। এগিয়ে গেল ব্লিমুন্দা, *ডিয়ো গ্রাশিয়াস*, বললেন ডোমিনিক্যান, তা কিসের জন্যে এখানে আগমন তোমার, আমি আমার স্বামীর খোঁজ করছি, জবাব দিল ব্লিমুন্দা, এর চেয়ে বেশি আর কী বলা উচিত না জেনেই, কারণ ও ফ্লাইং মেশিনের কথা বলতে শুরু করলে, প্যাসারোলার কথা বা ওই গাঢ় মেঘগুলোর কথা ব্যাখ্যা করতে গেলে, ফ্রায়ার ওকে পাগল ঠাওড়াতে পারেন। কয়েক কদম পিছিয়ে এল ও, আমরা মাফরার মানুষ, এবং আমার স্বামী এখানে মন্টে জুন্টোতে এসেছিল কারণ শুনেছি ওখানে নাকি একটা বিরাট পাখি থাকে, আমার ভয় পাখিটা হয়ত ওকে তুলে নিয়ে গেছে, আমি কাউকে, এমনকি অন্যান্য ফ্রায়ারকেও এমন কোনও পাখির কথা বলতে শুনি নি, এই পাহাড়ের ওপরে কি কোনও কনভেন্ট আছে, হ্যাঁ, আছে, আমি জানতাম না। যেন বিচলিত হয়েছেন, এমনি ভঙ্গিতে ঢাল বেয়ে কয়েক কদম নেমে

এলেন ফ্রায়ার। দ্রুত অস্ত যাচ্ছে সূর্যটা, সাগরের দিকটায় মেঘ জমেছে, এবং সন্ধ্যার আকাশ ধূসর হয়ে আসছে। বাম হাতের স্টাম্পের মাথায় হুক আটকানো কাউকে কাছেপিঠে দেখেছেন আপনি, জানতে চাইল ব্লিমুন্দা, সে কি তোমার স্বামী, হ্যাঁ, আমি ওকে দেখি নি, আপনি কি এদিক থেকে উড়ে আসা একটা বিরাট পাখিও দেখেন নি, গতকাল কিংবা আজ, না, আমি কোনও বিরাট পাখি দেখি নি, বেশ, আমি বরং তাহলে যাই, আমাকে আশীর্বাদ করুন, ফাদার, এখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, এসময় রওনা দিলে পথ হারিয়ে ফেলতে পার, কিংবা এদিকটায় ঘুরে বেড়ানো নেকড়ের পালের আক্রমণে পড়তে পার, যদি এখুনি রওনা দিই, অন্ধকার নেমে আসার আগেই উপত্যকায় পৌঁছতে পারব আমি, এখান থেকে যতটা মনে হচ্ছে ওটা তার চেয়ে আরও দূরে, শোন, কনভেন্টের পাশে আরেকটা কনভেন্টের ধ্বংসাবশেষ আছে, যেটার কাজই শেষ হয় নি, তুমি রাতটা ওখানে কাটাতে পার এবং আগামীকাল তোমার স্বামীর খোঁজ চালিয়ে যেতে পার, না, আমাকে যেতেই হবে, তোমার যা ইচ্ছা, কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে বিপদ সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করেছি আমি, এবং একথা বলে চওড়া ট্র্যাক ধরে আবার উঠে যেতে শুরু করলেন ফ্রায়ার।

ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল ব্লিমুন্দা, কি করা উচিত স্থির করতে পারছে না। ওপরে এখনও খানিকটা আলো আছে, যদিও কান্ট্রিসাইড অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। গোটা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে মেঘগুলো, এবং উত্তপ্ত, চটচটে হাওয়া দিতে শুরু করল, হয়ত ফেরার পথে বৃষ্টিতে পাবে। এত ক্লান্ত বোধ করল ব্লিমুন্দা যে ওর মনে হল স্রেফ প্রচণ্ড ক্লান্তির কারণেই মরে যেতে পারে ও। বালতাসারের কথা বলতে গেলে আর ভাবছেই না। তালগোল পাকানো মানসিক অবস্থায় কেন যেন জোর বিশ্বাস জাগছে যে আগামীকাল ওকে খুঁজে পাবে ও, আজ রাতে আরও তল্লাশি চালানোর কোনও অর্থ নেই। রাস্তার পাশের একটা বোল্ডারের ওপর বসে পড়ল ও, ন্যাপস্যাকে হাত গলাল এবং বালতাসারের খাবারের অবশিষ্টাংশটুকু পেল, হাড়ের মত শুকনো একটা সারডিন এবং রুটির একটা বাসী ক্রাস্ট। এখন যদি এদিক দিয়ে কেউ যায়, তারা এখানে নিঃশঙ্ক চিত্তে একজন মহিলাকে বসে থাকতে দেখে জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খাবে, প্রায় নিশ্চিতভাবেই কোনও পথিকের রক্ত পানের জন্যে ওৎ পেতে থাকা কোনও ডাইনী সতীর্থদের জন্যে অপেক্ষা করছে, তাদের সঙ্গে ডাইনীদের সাবাথে যোগ দেবে। আসলে, ও একজন হতভাগ্যা নারীমাত্র, যে তার স্বামীকে হারিয়েছে, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে মানুষটা, এবং যদিও তাকে ফিরে পাবার জন্যে সম্ভাব্য সবরকম মন্ত্রই আওড়াত ও, কিন্তু হায়, কোনওটাই জানে না ও, সুতরাং অন্যরা যা দেখতে পারে না তা দেখে কোনওই ফায়দা হয় নি ওর, যেমন ইচ্ছাগুলো সংগ্রহ করে লাভ হয় নি কোনও, কারণ ওই ইচ্ছাগুলোই ওকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

রাত নামল। উঠে দাঁড়াল ব্লিমুন্দা। বাতাস আরও হিম আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঢালগুলোর ওপর এক ধরনের অসহায়ত্ব বোধের জোরাল অনুভূতি,

ব্যাপারটা কাঁদিয়ে দিল ওকে, এবং এভাবে ভারমুক্ত করাটা ওর জন্যে সময়োপযোগিই হল। ভীতিকর শব্দে ভরে আছে রাত, প্যাঁচার তীক্ষ্ণ ডাক, হোম ওকের ঝিরঝির, যদি ওর কানজোড়া ওকে বিভ্রান্ত না করে থাকে, দূরে হুঙ্কার ছাড়ছে একটা নেকড়ে। উপত্যকার দিকে আরও শখানেক কদম নামার মত সাহস এখনও আছে ব্লিমুন্দার, কিন্তু সেটা হবে কত বড় হাঁ নিয়ে একজোড়া শেয়াল ওকে গিলে নিতে অপেক্ষা করছে সেটা না জেনেই নিজেকে একটা কুয়োর গভীরে নামিয়ে দেয়া। পরে পথ দেখাতে চাঁদ দেখা দেবে, যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, যা পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো যেকোনও জীবন্ত প্রাণীকে চোখে দৃশ্যমান করে তুলবে, ওগুলোর কোনও কোনওটাকে হয়ত ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারবে ও, কিন্তু অন্যগুলো ভয়ে জমিয়ে দেবে ওকে। আচমকা থমকে দাঁড়াল ও, শিউরে উঠেছে শরীর। সামান্য দূরে কি যেন সরসর করে সরে গেল। আর সহ্য করতে পারল না ও। যেন নরকের সমস্ত দানব এবং পৃথিবীতে বাস করা সব দৈত্যের, বাস্তব বা কাল্পনিক যাই হোক, তাড়া খেয়েছে এমনিভাবে রাস্তা বরাবর দ্রুত ওপরে উঠতে শুরু করল ও। যখন শেষ বাঁকটা পেরিয়ে এল ও, কনভেন্টটা দেখতে পেল, একটা নিচু খাট দালান। চার্চের জানালা গলে ম্লান আলো বেরিয়ে আসছে। তারা-জ্বলা আকাশের নিচে, বিড়বিড় করতে থাকা মেঘের নিচে, গভীর নৈঃশব্দ, মেঘগুলো এত নীচে যে মন্টে জুন্টোকে অনায়াসে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড় বলে ভুল হতে পারে। আগে বাড়ল ব্লিমুন্দা, নিচু গলায় উচ্চারিত প্রার্থনা শুনতে পেয়েছে বলে ভাবল ও, প্রায় নিশ্চিতভাবেই কমপ্লাইনের, এবং ও কাছে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জোরাল হয়ে উঠল উচ্চারণ, কণ্ঠগুলো আরও সুরেলা, স্বর্গের উদ্দেশে প্রার্থনা করছেন ফ্রায়ারগণ, এমন বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করছেন যে আবারও কাঁদতে শুরু করল ব্লিমুন্দা, সম্ভবত এই ফ্রায়াররা অজান্তেই বালতাসারকে আকাশ হতে বা জঙ্গলের বিপদাপদ হতে উদ্ধার করছেন, সম্ভবত জাদুকরী ল্যাটিন কথাগুলো ওর পাওয়া ক্ষতগুলোকে সারিয়ে দিচ্ছে, ব্লিমুন্দা সবরকম উপলক্ষ্যের উপযোগি প্রার্থনাগুলো মনে মনে আউড়ে প্রার্থনায় যোগ দিল, ব্যক্তিগত ক্ষতি, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, আমাদের চাহিদাগুলো বাছাই করার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ একজন আছেন ওখানে।

কনভেন্টের অন্যপাশে, ঢালের দিকে মুখ করা একটা গহ্বরে দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসাবশেষ। উঁচু উঁচু দেয়াল, খিলানঅলা ছাদ এবং ফোকরগুলোকে অনায়াসে সেল কল্পনা করে নেয়া যায়, আদর্শ আশ্রয়, এখানে রাত কাটাতে পারে ও, ঠাণ্ডা এবং জানোয়ারদের ঠেকিয়ে দেয়া যাবে। ব্লিমুন্দা, এখনও শঙ্কিত, ধ্বংসাবশেষের অন্ধকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল, হাত-পা দিয়ে ঠাহর করার চেষ্টা করছে কোনও গর্তে না পড়েই সামনে এগোনোর প্রয়াসে। আস্তে আস্তে অন্ধকারে সয়ে এল ওর চোখজোড়া, এবং তারপর জায়গাটার আবছা আলো জানালার ফোকরগুলো তুলে ধরল এবং দেয়ালগুলো স্পষ্ট করে তুলল। মেঝেটা ঘাসে ঢাকা, তবে মোটামুটি গোছানো। অন্তত আপাতত দৃশ্যমান কোনও প্রবেশ পথ ছাড়াই ওপরে একটা তলা রয়েছে।

এককোণে ওর ব্লেজারটা বিছাল ব্লিমুন্দা, ন্যাপস্যাকটাকে বালিশ বানিয়ে তারপর শুয়ে পড়ল। আবার দেখা দিল অশ্রু। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ল ও, কান্নার মধ্যেই জেগে আবার ঘুমাল এবং ঘুমের মধ্যেও অব্যাহত রইল কান্না। বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না এটা। মেঘগুলোকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে চাঁদ উঠল। রহস্যময় কোনও সত্তার মত ধ্বংসাবশেষে ঢুকল চাঁদের আলো, এবং জেগে উঠল ব্লিমুন্দা। শপথ করে বলতে পারে ও যে চাঁদের আলো মৃদু ঝাঁকুনি দিয়েছে ওকে, ওর মুখ কিংবা ক্লোকের ওপর রাখা হাতে পরশ বুলিয়েছে, কিন্তু এখন কানে আসা খরখরে শব্দটা আগে ঘুমের মধ্যেও শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল ওর, আওয়াজটা যেন কাছে আসছে, তারপর সরে যাচ্ছে, কেউ যেন বৃথা অনুসন্ধান চালাচ্ছে কিন্তু বাদ দিতে চাইছে না, আবার এগিয়ে আসছে, মুহূর্তের জন্যে গন্ধ হারিয়ে ফেলার পর আশ্রয় নেয়া কোনও পশুর মত। উঠে বসল ব্লিমুন্দা, কনুইতে ভর দিল, মনোযোগ দিয়ে শুনল। সতর্ক পায়ের আওয়াজ কানে এল ওর, প্রায় শোনাই যায় না অথচ আশঙ্কাজনকভাবে কাছে। একটা জানালার সামনে দিয়ে সরে গেল একটা অবয়ব এবং চাঁদের আলো পাথুরে দেয়ালের কর্কশ গায়ে একটা প্রোফাইল তুলে ধরল যা বিকৃত হয়ে গেল। ব্লিমুন্দা নিমেষে বুঝতে পারল ওটা পথে দেখা হওয়া সেই ফ্রায়ার। তিনি ওকে বলেছিলেন কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে এবং তিনি এসেছেন ও তাঁর পরামর্শ অনুসরণ করেছে কিনা দেখতে, কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান বদান্যতার কারণে নয়, চুপচাপ আবার শুয়ে পড়ল ব্লিমুন্দা এবং মটকা মেরে পড়ে রইল, হয়ত ওকে দেখতে পান নি তিনি, অথবা ওকে তিনি দেখতে পেয়ে বলেছেন, বিশ্রাম নাও, ক্লান্ত বেচারী, যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা সত্যি সত্যি অলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উৎকর্ষজনক হবে, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়, ফ্রায়ার এসেছিলেন তাঁর কামনা চরিতার্থ করার মতলবে, এবং তাঁকে দোষ দিতে পারবে কে, পৃথিবীর শিখরে এই জনমানবহীন এলাকায় হারিয়ে গেছেন, মানুষের অস্তিত্ব যেখানে নিদারুণ কষ্টকর। অবয়বটা জানালা গলে চুঁইয়ে আসা চাঁদের আলো আটকে দিয়েছে, লম্বা সুঠামদেহী কারও অবয়ব ওটা, তার ভারি নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। ন্যাপস্যাকটা একপাশে ঠেলে দিয়েছে ব্লিমুন্দা, লোকটা যখন ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল চট করে ব্যাগের ভেতর হাত গলিয়ে শক্ত করে স্পাইকটা আঁকড়ে ধরল ও, যেন ওটা একটা ড্যাগার। আমরা আগেই জানি যে কী ঘটতে যাচ্ছে, ইভোরার ফ্যারিয়ার যখন স্পাইক এবং হুকটা বানিয়েছে তখন থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে ব্যাপারটা, স্পাইকটা এখানে ব্লিমুন্দার হাতে রয়েছে, হুকটা যে কোথায় থাকতে পারে কে বলতে পারে। ব্লিমুন্দার পায়ে হাত বোলালেন ফ্রায়ার এবং আস্তে আস্তে ওর পাজোড়া ফাঁক করলেন, ওর নিঃসাড় দেহটা সহ্যের অতীত উত্তেজিত করে তুলেছে তাকে, হয়ত জেগে আছে সে এবং তাঁর আগে বাড়াকে স্বাগত জানাচ্ছে, ওর স্কার্ট ইতিমধ্যে তুলে দেয়া হয়েছে, ফ্রায়ারের পোশাকটা এরই মধ্যে তাঁর বেল্টের নিচে উঠে এসেছে, তাঁর হাতটা এগিয়ে গেল ওর অঙ্গের খোঁজে, কেঁপে উঠল

মেয়েটা, কিন্তু আর কোনও নড়াচড়া করল না, বিজয়ীর মত ফ্রায়ার তাঁর নিতম্বটি ঠেলে দিলেন অদৃশ্য মুখের দিকে, টের পেলেন মেয়েটার হাত তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরেছে, একজন ডোমিনিক্যান ফ্রায়ারের জীবনে অসাধারণ সান্ত্বনার ব্যাপার আছে। দুই হাতে চালানো স্পাইকটা তাঁর পাঁজরে আশ্রয় নিল, আরও গভীরে ঝাঁপ দেয়ার আগে সেকেন্ডের জন্যে ঘঁষা দিল তাঁর হৃৎপিণ্ডটাকে, বিশ বছর ধরে এই দ্বিতীয় মৃত্যুটাকে ধাওয়া করছে স্পাইকটা। ফ্রায়ারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা আর্তনাদ স্বল্পস্থায়ী মরণ-চিৎকারে পরিণত হল। আতঙ্কে মোচর খেল ব্লিমুন্দা, ফ্রায়ারকে হত্যা করেছে বলে নয়, বরং ওকে পিষে মারার হুমকি হয়ে ওঠা অসাড় দেহটার কারণে। কনুই ব্যবহার করে সাধ্যমত শক্তি জড়ো করে লাশটা ঠেলে দিল ও, এবং অবশেষে গড়িয়ে বের হয়ে আসতে পারল। চাঁদ ওটার শাদা পোশাক এবং গাঢ় দাগের খানিকটা আলোকিত করেছে, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দাগটা। কোনওমতে সোজা হয়ে দাঁড়াল ব্লিমুন্দা, সাবধানে। এবং কান পেতে শুনল। ধ্বংসাবশেষ অটুট নীরবতা, নিজের হৃদকম্পন ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ও। মেঝেয় হাতড়ে ন্যাপস্যাকটা উদ্ধার করল ও, এবং ক্লোকটা, ফ্রায়ারের দুপায়ে পেঁচিয়ে গিয়েছিল, আলো আছে এমন একটা জায়গা দেখে নামিয়ে রাখল ওগুলো। এবার লাশের কাছে ফিরে এল, স্পাইকের গ্রুভটা শক্ত করে ধরল, টান দিল একবার, তারপর আবার। শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ায় স্পাইকটা নিশ্চয়ই দুটো পাঁজরের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে। মরিয়া হয়ে লোকটার পিঠে একটা পা রাখল ব্লিমুন্দা, এবং হ্যাঁচকা টানে বের করে আনল স্পাইকটা। গভীর গড়গড় একটা শব্দ উঠল, গাঢ় ছাপটা ছড়িয়ে পড়ল বানের পানির মত। ফ্রায়ারের পোশাকে স্পাইকটা মুছে ফেলল ব্লিমুন্দা, ন্যাপস্যাকে রাখল ওটাকে, ক্লোকের সঙ্গে কাঁধের ওপর তুলে দিল ওটা। ঠিক যখন বেরুতে যাবে, পেছনে ফিরে চাইল ও, লক্ষ্য করল স্যান্ডাল পরে আছেন ফ্রায়ার, ফিরে গিয়ে খুলে নিল ও ওগুলো, মৃত মানুষ যেখানেই যাক, নরকই হোক বা স্বর্গ, নগ্ন পায়েই চলাফেরা করে।

ধ্বংসাবশেষের দেয়ালগুলোর সৃষ্ট ছায়ায় কোন দিকে যাবে স্থির করার জন্যে একটুক্ষণ থামল ব্লিমুন্দা। কনভেন্টের সামনের স্কয়্যার পেরুনোর ঝুঁকি নিতে পারছে না ও। কেউ ওকে দেখে ফেলতে পারে, হয়ত অন্য কোনও ফ্রায়ার, যিনি মৃত মানুষটার গোপন কথা জানেন, এবং তাঁর ফিরে যাবার অপেক্ষা করছেন, এবং নিঃসন্দেহে মনে মনে ভাবছেন চুটিয়ে মজা লুটছেন বলেই ফিরে যেতে এত দেরি হচ্ছে তাঁর, সব ফ্রায়ারের ওপর অভিশাপ পড়ুক, বিড়বিড় করে বলল ব্লিমুন্দা। এবার ওকে সমস্ত ভয় জয় করতে হবে, নেকড়ে, পুরোপুরি কল্পনা হয়ে থাকতে পারে, অন্ধকারে কারও ঘুরে বেড়ানোর রহস্যময় শব্দ, যেটা অবশ্য ওর কল্পনা ছিল না, পথ খুঁজে পাবার আগেই বনে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয়, যেখানে আর কখনও ওকে দেখা যাবে না। নিজের জীর্ণ খড়মগুলো খুলে ফেলল ও, মৃত মানুষটার স্যান্ডাল জোড়া পায়ে গলাল, বড্ড বড় আর চ্যাপ্টা ওগুলো, যদিও মজবুত, চামড়ার থংগুলো

গোড়ালির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল ও এবং রওনা হল, কোনও আগাছা বা কোনও ঢিবি বা এমন কিছু ওকে আড়াল করছে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষ ওকে কনভেন্ট থেকে আড়াল করে রেখেছে নিশ্চিত করল। চাঁদের রূপালি আলোয় স্নান হয়ে গেছে ওর, পরক্ষণে মেঘে ঢেকে দিল ওকে অন্ধকারে, কিন্তু এখন আর আতঙ্কিত বোধ করছে না বুঝতে পেরে আর কোনওরকম দ্বিধা ছাড়াই উপত্যকায় নামতে লাগল ও, এবং যদি ভূত বা নেকড়ের পালের মুখোমুখি পড়ে যায়ও, ভবঘুরে মানুষ বা বজ্রের ঝলকানি, স্পাইক দিয়ে তাদের ঠেকাবে ও, উইচক্র্যাফট্ কিংবা শারীরিক হামলার চেয়ে অনেক শক্তিশালী অস্ত্র ওটা, আমার সামনে ধরে রাখা ল্যাম্পটা যেন পথ আলোকিত করে তোলে।

সারারাত হাঁটল ব্লিমুন্দা। সকাল হওয়ার আগেই মন্টে জুন্টো থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে উদগ্রীব ও, তখন পার্টির উদ্দেশ্যে জড়ো হবে কমিউনিটি। ফ্রায়ারদের একজন নিখোঁজ যখন বুঝতে পারবেন ওরা তখন তাঁর সেল পরীক্ষা করা হবে আর তল্লাশি চালানো হবে গোটা কনভেন্টে, রিফ্যাক্টরি, চ্যাপ্টার হাউস, লাইব্রেরি এবং কিচেন গার্ডেনে, অ্যাবট সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন যে পালিয়ে গেছেন তিনি, এবং বিভিন্ন কোণে অসংখ্য গুজবের সৃষ্টি হবে, কিন্তু ফ্রায়ারদের একজন নিখোঁজ ফ্রায়ারের বিশ্বাসভাজন হয়ে গেছেন, তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবেন, হয়ত আন্যের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়বেন, কারণ বিছুটি ঝোপে জোব্বা ফেলে যেতে প্রলুব্ধ করতে নিশ্চয়ই সুন্দরী কোনও মেয়েই ছিল, তারপর কনভেন্টের চার দেয়ালের বাইরেও বাড়ানো হবে তল্লাশির আওতা এবং হয়ত ওরা লাশের খোঁজ পেতে পেতে দিনের আলো ছুটে উঠবে। কোনওমতে বেঁচে গেছি আমি, আপনমনে ভাবলেন ফ্রায়ার, এখন আর ঈর্ষা বোধ করছেন না, কেননা এখনও ঈশ্বরের অনুগ্রহের ছায়ায় আছেন তিনি।

মাঝসকালে ব্লিমুন্দা যখন পেড্রুলহোস নদীর তীরে পৌঁছল, বেপরোয়া পথ চলার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। ফ্রায়ারের স্যান্ডালজোড়া ফেলে দিয়েছে ও, যেন ওকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে শয়তান ওগুলোকে কাজে লাগাতে না পারে, এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাওয়ায় খড়মগুলোও বাদ দিয়ে দিয়েছে, এবার ঠাণ্ডা পানিতে পাজোড়া ডুবিয়ে দিল ও, রক্তের কোনও দাগ আছে কিনা দেখার জন্যে পরনের পোশাক পরখ করল, ওর ছেঁড়া স্কার্টে লাগা দাগটার মত, ছেঁড়া অংশগুলো আলগা করে দূরে ছুড়ে ফেলল ও। প্রবহমান পানির দিকে তাকিয়ে আপনমনে ও জানতে চাইল, এখন কী। আগেই আয়রন স্পাইকটা ধুয়ে ফেলেছে ও, এবং ও যেন বালতাসারের খোয়া যাওয়া হাতটাই ধুচ্ছিল, বালতাসারও নিখোঁজ, কে জানে কোথায় ঘুরে মরছে। পানি ছেড়ে উঠে এল ও, তো এবার কী, আরও একবার আপনমনে প্রশ্ন করল ও। তারপর হঠাৎ ওর মনে হল বালতাসার নিশ্চয়ই ওর জন্যে মাফরায় অপেক্ষা করছে, ওকে ওখানেই পাওয়া যাবে বলে নিশ্চিত বোধ করল, পথে স্রেফ পরস্পরকে দেখতে পায় নি ওরা, মেশিনটা হয়ত আপনাআপনি উড়ে গেছে,

তারপর বালতাসার ফিরে এসেছে, নিশ্চয়ই যাবার আগে ন্যাপস্যাক আর ক্লোকটা নিতে ভুলে গেছে, কিংবা হয়ত ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে, কেননা সবারই ভয় পাবার অধিকার আছে, এবং এখন হয়ত ও চিন্তা করছে এরপর কী করবে, অপেক্ষা করবে নাকি আবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বে, কারণ ওই মেয়েমানুষটা কোনওরকম বোকামি করে বসতে পারে, হায়, ব্লিমুন্দা।

মাফরাগামী রাস্তা ধরে ভূতে-পাওয়া কারও মত ছুটল ব্লিমুন্দা, পরপর দুরাত নির্ঘুম কাটিয়ে বাইরে বাইরে ক্লান্ত, পর পর দুরাত লড়াই করে তলে তলে উদ্দীপ্ত, উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এগিয়ে চলা তীর্থযাত্রীদের নাগাল পেল ও, পেরিয়ে গেল ওদের, এবং এত বিপুল সংখ্যায় দ্রুত আসছে ওরা, যে অচিরেই মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবে মাফরা। যতদূর চোখ যায় কেবল ফ্ল্যাগ, ব্যানার আর গিজগিজ করতে থাকা জনতার ভীড়, রোববার পর্যন্ত কনভেন্টের কাজ-কর্ম স্থগিত থাকবে, ডেকোরেশনসে ফিনিশিংটাচ দেয়ার কাজটাই শুধু বাকি আছে। বাড়ির দিকে এগোয় ব্লিমুন্দা, ওই যে দাঁড়িয়ে আছে ভাইকাউন্টের প্রাসাদ, গেইটে রয়্যাল গার্ডের সৈনিকরা রয়েছে পাহারায়, রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়ানো ক্যারিজ আর কোচগুলো, এখানেই অবস্থান করছেন রাজা। ঠেলে উঠানের গেইট খুলল ও, জোরে ডাক দিল, বালতাসার, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। পাথুরে ধাপের ওপর বসে পড়ল ও, হতাশ, কান্নার উপক্রম, এমন সময় হঠাৎ ওর মনে হল যে বালতাসারের খোঁজ করতে গিয়ে ওর কোনও দেখতে পায় নি স্বীকার করতে হলে ওর ক্লোক আর ন্যাপস্যাক কেমন করে পেল ব্যাখ্যা করতে পারবে না ও। উঠে দাঁড়ানোরও ক্ষমতা নেই, কোনওমতে কুঁড়ে পর্যন্ত গিয়ে আগাছার একটা বান্ডিলের নিচে ওগুলো লুকিয়ে ফেলল। এখন আর ফিরে যাবার মত শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না ও। ম্যানজারেই শুয়ে পড়ল, এবং যেহেতু মাঝে মাঝে শরীর আত্মার করুণা লাভ করে, অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। ফলে লিসবন থেকে প্যাট্রিয়ার্কের আগমন টের পেল না, সত্যিকার অর্থেই একটা অসাধারণ কোচে চেপে, পেছনে তাঁর নিজস্ব সফরসঙ্গীবাহী আরও চারটা কোচসহ এসেছেন তিনি, সামনে ছিল প্যাট্রিয়ার্কাল ক্রুসিফিক্স উঁচু করে তুলে ধরা একজন অশ্বারোহী ক্রস-বিয়ারারের সঙ্গে যাজকের অ্যাপারিটর, অনুসরণ করেছেন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, যারা শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে রাজাকে স্বাগত জানাতে রওনা দিয়েছিলেন, এই মিছিলের চাকচিক্য ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না, দেখতে আসা জনতার হৃদয় প্রফুল্ল করে দিয়েছে। আইনিস অ্যান্টোনিয়ার চোখজোড়া কোটর থেকে প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম হল, আলভারো দিয়োগো স্টোনম্যাসনের উপযোগি গম্ভীর চেহারায় তাকিয়ে রইল, এবং গাব্রিয়েল, কোথাও দেখা যাচ্ছে না বদমাশটাকে। উৎসর্গকরণের ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে যোগদান এবং কর্মসূচীকে অলঙ্কৃত করতে ভক্তি বশে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা তিনশোরও বেশি ফ্রায়ারদের আগমনও টের পেল না ব্লিমুন্দা, ব্যাপারটা এমন, ওদের উপস্থিতিতে, ওটা যদি ডোমিনিক্যানদের কোনও জমায়েত হত, একজনের

খোঁজ পাওয়া যেত না। কুচকাওয়াজ দেখার জন্যে এখানে নেই ব্লিমুন্দা, চার সারিতে কদম ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে বিজয়ী মিলিশিয়া বাহিনী, ধর্মীয় গ্যারিসন প্রস্তুত হওয়া নিশ্চিত করতে এসেছিল ওরা, আর্টিলারি রেঞ্জ তাক করা মানুষের দিকে, অল্টার ব্রেডের আরসেনাল, স্যাক্রামেন্টের স্টোরহাউস, ব্যানারের এমব্রয়ডারী করা হরফ, *ইন হোক সিগনো ভিনসেস*, আর এই আদর্শ যদি বিজয় নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, আরও আক্রমণাত্মক কৌশলের আশ্রয় নেবে ওরা। এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে আছে ব্লিমুন্দা, জমিনে পড়ে থাকা পাথরের মত, কেউ যদি পা দিয়ে ওকে খোঁচা না দেয়, ওখানেই পড়ে থাকবে ও, এবং চারপাশে ঘাস গজিয়ে উঠবে, দীর্ঘ রাত জাগার পর যেমন হয়ে থাকে।

সেদিনই শেষ বিকেলে, আনন্দ উৎসব শেষ হয়ে যাবার পর, আলভারো দিয়োগো এবং ওর স্ত্রী ঘরে ফিরে এল, উঠানের ওপর দিয়ে যায় নি ওরা, তাই চট করে ব্লিমুন্দাকে দেখতে পেল না, কিন্তু বাইরে রয়ে যাওয়া মুরগীগুলোকে জড়ো করতে আইনিস অ্যান্টোনিয়ো গেল যখন, ননদকে পেল সে, গভীর ঘুমে অস্থির আচরণ করছে, যেহেতু ঘুমের ভেতর একজন ডোমিনিক্যান ফ্রায়ারকে হত্যা করছে ও, ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয়, যদিও আইনিস অ্যান্টোনিয়া সেটা জানবে বলে আশা করা যায় না। কুঁড়ে ঘরে ঢুকে ব্লিমুন্দার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল ও, কিন্তু পা দিয়ে স্পর্শ করল না, কারণ ব্লিমুন্দা কোনও পাথর নয় যে লাথি হাঁকানো যাবে, এবং ভয়ে চোখ মেলল ব্লিমুন্দা, চারপাশের অবস্থা দেখে হতচকিত হয়ে গেল, কারণ ওর স্বপ্নে যেখানে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু ছিল না, এখানে ওখানেও গোধূলির আভা রয়ে গেছে, এবং ফ্রায়ারের জায়গায় ওই মহিলাটিকে দেখা যাচ্ছে, কে হতে পারে, ওহ্, বালতাসারের বোন ও, কিন্তু বালতাসার কোথায়, জানতে চায় আইনিস অ্যান্টোনিয়া, ঠিক যে কথা আপনমনে জানতে চাইছিল ব্লিমুন্দা, কী জবাব দেবে ও, হাঁচড়ে-পাছড়ে উঠে দাঁড়াল ও, সারা শরীর ব্যথা করছে, একজন ফ্রায়ার একশোবার মারা গেছেন কেবল একশো বার বেঁচে ওঠার জন্যেই, বালতাসার এখন আসতে পারবে না, কিন্তু একথা বলার মানে কিছুই না বলা, ও আসতে পারবে কি পারবে না, প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে ও আর আসছে না কারণ টারসিফালে একজন ফার্ম স্টুয়ার্ড হিসাবে রয়ে যাবার কথা ভাবছে ও, যতক্ষণ গ্রহণ করা হচ্ছে ততক্ষণ সব ব্যাখ্যাই জায়েজ, মাঝেমাঝে এমনকি নিরাসক্তাও কাজে লাগতে পারে, আইনিস অ্যান্টোনিয়ার বেলায় যেমন, ভাইয়ের প্রতি তেমন একটা দরদ নেই ওর, এবং যখন ভাইয়ের কথা জানতে চায় ও, সেটা স্রেফ কৌতূহল বশত: অন্য কিছু নয়।

সাপারের সময়, তিনদিন পেরিয়ে যাবার পরেও বালতাসার না ফেরায় বিস্ময় প্রকাশ করার পর, উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে যারা এসেছে কিংবা আসবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে তাদের বিস্তারিত বয়ান দিল আলভারো দিয়োগো, রানী এবং রাজকন্যা ডোনা মারিয়া ভিটোরিয়া বেলাসে রয়ে গেছে, কারণ মাফরায় তেমন জুৎসই থাকবার জায়গা নেই, এবং ঠিক একই কারণে ইনফ্যান্টে ডোম ফ্রান্সিস্কো চলে গেছে

এরিসেইরায়, কিন্তু আলভারো দিয়োগোকে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি জুগিয়েছে, কথার কথা আরকি, সেটা হল রাজা, রাজপুত্র ডোম হোসে এবং ইনফ্যান্টে ডোম অ্যান্টোনিয়োর মত একই বাতাসে শ্বাস নিতে পারছে সে, যারা অবিলম্বে ভাইকাউন্টের প্রাসাদে অবস্থান গ্রহণ করছেন, আমরা যেমন সাপারের জন্যে বসেছি, ওরাও সাপারের জন্যে বসেছেন, প্রত্যেক পরিবার তাদের নিজেদের রাস্তার দিকে, আচ্ছা, পড়শী, আমাকে কিছু পারসলি দিতে পার। কার্ডিনাল কুনহা এবং মটা ইতিমধ্যে এসে গেছেন এবং লেইরিয়ার পোর্টালেগরির বিশপগণ, প্যারা আর নানকিংয়ের যারা ওখানে নেই, কিন্তু এখানে আছেন, এবং রাজসভার সদস্যরা এসে হাজির হচ্ছেন, এবং অভিজাতজনদের অন্তহীন একটা মিছিল, ঈশ্বর যদি চান, অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রোববার নাগাদ চলে আসবে বালতাসার, ঘোষণা দিল আইনিস অ্যান্টোনিয়া, যেন ও এমন কিছু বলুক এটাই আশা করা হচ্ছিল, ও আসবে, বিড়বিড় করে বলল ব্লিমুন্দা।

সেরাতে বাড়িতেই ঘুমাল ও। ওঠার আগে রুটি খেতে ভুলে গেল, এবং যখন রান্নাঘরে ঢুকল, স্বচ্ছ দুটো ভূত দেখতে পেল ও, যেগুলো হঠাৎ নাড়িভূঁড়ির বান্ডিল আর শাদা হাড়ের স্তূপে রূপান্তরিত হয়ে গেল, খোদ জীবনেরই বিবমিষা এটা, বমি এসে গেল ওর, চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রুটি চিবোতে শুরু করল ও, সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়ল আইনিস অ্যান্টোনিয়া, যদিও কোনওরকম অপমান করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, এত বছর পর তুমি পোয়াতি হয়েছ বলতে যেয়ো না যেন, নিষ্পাপ কথাগুলো ব্লিমুন্দার দুঃখই বাড়াল কেবল, এখন ও সন্তান নিতে চাইলেও তা হবার নয়, আপনমনে ভাবল ও, হতাশার চাপা কান্না দমন করল। এটাই সেইদিন যেদিন ক্রস, চ্যাপেলের পেইন্টিং, ভেস্টমেন্টস্ এবং স্যাক্রামেন্টের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য জিনিস, এবং তারপর কনভেন্ট এবং সমস্ত আউটবিল্ডিং আশীর্বাদ করল ওরা। জনতাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, ব্লিমুন্দা এমনকি বাড়ি ছেড়ে বেরই হতে পারল না, রাজকুমার আর ইনফ্যান্টেকে নিয়ে কোচে ওঠার সময় লহমার জন্যে রাজাকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ওকে, রানী এবং রাজকুমারীদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছিলেন তিনি, এবং সেরাতে আলভারো দিয়োগো ওর সাধ্যমত দৃশ্যটার বর্ণনা দিল।

অবশেষে সবচেয়ে মহিমান্বিত দিন আবির্ভূত হল, সতের শো তিরিশ সালের স্মরণীয় দিন বাইশে অক্টোবর, যেদিন রাজা ডোম হোয়াও পঞ্চম তাঁর একচল্লিশতম জন্মদিন উদযাপন করেন এবং এযাবৎকালে পর্তুগালে নির্মিত বৃহত্তম মনুমেন্টের উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং কেবল ক্ষীণ দৃষ্টিরাই বলবে যে ওটা এখনও অসমাপ্ত রয়েছে । বর্ণনার অতীত অসংখ্য বিস্ময়, আলভারো দিয়োগো সবকিছু দেখে নি, এবং আইনিস অ্যান্টোনিয়া নিদারুণ বিড়ম্বিত হয়ে পড়ল, ওদের সঙ্গে যোগ দিল ব্লিমুন্দা, কারণ প্রত্যাখ্যান করাটা খারাপ দেখাবে, কিন্তু ও কি স্বপ্ন দেখছে নাকি জেগে আছে বলতে পারবে না। স্কয়্যারে দেখার মত ভাল একটা

জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে ভোর চারটায় বেরিয়ে পড়ল ওরা, পাঁচটার সময় ট্রুপস জড়ো হল এবং সর্বত্র মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হল, তারপর ভোরের আলো ফুটতে শুরু করল, নিশ্চিত হবার জন্যে, চমৎকার একটা দিন, কেননা ঈশ্বর তাঁর এস্টেটের দেখাশোনা করেন, এখন পোর্টিকোর বাম ধারে প্যাট্রিয়ার্ক্যাল সিংহাসনটা দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে মানানসই চেয়ার এবং সোনালি ট্রিম করা ক্রিমসন ভেলভেটের ক্যানোপি, এবং মেঝেয় দামি রাগস্, সবদিক দিয়েই নিখুঁত এবং ক্রিডেন্সের ওপর রাখা আছে সার্ভিসের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য শাস্ত্রীয় জিনিসের পাশাপাশি রূপার বাউল এবং এস্পারগিলাম, ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে গম্ভীর মিছিল, গোটা চার্চটাকে ঘিরে চক্কর দেবে ওটা, সামনে থাকবেন রাজা, পেছনে অনুসরণ করবেন ইনফ্যান্টে আর অভিজাতজনেরা এবং পদমর্যাদা আর রেওয়াজ অনুযায়ী, কিন্তু স্বয়ং প্যাট্রিয়াকই হচ্ছেন আসল ব্যক্তি, যিনি লবণ আর পানিকে আশীর্বাদ করেন, দেয়ালে দেয়ালে পবিত্রবারি ছিটালেন, যদিও হয়ত যথেষ্ট নয়, তা নাহলে কয়েক মাস পরে আলভারো দিয়োগো তিরিশ মিটার উচ্চতা থেকে পড়ে যেত না, তারপর মূল দরজায় নিজের ক্রোযিয়ের দিয়ে তিনবার টোকা দিলেন, দরজাটা বন্ধ, তৃতীয় টোকার পর, ঈশ্বরের পবিত্র সংখ্যা, দরজা খুলে গেল এবং মিছিলটা প্রবেশ করল, এবং আমরা দুঃখিত যে আলভারো দিয়োগো ও আইনিস অ্যান্টোনিয়া চার্চে ঢুকতে পারে নি, আর ব্লিমুন্দাও, অনীহার সঙ্গে ওদের সঙ্গে রয়েছে, যেখানে ওরা অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পাবে, যার কোনও কোনটা একেবারেই সূক্ষ্ম, অন্যগুলো গভীরভাবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী, কোনও কোনওটা মানুষকে প্রণত হতে বাধ্য করল, আবার অন্যগুলো আত্মাকে চাঙা করে তুলল, যেমন প্যাট্রিয়ার্ক যখন চার্চের মেঝেয় রাখা ছাইয়ের গাদায় তাঁর ক্রোযিয়েরের ডগার সাহায্যে গ্রীক আর ল্যাটিন হরফ লিখলেন, উইচক্র্যাফটের মত শোনাল তা, আমি লিপিবদ্ধ করলাম এবং তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিলাম, অনুশাসনিক আচারের চেয়ে, এবং একই কথা খাটে ওধারের ফ্রিম্যাসনরি, গোল্ডডাস্ট, ধূপ, আরও ছাই, লবণ, রূপালি ক্যারাফেয় রাখা শাদা মদ, একটা ট্রেতে রাখা লাইম আর পাথরের গুঁড়ো, একটা রূপালি চামচ, একটা সোনালি খোল এবং হাজারও জিনিসের বেলায়। হিয়েরোগ্লিফিক্সের আঁকিবুঁকি, সামনে, পেছনে, আগেপিছে, পবিত্র তেল, আশীর্বাদ, টুয়েলভ্ অ্যাপসলের রেলিক্স, বারজন ওরা, এসবের অভাব নেই কোনও, গোটা সকাল আর বিকেলের বড় অংশ খেয়ে নিল তা, প্যাট্রিয়ার্ক যখন পন্টিফিক্যাল হাই ম্যাস শুরু করলেন তখন পাঁচটা বেজে গেছে, বলাবাহুল্য, যথেষ্ট সময় নিল তা, অবশেষে শেষ হল সার্ভিস, এবং প্যাট্রিয়ার্ক তখন বেনেডিকশনের উদ্দেশ্যে ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলেন, এবং বাইরে এলেন, এবং বাইরে অপেক্ষারত জনগণকে আশীর্বাদ করলেন, প্রায় সত্তর কি আশি হাজার মানুষ, হুড়মুড় করে পোশাকে আলোড়ন তুলে প্রণত হল ওরা। যতদিন বাঁচব এই মুহূর্তটির কথা কোনওদিন ভুলব না আমি, ওই যে পালপিটের ওপর আশীর্বাদবাণী উচ্চারণ করছেন

ডোম টমাস ডি আলমেইডা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির যেকেউ ঠোঁটজোড়ার নড়াচড়া দেখতে পাবে, কিন্তু তিনি কী বলছেন সেটা বুঝবে না কেউই, এবং ওইসব অনুষ্ঠান যদি আজ অনুষ্ঠিত হত, সারা বিশ্বজুড়ে ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ গমগমিয়ে উঠত, প্যাপাল ব্লেসিং *উরবি এট অরবি*, জিহোভার আসল কণ্ঠস্বর, যার কথা শুনবার জন্যে হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু প্রাজ্ঞ মানুষ যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, যতক্ষণ না সে আরও উন্নত কিছু আবিষ্কার করছে, সে কারণেই মাফরা শহরে জমায়েত হওয়া তীর্থযাত্রীদের মাঝে এমন মহা আনন্দের জোয়ার, প্যাট্রিয়ার্ক যখন তাঁর ডানহাত, ঝলমল করতে থাকা আংটিসহ, ওপর নিচ এবং বামডানে নাড়লেন, মাপা ভঙ্গিগুলোতেই সন্তুষ্ট রইল তারা, ঝলমলে গিল্ট আর পাম্পল, তুষার শুভ্র লিনেন, পিরো পিনহেইরো থেকে আনা পাথরের ওপর ক্রোযিয়েরের জোরাল আঘাত, অপপাণের হয়ত স্মরণ থাকবে, দেখ, পাথর হতে রক্ত বেরিয়ে আসছে, অলৌকিক ব্যাপার, মোজেজা, কেরামতি, অবশেষে ওয়েজ সরিয়ে নেয়া হল এবং প্যাস্টর তাঁর সহগামীদের নিয়ে বিদায় নিলেন এবং উঠে দাঁড়াল সবাই, উৎসব চলতে থাকবে, উৎসর্গীকরণ স্মরণীয় করে রাখতে আটদিনের অনুষ্ঠানমালা, এবং এটা কেবল প্রথম দিন।

ব্লিমুন্দা ওর ননদ আর তার স্বামীকে জানাল, সোজা ফিরে আসছি আমি। ঢাল বেয়ে বিরান শহরের উদ্দেশে এগিয়ে গেল ও। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে শহরের কোনও কোনও বাসিন্দা তাদের বাড়ির দরজা এবং শাটার খোলা রেখে গেছে। আগুন নিভে গেছে। ক্লোক এবং ন্যাপস্যাকটা নিতে শেডে ঢুকল ব্লিমুন্দা। তারপর কিচেনে গিয়ে কিছু খাবার, একটা কাঠের বাউল, একটা চামচ, বালতাসার আর নিজের জন্যে কিছু কাপড়চোপড় যোগাড় করল। সবকিছু ন্যাপস্যাকে ঢোকাল ও, তারপর বেরিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে, কিন্তু এখন আর অন্ধকারকে ভয় করে না ও, কারণ ওর অন্তরের অন্ধকারের চেয়ে বড় অন্ধকার আর নেই।

দীর্ঘ নয়টি বছর বালতাসারের খোঁজ করে বেড়াল ব্লিমুন্দা। ধুলো এবং কাদা দেখে সমস্ত রাস্তা আর ট্র্যাক চেনা হয়ে গেল ওর, বালিময় মাটি আর বিপজ্জনক পাথর, অসংখ্য মারাত্মক ফ্রস্ট এবং দুটো ব্লিযার্ডের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, বেঁচে গেছে কেবল এখনই মরার ইচ্ছা নেই বলে। গ্রীষ্মকালে রোদের আঁচে ঠিক ছাই হয়ে যাবার আগ মুহূর্তে আগুন থেকে বের করে আনা লগের মত কালো হয়ে গেছে ও, শুকনো কোনও ফলের মত কুঁকড়ে গেছে গায়ের চামড়া, ভুট্টার ক্ষেতে যেন ও একটা কাগতাড়ুয়া, গ্রামবাসীদের মাঝে এক প্রেত-সত্তা, ছোট ছোট হ্যামলেট এবং পরিত্যক্ত বসতিতে এক ভয় জাগানিয়া দৃশ্য। ও যেখানেই গেল, জানতে চাইল বাম হাত বিহীন একজন লোককে দেখেছে কিনা কেউ, রাজকীয় বাহিনীর যেকোনও সৈনিকের মতই লম্বা, ধূসর হয়ে আসা গালভর্তি চাপ দাড়ি, কিন্তু যদি ও এর মধ্যে শেভ করে থাকে, চেহারাটা চট করে ভুলে যাবার মত নয়, অন্তত আমি ভুলে যাই নি, এবং হয়ত সাধারণ হাইওয়ে বা কান্ট্রিসাইডের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া পথে চলছে ও, আবার ইস্পাত আর বেতে বানানো কালো পালঅলা একটা পাখিতে চেপে আকাশ থেকেও নেমে আসতে পারে ও, হলুদ অ্যাম্বারের বল, এবং কেস-মেটালে তৈরি দুটো গ্লোব আছে, যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গোপন জিনিস, যদি মানুষ এবং পাখিটার অবশেষ ছাড়া এসবের কিছুই না থাকে তবুও আমাকে ওখানে নিয়ে চলো, কেননা ওদের পরিচয় জানার জন্যে স্রেফ স্পর্শ করলেই চলবে আমার। লোকে ভাবল নির্ঘাৎ পাগল ও, কিন্তু যদি ওখানে দীর্ঘসময় অবস্থান করত ও, ওরা দেখতে পেত অন্যান্য সব কথা বার্তায় কত যৌক্তিক, ওরা ওকে অপ্রকৃতিস্থ মনে করার প্রাথমিক ধারণা নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠত। অচিরেই ও এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে পরিচিত হয়ে গেল ও, তো প্রায়ই ওর নামই আগে আগে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং লোকে অদ্ভুত গল্প বলার কারণে ওকে ফ্লাইং উওম্যান ডাকতে লাগল। দরজায় বসে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে ও, যারা ওদের দুঃখ আর কষ্টের কথা জানায়, সুখের কথা খুব কমই, সেগুলোর সংখ্যা একেবারেই অল্প, তাছাড়া সুখের কথা নিজের কাছে রাখাই ভাল, যেন তা হারিয়ে না যায়। যেখান দিয়েই গেল ও, উৎকণ্ঠার একটা ছায়া পড়ে রইল, লোকগুলোও আর তাদের মেয়ে মানুষদের চিনতে পারে না, হঠাৎ করে তারা ওদের দিকে চেয়ে থাকতে শুরু করেছে, লোকগুলোও হারিয়ে না যাওয়ায় দুঃখিত, তাহলে ওরাও ওদের খোঁজে বের হতে পারত। কিন্তু সেই লোকগুলোই জানতে চাইল, মেয়েটা কি চলে গেছে, হৃদয়ে প্রকাশের অতীত এক দুঃখ নিয়ে এবং মহিলারা যদি উত্তরে বলে যে,

এখনও আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, মেয়েটাকে আবার বনের মাঝে দেখার আশায় বেরিয়ে যায়, কিংবা পাকাভূট্টার ক্ষেতে, নদীর পানিতে পাধোয়ায় ব্যস্ত কিংবা বাঁশঝাড়ের আড়ালে নগ্ন হচ্ছে, কোথায় কিছু আসে যায় না, কারণ চোখ দিয়ে মেয়েটার দেহ উপভোগ করা ছাড়া আর কিছু করার সাধ্য নেই ওদের, কারণ হাত এবং ফলের মাঝখানে রয়েছে একটা আয়রন স্পাইক, তবে সৌভাগ্যক্রমে, কারও মরণ নির্ধারিত হয়ে নেই। ভেতরে লোকজন থাকলে কখনও চার্চে প্রবেশ করে না ব্লিমুন্দা, অন্যথায় মেঝেয় বসে কোনও পিলারে ঠেস দিয়ে ক্ষাণিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়, বলে, অল্পক্ষণের জন্যে এসেছি আমি, এবার চলে যাচ্ছি, কারণ এটা আমার বাড়ি নয়। লোকমুখে ওর কথা শুনতে পেয়ে প্রিস্ট কনফেস করার জন্যে আসার আহ্বান জানিয়ে বার্তা পাঠালেন ব্লিমুন্দাকে, ভবঘুরে এই তীর্থযাত্রীকে ঘিরে থাকা রহস্যগুলো খতিয়ে দেখতে উদগ্রীব, দুর্বোধ্য ওই চেহারার আড়ালে কী গোপন কথা লুকিয়ে আছে জানতে চান, অভিব্যক্তিহীন ওই জোখজোড়ায়, যেগুলো খুব কমই বন্ধ হয় এবং যেগুলো নির্দিষ্ট মুহূর্তে, নির্দিষ্ট আলোয় ভাসমান মেঘের ছায়া পড়া হ্রদের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রিস্টের কাছে ও পাল্টা বার্তা পাঠাল যে যদি কখনও স্বীকার করার মত কোনও পাপ করে ও, তবেই তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করবে, এবং কোনও জবাবই এর চেয়ে বড় স্ক্যান্ডালের জন্ম দিতে পারত না, যেহেতু আমরা সবাইই পাপী, কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে যখন ও অন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করল, প্রায়ই ওদের ভাবনার খোরাক যোগাল ও, যত যাই হোক, আমাদের এই পাপগুলো কী, তোমাদের, আমাদের, আমরা মেয়েরা যদি পৃথিবীর সমস্ত পাপ দূর করে দেয়া সেই সত্যিকারের ডেড়াই হয়ে থাকি, যেদিন এই বাণী উপলব্ধি করা হবে, তখন সবকিছু নতুন করে শুরু করার প্রয়োজন দেখা দেবে। কিন্তু চলার পথে ওর অভিজ্ঞতা সবসময় এ-ধারার হল না, মাঝেমাঝে ওর উদ্দেশে পাথর ছোড়া হল, এবং টিটকারী দেয়া হল, এবং একটা গ্রামে যেখানে দুর্ব্যবহারের মুখে পড়েছিল ও, এমন এক কেরামতি দেখাল যে লোকে ওকে প্রায় সেইন্ট ধরে নিল, কারণ ব্যাপারটা এমন যে ওই এলাকায় তীব্র খরা চলছিল, কারণ সমস্ত ঝর্না শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং শুকিয়ে গিয়েছিল কুয়োগুলো, এবং ব্লিমুন্দা, গ্রাম থেকে বিতাড়িত হবার পর, উপবাস এবং দেখার ক্ষমতা ব্যবহার করে সীমানায় ঘুরে বেড়াল, এবং পরদিন রাতে, গ্রামবাসী যখন ঘুমে বিভোর, চুরি করে আবার গ্রামে ফিরে এল ও, এবং পাবলিক স্কয়্যারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠল যে অমুক জায়গায়, তমুক গভীরতায় ওর নিজের চোখে দেখা খাঁটি পানির একটা ধারা বয়ে যাচ্ছে, এবং এথেকেই বোঝা যায় কেন ওর নাম আইজ অভ ওঅটর রাখা হয়েছে, ওখানে স্নান করা প্রথম দুটো চোখ। জল সৃষ্টি করার ক্ষমতাঅলা এমন সব চোখের দেখাও পেল ও, অমন অসংখ্য চোখ, এবং যখন বলল ও যে মাফরা থেকে এসেছে, মহিলারা ওকে জিজ্ঞেস করল এই-এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যধারী এই-এই লোক ও দেখেছে কিনা, কারণ সে আমার স্বামী, আমার বাবা, আমার ভাই, আমার ছেলে আমার বাগদত্ত, রাজার নির্দেশে কনভেন্টে

কাজ করার জন্যে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে, এবং কখনও ফিরে আসে নি বলে দেখা পাই নি, নিশ্চয়ই ওখানেই ও মারা গেছে, কিংবা সম্ভবত পথে হারিয়ে গেছে, কেননা কেউই আর কোনও খবর দিতে পারে নি ওর, ওর পরিবার উপার্জনক্ষম মানুষটাকে হারিয়েছে এবং তার জমিন অবহেলিত হয়েছে, কিংবা হয়ত শয়তান তুলে নিয়ে গেছে ওকে, তবে এই মধ্যে আরেকজন পুরুষকে পেয়েছি আমি, কারণ, কোনও মেয়ে যদি নিজের ডেরায় ঢোকার সুযোগ দেয় এই একটা পশু হাজির হতে ব্যর্থ হয় না কখনও, আমার কথা যদি বুঝতে পেরে থাক। মাফরা অতিক্রম করল ব্লিমুন্দা এবং আইনিস অ্যান্টোনিয়ার কাছে শুনল কেমন করে আলভারো দিয়োগো মারা গিয়েছে, কিন্তু বালতাসার মারা গেছে এমন কোনও আলামতই নেই, কিংবা সত্যি বলতে, ওর বেঁচে থাকারও।

দীর্ঘ নয়টি বছর অনুসন্ধান চালাল ব্লিমুন্দা। শুরু করেছিল ঋতুর হিসাব রেখে, ওগুলো অর্থ হারিয়ে না ফেলা পর্যন্ত। গোড়াতে, প্রতিদিন কত লীগ পথ পেরুচ্ছে তারও হিসাব রাখার চেষ্টা করেছিল ও, চার, পাঁচ, কখনও কখনও ছয়, কিন্তু অচিরেই তালগোল পাকিয়ে ফেলতে শুরু করল ও, এমন একটা পর্যায় এল যখন স্থান আর কাল অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল, এরপর সমস্ত কিছুকে সকাল, বিকেল, রাত, বৃষ্টি, দুপুরের সূর্য, শিলা, কুয়াশা, এবং বাষ্প দিয়ে বিচার করতে শুরু করল। রাস্তাটা খারাপ নাকি ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ঢালটা কি ওপরে উঠেছে না নিচে নেমেছে, জায়গাটা কি সমতল, পাহাড়, সাগরতীর, নাকি নদী তীর, এবং তারপর আছে চেহারাগুলো, হাজার হাজার চেহারা, অগুনতি চেহারা, মাফরায় সমবেতদের মোট সংখ্যাকে যা ছাড়িয়ে গেছে, এবং চেহারাগুলোর মাঝে মেয়েদের চেহারা, যেগুলো প্রশ্ন আহ্বান করছে, পুরুষদের চেহারাগুলো যেগুলো হয়ত উত্তর যোগাতে পারে, এবং শেষের দলটায় খুব অল্পবয়সী বা খুব বয়স্ক কেউ নয়, বরং পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক একজন লোক যখন ওকে ওদিকে মন্টে জুন্টোয় ছেড়ে এসেছিলাম আমরা, সেদিন আকাশে উঠে গিয়েছিল ও, এবং এখন তার বয়স জানার জন্যে আমাদের কেবল এক এক করে বছর যোগ করতে হবে, কেননা প্রত্যেক মাসে এত অসংখ্য বলীরেখা যোগ হয়, প্রত্যেকদিন এত বেশি পাকা চুল। কত অসংখ্যবার ব্লিমুন্দা কল্পনা করেছে কোনও গ্রামের চত্বরে বসে ভিখ মাঙছে ও, এবং একজন লোক এগিয়ে এসেছে ওর কাছে, যে ভিক্ষা দেয়ার বদলে তার আয়রন হুকটা বাড়িয়ে দেবে, তখন ন্যাপস্যাকে হাত গলাবে ও এবং একই নেহাইতে পেটানো স্পাইকটা বের করে আনবে, ওর দৃঢ়তা এবং সতর্কতার প্রতীক, তাহলে তোমাকে খুঁজে পেলাম আমি, ব্লিমুন্দা, আর আমিও তোমাকে পেয়েছি, বালতাসার, এতগুলো বছর কোথায় ছিলে তুমি আর কি কি ঘটনা আর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তোমার জীবনে, আগে তোমার কথা বলো আমাকে, কারণ হারিয়ে গিয়েছিলে তো তুমি, কী ঘটেছে বলছি আমি, এবং ওখানেই রয়ে যাবে ওরা, কালের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত কথা বলে যাবে।

হাজার হাজার লীগ পথ হাঁটল ব্লিমুন্দা, প্রায় সব সময়ই খালি পায়ে। ওর পায়ের তলা গাছের বাকলের মত শক্ত এবং বিক্ষত হয়ে গেল। ওই পা দুটো পর্তুগালের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বরাবর হাটল, বেশ কয়েকবার এমনকি স্প্যানিশ সীমান্তও পেরুল। কারণ মাটির ওপর এখানকার অঞ্চল থেকে ওখানকার এলাকাকে বিভক্তকারী কোনও সীমারেখা দেখতে ব্যর্থ হল ও, স্রেফ বিদেশী ভাষায় কথাবার্তা হচ্ছে শুনে ফিরে এসেছে। দুবছর কালের ব্যবধানে সাগর সৈকত এবং পাথরের মহাসাগর থেকে সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল ও, তারপর গেল অন্যান্য জায়গায় অন্য পথে, এবং ওর যাতায়াত ও অনুসন্ধান বুঝতে সাহায্য করল ও, যেখানে জন্ম নিয়েছে সেই দেশটা কত ছোট। আগেও ওখানে এসেছি আমি, এদিক দিয়ে যাবার কথা মনে আছে আমার, এবং পরিচিত চেহারার মুখোমুখি হল ও, আমাকে চিনতে পারছ না, লোকে আমাকে ফ্লাইং উওম্যান বলে, ওহ্, অবশ্যই চিনতে পেরেছি তোমাকে, তাহলে যাকে খুঁজছিলে পেয়ে গেছ, আমার স্বামীর কথা বলছ, ঠিক তাই, না, ওকে খুঁজে পাই নি আমি, আহা, বেচারি, আমি চলে যাবার পর এখানে আসে নি তো সে, না, ওকে দেখা যায় নি আর আমিও এদিকে কারও মুখে ওর কথা শুনি নি, ঠিক আছে, তাহলে, আমি গেলাম, বিদায়, যাত্রা শুভ হোক, শুধু যদি ওর দেখা পেতাম।

ওকে খুঁজে পেয়েছিল ও। ছয়বার লিসবনের ভেতর দিয়ে গেছে ও, এটা সপ্তমবার। দক্ষিণে, পেগোজের ওদিক থেকে এসেছিল ও। জোয়ারের সুবিধা নিয়ে শেষ নৌকায় নদী পেরুল, যখন রাত হয়ে গেছে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা না খাওয়ায় অবস্থায় আছে ও। ওর ন্যাপস্যাকে এখনও কিছু খাবার আছে, কিন্তু যখনই খাবার মুখে দিতে যায় ব্লিমুন্দা, যেন আর কারও হাত যেন চেপে বসে ওর হাতের ওপর এবং একটা কণ্ঠস্বর সতর্ক করে দেয়, খেয়ো না, কারণ সময় এসে গেছে। নদীর কালোজলের তলায় বেশ গভীর দিয়ে মাছেদের সাঁতরে পেরিয়ে যেতে দেখল ও, স্ফটিক এবং রূপালি মাছের ঝাঁক, ওদের লম্বা পিঠ আঁশে ঢাকা কিংবা একেবারে মসৃণ। প্রত্যেকটা বাড়ির আলো ধোঁয়াশার ভেতর বীকনের মত দেয়াল চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে। রুয়া নোভা ডোস ফেরোসে ঢুকল ও এবং চার্চ অভ আওয়ার লেডি অভ অলিভেইরার কাছে ডানে বাঁক নিয়ে রোসিয়োর দিকে এগোল, আটাশ বছর আগে একই পথে চলেছিল ও। প্রেতাত্মাদের মাঝখান দিয়ে এগোল ও, কুয়াশার ভেতর দিয়ে আসলে যা মানুষ। নগরের হাজারো উৎকট গন্ধের ভেতর দিয়ে, সন্ধ্যার হাওয়া পোড়া মাংসের গন্ধ নাকে এনে দিল ওর। মশাল, কালো ধোঁয়া এবং বনফায়ারের মাঝে চার্চ অভ সেইন্ট ডোমিনিকের চারপাশে গিজগিজ করছে জনতার ভিড়। সামনের সারিতে না পৌঁছা পর্যন্ত ঠেলে এগোল ব্লিমুন্দা, কারা ওরা, কোলে বাচ্চা অলা একজন মহিলাকে জিজ্ঞেস করল ও, ওদের মাত্র তিনজনকে চিনি আমি, ওই লোকটা এবং তার পাশের মেয়েটা, বাপ এবং মেয়ে যারা জুডাইজমের অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হয়েছে, স্টেকে চরিয়ে পোড়ানো হবে, এবং কিনারার লোকটা

অ্যান্টোনিয়ো হোসে ডা সিলভা নামে পাপেট শোর জন্যে কমেডি লিখেছিল, কিন্তু বাকিদের সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি।

এগারজনকে দণ্ড দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে স্টেকে, এবং শিকারগুলোর চেহারা বলতে গেলে বোঝাই যাচ্ছে না। শেষ যাকে পোড়ানো হবে তার বাম হাত নেই। সম্ভবত তার কালো হয়ে যাওয়া দাড়ির কারণে, ছাইয়ের কারণে ঘটে যাওয়া এক অলৌকিক পরিবর্তন, বেশ তরুণ দেখাচ্ছে ওকে। এবং ওর শরীরের ঠিক মাঝখানে গাঢ় একটা মেঘ। এবার ব্লিমুন্দা বলল, এসো। বালতাসার সেটে-সয়েসের ইচ্ছা ওর দেহ থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল, কিন্তু তারাদের দিকে উড়ে গেল না, কারণ ওটার স্থান পৃথিবী আর ব্লিমুন্দার মাঝে।

টীকা

পাদ্রে বার্টোলোমিউ লরেনসো ডি গাসমাও ঐতিহাসিক চরিত্র। ব্রাযিলের স্যান্টোসে (১৬৮৫?) তাঁর জন্ম এবং বাহিয়ার সেমিনারি অভ বেলেমে যাজক হবার লক্ষ্যে পড়াশোনা করেন। ১৭০৮ সালে তিনি পর্তুগালে যান সেখানে অচিরেই তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর যান্ত্রিক দক্ষতার কারণে দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। পরের বছর হোয়াও পঞ্চমের উদ্দেশে একখানা স্মারক পত্র পাঠান তিনি, রাজাকে অবহিত করেন যে এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তিনি "যেটা জমিন আর সাগরের ওপর দিয়ে শূন্যে উড়ে বেড়াতে পারে।" এরপর লরেনসো এয়ার নেভিগেশনের কলাকৌশল সম্পর্কিত একটা নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর তত্ত্বগুলো ব্যাঙ্গাত্মক পঙক্তির মাধ্যমে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়, এবং তাঁর নাম দেয়া হয় "ও ভোয়াডর" (দ্য ফ্লাইং ম্যান)। একটা প্রাথমিক ধরনের উড়োজাহাজ উদ্ভাবন করে তিনি তাঁর সমালোচকদের হতবাক করে দেন; আগস্ট ৮, ১৭০৯ তারিখে সেটার উদ্বোধন করেন তিনি। তাঁর অদ্ভুত উদ্ভাবনের একটা স্কেচ লিসবনে বিলি করা হয় এবং বিশালাকার পাখির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় ওটার নাম দেয়া হয় "লা প্যাসারোলা"।

১৭১৩ থেকে ১৭১৬ পর্যন্ত হল্যান্ডে পড়াশোনা করেন লরেনসো। পর্তুগালে ফিরে এসে কয়মব্রায় ক্যানান-লয়ের ওপর ডক্টরেট করেন তিনি। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এমনই মর্যাদা ছিল যে হোয়াও পঞ্চম তাঁকে একাডেমি অভ হিস্ট্রির সদস্য পদ দেন এবং রয়্যাল হাউজহোল্ডে তাঁকে একজন চ্যাপলেইন্সিতে নিয়োজিত করেন। আখ মাড়াই করার মেশিনসহ অন্যান্য বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে যান লরেনসো।

তিনি কবে জুডাইজমে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় নি, তবে যখন তিনি উপলব্ধি করেন যে ইনকুইজিশন তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে এবং তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে যাচ্ছে, ১৭২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি লিসবন থেকে পালিয়ে যান ও স্পেনে আশ্রয় পান। বেশ কয়েক মাস পর, শেষ পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সমঝোতার পর টলেডোর হসপিটাল ডিলা ক্যারিডাতে মারা যান তিনি।

বর্তমানে উড্ডয়নের ক্ষেত্রে একজন অগ্রপথিক হিসাবে লরেনসোকে স্মরণ করা হয়।

- সমাপ্ত -